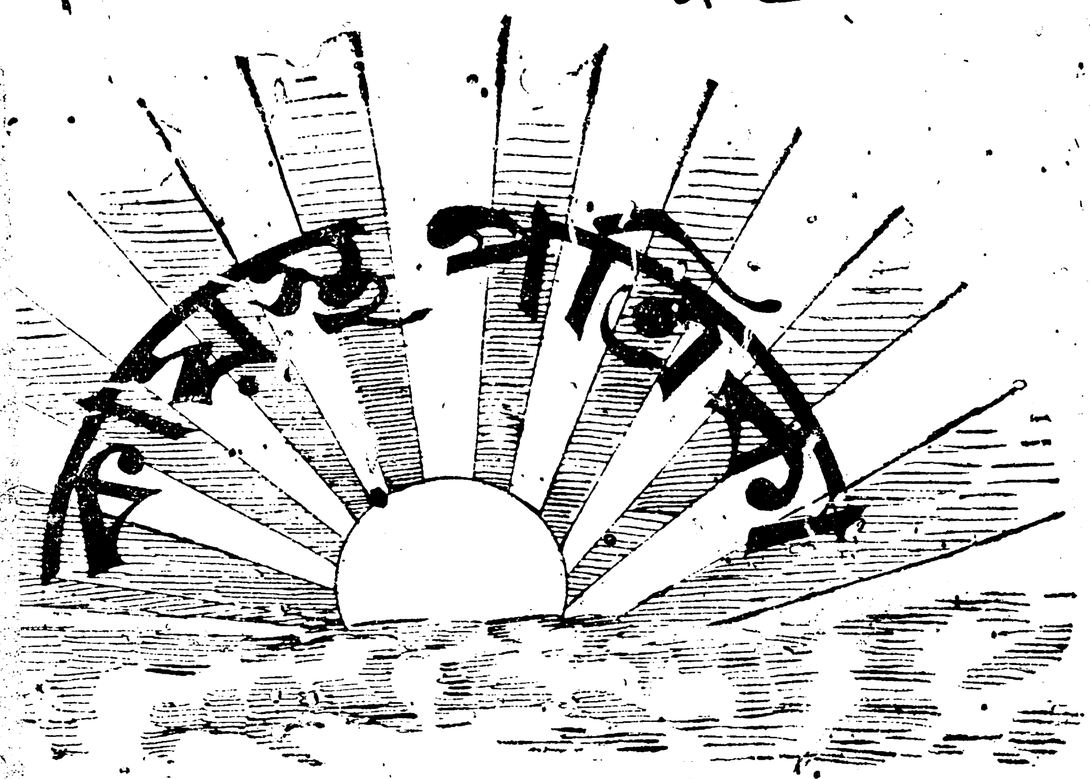

BLANK PAGE(S)

Tight Binding

BRITTLE PAGES.

INSECT DAMAGE

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একমাত্র মুখপত্র

সমাজ, জাতি, ইতিহাস, ধর্ম্ম প্রভৃতি

বিষয়ক মাসিক-পত্র

সম্পাদক

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়

(নবপর্য্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড)

[একবিংশ বর্ষ]   [১৩২৯

বাগবাজার, "লক্ষ্মী-নিবাস",
১নং লক্ষ্মী দত্ত লেন হইতে
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৯ নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কাঁটাপুকুর, কলিকাতা
প্রকাশক প্রেস হইতে শ্রীলাল জৈন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কায়স্থ-পত্রিকা

১৩২৯

সূচী

প্রবন্ধ	লেখক	পত্রাঙ্ক
ামরা কি করিতেছি	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসু বর্ম্মা	২০১
াসামে কায়স্থাভ্যুদয়	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	১
াসামে কায়স্থ বার-ভূঞা	ঐ	১৯১, ২৯৭, ৪৩৯
ায়স্থ আদি ভূঞাবংশ	ঐ	১০৫
ায়স্থ-জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদ	শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার	৩৯৯
ায়স্থ-জাতিতত্ত্ব-বিচার	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৯০
ায়স্থ নিত্য-উপবীতী	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার	৩১২
ায়স্থ-পঞ্জি	... ...	৪৬, ১৫৫, ২৭৯, ৩৩৬, ৪৩১, ৪৯৩
ায়স্থ-মহাসম্মেলন	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায়	৩১৬
ায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ	শ্রী............	৪৫২
ায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সাক্ষ্য	... ...	২৬১
ায়স্থ-ক্ষত্রিয়-সংবাদ	ক্ষত্রিয়ত্বাভিমানী জনৈক কায়স্থ	৪২৯
ায়স্থ-সভার সংবাদ	সভার সম্পাদক	৪৩০
ায়স্থ-সম্মেলন ও ২০শ বার্ষিক-অধিবেশন-বিবরণ	... ...	৩৫
ার্য্য-বিবরণী	... ...	৸৶০—১৷৵০
ঐ	... ...	৶০—১৷৵০
র্গোৎসব উপলক্ষে	পত্রিকা-সম্পাদক	১৬৯
ববর্ষে কায়স্থ-জাতি	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৮
জৈনসিদ্ধান্তকথা	শ্রী............	৪৯১
বশ-প্রকৃতি (কবিতা)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	৩১০
পতার পুণ্যলক্ষণ (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্মা মজুমদার	২৫
ুস্তক পরিচয় ও আলোচনা	... ...	৫১৪

প্রবন্ধ	লেখক	পত্র
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ও নিখিল-বঙ্গীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলন		৭১, ১
বর্ত্তমান বঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আলোচনা	বঃ কাঃ সঃ সঃ	৪
বর্ত্তমান শিক্ষা	শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, এম-এ	১
বৃন্দাবন-সংবাদ (কবিতা)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	৩
বহরমপুরে কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচার	শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	২
বারেন্দ্র ভৃগুনন্দী	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	
"ব্রাহ্মণ-সমাজ" ও পদ্মনাথ	শ্রীচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা	৪
বিজয়া	শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	২
ভ্রান্তধারনা	শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২
ভ্রান্তিনাশ	ঐ	
মহাপুরুষ মাধবদেব	শ্রীউমেশচন্দ্র দেব	২
মানহানির মোকদ্দমা	শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার	
মিহির ও খনার অদৃষ্টলিপি (গল্প)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	
যজ্ঞকথা (চয়ন)	আচার্য্য ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ পি-আর-এস	
যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যার ব্যাখ্যা	শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ	
রাজশক্তি	পত্রিকা-সম্পাদক	৪৯, ৩৫১,
স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	
সভাপতির অভিভাষণ	কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা	
সাধে-বাদ (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা দেবী	৫৯, ৩২২, ৩৮০,

Rhyme ... every ... left to wife in one verse.
"All my earthly goods I have in store
" To my dear wife I leave for evermore
" I freely give — no limit do I fix
" This is my will and she the executrix!"
"The New Empire" 27.6.2

কায়স্থ-পত্রিকা

শাখ, ১৩২৯ | নবপর্য্যায় ১৩শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা

আসামে কায়স্থাভ্যুদয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[দেব-বংশ]

রামচরিত পাঠে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ রামপালের রাজত্বকালে মায়ন
ক এক সামন্তনৃপতি প্রজা রক্ষার জন্য কামরূপপতিকে জয় করিয়াছিলেন।"(২১)
তঃ কামরূপ বিজয়ের পর গৌড়াধিপের মহাসামন্তরূপে তিগ্ম্যদেব
ক কোন এক ব্যক্তি প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।
র বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। কমৌলি হইতে আবিষ্কৃত বৈদ্য-
র তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, "পূর্ব্বদিগ্বিভাগে বহুমান-প্রাপ্ত তিগ্ম্যদেব-
চর [বিকৃতি] বিদ্রোহ বিকার শ্রবণ করিয়া, গৌড়েশ্বর তাঁহার রাজ্যে এইরূপ
গ্রাম-সমন্বিত] বিপুলকীর্ত্তিসম্পন্ন বৈদ্যদেবকে নরেশ্বর-পদে নিযুক্ত করিয়া
ন।"(২২) তাম্রশাসনবর্ণিত উক্ত বিবরণ হইতে মনে হয় তিগ্ম্যদেব

---

২১) "তস্য জিতকামরূপাদিবিষয়বিনিবৃত্তঃ মানসম্পাদ্যঃ।
মহিমান্মায়ননৃপো যতমানস্ত প্রজাভিরক্ষার্থম্।" (রামচরিত ৩।৪৭)

২২) "এতাদৃশো হরিহরিভুবি সংকৃতস্য শ্রীতিগ্ম্যদেবনৃপতের্বিকৃতিং নিশম্য।
গৌড়েশ্বরেণ ভুবি তস্য নরেশ্বরত্বে শ্রীবৈদ্যদেব উরুকীর্ত্তিরয়ং নিযুক্তঃ॥
স্রজমিব শিরসাদ্বয়াজ্ঞাং প্রভোরূরুতেজসঃ কতিপয়দিনৈর্দত্ত্বা
জিষ্ণুঃ প্রয়াণমসৌ দ্রুতং।
তদবনিপতিং জিত্বা যুদ্ধে বভূব মহীপতির্নিজভুজপরিস্পন্দৈঃ
সাক্ষাদ্দিবস্পতিবিক্রমঃ॥" (গৌড়লেখমালা ১২১ পৃঃ)

গৌড়েশ্বরের নিকট সৎকৃত বা বহুমান প্রাপ্ত হইলেও পরে তিনি আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। রামপালের পুত্র গৌড়েশ্বর কুমারপাল বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য বৈদ্যদেবকে পাঠাইয়া দেন। বৈদ্যদেব প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্রুত-গতি সদলে কামরূপে আসিয়া নিজ ভুজবলে রাজা তিগ্ম্যদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি হইয়াছিলেন। বৈদ্যদেবের উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতামহ দোর্দ্দণ্ডবিক্রম শাস্ত্রবিদ্যম যোগদেব বংশানুক্রমে উক্ত পাল-বংশের মন্ত্রী ছিলেন।(২৩) এই বংশক্রম নির্দ্দেশ হেতু মনে হয় যে প্রথম মহীপালের সময় হইতেই এই দেব-বংশ মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন। কাশীদাস বারেন্দ্র-করণ-বর্ণন-নামক গ্রন্থে দেব-বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"রাঢ়ী মধ্যে সবে গণ্য, আলমান বারেন্দ্রে ধন্য, রাজসভায় বহুত সন্মান।
রাজার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানে গুণে সুপ্রশস্ত, দাতা-ভোক্তা গৌড়ে গরীয়ান্॥
শিখিধ্বজ অগ্রগণ্য, সর্ব্বত্র অশেষ মান্য, শ্রীকেশব তান বংশধর।
অঙ্গে বঙ্গে তার সূত্র ধরেছিল কুলছত্র, কিবা কব মহিমা অপার॥
পূর্ব্ব-বাস ছাড়ি অঙ্গে একদেব আইলা বঙ্গে, তার বংশে যোগদেব নাম।
বিদ্যাবুদ্ধে বৃহস্পতি, মহামন্ত্রী মহামতি, রাজবংশ সর্ব্বত্র সুনাম॥
তাহার নন্দন চারি, সবে অস্ত্র শাস্ত্রধারী, বোধি, জ্ঞান, মধু, শ্রীধর।
বোধিদেব জ্যেষ্ঠপুত্র, সেই হইল মহাপাত্র, পিতৃনাম করিলা উজ্জ্বল॥
জ্ঞানের সুজ্ঞান কথা, আছে রাষ্ট্র যথা তথা, মধুকর দেবকুলহর।
শ্রীধর স্বভাবে খাটো, কুলেশীলে বড় আঁটো, ধনদৌলত করিল বিস্তর॥
বোধির সন্তান তিন কেহ আঁট কেহ হীন, বুধ-বৈধ শ্রীকুল সুধীর।
জ্যেষ্ঠ-বৈধ নৃপমান্য কাঙ্গুরে হৈল ধন্য, স্থানত্যাগে খাট হইল বীর॥
বুধদেবের একধারা, সমাজে রহিল তারা, আর ধারা উত্তরে মিশিল।
কুলদেব কুলশ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ, মান্যেতে জ্যেষ্ঠ, কুলসভায় পূজিত হইল॥
ধ্রুবদেব কুলপতি, পুত্র তার মহা খ্যাতি, বল্লালসেনের মতে না চলিল।
শুনিয়া তাহার কীর্ত্তি ভৃগুনন্দী মহাপ্রীতি, সাধ্যভাবে আনিয়া সাধিল॥
বাণকোটে তার পুত্র, পাইল কুল-রাজচ্ছত্র, গুণনিধি গুণাকর নাম।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ, সদা ভেঁই কুলে হুষ্ট, কিবা কব মহিমা বাখান॥(২৪)

(২৩) "যস্য বংশক্রমেণাভূৎ সচিবঃ শাস্ত্রবিত্তমঃ।
যোগদেব ইতি খ্যাতঃ স্ফুরদ্দোর্দ্দণ্ডবিক্রমঃ॥" (কমৌলি তাম্রলেখ, ৩য় শ্লোক)

(২৪) বঙ্গের জা তীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২২৪-২২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অঙ্গ হইতে দেব-বংশ বঙ্গে আগমন করেন। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই অঙ্গে বা ভাগলপুর অঞ্চলে দেববংশের বাস ছিল, তাহা আমরা সুলতানগঞ্জ হইতে আবিষ্কৃত ক্ষত্রপ কায়স্থ রুদ্রদেবের মুদ্রা হইতে জানিতে পারি। গৌড়াধিপ দেব-পাল হইতে নারায়ণপাল পর্য্যন্ত অঙ্গের অন্তর্গত মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সুতরাং এ সময়ে তাঁহাদের আশ্রয়ে দেববংশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহা কাশীদাসের উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়। কাশীদাস লিখিয়াছেন, দেববংশ মধ্যে গৌড়ের সপ্তগোত্র বিদ্যমান, তন্মধ্যে সকলেই রাঢ়ী মধ্যে গণ্য। কেবল আলম্যান গোত্র বারেন্দ্র সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন। এই বংশ গৌড়ের রাজসভায় বিশেষ সম্মানিত, রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ, জ্ঞানী ও গুণে সুপ্রশস্ত এবং দাতা ও ভোক্তা বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শিখিধ্বজ অগ্রগণ্য, সর্ব্বত্রই তাঁহার অশেষ মান্য ছিল। তাঁহার বংশধর কেশব। অঙ্গ ও বঙ্গে তাঁহার বংশধরগণ কুলছত্র ধারণপূর্ব্বক মহিমান্বিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একদেব পূর্ব্ববাস অঙ্গ হইতে বঙ্গে আগমন করেন। তাঁহার বংশে যোগদেবের জন্ম হয়। তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে বৃহস্পতি তুল্য, রাজপ্রিয় ও মহামন্ত্রী বলিয়া সর্ব্বত্র সুনাম ছিল। তাঁহার চারিপুত্র বোধি, জ্ঞান, মধু ও শ্রীধর সকলেই অস্ত্রধারী ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বোধিদেব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি পিতৃনাম উজ্জ্বল করিয়া মহাপাত্র হইয়াছিলেন। জ্ঞানের সুজ্ঞানের পরিচয় সর্ব্বত্র রাষ্ট্র আছে। মধুকরদেব আপনার কুল নষ্ঠ করেন। শ্রীধর স্বভাবে খাট হইলেও কুলেশীলে বড় আঁট ছিলেন। বোধিদেবের তিনপুত্র বুধদেব, বৈধদেব ও কুলদেব। জ্যেষ্ঠ বৈধদেব রাজকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কাঙুরে ধন্য হইলেন। কিন্তু সেই বীর স্থানচ্যুত হেতু সমাজে খাট হইয়াছিলেন। বুধদেবের একধারা সমাজে থাকিয়া যান ও আর এক ধারা উত্তরে গিয়া মিশিয়া ছিলেন। কুলদেব কনিষ্ঠ হইলেও মান্যেতে জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া কুলসভায় পূজিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র কুলপতি ধ্রুবদেব মহাখ্যাতি লাভ করেন। তিনি বল্লালসেনের মতে চলেন নাই। তাঁহার কীর্ত্তিতে মহা প্রীত হইয়া ভৃগুনন্দী সাধ্যভাবে আনিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, তৎপুত্র গুণনিধি গুণাকরদেব বাণকোটে কুলরাজচ্ছত্র পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অনুসারে যোগদেব পাল-বংশের মন্ত্রী ছিলেন। কাশীদাসের উক্তির সহিত তাম্রশাসনের বিবরণ মিলিয়া যাইতেছে। যোগদেবের পুত্র বোধিদেবের সম্বন্ধে উক্ত তাম্রশাসনে এইরূপ

বর্ণিত হইয়াছে :—"পুরাকালে সেই রামপালদেবের তত্ত্ববোধভূ বোধিদেব নামক সর্ব্বত্র সুপরিচিত বিশুদ্ধ-স্বভাব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আশ্চর্য্যগুণ-গৌরবে পৃথিবীতে তাহার সমকক্ষ ব্যক্তিকে অতিক্রান্ত করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার তুল্য গুণসম্পন্ন আর কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না। প্রতাপদেবী ইঁহার পত্নী ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম-ঋদ্ধি-কীর্ত্তির বিশ্রামভূমি বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার কান্তি অসীম বলিয়া কথিত হইত, এবং তিনি স্বামিসন্তোষের মূর্ত্তিমতী প্রতিমারূপে বর্ত্তমান ছিলেন। সেই পত্নীর গর্ভে পরম সৌন্দর্য্য-যুক্ত সুবিখ্যাত বৈদ্যদেব নামক বোধিদেবের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্রের উচ্ছলিত কীর্ত্তি-সরোবর-মধ্যে কৈলাস পর্ব্বতও পত্রাঙ্কুরের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাঁহার জন্মকালে দৈবজ্ঞগণের মধ্যে এবং যাচকগণের মধ্যে হর্ষকোলাহল শ্রবণ করিয়া শত্রুসেনামণ্ডলী আহার, নিদ্রা এবং ধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তদীয় বন্ধুবৃন্দের নয়ন-নিঃসৃত হর্ষাম্বুধারায় শত্রুসেনার প্রতাপাগ্নিও নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি সাম্রাজ্যলক্ষ্মী-সেবিত সুবিখ্যাত রামপালদেবের পুত্র কুমারপাল নরপতির চিত্তানুরূপ মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পরাজিত শত্রুনৃপালমুকুট-সমাহৃত স্বর্ণনির্ম্মিত যে সিংহমূর্ত্তি তদীয় সমুচ্চ প্রাসাদশিখর অলঙ্কৃত করিতেছে; সেই সিংহের গ্রাস-ত্রাসে, সন্ত্রস্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থ বিম্বাঙ্করূপী মৃগ পলায়নপর হইবে। সচিব-সমাজ-পদ্মের প্রীতি-বিবর্দ্ধক তীক্ষ্ণ ভানুতুল্য এবং সুবিস্তৃত যশঃ-সাগরের তুল্য এই বৈদ্যদেব স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতাগুণে চম্পাধিপ কর্ণ এবং সুজনগণের মানস কুমুদিনীর শীতরশ্মি চন্দ্র রূপে প্রতিভাত ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের সমরবিজয় ব্যাপারে চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুত্থিত তদীয় নৌবাটের হীহীরবে সন্ত্রস্ত হইয়াও দিগ্‌গজসমূহ গম্যস্থানের অসদ্ভাবেই স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই। কিন্তু উৎপতনশীল ক্ষেপণীবিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে শীকরবিধৌত চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত। বাহুবীর্য্য-প্রভাকর ত্রিলোক-পরিপূর্ণ-যশা প্রজ্ঞান-বাচস্পতি গৌড়েশ্বর কুমারপাল নৃপতির তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গুণিগণাগ্রগণ্য সেই প্রধান অমাত্য বৈদ্যদেব সর্ব্বত্র সপ্তাঙ্কক্ষিতিপাধিপত্ব রক্ষার্থ চিন্তা করিতেন।"(২৫) কাশীদাসের গ্রন্থে

(২৫) "যস্য শুদ্ধসচিবঃ পুরাভবদ্বোধিদেব ইতি তত্ত্ববোধভূঃ।
বিশ্বগেব বিদিতোঽদ্ভুতৈ গুণৈ রুজ্ঝিতাত্মসদৃশঃ ক্ষিতাবয়ং ॥৯
অস্য প্রতাপদেবী পত্নী ধর্ম্মর্দ্ধিকীর্ত্তি-বিশ্রান্তিঃ আসীদসীম-কান্তিঃ সন্তোষস্যাকৃতিঃ পত্যুঃ

সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদে বৈদ্যদেব স্থানে বৈধদেব লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা পিতামহের ন্যায় তিনি গৌড়াধিপ কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কামরূপপতি তিগ্ম্যদেবকে পরাজয় করিয়া কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বৈদ্যদেবের কিছু পূর্ব্বে চেদিপতি কর্ণদেবের আদেশে তাঁহার জামাতা জাতবর্ম্মা কামরূপ আক্রমণ করেন এবং তৎপরে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কামরূপ জয় করেন, তাঁহা সমসাময়িক তাম্রশাসন ও বিক্রমাঙ্ক-চরিত হইতে জানা গিয়াছে। তৎকালে পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে কামরূপ হতশ্রী ও বলহীন হইয়া পড়িয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ইহারই অব্যবহিত পরে গৌড়াধিপ রামপাল কামরূপ জয়ের চেষ্টা করেন। রামচরিত হইতে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, তাঁহার আধিপত্যকালে মায়ন নামে তাঁহার এক সামন্ত নৃপতি প্রজা রক্ষার জন্য কামরূপপতিকে জয় করিয়াছিলেন।(২৬) কামরূপ জয়ের পরেই সম্ভবতঃ গৌড়াধিপ তিগ্ম্যদেবকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজপদে বরণ করিয়াছিলেন। কমৌলি হইতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের শাসনলিপি হইতে জানা যায় যে গৌড়াধিপ কুমারপাল প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশে সংকৃত তিগ্ম্যদের

অভূদমুষ্যাস্তনয়োঽস্য বিশ্রুতঃ শ্রীবৈদ্যদেবঃ পরয়া শ্রিয়া যুতঃ।
যদুচ্ছলৎকীর্ত্তিসরোবরোদরে পদ্মাঙ্কুরাভঃ শিব-ভূধরোঽভবৎ ॥
দৈবজ্ঞেষু চ তর্ককেষু চ জনুর্দ্দিষ্টস্য দিষ্টিশ্রুতেরন্নস্বপ্নধৃতীর্ঝটিত্যরি-ভটৈরুন্মুচ্য সংমূর্চ্ছিতং।
কিন্ত্বৈতন্নিজ-বন্ধুবৃন্দ-নয়ন-প্রোদ্ভূত-হর্ষাম্বুভিঃ পারক্য-প্রসর-প্রতাপদহনস্যাভূদ্বিনির্ব্বাপণং ॥৮
সোয়ং রাম-নরেন্দ্রজস্য সচিবঃ সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীজুষঃ প্রখ্যাতস্য কুমারপালনৃপতেশ্চিত্তানুরূপোঽভবৎ।
যস্যারাতি-কিরীট-হাটককৃতপ্রাসাদ-কণ্ঠীরব-গ্রাস ত্রাসবশাদপৈষ্যতি বিধোর্ব্বিম্বাঙ্করূপী মৃগঃ।
সচিবসমাজ-সরোজ তিগ্মভানুঃ প্রসৃমরযশোঽম্বুধিরেষ বৈদ্যদেবঃ।
সহজ-বদান্যতয়ৈব চম্পকেশঃ সুজন-মনঃ-কুমুদেষু শীতরশ্মিঃ ॥
যস্যানুত্তর-বঙ্গ-সঙ্গরজয়ে নৌবাট-হীহীরব-ত্রস্তৈর্দ্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ-
রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী ॥
গৌড়েশস্য কুমারপালনৃপতের্দ্দোর্ব্বীর্য্যতেজস্পতেঃ ত্রৈলোক্যোদরপূরিভূরিযশসঃ প্রজ্ঞানবাচস্পতেঃ।
সপ্তাঙ্গক্ষিতিপাধিপত্বমভিতঃ সংচিন্তয়ন্ প্রধীঃ
প্রাণেভ্যো প্যতিবল্লভস্য সচিবঃ সোঽভূদ্‌গুণিগ্রামণীঃ ॥"
(কমৌলি তাম্রলেখ, ৫-১২ শ্লোক)

(২৬) ২১শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নৃপতির বিকৃতি অবগত হইয়া সেই নরেশ্বরের পদে কীর্ত্তিমান্ বৈদ্যদেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।(২৭) উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে বৈদ্যদেব গৌড়াধিপ কুমারপালের চেষ্টাতেই কামরূপের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনেও লিখিত আছে, 'প্রভুর আজ্ঞা বরমাল্যের ন্যায় মস্তকে লইয়া সেই তেজস্বী সাক্ষাৎ সূর্য্যের ন্যায় পরাক্রমশালী বৈদ্যদেব দ্রুতগতি রণযাত্রায় কিছু দিন কাটাইয়া নিজ ভুজবিমর্দ্দনে সেই অবনীপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিবার পর মহীপতি হইয়াছিলেন। ইহার উৎকৃষ্ট রণযাত্রাকালে আকাশতল ধূলি-পটলে বজ্রস্থলের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সূর্য্যাশ্বগণের পদ-বিন্যাসশ্রম উপস্থিত হইত। ইন্দ্রদেব তাঁহার দুইটী হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া অন্য কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নয়নের অনিমীলনক স্বকর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন। বাহুদণ্ড সংঘর্ষণোৎপন্ন শত্রুসেনা-শরীর সন্দীপিত, রণ পূজিত হোমাগ্নি মধ্যে রিপুশিরঃসমূহে হোমবিধির অনুষ্ঠান করিয়া, শত্রু-নরপালের নিধন সাধন এবং যশোলাভ করিয়া, এই বৈদ্যদেব দীপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

'সেই ভীষণ সমরক্ষেত্রের ভিতর হইতে খড়্গাঘাতে উৎপতনশীল রিপুশিরঃ-সমূহে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া, সহসা রাহুব্যূহ-সমূহের সমাগম মনে করিয়া, ভয়-সন্ত্রস্ত মার্ত্তণ্ডদেব ধূলিপটলের দ্বারা আত্মপ্রভার বিলোপসাধন করিয়া, আত্মগোপন করিয়াছিলেন। মহাসাগর যেরূপ চন্দ্রের উদ্ভবস্থান—মহীধর পর্ব্বতগণের আশ্রয়—জীবগণের আধার—তলদেশে শোভাসমন্বিত তথা স্ফুরণশীল সলিল-পরিপূর্ণ নিরতিশয় গভীর গর্ভ-সংযুক্ত—রত্নরাজির নিকেতন লক্ষ্মীদেবীর কুলগৃহ, ও লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর বিশ্রামস্থান;—এই বৈদ্যদেবও সেইরূপ আহ্লাদের উদ্ভবস্থান মহীপালক সামন্ত নরপালগণের আশ্রয়, সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তসম্পন্ন, মন্ত্রিসৌন্দর্য্যে সুশোভিত, স্ফুরণশীল বিবিধ রসে পরিপূর্ণ নিরতিশয় গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, রত্নরাজির অধীশ্বর লক্ষ্মীর নিবাস-স্থান এবং অন্তঃকরণে বিষ্ণু-চিন্তাপরায়ণ। মহাসাগর যেমন জলের আধার তিনিও সেইরূপ জড়ের প্রশ্রয়-দাতা, মহাসাগর যেমন শ্রীরামানুচর কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত, তিনি কিন্তু অন্যের নিকট অলঙ্ঘিত, সুতরাং এই বৈদ্যদেব অম্বুধি সদৃশ বলিয়া কথিত। তিনি জ্ঞানে বৃহস্পতি, তেজে দিনপতি, পুরুষকারে শ্রীপতি, ধৈর্য্যে অম্বুপতি, ধনে ধনপতি এবং দানকার্য্যে চম্পাপতি—ভাষায় এই সকল উপমা প্রসিদ্ধ বলিয়াই তাঁহাকে

(২৭) ২২শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এরূপ বলা হইল। কিন্তু আমরা তাঁহাকে সর্ব্বগুণোপেত "তৎসদৃশ" বলিয়াই বর্ণনা করিব। তাঁহার শ্রীবুধদেব নামক এক অনুজ বর্ত্তমান। তিনি শ্রীরাম-ভদ্রের অনুজ লক্ষ্মণের ন্যায় সেই সকল নির্ম্মলগুণে ধর্ম্মর্দ্ধীর এবং শীলর্দ্ধির আবাস ভূমি বলিয়া পরিচিত। সৎফলপল্লবপ্রসূ দানকার্য্যে দ্বিজকুলকে প্রীতিদান করিয়া বাহুবলবিখ্যাত সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্পতরুর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া সুবিখ্যাত।'(২৮) উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, হংসাকোঞ্চি-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক বৈদ্যদেব বৈশাখে বিষুব সংক্রান্তিযুক্ত একাদশী তিথিতে স্বর্গকামনায় তাঁহার বিজয়রাজ্যে ৪র্থ অব্দে বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ভাবগ্রামবাসী কৌশিক গোত্র ভরতের পৌত্র ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য যুধিষ্টিরের পুত্র সর্ব্বশ্রোত্রিয়শ্রেষ্ঠ শ্রীধর নামক ব্রাহ্মণকে প্রাগ্জ্যোতিষভুক্তি ও কামরূপমণ্ডলের মধ্যে বাড়া বিষয়সংবদ্ধ সন্দরী গ্রামসংযুক্ত সন্তি পাটক নামক স্থান উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছিলেন।

উক্ত তাম্রশাসনে বৈদ্যদেব 'পরমেশ্বর' 'পরমভট্টারক' ও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় মনে হয় তৎকালে অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যের ৪র্থ বর্ষে তিনি আপনাকে একছত্র স্বাধীন নৃপতি বলিয়া বিঘোষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভু গৌড়াধিপ কুমারপাল ১০৯৬ হইতে ১১১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সেনবংশীয় বিজয়সেন তৎপূর্ব্ব হইতেই পাল অধিকার গ্রাস করিতেছিলেন। কুমারপালের মৃত্যুর পর তিনি সম্ভবতঃ সমস্ত বারেন্দ্র অধিকার করিয়া কামরূপ-জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে লিখিত আছে—'তিনি গৌড়েশ্বরকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কামরূপপতিকে দূরীভূত করিয়াছিলেন।'(২৯) বলা বাহুল্য বিজয়সেনের প্রত্যাবর্ত্তনের পরই বৈদ্যদেব আবার নববলে বলীয়ান্ হইয়া কামরূপ রাজ্য উদ্ধার করেন, এই সময়েই তিনি আপনাকে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন।

উপরে লিখিত হইয়াছে যে বৈদ্যদেব তাঁহার ৪র্থ রাজ্যাব্দে বৈশাখ মাসের বিষুবসংক্রান্তি শুভ হরিবাসরে উক্ত তাম্রশাসন দান করেন। জ্যোতিবিক গণনা দ্বারা জানা যায় যে ১১২৩ খৃষ্টাব্দে এরূপ শুভ দিন ছিল। এরূপ স্থলে কুমার-পালের মৃত্যুর কিছু কাল পরে ১১১৯ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া

(২৮) গৌড়লেখমালা—১৩১ পৃষ্ঠা, ১৪—২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(২৯) বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি। (Vide Epigraphia Indica, Vol. 1 p.)

ছিলেন, বলা বাহুল্য ঐ বর্ষেই বিজয়সেনের দেহত্যাগ ও বল্লালসেনের অভিষেককাল। বৈদ্যদেব যে কেবল বীর ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাহা উক্ত তাম্রলেখবর্ণিত পরিচয় হইতে জানা যায়। বৈদ্যদেব কামরূপের যে স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি 'বৈদ্যর গড়' নামে সুপরিচিত। (৩০)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

নব বর্ষে কায়স্থ জাতি।

কালসিন্ধুর একটী বুদ্বুদ নববর্ষ নামে আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে; বারমাস নাচিতে নাচিতে আর একটী বর্ষ-বুদ্বুদ কালের বুকে ঢলিয়া পড়িয়াছে! একের তিরোভাব অন্যের আবির্ভাব। একের মরণ অন্যের জীবন, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যে গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না—যে বর্ত্তমান সেও থাকিবে না—তবু আসা যাওয়ার বিরতি ঘটিবে না; লীলাময়ের ইহাই লীলা। বর্ষ আসে বর্ষ যায়, মানব তাহার বুকে কর্ম্মচিত্র আঁকিয়া দেয়। সে কালের সাগরে ডুবিয়া থাকিয়াও সযত্নে বুকে ধরিয়া রাখে—প্রয়োজন হইলে কর্ম্মের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া কর্ম্মীর গৌরব বর্দ্ধন অথবা অকীর্ত্তি ঘোষণা করে। ব্যক্তির পক্ষেও যাহা জাতির পক্ষেও তাহাই। বর্ষে বর্ষে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই জীবন শেষ হইয়া যায়। কত ব্যক্তি ও জাতি বিশ্ব হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; তাহাদের কর্ম্মাঙ্কিত সু ও কু চিত্র এখনও কালের বক্ষ হইতে স্থানচ্যুত হয় নাই। তাহা জগতের বর্ত্তমান মানবগণকে কর্ম্মের ধারা প্রদর্শন করিতেছে। বর্ষ উপেক্ষিত হইলে জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন জাতির জীবন তেমনই ব্যক্তিগত জীবন; সুতরাং বর্ষকে আমরা কালের ক্ষুদ্র-বিভাগ মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। এখানে ব্যক্তিগত জীবনের গত বর্ষের কর্ম্মের আলোচনা আমরা

(৩০) "Near Betna (in Kamrup) is an embankment forming a square, each side of which is about 4 miles long, and known as Baidar garh' V att's Progress Report of Historical Research in Assam, (1897) P.

করিতে আসি নাই—আমাদের কায়স্থ-জাতির কর্ম্মের কথাই আলোচ্য। কায়স্থ-জাতি বিগত বর্ষের অঙ্গে কি চিত্র আঁকিয়া দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিব। কেহ বলিতে পারেন, যাহা গিয়াছে আর ফিরিবে না, তাহার আলোচনায় লাভ কি? লাভ, গত বর্ষের আলোচনায় বর্ত্তমানের প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রেরণা ও সুযোগ প্রাপ্তি; আলস্য, ঔদাস্য ও দৌর্ব্বল্য পরিহারের জন্য অন্তরে আকুলতার সৃষ্টি করিতে অভিলাষ।

গত বর্ষে বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতি কি করিতে পারিয়াছেন? কায়স্থ-জাতির আর্থিক উন্নতি কতটা হইয়াছে—স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কিরূপ সমুন্নতি লাভ করিয়াছে; সামাজিক সংস্কার সাধনে কি পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছে—জাতীয় একতা ও প্রীতির ভাব কতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব। আশা, বর্ত্তমান বর্ষে কায়স্থ-জাতি কর্ম্মোৎসাহে মত্ত হইয়া অতীতের ত্রুটী বিচ্যুতির সংশোধন করিবে।

কায়স্থ-সমাজে দারিদ্র্য ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া চলিয়াছে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। কায়স্থের জাতীয় লেখ্য ব্যবসায় নানাজাতি অবলম্বন করায় তাহাদের আর্থিক দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণ-সমাজ ব্যতীত কায়স্থের ন্যায় আর্থিক দুরবস্থা কোন জাতিরই নাই। স্বব্যবসায়ের প্রতি অত্যাসক্তি ও অর্থাভাব হেতু কৃষি বাণিজ্য শিল্পক্ষেত্রে কায়স্থ যুবকগণ প্রবিষ্ট হইয়া জীবিকার সংস্থান করিতে পারিতেছে না—মানের কান্নাও আছে তাই দিন দিন কায়স্থ-জাতি নির্ধন হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থার আশু প্রতীকার না হইলে জাতিটী ধ্বংস হইয়া যাইবে। শুধু জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি লইয়া বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। কৃষি বাণিজ্যাদি অবলম্বন করিয়া দারিদ্র্য বিদূরিত করিবার জন্য কায়স্থকে প্রযত্ন করিতে হইবে। সেরূপ চেষ্টা গত বর্ষে সম্মিলিতভাবে কিছুই হয় নাই। দুদশজন একত্র হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি বাণিজ্যশিল্পের প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, এরূপ আমরা শুনি নাই। চাকরী না মিলিলেও তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটী লক্ষিত হয় নাই—'হা হতাশ' সার হইলেও অন্যক্ষেত্রে প্রবেশের প্রবৃত্তি বড় একটা দেখা যায় নাই। ফল কথা কোনরূপ আর্থিক উন্নতি কায়স্থ-সমাজ লাভ করে নাই; বরং নানা প্রতিকূল কারণে শোচনীয় আর্থিক অভাব লাভ করিয়াছে।

আর্থিক অবস্থা যাহাদের শোচনীয় তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা লাভ করা আকাশকুসুমের মত অসম্ভব। যাহারা পর্য্যাপ্ত খাদ্য পায় না, অর্থাভাবে বিশুদ্ধ

পানীয় জলের সংস্থান করিতে পারে না—চব্বিশ ঘণ্টাই যাহাদের মন দুশ্চিন্তাপূর্ণ ও অবসন্ন তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কল্পনাও করা যায় না। শিক্ষা সম্বন্ধেও তাহাই। যাহারা দারিদ্র্যের দুর্ম্মোচ্য পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের বর্ত্তমান ব্যয়-সাধ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং গত বর্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কায়স্থ-সমাজ যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় উন্নতাবস্থা লাভ করিতে পারে নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

সমাজ-সংস্কারের অত্যাবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেও কায়স্থ-জাতি কিছুমাত্র অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ না করিলে কায়স্থ-জাতির সামাজিক যোগ্যস্থান ও মর্য্যাদা জাত্যুচিত অধিকার রক্ষিত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। যে উপনয়ন অভাবে আদালতে পর্য্যন্ত কায়স্থ হীন প্রতিপন্ন হইতেছে—শূদ্রোচিত বিচার লাভ করিতেছে; হৃদয়ের বলের অভাবে ও কুসংস্কারের প্রভাবে তাহা গ্রহণ করিতেও কায়স্থ-সমাজ জড়ত্ব দেখাইতে লজ্জিত হয় নাই! আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনেও জাতির তেমন আগ্রহ দৃষ্ট হয় না। আন্তর্গণিক বিবাহ ভিন্ন যে শ্রেণীগত ঘৃণাদ্বেষ নষ্ট হইতে পারিবে না—একতা ও প্রীতি স্থায়িভাব ধারণ করিবে না, ইহা সত্য হইলেও কুসংস্কারবশে শ্রেণীর গণ্ডী অতিক্রম করিতে বড় কেহই সাহসী হন নাই।

গত বর্ষে জাতীয় একতা ও প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। নানা অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হইয়া কায়স্থ-সমাজে দুইটী দলের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। বলিতে দুঃখ ও লজ্জা হয়, আদালতে পর্য্যন্ত দলাদলি জাত দৌর্ব্বল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'একতা কার্য্যসাধিকা' সেই একতা ভ্রষ্ট হইয়া জাতির উন্নতির গতি রোধ করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই জাতীয় উন্নতির অধ্যবসায় স্থগিত রাখিয়া দলের প্রধান্য রক্ষার জন্যই সমস্তশক্তি ব্যয়িত হইয়া কায়স্থ-জাতিকে অবনত থাকিতে বাধ্য করিয়াছে।

যথার্থ কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়; আমরা গত বর্ষে প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম বড় কিছুই করিতে পারি নাই, বরং আমাদের জড়তা, নির্বুদ্ধিতা, দুর্ব্বলতা আমাদিগকে সমুন্নতির উচ্চমঞ্চে আরোহণের বাধাই উৎপাদন করিয়াছে।

কায়স্থ-জাতির করিবার অনেক আছে—করিলে করিবার শক্তিও আছে; কিন্তু অবসন্নতা এ জাতিকে যেন গ্রাস করিয়া বসিয়াছে! বুঝিয়াও বোঝে না—শুনিয়াও শোনে না! পরিবর্ত্তনশীল জগতে অপরিবর্ত্তনীয় থাকিতে চাহে।

গতানুশোচনায় লাভ নাই। বর্ত্তমানকে কাজে লাগাইবার প্রযত্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আসুন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, বর্ত্তমানকে কর্ম্মের গৌরবে আমরা অলঙ্কৃত করিয়া জাতিকে ধন্য করিয়া তুলি। যাহাতে আমাদের জাতীয় একতা ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়—একতার সহায়তায় যাহাতে আমরা কায়স্থ-সমাজ হইতে দারিদ্র্য দূর করিতে পারি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে সমর্থ হই, ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ সকলেই জাতীয় প্রেমে হৃদয় ভরিয়া জাতিকে সমুন্নত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ ও কার্য্যে পরিণত করিতে যথাশক্তি অকপট চেষ্টা করত জাতীয় কলঙ্ক স্খালন করিতে সক্ষম হই—জাত্যুচিত সংস্কার গ্রহণ ফলে জাতির প্রকৃত অধিকার লাভ করিতে পারি; তাহাই করিয়া মানুষ নামের যোগ্য হই। নব বর্ষে স্বজাতির সমীপে ইহাই বিনীত নিবেদন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

ভ্রান্তিনাশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শব্দকল্পদ্রুম রাধাকান্তদেবের নামে মুদ্রিত হইয়াছে; বিদেশী লোকেও জানে তিনিই ইহার সম্পাদক। কিন্তু খাঁটি কথা কি? এই পুস্তক সংগ্রহ করিবার ও ছাপাইবার খরচ তিনি বহন করিয়াছেন, ইহা যেমন সত্য, তেমন ইহাও সত্য যে এই পুস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পরিশ্রমের ফল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দেববাহাদুরের অর্থ লইয়া এই পুস্তক লিখিয়াছেন ও সম্পাদন করিয়াছেন। যদিও এই গ্রন্থ দেববাহাদুরের বিরচিত বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি কেবল অর্থ দিয়াই খালাস ব্যতীত আর কিছুই ত করেন নাই—ইহা কে না জানে। তিনি ধনবান্ ছিলেন, দশের উপকারের জন্য তিনি বিপুলব্যয়ে ঐ শব্দকল্পদ্রুম ছাপাইয়াছেন। ঐ পুস্তকে হাতি আছে কি ঘোড়া আছে তাহা লইয়া তাঁহার আলোচনা করিবার অবকাশ ছিল না, করেনও নাই। তিনি ব্রাহ্মণের প্রতি কায়স্থজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। অতি বিশ্বাসের যে ফল তাহা ফলিয়া গিয়াছে। অবশ্য কায়স্থের বাড়ী হইতে কায়স্থের অর্থে এবং কায়স্থের নামে যে পুস্তক বাহির হইল তাহাতে কায়স্থ সম্বন্ধে কোন দোষের কথা থাকা যে অন্যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করা যাইবে, দুরভিসন্ধিদূর করিবার তো উপায় ছিল না—

কর্ম্মীর অনবধানতায় এইরূপ হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক শব্দকল্পদ্রুমের পরবর্ত্তী সংস্করণে কায়স্থের ক্ষাত্রিয়ত্বের প্রমাণও মুদ্রিত হইয়াছে।

আমাদের বিদ্যানিধি মহাশয় আর এক প্রমাণ ধরিয়াছেন। তিনি "কায়স্থকুলদীপিকা" নামক পুস্তকের দোহাই দিয়া নয়টি সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া কায়স্থকে শূদ্র করিয়া ফেলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমেও অবিকল ঐ শ্লোকগুলি পাওয়া যায়; সেখানে কিন্তু পুস্তকের নাম বিভিন্ন—শব্দকল্পদ্রুমধৃত পুস্তকের নাম "দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা"। সে শ্লোকগুলি এই—

"কে যূয়ং আম কিংবা কথয়তঃ কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ব্রহ্মসুরাণাম্।
ধন্যাযূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ
শ্রুত্বোচুর্বিপ্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপতে রন্তি চৈষাম্ ॥১॥
সুকৃতালিকৃতাংবর এষ কৃতী, ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি-দ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ ॥২॥
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং, প্রতিমেন্দুযশঃ সুরলোকবশঃ।
সততং সুমুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ, শরদিন্দুপয়োঽম্বুধিকুন্দযশাঃ ॥ ৩ ॥
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো, বসুতুল্য বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈ, নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ ॥৪॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে, দশরথ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী, বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥৫॥
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ, প্রমত্তসত্বমত্তহঃ শরৎসুধাংশুবদ্যশঃ।
প্রতাপতাপনোত্তপদ্বিষালিঘোষিদালিকো, বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ ॥৬
দ্বিজালিপালনাথকোঽপসৌ চ হর্ষসেবকঃ।
কুলাম্বুজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ॥৭॥
অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্যহাস্যং ব্যভূৎ
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ ॥৮॥
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী, সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো, চকার নৃপতিং স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্ ॥৯॥

—[হে কৃতিগণ! তোমরা কে? তোমাদের নাম কি? স্বচ্ছন্দে আসিয়াছ ত? কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছ? হে নরপতি! আমরা কোলদেশ হইতে পাঁচজন শূদ্র আসিয়াছি; আমরা ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য। (রাজা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন) হে বিপ্রভক্তগণ! পৃথিবীতে তোমরাই ধন্য; তোমাদের সকল পরিচয় বল? রাজার বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, হে ভূপতি! ইহাদের সমস্ত পরিচয় আছে।১। পুণ্যকার্য্যকারিগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণচরণসেবানিরত এই পুণ্যাত্মা মকরন্দ নামে বিখ্যাত। তিনি যতি এবং দ্বিজবর্গের বন্দনীয় ভট্টনারায়ণে অনুরক্ত। (এই শ্লোকের কেহ কেহ এরূপ অর্থও করেন যে, পুণ্যকার্য্যকারিগণের শ্রেষ্ঠ; ব্রাহ্মণচরণসেবী, যতিকল্প এই পুণ্যাত্মা মকরন্দ নামে প্রথিত। ব্রাহ্মণের মধ্যে বন্দ্যবংশীয় ভট্টনারায়ণই তাঁহার গুরু)।২। ঘোষকুলরূপপদ্মের সূর্য্য, তিনি চন্দ্রসদৃশ যশদ্বারা দেবলোক বশবর্ত্তী করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা সুখী, সুবুদ্ধি, পণ্ডিত এবং শরচ্চন্দ্র-সমুদ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় যশরাশিতে ভূষিত।৩। বসুধার অধিপতিমণ্ডলের ঈশ্বর, বসুবংশে উৎপন্ন, গুণরাশিতে ধরামণ্ডলে বিখ্যাত, তাঁহারা আমাদিগের জয়যুক্ত হউক।৪। পৃথিবীতে দশরথ নামে বিখ্যাত, দশরথের ন্যায় খ্যাতিসম্পন্ন, কুলের অগ্রগণ্য, যশের দ্বারা দশ-দিক্ বিজয়ীদিগেরও জয়কারী এবং কুলসাগরে ঐশ্বর্য্যদ্বারা জয়শালী হইতেছেন।৫। যশস্বীগণের যশরক্ষক, সর্ব্বদা সকলের আদরণীয়, অতিমত্ত জনের মত্ততাপহরণ-কারী, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় যশস্বী, প্রতাপরূপ সূর্য্যে শত্রুরমণীগণের তাপদাতা, মিত্রবংশরূপ সমুদ্রের চন্দ্রস্বরূপ কালিদাস শোভা পাইতেছেন।৬। ইনি দ্বিজবর্গের পালক, শ্রীহর্ষের সেবক এবং অন্ধকারে প্রদীপের ন্যায় কুলপদ্মের প্রকাশক।৭। কুলপদ্মের ভ্রমর ও বহুবিধপুণ্যপুঞ্জযুক্ত দশরথ নামধারী এই মহাপুরুষ গুহকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহাতে বহুবিধ মানভঙ্গ হয় সেই বঙ্গদেশগমনে ইনিই (প্রথম) উদ্যত হন। গুহসম্বন্ধে এই কথা শুনিয়া সকল বন্ধুবর্গ (সকল সভ্যবৃন্দ—পাঠান্তর) হাস্য করিলেন।৮। ইহাঁর নাম পুরুষোত্তম; ইনি কুলীনের অগ্রগণ্য, সুদত্তবংশে উৎপন্ন, শাস্ত্রবিদ্যায় অতি উত্তম, হে প্রভু! ইনি দ্বিজগণের সহিত (আপনার) রাজ্য দেখিতে আসিয়াছেন। (এই কথা শুনিয়া) রাজা তাঁহাকে (পুরুষোত্তমকে) বিনয়হীনতাপ্রযুক্ত কুলভ্রষ্ট করিলেন।৯।]

এই নয়টি শ্লোকের ১ম শ্লোকে দেখা যায় যে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কে, তোমাদের নাম কি, কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছ। তাহারা উত্তর

করিল—আমরা পাঁচজন শূদ্র কোলাঞ্চদেশ হইতে আসিয়াছি। উত্তর তখনও শেষ হয় নাই; তখনও "তোমাদের নাম কি?" এই প্রশ্নের উত্তর হয় নাই; অথচ রাজা সকল উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন "তোমাদের সকল পরিচয় বল।" উত্তরের মধ্যে ঐরূপ প্রশ্ন রাজার করা আবশ্যক ছিল না; তাহারা তো উত্তর দিতেছে, দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবে, এমন সময় আবার প্রশ্ন কেন? ঐরূপ তো করা নিয়ম নয়। ইহা কেমন একটা অসম্বদ্ধভাব পরিচায়ক। তারপর প্রশ্ন করা হইল যাহাদের তাহারা উত্তর দিতেছিল, কিন্তু তাহাদের বাধা দিয়া ব্রাহ্মণগণ উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। এই বা কি রকম! এমন নয় যে তাহারা নিতান্ত মূর্খলোক, লেখাপড়া জানে না, সমস্ত গুছাইয়া বলিতে পারিবে না, তাই ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পক্ষে উকালতি করিলেন। তাহাদের পরিচয়ে তাহাদিগকে যে সকল বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে তাহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে তাহারা যেমন শৌর্য্য বীর্য্যে অদ্বিতীয়, বিদ্যাবিষয়েও তেমনি। বিশেষ পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয়ে তাঁহাকে "নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ" বলা হইয়াছে; ইহা হইতেই জানা যায় যে সরস্বতীদেবী তাঁহাদিগকে অকৃপা করেন নাই, তাঁহারা রীতিমত বিদ্বান্ ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে আর একজনের উকালতি করাটা কতদূর সমীচীন তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা কি সন্দেহদ্যোতক নয়? তারপর আর এক ব্যাপার দেখুন, ৯ম শ্লোকের ১ম চরণে "অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ" বলিয়া আরম্ভ, আর শেষের দুই চরণে আছে "বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো

চকার নৃপতিং স তং বিনয়হীনতো নিষ্ফলম্।"

এখানে একজন ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় দিয়া দিতেছেন। তিনি পরিচয় দিবার সময় বলিলেন "হে প্রভু! এই দত্তজা দ্বিজগণের সঙ্গে রাজ্য দেখিতে আসিয়াছেন।" ইহাতে দত্তের যে কি অবিনয় দেখান হইল তাহাত বুঝা গেল না। একজন একজনের কথা বলিতেছে তাহাতে বক্তার বলিবার যদি কোন দোষ হয়, তাহাতে কি যাহার কথা বলা হইতেছে তাহার দোষ হয়ে থাকে? এখানে কিন্তু তাই হয়েছে; যে ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তমের পরিচয় দিয়া দিতেছিলেন তিনি বলিয়া ফেলিলেন যে "ইনি রাজত্ব দেখিতে আসিয়াছেন।" অমনি দোষ হইয়া গেল, বেচারা দত্তজা রাজার অসাধারণ বিচারে অকুলীন হয়ে গেলেন। আর ব্রাহ্মণই বা রাজাকে "হে প্রভু" বলিয়া সম্বোধন করিবেন কেন? ঐরূপ ত রীতি নয়। এই অসঙ্গত বিষয়গুলি দেখিলেই, এই শ্লোক-

গুলির প্রতি অবিশ্বাস আসে, ইহা সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে এই শ্লোকগুলি মূলতঃ যেরূপ ছিল তাহা হইতে বিকৃত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলির প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আসলে যা ছিল তাহার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই প্রথম শ্লোকের ২য় চরণে "পঞ্চ শূদ্রা" স্থানে "পঞ্চচৈতে" করিলে এবং চতুর্থ চরণের শ্রুত্বোচুর্বিপ্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈষাম্" স্থানে "শ্রুত্বো চুর্ক্ষত্রবর্য্যাঃ সকল-পরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈবম্" করিলে ছন্দও বজায় থাকে, আর এই শ্লোক সম্বন্ধে যে অসঙ্গতি দেখাইয়াছি তাহাও থাকে না, এমন কি সমস্ত শ্লোকের মধ্যে যে অসঙ্গত ভাব লক্ষিত হইতেছে তাহাও থাকে না। ঐরূপ বদল করিলে শ্লোকের পাঠ এইরূপ হয়—

কে যূয়ং নাম কিংবা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ চৈতে বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয় মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ
শ্রুত্বোচুর্ক্ষত্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপতে রস্তি চৈবম্॥

এখন অর্থ হয়—হে কৃতিগণ! তোমরা কে, নাম কি, সুখে ত আসিয়াছ, কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছ? হে নৃপতি! আমরা পাঁচজন কোলাঞ্চ হইতে আসিয়াছি, আমরা ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য। হে বিপ্রভক্তগণ! পৃথিবীতে তোমরাই ধন্য, তোমাদের সমুদায় পরিচয় বল? ইহা শুনিয়া ক্ষত্রিয়গণ বলিলেন হে ভূপতি! সকল পরিচয়ই আছে তাহা এই।

ইহার পরে তাহাদিগের মধ্যে পুরুষোত্তমদত্ত সকলের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, দত্ত যে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল ইহা কোথা হইতে পওয়া গেল। ঐ শ্লোকগুলির মধ্যেই উহা পাওয়া গিয়াছে। ঐ শ্লোকগুলির নবম সংখ্যক শ্লোকের আদিতে আছে "অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ" এই পাঠ বিদ্যানিধি ধরিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমে ঐ শ্লোকের পাঠ আছে "অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ"। এই "অহঞ্চ" পাঠই ঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত; সম্ভবতঃ কেন নিশ্চয়ই "অহঞ্চ" পাঠই মূলে ছিল। এই "অহঞ্চ" পাঠ হইলে যে সুসঙ্গত পাঠ হয় তাহা সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই সমর্থন করিবেন। এই পাঠ হইলে ঐ ৯ম শ্লোকের অর্থ হয়—হে প্রভু! আমি পুরুষোত্তম, কুলীনের অগ্রগণ্য, সুদত্তবংশে আমার জন্ম এবং সমুদয় শাস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয়; আর আমি দ্বিজগণের সহিত (আপনার) রাজ্য দেখিতে আসিয়াছি। (ইহা শুনিয়া)

রাজা তাঁহাকে বিনয়হীনতাপ্রযুক্ত কুলভ্রষ্ট করিলেন।—এখানে পুরুষোত্তমের বিনয়হীনতা দেখা যায়। নিজের পরিচয় দিবার সময় আমার এই এই গুণ আছে, এই বলাই অবিনয়ের লক্ষণ; সুতরাং দত্তজার অবিনয় এখানে পাওয়া যায়। আর হে প্রভু! বলিয়া এই যে সম্বোধন করা ইহাও এ ক্ষেত্রে শোভা পায়—কায়স্থের পক্ষে রাজাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করা অযুক্তি বা অশাস্ত্রীয় নহে—কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা একেবারেই হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত বিষয় হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল যে ঐ শ্লোকগুলি রচনাকালে যেরূপ ছিল, তাহা পরবর্ত্তীকালে স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবশ্যক অনুসারে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণগণ ঘটক ছিলেন, সুতরাং ঐ সকল ব্রাহ্মণঘটকগণের সহায়তায় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশে ঐ শ্লোকগুলির ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সত্য কখন মিথ্যা হয় না; সত্যকে প্রকাশ করিতে ভগবান্ স্বয়ং রাস্তা দেখাইয়া দেন। এই জন্য ঐ পরিবর্ত্তিত শ্লোকের মধ্যে হইতে শ্লোক যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আর এক কথা, ঐ নয়টি শ্লোকের মধ্যে ঐ পাঁচজন কায়স্থের গুণবাচক যে বিশেষণ পাওয়া যায়, ঐ বিশেষণ শূদ্র-জাতির কখন হইতে পারে কি? এ বিশেষণ একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতিতেই শোভা পাইয়া থাকে। "প্রতাপ-তাপনোত্তপদ্বিষালিবোধিদালিকো"—প্রতাপরূপ সূর্য্যের উত্তাপে শত্রুরমণীগণ উত্তপ্ত—এই বিশেষণ কি ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপরের ভোগ্য হয়? "নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ"—নিখিলশাস্ত্র বিদ্যায় উত্তম—এই নিখিল শাস্ত্র বলিতে বেদ বেদাঙ্গ স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্র বুঝায়। শূদ্রের ত বেদাদি শাস্ত্রে অধিকার নাই, তাহারা নিখিলশাস্ত্রবিদ্যা কি করিয়া শিখিবে; সুতরাং ইহা হইতেও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে ঐ পাঁচজন কায়স্থ শূদ্র নয়—নিছক ক্ষত্রিয়। এই সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শ্লোকের শব্দ বদলাইয়া কায়স্থকে নীচু করিবার চেষ্টা বাতুলতা নয় কি? ঐ শ্লোকগুলিকে যতই পরিবর্ত্তন করা হউক না কেন, উহার মধ্যে যতই শূদ্র শব্দ প্রবেশ করান হউক না কেন, যতদিন ঐ বিশেষণগুলি থাকিবে, ততদিন অন্ধকারের মধ্যবর্ত্তী দীপশিখার ন্যায় ঐ বিশেষণ গুলিতে কায়স্থেরা যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ দিবে। এখন সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করা হইল যে "সম্বন্ধনির্ণয়ের" নির্ণয় নিতান্ত ভিত্তিহীন—কায়স্থ কোন কালেই শূদ্র নয়—কায়স্থ খাঁটি ক্ষত্রিয়।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের কায়স্থকে শূদ্র করিবার আর এক বিরাট আয়োজন,

তাহা দেখাইতেছি। বিদ্যানিধি তাঁহার "সম্বন্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্ট" পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠায় (অথবা সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্র পুস্তকের ১১১-১১২ পৃষ্ঠায়) লিখিতেছেন "কায়স্থদিগকে তৎকালে তিনিই (রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য) যে বসু, ঘোষ, মিত্রাদি করাইয়া শূদ্রত্ব স্থির করিয়াছেন এমন নহে। অনেক পূর্ব্ব-কালে মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্টও স্বদীয় মনুর টীকায় বসু, ঘোষ ও মিত্র-দিগকে শূদ্র বলিয়া "দাস" "দাসী" রূপে অভিহিত করিয়াছেন। "দেব" অথবা "দেবী" সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করেন নাই। যথা—"সংস্কারমাত্রেণ কুলধর্ম্মানুরোধেন কালান্তরেঽপি মঙ্গলবিশেষাচরণং শূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিপদ্ধতিযুক্তা-নামত্বঞ্চ বোধ্যং। দেব্যন্তাস্তু স্ত্রিয়ঃ স্মৃতা ইতি দ্বিজাতি স্ত্রীপরং, শূদ্রা দাস্যন্তকাঃ স্মৃতা ইতি বচনাৎ তৎপত্ন্যাশ্চ পুংযোগাৎ জাতেশ্চেতি "ঈ" প্রত্যয়েন দাস্যন্ততা। শূদ্রে শিষ্টব্যবহারোঽপি তথা। যত্তু সর্ব্ববর্ণস্ত্রীপরং দেব্যন্ততা ইতি তন্ন, প্রকরণাৎ দ্বিজাতি পুংযোগবাধাচ্চ। "শর্ম্মণী" "বর্ম্মণী" প্রয়োগস্তু ন ব্যবহার্য্যঃ। দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং স্যাদিত্যস্য তৎপরত্বানৌচিত্যাৎ। এবমেব কুল্লুকভট্টঃ। তেন বাক্যেঽপি তথা কল্পনা।—উদ্বাহতত্ত্ব"। [অনুবাদ—কুলধর্ম্মের অনুরোধে কালান্তরেও (বিবাহ প্রভৃতি) সংস্কাররূপ মঙ্গলকার্য্য কর্ত্তব্য; শূদ্রদিগের নামকরণে বসু ঘোষ প্রভৃতি উপাধিযুক্ত নাম বুঝিতে হইবে। স্ত্রীদিগের নামের শেষে দেবী-শব্দ থাকিবে, ইহা দ্বিজাতি স্ত্রীদিগের পক্ষে। শূদ্রের নামের শেষে দাস শব্দ থাকিবে, এই বচন অনুসারে শূদ্রের পত্নীর নামের অন্তে ব্যাকরণ সূত্রানুসারে দাস শব্দে "ঈ" প্রত্যয়ের যোগে দাসী হইবে। শূদ্রের পক্ষে শিষ্টব্যবহারও এইরূপ। সকল বর্ণের স্ত্রীর নামের শেষে দেবী শব্দ হইবে, ইহা ঠিক নহে, যেহেতু প্রকরণ অর্থাৎ ব্যাকরণসূত্র অনুসারে দ্বিজাতি পক্ষেই পুংলিঙ্গে "ঈ" প্রত্যয় হইয়া থাকে। শর্ম্মণী বর্ম্মণী এইরূপ প্রয়োগ ব্যবহারসিদ্ধ নয়। পূর্ব্বে যাহা দেবতার নাম তাহাই নরের আখ্যা, এই বাক্যও সেরূপ কল্পনা উচিত হয় না। এইরূপই কুল্লুকের অভিপ্রায়। তাহার বাক্যও সেইরূপ কল্পনা করিবে।]

এখানে কুল্লুকভট্টের নাম আছে বটে, কিন্তু কুল্লুক বলিলেন কি? কুল্লুক বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের নামের শেষে "শর্ম্মণী, "বর্ম্মণী" এইরূপ ব্যবহার হইবে না। তৎস্থলে "দেবী" হইবে। কুল্লুক ভট্ট ত কেবল ইহাই বলিয়াছেন—তাহা মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য, তাহা এই,

"স্ত্রীণামিতি॥ সুখোচ্চার্য্যমক্রূরার্থবাচি ব্যক্তাভিধেয়ং মনঃপ্রীতিজননং

মঙ্গলবাচি দীর্ঘস্বরান্তং আশীর্বাচকেনাভিধানেন শব্দেনোপেতং স্ত্রীণাং নাম কর্ত্তব্যম্। যথা যশোদা দেবীতি ॥"

কুল্লূকের ব্যাখ্যায় ত এই মাত্র পাওয়া যায়। এখানে দাস দাসীর নাম নাই, বা ঘোষ বসু ইহাও নাই। সুতরাং বিদ্যানিধি কি করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে রঘুনন্দনের বহু পূর্ব্বে কুল্লূক ভট্ট মনুটীকায় কায়স্থকে শূদ্র করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বলিতে হয় যে, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত ভাষাজ্ঞান। বিদ্যানিধি মহাশয় কুল্লূকভট্টকে বৃথা দোষ দিয়াছেন। কুল্লূকভট্ট কস্মিন্ কালেও বসু ঘোষ ইত্যাদি লিখেন নাই। আর রঘুনন্দনও কোনস্থলে বলেন নাই যে কুল্লূক তাঁহার মনুর টীকায় বসু ঘোষ ও মিত্রদিগকে "শূদ্র" "দাসী" রূপে অভিহিত করিয়াছেন। স্বয়ং ভাষা না বুঝিয়া অপরের স্কন্ধে দোষ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। যিনি যে ভাষা বুঝেন না, তাঁহার সে ভাষা লইয়া নাড়া চাড়া করা বা তাহার উপর কোন কথা বলা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। বিদ্যানিধি মহাশয় রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে "এবমেব কুল্লূক ভট্ট" দেখিয়াই বলিয়াছেন যে কুল্লূকও রঘুনন্দনের ন্যায় কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াছেন। পরন্তু কি ক্ষোভের বিষয় যে লোকে স্বমত পোষণ করিবার জন্য যা তা করিতে পারে। ঘোর মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব বলিতে পারে। বিদ্যানিধি মহাশয় অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা যাঁহার বোধ আছে তিনিই দেখিবেন যে বিদ্যানিধি ভুল বুঝিয়াছেন বা স্বেচ্ছায় ঐরূপ করিয়াছেন। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩২।৩৩ শ্লোকে কুল্লূক ভট্টের ব্যাখ্যা দেখুন; সেখানে বসু ঘোষ মিত্র বা কায়স্থ কেন, কোন শব্দই পাইবেন না। এখন সকলেই দেখিলেন যে বিদ্যানিধির কায়স্থকে শূদ্র শ্রেণীতে ফেলিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে।

যাঁহারা এইরূপ অসঙ্গত কথা লিখেন ও যাঁহারা তাঁহাদের কথার উপর নির্ভর করেন তাঁহারা একান্ত দয়ার পাত্র। যাহা হউক বিদ্যানিধি মহাশয়ও বহুবার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়, তবে আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন।

কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিবার প্রবল চেষ্টা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আসিয়াছিল। সেই চেষ্টার পোষকতায় কমলাকর ভট্ট ও রঘুনন্দন তাঁহাদের পুস্তকে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গিয়াছেন। যে কালে তাঁহারা পুস্তক লিখিয়াছিলেন সেকালে যদি মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত থাকিত এবং এখনকার মত তাঁহাদের পুস্তক মুদ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থে বাহির হইত তাহা হইলে যে কায়স্থকে শূদ্র বলিবার জন্য তৎকালে সমাজে এক ঘোর অশান্তি ঘটিত তাহার সন্দেহ

নাই। পরন্তু রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের সততপরত চেষ্টায় এদেশের কায়স্থগণ শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্ম্মের মধ্যে পড়িয়া কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কায়স্থকে শূদ্রাচারী করিতে সহজেই সমর্থ হইয়াছিলেন। বরেণ্য ব্রাহ্মণগণ রীতিমত শিক্ষার অভাবে কায়স্থকে মর্য্যাদাহীন করিয়া নিজেরাও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমানে সুখের বিষয় এই যে এখন অনেক ব্রাহ্মণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কায়স্থের লুপ্তগৌরব ক্ষত্রিয়ত্ব যাহাতে কায়স্থের মধ্যে ফিরিয়া আসে তাহা কামনা করেন।

কায়স্থগণ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ তাহার আর এক অকাট্য প্রমাণ দিতেছি। সর্ব্বানন্দ মিশ্রের "কুলতত্ত্বার্ণব" নামে এক খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকটি মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ। এই গ্রন্থকার সর্ব্বানন্দমিশ্র প্রসিদ্ধ ঘটক ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র। সুতরাং এই গ্রন্থ যে প্রামাণিক তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আর এই গ্রন্থ ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ, সুতরাং তাহাতে কায়স্থ সম্বন্ধে যে কথা আছে তাহাও যে অভ্রান্ত সত্য তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যক হয় না। এই মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মিল না থাকায় মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাব প্রবেশ করে নাই, এই জন্য মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে কায়স্থ সম্বন্ধে সঠিক সত্য সন্ধান পাওয়া যাইবার কথা।

এই "কুলতত্ত্বার্ণব" গ্রন্থে লিখিত আছে যে,

"ক্ষিতীশাদি দ্বিজৈঃ সার্দ্ধমাগতাঃ পঞ্চ রক্ষকাঃ।
মকরন্দো দশরথঃ পুরুষোত্তম এব চ ॥
কালিদাসো দাশরথিঃ সর্ব্বে রাজন্য-ধর্ম্মিণঃ।
তেষাং প্রার্থনয়া ভূমিং দদৌ বাসায় ভূপতিঃ ॥"

—ক্ষিতিশাদি দ্বিজগণের সঙ্গে পাঁচজন রক্ষক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম মকরন্দ, দশরথ, পুরুষোত্তম, কালিদাস ও দাশরথি; তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে রাজা তাঁহাদিগকে বাস করিবার জন্য ভূমি দিয়া ছিলেন।

এই শ্লোক দুইটি হইতে স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে যে, যে কয়জন কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল।

এই সকল প্রমাণের পর কায়স্থকে শূদ্র বলা চলে কি? নিতান্ত অন্যায় করিয়া কায়স্থকে শূদ্রাচারে অবনমিত করা হইয়াছে। কায়স্থ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র দ্বিধা আসা উচিত নয়।

কায়স্থ-আদিপিতা চিত্রগুপ্তদেব যে ক্ষত্রিয়প্রধান তেজসম্পন্ন মহাপুরুষ এবং তাঁহার বংশধর কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ যথেষ্ট দেওয়া হইল। আশা করি যাঁহারা অদ্যাপি ভ্রান্ত-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আছেন তাঁহারা অচিরাৎ তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

বারেন্দ্র ভৃগুনন্দী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদুনন্দন ক্ষুদ্রগ্রন্থে তাহা বর্ণনা না করিতে পারিলেও উহা যে প্রকৃত ঘটনা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ ঘটনা প্রকৃত হওয়ায়, রঙ্গপুরের অচলশ্রেণীর কতিপয় কায়স্থ, বুকানন হ্যামিলটন সাহেবকে বারেন্দ্র কায়স্থগণের কলিতাপবাদ-কথা প্রচার করিয়া থাকিবেন। সিদ্ধঘরের কতিপয় ব্যক্তি মুসলমান শাসন কালেও কামরূপ রাজ্যে রাজদরবারে যাওয়া শুনিতে পাই। ইহা অসম্ভবজনক কথা নহে। মোগল-শাসন-কালেও সিদ্ধ-ঘরের কতিপয় ব্যক্তি কুচবেহার রাজ্যে কর্ম্মচারী ছিলেন। কাকিনা ও পরদা প্রভৃতির জমিদারগণ এখনও কুচবেহার রাজ্যভুক্ত জমিদারী উপভোগ করিতেছেন।

কাশীদাসের বর্ণনায়—

"কানাই মাধাই ভাই রহিল সমাজ ঠাঁই,
বড় বলি বড় হৈল দোঁহে।
আদরে চন্দন পাইল, শ্রেষ্ঠ বলি খ্যাত হইল,
সর্ব্বজন পূজা হয়া রহে॥
যবন বিপ্লব ভয়ে, ধনজন প্রাণ লয়ে,
নানা স্থানে সন্তান দুহার।
কেহ গেল পোতাজিয়া, কেহ বা কানাইদিয়া,
কেহ গঙ্গা বাস কৈল সার॥"

লক্ষ্মণসেন মুসলমান কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ১২০৩ খৃষ্টাব্দে হওয়া ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। অন্য প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা সময় যাহাই নিরূপণ করুন লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়ে মুসলমানগণ প্রবেশ করেন। এ সময় ভৃগুনন্দী জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পুত্র মাধবাদি ছিলেন তাহা বুঝা যায় না। "সন্তান দুহার" দ্বারা দুই জনের বংশধরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

যদুনন্দনের উক্তি:—

শ্রীকানু মাধব নাম।
বল্লার ছাড়িয়া, গেল পোতাজিয়া,
সমাজ বসতি গ্রাম।

এক মাত্র কথার অর্থ ধরিলে গোলযোগ হইতে পারে। কাশীদাসের "সমাজ ঠাঁই" ও যদুনন্দনের "বল্লার" ও পোতাজিয়া ইহার কোন্‌টী ধরিতে হইবে।

আমরা জানি পোতাজিয়া ও বুড়িপোতাজিয়া দুইটী নাম আছে। পূর্ব্বে নদীভগ্ন হইয়াছিল যে স্থানে তাহা বুড়িপোতাজিয়া নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান পোতাজিয়া যে স্থানে বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয়ের কথিত কাশীশ্বর রায়ের বাটী ছিল, সেই স্থান নবরত্নপাড়া নামে কথিত হইতেছে। নদী ভগ্ন হেতু সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম পরবর্ত্তী সময় অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইতে পারে। যে পোতাজিয়া গ্রাম এইক্ষণ বর্ত্তমান আছে তাহাকেই কাশীশ্বর রায় বসত করায় "আদি" লিখিত হইয়াছে।

যদুনন্দন লিখিয়াছেন "বল্লার" ছাড়িয়া পোতাজিয়া গমন করেন। মৎ প্রকাশিত মূল ঢাকুরের মধ্যে "বল্লার"কে নন্দীগ্রামের নিকটবর্ত্তী থাকা অনুমান করিয়াছিলাম। উক্ত "বল্লার" গ্রাম প্রকৃতপক্ষে কোথায় অবস্থিত তাহা বলিবার উপায় নাই। নন্দীবংশের কতকলোক বল্লারের নন্দী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কেহ কেহ "বল্লভীর" নন্দী বলেন। ইহারাও ভৃগুর প্রকরণ বল্লায় ভৃগুর বংশ সন্দেহ নাই। যদুনন্দন লেখেন—

"তিথুলিয়া অষ্ট ঘরিয়া নহিল চলন।
বল্লার রহিল মাত্র যত জ্ঞাতিগণ॥
না হইল শ্রেষ্ঠ ভাব প্রধান গণন।
সাধারণ ভাবে মাত্র হইল চলন॥
কেহ বা বল্লার রৈল কেহ হইল ছাড়া।"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ধৃত কাশীদাসের উক্তি—

"পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে শ্রীকণ্ঠ যাইল শেষে
এই হেতু সমাজে নিন্দিত।"

ভৃগুনন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকণ্ঠনন্দী। যদুনন্দনের উক্তি—

"সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ-সহোদর, শ্রীকণ্ঠ নিন্দিত নর,
তেঁহ হইতে কানু মাধব বাড়িলা"

বাণেশ্বর দেবের কায়স্থ-কুলপঞ্জি-সংহিতায় শ্রীকণ্ঠনন্দী "বল্লারিয়া" সমাজের বীজপুরুষ রূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই 'বল্লারিয়া' সন্ধ্যাকর নন্দী-বর্ণিত "বৃহদ্বটুর" অপভ্রংশে হওয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। কাশীদাসের "পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ" কোথায় অনুমান করা যাইবে? অনেকে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারস্থ দেশকে পাণ্ডববর্জ্জিত বলেন। আবার অনেকে প্রাচীন করতোয়া নদীর পূর্ব্বভাগকে "পাণ্ডববর্জ্জিত" দেশ মনে করেন। এই শেষোক্ত প্রবাদ সত্য বিশ্বাস করিলে "বারেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণি-বৃহদ্বটুকে" বল্লারে স্থাপন করা যাইতে পারে কি না তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। যাহাই হউক "বল্লালের নন্দীগণ সমাজে সুপরিচিত নহেন। পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে বাস নিবন্ধন "অচলা" দুষ্ট হইতে পারেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে উদয়নাচার্য্য কর্ত্তৃক পঠীবন্ধন হয়। উদয়নাচার্য্যের সময় "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতার মতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী। (৮) যদি তাঁহার অনুকরণে বারেন্দ্র কায়স্থগণ মধ্যে ভৃগুনন্দী প্রভৃতি কর্ত্তৃক পঠীবন্ধন হইত তাহা হইলে বারেন্দ্র কায়স্থদলের বিভিন্ন স্থানবাসী কায়স্থগণ স্ব স্বদলের জন্য ভৃগুর ন্যায় পঠীবন্ধন করিতে পারিতেন। বারেন্দ্র কায়স্থ নামে পরিচিত সমাজে ঐরূপ বিভিন্ন পঠীসৃষ্টি না হওয়ায় অন্যতম মুখ্যকারণ ভৃগুনন্দী প্রভৃতি কায়স্থ চতুষ্টয়ের অসাধারণ প্রাধান্য। এই অসাধারণ প্রাধান্য দ্বারা ভৃগুনন্দী যে বল্লালসেনের মন্ত্রী ও সমসাময়িক লোক তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। মুসলমানাধিকার কালে বরেন্দ্রবাসী অনেক কায়স্থই ধনসম্পদে বড় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পৃথক্ পঠী গঠন করিতে পারেন নাই। সামাজিকতা ও সমাজগঠন বা পঠীবন্ধন কার্য্য গুরুতর ঘাতপ্রতিঘাতের ফল বলিতে হইবে। বারেন্দ্র কায়স্থ প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বল্লালের মত গ্রহণ করিলে, সেই সকল ব

(৮) কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থ-প্রণেতা প্রমাণ জন্য ঐরূপ সময় নির্দ্দেশ হইয়া থাকিবে। অনেকে উদয়নাচার্য্য কে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। একথা নিশ্চয় যে দেবীবরের মেল বন্ধনের পর ভিন্ন পূর্ব্ব ভাগে উদয়নাচার্য্যের পঠী বিভাগ কার্য্য হয় নাই। উদয়নাচার্য্যের অধস্তন ৪৩ হইতে ১৬শ পুরুষের জন্ম হইয়াছে এরূপ কয়েক বংশে দৃষ্ট হইতেছে।

লইয়া বল্লালের মতাবলম্বী-নামে পরিচিত সমাজ ও তন্মধ্যে বল্লাল কর্ত্তৃক প্রশংসিত বংশের সমাদর অবশ্যই থাকিত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজনীয় কায়স্থ খেতরী নিবাসী শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বংশ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও পিতৃব্য সন্তোষ দত্ত উভয়েই রাজা উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি। নরোত্তমবিলাস গ্রন্থে (৫) কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও সন্তোষ দত্তের বহু দানাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে। বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহাই হউক তাঁহাদের বংশীয় লোক বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ীয় সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। বারেন্দ্রবাসী ভৃগু প্রমুখ মহাত্মাগণের বংশধর ব্যতীত রাজদরবারে অন্যান্য কায়স্থগণের বংশধরগণের প্রতিপত্তি ছিল না তাহা বলা যায় না। সুতরাং মুসলমান রাজত্বকালে ভৃগু প্রভৃতির রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়া পৃথক্ সমাজ-গঠন করা সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

ভৃগু কর্ত্তৃক গঠিত সমাজে ভৃগুর পুত্রগণ এবং নরদাসের পুত্র ও মুরারিচাকির পুত্রগণের মধ্যে ভাবের তারতম্য হইয়া কুলের প্রসিদ্ধি ও নিন্দাবাণী চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ ভাবের তারতম্য সমাজগঠনকারীর পুত্রগণের মধ্যেই উৎপত্তি হইয়াছিল। যে সকল ঘরের সহিত আদান প্রদানের নিয়ম হয় তাহার অন্যথা করায় ভাবের তারতম্য হইয়াছিল। ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বল্লালের সমসময়ে অথবা লক্ষ্মণসেনের সময়ে কুলবন্ধন না করিলে পরবর্ত্তী সময়ে ভাবের তারতম্যের বিশেষ কারণ থাকিলেও সে সময় ঐরূপ ঘটনা হয় নাই। ভৃগু ও নরদাস ঠাকুর প্রভৃতির পুত্রগণের মধ্যেই প্রথমে ভাবের যে তারতম্য হইয়াছে তাহাই সমাজে চলিয়া আসিতেছে। ভৃগু-প্রবর্ত্তিত সমাজবদ্ধ সপ্তঘর কায়স্থ

(৫) কৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান।
পৌত্রের কল্যাণে কৈলা বহুঅর্থ দান।
গায়ক বাদক সূত মাগধ বন্দীরে।
যৈছে তুষ্ট কৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে॥"

নরোত্তম বিলাস, ২য় বিলাস

রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত পুত্রের বিবাহ দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া "বিজ্ঞ কায়স্থ" বর্গকে কন্যা দেখিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও ব্রাহ্মণ ঘটক ছিল না বুঝা যায়।

"বিভা করাইয়া আমি পুত্রে রাজ্য দিব।
মোর পিতা সম মুঞি নিশ্চিন্ত হইব॥
ঐছে বিচারিয়া বিজ্ঞ কায়স্থ বর্গেরে।
কহে বিবাহের কন্যা চেষ্টা করিবারে॥"

নরোত্তম বিলাস, ২য় বিলাস।

পরিত্যাগে যাহারা, অন্যের সাহত আদান প্রদান কারয়াছেন, তাহারাই প্রথমে "ভাবে" হীন হওয়ায় পরবর্ত্তী কালে "উত্তম" "মধ্যম" "কনিষ্ঠ" ভাব নামকরণ হইয়াছে। ইহার পর হইতেই তাহা বংশানুক্রমিক তায়'ভাব চলিয়া আসিতেছে। সমাজগঠন সময়ে জনসংখ্যার অল্পতা ও তৎকালীয় সমাজ পণ্ডিতগণের অসাধারণ প্রতিভা ও আধিপত্য নিবন্ধনই তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বিশেষতঃ মুসলমান শাসন ক্রমে বিস্তৃত হওয়ায় পূর্ব্বাগত ভাবের বিলোপ সাধনে কেহই যত্ন করেন নাই।

ভৃগু-প্রবর্ত্তিত সমাজ সিদ্ধ ও সাধ্য সংজ্ঞাযুক্ত বিশেষণে গঠিত হইয়াছে। সিদ্ধ সাধ্য ইত্যাদি বিভাগ মুসলমান শাসন অবশ্য হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। রাঢ়ীয় বিপ্রসমাজে লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক গৌণ কুলীনদিগের কুক্রিয়া নিবন্ধন সুসিদ্ধ, সিদ্ধ, সাধ্য ও অরি এই চারি বিভাগ হয়। এই সিদ্ধ সাধ্য ভাব কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপনের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল। ভৃগু প্রভৃতি বারেন্দ্র সমাজে কুলীন পরিহারে সনাতন নিয়মে সিদ্ধ সাধ্য কুলের বন্ধন করেন। ঐ সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে ভৃগু কর্ত্তৃক সমাজ বন্ধন কার্য্য লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কালে সংঘটিত হওয়াই বোধ হয়। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" "গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, রাঢ়ীয় কুলীনগণের কুল সম্বন্ধে বল্লালসেন কোনই নিয়ম করিয়াছিলেন না? কেবল মাত্র কুলীনগণকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ইহাতেই তদাত্মজ লক্ষ্মণসেনকে কৌলীন্য মর্য্যাদার সমীকরণ করিতে হইয়াছিল।"

ভৃগুনন্দী প্রভৃতির প্রাধান্য হেতু বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে ঘোষ মিত্র উপাধিধারী দুই ঘর কায়স্থ চল্লিশঘরের অন্তর্গত রূপে বর্ণিত হইয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বাণেশ্বর দেবের "কুলপঞ্জি" স্থলে কথিত হইয়াছে। ঐ সকল ঘর সিদ্ধ সাধ্য ঘরে কেহ কেহ আদান প্রদান করায় তাহাদিগের আচারকে "কুলাচার" বলা হইয়াছে। কুলাচার শব্দের অর্থ সিদ্ধ সাধ্য ভাবে যে সকল ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত আদান প্রদান করা। কান্তকুব্জাগত পঞ্চঘর মধ্যে দত্তঘর বারেন্দ্রেও সিদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এই ঘর সাধ্য মধ্যে পরিগণিত। গুহ রাঢ়ে কুলীন হইতে পারেন নাই, অথচ বঙ্গে কুলীন হইয়াছেন। হিন্দু রাজত্বকালে কুলনিয়ম যাহা স্থির হইয়াছিল, মুসলমান শাসন কালে, দোষের তুলনায় দোষাশ্রিত ব্যক্তিগণকে মেল বা পঠীবদ্ধ করিয়া এক প্রকারের দোষ একত্র করা হইয়াছে। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে ঐ সময় ঐ প্রণালীতে কার্য্য হইলে, বহুপঠী পরিদৃষ্ট হইত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

পিতার পুণ্যলক্ষণ

৯

ডাক্তারের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আমি সুস্থির চিত্তে শৈলেন্দ্রকে বলিলাম,—"কাল হতে আমি এখানে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় দেখছি। কাল দেখেছিলেন, এই বিজন কুটীর একেবারে বিজন; আজ দেখছি জনাকীর্ণ। কাল দেখছিলেম সর্ব্বত্র নীরবতা; আজ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব—ওদিকে আবার রোশন-চৌকী। কাল ও জ্বরের সময়ে একবার মনে হ'য়েছিল যে ঢোল শানাই আর সেই সঙ্গে উলুউলি শুনছি। সেটা জ্বরের মস্তিষ্ক-বিকার কি না, জানি না।"

শৈলেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন,—"বিকার নয়। সবই সত্যি। আর যে কারণে কাল এস্থান জনহীন দেখেছিলেন, সেই কারণেই আজ এখানে অনেক লোক দেখবেন। বাজনা, উলুউলি—যা কিছু সবই ঐ একই কারণে। আজ প্রভার বিয়ে। কাল তার আইবড়-ভাতের বাজনা আর উলুউলি শুনেছিলেন।"

আমি অবাক হইয়া শৈলেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। শৈলেন্দ্র আমার মনোভাব বুঝিলেন, কহিলেন,—"ভাবছেন, এ আবার কেমন বিয়ে! পুতুলের বিয়েও এত হটাৎ আয়োজন হয় না। কিন্তু প্রভার বিয়ের একটা ইতিহাস আছে তা শুনলে আপনি আরও আশ্চর্য্য হবেন।"

আমি বলিলাম,—"সে ইতিহাস শুনতে বাস্তবিক আমার একান্ত কৌতূহল হয়েছে।"

তখন শৈলেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"প্রভার বিয়ে অনেকদিন পূর্ব্বে হ'তে পারত— যদি আমি টাকা দিয়ে একটা বর কিনে' নিতেম। কারণ এ দুনিয়ার হাটে টাকা ছাড়লে বরের অভাব হয় না,—সে যেমনই বর ফরমাশ দাও— 'শিক্ষিত', 'সচ্চরিত্র', যে ছাঁচ চাও—টাকা ছাড়, অমনি হাজির। কিন্তু এই রকম একটা কেনা-গোলামের হাতে ভগিনী-দান করব না, আমার স্থির-সঙ্কল্প ছিল। আমি মাতাল হই আর যা-ই হই—হিন্দুর বিবাহের মত একটা উচ্চ ধর্ম্মকে দোকানদারীতে নামিয়ে আনতে কোন মতেই প্রস্তুত নই। তাই নিজেও এক অনাথা বিধবার কন্যাকে বিয়ে করেছি।"

আমি বলিয়া উঠিলাম,—"এ বিষয়ে আপনি আদর্শ-চরিত্র।"

শৈলেন্দ্র আবার কহিতে লাগিলেন,—"আমার প্রতিজ্ঞা ছিল,—এমন লোককে আমি ভগ্নী দিব না, যে শুধু টাকার লোভে নারীকে নিতে চায়, ভগ্নী দিব তাকে—যে কেবল নারীর জন্যেই নারীকে নিতে প্রস্তুত। আমার সে রত্নহার বানরের গলায় পরিয়ে দিতেও আমি একেবারেই রাজি নই।"

এই বলিয়া শৈলেন্দ্র একটু থামিলেন। আমি কহিলাম,—"বুঝেছি। মনোমত সুপাত্রের অন্বেষণেই এত দিন আপনি ভগ্নীর বিবাহ দিতে পারেন নি।"

শৈলেন্দ্র কহিলেন,—"ঠিক তাই! প্রভার যোগ্য সুপাত্র বাস্তবিক বিরল। আপনি জানেন না, ভগ্নী আমার কি অমূল্য রত্ন। বোধ হয় দেখে থাকবেন, তার বেশে বা দেহে কিছু মাত্র বিলাসিতার চিহ্ন নাই। কিন্তু তা বলে মনে করবেন না যে, তার বিলাস-দ্রব্যের বা ঝি-দাসীর অভাব আছে। তার তেল-সাবান-এসেন্স্ গ্রামের অন্য ভদ্র কন্যারা এসে ব্যবহার করে, তার জামা-সেমিজ-কাপড় কত গরীব-দুঃখীর মেয়েরা পরে; স্ত্রী-শিল্প-কলায় সে গ্রামস্থ গৃহস্থ কন্যাদের গুরু; রামায়ণ না পড়ে' সে খায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ শিক্ষা তাকে আপনিই কি দিয়াছেন?"

শৈলেন্দ্র উত্তর দিলেন,—"আমি কেউ নই। শিক্ষা আমার মা-ই আরম্ভ করে যান। মার অভাবের পর আমার স্ত্রীর হাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে।"

এই বলিয়া শৈলেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন,—"এ রত্ন আমি এমন নরাধমকে দিতে পারি না, যে বিবাহের প্রস্তাবে টাকার জন্য হাত বাড়িয়ে নারীর প্রতি মর্ম্মান্তিক অসম্মান দেখাতে পারে। তাই অনেক দিন প্রভার জন্যে সৎপাত্র পাই নি। পরিশেষে ভগবান্ একটি মিলিয়ে দিয়েছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় এটিকে পেলেন?"

শৈলেন্দ্র। এদের বাড়ী নদে'জেলায়। ছেলেটি এবার বি-এস্-সি পাস্ করেছে। তার বাপ অবশ্য ছেলের বিয়েতে টাকা নিতে সচেষ্ট, কিন্তু ছেলে সে মতের বিরোধী। আর ছেলের মামা অতি-সদাশয়—তিনি বাপকে সে সুযোগ না দিয়ে, নিজেই ভাগ্নের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। মামাই এ বিবাহে বরকর্ত্তা। কিন্তু বাপ পূর্ব্বে জানতে পারলে বিবাহে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাই মামার ইচ্ছায় এই বাড়ীতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে; কারণ গৌরনগরে আয়োজন হ'লে পূর্ব্বেই বাপের সংবাদ পা'বার সম্ভাবনা ছিল।

আমি। আর সেই সম্ভাবনার কারণেই, বোধ হয়, পূর্ব্ব হ'তে বিবাহের কোন অনুষ্ঠানও হয় নি।

শৈ। অনেকটা তাই। তার উপরে ছেলের মামার শেষ পত্র পেলেম কিছু বিলম্বে—গত পরশু একেবারে সন্ধ্যাকালে। কেবল একদিনের মধ্যে আমায় সমস্ত উদ্যোগ করতে হয়েছে। কাল সকালে উঠেই তাড়াতাড়ি এখানকার সমস্ত লোককে নানাদিকে পাঠিয়েছিলেম,—জিনিস-পত্র কিনবার জন্যে, আত্মীয়-কুটুম্বদের আনতে, চুলি-বেহারা-লোকজনের জন্যে, আবার তাঁবু আনতে—নিকটেই তাঁবু তুলে' বরের বাসাবাড়ী করে দিতে হয়েছে। সেই কারণেই আপনি প্রথমে এ বাড়ীতে লোকজন দেখতে পান নি। পরে বিকাল বেলায় বরপক্ষ এসে তাঁবুতে পৌঁচা'লে প্রভার আইবড় ভাত হয়। তখনই আপনি বাজনা আর উলুউলি শুনেছিলেন। ভাল কি-মন্দ, কি হচ্ছে, কিছুই জানি নে—আমি ত মাতাল।

আ। ঐটুকুই চাঁদের কলঙ্ক।

যতক্ষণ এই সকল কথা হইতেছিল, সেই অবসরে জনৈক ভৃত্য কতকগুলা কাচের গ্লাস ও ডিকাণ্টার এবং একটা কাঠের বাক্স আনিয়া শৈলেন্দ্রের পার্শ্বে হাজির করিয়াছিল। আমি মনে ভাবিতেছিলাম, বাবুজী এখনি বুঝি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। ধীরে ধীরে শৈলেন্দ্র একটা মদ্যপূর্ণ ডিকাণ্টার তুলিয়া লইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আজ আপনিই ত কন্যাদান করবেন?"

শৈ। অবশ্য!

আ। আপনাকে আজ উপবাসী থাকতে হবে।

"কেন—আমার ত আর জ্বর হয় নি।"—বলিয়া শৈলেন্দ্র বারান্দা হইতে ছুড়িয়া ডিকণ্টারটা উঠানে ফেলিয়া দিলেন। ইষ্টকময় প্রাঙ্গনে পড়িয়া কাচের ডিকাণ্টার চূর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণে দ্বিতীয় ডিকাণ্টার নিজ বন্ধুর অনুগামী হইল। দেখিতে দেখিতে কাচের গ্লাসগুলি সেই পথে গেল। তখন শৈলেন্দ্র ভৃত্যকে বাক্সটা খুলিতে বলিলেন। বাক্সের মধ্যে ছয়টি বিলাতী-মদ্যপূর্ণ বোতল ছিল। তাহার একটি শৈলেন্দ্র স্বহস্তে উঠাইয়া লইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ সব কি করছেন?"

শৈলেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—"চাঁদের কলঙ্কটা মুছে' ফেলছি।"

বলিয়া বোতলটি সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। অঙ্গনে পড়িয়া উহা সশব্দে

খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। এইরূপে একে একে অন্য বোতলগুলিরও সেই দশা ঘটিল। কাচকুপী-নিবাসিনী সুরাদেবী প্রবাহিণীর আকারে পয়োনালী দিয়া বহিয়া চলিলেন।

সমুদয় শেষ করিয়া শৈলেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়ালেন। বলিলেন,—"এক অঙ্কের পটক্ষেপণ"

১০

সেদিন আর আমার জ্বর হইল না। শরীর ক্রমে ভাল বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ডাক্তারের অকাট্য ব্যবস্থার গুণে আমার অদৃষ্টের কুইনীন্ ও দুধ সাবু কোন মতেই খণ্ডাইল না।

আমি বিদায় লইতে চাহিলে শৈলেন্দ্র সে কথা কানেই তুলিলেন না। বলিলেন,—"এমন একজন শুষ্ক-প্রতিদ্বন্দ্বী লোক—যে নিজের জীবনে এটার প্রতিবাদ করে' আসছে—তার এ বিবাহে উপস্থিত বড়ই বাঞ্ছনীয়।"

ইহার উপরে আর কথা চলে না। সুতরাং সেদিন আর আমার যাওয়া হইল না। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কাযকর্ম্ম একটু দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

সন্ধ্যাসমাগমে আলোক-সজ্জায় বিজন-কুটীর হাসিয়া উঠিল। নহবতের বাদ্য, শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি পুরীকে মুখরিত করিয়া তুলিল। রাত্রি দশটায় বিবাহের লগ্ন। তৎপূর্ব্বে স্ত্রী-আচার সমাধা করিতে হইবে। অতএব সন্ধ্যার কিছু পরেই বিবাহ-বাড়ীতে বর-সমাগমের ধুম পড়িয়া গেল। সম্মুখের বিস্তৃত দরদালানে ফরাসপাতা হইয়াছিল। বরসহ বরের মামা এবং অন্য বরযাত্রিগণ আসিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। বরের মামাকে আমি সম্ভাষণ করিয়া বসাইলাম, এবং তাঁহার সহিত সদালাপে প্রবৃত্ত হইলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে একটা গোল উঠিল। অকস্মাৎ 'বরের বাপ' 'বরের বাপ' বলিয়া একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বর ও বরযাত্রিগণ সকলেই একটুকু চঞ্চল হইয়া উঠিল। ব্যাপার জানিবার জন্য আমি বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, একগুচ্ছ কাঁচা-পাকা গোঁফের অধিকারী এক বপুষ্মান্ পুরুষ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,— "কৈ—কন্যাকর্ত্তা কোথায়—আর বরকর্ত্তাই বা কোথায়?"

একজন বলিয়া উঠিল,—"তুমি যখন এসেছ, রায় মহাশয়, তখন তুমিই বরকর্ত্তা।"

ফিরিয়া দেখিলাম উক্তিকারী বরের মামা। রায় মহাশয় গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"আমি আর হ'লেম কৈ হে? আমি ত রবাহূত—লোকমুখে সংবাদ পেয়ে

বিয়ে দেখতে এসেছি। সেও আবার গরু-খোঁজা করে' খুঁজে খুঁজে তোমাদের বা'র করতে হয়েছে।"

মামা উত্তর দিলেন,—"তুমি বরের বাপ; তুমি কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করবে, সে আর বেশী কি?"

রায়। কষ্টস্বীকারের ভার আমার, আর বাকী কাযটা বুঝি অন্যের?

মামা। তুমি মনে করলে, সব কাযই তোমার।

রায়। সব কাযই আমার, স্বীকার কর কি?

মামা। তা,—হাঁ—তা বৈ কি!

রা। বেশ! তা হ'লে কন্যাকর্ত্তা কোথায়? তাঁর সঙ্গে আমার প্রথমে দরকার।

শৈলেন্দ্র গণ্ডগোল শুনিয়া তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি বলতে চান আমায়?"

রায় মহাশয় শৈলেন্দ্রর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কন্যাকর্ত্তা আপনি তবে! ভাল, আপনি আমায় বলুন,—এ বিবাহে কি কি কথা স্থির হয়েছে!"

শৈলেন্দ্র। স্থির এই হয়েছে যে, আপনারা বরসভাস্থ করবেন, আর আমি কন্যা পাত্রস্থ করব।

রা। তা নয়; আদান-প্রদান-সম্বন্ধে কি কথা হয়েছে।

শৈ। এইমাত্র যে, আমি কন্যা সম্প্রদান করব, আর বর কণ্যা গ্রহণ করবেন।

রা। আর কন্যাভরণ, বরাভরণ, যৌতুকাদির বিষয়ে?

শৈ। আমার ইচ্ছামত আমি দিব। তাই বলে' মনে করবেন না যে, সেটা আমার সাধ্য মত হবে। আমি সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোক হ'লে যা দিতে পার্ত্তেম, তার বেশী কিছু নয়। কেউ যে বরাভরণ—কন্যাভরণের লোভে এসে' আমার ভগ্নীকে গ্রহণ করবে, সে পথ আমি রাখি নি।

রায় মহাশয় বরের মামার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন হে—এই সকল কথাই সত্যি?"

বরের মামা স্বীকার করিলেন, সত্যি।

তখন রায় মহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"আমার ছেলে—এ চুক্তিতে আমি ছেলের বিয়ে দিতে প্রস্তুত নই।"

শৈলেন্দ্র একবার উক্তিকারীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি চুক্তি মহাশয় চা'ন?"

রা। প্রথমে কন্যার সম্ভবমত বস্ত্রালঙ্কার চাই। দ্বিতীয় দফায় ছেলের উপযুক্তরূপ দান-সামগ্রী চাই। শেষ কথা—ছেলেকে বি-এস্-সি পর্য্যন্ত পড়া'তে আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে।

শৈলেন্দ্র ভ্রূভঙ্গি করিলেন। কহিলেন,—"মনে করুন, এ সকল কিছুই আপনি পেলেন না। কি করবেন?"

রায় মহাশয় অম্লান বদনে কাহলেন,—"বিবাহ দিব না। ছেলে নিয়ে চলে' যাব।"

শৈলেন্দ্রের চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। এইবার শৈলেন্দ্র যে কথা বলিলেন, তাহা যে শুনিল সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অটল ভাবে শৈলেন্দ্র উত্তর দিলেন,—"তবে আপনার চলে যাওয়াই উচিত।"

বরের মামা রায় মহাশিয়ের হাত চাপিয়া ধরিলেন। সনির্ব্বন্ধে কহিলেন,—"দোহাই রায় মহাশয়। ছেলেটার আর শিশুপালের দশা করো না।"

রায় মহাশয় কিন্তু সে কথা শুনিবার পাত্র নহেন। তিনি একেবারে পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আদেশ করিলেন,—"হাবুল (ওঠ)"

হাবুল করতলে গণ্ডস্থাপন পূর্ব্বক ভূমিপ্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল। আদেশ পালনে বিলম্ব দেখিয়া রায় মহাশয় পুত্রের হাত ধরিলেন। সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"ওঠ—আমি বলছি—চল।"

হাবুল বেচারা বারেক অধর দংশন করিয়া কেবল মাত্র কহিল,—"আপনি পিতা—যা বলেন।"

এই বলিয়া সেই বি-এস্-সি ছেলে—পূর্ণবয়স্ক সুন্দর যুবা পুরুষ—পোষা কুকুরটীর মত পিতার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বরের মামা বলিলেন,—"রায় মহাশয়—বুদ্ধির গাছ (গরীব ছেলেটাকে শেষকালে শিশুপালই করলে)"

রায় মহাশয় কিন্তু সে কথা কাণে না তুলিয়া বরকে লইয়া বাসা বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

বরের মামা শৈলেন্দ্রকে কিছু বলিবার কামনায় তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শৈলেন্দ্র সেদিকে না চাহিয়া কি ভাবিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

১১

একটা নির্জ্জন গৃহে উপনীত হইয়া, শৈলেন্দ্র এক সোফার উপরে বসিয়া পড়িলেন। আমাকে নিকটে বসাইয়া কহিলেন,—"ললিত বাবু! কি করলেন—

জানি না। কি এখন কর্ত্তব্য—তাও বুঝি না। আবার কি ওদের সেধে ডেকে আন্‌ব? মর্ম্মান্তিক অপমান মাথায় করে'—ওদের সমস্ত দাবী কি পূরণ করব? আমি ত মাতাল—আমার একটু বুদ্ধি দাও, ভাই।"

আমি কাহলাম,—"কি এখন বলি, শৈলেন বাবু! আপনার মান-অপমানের বিষয় আমি ভাবছি নে। কিন্তু এক বালিকা-জীবনের সুখ-শান্তির সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্বন্ধ। আমার ব্যক্তিগত মত যা-ই হোক—কিন্তু এদেশে এমন সামাজিক রীতি যে,—"

যাহা বলিতেছিলাম, শেষ হইল না। অকস্মাৎ পশ্চাতে অলঙ্কারের ঝনৎকার শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—সম্মুখে প্রভা। প্রভা বিবাহ সজ্জায় সজ্জিতা। তাহার পরিচ্ছদে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই—অলঙ্কারের কিছুমাত্র বাহুল্য নাই। কিন্তু তবু যেন আজ তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রভার অধরোষ্ঠ স্ফুরিত হইতেছিল। প্রভা কহিল,—"দাদা, তুমি জান, আমি বাল্যে মাতা পিতাকে হারিয়ে অনেকটা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে শিখেছি। অন্য মেয়ের মত আমি লজ্জা-সঙ্কোচ পাই নি, তাও তুমি জান। আর তোমরা দয়া করে' আমার মনের কথা খুলে বলবার প্রবৃত্তি কখনই খর্ব্ব কর নি। তাই তোমায় একটা কথা বলতে এলেম।"

শৈলেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলবি প্রভা?"

প্রভা উত্তর দিল—"দাদা! তোমরা যা করবে—করো; কিন্তু অমন একটা অর্থপিশাচ পরিবারে আমাকে শঁপে দিও না—এই আমার ভিক্ষা। যারা আমাকে চায় না, চায় রজত-কাঞ্চন—আর আমাকে চায় শুধু রজত-কাঞ্চনের রূপান্তরে, তাদের মধ্যে গেলে আমি জীবনে শান্তি পাব না।"

আমি কহিলাম—"প্রভা! তুমি বুঝতে পারছ না, এই ব্যাপারের পরে তোমার বিবাহ হওয়া কত দুরূহ হবে।"

কুপিতা ফণিনীর ন্যায় প্রভা মুখ তুলিয়া আমার প্রতি চাহিল। তাহার সুঠাম ললাট-তটে কি কমনীয় ভ্রূবিলাস প্রকটিত হইল। কিন্তু বালিকা আমার কথায় উত্তর দিল না। শৈলেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কহিতে লাগিল—"দাদা! তোমরা জেনো যে, আমি কেরোসিনের আগুনে আত্মহত্যা করব না। জন্ম আমার সেই দেশে, সেই জাতিতে, সেই সমাজে—যেখানে ব্রহ্মচর্য্য বলে' একটা জীবনের উচ্চ আদর্শ আছে।"

এই বলিয়া প্রভা চলিয়া গেল। আমি অবাক্ হইয়া তাহার ধীর

পদবিন্যাসের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা কি ক্ষুদ্র বালিকার কথা! এই কি পল্লিবাসিনী, অন্তঃপুরচারিণী, স্বল্পদর্শিনী হিন্দু বালিকা! শৈলেন্দ্রনাথকে বলিলাম—"আপনার ভগ্নী বাস্তবিকই অমূল্য রত্ন।"

শৈলেন্দ্র আমার কথা শুনিতে পাইলেন কি না জানি না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক হয়েছে!"

শৈলেন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিলেন। স্বকরে আমার কর গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন—"আর একবার—

আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। শৈলেন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"ললিত বাবু! একবার তুমি প্রভাকে জলের ত হতে উদ্ধার করেছে—আর একবার—আর একবার তাই কর! সেবার তাকে আমিই জল মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেম, এবারও আমি তাকে অতল জলে ডুবিয়েছি। সেবার মদের নেশায় করেছিলেম এবার জেদের নেশায় তাই করেছি। সেবার তুমি তাকে উদ্ধার করেছিলে, এবারও তুমিই তাকে উদ্ধার করতে পার।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার মনোভাব কি?"

শৈলেন্দ্র উত্তর দিলেন,—"আমার মনোভাব—তোমার করে প্রভাকে দান করি।" আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। শৈলেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি এতে অসম্মত?"

আমি কহিলাম,—"শৈলেন্দ্র বাবু, আমার বিশ্বাস—আমি আপনার ভগ্নী যোগ্য নই।"

শৈ। তোমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির কথা আমি কোন দিন চিন্ত করি নি। বল তাই—আর বিলম্বের সময় নেই—তোমার সম্মতি আছে কি?"

অগত্যা আমি উত্তর দিলাম,—"অসম্মতির স্থল নয়।"

পরক্ষণে চাহিয়া দেখি, শৈলেন্দ্র আর তথায় নাই। মুহূর্ত্ত আমার মনোম শত চিন্তার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তবে কি পিতার পুণ্যলক্ষণ আবার সহস জাগিয়া উঠিল? কিন্তু আমার যে পঞ্জাছকা—বন্ধ! সেটা কি শেষে খুলি গেল? না আবার একটা বড় দান নষ্ট হইতে চলিল?

হঠাৎ অন্তঃপুর শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে নবোদ্যমে যেন মুখরিত হই উঠিল। বুঝিলাম, শৈলেন্দ্র অন্তঃপুরমধ্যে সমাচার প্রচারিত করিয়াছেন

তবে কি সত্যই আজ আমার বিয়ে?—এইখানে—এমনি করিয়া? চকিতে আমার মায়ের কথা মনে পড়িল। নিমেষে হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। মা আমার এ বিবাহে কোথায় রহিলেন? তাঁহার যে কত সাধ—কত বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল! কি জানি কেন আমার চক্ষুতে ধারা বহিল—রোধ করিতে পারিলাম না।

বলা বাহুল্য, যথা লগ্নে বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইল।

১২

পরদিন কুশণ্ডিকা শেষ হইতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিল। ভোজনাদির পর নিশ্চিন্ত হইয়া শৈলেন্দ্রের নিকটে যাইয়া বসিলাম। বলিলাম—"মায়ের জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আজই বাড়ী রওনা হতে ইচ্ছা করছি।"

শৈলেন্দ্র কহিলেন,—"তা বেশ। বিবাহ-বিদায়ের বন্দোবস্ত করছি। তার আগে একটা কাজ আছে, ললিত! ভগ্নীর বিবাহ-ব্যাপারে অনেকে হয়ত, আমাকে ভারি কৃপণ মনে করেছে। বস্তুতঃ আমি ততটা কৃপণ না হতেও পারি।"

এই বলিয়া শৈলেন্দ্র একটা দেরাজ টানিয়া, তাহার ভিতর হইতে একখানা কাগজ বাহির করিলেন। কাগজখানা খুলিতেই দেখিলাম, উহা একখানি ষ্ট্যাম্পে লিখিত রেজেষ্টারী করা দলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ওটা?"

শৈলেন্দ্র উত্তর দিলেন,—"একখানা দানপত্র। আমি কিঞ্চিৎ সম্পত্তি প্রভাকে দান করেছি। তার বার্ষিক আয় ছ শ' টাকার কিছু উপর। এই দানের কথা আগে প্রকাশ পেলে, এরই লোভে প্রভার বর জুটতে পারত; তাই এ দান পত্রের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না। এটা তুমি রাখবে।"

আমি কহিলাম,—"আপনার কাছেই থাক।"

শৈলেন্দ্র বলিলেন,—"না—না—তোমাকেই নিতে হবে। আর এখন থেকে সম্পত্তি তোমায় প্রভার পক্ষে দখল করতে ও হবে।"

এই বলিয়া শৈলেন্দ্র দলিলখানা একটা ট্রাঙ্কের ভিতরে রাখিয়া ট্রাঙ্কের চাবি আমার হাতে দিলেন। বলিলেন,—"এই বাক্সে তোমার জিনিস পত্র থাকবে।"

* * * * *

পরদিন যখন ষ্টেশনের ঘড়ীতে দিবা দশটা বাজিতে ছিল, সেই সময়ে লোক-

জন সহ প্রভাকে লইয়া উল্লসিত হৃদয়ে রেলগাড়ী হইতে নামিলাম। পূর্ব্বে মাকে সংবাদ দিবার জন্য এক ট্রেন আগে শৈলেন্দ্র প্রেরিত জনৈক লোক আসিয়াছিল। প্লাটফরমে নামিতেই তাহার সঙ্গে দেখা হইল। কয়েক জন বন্ধু ও সংবাদ শুনিয়া পাল্কী ও বাদ্য-ভাণ্ড লইয়া আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য আসিয়াছিল। তাহাদের নিকটে যাহা শুনিলাম, তাহাতে পলকের মধ্যে আমার সব উল্লাস নিবিয়া গেল। সবিস্ময়ে, সচকিতে শুনিলাম,মাতার কলেরা হইয়াছে, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

পাল্কী, বেহারা, বাঁস্তকর সব পড়িয়া রহিল। বন্ধুগণকে প্রভার ভার দিয়া, আমি রুদ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। বাটীতে পহুঁছিয়া দেখি, মায়ের ব্যাধি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কতিপয় দয়াশীলা প্রতিবেশিনী তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন। ঔষধ পড়িতেছে। কিন্তু পীড়ার উপশম নাই।

আমি কাছে বসিয়া ডাকিলাম,—"মা!"

মা চক্ষু মেলিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"এসেছিস, ললিত! কৈ—আমার বৌমাকে এনেছিস? আয়, তোদের দুটিকে দেখে মরি। মুখে আমার একটু গঙ্গাজল দে!"

বাষ্পবেগে আমার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল—কিছুই বলিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভা আসিয়া মাতার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। এক প্রতিবেশিনী মাকে কহিলেন,—"বৌ! তোমার বৌমা এসেছে দেখ!"

মা আবার চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন,—"বেশ—বেশ! মা আমার! আমার কপালে নাই—তোমার মত সোণার প্রতিমা নিয়ে ঘর করতে পেলেম না। আশীর্ব্বাদ করি তোমার হাতের নোয়া হাতে ক্ষয় হোক্! দাও মা—আমা তুমিও একটু গঙ্গাজল দাও! "নারায়ণ!" "নারায়ণ।"

ইহাই মায়ের আমার শেষ কথা। আর তাঁহার কণ্ঠ শুনিলাম না।

পিতার ও দুঃখ-নিবারণ করিতে পারি নাই, মাতাকে ও সুখী করি পারিলাম না—এমনি আমার পঞ্জা-ছক্কা-বন্ধ! আজ কে আমায় বলিয়া দি পিতার কিছু পুণ্য-লক্ষণ আছে কি না!

শ্রীযতীন্দ্র নাথ বর্ম্মা মজুমদার

নিখিল বঙ্গীয় কায়স্থ সম্মেলন

বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভা

বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

কুচবিহার রাজধানীতে কায়স্থ জাতির মহাসম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ আগামী জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। নিম্নে আমরা এই মহতী-সভার বিবরণ খ্যাতনামা বিভিন্ন ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই প্রসঙ্গে আমরা অমৃত বাজার পত্রিকা, সার্ভেণ্ট, ইংলিষম্যান, ইণ্ডিয়ান-ডেলিনিউস্; আওয়াজাই-খাল্ক, বঙ্গবাসী, বসুমতী, যশোহর-পত্রিকা, বীরভূমবাণী প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ALL-BENGAL KAYASTHA CONFERENCE

20TH ANNIVERSARY OF THE BENGAL KAYASTHA SAVA.

(From Our Cooch Behar Correspondent)

The twentieth session of Bengal Kayastha Conference and anniversary of the Bangadesheeya Kayastha Sava was held at Cooch Behar on the 16th and 17 of April 1922.

The Reception Committee of the Cooch Behar Kayastha Sava, headed by Sreejuts Sailendra Ghosh, Dist. Magistrate and President of the Reception Committee and Benoy Bhusan Ghosh, Financial Secretary to His Highness the Maharaja of Cooch Behar and President Cooch Behar Kayastha Sava and Sreejut Annoda Prosad Ghosh Roy, Secretary, Receiption committee with a large number of volunteers met the delegates at the Railway Station on their arrival on the 16th, whence they were driven in motor cars and other carriages. Arrangements were made for their accommodation in buildings and camps consisting of splendid tents lent by the State fitted with electric light and every convenience for their comfort. The

feeding arrangements were on a lavish scale and the volunteers who were constantly in attendance rendered every assistance.

The meeting was held in a spacious hall, known as the Lansdowne Hall. The seating arrangements were in truly oriental style, the audience sitting on "farashes" covering the whole floor.

The gathering consisted of delegatas from all parts of Bengal and Assam, the members of the local Sava including up country Lalas and of a large number of distinguished visitors of all castes and creeds. The hall was packed to its full capacity. A large number being unable to obtain seats a big "shamiana" was erected in the grounds for the overflow.

The proceedings commenced with the arrival of His Highness the Maharaja of Cooch Behar with his brother Maharaj-Kumar Victor Nityendra Narayan who were both dressed in 'dhuti' and 'punjabi.' They were received at the entrance of the Hall by the President Rai Jogendra Chandra Ghosh Bahadur, Member Legislative Council, and officials of the Bangadeshiya and Cooch Behar Kayastha Savas and conducted to their "Mushlands."

A Mangala-charan song was beautifully sung by a choir of young boys. Then followed a poem of welcome recited by Sreejut Akhil Chandra Palit Bharati-Bhushan.

The president of the Reception Committee read his address of welcome dealing mainly with the special feature of this meeting of the Sava held as it was for the first time in the territory of a Hindu Maharaja. He suggested the adoption of fundamental principles as the basis of the Sava. After a song, the President of the Bangadeshiya Kayastha Sava took his seat and delivered his presidential address, very ably touching on all the present problems agitating the Kayastha community and proving from a historical point of view the ascendancy of the Kayasthas over the other communities.

The President then moved a resolution of welcome of thanks to His Highness the Maharaja of Cooch-Behar, emphasising in his speech the historical connection of the Cooch

Behar Raj with the Kayasthas and the fact that since the time of Maharaja Harendra Narayan some of the highest posts in the State have been held by Kayasthas. The resolution was carried with acclamation.

Sreejut S. C. Agnihotri made a moving appeal to all Kayasthas to join the Sava pointing out that the cost would amount to only half a pice per day and explaining why every Kayastha should join.

He then read out a speech written by the Secretary Rai Sahib Nagendra Nath Basu, Prachyavidyamaharnava who was unable to attend through ill-health. The substance of the speech dealt with the history of the Kayastha Baro-Bhuiyas and the manner in which the present dynasty of Cooch-Behar established its rule by the destruction of the rule of the Baro-Bhuiyas. He also showed how the rulers of Cooch-Behar patronized and assisted the Kayasthas to settle in the country.

The Secretary then read letters and telegrams from the following gentlemen :—

Maharaja Bahadur of Dinajpur, Kumar Manmatha Nath Mitra Bahadur, Hon'ble Bhupendra Nath Basu M. I. C. Raja Manindra Chandra Sinha Bahadur, Rai Binod Behary Basu, Srijut Mohendra Narayan Chaudhuri Barma of Nimtita, Rai Bahadur Bisvambar Roy Barma, Sjs. Sailendra Mohon Dutta (Solicitor), Dwijendra Narayan Barma Ray (Dinajpur Rajbati), Parvati Charan Ghosh Barma (Cawnpore), Jogesh Chandra Guha Barma (Bhanga), Annada Charan Chaudhury (Idilpur), Kumar Saurindra Mohon Guha Rai (Laksmikol) and others intimating their regret at their inablity to attend but expressing their full sympathy with the objects of the Siva and wishing the meeting every success.

The annual report of the Sava was then read by the Secretary Sreejut Kiran Chandra Dutta and unanimously passed.

The meeting was then dissolved. After 15 minutes interval, the Subjects Committee met and after three hours discussion determined the draft resolutions which were to be submitted on the following day.

The second day's proceedings commenced at 8 A. M. on

feeding arrangements were on a lavish scale and the volunteers who were constantly in attendance rendered every assistance.

The meeting was held in a spacious hall, known as the Lansdowne Hall. The seating arrangements were in truly oriental style, the audience sitting on "farashes" covering the whole floor.

The gathering consisted of delegatas from all parts of Bengal and Assam, the members of the local Sava including up country Lalas and of a large number of distinguished visitors of all castes and creeds. The hall was packed to its full capacity. A large number being unable to obtain seats a big "shamiana" was erected in the grounds for the overflow.

The proceedings commenced with the arrival of His Highness the Maharaja of Cooch Behar with his brother Maharaj-Kumar Victor Nityendra Narayan who were both dressed in 'dhuti' and 'punjabi.' They were received at the entrance of the Hall by the President Rai Jogendra Chandra Ghosh Bahadur, Member Legislative Council, and officials of the Bangadeshiya and Cooch Behar Kayastha Savas and conducted to their "Mushlands."

A Mangala-charan song was beautifully sung by a choir of young boys. Then followed a poem of welcome recited by Sreejut Akhil Chandra Palit Bharati-Bhushan.

The president of the Reception Committee read his address of welcome dealing mainly with the special feature of this meeting of the Sava held as it was for the first time in the territory of a Hindu Maharaja. He suggested the adoption of fundamental principles as the basis of the Sava. After a song, the President of the Bangadeshiya Kayastha Sava took his seat and delivered his presidential address, very ably touching on all the present problems agitating the Kayastha community and proving from a historical point of view the ascendancy of the Kayasthas over the other communities.

The President then moved a resolution of welcome of thanks to His Highness the Maharaja of Cooch-Behar, emphasising in his speech the historical connection of the Cooch

Behar Raj with the Kayasthas and the fact that since the time of Maharaja Harendra Narayan some of the highest posts in the State have been held by Kayasthas. The resolution was carried with acclamation.

Sreejut S. C. Agnihotri made a moving appeal to all Kayas-thas to join the Sava pointing out that the cost would amount to only half a pice per day and explaining why every Kayastha should join.

He then read out a speech written by the Secretary Rai Sahib Nagendra Nath Basu, Prachyavidyamaharnava who was unable to attend through ill-health. The substance of the speech dealt with the history of the Kayastha Baro-Bhuiyas and the manner in which the preseut dynasty of Cooch-Behar established its rule by the destruction af the rule of the Baro-Bhuiyas. He also showed how the rulers of Cooch-Behar patronized and assisted the Kayasthas to settle in the country.

The Secretary then read letters and telegrams from the following gentlemen :—

Maharaja Bahadur of Dinajpur, Kumar Manmatha Nath Mitra Bahadur, Hon'ble Bhupendra Nath Basu M. I. C. Raja Manindra Chandra Sinha Bahadur, Rai Binod Behary Basu, Srijut Mohendra Narayan Chaudhuri Barma of Nimtita, Rai Bahadur Bisvambar Roy Barma, Sjs. Sailendra Mohon Dutta (Solicitor), Dwijendra Narayan Barma Ray (Dinajpur Rajbati), Parvati Charan Ghosh Barma (Cawnpore), Jogesh Chandra Guha Barma (Bhanga), Annada Charan Chaudhury (Idilpur), Kumar Saurindra Mohon Guha Rai (Laksmikol) and others intimating their regret at their inablity to attend but expressing their full sympathy with the objects of the Siva and wishing the meeting every success.

The annual report of the Sava was then read by the Secretary Sreejut Kiran Chandra Dutta and unanimously passed.

The meeting was then dissolved. After 15 minutes interval, the Subjects Committee met and after three hours discussion determined the draft resolutions which were to be submitted on the following day.

The second day's proceedings commenced at 8 A. M. on

the 17th on which day the gathering was even larger than on the previous day and lasted till 1 P. M.

Resolutions on the following subjects were discussed and adopted :—

Upanayan. Intermarriage between Kayastha sub-sections; curtailment of marriage expenses and presents; the starting of funds for the education of poor Kayastha boys; to help distressed widows; establishment of library of Shastras; construction of a building for the Sava; promotion of female education; higher education for Kayastha boys; removal of the ban on sea voyages undertaken for the purpose of business and education; to appoint preachers for propaganda work all over Bengal and the organization of the work of the Sava on a practical basis.

The President in a forcible speech urged the reduction of unnecessary expenditures on Tattwas, processions, bands, feasts and for the introduction of the custom of daughters being suitably provided for by fathers who can afford it.

Sreejut SaralChandra Agnihotri in a very impressive speech dealt with the absolute necessity of Upanayan for every Kayastha, pointing out the fact that without the Sacred Thread the Kayasthas can not assert their position as 'Dwijas' or twice-born. He clearly explained how such movement can only allivate the position of Kayasthas & thus establish the status amongst the Kayasthas of India. He also said the Upanayan movement is not to bring about a fight with Bramhins but to regenerate the system which is now very much degenerated by the unhealthy unreasonable laws which are put before us under the garb of 'Shastras.' He then tried to impress how the recognition of the Kayasthas as Kshatriays would not only benefit the other castes but also revive the lost glories of Mother Bengal.

The meeting then proceeded to elect the office-bearers and the members of the Executive Committee for the ensuing year.

Rai Bahadur Kumar KshitishBhusan Roy of Tarash, the well-known Barendra Kayastha was elected President for the year 1829 B. S

On the motion of the President a permanent sub-committee of the Executive Committee was formed under the name of the working committee, of which Rai Saheb Nagendra Nath Basu Prachya Bidya Maharnava, was appointed President.

With votes of thanks to the President, the Reception Committee, the volunteers, Pracharaks, and the outgoing officers the meeting terminated at 1 P. M.

On the following day, Sreejut S. C. Agnihotri addressed the students at an open air meeting. Arrangements have been made for giving the Sacred Thread to a number of local gentlemen during the ensuing (Punneah) Holidays at Cooch Behar in May.

A full report of the proceedings will appear in the next issue of the "Kayastha Patrika." (A. B. Patrika april 25.)

বাঙ্গালা সংবাদ পত্র আনন্দবাজার বিগত ১৩ই বৈশাখ তারিখে লিখিয়াছেন—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কুচবেহার সম্মেলন

বিগত ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ কুচবিহার রাজধানীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিংশ-বার্ষিক-অধিবেশন কুচবেহারাধিপতির সহানুভূতি ও তাঁহার অমাত্যবর্গের প্রযত্নে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিনিধিগণের থাকিবার ও আহারাদির সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইঁহাদিগকে প্রত্যেকের জন্য নানাবর্ণে চিত্রিত, দোরজানলা সংযুক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাঁবুতে শয়নঘর, বসিবার ঘর ও স্নানের ঘর ছিল। বৈদ্যুতিক আলো, জল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কোন জিনিষেরই অভাব অনুভূত হয় নাই। তাঁবুগুলির সম্মুখে কয়েকটী বাড়ীতেও থাকিবার স্থান করা হয়।

৩রা বৈশাখ বেলা ১০টার সময় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতিনিধিগণকে লইয়া ট্রেন কুচবেহার ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে, স্থানীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র ঘোষ, কুচবেহার রাজ্যের অর্থসচিব; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি জেলা মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ; সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষরায়; সমিতির সভ্যগণ ও বহুসংখ্যক স্থানীয় লোক তাঁহাদিগকে সমুচিত

অভ্যর্থনা করেন। তৎপর স্বেচ্ছাসেবকগণ বহুসংখ্যক মোটরগাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ি করিয়া তাঁহাদিগকে তাবুতে লইয়া যান। স্নানাহারের সুব্যবস্থার কোন অভাবই হয় নাই। সোডা লেমনেডের কল ও মাটির নীচে হইতে জল তুলিবার জন্য পম্প বসান হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে কাহাকেও কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সুচিকিৎসকের ও ব্যবস্থা ছিল।

অপরাহ্ণ ২টার সময় সুবৃহৎ ল্যান্সডাউন হলে ফরাসের বিছানার উপর সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থল, বাহিরের দালান ও সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড সামিয়ানা প্রতিনিধি ও দর্শকগণে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

যথারীতি মঙ্গলাচরণের পর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয় স্বাগত কবিতা পাঠ করেন। এই সময় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দেশীয় সাধারণ পরিচ্ছদে সভায় উপস্থিত হন। সকলে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলে তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বাগত-সম্ভাষণ এবং তৎপরে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ শেষ হইলে তিনি কুচবেহারের ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করিয়া মহারাজ বাহাদুরের ধন্যবাদ প্রস্তাব উপস্থিত করেন ও সানন্দে ইহা গৃহীত হয়।

অতঃপর সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা সভার প্রতি সহানুভূতি-সূচক তার ও পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া, সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিংশ-বার্ষিক-কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন এবং চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ কর্ত্তৃক ইহা অনুমোদিত হইয়া গৃহীত হয়। অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া প্রত্যেক কায়স্থসন্তানের তাহার সভ্য হইবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকায় এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত সম্ভাষণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় পাঠ করেন। তৎপরে বিষয় নির্ব্বাচক সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত সভা চলিয়াছিল। মোট

১২টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায়, এম, এ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল. দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সিংহবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকারবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, বি, এল শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণ বক্তৃতা করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ, স্বেচ্ছাসেবকগণ, গত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কর্ম্মচারীবৃন্দ, প্রচারকগণ ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

এইদিন বৈকালের গাড়ীতে অধিকাংশ প্রতিনিধি স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করেন। অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও আর কয়েকজন প্রতিনিধি কুচবিহারে অবস্থান করেন এবং পরদিন বৈকালে একটী ছাত্র সভায় অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থ-ছাত্রের কর্ত্তব্য ও উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আগামী ২৪শে বৈশাখ কুচবিহার কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সময় অগ্নিহোত্রী মহাশয় সেখানে যাইবেন এবং বহু কায়স্থ সন্তান উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন।"

১৩২৯ সালের সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নাম :—

সভাপতি

রায় বাহাদুর কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা তরাস-পাবনা

সদস্য

রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম, বি, ই পাইকপাড়া

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা

সহঃ সভাপতি

(উ) মহারাজা জগদীশ নাথ রায় বর্ম্মা (দিনাজপুর)

(দ) মাননীয় ভূপেন্দ্র নাথ বসু এম, আই, সি কলিকাতা

(ব) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী ইদিলপুর

(বা) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি বর্ম্মা নিমতিতা

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত লক্ষ্মীনিবাস কলিকাতা

সহযোগী সম্পাদক

(উ) শ্রীযুক্ত কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায় বর্ম্মা দিনাজপুর
(দ) ,, গণপতি সরকার দিগ্বারত্ন বেলেঘাটা
(ব) ,, নীতীশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বার-এট-ল কলিকাতা
(বা) ,, হেমচন্দ্র সরকার এম, এ কলিকাতা

আয়ব্যয় পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত বর্ম্মা এম, আর, এ, এস কলিকাতা

ধনরক্ষক

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল বরাহনগর

পত্রিকা সম্পাদক

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ রায় বি, এ, জমিদার, হাটবাড়িয়া যশোহর

সহঃ পত্রিকা-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার

প্রচারক

অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা কলিকাতা

(উত্তর-রাঢ়ীয়)

১। মহাশয়জি শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ চম্পানগর, ভগলপুর
২। শ্রীযুক্ত কুমার কুমারেন্দ্র দেব রায়মহাশয় হুগলি, বাঁশবেড়িয়া
৩। শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ ঘোষ ভগলপুর
৪। ,, কুমার সতীশকণ্ঠ রায় বাহাদুর চাঁচড়া যশোহর
৫। রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর বাঁকীপুর পাটনা
৬। কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় বর্ম্মা এম, এ প্রাজ্ঞ দিনাজপুর
৭। শ্রীযুক্ত গঙ্গা প্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, মতিহারী
৮। ,, যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি, এল, কলিকাতা
৯। ,, নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি, এল, মহেন্দ্র, পাটনা
১০। ,, পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ বি, এল; গয়া.
১১। ডাঃ মানদাকান্ত রায় এম, বি, কলিকাতা

১২। শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র এম এ, বি, এল দিনাজপুর
১৩। ,, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা দিনাজপুর
১৪। ,, প্যারী মোহণ ঘোষ বর্ম্মা পোপাড়া, মুর্শিদাবাদ
১৫। ,, সুধীন্দ্র নারায়ণ সিংহ কলিকাতা
১৬। ,, প্রেমানন্দ সিংহ বি, এল কলিকাতা
১৭। ,, যতিন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাতা বর্দ্ধমান
১৮। ,, পূর্ণ চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা বি, এ দিনাজপুর
১৯। ,, ডাঃ মোহিনী মোহন ঘোষ ভগলপুর
২০। ,, সত্য কিঙ্কর রায় বহড়ান, বর্দ্ধমান

(দক্ষিণরাঢ়ী)

১। কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর শ্যামপুকুর
২। রায় বিনোদ বিহারী বসু বি, এ, বাগবাজার
৩। কুমার অসীম কৃষ্ণ দেব বর্ম্মা শোভাবাজার
৪। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বসু মল্লিক পটলডাঙ্গা
৫। ,, অমৃত কৃষ্ণ মল্লিক বি, এল শ্যামপুকুর
৬। ,, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল
৭। ,, নিবারণ চন্দ্র দত্ত চোরবাগান
৮। ,, দয়াল চন্দ্র বসু পটলডাঙ্গা
৯। ,, বিধুভূষণ সরকার বেলেঘাটা
১০। ,, নরেন্দ্র নাথ সিংহ বেলেঘাটা
১১। ,, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ পাথুরিয়াঘাটা
১২। ,, শৈলেন্দ্র ঘোষ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কুচবিহার
১৩। ,, বিনয় ভূষণঘোষ ফাইনানসিয়াল মিনিষ্টার, ঐ
১৪। ,, পঞ্চানন মিত্র এম, এ, পি, আর এস কলিকাতা
১৫। ,, কৃপানাথ দত্ত রায় বাহাদুর টালা
১৬। ,, আশুতোষ সরকার সবজজ পটলডাঙ্গা
১৭। ,, ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা শ্যামবাজার
১৮। ,, রায় সাহেব অমৃত লাল মিত্র বর্ম্মা টালা
১৯। ,, বিজয় চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ইতনা, যশোহর
২০। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা (অমৃতবাজার-পত্রিকা)

(বঙ্গজ)

১ । শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এল, সি ভবানিপুর
২ । ,, বসন্ত কুমার বসু ঠাকুর বর্ম্মা এম, এ, বি, এল মালখানগর
৩ । কুমার সৌরেন্দ্র মোহণ গুহ রায় বর্ম্মা লক্ষ্মিকোল রাজবাটী
৪ । রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা এম, এ পটলডাঙ্গা
৫ । শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বসু রায় জমিদার কাঞ্চনতলা
৬ । ,, কালিপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা বি, এ ফরিদপুর
৭ । ,, বিজয়কালি রায় চৌধুরী টাকি ২৪ পরগণা
৮ । রায় বাহাদুর শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বি, এল ঢাকা
৯ । শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী ইদিলপুর
১০ । শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ঘোষ বর্ম্মা ভবানীপুর
১১ । ,, সুরেন্দ্রকান্ত বসুমজুমদার বি, এল কুচবিহার
১২ । ,, অন্নদা প্রসাদ ঘোষ রায় কোচবিহার
১৩ । ,, তারক চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বরিশাল
১৪ । ,, ইন্দ্র কুমার সরকার বর্ম্মা জলপাইগুড়ি
১৫ । ,, মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী বাঁকাই
১৬ । ,, যোগেশচন্দ্র গুহ-বর্ম্মা উকিল ভাঙ্গা
১৭ । ,, প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মোক্তার পাবনা
১৮ । ,, সুরেন্দ্র লাল দাস বর্ম্মা ফরিদপুর
১৯ । ,, কেদার নাথ দেব বর্ম্মা দৌলৎপুর
২০ । ,, রসিকলাল দেব বর্ম্মা ফরিদপুর

(বারেন্দ্র)

১ । রাজা মহেন্দ্র রঞ্জন রায় চৌধুরি কাঁকিনা রংপুর
২ । শ্রীযুক্ত রায় যাদবানন্দ রায় ঘুঘুডাঙ্গা
৩ । রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় বর্ম্মা কৃষ্ণনগর নদীয়া
৪ । শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা পাবনা
৫ । ,, কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা পাবনা
৬ । ,, মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা উকিল দিনাজপুর
৭ । ,, রামগোপাল মজুমদার বর্ম্মা কুষ্টিয়া
৮ । ,, যোগীন্দ্র নাথ সরকার বর্ম্মা এম, এ, বি এল কৃষ্ণনগর

৯ । ,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা মাদলা
১০ । ,, অশ্বিনী কুমার দত্ত বর্ম্মা কুষ্টিয়া
১১ । ,, রাইচরণ রায় বর্ম্মা পাবনা
১২ । ,, ভবানীনাথ রায় বর্ম্মা চিথলিয়া পাবনা
১৩ । ডাঃ সরসী লাল সুরকার সিভিল সার্জ্জন মালদহ
১৪ । অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম, এ কটক
১৫ । শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ নন্দী বর্ম্মা নাটোর
১৬ । ,, রমনী মোহন রায় চৌধুরী
১ । ,, লেপ্‌টেনাণ্ট নলিনী মোহন রায় চৌধুরি বি, এ টেঁপা

কর্ম্ম সম্পাদন সঙ্ঘ

সমগ্র বঙ্গদেশে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য গুলির বহুল প্রচার, সভ্য ও অর্থ সংগ্রহ, এবং অল্প-সময়ের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য উক্ত বার্ষিক অধিবেশনে, কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘ (Working Committee) নামে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধীনে একটী স্থায়ী শাখা-সমিতি (Sub-Committee) গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া এই কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা

সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া
,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
,, রায় বিনোদবিহারী বসু বি, এ
,, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ (উত্তর বঙ্গ)
,, বিজয়কালি রায় চৌধুরী (দক্ষিণ বঙ্গ)
,, রাইচরণ রায় বর্ম্মা
,, মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা } (পূর্ব্ব বঙ্গ)
,, যতিন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা (পশ্চিম বঙ্গ)
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ
,, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী
,, কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

আবশ্যক বিবেচনা করিলে এই সমিতি আরও পাঁচজন সভ্য বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিবেন।

—*—

কায়স্থ পঞ্জি

উপনয়ন ও প্রচার

১

ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ী মহকুমার লক্ষ্মিকোলের কুমার সৌরেন্দ্র মোহন গুহ রায় বিগত ২৪শে বৈশাখ তারিখে বিংশসংখ্যক স্বজাতিসহ যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ হইবে আমরা সুদর্শন কুমার বাহাদুরের নিরাময় দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

২

পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় শতাধিক উপবীতী কায়স্থের নামের তালিকাসহ একটী প্রচার বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহাও যথাসময়ে পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

৩

টাকা জিলার অন্তর্গত বরংগাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা এবং বানিয়াজুড়ী নিবাসী শ্রীযুক্তসুধাংশু ভূষণ দেব বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থসাহায্যে ঐ অঞ্চলে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার বেশ ভালই চলিতেছে সুধাংশুবাবু ও নলিনীবাবুর স্বজাতি-কল্যাণে এই স্বার্থত্যাগে আমরা পুলকিত হইলাম।

১৩ই কার্ত্তিক; ২৩২৮। মনোহালি হইতে শ্রীযুক্ত কেশবলাল মিত্র বর্ম্ম মহাশয় সংবাদ দিতেছেন,—যশোহরের অন্তর্গত নালিয়া গ্রামে স্বর্গীয় শ্যামলাল মিত্র মহাশয়ের বাটীতে ৺শ্যামাপূজা উপলক্ষে বিরাট-কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। স্বেচ্ছা-প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুমদেব বর্ম্মা মহাশয়ের সুদীর্ঘ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা ফলে, গ্রামের বহুকালের দলাদলি মিটিয়াছে। এবং গ্রামের প্রধান বংশের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বয়ং উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকন্তু স্থানীয় প্রধান বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণও স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া উপবীত দলে যোগদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত চক্রবর্ত্তী (অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ) মহাশয় কায়স্থের 'ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়া, উপবীতী কায়স্থের বাটীতে আহারাদি করিয়াছেন; ইহাতে এতদঞ্চলের বেশ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক

অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের অনুরোধে বরংগাইলের শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় বরংগাইল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশু ভূষণ দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার কর্ম্মস্থল রেঙ্গুনে, কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য প্রচার এবং সভ্য-সংগ্রহের জন্য কায়স্থ সভার স্বেচ্ছাসেবক-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কর্ম্মীদ্বয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহাদের কর্ম্মের সফলতা প্রার্থনা করিতেছি।

দানপ্রাপ্তি

১

লক্ষ্মীকোলের উপনয়ন কেন্দ্র হইতে অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত বাবদ ২৬৷৷০ টাকা কায়স্থ সভার প্রচার ভাণ্ডারে লইয়া আসিয়াছেন। প্রত্যেক উপনয়ণ কেন্দ্রের উদ্যোগীবৃন্দকে আমরা এইভাবে সভার প্রচার ভাণ্ডারে অর্থবৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই অর্থ সংগ্রহ করিতে অগ্নিহোত্রি মহাশয়কে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

২

লক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামশঙ্কর বর্ম্মা মজুমদার বি, এ মহাশয় তাহার উপনয়ন উপলক্ষে ১৲ টাকা সভায় দান করিয়াছেন উহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

কাঃ নিঃ সমিতি।

'কায়স্থ-পত্রিকা মানহানি মকদ্দমার' জন্য সভার খাতাপত্র প্রভৃতি আদালতে দাখিল থাকায় বিগত ১৩২৮ কার্ত্তিক হইতে এযাবৎ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইতে পারিতেছে না। সভ্যমহোদয়গণ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী গ্রহণ না করেন ইহাই প্রার্থনা।

শাখা সভা

প্রচারক মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় লক্ষ্মীকোল রাজধানীতে একটী শাখা-কায়স্থ-সভা স্থাপিত হইয়াছে শ্রীযুক্ত কুমার শৌরেন্দ্রমোহন গুহ রায়বর্ম্মা মহাশয় তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। আমরা এই নূতন সভার উত্তোরত্তর উন্নতি কামনা করি।

সভ্য-সংগ্রহ

আমরা সভার হিতৈষী ও সভ্য মাত্রকেই বৎসরে অন্ততঃ ৫জন করিয়া সভ্য সংগ্রহ করিয়া দিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। আশা করি আমাদের এই অনুরোধ বৃথা হইবে না।

উপনয়ণ-কেন্দ্র

সভার হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহবর্ম্মা মহাশয়ের ৩০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ভবনে একটী উপনয়ণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সংস্কার প্রহণেচ্ছু কায়স্থ সন্তান পূর্ব্বে জনোইলে এখানে সম্ভবমত স্বল্পব্যয়ে যথারীতি উপনয়ণ সংস্কার গ্রহণ করিতে পারিবেন। যাঁহারা গঙ্গাতীরবর্ত্তী এইস্থানে উপবীতী হইতে চাহেন, উপরোক্ত ঠিকানায় শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে পত্র লিখিয়া সকল বিষয় অবগত হউন। আমরা এই কেন্দ্রের সাফল্য কামনা করি।

বিনাপনে বিবাহ।

কায়স্থ সভার হিতৈষী সভ্য বেলেঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়কে তিনটী কন্যার বিবাহে পণ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহে পণ লন নাই বরং পাত্রীপক্ষকে অর্থ সাহার্য্যও করিয়াছেন। বেলেঘাটা নিবাসী ৺নারাণচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত এই শুভ বিবাহ হইয়াছে। নরেন্দ্র বাবু অবস্থাপন্ন লোক, তিনি অনায়াসে তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহে কলিকাতার দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ-সমাজ হইতে রীতিমত পণই গ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি দুঃখিনী কায়স্থ বিধবাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজের সম্মুখে যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহা আজকালকার পণ-গ্রহণ-পরায়ণ হিন্দুর সমাজে বিরল। আমরা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং শ্রীভগবানের নিকট নবদম্পতীর মধুময় জীবন প্রার্থনা করি।

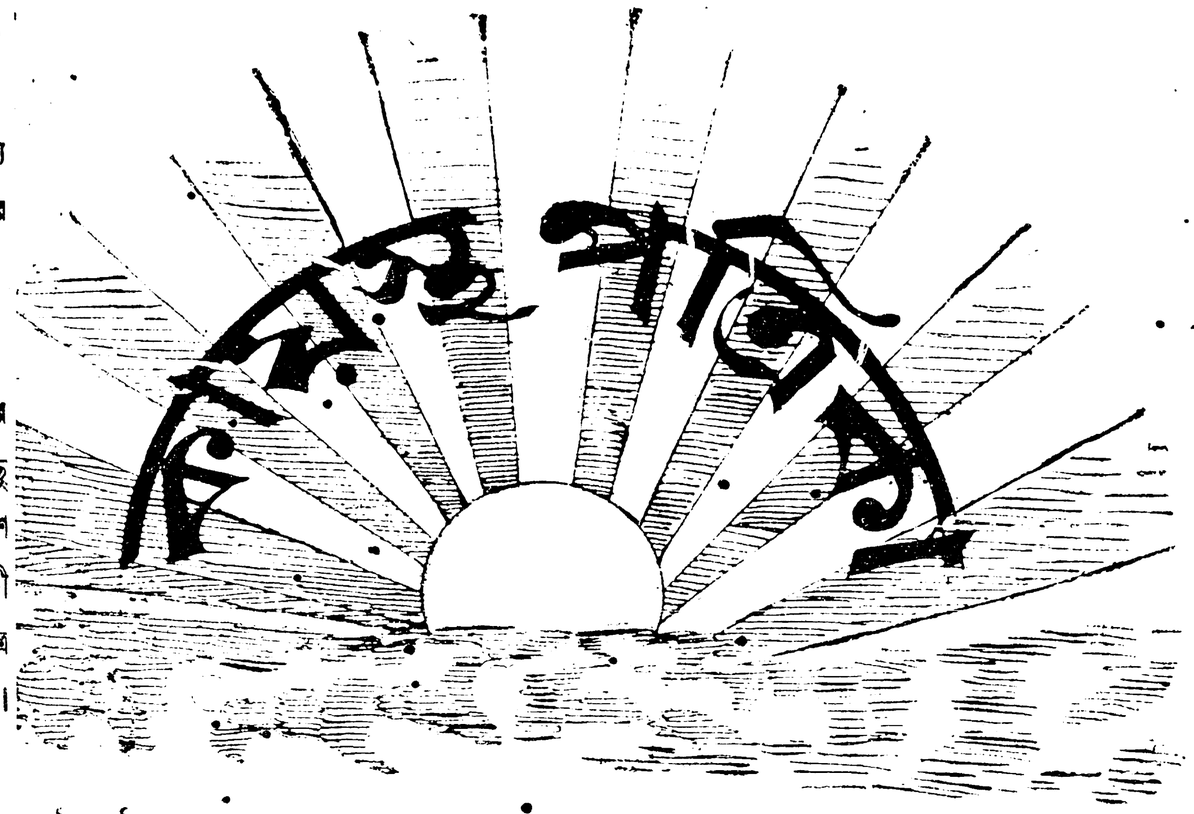

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯] [২১ বর্ষ – ২য় সংখ্যা

রাজশক্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজশক্তি ও বিবেক।

অনেকে বলিবেন "রাজনীতি জটিল হউক আর সহজ হউক, ইহা বিশেষজ্ঞের বিষয় হউক আর ত্রিকালদর্শী মুনিঋষিরই বিষয় হউক, তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমার যে বিবেক (Conscience) আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞেরই পদানুসরণ করিতে প্রস্তুত নহি।" সংসার বাসনা যাহাতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, এহেন বিবেকের কথা বলা যাইতেছে না—ইহা বিলাতী (Conscience) এর অনুবাদ।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

—যে কথা বাঙ্গালীর নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত, এ বিবেকের ভাব কতকটা সেই রূপ। "আমার জ্ঞান ক্ষুদ্র হইতে পারে, আমি রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ নাও হইতে পারি; তাহা বলিয়া আমার বিবেক কোথা যাইবে? সেটাতো আর ক্ষুদ্র নহে, স্বয়ং "হৃষীকেশের" প্ররোচনা। সেই বিবেকের সাহায্যে

কার্য্য করিয়া যাইব, তাহাতে কেহ ভাল বলুন আর মন্দই বলুন।" ইহা হইতেছে বিবেকবাদ। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে যাহাই হউক, রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বাদ সাংঘাতিক—অথচ সাধারণে এই বাদ বড় উচ্চশ্রেণীর মনোভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকে। Conscience বলিয়া আমাদের দেশে কোন কথা ছিল না, এবং ইহার ঠিক প্রতিশব্দ ও নাই। আমাদের ভাষায় নিকটস্থ শব্দ হইতেছে বিবেক। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, এই বিবেকের সহিত আবার সংসারবৈরাগ্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে—অর্থাৎ সাধু সন্ন্যাসীরই বিবেক উপস্থিত হয়, সাংসারিক জীবের হয় না। বিবেকের দ্বারা সংসার যাত্রাকে শোভাযাত্রায় পরিণত করা যায় না, বরং ঐ "যাত্রা" ভাঙ্গিতে হয়—সংসারের বিপরীত দিকে যাত্রা করিতে হয়। ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ইংরাজী ফ্যাসানে যাঁহারা বিবেকের (Conscience) দোহাই দিয়া কাজ করিতে চাহেন তাঁহারা নিজের দায়িত্ব এড়াইতে চাহেন মাত্র, নিজের দোষ "হৃষীকেষের" ঘাড়ে চাপাইতে চাহেন, নিজের স্বার্থপরতার কালিঝুলি চুনের পোঁচড়া দিয়া ঢাকিতে চাহেন। চোর যেমন গেরুয়া-রুদ্রাক্ষ পরিয়া সাধুসন্ন্যাসী সাজিতে চাহে, ধর্ম্মের চক্ষে ধুলা দিতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ ইহারাও বিবেক বা Conscience এর ছাইভস্ম মাখিয়া সেই কার্য্য করিতে চাহে। যাত্রাদলের রাজা মহারাজা জাঁকজোকা মুকুট তরবারি ইত্যাদি রাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অবতীর্ণ হইলেও সে যেমন চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত হয় না ভোলাময়রাই থাকিয়া যায়, প্রকাণ্ড দড়ির লেজ কোমরে বাঁধিয়া আসরে নামিলেও যে সে হনুমান সাগর ডিঙ্গাইবার যোগত্যা অর্জ্জন করে না, তেমনি নিজের বুদ্ধির অভারকে বিবেকের সাজে সজ্জিত করিয়া উপস্থিত করিলে বিশেষ কিছুই সুবিধা হয় না। বিবেকবুদ্ধির যে এত অন্তঃসারশূন্যতা থাকিতে পারে, সাধারণে তাহা জানেন না; ইংরাজসমাজে অত্যন্ত fashionable যে Conscionce বাদ, ভাবিয়া চিন্তিয়া না দেখিয়াই, নিজের মনের কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়াই, তাহা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয়েন; কিন্তু ভারতবর্ষের সূর্য্য বড় কড়া—সব-বিলাতী ফ্যাসান এখানে চলে না, "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ডাকিতে হয়।

বিলাতে দুইটা কথা আছে—Conscience ও Judgment। ইহার বাঙ্গালা হইতেছে বিবেক আর বিবেচনা। ইংরাজরা এই দুটী কথার মধ্যে একটুখানি পার্থক্য এই করিয়া থাকে যে, যেটা Judgment বা বিবেচনার যথার্থ অভিব্যক্তি, যাহার সহিত প্রতারনার সম্বন্ধ নাই তাহাকেই বিবেচনা না বলিয়া

বিবেক বলে। "আমার বিবেচনায় ইহা ভাল" আর "আমার বিবেকবুদ্ধিতে (Conscience) ইহা বলে।" এই দুইটী কথার পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত কথাটাতে ধর্ম্মভাবের সংশ্রব থাকে—বাস্তবিকই সরল ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করা যাইতেছে, কোন কৃত্রিমতা নাই, ইহাই শপথ করিয়া বলা হইতেছে। প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়াও বলা যাইতে পারে "আমার বিবেচনায় ইহা ভাল" কিন্তু "আমার বিবেক বলিতেছে ইহা ভাল" এরূপ মিথ্যা ব্যবহার করিলে শুধু যে প্রতারণা হয় তাহা নহে, অধর্ম্ম হয়। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিবেচনার অভাব থাকিলে তাহা বিবেকের দোহাই দিয়া পুরণ করা যায় না—রাজনৈতিক বুদ্ধিবিবেচনা অর্জ্জন না করিয়া থাকিলে, বিবেক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিবে বই নিমন্ত্রণ করিবে না। অথচ আমাদের রাজনৈতিক বিবেক পদে পদে এই কার্য্য করিতে আমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছে, ইহাতে কি বুঝিতে হইবে না যে, যাহাকে প্রকৃত বিবেক বলে, তাহা আমাদের অর্জ্জন করা ঘুটিয়া উঠে নাই; নিজের স্বার্থপরতাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে প্রয়োগ করিবার বুদ্ধি অর্জ্জন করা গিয়াছে মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা অর্জ্জনের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য বিবেকের উদ্ভব হয় নাই। প্রকৃত বিবেক অর্জ্জন সহজ এবং শীঘ্রসাধ্য ব্যাপার নহে ইহা অন্যান্য সমস্ত জ্ঞানার্জ্জন অপেক্ষা কঠিন এবং বহু আয়াসসাধ্য।

তবুও ঋষীকেশের ব্যাপারটা রহিয়া গেলো। ইহা বিশুদ্ধ দার্শনিক বিষয় এবং ইহার সম্যক আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে: বাজার মারিয়া ফৌজদারিতে পড়িয়াছিলাম। কলিকালের বিপত্তি-নিসূদন মধুসূদন অর্থাৎ ব্যারিষ্টার পুঙ্গবের কৃপায় এ যাত্রায় নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়াছে। এহেন শুভদিনের সদ্ব্যবহার কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা প্রদান না করিলে হইতেই পারে না—বাজার হইতে দুটা ছাগশিশু ক্রয় করিয়া লইয়া উপস্থিত হইলাম। পাঠক মনে করিবেন না যে এই হত্যার জন্য আমি দায়ী। যে "ক্রীঁ কল কল" পাঁঠার কর্ণকুহরে পাঠ করিয়াছিল সেই দায়ী। সে আবার বলিবে এ বিভৎস ব্যাপারের দায়িত্ব আমার নহে, কামারের। কামারের উত্তর সহজ—"হৃষীকেশ"। এহেন দায়িত্ব এড়াইবার সুপন্থা, ব্যক্তিগত-ব্যাভিচার ভগবানের উপর প্রয়োগ করিবার দুর্বুদ্ধি, আর হইতে পারে না। ফল কথা এই হইতেছে যে, নিজের স্বার্থবুদ্ধি, নিজের শ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধি, নিজের নৈতিকবুদ্ধির অভাব, নিজের শ্রেণীর নৈতিক বুদ্ধির অভাব, অজ্ঞতা এবং সঙ্কীর্ণতা রাজশক্তির

সাহায্যে সমাজের উপর প্রয়োগ করিবার অছিলায় যে বিবেকের দোহাই দেওয়া হয়, যে Conscience এর দোহাই দেওয়া হয়, এমন কি যে ভগবানের দোহাই দেওয়া হয়, তাহা অত্যন্ত অবৈধ।

এই বিবেক সকলের সমান নহে, বিবেকের বহুমূর্ত্তি সমাজে দেখা যায়; বিভিন্ন মূর্ত্তি এমন কি পরস্পর বিরোধি মূর্ত্তিও দেখা যায়। এই বিবেক ব্যক্তির ও সর্ব্বদা একরূপ থাকে না, পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এখন আমার বিবেক বলিতেছে "স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দাও।" আবার এই স্ত্রীস্বাধীনতার ভুক্তভোগীপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে মত পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়—অবরোধ প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী হইতেও দেখা যায়। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক বিবেক একটা স্থায়ী এবং একৈবিধ অবস্থা নহে। সমাজের উপর প্রয়োগ করিতে গেলে এরূপ একটা বিষয়ের আবশ্যক হইয়া পড়ে, যেটী অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং একরূপ—অন্যথায় সে বিষয় সমাজের উপর প্রয়োগ করা যায় না। কারণ, রাজনীতি সমাজনীতির উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্যক্তিগত বৈষম্যের নিরাকরণ করিয়া সামাজিক দ্বন্দ্বের উচ্ছেদ করিয়া সাম্য সংস্থাপন। যে বিবেকবুদ্ধির মধ্যে বহুবৈষম্য বিভিন্নতা রহিয়াছে, তাহার সাহায্যে সমাজে সাম্যস্থাপন কতদূর সম্ভবপর তাহা বিবেকেরই বিষয় বটে।

হিতবাদের সাহায্যে যদি না পাইলাম, বিবেকের সাহায্যেও যদি না পাইলাম, তবে বিষম কলিযুগে দুস্তর রাজনীতি সাগর পার হইবার উপায় কি হিতবাদের সাহায্যে রাজনীতিসাগর পার হইবার বিশেষ সুবিধা যখন দেখা যাইতেছে না, তখন আবার ধর্ম্মভাবের আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মভাবের দোষ।

সমাজে দুইশ্রেণীর লোক থাকে:—(১) ধার্ম্মিক (২) ধর্ম্ম ব্যবসায়ী। আমরা সর্ব্বদা প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর লোককে গুলাইয়া ফেলি—ইহা অত্যন্ত অবৈধ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মের আচরণ আর ধর্ম্মের ব্যবসা এক বিষয় নহে। বরং অধার্ম্মিকের অর্থাৎ নাস্তিকের হাত হইতে সমাজের নিষ্কৃতি আছে, ধর্ম্মব্যবসায়ী—যে ধর্ম্মকে বিক্রয় করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে, বিশেষতঃ বহুপুরুষ হইতে করিয়া আসিতেছে—তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি ইউরোপীয়রা আমাদিগকে অসভ্য অথবা নিতান্ত খাতির করিয়া অর্দ্ধসভ্য বলিয়া থাকে। বর্ত্তমান ধর্ম্মব্যবসায়ী অনেকে

কায়স্থকে শূদ্র বা ঐরূপ খাতির করিয়া সৎশূদ্র বলিতেও প্রস্তুত আছেন; অথচ নিজেদের বেলায় আমার জানিত একটী ব্রাহ্মণসন্তান আমাকে বলিয়াছিলেন "কলিকালে দেবতাদর্শন হয় না, বা দুর্লভ; কিন্তু ব্রাহ্মণদেবতা সকলেরই দর্শন সুলভ, ইহা সাধারণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মণই কলিকালের সাক্ষাৎ দেবতা! নিজের শ্রেণীর সপক্ষে এবং অপর শ্রেণীর বিপক্ষে এরূপ মনোভাব মানুষের কেন হয়? ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য কয়েকটী উদাহরণের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে: গোদুগ্ধপায়ী ও তাহার ব্যবসায়ীর মধ্যে যে একটী পার্থক্য আছে সে কথা আজকাল সহর কেন, পল্লীবাসীর নিকটেও সুপরিচিত। যে দুগ্ধপান করে সে কি করিতে চায়? দুগ্ধপানই করিতে চায়—তাহাতেই তৃপ্তি, তাহাতেই আনন্দলাভ করিতে চায়। আর আমাদের ব্রজের সেই গোপ সম্প্রদায় পানাপুকুরের জল যে পরিমাণে মিশাইতে পারেন সেই পরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে যাহার ব্যবসা করে এবং যে যাহা উপভোগ করে, তাহাদের উভয়শ্রেণীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে, যাহাকে খাদ্যখাদক সম্পর্ক বলিলেও চলে।

দুগ্ধফেননিভ আর একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর ব্যাপার হইতে আর একটী তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে। ময়রা সন্দেশের সৃষ্টি করে। সর্ব্বদাই চিনিতে ছানা মিশাইতেছে এবং তাড়ুতে ফেনাইতেছে। এই কার্য্য করিতে করিতে সন্দেশের সুগন্ধের অভ্যন্তরে আজীবন জীবন যাপন করিয়া ঐ সন্দেশের উপর তাহার আশক্তি হয় না, বিরক্তি হয়। যে জিনিষ বোলতা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপথের পথিককে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে, সেই মহাসন্দেশ ময়রার অভ্যস্ত রসনাকে লালায়িত করিতে সমর্থ হয় না। এই দ্বিতীয় উদাহরণদ্বারা এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, ধর্ম্ম আর যাহাকেই আকর্ষণ করুক, প্রলুব্ধ করুক ধর্ম্মব্যবসায়ীকে সহজে টলাইতে পারে না।

গোয়ালারা দুধে জল মিশাইয়া থাকে; ঘৃতব্যবসায়ী সর্ষের চর্ব্বি নাকি মিশাইয়া থাকে। ঐ সঙ্গে যদি একটুখানি সাপের বিষ মিশাইয়া দেয়, তাহা হইলে এ দুর্ম্মূল্যের দিনে এ সংসার যন্ত্রনা হইতে সত্বমুক্তি লাভ করিয়া তাহাকে পরিত্রাতা বলিয়া মনে করিতেও আমার আপত্তি নাই; কিন্তু উদরাময়ে ভুগিয়া ভুগিয়া যে নিষ্কৃতি লাভের ব্যবস্থা করে, ইহার জন্যই যৎকিঞ্চিত বিদ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত হয়। এবম্বিধ ব্যক্তিবর্গ যে মিশ্রণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহার অপেক্ষাও সাংঘাতিক দ্রাবক প্রয়োগ করেন ঐ ধর্ম্মব্যবসায়ী—নিজেদের স্বার্থপরতার

পচানি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এরূপ ক্ষুদ্রত্বে পরিণত হয়, যে বৃক্ষশাখাকে অব লম্বন করিয়া আশ্রয় পাইয়াছে তাহাকেই ছেদন করিতে আরম্ভ করে; অর্থাৎ গোয়ালজাতি নিখিল মানবমণ্ডলীর সাক্ষাৎ মাতৃস্বরূপা গাভীর প্রতি যে অবৈ ব্যবহার করিয়া দুগ্ধ বাহির করিয়া থাকে, অন্য শ্রেণীর ব্যবসায়ী বেদব্যাসের উপর সেই প্রক্রিয়া দ্বারা শাস্ত্র বাহির করিয়া থাকেন। ফলে কি হয়? আশ্রয়-স্থানীয় সেই বৃক্ষকাণ্ডেরই মূলচ্ছেদন করা হয়—শাস্ত্রাদির প্রতি লোকের শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে ঘৃণা জন্মাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

একথা আমি বলিতেছি না যে ধর্ম্মব্যবসায়ী হইলে ধার্ম্মিক হয় না; তবে ইহা অবশ্যই বলিতেছি যে, ধর্ম্মব্যবসায়ী হইলেই ধার্ম্মিক হইবে ইহা নহে। আরোও বলিতেছি যে এই সমস্ত উক্তি ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মব্যবসায়ী বা অন্য কোন দেশীয় ব্যবসায়ীবিশেষের বিরুদ্ধে করিতেছি না প্রাচীন, মাধ্যমিক এবং বর্ত্তমান যুগের সমস্ত ধর্ম্ম ব্যবসায়ীগণের বিরুদ্ধে এই উক্তি করিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় বা অন্যদেশীয় ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্ম যাঁহাদের জাতীয় ব্যবসা হয় নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে আমার কোন উক্তি নাই। সমাজের দুরবস্থার কারণ এই যে, যে জ্ঞানের ব্যবসা করিত সেই আবার ধর্ম্মের ব্যবসা করিত। ভারতবর্ষের দুরবস্থার বিশেষ কারণ এই হইয়াছে যে, এই উভয়বিধ ব্যবসা শুধু একই শ্রেণীর করনীয় হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, এই ব্যবসা আবার বংশগত হইয়াছিল। উভয়বিধ ব্যবসা যে একই ব্যক্তির করনীয় হইয়া ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রগত ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যথা:—যজনের সঙ্গে সঙ্গে যাজন, অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা, দানের সঙ্গেই প্রতিগ্রহ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এজন্য বর্ত্তমান ধর্ম্মযাজক বা ধর্ম্মব্যবসায়ীগণ জ্ঞানকৃত পাপ করিতেছেন—অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া স্বার্থপরতার পচানি ধর্ম্মের উপর ছিটাইতে ছেন তাহা বলি না—ইহা তাহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। বহু পুরুষ হইতে এরূপ কার্য্য করিয়া ইহাতে এত অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছেন যে বর্ত্তমানে তাঁহাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হাঁচি আসিলেই তাহা যেমন আমরা সম্বরণ করিতে পারি না, সেইরূপ এই পচানি ছিটাইবার প্রবৃত্তিও এ শ্রেণী সম্বরণ করিতে পারেন না।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

আসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মকরে তাহার দুরবস্থার যে বংশ তালিকা গীতাকার প্রদান করিয়াছেন, আমাদের ধর্ম্ম ব্যবসায়ীর বুদ্ধিভ্রংশের তালিকা কতকটা ঐরূপ। ব্যবসায় ধ্যান করিতে করিতে এই শ্রেণীরও তৎপ্রতি অত্যন্ত আসক্তি জন্মে, কামনাও জন্মে; ক্রমশঃ সম্মোহ জন্মে, তাহা হইতে স্মৃতিভ্রংস অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতির ভিতরে কারিকুরি করিবার প্রবৃত্তি জন্মে—তার শেষ ফল কি? ধর্ম্মব্যবসা আর চলে না, পাউরুটী ওয়ালা হইতে হয়। ব্যবসায়গত স্বার্থপরতার সহিত সংকীর্ণতার সংযোগ অবশ্যম্ভাবী। ঐ স্বার্থবুদ্ধি যেখানে আছে, সেখানেও সেই বুদ্ধিমানের অগোচরে সংকীর্ণতা তাহার বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করে। সমস্ত দেশে তন্তুবায় দিগের বুদ্ধি চিরকালই কম; এইবুদ্ধির সল্পতার জন্য দায়ী কে? —ব্যবসা। তন্তুবায় দিগেরই প্রতি যে এই প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে তাহা নহে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত সর্ব্বশ্রেণীর ভিতরই সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করে। অতএব সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে জাতীয়-ব্যবসা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, সেখানে যে সঙ্কীর্ণতার অদ্ভুত প্রাদুর্ভাব হয় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। এহেন সঙ্কীর্ণতাবিশিষ্ট স্বার্থপর ধর্ম্মযাজক বা ধর্ম্মব্যবসায়ী দিগের কথিত ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি বা সমাজনীতি যে বিশেষ উচ্চশ্রেণীর হইবে তাহা বলিতে চাহি না। এইজন্যই বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিতত্ত্বকে অবৈজ্ঞানিক বলা হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, হিতবাদের দ্বারা সমাজে সাম্য সংস্থাপনের বাধা আছে বিবেকের অনুসরণ দ্বারাও বাধা আছে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মসংঘর্ষ রহিয়াছে, বর্ত্তমান ধর্ম্মভাবের দ্বারাও সাম্য সংস্থাপনের বিশেষ বাধা আছে।

কিন্তু আমি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কোন রাজনীতিতত্ত্ব জাহির করিতে চাহি না, এমন কি যাহা আধুনিক অধিকাংশ ধর্ম্মভাবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই নৈতিক-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি। "চুরি করিও না, মিথ্যা কথা কহিও না", এই সমস্ত নৈতিক-ভাব অতি প্রাচীন—সমাজগঠনের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে; কারণ এই সমস্ত তত্ত্ব ভিন্ন সমাজ গঠিত হইতে পারে না, সামাজিক জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারে না, ব্যক্তিগত জীবন মাত্র নির্ব্বাহ হইতে পারে। অর্থাৎ স্ব স্ব প্রধান হইয়া প্রত্যেকে যথেচ্ছার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মারামারি কাটাকাটি করা যাইতে পারে, পাঁচজনে একত্র মিলিয়া বসবাস করা যায় না। এ কথা বলা যাইতে পারে যে, মানব সমাজ যে সমস্ত মৌলিক

নীতি অবলম্বন করিয়া গঠিত এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার উপর তাহার ভবিষ্যৎও নির্ভর করিতেছে। সমাজের এই সমস্ত যে নৈতিক-ভিত্তি, তাহা শুধু আদিম নহে, ভবিষ্যতেরও চরম আদর্শ বটে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার বলিয়াছি, সমাজে বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সাম্য স্থাপন করিতে হইলে মৌলিক তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে প্রাণীসমাজ প্রথমে স্বতন্ত্র পরায়ণ অর্থাৎ বিভক্ত অবস্থাপন্ন ছিল, এ অবস্থায়, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত দ্বন্দ্ব করিত। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা হইতেছে সামাজিক অবস্থা। স্বতন্ত্র ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে প্রভেদ হইতেছে এই : প্রথমোক্ত স্থলে দ্বন্দ্বের প্রাধান্য, দ্বিতীয় স্থলে দ্বন্দ্বের লাঘব—আপেক্ষিক সাম্যের প্রভাব।

সমাজনীতি তত্ত্ব।

রাজনীতি হইতেছে সমাজনীতির একাংশ, এজন্য রাজনীতি সমাজনীতির বিরোধি হইতে পারে না—একরূপ হইতে হইবে। সমাজনীতি কি তাহা বুঝা আবশ্যক। একটী বিষয় কি তাহা বুঝিবার উপায় হইতেছে, ঐ বিষয়ের বহির্গত বা বিপরীত বিষয় কি—অর্থাৎ এই বিষয়টী কি নহে—তাহা অগ্রে বুঝা; তাহা না করিলে কোন বিষয়ই বুঝা যাইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপে, সত্য কি তাহা বুঝিতে হইলে সত্যের বহির্ভূত বা বিপরীত বিষয় কি তাহা অগ্রে বুঝিতে হইবে। সত্যের বিপরীত বিষয় হইতেছে মিথ্যা। সত্য কি তাহা বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝিতে হইবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা এই ভাবে করা যাউক। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম হইতেছে যাহা ইহার বহির্গত বা বিপরীত বিষয়, অর্থাৎ সমাজধর্ম্ম, নহে। আদিম অবস্থায় মানুষ ক্ষুদ্ররূপে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে; সমাজধর্ম্মবুদ্ধিও সে অবস্থায় ক্ষীণ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্ররূপ সমাজবন্ধন দ্বিবিধ :—১। আয়তনে ক্ষুদ্র, অর্থাৎ অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে নিবদ্ধ, আর ২। সহযোগীতায় ক্ষুদ্র অর্থাৎ পরস্পর সহযোগী হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। অসভ্যাবস্থায় দলবাধিয়া কার্য্য করিবার আবশ্যকতা সর্ব্বদা হয় না অল্পই হইয়া থাকে। প্রধানতঃ যুদ্ধ এবং পশুশিকার করিবার জন্যই দল বাধিবার আবশ্যকতা হয়। কিন্তু এখনকার দিনে দল বাধিয়া কার্য্য করিবার আবশ্যকতা পদে পদে—রবিন্‌সন্ ক্রুসের অবস্থায় বাস করা একটা শাস্তি বিশেষ। এমন কি দণ্ডবিধি আইনেও

নির্জ্জন কারাবাসের ন্যায় কঠোর দণ্ড আর নাই—এক হিসাবে ফাঁসী ও ইহার অপেক্ষা লঘু দণ্ড। ইতালী প্রভৃতি দেশে প্রাণদণ্ড নাই; তাহার পরিবর্ত্তে নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা আছে। এই দণ্ড এত কঠোর যে দুই চারি বৎসর পরে ইহা অসহ্য হইয়া উঠে, অপরাধীকে আত্মহত্যা করিয়া নিস্কৃতি লাভ করিতে দেখা যায়। যে অপরাধীকে পুস্তকাদি দেওয়া হয়, বাস্তবিক তাহার প্রতি নির্জ্জন কারাবাস ব্যবস্থা করা হয় না—গ্রন্থকারগণ তাহার সহযোগীতা করিয়া কারাবাসের ক্লেশ লাঘব করিয়া থাকেন। অস্ত্রাভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সেই রবিন্‌সন্ ক্রুসোকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, অস্ত্রনির্ম্মাতার সাহায্য ব্যতীত যে অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমরা অবগত আছি। সভ্য-জীবনে সভ্য সমাজে বাস করিয়া জীবন নির্ব্বাহের জন্য পদে পদে অন্যের সাহায্যের আবশ্যকতা হয়। ঐ সাহায্য না পাইলে—আমাদের দেশের যেমন ব্যবস্থা আছে, একঘরে করিলে—জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ যে কি কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এমন কি কোন অসুবিধা না থাকিলেও একটা রাজ্যের একছত্রী সম্রাট হইয়া নির্জ্জন বাস করিতে হইলে যে অবস্থা হয়, তাহা Alexander Selkirk এর গল্প হইতে অবগত আছি। প্রাণী জীবনের একমেরু হইতেছে ব্যক্তিগত জীবন, বিপরীত মেরু হইতেছে সামাজিক জীবন। কতকটা আদর্শ ব্যক্তিগত-জীবন সিংহ ব্যাঘ্রের জীবনে দেখা যায়। জীবন সংগ্রামে ইহারা অন্যের সহায়তার অপেক্ষা করে না, নিজের শক্তির উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে। ইহাদের বিপরীত দিকে আবার পিপীলিকা মধুমক্ষিকা ইত্যাদি। সামাজিক জীবন ইহাদের সম্পূর্ণ—সমাজচ্যুত হইয়া বেশীক্ষণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই পারে না।

সিংহ ব্যাঘ্রদিগের ও যে একটা পারিবারিক সহযোগীতা আছে, তাহার কথা তুলিয়া বিষয়কে জটিল করিবার আবশ্যক নাই। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ত্রিবিধ ভাবে হইয়া থাকে :—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজিক। এস্থানে আমরা কেবল ব্যক্তিগক ও সামাজিক জীবনের আলোচনা করিব।

একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে : মনুষ্যজাতি অপেক্ষা বহুউন্নত সামাজিক জীবন—আমরা যাহাকে নিম্নশ্রেণীর জীবন বলিয়া থাকি—সেই শ্রেণীর জীব-মণ্ডলীতে বিকশিত হইয়া আছে। মনুষ্য, ব্যাঘ্রের অপেক্ষা সামাজিক বটে। কিন্তু পিপীলিকার অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

উপরে যাহা বলা হইল, সমাজনীতির মূলতত্ত্ব তাহা হইতে সহজেই আবিষ্কার

করা যাইতে পারে: ব্যক্তিগত জীবনে সহযোগীতার উপযোগী গুণাবলীর আবশ্যক নাই, সামাজিক জীবনে তাহা একান্তই আবশ্যক—ঐ গুণাবলীর অভাবে সামাজিক জীবন গঠিত হইতে পারে না; এবং যে পরিমাণে ঐ গুণাবলী গঠিত হয়, সামাজিক জীবন সেই পরিমাণে সম্ভপর হয়।

এই উভয়বিধ জীবনের ভালমন্দ বিচার কি উপায়ে করিব? আলিপুরের পশুশালায় রক্ষিত ব্যঘ্র ভল্লুক শাখামৃগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে নিজের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বিচারের উপায় পাওয়া যাইবে। নিজের মনের ভিতর সহজেই প্রশ্ন উঠিবে "তাইত! আমার নখ দন্ত কোথায় গেল?" প্রকৃতি এই উপায় করিয়া দিয়াছে। মানুষের নখদন্ত ছাটিয়া ফেলিয়া পরস্পর সহযোগীতার দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য করিয়াছে। Nobel, krupp, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঐ নখ দন্তের অভাব মোচন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। যদিও আমরা দাঁত ফুটাইয়া শত্রুকে কাবু করিবার শক্তি হারাইয়াছি, সঙ্গীন ফুটাইবার সামর্থ অর্জ্জন করিয়াছি; নখ দিয়া আঁচড়াইতে পারি না বটে, Barbed Wire অর্থাৎ তারকণ্টক দিয়া শত্রুকে আঁচড়াইতেছি। যদিও গায়ে গণ্ডারের চামড়া নাই, দুর্গনির্ম্মাণ করিতে পারি, এমন কি ইন্দুর না হইয়াও ইন্দুরের প্রণালীতে গর্ত্ত খুড়িয়া (trench) আত্মরক্ষা করিতে পারি। বাহিরে এত করিয়াও কিন্তু মানুষের মনের ভিতর নখ দন্ত আর গজাইতেছে না—ক্রমে খসিয়া যাইতেছে। দিনামাইটের আবিষ্কারকই আবার শান্তি-উপহারের (Peace Prize) স্থাপয়িতা। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ভাল কিম্বা সামাজিক জীবনযাত্রা ভাল, মনুষ্যজীবনের ইতিহাসই Biology তাহা প্রমাণ করিতেছে। প্রকৃতি জোর করিয়া আমাদিগকে সামাজিক জীব হইতে বাধ্য করিয়াছে; আবার তাহার এই কার্য্যে অনেক মানুষও যে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিলে এই জোর করিয়া সমাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার ভাব আরোও স্পষ্ট হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।

সাধে বাদ।

৪

অপমানাহত সুনীল শ্বশুরবাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া লক্ষহীন ভাবে পথে চলিতে লাগিল। রাগে তখন পর্য্যন্ত তার মাথার শিরাগুলা সব চন্‌মন্ করিতেছিল। শ্বশুরের এই অপমানের কেমন করিয়া খুব বড় রকম একটা প্রতিশোধ লইতে পারিবে সেইটাই হইয়াছিল তখন তার অপরিহার্য্য চিন্তা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শুষ্ক উপাধি-মালায় শোভিত, কপর্দ্দকশূন্য সে, অর্থের রস ব্যতীত এ অপমানের প্রতিকার তো কিছুতেই করিতে পারে না। হায়! আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতন যদি কোনও দৈত্য আসিয়া তাহাকে দয়া করিয়া রাতারাতি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া দিয়া যায়, তবেই তো সে আলাদীনের মত আমীর হইয়া শ্বশুরের এ অপমানের কথঞ্চিত প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হয়! অথবা "আবুহোসেনের" মত যদি কোনও বাদসার অনুগ্রহে হঠাৎ বাদসা বনিয়া যায় তাহা হইলে বোধ হয় সে শ্বশুরকে পাকড়াইয়া আনিয়া "কোড়া" লাগাইতেও পিছপা হয় না। এমনিই তখন তার মনের অবস্থা! কিন্তু হায়! সে আশা যে নিতান্তই সুদূর পরাহত! ওঃ! দরিদ্র বলিয়া এত অনাদর? এত অপমান? বার বার এই প্রত্যাখ্যান? যেন শৃগাল কুক্কুরের মতন ব্যবহার! কেন কিসের জন্য? দরিদ্র বলিয়া? তাঁহার অর্থের নিকটে সে আত্ম বলিদান দেয় নাই বলিয়া? তাঁহাদের খোসামুদে কৃতদাস আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার প্রতি এই অবজ্ঞা? এই অপমান? আচ্ছা সেও দেখিয়া লইবে জব্দ করিতে পারে কি না? প্রতিশোধ পারে কি না! কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? কি করে? কি করিলে এ 'দরিদ্র' নামের ছাপ তাহার ললাট হইতে মুছিয়া যায়? এমনি কত কি ভাবিতে ভাবিতে বরাবর সে সোজা রাস্তা ধরিয়া সটান্ চলিতে লাগিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল এজীবনে স্ত্রীর মুখ আর দেখিব না। কিন্তু স্ত্রীর অপরাধ যে কতখানি সে কথাটা সে বিচার করিয়া দেখিল না। শ্বশুরের শাস্তির জন্য স্ত্রীর "মুখ না দেখা"ই তার প্রকৃষ্ট ঔষধ মনে হইতে লাগিল। সুনীল যখন দেবকুমার বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা সমাগতা, বৈশাখ মাস কালবৈশাখী। হঠাৎ আকাশের এককোণে মেঘ জমা হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পথের ধূলা উড়াইয়া বাতাস ছুটিল, কড়্‌কড়্ শব্দে

মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল বৃষ্টি পড়িতেও আরম্ভ হইল। প্রথমে ছোট ছোট ফোঁটা তারপর ঝম্‌ঝম্ শব্দে মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পথিককুল একটু ব্যতি-ব্যস্ত হইল। সুনীল ও একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। কলেজষ্ট্রীটের উপর দিয়া সটান সোজা সে চলিতে ছিল। বৃষ্টির জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। মাথার চুলের ভিতর দিয়া গায়ের জামা বহিয়া অজস্র জলের স্রোত গড়াইয়া পড়িতেছিল, সঙ্গে ছাতাও ছিল না একেবারে অনাবৃত ভাবে জল ঝড়ের মধ্যে অসহায় ভাবে সে আত্মসমর্পণ করিল। অপরিচিত স্থানে কোথাও দাঁড়াইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। হঠাৎ তাহার পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী বন্ধু মৃণালকান্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কি একটা কাজে মৃণাল গিয়াছিল ফিরিবার সময় পথে এই দুর্যোগ! কিন্তু এই কালবৈশাখীর দিনে সে প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইয়াছিল। ছাতা ছাড়া হয় নাই। সম্মুখে সুনীলকে তদবস্থায় দেখিয়া মৃণাল কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল "কিরে, এই জলঝড় মাথায় করে এমন ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে কোথায় যাচ্চিস?"

মুহূর্ত্তেক নীরবে মৃণালের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইয়া রুক্ষস্বরে সুনীল উত্তর করিল "চুলোয়!"

সুনীলের এমনি অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া মৃণাল অধিকতর আশ্চর্য্য হইল। এবং মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল "চুলোয়! সে পথটা জানা আছে নাকি? কিন্তু সে পথটা তো বড় সোজা বলে আমার মনে হচ্চেনা। তার চেয়ে চ' কাছেইত আমার বাড়ী, সেইখানে একটু বসবি। ভিজে যে একেবারে নেয়ে গেছিস!" বলিয়া মৃণাল সুনীলের হাতটা ধরিয়া টানিল। সুনীল সবলে হাতটা ছিনাইয়া লইয়া বলিল "আঃ! ছাড় ছাড়! এখন আমার কিছু ভাল লাগচে না।"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, কেন বল দেখি? শ্বশুর বাড়া গেছলি নাকি? বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেচিস বুঝি? বলিয়া ছাতার কতকটা তার মাথার উপরে তুলিয়া দিল। সুনীলের শ্বশুরের প্রকৃতির কথা মৃণাল সুনীলের মুখে শুনিত। এবং সুনীল ইতিপূর্ব্বে যখন দুই একবার শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিল কখনই সে শ্বশুর শাশুড়ীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, বন্ধুদের কাছে সে কথাও সে প্রকাশ করিয়াছে। প্রত্যেক বারেই সে অপ্রসন্ন ভাবে শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিয়াছে। সে জন্য বন্ধু মহলে তার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া একটা শাস্তি স্বরূপ বলিয়া হাস্য পরিহাস চলিত। মৃণালের কথা শুনিয়া বিরক্ত কণ্ঠে সুনীল

বলিল "সব সময়ে ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগে না। আমার যা হচ্চে তা তুই কি বুঝবি?"

মৃণাল নাছোড়বান্দা, হাসিতামসার জন্য বন্ধুমহলে নামটা তার বিখ্যাত। সদাপ্রফুল্ল সদাহাস্যময় সে। রাগ করিতে কেহ কোনদিন তাহাকে দেখে নাই। অতিবড় শত্রুও তাকে কোন দিন অহঙ্কারী বা বদ্‌রাগী অপবাদটা দিতে পারে নাই। ধীরবুদ্ধি কর্ত্তব্যপরায়ণ। শুধু উদার সরলতার জন্য নয়, বন্ধুবর্গের কোনও বিশেষ যুক্তি পরামর্শের প্রয়োজন হইলে আগে মৃণালের কাছে আসিত। সুনীলের কথা শুনিয়া মৃণাল তেমনই মৃদুমৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "বটে! এতদিন তো সব বুঝতুম। আজ হঠাৎ আমার এমন কি পরিবর্ত্তন হ'লো যে তোর কথা বুঝতে পারব না? অত চটে আছিস কেন? ব্যাপারখানা কি হয়েচে খুলে বল দেখি শুনি। দিনরাত হাসি ফুর্ত্তি নিয়ে থাকিস হঠাৎ আজ গম্ভীর হয়ে পড়লি কেন?"

মুহূর্ত্তেক নীরব থাকিয়া সুনীল বলিল "সে অনেক কথা!"

"অনেক কথা! আয় তবে আমার বাড়ীতে, বসে বলবি।" বলিয়া মৃণাল তার হাতটা সবলে চাপিয়া ধরিয়া একপ্রকার টানিতে টানিতেই একটা গলির ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে মৃণাল বলিল "কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, আমি মনে কচ্ছিলুম তুই বুঝি বাড়ী চলে গেছিস!"

সুনীল উত্তর করিল "বাড়ী গেছলুম বটে, আজ বৌকে নিতে এসেছিলুম।" "তা পাঠালেনা বুঝি? ওহো! তাতেই অত রাগ।" বলিয়া মৃণাল তার স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল। নিকটেই মৃণালের বাড়ী, কথা কহিতে কহিতে দুইজনে শীঘ্রই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সুনীলকে বৈঠকখানায় বসাইয়া মৃণাল তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে শুকনা কাপড় আনিয়া সুনীলের হাতে দিল। সুনীল কাপড় ছাড়িয়া শুকনা গামছা দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে একখানা চেয়ারে বসিল। মৃণাল ভৃত্যকে ডাকিয়া চা ও জলখাবার আনিতে আদেশ করিল। ভৃত্য বাড়ীর ভিতর হইতে অবিলম্বে তাহা আনিয়া যোগাইল। আজ সমস্ত দিন সুনীলের কিছু খাওয়া হয় নাই। সকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল সমস্ত দিনটা ট্রেনে কাটিয়া গিয়াছে। তাহার পর ধনী শ্বশুরের বাড়ীতে আসিয়া শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে আদর যত্নের যে নমুনা সে পাইয়াছে তাহাতে তাহার সারা প্রাণটা তিক্ততায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখন মৃণালের বাটীতে আসিয়া মৃণালের

সরল অকপট ব্যবহারে এবং তার উদার হাসি গল্পে সুনীলের মনের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল। তাহার উপর চা ও খাবার খাইয়া দেহটাও কতকটা ঠাণ্ডা হইল। তখন আজকার ঘটনার আগাগোড়া সকল কথাই সে মৃণালের কাছে প্রকাশ করিল। ক্রমশঃ আরও দুচার জন বন্ধু মৃণালের বৈঠক খানায় দেখা দিতে লাগিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালেই মৃণালের বৈঠকখানায় একটা আড্ডা বসিত। পান, সিগারেট চায়ের সদ্ব্যয় হইত। তাঁহারাও সুনীলের "রাতারাতি বড় লোক" হইবার সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন "ওরে যদি টাকা উপার্জ্জন কত্তে চাস তবে চাকরি বাকরি নয়—চাকরিতে কারুর অভাব মিটে না। কপালঠুকে ব্যাবসা কত্তে লেগে যা দেখবি এক বছর না যেতে যেতে তোর ভাণ্ডার ধনপূর্ণ হয়ে উঠবে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এ কথাটার আর কোন ভুল নেই।" তখন অপর এক ব্যক্তি বলিলেন "চায়ের ব্যবসা করে অমুক লোক লাখপতি হয়েছে।"

আর একজন বলিয়া উঠিলেন "বইয়ের দোকান খুলে বোস। ওঃ! পাবলিসারদের ভারি লাভ! অমুক লোক ছমাসের ভেতর গাড়ী, বুড়ী বাড়ী করে ফেলেচে। আর বড়মানুষের চিহ্নস্বরূপ ভুঁড়ীটীও বেশ গজিয়া উঠেচে" ইত্যাদি যার যা মনে আসিতে লাগিল সেই অযাচিত অনর্গল অনেক উপদেশ দিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সুনীলের কোনটাই মনে ধরিল না। কারণ ব্যবসা খুলিয়া বসিতে গেলে আগে টাকার প্রয়োজন। সুনীলের টাকা কোথায়? সে নিঃস্ব দরিদ্রের সন্তান। তার সম্বলের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা কতক উপাধী, তাহাতে দাসত্বের পথ কিঞ্চিৎ সুগম হইতে পারে বটে কিন্তু অন্য কিছু করা চলে না। কিছুক্ষণ গল্পস্বল্প করিয়া অন্যান্য বন্ধুগণ চলিয়া গেলেন মৃণাল এতক্ষণ কোনও মতামত ব্যক্ত করে নাই সকলে চলিয়া গেলে মৃণাল বলিল "আমি একটা কাঠের কারবার খুলব বলে ঠিক করেচি তার যোগাড় যন্ত্রও করিচি, একজনকে দেশে বিদেশে ঘুরে দেখে শুনে কাজ এখানে চালান দিতে হবে, একজন বিশ্বাসী লোকও আমি খুঁজচি, পারবি তুই এ কাজ করতে?"

একটু ভাবিয়া সুনীল বলিল "কেন পারব না?"

মৃণাল পুনর্ব্বার বলিল "দ্যাখ্ ভাল করে ভেবে দেখ্! দেশে দেশে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে তার পর একবার কারবারটা দাড় করাতে পারলে কিন্তু পরে লাভ খুব হবে।"

সুনীল একটু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিল "যে অপমান সহ্য করিয়াছি তার যদি কোনও প্রতিকার হয় তাহলে এমন কোন কষ্টকর কাজ নেই যা আমি পারব না।"

সন্তুষ্ট হইয়া মৃণাল বলিল "বেশ। তোর মেহনত, আমার টাকা, আধা-আধি বখরা—রাজি আছিস?"

দৃঢ়কণ্ঠে সুনীল উত্তর করিল "খুব রাজি।"

মৃণাল বলিল "ভগবান যা করেন ভালর জন্যই করেন। আমিও একটি বিশ্বাসী কার্য্যক্ষম লোক খুঁজছিলুম। তোকে পেলুম ভালই হল। শীগ্‌গির তাহলে বেরুতে হবে কিন্তু!"

সুনীল বলিল "বল ত' এই রাত্রেই যেতে রাজি আছি।"

মৃদু হাসিয়া মৃণাল বলিল "না! এই রাত্তিরেই যেতে হবে না! এ দিকের সব গোছগাছ করে দিই, দিন দুই পরে গেলেই হবে। আগে রেঙ্গুনে যেতে হবে সেখানে বন্দোবস্ত সব একরকম ঠিক করেই রেখিচি খালি লোকাভাব ছিল। সুনীল বলিল "আচ্ছা বেশ! তাই যাব।"

সে রাত্রি মৃণালের বাড়ীতেই আহারাদি সারিয়া সুনীল শুইয়া রহিল। দুই বন্ধুতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত যুক্তি পরামর্শ চলিল। অনেক রাত্রে মৃণাল ঘুমাইয়া পড়িল কিন্তু সুনীলের চক্ষে ঘুম আসিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া সে আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

৫

বঙ্গোপসাগরের নীলজলে উত্তালতরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে। অনন্ত অগাধ জলরাশি। যেন স্বর্গে মর্ত্তে মেশামিশি হইয়া গিয়াছে। অসীমে সসীমে সে কি মহা সম্মিলন! আর সেই জলোচ্ছ্বাসের কি মধুর ধ্বনি! এই প্রবল তরঙ্গ ভেদ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া জাহাজ গুলি চলিয়াছে। রেঙ্গুনগামী জাহাজের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন অধিকার করিয়া সুনীল চলিয়াছে তার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে। সাহেবি পোষাকে তাহার দেহ সুশোভিত। যথারীতি হ্যাট, কোট্ টাই আটা। পয়সা উপার্জ্জনের জন্য এই মুখোস পরাটা নাকি একটা প্রকৃষ্ট উপায়।

কালোচামড়ার অমার্জ্জনীয় অপরাধ নাকি এই খোলসের মধ্যে অনেকটা ঢাকা পড়িয়া যায়! সুনীলের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সমস্তই মৃণাল

কিনিয়া দিয়া তাহাকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। নিজের গ্রামটুকু এবং কলিকাতার সহর ভিন্ন সুনীল জীবনে আর কোনও দিন কোন খানে যায় নাই। আজ অপমানাহত সে, একরকম মরিয়া হইয়া দরিদ্রতার জ্বালা নিবারণ করিবার জন্যই কালাপানির ঢেউ খাইতে খাইতে সুদূর রেঙ্গুনে চলিয়াছে! মনের ভিতরে তার কালাপানির ঢেউয়ের মত চিন্তার ঢেউ তোল পাড় করিতেছিল। কি করিবে কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, কি প্রকারে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, কেমন করিয়া শ্বশুরকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিবে, এমনি কত কি চিন্তাই একসঙ্গে তার মনকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছিল। অর্থ! অর্থ! করিয়া সে উন্মাদের মতন ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছে। অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাবিয়া দেখে নাই। পীড়িতা জননীকে একা অসহায় অবস্থায় পল্লী ভূমিতে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে! কেহ তাহাকে দেখিবার শুনিবার বা সেবাযত্ন করিবার নাই। আসিবার সময় সে একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়া পর্য্যন্ত আসে নাই। শ্বশুর ও শাশুড়ীর কাছে এই রকম অপমানিত হইয়া সুনীলের যেন মস্তিস্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই ক্রোধাগ্নির খানিকটা ঝাঁজ তার নিজের মায়ের উপরেও গিয়া পড়িয়াছিল। কেননা মাইত তার একটা "হিল্লে" হইবে বলিয়া বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ দিবার জন্য এমনভর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। "মুরুব্বি" শ্বশুর দেখিয়া দেখিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। তাইত দেবকুমারবাবু তাহাকে দরিদ্র বলিয়া এতটা ঘৃণা, এতটা উপেক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া বসিলেন। নচেৎ দেবকুমার বাবুর সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক? যাক! সে ইহার প্রতিশোধ যেমন করিয়া পারে দিবেই দিবে। প্রতিজ্ঞা করিল প্রচুর অর্থ না লইয়া আর সে দেশে ফিরিবে না। কোন আত্মীয়বন্ধুকে মুখ দেখাইবে না, মার কাছেও যাইবে না। দরিদ্র রাক্ষসীটাকে দুই পায়ে চাপিয়া পিষিয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকট হইতে জয়মাল্য আদায় করিয়া তবে দেশে ফিরিবে। নচেৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ওলট পালট হইয়া গেলেও আর দেশে ফিরিবে না। দুই দিন বেশ কাটিয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার থাকায় সমুদ্র বেশ শান্ত-ভাবাপন্ন ছিল। জাহাজে যাত্রিগণের কোনও প্রকার কষ্ট হইল না। তৃতীয় দিন জাহাজ কালাপাণিতে পড়িয়া তোলপাড় করিতে লাগিল। অনভ্যস্থ সুনীল নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। দোলায়মান জাহাজ মধ্যে কিছুতেই সে

উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। দাঁড়াইতে গেলেই মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়ে, গা বমি বমি করিতে থাকে। দুই একবার জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করাতে বমিও করিয়া ফেলিল। অগত্যা ক্যাবিনের ভিতর মুখ গুজড়াইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। নীলজলের অসীম সৌন্দর্য্য দর্শনের পিপাসা যে তার মনের মধ্যে জাগিতে ছিল তাহা মনেই রহিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইবার তাহার শক্তি রহিল না। কিছুপরে আকাশে মেঘ দেখা দিল। পশ্চিমে মেঘ দেখিয়া সকলেই ঝড়ের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষও ভীত হইয়া উঠিলেন। সযত্নে জাহাজ রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একে অকুল সমুদ্র তাহার উপর ঝড়। এ যেন বিধাতার সঙ্গে বিদ্রোহ। আরোহীগণও ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বুঝিবা আজ কালার জীবনের লীলা খেলা কালাপাণির সঙ্গেই মিশাইয়া যায়।

দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় উঠিল! প্রলয়ের মেঘ গর্জ্জনের মত কি সে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের ধ্বনি। উন্মত্ত সাগর যেন বিরাট দৈত্যের মতন স্বর্গ মর্ত্ত ধ্বংশ করিবার আয়োজনে উদ্যত হইল। জাহাজের কম্পনে যাত্রীগণের তল্পিতাল্পা গড়াইয়া হেথাকার জিনিষ ওথায় পড়িয়া ওলট পালট হইয়া গেল। তখন যে যাহার জীবনের চিন্তায় ব্যস্ত জিনিষ পত্র তখন দেখে কে? এই রকম পবন দেবতা কিছুক্ষণ সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়া অবশেষে সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ঘরে ফিরিয়া গেলেন। প্রকৃতিদেবী শান্ত হইলেন। সাগরও সংহার মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিলেন। মেঘ কাটিয়া গেল আকাশ পরিষ্কার হইল। তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইবে। শুক্লপক্ষের দশমী তিথি, আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। ছোট ছোট নক্ষত্র গুলি ঠিক যেন হীরার ফুলের মতন নীল আকাশের বক্ষে ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দিন ক্যাবিনের ভিতরে শুইয়া থাকিয়া সুনীলের যেন শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইল। আর সে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে ডেকের উপরে আসিল। তখনও কালাপাণি উত্তীর্ণ হয় নাই, সুতরাং জাহাজের কম্পন নিবৃত্ত হয় নাই। সুনীল টলিতে টলিতে কোনও প্রকারে রেলিং ধরিয়া জাহাজের একপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনীলের ঠিক পাশেই আর একটী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন সুনীলের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি বুঝি এই প্রথম যাচ্ছেন?"

ধীর কণ্ঠে সুনীল উত্তর করিল "আজ্ঞে হাঁ।"

তিনি বলিলেন "তাই আপনার এত কষ্ট হচ্ছে, তাতে আবার আজকের যে তুফান!" লোকটি সুনীলের সমবয়স্ক না হইলেও সুনীল দেখিল লোকটি বেশ সদালাপী। অল্পক্ষণের মধ্যে সুনীলের সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। তাঁহার নাম বলিলেন গৌরীশঙ্কর! রেঙ্গুনে তাঁহার চাউলের কারবার আছে। সপরিবারে তিনি সেই খানেই থাকেন। কি একটা বিশেষ কাজের জন্য তিনি দেশে আসিয়া ছিলেন কাজ সারিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে সুনীল দেশের হালচাল অনেক জানিয়া লইল। বাহিরের মুক্তবাতাস গায়ে লাগিয়া সুনীলের দেহও অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিল। গৌরীশঙ্করবাবু বলিলেন, তুফানের সময় ক্যাবিনে থাক্‌লে ভারি কষ্ট হয়, তাই আমি মেয়ে ছেলেদের "ডেকে" এনে রেখে দিইচি!" বলিয়া তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে জাহাজের একপ্রান্ত দেখাইয়া দিলেন। সুনীল চাহিয়া দেখিল কিছুদূরে বাক্সট্রাঙ্ক ও গাঁঠরি আড়াল দিয়া মধ্যস্থলে একটা পরিস্কার বিছানায় একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ও কএকটি ছেলেমেয়ে বসিয়া রহিয়াছে। "আসুন ঐখানে গিয়ে একটু বসা যাক!" বলিয়া গৌরীশঙ্করবাবু সুনীলকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ছেলে-মেয়েরা যেখানে বসিয়া ছিল সেইখানে আসিলেন এবং নিজের হাতে বিছানার একপ্রান্ত ঝাড়িয়া দিয়া সুনীলকে বলিলেন "বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?" বলিয়া নিজে বসিয়া পড়িলেন। তথায় ঐ একটী ভিন্ন আর বসিবার কোন বিছানা ছিল না—অগত্যা অতি সঙ্কুচিত ভাবে সুনীল এক কোণে গৌরীশঙ্কর বাবুর পাশে বসিল। সুনীল দেখিল গৌরীশঙ্কর বাবুর স্ত্রী সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের মতন লজ্জায় জড়সড় হইয়া বসিয়া নাই। অপরিচিত সুনীলকে কাছে দেখিয়াও তিনি কোনও রকম লজ্জার ভাব প্রকাশ করিলেন না। স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জার যেন তাঁহাতে কিছু অভাব বলিয়া সুনীলের মনে হইতে লাগিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত সুনীলকে কাছে দেখিয়াও তিনি বেশ সপ্রতিভভাবে নিজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। গৌরীশঙ্কর বাবু স্ত্রীকে সম্বোধন কহিয়া বলিলেন "রাত্তি হয়ে গেছে এইবার আমাদের কিছু খেতে দাওনা গা!

[illegible] পাশ হইতে একটা বেতের বাক্স টানিয়া লইয়া তাহার ভিতর হইতে নানাপ্রকার ফলমূল বাহির করিয়া ছাড়াইতে বসিয়া গেলেন। সকলের বড় মেয়েটি সেই সব ফলমূল লইয়া রেকাবিতে সাজাইতে লাগিল। গৌরীশঙ্কর তাহাকে বলিলেন "আমাকে শুধু ফলটল দে প্রভা! মিষ্টি আদপে দিসনি মা!"

প্রভা নীরবে পিতার আদেশ পালন করিল, এক রেকাবি ফলমূল গৌরীশঙ্কর বাবুকে এবং আর এক রেকাবি সুনীলের সামনে রাখিয়া দিয়া [illegible] গেল। সুনীল খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। বলি[illegible] পারব না, আমার গা বমি বমি কচ্চে।"

জোর করিয়া গৌরীশঙ্কর বাবু বলিলেন "খান [illegible] সেরে যাবে অথন্। ও না খেয়ে ওরকম হচ্চে। আচ্ছা, [illegible] মিশিয়ে একটু লেমনেড। এক্ষুনি গা বমি সেরে যাবে অথন।"

প্রভা তৎক্ষণাৎ গ্লাসপূর্ণ করিয়া লেমনেড ঢালিয়া একটুকরা বরফ মিশাইয়া সুনীলের দিকে আগাইয়া ধরিল। নতমস্তকে কম্পিতহস্তে সুনীল তাহা গ্রহণ করিল। মুরুব্বিয়ানা ধাঁজে গৌরীশঙ্কর বাবু বলিতে লাগিলেন "যখনি যেতে আসতে হয় ছেলেপুলে সঙ্গে আন্‌তে হয় কিনা, দেশে তো আর আত্মীয় কেউ নাই, কার কাছে সব ফেলে রেখে আসি বলুন না? তাই যতবার আসি যাই, বরফ আর লেমনেড আমার সঙ্গেই থাকে! ওটা গা বমির পক্ষে ভারি উপকারি! বুঝলেন কিনা! এই দেখুন না আমার ছোট ছেলেটা তুফানের সময় বমি ক'রে ক'রে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল; লেমনেড খেয়ে আর বরফ চুষে চুষে তবে এতক্ষণে উঠে বসেচে! ওকি! বাঃ! ফলটল গুলা খান।" বলিয়া তিনি যেন কতকালের পরিচিতের ন্যায় জোর করিয়া ফলের রেকাবিটা সুনীলের হাতে তুলিয়া দিলেন। সুনীল কেবল লেমনেড টুকু পান করিয়া ফলের রেকাবিটা ঠেলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর বাবুর নিতান্ত পীড়াপিড়ীতে সুনীল ফলগুলি সমস্ত খাইল। তুফানের জন্য আজ সমস্ত দিন সে উঠিয়া বসিতে পারে নাই খাওয়াও কিছু হয় নাই। সমস্ত দিন পরে গৌরীশঙ্কর বাবুর সযত্নে দেওয়া ফলমূল গুলি তাহার মন্দ লাগিল না। গৌরীশঙ্কর বাবু বলিলেন "আজ আর আপনার ক্যাবিনের ভিতরে গিয়ে কাজ নেই, এইখানেই শুয়ে থাকুন গল্পস্বল্প করা যাবে, ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমও বেশ হবে অথন! ক্যাবিনের ভিতরে ভয়ানক গরম।

সুনীল সম্মত হইল। ক্যাবিনের ভিতরে একাকি মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকায় তাহার প্রাণটাও যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। গৌরীশঙ্করবাবু নিজের হাতে একখানা চাদর বিছাইয়া সুনীলের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জলযোগের পর সকলেই যে যাহার বিছানা অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া গৌরীশঙ্কর বাবু কতরকমের গল্প করিতে লাগিলেন।

আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনাকে পেয়ে কথা কয়ে বাঁচলুম! এবার জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত এমন একটি লোক পাইনি যে দুটো কথা কই! সব ব্যাটা কুকি মগ্ খালি কেঁই মেই কচ্ছে।

সুনীল উত্তর করিল "আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমিও বাঁচলুম।" একে তো আমি নূতন মানুষ সবই অচেনা, তার ওপর কথা কইবার একটি লোক নেই! এতক্ষণ হাঁপিয়ে মচ্ছিলুম।" শুনিয়া গৌরীশঙ্কর বাবু ভারী খুসী হইলেন, সুনীলের মন ও প্রকৃতির যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আরও বলিলেন "আমি মানুষ জাচাই করবার জহুরী। একবার মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারি কে কেমন লোক, ইত্যাদি। এবং রেঙ্গুনে গিয়া সুনীলের কারবারে যাহাতে বিশেষ সুবিধা হয় সে জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন বলিয়াও তাহাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলেন। তিনি অনেক দিন রেঙ্গুনে বাস করিতেছেন সকলেই তাঁহাকে খাতির যত্ন করে, তিনি সকলেরই পরিচিত। এবং গত বৎসর দুর্ভিক্ষের জন্য তিনি বিস্তর চাউল দান করিয়াছিলেন বলিয়া সরকার বাহাদুর পর্য্যন্ত তাঁহার যথেষ্ট খাতির করেন। তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। দেশের লোক না খাইয়া মরিতেছে চারটি চাল দিয়াছেন, তারজন্য আবার উপাধি গ্রহণ করিতে যাইবেন কি? ছিঃ! একথা গুলাও বেশ গুছাইয়া বলিতে ভুলিলেন না। সংসারানভিজ্ঞ উদারযুবক তাঁহার কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। গৌরীশঙ্করবাবুকে একজন মহৎ ব্যক্তি বলিয়া তাহার ধারণা জন্মিল। গৌরীশঙ্করবাবু এমনই অনর্গল কত কি বকিয়া যাইতে লাগিলেন, সুনীল শুনিতে শুনিতে শেষকালে ঘুমাইয়া পড়িল। সুনীলকে নিদ্রিত বুঝিয়া অগত্যা গৌরীশঙ্করবাবু ক্ষুণ্ণমনে তাঁহার কথার স্রোত রুদ্ধ করিলেন। যথাকালে জাহাজ রেঙ্গুনে উপস্থিত হইল। যাত্রিগণ নামিয়া যাইবার জন্য ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিয়া দিল। পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া আগে নামিয়া যাইতে পারিলেই যেন বাঁচে। ভিড় একটু কমিয়া গেলে পর গৌরীশঙ্করবাবু ও সুনীল জাহাজ হইতে নামিলেন। গৌরীশঙ্করবাবু সুনীলের জিনিষপত্র হেপাজাত করিয়া নামাইলেন। তাঁহার স্ত্রী কন্যাগণকে নামাইবার ভার লইয়াছিল সুনীল। অসীতকুমার বন্দোপাধ্যায় নামক সুনীলের একটী বাল্য বন্ধু রেঙ্গুনে চাকুরি করিত, সুনীল তার রেঙ্গুনে যাইবার সংবাদ অসীতকে জানাইয়াছিল, সংবাদ পাইয়া অসীত সুনীলের অপেক্ষায় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইয়াছিল।

জাহাজ হইতে সুনীল নামিবামাত্র পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বহুদিনের পরে স্বগ্রামবাসী বাল্যবন্ধুর দর্শনে উভয়েই আনন্দিত হইল। উভয়ের কুশল প্রশ্নাদির পর অসীত গৌরীশঙ্করবাবুকে সুনীলের সঙ্গে দেখিয়া চুপি চুপি সুনীলকে জিজ্ঞাসা করিল "ও লোকটার সঙ্গে এর মধ্যে তোমার আলাপ হলো কি করে? সুনীল বলিল "ও ভদ্রলোকটি সপরিবারে দেশ থেকে আসছিলেন। জাহাজেই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েচে। ওঃ! আমাকে বড় যত্ন করেচেন। লোকটি বড় ভাল, একেবারে অমায়িক। সুনীলের মুখে গৌরীশঙ্করবাবুর এই প্রকার প্রশংসা শুনিয়া অসীত কোনও উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার মুখের ভাবটা যেন কেমন একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

৬

সুনীল তাহার লটবহর সমেত অসীতের সঙ্গে তাহার বাসাতেই চলিল। গৌরীশঙ্করবাবু অসীতের বাসার ঠিকানাটা একটুকরা কাগজে টুকিয়া লইলেন। এবং সন্ধ্যার পরে তিনি সুনীলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সুনীল এই নবপরিচিত ভদ্রলোকটীর ব্যবহারে বড়ই প্রীত হইল। অসীত তখনও আফিষ হইতে ফিরে নাই। বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া সুনীল ও গৌরীশঙ্করবাবু গল্প করিতে লাগিলেন, তাহার পর তিনি বলিলেন "চলুন না সহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে আসবেন!"

সুনীল সম্মত হইল। কাপড় ছাড়িয়া বাহিরের উপযোগী সাজগোজ করিয়া গৌরীশঙ্করবাবুর সহিত সহরভ্রমণে বাহির হইল। জীবনে সে কেবল নিজের গ্রাম ও কলিকাতার সহরটা ভিন্ন অন্য কোনও দেশ দেখে নাই; তাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন এই "মগেয়-মুল্লুকে" আসিয়া দেশটা তাহার মন্দ লাগিল না। "চেপ্টা নাকে চশমা আঁটা গুরু মহাশয়" গোছের মগ-নরনারীর পৃষ্ঠোপরি বেণী দোদুল্যমান দেখিয়া বিস্ময়-কৌতুকে সে চাহিয়া রহিল। তাহাদের সেই "তেরি-মেরী" ভাষার এক বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিল না; তাহার কেবলি হাসি পাইতেছিল। গৌরীশঙ্করবাবু অনেকদিন সেখানে বাস করিতেছিলেন, তিনি সব বুঝিতেন, তিনি সুনীলকে সমস্ত দেখাইয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। খানিকটা সহর বেড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি সুনীলকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসাতে লইয়া আসিলেন। বাহিরের ঘরে বসিয়া প্রভাকে ডাকিয়া বলিলেন "প্রভা দুকাপ্ চা তৈরি করে নিয়ে আয় তো মা।"

আদেশমত প্রভা সত্বর দুই কাপ চা আনিয়া দুইজনকে দিয়া গেল। পান করিতে করিতে গৌরীশঙ্করবাবু বলিলেন "আপনি এখানে আর বাসা করবেন ত? না অসীত বাবুর বাসাতেই থাকবেন?

সুনীল বলিল, বাসা করতে হবে বৈকি। আর মাস থাকতে হবে। তখন বাসা না করলেও চলে। তবে যে কোন বাসা না পাই সে ত ওখানেই আছি বটে।

গৌরীশঙ্কর বাবু জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিলেন, যে মাঠটার পরেই বাড়িটা দেখিতে পাচ্চেন ওটা হচ্চে একটা মেস্; আমি নিইচি ওখানে একটা সিট্ খালি আছে। আপনি যদি ইচ্ছে করেন থাকতে পারেন। আমার কাছেও হবে, সর্ব্বদা দেখাশুনা করতে পারব। এখানে বাসারও ভারি অসুবিধে, চট্ করে খালি পাওয়া যায় না, মতে এটা হাত্ ছাড়া করা উচিৎ নয়। তবে অসীতবাবু হচ্চেন আপনার দেশের লোক তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখুন।

সুনীল খুসি হইয়া বলিল, বাসাতো আমায় করতেই হবে। এখানে বেশত! আপনি চেষ্টা করে দেখুন না, এর আর অসীতের সঙ্গে কি করব?"

"চলুন তবে ঘরটা দেখে আসবেন" বলিয়া গৌরীশঙ্করবাবু সুনীলকে করিয়া বাসা দেখাইতে লইয়া গেলেন। বাসা দেখিয়া সুনীলের পছন্দ এবং বাসের বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সেইখান হইতেই অসীতের বাসার ফিরিয়া চলিল। গৌরীশঙ্করবাবু কিছুদূর পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া নি বাসায় ফিরিয়া গেলেন। সুনীল যখন অসীতের বাসায় উপস্থিত হইল তখন দশটা। রান্না প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল সুনীলের অপেক্ষায় অসীত বা একাকী বসিয়া একখানা খবরেরকাগজ পড়িতে ছিল। সুনীলকে দে হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল "কিহে নতুন মানুষ একা রাত পর্য্যন্ত কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে?'

মৃদু হাসিয়া সুনীল বলিল "একা নয় গৌরীশঙ্করবাবুর সঙ্গে সহরটা দেখে নিচ্ছিলুম।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা দেবী।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা

বিংশবার্ষিক অধিবেশনে

নিখিল বঙ্গীয়-কায়স্থ-মহাসম্মেলন।

বিগত ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ রবি ও সোমবার কুচবিহার রাজধানীতে বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার বিংশ-বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের নানাস্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের সমাবেশে অন্যান্য অধিবেশনের তুলনায় এবারের অধিবেশনের বিশিষ্টতা যথেষ্ট আছে। ইহাদের জন্য ময়দানের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাঁবুর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাঁবুগুলি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত, বৈদ্যুতিক আলো ও জল এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যবহার্য্যই তাহাতে সন্নিবেশিত ছিল। প্রত্যেকের শয্যার জন্য এক একটী খাট, প্রত্যেক তাঁবুতেই একটী বৈঠকখানা আর একটী শয়ন ও তৎসংলগ্ন স্নানের-ঘর ছিল। তাঁবুগুলিতে দরজা জানালারও অভাব ছিল না। সুবিস্তীর্ণ-মাঠে নানাবর্ণের বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত পটমণ্ডপগুলি পৌরাণিক যুগের ক্ষাত্র-স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছিল। তাঁবুর সম্মুখে রাস্তার অপরধারেও কায়স্থগণের বাসস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক-আলো এবং আসুবাব পূর্ণ সজ্জিত কয়েকটী বাড়ীর সুব্যবস্থা ছিল। দূর হইতে জনসমাকীর্ণ স্বেচ্ছাসেবকগণ-সংরক্ষিত-পটমণ্ডপ এবং হর্ম্ম্যরাজি-পরিশোভিত এই অভিনব "কায়স্থ-পুরী" দেখিয়া সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। কল কথা কুচবিহারাধিপতি তাঁহার রাজ্যে অতিথিগণের জন্য কুচবিহার-রাজ্যের উপযুক্ত ঐতিহাসিক আতিথেয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সহানুভূতি ব্যতীত এই বিরাট কার্য্যে কুচবিহারস্থ কায়স্থমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ সুবন্দোবস্ত করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

৩রা বৈশাখ বেলা ১০ ঘটিকার সময় বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ-সভার প্রতিনিধিগণকে লইয়া ট্রেন খানি কুচবিহার ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র চারিদিক হইতে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল, স্বেচ্ছাসেবকদল ট্রেনের ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইল; কুচবিহার শাখা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র ভূষণ ঘোষ (কুচবিহার-রাজ্যের অর্থ-সচিব), অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ (ম্যাজিষ্ট্রেট,

অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ রায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির অন্যান্য সভ্যগণ সকলেই ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন এ প্রতিনিধিগণকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রতিনিধিগণকে "কায়স্থ পুরী"তে লইবার জন্য বহু মোটর, ল্যাণ্ডো, সারাবন্ধ, ব্রুহাম ও পাল্কীগাড় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং স্বেচ্ছাসেবক-নায়ক ও পরিদর্শক মহাশয়গণের তত্ত্বা বধানে স্বেচ্ছাসেবকগণ গাড়ীতে করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ভবনে বা পটমণ্ড লইয়া যাইতেছিলেন।

স্নানাদির শেষে সকলেই জলযোগ করেন, এই জলযোগের মিষ্টান্ন প্রভৃ সমস্তই ঐ স্থানেই প্রস্তুত হইয়াছিল। তারপর আহারাদির ব্যবস্থা, তাহা অতি পরিপাটী। নিরামিষ ও আমিষাশীর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল এবং স্বত স্বেচ্ছাসেবকগণ এই উভয় স্থানে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। চা, সরবৎ, লেম নেড, সোডা, ডাব প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না; লেমনেড ও সোডার জ একটী কল বসান হইয়াছিল এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল পানী প্রস্তুত হইতেছিল। যন্ত্রদ্বারা ভূগর্ভ হইতে বিশুদ্ধ জল উত্তোলনে ব্যবস্থা করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি যথেষ্ট উপকার করিয়া ছিলেন। ডাক্তারে ব্যবস্থাও সুন্দর হইয়াছিল, প্রতিনিধি বা দর্শকগণের মধ্যে যাঁহার সামা পীড়া দেখা দিত, তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিকিৎসা ও সুপথ্যের ব্যবস্থার ত্রুটী হ নাই। এই সকল স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত যুবকবৃন্দ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয় আদর্শ স্বেচ্ছাসেবকরূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

সেই দিন (৩রা বৈশাখ, রবিবার) বেলা ২ ঘটিকার সময় সভার অধিবেশ আরম্ভ হয়। কুচবিহার-সহরের রমণীয় সরোবর 'সাগর-দিঘীর' পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত সুবৃহৎ সুরম্য "ল্যান্সডাউন হলে" (Lansdowne Hall) সভাধি বেশনের আয়োজন করা হইয়াছিল। বড় বড় তৈল চিত্রে, আয়না এবং ঝাড় ও বৈদ্যুতিক আলোকে বিস্তীর্ণ হলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছিল।

সভাস্থলে চেয়ার, টেবিল ও তদানুসঙ্গিক কোন আসবাবই ছিল না দুগ্ধফেননিভ ফরাসের বিছানার উপর সকলে জুতা খুলিয়া বসিয়া খাঁটি দেশীয়ভাবে সভা করিয়াছিলেন। মছলন্দ পাতিয়া ও ছোট একটী সুন্দর ডেস্ক সম্মুখে রাখিয়া সভাপতি মহাশয়ের পৃথক বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। মাননীয় কুচবিহারাধিপতি ও তাঁহার অনুজের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মূল্যবান মছলন্দের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সভার বিবরণ-সংগ্রহকারগণের জন্যও সবুজ

রংয়ের বনাতে মণ্ডিত ছোট ছোট ডেস্ক দিয়া লিখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ভূদেব ব্রাহ্মণগণের জন্য বসিবার স্বতন্ত্র স্থানেরও ব্যবস্থা ছিল।

সভাপতি মহাশয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহৎ হল এবং বাহিরের দালান জনসমাগমে পূর্ণ হইয়া গেল। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বহুসংখ্যক কায়স্থসন্তান এবং অন্যান্য জাতির বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। হলের সম্মুখে একটী দরবার সামিয়ানাও খাটান হইয়াছিল। এই বিরাট সভায় সমুপস্থিত স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের নাম সংগ্রহ করা অসম্ভব; যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, এম্ এ, বি-এল্, (এম-এল-সি), কলিকাতা। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, 'লক্ষ্মীনিবাস', বাগবাজার, কলিকাতা। কালীকৃষ্ণ দত্ত, ঐ। গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, বেলেঘাটা। প্রচারক সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, কলিকাতা। সুশীলকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা, কলিকাতা। হেমেন্দ্রলাল কর, ঐ। হরিচরণ মিত্র, ঐ। সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ঐ। কৃষ্ণচরণ বর্ম্মা মজুমদার, রাজসাহী। প্রিন্সিপ্যাল উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম-এ, ম্যাজিষ্ট্রেট্ শৈলেন্দ্র ঘোষ, অর্থসচিব বিনয়েন্দ্রভূষণ ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষরায়, নগেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষরায়, বি-এ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষরায়, বি-এল, রায় সাহেব গুরুচরণ দত্ত মুন্সী, গোবিন্দকিশোর রায়, অখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মা ভারতীভূষণ, সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার, এম-এ, বি-এল, গোপালচন্দ্র গুহ, বি-এল—কুচবিহার। প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মজুমদার, শ্রীবাড়ী, ঢাকা। পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি-এ, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। মধুসূদন সিংহ বর্ম্মা, বি-এ, বেলে, ঐ। বিজয়কৃষ্ণ সিংহ বর্ম্মা, জেমো রঘুনাথপুর, ঐ। সুধীরচন্দ্র গুহবর্ম্মা, খাসনবিশ, বি-এ, দিনাজপুর। শচীন্দ্রমোহন বসু, ঐ। মণীন্দ্রনাথ দেব রায়, এম-এ, ইড়পালা, মেদিনীপুর। রাধাবিনোদ রায়, ঐ। নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, মতিশ্বর, বর্দ্ধমান। জাহ্নবীচরণ মজুমদার, ভবদীয়া, ফরিদপুর। গৌরাঙ্গচরণ মজুমদার, ঐ। শরচ্চন্দ্র গুহ, ঐ কেদারনাথ দেববর্ম্মা, বান্ধব-দৌলতপুর, ঐ। রসিকলাল দেব বর্ম্মা, নিলখী, ঐ। মাখনলাল ধরবর্ম্মা, (প্রচারক), দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর। ভগবানচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, আলেপুর, ফরিদপুর। প্রভাতচন্দ্র বসুবর্ম্মা, আলগী, ঐ। নলিনীকান্ত বসু মজুমদার, ভাঙ্গনডাঙ্গা, ঐ। নৃপেন্দ্রনাথ বসুরায় চৌধুরী, উলপুর, ফরিদপুর। উপেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর, মালখানগর, ঢাকা। সুরেশচন্দ্র বসু রায়, পেড়াগ্রাম, ঐ। যোগেশচন্দ্র বসু মজুমদার, শ্রীবাড়ী, ঐ। কামিনীকুমার

রায়, ঐ। ক্ষিরোদকান্ত রায়, ঐ। বিধুভূষণ রায়, ঐ। যতীন্দ্রনাথ রায়, হাসারা, ঐ। শ্রীপতিনাথ বসু, হামরাট, ফরিদপুর। কৃষ্ণকান্ত বসু, ঐ। সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, রাজবাড়ী, ফরিদপুর। ভুবনমোহন বিশ্বাস, ঐ। দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, ফরিদপুর। ফণীভূষণ দাস, কোমরপুর, ফরিদপুর। রাধাগোবিন্দ রায়, বিক্রমপুর। যতীন্দ্রমোহন পাল, ঐ। কালীমোহন পাল, ঐ। বিজয়চন্দ্র ঘোষ-বর্ম্মা, ইতিনা, যশোহর। নরেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, ঐ। বিমলকৃষ্ণ দত্ত, নড়াইল, যশোহর। নির্ম্মলকুমার দত্ত, ঐ। বিনোদবিহারী দত্ত, ঐ। ধীরেন্দ্রনাথ বসু, পলাসবাড়ী, ঐ। চারুচন্দ্র বসু, ঐ। বীরেন্দ্রনাথ বসু, ঐ। অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা, (প্রচারক), শ্রীরাজকাটী, যশোহর। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গোপীনাথ-পুর, ঐ। নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ। ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সোণারকোলা, খুলনা। ব্রজনাথ মিত্র, খুলনা। সনৎকুমার বসু, খুলনা। নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মহেশ্বরপাশা, খুলনা। অমূল্যকুমার বসু, নৈহাটী, খুলনা। নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মণিরামপুর, ২৪ পরগণা। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারবর্ম্মা, নবদ্বীপ। জিতেন্দ্রকুমার রায়, পোড়াদহ, নদীয়া। সতীশচন্দ্র মিত্র, হাতকোড়া, পাবনা। যামিনীনাথ রায়, শীতলপুর, ঐ। মদনমোহন ঘোষ, সরকার, লাউতারা। নরেন্দ্রকুমার সরকার, বেদৌনী। নিশিকান্ত চৌধুরী, রক্‌সা, ঐ। পূর্ণচন্দ্র সরকার, হলুদঘর, ঐ। অনাথবন্ধু ঘোড়, বাঘলপুর, কাশিমপুর। বিনয়েন্দ্রনাথ দেব, রাজানগর। কুমুদবন্ধু সরকার, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা। (সাগরকান্দী) ঐ। সুরেন্দ্রনাথ নন্দী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। রোহিণীধর যশোদাকুমার বসু, নোয়াখালী। প্রফুল্লকুমার দত্ত, চাঁদপুর। রমেশচন্দ্র দেব, সরকার, নলসোন্দা, ঐ। বিমলেন্দ্রলাল সরকার, ঐ। মনোমোহন কুমিল্লা। বেচারাম দত্ত, হুগলী। যতীন্দ্রনাথ পালিত, ঐ। সরোজেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী, পাবনা। লোকনাথ ঘোষ, ঐ। সতীশচন্দ্র নন্দী, ঐ। পালিত, ঐ। নিবারণচন্দ্র রাহারায়, মেখলিগঞ্জ। গোপালচন্দ্র গুহ, মাথাভাঙ্গা। ভূপেন্দ্রনাথ পাল, ঐ। শ্যামবিনোদ রায়, ঐ। দেবেন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, জামালদা। শরৎচন্দ্র মিত্র, দিনহাটা, ব্রজনাথ দত্ত, বামনহাট। শ্যামসুন্দরপুর, পাবনা। ললিতমোহন সরকার, শ্রীনিবাসদীয়া, ঐ। জানকী উপেন্দ্রনাথ বসু, আলীপুরদুয়ার। পঞ্চানন বিশ্বাস, ঐ। উমানন্দ রায়, কুচ-নাথ সেন, বক্‌চর, ঐ। সুধেন্দুনাথ মিত্র মজুমদার, দৌলতপুর, ঐ। রাখাল বিহার, প্রমদানন্দ রায়, ঐ, গণেশচন্দ্র গুহ, ঐ, কেদারনাথ বসু, ঐ, যোগেশচন্দ্র দাস বসু, সিংহরাগী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। যোগেন্দ্রনাথ নিয়োগী, মামুদপুর। মজুমদার, ঐ। শ্যামাপ্রসন্ন রাহারায়, ঐ। দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ। অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ভূপেন্দ্রমোহন বসু, কেদারপুর। মন্মথনাথ গুহ, বানাইল। জীতেশচন্দ্র রায় রায়, ঐ। গোপালগোবিন্দ গুহ, ঐ। গিরিশচন্দ্র দত্ত, ঐ। নলিনীকান্ত দেব, আকু-টীয়া। প্রমদানন্দ রায়, ঐ। সুবোধচন্দ্র বসু, নরদানা। নিবারণচন্দ্র বি, এ, ঐ। নিবারণচন্দ্র রায় ঐ। উপেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ঐ। কমলকুমার ঘোষ, ঐ, গুহ, জরাল। সরোজিনীকান্ত বসু, ভাদরা। কালীপ্রসন্ন গুহ, গোলাগন্ধা। জিতেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ঐ। বিনয়েন্দ্রনাথ সরকার, ঐ, দেবনাথ সরকার, ঐ। সত্যেন্দ্রনাথ গুহ নিয়োগী, ঐ। সুকুমার ঘোষ রায়, কুচবিহার। মনমোহন বসু, ঐ, গঙ্গাধর দত্ত, ঐ, বিনয়মোহন বসু, ঐ, অভয়শঙ্কর বিশ্বাস, অজিতকুমার রায়, আটঘড়ী, পাবনা। সুধীরচন্দ্র গুহ, ঐ। অবিনাশচন্দ্র ঐ। শ্রীনাথ রায়, ঐ, রজনীকান্ত দেব, ঐ। দিগেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ঐ। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ। নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, ঐ। সমরেন্দ্রনারায়ণ দেব অধিকারী, ঐ। নিয়োগী, ঐ। যোগেশচন্দ্র নিয়োগী, ঐ। দীনেশচন্দ্র গুহ, ঐ। নিবারণচন্দ্র মজুম-সতীশচন্দ্র নিয়োগী, আটিয়া মামুদপুর। যতীন্দ্রনাথ ঘোষরায় বাঙ্গালা। রমেশ রায়, ঐ। চন্দ্রমোহন চৌধুরী, ঐ। অশ্বিনীকুমার সরকার, ঐ। নিবারণচন্দ্র রায়

চন্দ্র গুহরায়, আরা। আনন্দকান্ত দত্ত, চাটীপাড়া। বীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ভাতুয়া-জানী। মনমোহন গুহরায়, নেহালীমটকা। অনাথবন্ধু ঘোষ, খরমা। হরেকৃষ্ণ নন্দী. মনোরা। অভয়চন্দ্র বিশ্বাস, বাসাইল। হেমন্তকুমার দাস, ঐ। নৃপেন্দ্রনাথ গুহ ঐ। হরেন্দ্রনারায়ণ দাস, নগরবাদগ্রাম। দীনেশচন্দ্র রায়, টাঙ্গাইল। হীতেন্দ্রমোহন বসু, ঐ। নগেন্দ্রনাথ বসু, চক্রদানী। গিরিজাভূষণ সেন, বাঙ্গরা। জিতেন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, তেঘড়ী। যদুনাথ বসু, কুমারজানি। অতুলচন্দ্র গুহরায়, অশোকপুর। প্রাণকুমার সরকার, নগরপাড়া। ইন্দুভূষণ সেন, বেঁজরা। বিধুভূষণ সেন, ঐ। শশীভূষণ সেন, গোপালপুর। রমনীমোহন তরফদার, বানিয়াকৈর। বিনোদবিহারী দত্ত, বালিগাঁ, ঢাকা। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, খড়িয়া, ঐ। ধীরেন্দ্র-চন্দ্র রায়চৌধুরী, পাইকেরচর, ঐ। জিতেন্দ্রকুমার রায়, সাপাইর। উপেন্দ্রকুমার রায়, ঐ। গিরিজাকান্ত মিত্র, শ্যামসিদ্ধি। মনীন্দ্রনাথ দেব সরকার, মাণিকগঞ্জ। মনীন্দ্রচন্দ্র বসু, বেতিলা। কিশোরীরঞ্জন রায়, ধুলসরা। বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, ধামরাই। শরৎচন্দ্রদত্ত, ঐ। রাজেন্দ্রমোহন গুহ। শক্তিন্দ্রদয়াল বসু, লাউতা। জ্ঞানেন্দ্রদয়াল বসু, ঐ। দেবেন্দ্রনাথ বসুচৌধুরী, বাড়ীখালী। কুঞ্জবিহারী দেব সরকার, লাউতারা। নরেন্দ্রকুমার সরকার, বেদৌনী। নিশিকান্ত চৌধুরী, কাশিমপুর। বিনয়েন্দ্রনাথ দেব, রাজানগর। কুমুদবন্ধু সরকার, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা। যশোদাকুমার বসু, নোয়াখালী। প্রফুল্লকুমার দত্ত, চাঁদপুর। রমেশচন্দ্র দেব, কুমিল্লা। বেচারাম দত্ত, হুগলী। যতীন্দ্রনাথ পালিত, ঐ। সরোজেন্দ্রনাথ পালিত, ঐ। নিবারণচন্দ্র রাহারায়, মেখলিগঞ্জ। গোপালচন্দ্র গুহ, মাথাভাঙ্গা। নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, জামালদা। শরৎচন্দ্র মিত্র, দিনহাটা, ব্রজনাথ দত্ত, বামনহাট। উপেন্দ্রনাথ বসু, আলীপুরদুয়ার। পঞ্চানন বিশ্বাস, ঐ। উমানন্দ রায়, কুচ-বিহার, প্রমদানন্দ রায়, ঐ, গণেশচন্দ্র গুহ, ঐ, কেদারনাথ বসু, ঐ, যোগেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ। শ্যামাপ্রসন্ন রাহারায়, ঐ। দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ। অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ রায়, ঐ। গোপালগোবিন্দ গুহ, ঐ। গিরিশচন্দ্র দত্ত, ঐ। নলিনীকান্ত দেব, ঐ। নিবারণচন্দ্র রায় ঐ। উপেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ঐ। কমলকুমার ঘোষ, ঐ, জিতেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, ঐ। বিনয়েন্দ্রনাথ সরকার, ঐ, দেবনাথ সরকার, ঐ। মনমোহন বসু, ঐ, গঙ্গাধর দত্ত, ঐ, বিনয়মোহন বসু, ঐ, অভয়শঙ্কর বিশ্বাস, ঐ। শ্রীনাথ রায়, ঐ, রজনীকান্ত দেব, ঐ। দিগেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ঐ। নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ঐ। যোগেশচন্দ্র নিয়োগী, ঐ। দীনেশচন্দ্র গুহ, ঐ। নিবারণচন্দ্র মজুম-

চৌধুরী, ঐ। প্রভাতচন্দ্র গুহ, ঐ, ফণীভূষণ রায়, ঐ। মহিমচন্দ্র সেন, ঐ, পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী, ঐ। কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ঐ। সুধীরচন্দ্র বসু, ঐ। রামকিশোর চন্দ্র, ঐ। সতীশচন্দ্র গুহ, ঐ। প্রবোধচন্দ্র সরকার, এ-ডি-সি, ঐ। সুরেশচন্দ্র সরকার, ঐ। হারাণচন্দ্র হাজরা, ঐ। হরলাল সরকার, ঐ, সতীশচন্দ্র সরকার, ঐ। লক্ষ্মী নারায়ণ কর, ঐ। অনাথবন্ধু ভোজ, ঐ। ননীগোপাল মিত্রবর্ম্মা, ঐ। মুকুন্দলাল রায়, ঐ। দেবেন্দ্রনাথ দাস, ঐ, শ্রীশচন্দ্র সেন, ঐ। অভয়াচরণ ঘোষ, ঐ। অনিল-কুমার বক্সী, ঐ। অমূল্যকুমার দেব বক্সী, ঐ। মণীন্দ্রমোহন দত্ত, ঐ। হেমচন্দ্র দত্ত, ঐ। নিরোদকুমার বসুরায়, ঐ। সুরেশচন্দ্র গুহ, ঐ। বীরেন্দ্রকুমার গুহ, ঐ। প্রতাপচন্দ্র মিত্র, ঐ। প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ঐ। সুশীলচন্দ্র গুহ, ঐ। প্রসন্নকুমার ভৌমিক, ঐ। প্রিয়নাথ গুহ, ঐ। সারদাকান্ত দত্ত, ঐ। জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ। প্রমদারঞ্জন ঘোষ, ঐ। শরৎচন্দ্র চন্দ্র, ঐ। সুবোধচন্দ্র বসু, ঐ। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। অতুলহরি দত্ত, ঐ। আশুতোষ নন্দী, ঐ। শিবচন্দ্র মজুমদার, ঐ, ললিতমোহন বসু, ঐ। বিধুভূষণ সেন, ঐ। শশিকুমার ঘোষ, ঐ। জ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাস, ঐ।

কুচবিহার-প্রবাসী কয়েকজন উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় লালা-কায়স্থসন্তানও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীযুক্ত লালা বারাণসীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব, লালা সিউগোপাল, মুন্সী রাজেন্দ্রপ্রসাদ, লালা বৃন্দেশ্বরীপ্রসাদ, লালা দেবীশরণ, মুন্সী শীতলাপ্রসাদ বর্ম্মা, লালা বালকরাম, লালা বিহারীলাল, লালা সিদ্ধেশ্বর, লালা রামদাস, লালা হাজারিলাল, মুন্সী সিংহাসনলাল, লালা মহাদেও, লালা নন্দকিশোর, লালা সুন্দরলাল, লালা মথুরাপ্রসাদ, লালা চন্দ্রেশ্বর, লালা অম্বিকাপ্রসাদ, লালা গুলজারিলাল, লালা গগনচাঁদ, মুন্সী অযোধ্যালাল, লালা গোবিন্দ প্রসাদ, লালা বংশীধর, লালা শিউশরণ, মুন্সী গিরিধারীলাল, লালা আউধবিহারী লালা জানকীরাম, লালা বণিকচাঁদ ও লালা নন্দলাল।

... ...

সভার প্রারম্ভে কতিপয় কলকণ্ঠ কায়স্থ-বালক নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ সঙ্গীত বিশুদ্ধ সুর তানলয় সংযোগে গান করেন।

মঙ্গলাচরণ গান।

নত হ'য়ে করি আবাহন।
জয় জয় জগন্নাথ জগতকারণ ॥
বিঘ্ন-বিনাশন বিপদবারণ,
চরাচর-জীব-মঙ্গল-কারণ,
ওহে বিশ্বপাতা সর্ব্বফলদাতা জয় জয় জয় সত্য-সনাতন।
সমাজের হিত করিতে সাধন
কায়স্থ-জাতির এ শুভ-মিলন,
কর আশীর্ব্বাদ, পূরে যেন সাধ, হউক এ যজ্ঞ সুখে সমাপন।

... ...

সঙ্গীত শেষে ভারতী-ভূষণ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত 'স্বাগত কবিতা' পাঠ করেন।

স্বাগতম্

বাঙ্গালার কায়স্থমণ্ডলি,
এক বীজপুরুষ হতে উদ্ভূত সবাই—
একই শোণিত বহে সকলের দেহে, সকলেই ভাই।
অতীতের গৌরবকাহিনী—সেই এক, এক অভ্যুদয়,
এক সেই সনাতন ধর্ম্ম, একমাত্র সবারি আশ্রয়।
ছিন্ন ভিন্ন, হেথা সেথা, দূর দূরান্তরে, কে জানে সন্ধান ?
মধ্যে মধ্যে কত বন, কত নদ নদী, কত দূর কত ব্যবধান!
শোণিতের অচ্ছেদ্য বন্ধন টানিতেছে ভিতরে ভিতরে,
অথচ বুঝিতে নারি, চিনি না ক, জানি না ক, আপন সোদরে!
দূর হ'তে বেদনার ব্যথা, পশে না ক মরমমাঝারে,
হৃদয়ের কামনা যাতনা, ভাই হ'য়ে বুঝিতে না পারে!
হায়! হায়! দারুণ দুর্ভাগ্য কি আছে ইহার মত আর?
ভাই হ'য়ে জানি না ক মোরা, চিনিনা ক, ভাই আপনার!

(২)

প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এস এস করি আলিঙ্গন,
বসাইতে বুকের মাঝারে পাতিয়াছি প্রেমের আসন,
নাড়ীর যে অকৃত্রিম টান, তেমন দ্বিতীয় কিছু নাই,
শত বাধা করি' অতিক্রম, ভাই ভাই হ'ব এক ঠাঁই।
নিম্নমুখে বহে যবে নদী—বাধা দেয় সাধ্য আছে কার ?
দুরারোহ পর্ব্বত-শিখর নত হ'য়ে করে নমস্কার!
হৃদয়-কন্দর হ'তে যবে ধায় ছুটে স্নেহের নির্ঝর,—
তার মুখে কে দাঁড়া'বে বল ? বৃথা বাধা মৃত্তিকা প্রস্তর !

(৩)

অজ্ঞানের অন্ধকারমাঝে, আমরা সকলে এত দিন
ভ্রমে প'ড়ে ঘুরে মরি হায় ! ক্ষুণ্ণ প্রাণ, দেহ বলহীন ;
ভাবি নাই বুঝি নাই হায় ! বিন্দু বিন্দু সলিলে সাগর,
রেণু রেণু বালুকা মিশিয়া গড়িতেছে তুঙ্গ মহীধর।
... ...
ওই হের,—অজ্ঞান আঁধার ঝটিতি মিলায়ে গেল কোথা !
অপূর্ব গৌরবে ওই হের, উঠিয়াছে জ্ঞানের দেবতা !
তামসিক জড়তার স্থানে, আনিয়াছে নব জাগরণ,
নবভাবে বলবান্ দেহ, নবভাবে উদ্দীপিত মন !
কর্ত্তব্যের আদর্শ নূতন, মুক্ত নব চিন্তার দুয়ার,
গৌরব গম্ভীর শৃঙ্গ রবে ওই শুন ডাকে বার বার ;
স্বাগত স্বাগত ভ্রাতৃগণ, সুস্বাগত স্বজনমণ্ডলি,
ভাই বলে বুকে করি এস প্রাণ ভ'রে করি কোলাকুলি।

(৪)

পুরাণ পুরুষ-পত্নী শিব-শঙ্করীর পুণ্য-পরিণয়ে

স্নেহে বিগলিত প্রাণ পার্ব্বতীর পিতা উল্লসিত হ'য়ে,
বঙ্গ-মাতা শিরোভূষা রতনে খচিত চারু অলঙ্কার,
কামরূপ "কামরূপ" ভুবনে বিখ্যাত দিলা উপহার ;
সেই অবতংস মাঝে রতন যেখানি ছিল চমৎকার,
সেই রত্ন পীঠ দেশ, এবে আমাদের এ কোচবিহার ;

যৌতুকের দানকালে হিমালয়করে চ্যুত বারিধার—
পুণ্যতোয়া "করতোয়া" নদীরূপে বহে পশ্চিমে ইহার।
মহাতীর্থময়ী ভূমি, প্রতি ধূলিকণা পবিত্র সকল,
সুবিশাল বঙ্গভূমি মাঝে পূজা আর গৌরবের স্থল ;
পুণ্যময় এই রত্নপীঠে পুণ্যশ্লোক শিববংশ মণি শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনারায়ণ,
স্নেহময় পিতার মতন প্রজাপুঞ্জে আদরে যতনে করিছেন স্নেহের পালন।
এই পুণ্যভূমে, প্রেমময় প্রিয় ভ্রাতৃগণ স্বাগত স্বাগত,
রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্রী, বগড়ী সমাজের আত্মীয় স্বজন হও সমাগত,
এস এস এস সবে হেথা, হও সুস্বাগত, একত্র মিলিত,
জাতীয় জীবন যজ্ঞে সাধ প্রাণপণে সমাজের হিত।

(৫)

ওই শুন স্বরগের দ্বারে, বাজিতেছে সুমধুর ধ্বনি,
ওই হের পূর্বাশার কোলে উঠিতেছে নব দিনমণি'
বহিয়া আসিছে মর্ত্তধামে হোমপূত সুরভি পবন,
লক্ষ লক্ষ নর নারী হৃদে জাগিতেছে আশার স্বপন ;
পিতৃ দেবতার আশীর্বাদ আমাদের মরম ভিতরে—
পশিতেছে সহস্র ধারায় তীব্রবেগে তরঙ্গের ভরে,
বিমণ্ডিত মহামহিমায় হাস্যরাগে প্রদীপ্ত বদন—
হের ওই চিত্রগুপ্তদেব,—শুন ওই মধুর বচন;—
"কায়স্থের নাম মহী মাঝে চিরকাল গৌরবে উজ্জ্বল,
প্রিয়তম পুত্র কন্যাগণ, কর তারে আরো সমুজ্জ্বল।
এককোটি কায়স্থ সন্তান, সকলে আমার বংশধর
সকলেই সমান পবিত্র, ভেদ নাই তাদের ভিতর.
সাগর-সঙ্গমে গিয়া দেখ, কিংবা যাও দূর হরিদ্বার,
সবস্থানে এক গঙ্গাজল, ভেদ নাই কিছুমাত্র তার,
সেইরূপ আমার শোণিত কায়স্থ শরীরে বহমান,—
মূঢ় ভিন্ন আর কে করিবে—তাহাদের মাঝে ভেদজ্ঞান ?
অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম বা কলিঙ্গ কাশী কিংবা কিরাত কোশল,
মিথিলা, কাশ্মীর, কন্যাকুব্জ, মধ্যদেশ মগধ উৎকল,
পঞ্চাল, পঞ্জাব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি মণ্ডল,

বাহ্লীক, গান্ধার মৎস্যদেশ,
মহারাষ্ট্র সুরাষ্ট্র, মালব,
পাণ্ড্য চোল, কেরল কুন্তল,
যে দেশে, যেখানে যেই ভাবে
সকলের দেহে সেই এক,
কেহ নহে ক্ষুদ্র তুচ্ছ হীন,
স্বাভাবিক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম
মিলনের মধুর বন্ধনে,
বাধা আজি পড়েছ তোমরা
ঘুচে যাক বাধাবিঘ্ন যত,
ভগবান্ হউন সদয়,
কিংবা সিন্ধু সৌবীর সকল,
জনস্থান, বিদর্ভ, গুর্জর,
বনবাসী, মদ্র মনোহর,
আছে যত আমার সন্তান,
আমার শোণিত বহমান ;
সকলেই জ্বলন্ত অনল,
সবারি রয়েছে অবিকল,
একতার সুবর্ণ শৃঙ্খলে,
আমার অনেক পুণ্যবলে।
পূর্ণ হ'ক হৃদয়ের সাধ।
করি আমি এই আশীর্বাদ।"

—:*:—

ভারতীভূষণ মহাশয়ের কবিতা পাঠ সকলেরই দেহ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।

... ...

অতঃপর সুকবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত মজুমদার এম-এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নলিখিত উদ্বোধন কবিতা পাঠ করেন।

উদ্বোধন।

শীর্ণ দীর্ণ সমাজ-মাঝে
জীবন দিতে তোমরা সবে
হেথায় হিন্দু স্বাধীন রাজা,
"সদাই মৃত বাঙ্গালীজাত"
উচ্ছ ছত্র ক্ষত্র শাখার
দেশের প্রাচীন ইতিহাসে
মাগ্ পাল্ শূর্ সেন্ সম্রাট্
তাদের বংশ তাদের জ্ঞাতি
কাশ্মীর কনৌজ মগধ গৌড়ে
এখন তাদের দায়াদ স্বজন
যুদ্ধক্ষেত্রে মন্ত্র-সভায়
"রাজার পরম প্রিয়পাত্র"
ঐক্য মন্ত্রের হুঙ্কারে
এসেছ এই বেহারে।
আছে প্রাণের ব্যঞ্জনা,
নাইক সেই গঞ্জনা।
কায়স্থের প্রাণের ধার
দেখেছ কি একটি বার ?
আর্য্য রাজ্যের উচ্চতাজ,
কি বেশেতে দেখ্ছ আজ ?
যাদের ছিল রাজ্য পাট,
বেড়ায় যেন ভিখারী ভাট্!
তুল্য যাদের অধিকার,
ধর্ম্মশাস্ত্রে আখ্যা যার,

সেদিনও যে "চাঁদ কেদার প্রতাপগুহ সীতারাম"
দেশের মহা দুর্দ্দিনেতে ও রেখেছিল্ জাতির নাম।
তাদেরই ত স্বজন সবে তবে কেন এ দীন দশা ?
ছিন্ন ভিন্ন দৈন্য দুঃখে লুপ্ত কেন বল ভরসা ?
দরিদ্রতায় দীর্ণ বক্ষ, হাবুডুবু কন্যা-দায়ে,
অজ্ঞতা আর অন্ধকার শত ক্ষত সমাজ গায়ে,
অন্ন বস্ত্র রোগের জ্বালায় অস্ত ব্যস্ত বারো আনা,
ও দিকেতে অন্ধ নয়ন করছে ফাঁকা বাবুয়ানা।
উচ্চ শিক্ষার তুচ্ছমোহে ধনের মদে শরীর ভরা,
অহং ভাবে ডুবে আছে ধরণীরে দেখ্ছে সরা ;
ভেদে ভিন্ন রোগে জীর্ণ দরিদ্রতার দীর্ঘশ্বাস
উঠ্ছে এখন সমাজ-দেহে, শীঘ্র হবে সর্ব্বনাশ।
আমার আমার আমার ব'লে ঘুরছে শুধু ত্রিসংসার
"শূদ্রত্ব" আর কারে ব'লে ? এইত দারুণ অন্ধকার।
"বাঁস" করো ভাই ; খোলো নয়ন, তুচ্ছ ভেদ সব ফেল ছুঁড়ে,
দৃঢ় কর মিলন গ্রন্থি, ঐক্য বসুক হৃদয় জুড়ে।
ক্ষত হ'তে সমাজ দেহ সদ্য সদ্য ত্রাণ কর,
শূরের যোগ্য বীরের যোগ্য "ক্ষত্রিয়" এ নাম ধর ;
এসেছ এ জীবনযজ্ঞে ঢালো জীবনঘৃত ঢালো,
স্বার্থধূম যাবে উড়ে অমৃতফল পাবে ভালো,
জ্বালো জ্ঞানের প্রবল অনল ধূ ধূ করে উঠুক জ্ব'লে,
শূদ্রতা আর মলিনতা তাতেই পুড়ে যাবে চ'লে ;
ঐক্য মন্ত্র পূত প্রণব উচ্চে কর স্বাহাকার,
ঘুচে যাবে সমাজ বুকে দুর্দ্দশা আর হাহাকার।
প্রণাম কর তাঁহার পায়ে, ঐ যে উর্দ্ধে নারায়ণ।
"সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে" মনে রেখ বন্ধুগণ।

—*—

সুরেন্দ্রবাবুর 'উদ্বোধন' কবিতা-পাঠে সমাগত কায়স্থসন্তানগণের প্রাণস্পর্শ করিয়াছিল।

... ...

এই সময়ে সভ্রাতা কুচবিহারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ ভূপবাহাদুর সভাস্থলে উপস্থিত হন ; সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। সভার এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়দ্বয় মহারাজ বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট মছলন্দ-আসনে লইয়া যান, তথায় তিনি উপবেশন করেন। মহারাজ বাহাদুর এবং তদীয় ভ্রাতা প্রিন্স তিক্টর নারায়ণ দেশীয় পরিচ্ছদে ধুতি, চাদর, পাঞ্জাবী অঙ্গরাখা বিভূষিত হইয়া সভায় আসিয়াছিলেন।

এই সময় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত বর্ম্মা মহাশয় স্বরচিত ২য় কবিতাটী পাঠ করেন,—

শূদ্রতা ও ক্ষুদ্রতা।

শূদ্রতা ক্ষুদ্রতা মাত্র, আর কিছু নয়,
কায়স্থ কি সেই শূদ্র ? তাও কভু হয় !
সে সাহস আছে কার
বল নেথি একবার
"কায়স্থ শূদ্রের জাতি,"—মূর্খ সে নিশ্চয়;
কৃপাপাত্র সে অধম,—তাহে কি সংশয় !

২

খোল দেখি ধর্ম্মশাস্ত্র, শ্রুতি স্মৃতি আর,
পুরাণ নাটক কাব্য,—যা আছে তোমার;
শূদ্রের লক্ষণ ধর্ম্ম,
পাপ পুণ্য, কর্ম্মাকর্ম্ম,
কিবা তার ব্যবসায়, কিবা ব্যবহার ;
কায়স্থের সহ কিছু ঐক্য আছে তার ?

৩

শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ধরম তাহার,
ত্রিবর্ণের সেবামাত্র, কিছু নাহি আর ;
শূদ্র সে দ্বিজের ভৃত্য,
কুকুরের মত নিত্য,
সেবিবে প্রভুরে সদা, স'বে অত্যাচার ;
এই তার অধিকার, এই পুরস্কার !

৪

সেবা তার কার্য্য, কিন্তু না লহে বেতন,
পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন করিবে ভোজন,
ছিন্ন পরিচ্ছদ ল'য়ে
গা'য়ে দিবে সুখী হ'য়ে,
পরিত্যক্ত খড়কুটা করি আহরণ,
শয্যা করি তাহাতেই করিবে শয়ন।

৫

ধন বিদ্যা জ্ঞানার্জ্জন নিষেধ তাহার,
কোনরূপে ধর্ম্মে তার নাহি অধিকার ;
ধর্ম্মশাস্ত্র স্পষ্টস্বরে
দিয়াছে নিষেধ ক'রে,
শূদ্র তুমি, সাবধান করি বার বার,
করিবে না ধনার্জ্জন প্রাণান্তে তোমার !

৬

পুত্র কন্যা পত্নী যদি অনাহারে মরে,
কি ক্ষতি তাহাতে ? মৃত্যু তাদেরি তরে

তবু যেন, সর্ব্বনাশ !
করে না গো সেবা, চাষ,
বাণিজ্যাদি উচ্চবৃত্তি শূদ্র কভু করে ?
সেবক সেবক শূদ্র বিধাতার বরে !

৭

"ওম্" এই বাক্য যদি করে উচ্চারণ,
শূদ্রের প্রাণান্ত দণ্ড—শাস্ত্রের লিখন,
খুলে দেখ রামায়ণ,
নিজে যিনি নারায়ণ,
সমস্ত ভারতবর্ষ করি অন্বেষণ—
শূদ্র তপস্বীর শির করিলা ছেদন !

৮

শস্ত্র বল, শাস্ত্র বল, ধন ধান্য আর,
বিদ্যা বল, জ্ঞান বল, যা ইচ্ছা তোমার,
শিল্প বা বাণিজ্য কত,
গৌরবের বস্তু যত,
ছিল কোন কালে এই ভারতমাতার,
শূদ্রের তাহাতে কভু নাহি অধিকার।

৯

শূদ্র যে অনার্য, দাস, পাপিষ্ঠ, পামর,
ঘোরতর নীচ দস্যু, ঘৃণিত তস্কর,
আর্য্য সন্তানের ঠাঁই,
শূদ্রের সম্মান নাই,
শূদ্র যে নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত ইতর,
ধরায় তেমন নাই পাষণ্ড বর্বর।

১০

কুকুরের মত সেই শূদ্রের জীবন,—
করিবে প্রভুর সদা চরণ লেহন,
নাহি মান, অপমান,
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান,
উচ্ছিষ্ট অন্নেতে করে উদর পূরণ !
শূদ্রের সমান নীচ কে আছে এমন ?

১১

ধর্ম্মশাস্ত্র বাক্য আমি করেছি উদ্ধার,
একটী নিজের কথা নাহিক আমার,
বিশ্বাস না যদি কর,
খোল মনু, পরাশর,
যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব,—যা আছে তোমার
পড়ি দেখ, তবে কথা বলিও আবার।

১২

কায়স্থ কি এই শূদ্র ? হে ভারতবাসী
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, তোমারে জিজ্ঞাসি,
দেখেছ কি কোন দিন,
কায়স্থ এতই হীন—
উচ্ছিষ্ট আহার ক'রে দাসত্ব বিলাসী
দেখেছ কি কোন দেশে ? বল না প্রকাশি

১৩

অন্য বর্ণ দূরে থাক, বলহ ব্রাহ্মণ,
দেখেছ কি কোনদিন কায়স্থ নন্দন
তোমার দাসত্ব ক'রে
এঁটো খেয়ে কাণি প'রে
করিয়াছে নরাধম জীবন ধারণ ?
বল না, বদনে কেন সরে না বচন ?

১৪

মিথ্যা কথা।—দেখ চেয়ে সকল সময়—
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগ চতুষ্টয়,
রাজ্যের সমস্ত ভার,
কায়স্থের অধিকার,
সন্ধি বিগ্রহাদি আর জয় পরাজয়,
কায়স্থের করায়ত্ত রাজনীতিচয়।

১৫

মহাসান্ধিবিগ্রহিক সচিব প্রধান,
বিচারক আদি পদে কায়স্থ-সন্তান,
মোক্ষ, কাম, ধর্ম্ম, ধন,
করিয়াছে উপার্জ্জন,
রাজার প্রজার কাছে আদর সম্মান,
হিন্দু ও অহিন্দু রাজা করেছে সমান।

১৬

এখনো চাহিয়া দেখ, যদিও সকলে,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র দলে দলে
কায়স্থের বৃত্তি তরে,
কত আকিঞ্চন করে,
তথাপি কায়স্থ দেখ প্রতিভার বলে,
বসিতেছে গিয়া তার নিজ উচ্চস্থলে।

১৭

দেশে বিদেশেতে দেখ অসংখ্য ব্রাহ্মণ,
কায়স্থের অন্নে নিত্য হ'য়েন পালন;
সে কায়স্থ শূদ্র হ'লে,
কি যে তার ফল ফলে,
শাস্ত্র খুলে একবার দেখেছ কখন?
কি দুর্দ্দশা! হায় হায় কি অধঃপতন!

১৮

মিথ্যা কথা। পৃথী যদি প্রবেশে পাতাল
তথাচ কদাপি সিংহ না হয় শৃগাল!
তেমনি কায়স্থ-জাতি,
সকলে সিংহের জ্ঞাতি,
থাকিবে সিংহের মত দেশে চিরকাল,
হ'বে না শূদ্রত্বে নত যত দাও 'গাল'।

১৯

শুন ভাই দেখ চেয়ে,—রাজপুত্র সবে—
তোমরা এ হীনবেশে কেন আর রবে?
এতদিন ছিল ভ্রান্তি,
হ'য়েছে তাহার শান্তি,
ধরহ নিজের বেশ জয় জয় রবে,
উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে বল ভাই সবে—
"যাবন্মেরৌ স্থিতাদেবা যাবদ্গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবৎ ক্ষত্রকুলে বয়ম্॥"

কবিতা পাঠ শেষ হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'স্বাগত-সম্ভাষণ' পাঠ করেন। তাঁহার এই অভ্যর্থনা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির-অভিভাষণ

সমবেত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ,

বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে যাঁহারা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক আসিয়াছেন এবং স্থানীয় কায়স্থবৃন্দ, যাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে এই মহৎ কার্য্য সুসপন্ন করা অসম্ভব হইত, তাঁহাদের সকলকেই এই পুরাতন হিন্দু রাজ্যের রাজধানীতে সাদর সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা করিতেছি।

যাঁহার সহানুভূতি ও কৃপা না থাকিলে, সমগ্র বঙ্গদেশীয়-কায়স্থ মহোদয়গণকে এই স্থানে আমন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা হইত, সেই উদারচেতা দানশীল সর্ব্বজনপ্রিয় আমাদিগের রাজা কোচবিহারাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরকে সবিনয়ে সম্মান শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাইতেছি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিংশ অধিবেশনের বিশেষত্ব এই যে হিন্দু সমাজের এক বৃহৎ সম্প্রদায়ের বার্ষিক কার্য্য স্বাধীন হিন্দু-রাজ্যে হিন্দু-মহারাজার আশ্রয়ে হইতেছে। রাজাই যথার্থ সমাজপতি, তিনিই সামাজিক নিয়ম প্রবর্ত্তক এবং তাঁহারই আশ্রয়ে সমাজের সকল সম্প্রদায় উন্নতিশীল হয়। হিন্দু মহারাজার রাজ্যে হিন্দু-সমাজের এই বার্ষিক কার্য্য করিতে আহ্বান করিয়া কোচবিহার-কায়স্থ-সভা আপনাদিগকে গৌরান্বিত মনে করিতেছেন। আসামের মহাপুরুষিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কায়স্থ-বংশসম্ভূত শ্রীশ্রীশঙ্করদেবকে আমাদের মহারাজার পূর্ব্ব পুরুষ প্রবল পরাক্রান্ত অর্দ্ধ-আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট মহারাজ নর-নারায়ণ সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া সেকালের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ও কায়স্থ-জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এ রাজ্যের দামোদরপুর ও মধুপুর ধামে শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের শিষ্যগণের আশ্রম অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতি ও মহারাজ নর-নারায়ণের কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে।

বিংশ বৎসর পূর্ব্বে যে কায়স্থ-সভা গঠিত হইয়াছিল, স্বর্গীয়-সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ মহানুভব কায়স্থগণের চেষ্টায় যে সভা পুষ্টিলাভ করিয়াছে, এই বিংশ বৎসরে সেই সভার যতদূর উন্নতিলাভ হওয়া উচিত তাহা হইয়াছে কি না বিবেচনা-ন। সকল সভার ভিত্তিস্বরূপ কতকগুলি সাধারণ মূলনীতির প্রয়োজন, যাহা ায়স্থ মাত্রেরই গ্রহণে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; সেইরূপ সাধারণ মূলনীতিতে ঠিত সভা স্বতঃই বৃদ্ধিলাভ করে। আমার অনুরোধ এই যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ই বিষয়ে প্রত্যেক সভ্যের লিখিত মতানুমত লইয়া সভ্যের মূলনীতিগুলি সত্বর ার্য্য করিয়া দেন। আমার বিবেচনায় নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি সকল কায়স্থ হোদয়ই অনুমোদন করিবেন:—

(ক) কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্ভূত; সুতরাং ক্ষত্রিয়োপযোগী শাস্ত্রবিহিত সংস্কার কায়স্থ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

(খ) যে সকল আচার ব্যবহার যথার্থ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ না হইলেও প্রচলিত দেশাচারমতে কায়স্থ জাতির উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে তাহাদিগের নিরাকরণে কায়স্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

(গ) কায়স্থ-জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন ও তাঁহাদের জাতীয় স্বত্ব ও প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ।

(ঘ) দরিদ্র কায়স্থ সাধারণের সাহায্য প্রদান।

আমার আশঙ্কা হয় যে, বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিবৎসর যে সকল প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হয়, তাহা লইয়া বক্তৃতা ও যথেষ্ট আলোচনা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে ততদূর অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। অন্যথা গত বিশ বৎসরের মধ্যে আমরা আমাদের জাতির ও সমাজের অনেক উন্নতি দেখিতে পাইতাম ও প্রত্যেক জেলায় ও প্রত্যেক কায়স্থ-প্রধান গ্রামে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যের প্রমাণ দেখা যাইত। অপর পক্ষে, আমরা মফঃস্বলবাসী কায়স্থগণ দেখিতেছি যে, ভেদ ও অনৈক্য লইয়াই বঙ্গীয় কায়স্থ সভার কার্য্যকারিণী সমিতি তাঁহাদের সময় ও শক্তির যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন। আমরা সবিনয় নিবেদন যে, ব্যক্তিগত মতদ্বৈধ থাকিলেও সমাজের কল্যাণার্থ পরস্পর পরস্পরের ত্রুটি ও বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া ঐক্য অবলম্বন করত সভার যাবতীয় শক্তি সমাজের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করিবেন। এই সভার সংগঠন এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে দেশের সমস্ত কায়স্থ এই সভায় যোগদান করিতে পারেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানেই সভার শাখা প্রশাখা ও প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে।

পরিশেষে আমার নিবেদন যে, আপনারা অভ্যর্থনার দোষ ও ত্রুটি আমাদিগকে আত্মীয় জ্ঞানে নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

এখন আপনারা সভার কার্য্য যথারীতি আরম্ভ করুন।

অভিভাষণ-পাঠ অন্তে কায়স্থ-বালকগণ সুমধুরস্বরে বিবিধ বাদ্য যন্ত্র সাহায্যে নিম্নোদ্ধৃত স্বাগত-সঙ্গীতটী গান করেন।

স্বাগত সঙ্গীত

উৎসাহ ভরা উচ্চ-নিনাদে মঙ্গল-শঙ্খ বাজায়ে,
শ্রদ্ধা সম্মান পুষ্প চন্দনে বন্দন-থালা সাজায়ে,
রয়েছি দাঁড়ায়ে কত আশা করি আকুল নয়নে চেয়ে,
স্বাগত স্বাগত সজ্জন সংঘ স্বাগত মোদের গেহে।
মিলনের এই শুভ প্রতীক্ষায়,
উৎসুক প্রাণে কত আকাঙ্ক্ষায়
রয়েছি দাঁড়ায়ে পথপানে চেয়ে, এস এস এস হে—
স্বাগত স্বাগত আত্মীয় স্বজন স্বাগত মোদের গেহে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসুমজুমদার এম,এ, বি,এল মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম,এ, বি,এল এম, এল, সি, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ!

আমরা অদ্য এক অনির্ব্বচনীয় জাতীয় স্নেহবন্ধনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে সমবেত হইয়াছি। এ জাতীয় বন্ধন সময়ের প্রভাবে এবং চরিত্রের হীনতায় এখন দুর্ব্বল হইয়াছে। দলাদলি ও অনৈক্য হিন্দু জাতির অধঃপতনের মূল কারণ। সর্ব্বত্রই ইহার প্রভাবে আমরা হীন ক্ষীণ হইয়া রহিয়াছি। বঙ্গদেশে এমন কোন সভা নাই, এমন কোন কার্য্য নাই, যাহাতে এই দলাদলি ও অনৈক্য সর্ব্বনাশের কারণ হয় নাই। জমিদার-সভা, সাহিত্য-সভা, বণিক-সভা, সঙ্গীত সভা রাজনৈতিক-সভা, কলকারখানার কোম্পানী সর্ব্বত্রই একই কথা। প্রধান প্রধান স্বদেশহিতৈষী নেতাগণ কলকারখানার কোম্পানী পর্য্যন্ত লইয়া বিবাদ করিয়া কি দৃশ্যই জগতকে দেখাইতেছেন। আমরা বড় লোকদের স্বার্থসাধনার ও যশের উপায় স্বরূপ মাত্র হইয়া রহিয়াছি। প্রতিদিন অনৈক্য ও স্বার্থের প্ররোচনায় আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি। এই দুর্দ্দিনে যে এতগুলি কায়স্থ-ভ্রাতা জাতীয় উন্নতি কল্পে জাতীয় স্নেহবন্ধনের আকর্ষণ অনুভব করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ইহা নিশ্চয়ই সুখের বিষয়।

কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাইতেছে। কেহ বলে শূদ্র, তাঁতি ও চণ্ডালের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য, কেহ বলে অজ্ঞাত পঞ্চম জাতি, যাহা মাদ্রাজে বিশেষ পরিচিত ও হাইকোর্টের নজীরে প্রকাশিত হীন অন্ত্যজ জাতি। কায়স্থ-জাতি অজ্ঞাত জাতি! ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও হিন্দু-সমাজে কায়স্থ-জাতি অপরিচিত! আজ তাহাদের পরিচয় দিতে হইবে! হায় দুরদৃষ্ট! আসল কথা কায়স্থদের বিদ্যা ও প্রতিভার বলে সকল জাতি

ঈর্ষাকুল নেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করি
আসিতেছেন। সংস্কৃতে একটী বচন আছে—

"নরপতি হিতকর্ত্তা দ্বেষ্যতাম জাতি লোকে।
জনপদ হিতকর্ত্তা দ্বেষ্যতাম চ পার্থিবেন॥"

রাজকার্য্যকারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ স্বাভাবিক। কায়স্থ-বিদ্বেষ ব
প্রাচীন কথা। স্মৃতিকারেরাও এই বিদ্বেষ পরিহার করিতে পারেন নাই।

চাট্টতস্কর দুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থেভ্যঃ বিশেষতঃ॥

প্রকৃতি বর্গকে কায়স্থ কবল হইতে রক্ষা কর। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কা
গণ লেখক ও গণক, অন্য জাতি আমরা এ সকল কার্য্য করিতে পারি।
কায়স্থগণ রাজা, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণ সকলের উপর প্রভুত্ব করে ইহা অ
কিন্তু সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে যখন আর্য্যগণ অমিতবীর্য্যে হিমগি
তুষার ভেদ করিয়া দাসগণের সহস্র-প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ জয় করিয়া ভারত
আগমন করেন—সেই অবধি যতদিন হিন্দু রাজত্ব ছিল, কর-আ
হিসাব-রাখা লেখা-পড়ার কাজ; বিচারালয়ের কাজ; রাজ-সভার
ব্রাহ্মণদের কি বৌদ্ধ শ্রমন ও পণ্ডিতের গ্রন্থ-লিখন সমস্তই কায়
করিয়া আসিতেছে। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, স্মৃতি, ন্যায় ও পিটক
সকল আজ কোথায় থাকিত যদি কায়স্থগণ তাহা নকল করিয়া
রাখিত। "কায়স্থঃ অক্ষরজীবকঃ, উপায়-বাক্য-কুশলঃ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ
ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যমান অক্ষরে লি
আছে। আমাদের উপর বিদ্বেষ করিলে কি হইবে? আমাদের হীন কি
চেষ্টা করিলে কি হইবে? আমাদের কার্য্য কেহ এপর্য্যন্ত করিয়া আ
পারে নাই। মুসলমান সম্রাট ও নবাবগণ যখন দেশ জয় করিয়া শাসন
বার চেষ্টা করিলেন তখন কায়স্থ ব্যতীত গত্যন্তর দেখিলেন না। হিসাব ক
হইবে—সভায় উপস্থিত বড় বড় মৌলবি, বড় বড় পণ্ডিত কাহারও দ্বা
না, নবাবগণ সর্ব্বদাই বলিতেন কাহারও দ্বারা হইবে না—কায়েত বো
আমাদের আর্য্যত্ব, আমাদের দ্বিজত্বে বিদ্বেষের প্রভাবে অস্বীকার করি
হইবে? কায়স্থেরা যদি দ্বিজাতি না হন তবে রাজার লেখ্য-মুদ্রন-কার্য্য, হি
কার্য্য, ব্রাহ্মণের গ্রন্থ-লিখন ও রাজ্যের সমস্ত কার্য্য কেমন করিয়া তাঁহারা
আসিলেন? ব্রাহ্মণগণের নিকট কায়স্থ যদি অদ্বিজ জাতি বা শূদ্র হয়, তাহা

সকলেই তো শূদ্র হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ কথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে যেমন বেদে ব্রাহ্মণ রথকারের কথা শোনা যায়, সেইরূপ অক্ষর-জীবি কায়স্থ এক শ্রেণী। তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা—যাহারা নিজেদের ব্যবসা বজায় রাখিয়া ছিলেন—হীন জ্ঞান করাতে তাহারা কালে এক পৃথক শ্রেণী হইয়া যায়। তাহারা দ্বিজাতি বৈশ্য অপেক্ষা উচ্চ জাতি বলিয়া চিরদিন পরিচিত। আমি অদ্য সমগ্র হিন্দু সমাজকে জিজ্ঞাসা করি যে কোন সময়ে কায়স্থ জাতির স্থান সমাজে বনিক ও বৈশ্য জাতির নিম্নে হইয়াছে? কেহ এ কথা বলিতে পারেন? বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণকে জিজ্ঞাসা করি যে কায়স্থের স্থান কোন দিন কি সমাজে বনিক ও বৈশ্য জাতির নিম্নে, কোন দিন কি সৎশূদ্র গোপ-নাপিতের নিম্নে? কায়স্থগণের বৈশ্য বর্ণের উপর স্থান বহু প্রাচীন কাল হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে আজও কি কেহ তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? এই কারণে কায়স্থ-গণ আপনাদিগকে শাস্ত্র কথিত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ চিত্রগুপ্তের বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্র বর্ণ বিবেচনা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা কখনও অক্ষর-জীবিকা পরি-ত্যাগ করে নাই এবং দেবতার ইচ্ছায় কখনও পরিত্যাগ করিবে না। সুতরাং ঔসমস্ত কথা তাহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। তাঁহারা রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় শাসন-সংরক্ষণ ও বিদ্যা অনুশীলন কার্য্যে চিরদিনই ব্যাপৃত। এবং এই রাজ্য ও রাষ্ট্র পালনের জন্য তাহারা অনেক সময় ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করি-য়াছে। 'প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপি হইতে জানা যায় রাষ্ট্র রক্ষার্থ কায়স্থ বীরগণ কখন কখন ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী হইয়াছেন। শিবাজীর সেনানী বাজি প্রভু বীরত্ব ও প্রভুধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অপক্ষপাত ঐতিহাসি-কের নিকট 'থার্ম্মোপলি' পবিত্র ক্ষেত্রের মহাবীর লিওনিডাসের সমকক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বঙ্গের সমস্ত বীরধর্ম্মী মহাপুরুষই কায়স্থ—চাঁদরায় কেদার-রায় প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি সমস্ত বীরই কায়স্থ। বঙ্গে নবদ্বীপাধিপতি ব্রাহ্মণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ যজ্ঞে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের আসন দিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই বঙ্গে কায়স্থ অক্ষরজীবী ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী। 'আইনি-আকবরিতে' আমরা দেখিতে পাই যে সমস্ত বঙ্গভূমি কায়স্থ জমিদারগণের শাসিত ছিল। সেই কায়স্থ জমীদারগণ ২ লক্ষ পদাতিক ৮০ হাজার অশ্বারোহী ও উপযুক্ত নৌসেনা ও গোলন্দাজি সেনার অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের বিক্রমে বঙ্গরাষ্ট্র এবং হিন্দু সমাজ ইসলামের কবল হইতে রক্ষিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ! পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইবেন না। আজ ৮ শত বৎসর আপনারা ও আমরা একত্রে

এদেশে আগমন করিয়াছি। চিরদিন আমরা একত্রে শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কার সকল আপনাদের পৌরহিত্যে করিয়া আসিতেছি। আমরা পরস্পর চিরদিন অভেদ্য বন্ধনে বদ্ধ আছি। আজ নাকি কেহ কেহ বলেন আমরা কায়স্থের প্রত্যাশা করি না। আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বদা কায়স্থের দান পরিগ্রহ করেন নাই ? যিনি এ কথা বলিবেন সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে যদি সন্দিহান হন তাহাতে দোষ দেওয়া কঠিন হয়। দু চার জনের কথায় কি হইবে ? ব্রাহ্মণ-সমাজের শতকরা ৯৯ জন প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃত হন নাই এবং এখনও কায়স্থগণের প্রতি পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ একত্রই থাকিবে কেহ তাহাদিগকে পৃথক করিতে পারিবে না। বৈদ্য মহোদয়গণকে বলি যে কায়স্থদের হীন করিবার চেষ্টায় তাঁহাদের কি লাভ আছে ? তাঁহারা বড় হউন না আমরা তাঁহাদের দ্বেষ করি না ; তাঁহারা ভুলিয়া যাইবেন না যে বিক্রমপুর আদি সমাজে বৈদ্য ও কায়স্থ এক পংতিতে এক সময় ভোজন করিয়াছেন। আমার নিজের চক্ষে আমাদের বাড়ীতে সামাজিক নিমন্ত্রণে ইহা দেখিয়াছি। অস্বীকার করিতে পারেন করুন। আজকাল তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া পৃথক পংতিতে ভোজন করেন। আমরা তাহাতে আপত্তি করি না। আমাদের পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ্য বিনষ্ট করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছে ? সমাজে তাঁহাদের ও স্থান আছে আমাদেরও স্থান আছে। তাঁহারা আমাদের হইতে পৃথক হইতে চান, হউন। তাঁহারা উচ্চ আসনে বসিতে চাহেন বসুন—তাঁহারা এত অল্প সংখ্যক যে আমরা তাহাদের সঙ্গে এ জন্য বিবাদ করিতে চাহি না। কেন চিরাগত সম্প্রীতি হারান ? যতই বলুন বাঙ্গালার কায়স্থ মহানুভব জাতি ; তাহারা এ দেশের রাজা ছিল এবং এখনও প্রধান। সংখ্যায় অল্প বৈদ্যগণের সঙ্গে বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বিবাদ করিব না। হে বৈদ্যবন্ধুগণ আপনারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন।

এখন বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় কায়স্থগণের কথা বিশেষ ভাবে কিছু বলিব। আমাদের অবস্থার বিপর্য্যয়, কালে যে কত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিলে এক অতি করুণ ইতিহাস হয়। হিন্দু রাজত্বের যে সকল কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীগণ বঙ্গ শাসন করিত মুসলমানদের সময়ে তাহারা নষ্ট হইয়া গেল। কায়স্থগণ কখনও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই। পাঠানদের সময় আবার এক শ্রেণীর কায়স্থ কর্ম্মচারী

ও জমিদারগণ প্রবল হইল। তাহারা মোগল আমলে নষ্ট হইয়া গেল। সুলতান দায়ুদ খাঁর ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্য কখনও মোগলের নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন নাই। আইনি-আকবরির সময়ের প্রবল-পরাক্রান্ত কায়স্থ-জমিদারগণের বংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুরসিদকুলী খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণের সময় ২।৪ ঘর ছাড়া নষ্ট হইয়া গেল। যে সমস্ত ইদানীন্তন সম্ভ্রান্ত ও জমিদার বংশ দেখা যায় দিনাজপুরের মহারাজার গরীয়ান বংশ ও ২।৪টী বংশ ব্যতীত তাহাদের সকলেরই ইংরাজ আমলে চাকরী-বাকরি করিয়া অভ্যুত্থান হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রাচীন-বংশ সকলের চিহ্ন মাত্র তাহাদের ভুঁয়া নামে রহিয়াছে। তাহাদের অনেকের না আছে কৌলিন্য না আছে পূর্ব্ব সম্পদ ও গৌরব। তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত তাহারা হারাইয়াছে। কোন কায়স্থ এখন বলিতে পারেন যে আইনি-আকবরির লিখিত জমিদার বংশ হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনে যে বিষম অবস্থার বিপর্য্যয় হইয়াছে, তাহার সম দৃষ্টান্ত কেবল মুসলমান আমলের বিখ্যাত জাইগীরদারদের বংশধরগণ মাত্র। তাহাদের অধিকাংশই পূর্ব্ব-গৌরব বিস্মৃত হইয়া সামান্য কার্য্য করিতেছে। যাহারা ধন ও জমিদারীর উপর নির্ভর করে তাহাদের সকলেরই কপালে এই প্রকার হইয়া থাকে ; কিন্তু কায়স্থগণ অক্ষরজীবক, জমিদারী ও ধন তাহাদের আপনি আসে, রাষ্ট্র বিপ্লবে তাহা বিনষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের বিদ্যা বিনষ্ট হয় না। এই শত রাষ্ট্র-বিপ্লবে রাজবল্লভ ও রাজ বিশ্বাসী কায়স্থ প্রধান বংশ সকল বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আত্ম রক্ষা করে নাই কিন্তু অন্য কায়স্থ বংশ ক্রমে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এখন ইংরাজ আমলে নূতন কায়স্থ-বংশ সকল বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পুনরায় ধন ও সম্পদ লাভ করিয়াছেন। যে যতই বড়াই করুন না বিদ্যার গৌরবে কেহই বাঙ্গালার কায়স্থদের সমান নহেন। লালমোহন ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়-কুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, বিবেকানন্দ স্বামী, আনন্দমোহন বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দ্বারিকানাথ মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির তুলনা ভারতবর্ষের কোন জাতিতে পাওয়া কঠিন। কত নাম করিব লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়, জার্ম্মেণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতিতে কত কায়স্থ যুবক ডিগ্রী লইয়া বিদ্যার গৌরবে মস্তক মণ্ডিত করিয়াছে। ব্যবহার স্মৃতি

দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠার্থী সমস্ত জাতিকে কায়স্থ গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ভারতবর্ষে একটি মাত্র এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা 'বিশ্বকোষ' হইয়াছে তাহা আমাদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের প্রস্তুত। অন্য দেশ হইলে তাহার সম্মানের ফরাসী দেশের Encyclopœdists দের মতন হইত। সেরূপ সম্মান দরিদ্র গ্রন্থকারের হয় নাই কিন্তু তাহার মহত্ব কে বিনষ্ট করিতে পারে? এইরূপ যে খানে যাও যে বিষয়ে হউক না কেন বঙ্গীয়-কায়স্থ ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হিংসা ও ঈর্ষা তাহাদের গৌরব-হীন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু যতদিন তাহাদের বিদ্যার গৌরব থাকিবে কে তাহাদিগকে হীন করিতে পারে? আমি কালে কালে আমাদের পুনঃ পুনঃ ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা এই জন্য দেখাইয়াছি যে, যে কোন অবস্থাতেও কায়স্থ-জাতি হীন হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের বিদ্যা। যতদিন তাহাদের বিদ্যা থাকিবে তাহাদের বিনাশ হইবে না। এই জন্য এই কায়স্থ সভার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য কায়স্থগণের বিদ্যাশিক্ষার সহায়তা। কোন কায়স্থ-সন্তান যেন নিরক্ষর না থাকে—কোন প্রতিভাবান কায়স্থ-সন্তান যেন অর্থাভাবে সর্ব্বোচ্চ বিদ্যাশিক্ষার অপারক না হয়, ইহা এই সভাকে দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি, যথা সাধ্য চেষ্টা করিবই এবং নিশ্চয়ই সকল কায়স্থ যথাসাধ্য যত্নবান হইবেন। ইহা কায়স্থ-জাতির সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। আপনারা কে কি বলে, কে আমাদের দান গ্রহণ করে না, কে আমাদের বাড়ীতে অহঙ্কারে দৃপ্ত হইয়া খায় না এ সমস্ত বিষয় হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু নিজেদের বিদ্যার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবেন। আমার সভাপতিত্বে ইচ্ছা থাকিলেও আমি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারি নাই। কায়স্থ সভা স্বার্থ বিজড়িত মামল মকর্দ্দমা লইয়া এ বৎসর বিব্রত হইয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্যই স্বার্থচেষ্টা ও নিজের সম্মান লাভের ইচ্ছা, দলাদলি অনৈক্য, কি করিব কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন যে যদি আমি ২।৪ বৎসর জীবিত থাকি দরিদ্র কায়স্থ ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চয়ই হইবে। শেষ কথা এই যে এমন দিন নিশ্চয় আসিবে যে বঙ্গভূমি বর্ত্তমান ইংরাজ সম্রাটের ছত্র ছায়ায় স্বাধীন দেশের সম অধিকার প্রাপ্ত হইবে। একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে আমরা এদে সেই ক্ষত্রিয়ের আসন চিরদিন অধিকার করিয়া রহিব, যে ক্ষত্রিয়ের আস নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের বরণ করিয়াছিলেন ও যাহা আমরা নিজে শৌর্য্যে মুসলমান আমলে অধিকার করিয়াছি। কেবল বিদ্যায় নয়, শৌর্য্যে

আমাদের এ বঙ্গভূমি রক্ষা করিতে হইবে। বঙ্গমাতার নাম আমরা উজ্জ্বল করিব। নানা প্রকার জাতি আসিয়া বাঙ্গালায় প্রাধান্য স্থাপন চেষ্টা করিতেছে। মুসলমানগণ সংখ্যায় ও বলে আমাদের পরাভূত করিতে পারে। বঙ্গভূমির একমাত্র ভরশাস্থল বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতি। দেখিবেন কেহ যেন এই সুজলা সুফলা প্রিয় ভূমিতে যে খানে ৮০০ বৎসর আমরা প্রাধান্য করিয়া আসিয়াছি সে প্রাধান্য না লোপ করে। মানুষের যত্নে ও দেব অনুগ্রহে কেহ এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। হে সমস্ত জাতির ভাগ্যবিধাতা কায়স্থ জাতির প্রতি তোমার যে অনুগ্রহ চিরদিন আছে তাহা হইতে কখনও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না।

... ...

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মাননীয় শ্রীমন্মহারাজভূপ বাহাদুরের ধন্যবাদ প্রস্তাব করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

আমাকে এখন একটী কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে হইবে। অদ্য আমরা কুচবিহার রাজধানীতে অভ্যর্থিত হইয়াছি। কুচবিহারাধিপতি মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ স্বয়ং আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য এই সভায় অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুচবিহার রাজ্য বাঙ্গলার অতি গৌরবের স্থল। আমরা কুচবিহার রাজবংশকে বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য করি। তাঁহারা অমিতবিক্রমে উত্তর-পূর্ব্ব-বঙ্গকে মুসলমান কবল হইতে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বীরত্ব ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ নর নারায়ণ সুবিখ্যাত কামাখ্যা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অতি প্রাচীন কামাখ্যা ক্ষেত্রের পুণরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সভায় অনেক তন্ত্র রচিত হয়। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ রচিত শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত সকল শাক্ত বাঙ্গালীর পরম আদরের ধন। এই যে প্রিয় দর্শন পরম মঙ্গলাস্পদ মহারাজ আমাদের সম্মুখে উপাস্থত তিনি যে বাঙ্গালীর কত আদরের পদার্থ তাহা বাঙ্গালী মাত্রেই জানে। বঙ্গ-গৌরব কবি কেশব চন্দ্র সেনের দৌহিত্রের স্থান সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে রহিয়াছে! সেই আদরের অংশিদার স্বদেশ প্রাণ মহারাজকুমার ভিক্টরও বটেন। বাঙ্গালী তাঁহাদের ও মহারাণী সুনীতিকে ভুলিতে পারে না। অদ্য এই বঙ্গ মহারাজার মহারাজ্ঞী সুবিখ্যাত গাইকবার বংশের কন্যা। যে গাইকবার বংশের বীরত্বে ভারত প্রসিদ্ধ পাণিপথের দুরন্ত প্রান্তর উজ্জ্বল হইয়াছিল সেই বীর-বংশের কন্যা আজ বীরেন্দ্র নরনারায়ণের বংশধরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই গৌরবান্বিত পরম

কল্যাণের আস্পদ রাজ দম্পতীর ও তাহাদের রাজত্বের চিরদিন শ্রীসম্পদ আ[illegible] প্রার্থনা করি। এই রাজত্বের ও এই রাজবংশের সহিত কায়স্থগণের [illegible] প্রাচীন সম্বন্ধ আছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের দেওয়ান কায়স্থ ছিলেন রায়বাহাদুর কালিকা দাস দত্ত, প্রিয়নাথ ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থগণ এই রাজ্যে দেওয়ানি দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। এখনও ঘোষ বংশীয় দুইজন মহানু[illegible] শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ এই রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী মধ্যে; মহারাজার কলেজের প্রিন্সপ্যাল ও সিনিয়ার প্রোফেসার কায়স্থ। কায়[illegible] প্রতিপালক কায়স্থ-সেবিত ও রক্ষিত এই রাজ্যের ও এই মহারাজার কো[illegible] কায়স্থ না মঙ্গল প্রার্থনা করিবে। এই জন্য আমি প্রস্তাব করি।

প্রস্তাব।

কোচবিহারের মাননীয় মহারাজ শ্রীমন্ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদু[illegible] তাঁহার রাজধানীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিংশ-বার্ষিক অধিবেশন আহ্বা[illegible] করিতে সুযোগ দেওয়ায় ও নানাবিষয়ে আনুকূল্য করায় এই সভা মাননী[illegible] মহারাজ ভূপ বাহাদুরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন এবং কৃতজ্ঞতা[illegible] সহিত তাঁহার নিরাময় দীর্ঘজীবন ও রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিতেছেন।

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রত্যুত্তরে মহারাজ-বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে এবং সমাগত সকল[illegible] আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তৎপরদিন বিলাত যাইবার জন্য [illegible] থাকায় সভায় আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবেন না জানাইলেন।

* * * * *

নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত স্তোত্রদ্বা[illegible] সভার মঙ্গলাচরণ করিলে মহারাজবাহাদুর সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

* * * *

অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা সভার প্র[illegible] সহানুভূতি সূচক তার ও পত্র পাঠাইয়াছেন অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচ[illegible] দত্ত মহাশয় তাহা পাঠ করেন।

তার।

মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুর দিনাজপুর মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ ব[illegible] ইণ্ডিয়া কাউন্সিল, কুমার মন্মথনাথ মিত্র [illegible] কলিকাতা [illegible] রায় বি[illegible]

[illegible]হারী বসু, কলিকাতা। রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কলিকাতা। কুমার সৌরীন্দ্র মোহন গুহরায়, লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ী (ফরিদপুর)। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মোহন দত্ত, এটর্নী কলিকাতা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায়, দিনাজপুর।

পত্রযোগে।

শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল; শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ।

„ কামতাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব—বেনারস।

(নাম পড়িতে পারা যায় না) রাজপুতানা।

„ জগদম্বাপ্রসাদ—বারোয়া ষ্টেট।

মহারাজা জগদীশনাথ ঘোষ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, দিনাজপুর।

রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, এম, বি, ই পাইকপাড়া।

রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, নড়াইল, যশোহর।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।

„ মণিমোহন সেন, খাগড়া, বহরমপুর।

„ যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, মাদলা, বগুড়া।

লেফ্‌টেন্যান্ট নলীমোহন রায় চৌধুরী, বি, এ টেপালজ, রংপুর।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেব বর্ম্মা, বি,এ ফরিদপুর।

„ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা, কাণপুর।

রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বি,এল, এম,বি,ই কৃষ্ণনগর নদীয়া।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা, পোপাড়া, মুর্শিদিবাদ।

„ তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কাশীপুর, বরিশাল।

„ বিশ্বেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা, দেহেরগতি, বরিশাল।

„ অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা, রায় চৌধুরী, ইদিলপুর।

„ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা, কলিকাতা।

„ মনীন্দ্রমোহন দেব বর্ম্মা, মজুমদার, কলিকাতা।

„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, ইনেসপেক্টর অফ্ স্কুল, কলিকাতা।

„ যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, এম,এ, বি,এল কৃষ্ণনগর নদীয়া।

„ যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকিল ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

„ মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা, বি,এল দিনাজপুর।

„ গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্র, এম্,এ, বি,এল দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, বেনারশ
„ প্রতাপচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, খাষনবিশ, দিনাজপুর।
„ অমৃতলাল সিংহ বর্ম্মা, ভাস্তারা, হুগলী।
„ ইন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সলিসিটার, কলিকাতা।
„ সুশীলচন্দ্র ঘোষ, এম,এ, বি,এল „
„ অম্বিকাচরণ সেন, গৌরীপুর, আসাম।
„ মধুসূদন গুহ বর্ম্মা, আটারিখাট, আসাম।
„ উপেন্দ্রনাথ বসু, এংমামপুর, নদীয়া।
„ অশ্বিনীকুমার হাজরা মিত্রবর্ম্মা, বোথারা, মুর্শিদাবাদ।
„ শ্রীনারায়ণ সরকার দেব বর্ম্মা, জলপাইগুড়ী।
„ বিনয়ভূষণ রায় বর্ম্মা, বালাঘাট, রাঁচি।
„ বিজয়চন্দ্র রায় বর্ম্মা, পাবনা।
„ দ্বারকানাথ পাল বর্ম্মা, কাস্তনগর, দিনাজপুর।
„ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা, যশোহর।
„ ভুবনমোহন বসু, পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।

অতঃপর সম্পাদক মহাশয় কাশীধাম হইতে আগত নিম্নলিখিত হিন্দী পত্রে বিষয় সকলকে জ্ঞাত করেন।

ॐ

ओऽम् नमो भगवते श्रीचित्रगुप्तेश्वराय नमः

धर्मराजश्चित्रगुप्तः श्रवणो भास्करादयः।
कायस्थ स्त्र पश्यंति पापं पुण्यं च सर्वशः॥

काशीमें "कायस्थ धर्मशाला" की आवश्यकता।

प्रिय महानुभावो,

हिन्दू जातिके लिये काशी कैसी महत्त्वपूर्ण नगरी कहनेकी आवश्यकता नहीं। भारतवर्षके सभी प्रान्तों के हि

बडी श्रद्धासे इस नगरीमें दर्शनार्थ दूर दूरसे आया करते हैं तरह तरहकी कठिनाइयां उठाया करते हैं। कई विशेष जातियोंने स्वजातीय लोगोंके लिये धर्मशालायें बना रखी हैं जिनसे उन्हें सब प्रकारका कष्ट उठाना नहीं पडता।

भारतवर्षमें कायस्थ जाति सभ्यतामें सबसे बढी हुई है। इस जातिमें धनकी भी कमी नहीं है। फिर भी काशी जैसे स्थानमें एक जातीय धर्मशालाका न होना बडे शोक और लज्जाकी बात है ऐसे धर्मशालाके निर्माण से भिन्न भिन्न प्रान्तके कायस्थ भाइयोंके रहनेके सुभीतेके अतिरिक्त परस्पर सम्मिलन एवं जातीय सम्बन्ध स्थापित करनेका अच्छा साधन प्रस्तुत होजायगा।

यदि हमारे स्वजातीय भाई इस ओर ध्यान दें तो श्रीचित्रगुप्त-मन्दिर कालीमहल काशीके संलग्न एक छोटीसी धर्मशालाका बनजाना कोई बडी बात नहीं है। इसी उद्देशसे हमलोग आप महानुभावोंकी सेवामें यह निवेदन उपस्थित करते हैं और आशा रखते हैं कि आप जातीय उत्थानके इस शुभ कार्य्यमें अपनी स्वाभाविक उदारताका परिचय अवश्य देनेकी कृपा करेंगे। इत्यलम्।

भवदीय—

बिन्ध्येश्वरी प्रसाद मुखतार — सूरजप्रसाद
शंकरलाल — जगदम्बाप्रसाद,
कान्ताप्रसाद श्रीवास्तव — मैनेजर बरवा एस्टेट

कार्য্য-নির্ব্বাহক সমিতির

বিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

১৩২৭—১৩২৮

করুণাময় শ্রীভগবানের অপার কৃপায়, কায়স্থ মহাজাতির আদি-পিতার শুভাশীর্ব্বাদে, ভূদেবগণের মঙ্গল-কামনায় ও স্বজাতিবৃন্দের সহানুভূতিতে বঙ্গদেশীয়

কায়স্থ-সভা বিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া (১৩২৮ সালের) গত আষাঢ় মাসে ২১ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। উপস্থিত সভার যৌবনকাল। নানা সামাজিক উৎপাত, বাদ-বিসম্বাদ ও বিদ্বেষ-হিংসা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যখন সভা ২০ বৎসরকাল অতিক্রম করিয়াছে, তখন সদাশয় সহৃদয় উদারপ্রাণ কায়স্থ-মহোদয়গণের অনুগ্রহে ইহা সুপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া এই মহাজাতির উন্নতি-সাধনে ইহাকে গৌরবান্বিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ বৎসরও পীড়িত থাকায় ও সভা মোকদ্দমা প্রভৃতিতে বাধ্য হইয়া লিপ্ত থাকায় সভার নানা ক্ষতি হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—নানা মোকদ্দমা প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকায় সমিতির এবার ৮টী মাত্র অধিবেশন হইয়াছে। কিন্তু বহু অধিবেশনে অধিক সংখ্যক সভ্য উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, ইহা সভার পুষ্টি-সাধনের নিদর্শন। সম্পাদক-সঙ্ঘ ও পরামর্শ-সভা এবার বহুবার মিলিত হইয়া নানা কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অসুস্থ অবস্থাতেও নগেন্দ্রবাবু সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত কার্য্য-পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পূজা—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির চেষ্টায় আলোচ্য বর্ষে ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আয়োজনে কায়স্থ-বীজপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবতার মূর্ত্তি-পূজা কলিকাতা শ্যামবাজার বিদ্যা-সাগর স্কুল-ভবনে অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহু শত স্বজাতি মহোদয়গণ পূজা-মন্দিরে সমাগত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় ও ভোজনের ব্যবস্থাও ছিল। এই পূজোপলক্ষে মোট আদায় ৬৬৪৷৷/০ এবং ব্যয় ৪৬৫৷৷৵০ হইয়াছে।

শাখা-সমিতি—এবার ৬টী নূতন স্থানে শাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শাখা-সমিতিগুলির দ্বারা উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের কার্য্য বিশেষ প্রসারিত হইয়াছে। নূতন শাখাগুলির নাম—বাতিকার, বীরভূম, সিউড়ী, মেহেগ্রাম, বহড়ান ও মহেশ্বরপাশা। এগুলি সমস্তই শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় হইয়াছে।

সভার সভ্য-সংখ্যা—আলোচ্য বর্ষে ৩৪০ জন নূতন সভ্য হইয়াছেন, পূর্ব্ব বৎসরে (১৩২৭ সালে) ২৬৬ জন এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে (১৩২৬ সালে) ১৬২ জন নূতন সভ্য হইয়াছিল। দুঃখের কথা এই বৎসরেও কতিপয় সভ্য সভার মুখপত্র "কায়স্থ-পত্রিকার" ভিঃ, পিঃ, ফেরৎ দেওয়ায় সভা তাহাদের নাম সভ্য-শ্রেণী হইতে অপসৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন; ১০ জন সভ্যের পরলোক-প্রাপ্তি এবং নিরুদ্দেশ ইত্যাদি হেতুও সভা ৩৬ জন সভ্য হারাইয়াছেন। পত্রাদির উত্তর না দিয়া নিরুদ্দেশবৎ থাকিয়া ও ভি, পি, ফেরৎ দিয়া সভাকে বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত করা কোন মতে উচিত নহে। এই বিষয়ে স্বজাতিবৃন্দের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কায়স্থ-পত্রিকা—নূতন গ্রাহক-সংখ্যা ৮টী মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পত্রিকা বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়াছে।

বিবাহে ব্যয়-সঙ্কোচ—এবার বিবাহের ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা অনেক স্থলে হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি বিবাহের সংবাদ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এক দিকে যেমন ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা হইতেছে, অপর দিকে অলঙ্কারের দাবী ও তত্ত্বাদির ব্যয় বাহুল্যেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমবেত চেষ্টা না হইলে এই দুর্নীতির প্রতিকার আশা করা যায় না।

বিবাহে পণ-গ্রহণ ও আন্তর্গণিক বিবাহ—সভার আন্দোলন-ফলে বিনা পণে কতকগুলি বিবাহ হইয়াছে। এমন কি বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে দু এক স্থলে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। এই সকল সংবাদ যথাসময়ে কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সভা দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে সভার চেষ্টা সত্ত্বেও এ বিষয় আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না। এজন্য আমরা স্বজাতির দুরবস্থার প্রতি সহৃদয় স্বজাতিবৃন্দের সকরুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এবার আন্তর্গণিক বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। স্বজাতীয় একতা-বর্দ্ধনার্থ আন্তর্গণিক বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ক্ষত্রিয়াচার পুনঃ গ্রহণ—গত কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজার দিন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে ২৭ জন উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৪০০ কায়স্থের উপবীত-গ্রহণ সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত

হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক স্থানের কায়স্থ-ভ্রাতৃগণকে সেই সেই স্থানের উপনয়ন-সংবাদ সভার কার্য্যালয়ে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

সভাগৃহ, কার্য্যালয়, আসবাব ও লাইব্রেরী—বিগত বর্ষে স্থায়ী সভাগৃহ-নির্ম্মাণ জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে একটি চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সমিতির এবার কয়েকটী অধিবেশন হইয়াছে, বিগত বার্ষিক অধিবেশনের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের এই মন্দির-নির্ম্মাণভাণ্ডারে সাহায্য প্রতিশ্রুতিকারী মহোদয়গণকে জানান হইয়াছে যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিশ্রুত চাঁদা যত শীঘ্র পারেন প্রেরণ করিলেই সভা এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে অগ্রসর হইতে পারেন। ২।১টী বাড়ী ও ২।১টি খালি জায়গা সমিতি দেখিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ-সমাগম না হওয়ায় এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

এ বৎসরও সভার কার্য্যালয় অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের' একাংশে বিনা ভাড়ায় স্থান পাইয়াছে। এই জন্য সভার এবৎসরেরও বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি অনেক খরচা বাঁচিয়া গিয়াছে।

সভায় যে পুস্তকালয় আছে, তাহা অপর্য্যাপ্ত। দুঃখের বিষয় ইহার উন্নতি কল্পে এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই হয় নাই, এরূপ অল্প সংখ্যক পুস্তক থাকিলে সভার সম্ভ্রম নষ্ট হইবার কথা, সুতরাং যাহাতে আগামী বার্ষিক অধিবেশনের মধ্যে পুস্তকালয় অপেক্ষাকৃত পুষ্ট হয় তজ্জন্য সভার সভ্য ও সহৃদয় দানবীর স্বজাতী মহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনীয়।

শিক্ষা—অর্থাভাব বশতঃ শিক্ষা-বিস্তারের সম্যক্ চেষ্টা হইতে পারে নাই কেবল মাত্র কয়েকটি ছাত্রকে মাসিক-সাহায্য করা হইয়াছে। এ ছাড়া পাংশু সারস্বত-চতুষ্পাঠীতে কায়স্থ-অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু কাব্য সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। ঐ বাবদে সমস্ত খরচ সভার তহবিল হইতে ব্যয়িত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা উক্ত চতুষ্পাঠীতে এবং শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয় ছাত্রের সাহায্য এবং সভার আজীবনসভ্য সহৃদয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয় সভার নানা বিষয়ে উন্নতি কল্পে মাসিক ১০৲ দশ টাকা সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন।

"সারদাচরণ-আর্য্যবিদ্যালয়"টি সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে সভা শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্টা করিতে পারিতেন, কিন্তু সভা দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে ঐ বিদ্যালয় সভার ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সভাপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় সভাকে দান করিয়া যাওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত উহা সহজে পাইবার উপায় নাই। বিনা আদালতের সাহায্যে যে পাওয়া যাইবে এরূপ আশাও নাই।

দেবরাণী-মহেন্দ্রনাথ-গুহ-ভাণ্ডার—এই ভাণ্ডারের যে ৫০০৲ শত টাকা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের নিকটে আছে তাহা আইন-সঙ্গত উপায়ে আদায় করিবার ভার, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইতে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন; কিন্তু সমিতি নানা চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বে শেষে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, মোকদ্দমা চলিতেছে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ভার প্রাপ্ত হইয়া মোকদ্দমার কার্য্য-পরিচালনা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটী বিশেষ কথা জানাইবার আছে। এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ের একটি সংবাদ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহার একটি মন্তব্যর উপর কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় শ্রীযুক্ত রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামে এক মানহানির মোকদ্দমা আনিয়াছেন। মোকদ্দমা বিচারাধীন, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও কথা বলা উচিত নহে।*

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার—এই ভাণ্ডারের আয় অনুপাতে ছাত্র, বিধবা ও নিঃস্ব স্ত্রীলোকগণকে সভার সামর্থ্য অনুসারে মাসিক ও এককালীন সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে গত বর্ষের বাকী ৩৩৬২৸৶১০, এ বৎসরে আদায় ৩২২৵০—মোট জমা—৩৬৮৪৸৶১০। এ বৎসরে খরচ—১৩৬৵০—বাকী—৩৫৪৭৶১০। উহার মধ্যে ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট—১৭০০ (৩৸০ সুদের কোম্পানীর কাগজ) ও ৫০০৲ (৫৸০ সুদের ১ কেতা ওয়ারবণ্ড)—মোট (সুদ বাদে) ২২০০৲ টাকা গচ্ছিত, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমতে পোষ্টাল সেভিংসব্যাঙ্কে ৬০০৲, সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর হস্তে নগদ আদায় ২১৩৸৶৪, চিত্রগুপ্তপূজার দেনা মিটাইবার জন্য ১৩২৭ সনে সাধারণ তহবিলে হাওলাত—২০০৲ ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের আমল হইতে সাধারণ তহবিলে গৃহীত ৩৩৪।৬।

এই চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের উপর কায়স্থ-সভা ও কায়স্থজাতির অনেক আশা নির্ভর করিতেছে, সুতরাং যাহাতে এই ভাণ্ডারের বিশেষ পুষ্টি সাধিত হয়, তৎপক্ষে কায়স্থ মাত্রেরই মনোযোগ ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

প্রচার—সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা † ও শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্রবর্ম্মা মহাশয়গণ বঙ্গের নানা স্থানে

* এই ফৌজদারী মকদ্দামায় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নগেন্দ্র বাবুকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া ক্ষ দিয়াছেন।

† ১৩২৯ সাল হইতে নানা কারণে সভার সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ নাই

কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা সভার ও কায়স্থজাতির ধন্যবাদের পাত্র। দিনাজপুর-রাজ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, যশোহরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয়গণও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থানে সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। সভার পরম-হিতৈষী বন্ধু অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের পশ্চিমবঙ্গে কায়স্থধর্ম্মপ্রচার এবৎসরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচারভাণ্ডারে যাঁহারা অর্থসাহায্য করিয়াছেন, যথাসময়ে তাঁহাদের নাম কায়স্থ-পত্রিকায় ধন্যবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

শোকপ্রকাশ—আলোচ্যবর্ষে যে সকল সভ্য ও কায়স্থ মহোদয়গণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাঁহাদের জন্য যথারীতি শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ—যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বর্ষে ১১টী শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

আয় ব্যয়—গত বর্ষে (১৩২৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১৩২৮ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত) নিট আয় ৫৩৫২।৴/১৫ টাকা এবং গত বর্ষে উক্ত সময় পূর্ব্বতন দেনা পরিশোধের কারণ নিট খরচ ৪৬৯৯৵৫ টাকা হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষে (১৩২৮ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২২শে চৈত্র পর্য্যন্ত) নিট আয় ৪৬১১।০ টাকা এবং নিট খরচ ৪৪৬১৴/১৫ টাকা হইতেছে।* এই হিসাব মধ্যে 'চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের' আয়ব্যয় ধরা হইল না; তাহা পৃথক্ দেখা হইয়াছে। প্রচার-ভাণ্ডারে ২০৫৲ টাকা আদায় হইলেও এবার প্রচারক মোট ৬৮৫৷।/৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রচারকল্পে আমরা যত বেশী খর করিতে পারিব, সভার সভ্যসংখ্যা তত বৃদ্ধি হইবে, সভার ততোধিক পু হইবে। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা আয়ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয় বিশে দক্ষতার সহিত আয়ব্যয় পরীক্ষা করিয়া সভাকে বিশেষভাবে অনুগৃহী করিয়াছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় অমৃতবাজার-পত্রিকা, বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, প্রভৃতি যে সকল পত্রিকায় কায় সভার বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সেই পত্রিকা কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত পত্রিকা বিনিময়ে আমরা যে সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্রা পাইয়াছি, তাঁহাদের সম্পাদক মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞা করিতেছি।

* সুতরাং আলোচ্য কার্য্য-বিবরণীতে ১০ মাসের মাত্র হিসাব দেখান হইল। স বর্ষের হিসাব ধরিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা এ বর্ষে বেশী আয় হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে

১৩২৮ সনের চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের জমা-খরচ।

জমা

বর্ত্তমান বর্ষের দানপ্রাপ্ত— ৩২২৵০*

মজুত—
ধনরক্ষক যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কোম্পানির গঞ্জ— ২২০০৲
পোষ্টাল-সেভিংসব্যাঙ্ক— ৬০০৲
সম্পাদক নগেন্দ্র বাবুর হস্তে— ২১৩৷/৪ পাই

হাওলাত—
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের সময়ে সাধারণ তহবিলে গৃহীত— ৩৩৪।৬ পাই
১৩২৭ সনের চিত্রগুপ্ত পূজার উৎসবে গৃহীত— ২০০৲
৫৩৪।৬ পাই

খরচ

ভাণ্ডার হইতে সাহায্য দান— ১৩৬৸৵০

বর্ত্তমান বর্ষের জমা— ৩২২৵০
গত বর্ষের মজুত তহবিল— ৩৩৬২৷৵১০ পাই
৩৬৮৪৷৶১০ পাই
বর্ত্তমান সনের বাদ খরচ— ১৩৬৸৵০
৩৫৪৭৸৵১০ পাই

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল।
শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত
আয়ব্যয়-পরীক্ষক
২৪।১২।২৮

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
সভাপতি।

* এই ভাণ্ডারে পূজাখাতে আদায়—৬৬৪৷/০। ঐ বাবদে খরচ—৪৬৫৷৵০। বাকী—১৯৮৸৵৯ সাধারণ তহবিলভুক্ত আছে। উহা আগামী বর্ষে এই ভাণ্ডারে শোধ করিয়া লওয়া হইবে।

কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা সভার ও কায়স্থজাতির ধন্যবাদের পাত্র। দিনাজপুর-রাজ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, যশোহরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম মহাশয়গণও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থানে সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। সভার পরম-হিতৈষী বন্ধু অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের পশ্চিমবঙ্গে কায়স্থধর্ম্মপ্রচার এবৎসরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রচারভাণ্ডারে যাঁহারা অর্থসাহায্য করিয়াছেন, যথাসময়ে তাঁহাদের নাম কায়স্থ-পত্রিকায় ধন্যবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

শোকপ্রকাশ—আলোচ্যবর্ষে যে সকল সভ্য ও কায়স্থ মহোদয়গণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাঁহাদের জন্য যথারীতি শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ—যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বর্ষে ১১টী শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

আয় ব্যয়—গত বর্ষে (১৩২৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ১৩২৮ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত) নিট আয় ৫৩৫২৷৶১৫ টাকা এবং গত বর্ষে উক্ত সময়ে পূর্ব্বতন দেনা পরিশোধের কারণ নিট খরচ ৪৬৯৯৵৫ টাকা হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষে (১৩২৮ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২২শে চৈত্র পর্য্যন্ত) নিট আয় ৪৬১১৷৷০ টাকা এবং নিট খরচ ৪৪৬১৷৶১৫ টাকা হইতেছে।* এ হিসাব মধ্যে 'চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের' আয়ব্যয় ধরা হইল না; তাহা পৃথক্ দেখা হইয়াছে। প্রচার-ভাণ্ডারে ২০৫৲ টাকা আদায় হইলেও এবার প্রচারকল্পে মোট ৬৮৫৷৷৴৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রচারকল্পে আমরা যত বেশী খর করিতে পারিব, সভার সভ্যসংখ্যা তত বৃদ্ধি হইবে, সভার ততোধিক পু হইবে। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা আয়ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয় বিশে দক্ষতার সহিত আয়ব্যয় পরীক্ষা করিয়া সভাকে বিশেষভাবে অনুগৃহী করিয়াছেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় অমৃতবাজার-পত্রিকা বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, প্রভৃতি যে সকল পত্রিকায় কা সভার বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সেই পত্রিকা কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত পত্রিকা বিনিময়ে আমরা যে সমস্ত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র পাইয়াছি, তাঁহাদের সম্পাদক মহোদয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞা করিতেছি।

* সুতরাং আলোচ্য কার্য্য-বিবরণীতে ১০ মাসের মাত্র হিসাব দেখান হইল। স বর্ষের হিসাব ধরিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা এ বর্ষে বেশী আয় হইয়াছে স্বীকার করিতে হই

১৩২৮ সনের চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের জমা-খরচ।

জমা

বর্ত্তমান বর্ষের দানপ্রাপ্ত— ৩২২৵০*

মজুত— ধনরক্ষক যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কোম্পানির গঞ্জ— ২২০০৲

পোষ্টাল-সেভিংসব্যাঙ্ক— ৬০০৲

সম্পাদক নগেন্দ্র বসুর হস্তে— ২১৩৷৴৪ পাই

হাওলাত— শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের সময়ে সাধারণ তহবিলে গৃহীত— ৩৩৪।৬ পাই

১৩২৭ সনের চিত্রগুপ্ত পূজার উৎসবে গৃহীত— ২০০৲

৫৩৪।৬ পাই

খরচ

ভাণ্ডার হইতে সাহায্য দান— ১৩৬৸৵০

বর্ত্তমান বর্ষের জমা— ৩২২৵০

গত বর্ষের মজুত তহবিল— ৩৩৬২৷৷৴১০ পাই

৩৬৮৪৷৷৶১০ পাই

বর্ত্তমান সনের বাদ খরচ— ১৩৬৸৵০

৩৫৪৭৸৴১০ পাই

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল।

শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত
আয়ব্যয়-পরীক্ষক
২৪।১২।২৮

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
সভাপতি।

* এই ভাণ্ডারে পূজাখাতে আদায়—৬৬৪৷৷৴০। ঐ বাবদে খরচ—৪৬৫৷৷৵০। বাকী—১৯৮৸৶৯ সাধারণ তহবিলভুক্ত আছে। উহা আগামী বর্ষে এই ভাণ্ডারে শোধ করিয়া লওয়া হইবে।

...দেশীয় কায়স্থ-সভা।

...নক আয়-ব্যয়ের বিবরণ (বাজেট)

১৩২৯ সাল

...আয়—

২৭০৲

২৬০০৲

...—

১৫০৲

১২৫৲

...—

৮৫৲

...য়—

...রণী নগদ

...াদি—

২০৲

৫০০৲

৩৭৫০৲

আনুমানিক ব্যয়—

১। কার্য্যালয়ের খরচ—

(ক) বেতন খাতে ৬২৫৲

(খ) দপ্তর নরঞ্জামী খাতে ২৫৲

(গ) বিবিধ মুদ্রণ (Address Slip, Member-list ছাপাও এই খরচ ভুক্ত) ২০০৲

(ঘ) ডাকব্যয় (মাসিক অধিবেশ... ও কার্য্যালয়ের অপরাপর ডাক ব্য... সহ পত্রিকা প্রেরণের ডাক মাশু... পৃথক ভাবে দেখাইবার উপায় ... থাকায় একত্রে দেখান হইল) ৩০...

(ঙ) কমিশন খাতে ১৫০...

২। কায়স্থ-পত্রিকা খাতে—

(ক) কাগজ ৪০...

(খ) মুদ্রণ ৫০...

(গ) দপ্তরী খরচ (ফর্ম্মা হিসা... ১২০০ পত্রিকা বাঁধান, ১২০০ র‍্যাপ... মোড়া, ১০০০ Address slip লাগা... এবং মুটে খরচ) ১০...

৩। বাৎসরিক অধিবেশনের ব্যয়... ১০...

৪। পাথেয়াদি, পার্ব্বণী, পুরস্কার প্রভৃতি খুচরা বিবিধ খরচ—

৫। উপনয়ন খাতে— ৫...

৬। প্রচার খাতে— ১০০...

৭। মোকদ্দমা খাতে— ২০...

৩৬...

১৩২৮ সনের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪শে চৈত্র পর্য্যন্ত জমা খ...

যে খাতে জমা	১৩২৮ সনের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪শে চৈত্র পর্য্যন্ত	যে খাতে খরচ
প্রবেশিকা আদায়	৩৪৮৲	বেতন ... ...
চাঁদা আদায়	২৪০১৲	দপ্তরসরঞ্জামী ... ...
পত্রিকার বার্ষিক মূল্য	১২৪৲	বিবিধ মুদ্রণ ... ...
পত্রিকা নগদ বিক্রয়	৸০	ডাকমাশুল ... ...
বিজ্ঞাপনের আয়	৭২৸৶০	পাথেয়াদি ... ...
ডাকমাশুল ওয়াপেশ	৬৯৷৴০	কমিশন ... ...
বিবিধ আয়	২৶০	বিবিধ ব্যয় ... ...
প্রচার	২০৫৲	প্রচার ... ...
চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার	৮৯৩৷৶০	পত্রিকা ... ...
আমানত	১১৪৷৷০	পার্ব্বনী ও পুরস্কার ... ...
হাওলাত	৩৮০৲	হাওলাত শোধ ... ...
		আমানত শোধ ... ...
	মোট— ৪৬১১৷৷০	চিত্রগুপ্তভাণ্ডার ... ...

মজুত——

পোষ্টাল সেভিংসব্যাঙ্ক— ৩০০৲

জিম্মা সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু— ৮।১০

৩০৮।১০

হাওলাত——

গত বর্ষের শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-পুজায় হাওলাত— ২০০৲

মোকদ্দমা খরচ— ২৭৬।৵৫

প্রচারক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার— ৪৲

প্রচারক শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র— ১৩৲

প্রচারক শ্রীমাখনলাল ধর— ২৲

৪৯৫।৴৫

কৈঃ——

১৩২৮ সনের মোট জমা— ৪৬১১৷৷০

১৩২৭ সনের তহবিল— ৬৫৩।৴১০

৫২৬৪৸৴১০

বাদ খরচ— ৪৪৬১৶১৫

৮০৩৷৴১৫

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

সম্পাদক।

২৬।১২।২৮

শ্রীযোগেন্দ্রচ...

সভাপ...

(১) চিত্রগুপ্তপুজা উৎসবের দরুণ উদ্বৃত্ত ১৯৮৸০ টাকা সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়া আছে; আগামী বৈশাখ মাসে ১৩২৭ সালের ঐ বাবদ দেনায় ওয়াশীল প...

(২) সাধারণ তহবিলে ১৩২৭ সনের হাওলাত জমা ২৫০৲ টাকা, ১৩২৮ সনের হাওলাত জমা ৩৮০৲ টাকা মোট হাওলাত ৬৩০৲ টাকার মধ্যে আলোচ্যবর্ষে... টাকা মোট ৩৫০৲ টাকা হাওলাত শোধ হইয়াছে, বাকী ২৮০৲ টাকা হাওলাত থাকিয়া গেল, উহা আগামী বর্ষে শোধ করিতে হইবে।

DOUBLE COLOUR

BLANK PAGE(S)

কায়স্থ-পত্রিকা

আষাঢ় ১৩২৯] [২১ বর্ষ— য় সংখ্যা

কায়স্থ আদি ভূঁঞাবংশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ পৃষ্ঠার পর)

মহারাজ বৈদ্যদেব দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ? গৌড়ের সেনরাজবংশের প্রভাব বিস্তারের সহিত তাঁহাদের জ্ঞাতি কর্ণাটক নান্যদেব যেমন বঙ্গবাহিনীর সাহায্যে মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ বল্লালসেনের আধিপত্যকালে রায়ারিদেব নামে এক সামন্ত বা সেনাপতি কামরূপ অধিকার করেন। এই রায়-অরিদেবই কামরূপের আধুনিক বুরঞ্জী-সমূহে 'অরিমত্ত' বা 'আরিমত্ত' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কামরূপের প্রবাদ অনুসারে উক্ত বৈদ্যরগড়ই অরিমত্তের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী। অধিক সম্ভব বৈদ্যদেব উক্ত গড়ের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তাঁহার ভাগ্যে গড় ভোগ করিবার বেশী দিন সুযোগ ঘটে নাই; রায়ারি বা অরিমত্ত এখানে বহুদিন অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রবল প্রতাপে কামরূপ শাসন করিয়াছিলেন, বলিয়াই কিংবদন্তীর মুখে বৈদ্যরগড় তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবে। কামরূপের নানা আধুনিক বংশেতিহাসে আরিমত্ত সম্বন্ধে যেরূপ বহুল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিনা তাহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। ডিমরুয়া রাজবংশাবলি, ভুঁইয়ার চরিত, আসাম-বুরঞ্জী প্রভৃতি গ্রন্থে এবং জনপ্রবাদ হইতে আরিমত্ত সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। *

* Vide E. A. Gait's History of Assam, p. 18.

মোটের উপর প্রবাদ হইতে এইরূপ জানা যায় যে তিনি কামরূপের পূর্ব্বতন ম্লেচ্ছবংশীয় অথবা কায়স্থ-বংশীয় ছিলেন না, সকল ইতিকথা মতেই তিনি জাতিতে 'ক্ষত্রিয়' ছিলেন, তবে কায়স্থ-প্রভাবকালে তাঁহার কামরূপে অভ্যুদয় হেতু কোন কোন প্রবাদে তিনি কায়স্থ-কন্যার গর্ভজাত বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।†

যাহা হউক প্রবাদ বা আধুনিক ইতিহাসের উপর নির্ভর না করিয়া সম-সাময়িক লিপিরই অনুসরণ করিতেছি। তেজপুরের নিকট হইতে রায়ারিদেবের পৌত্র বল্লভদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এইরূপ পরিচয় আছে—

"আসীদ্ভূমিভুজাং মৌলিমণিজালবরত্রিকা।
যেনোপানদ্‌যুগেহকারি চন্দ্রবংশে স ভাস্করঃ॥
তস্মাৎ শৌর্য্যবিভাবসোর্ব্বসুমতীবিশ্বাসজাতপ্রিয়ো
যজ্ঞে যুদ্ধধুরন্ধরো রিপুবধূর্বৈধব্যযজ্ঞধ্বজঃ।
যস্মিংশ্রীরপবাদমুজ্জ্বলতমং লৌলেতি জীবাবধি
চিক্ষেপ প্রতিপক্ষলক্ষদলনো রায়ারিদেবো নৃপঃ॥
যেনাপাস্ত-সমস্তশস্ত্রসময়ঃ সংগ্রামভূমৌ রিপু-
শ্চক্রে বঙ্গকরীন্দ্রসঙ্গবিষমে সাটোপযুদ্ধোৎসবে।
যেনাত্যর্থময়ং স্বয়ং সফলিতঃ ত্রৈলোক্যসিংহবিধিঃ
সোভূদ্ভাস্করবংশরাজতিলকো রায়ারিদেবো নৃপঃ॥"‡

অর্থাৎ ভূপালগণের মুকুটমণিসমূহের বরত্রিকা যাঁহার পাদুকাযুগলে খচিত, সেই ভাস্কর চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই শৌর্য্য-সূর্য্য হইতে রায়ারিদেব জন্মগ্রহণ করেন, যিনি বিশ্বাস হেতু বসুমতীর প্রিয়, যুদ্ধধুরন্ধর, যাঁহার পতাকা শত্রুবধূগণের বৈধব্যরূপ যজ্ঞনির্দ্দেশক, যিনি লক্ষ লক্ষবিপক্ষ দলনে সমর্থহেতু লক্ষ্মী যে চঞ্চলা এই অপবাদ দূর হইয়া জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বলতম প্রতি-ভাত হইয়াছিলেন। সেই ভাস্কর-বংশীয় রাজতিলক রাজা রায়ারিদেব বঙ্গাগত গজেন্দ্রসমূহের সমাগমে আড়ম্বরযুক্ত যুদ্ধোৎসবে যিনি রণস্থলে শত্রুগণকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্ত্র পরিচালনে নিরস্ত করিয়াছিলেন এবং যিনি স্বয়ং স্বকার্য্য প্রভাবে "ত্রৈলোক্যসিংহ" এই নাম সফলিত করিয়াছিলেন।

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1835, p. 191.
‡ Epigraphia Indica, Vol. V. p. 183-184.

উদ্ধৃত তাম্রলেখ হইতে মনে হয় যে রায়ারিদেবের পিতা রাজা ছিলেন না, প্রথমতঃ পিতাপুত্রে উভয়েই যুদ্ধধুরন্ধর সামন্ত বা সেনাপতিরূপেই পরিচিত ছিলেন। "সাটোপযুদ্ধোৎসবে" "বঙ্গকরীন্দ্রসঙ্গবিষমে" এই উক্তি হইতে বোধ হয় যে পিতাপুত্রে বঙ্গাধিপের বহুতর নিষাদী সৈন্য সমভিব্যাহারে কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে মহাযুদ্ধে ভাস্কর প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, সেই রণস্থলে রায়ারিদেবও যুদ্ধ করিতেছিলেন। পিতাকে রক্ষা করিতে না পারায় অলক্ষিত ভাবে তাঁহার করনিঃসৃত তীরের আঘাতে তৎপিতার জীবনাবসান ঘটে, এই রূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক রায়ারিদেব বৈদ্যদেব অথবা তাঁহার বংশধরকে পরাজিত করিয়া কামরূপ অধিকার করেন। তিনি বঙ্গাধিপ বল্লালসেনের সেনানায়করূপে আসিয়া এখানে বৈদ্যদেবের রাজধানী 'বৈদ্যরগড়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বল্লালসেনের তাম্রশাসনে তিনি যেমন "চন্দ্রবংশীয়" বলিয়া পরিচিত, উক্ত বল্লভদেবের তাম্রশাসনে রায়রিদেবও সেইরূপ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এরূপস্থলে মিথিলাবিজেতা কর্ণাটক নান্যদেবের ন্যায় কামরূপজেতা রায়ারিদেবকেও আমরা সেনবংশের সগন্ধ বলিয়া মনে করি। প্রবাদ অনুসারে অরিমত্ত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র আসামে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে বৈদ্যদেব ১১২৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রশাসন দিয়া গিয়াছেন—, এরূপ স্থলে ১১২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাবসান ধরিলে, ১১২৫ হইতে ১১৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রায়ারিদেবের রাজত্বকাল ধরিয়া লওয়া যায়। তৎপুত্র উদয়কর্ণ-নিঃশঙ্কসিংহ। উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"উদয়মুদয়কর্ণঃ পূর্ণচন্দ্রঃ সুমেরৌ বিবুধসমভিরামে রাজ্ঞি রায়ারিদেবে।
করবিভবকলাপৈর্নন্দয়ন্ সর্ব্বলোকান্ দধদদিহ পদমাপ স্বাভৃতাং মস্তকেষু॥৬
নিঃশঙ্কসিংহনৃপতেরিহ নারপত্যে ভূমিভুজঃ স্বভুজবীর্য্যসমুচ্ছ্রিতানি।
সন্তত্যজুর্যদি ন বা গিরিকন্দরেপি তিষ্ঠন্তি দারবিভবাঃ কথমন্যথা বা॥৭
রাজ্ঞো নিঃশঙ্কসিংহস্য মহিষী প্রাণসম্মিতা।
নামাহিঅবদেবীতি সাসীদ্‌ঘস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্॥৮
নিঃশঙ্কসিংহনৃপমানসরাজহংসী শৃঙ্গারকেলিকুলকৈরবচন্দ্রকান্তিঃ।
সংসারসারসরসী-সরসীরুহশ্রীরাবির্ব্বভূব সুষমৈকনিবাসভূমিঃ॥৯
তাভ্যাস্তুঙ্গতপঃপ্রভাবমুদিতাৎ সংলভ্য গৌরীপতে
র্যঃ সর্ব্বেনৃপবীরপুত্রগরুড়ে র্নারায়ণো গীয়তে।

লব্ধঃ পুত্রতয়া প্রসাদমতুলং শ্রীবল্লভো বল্লভ-
দেবো বৈরিকুমারবারবনিতা-বিক্রান্তলীলাপতিঃ ॥১০
যস্যাখেটকঠোরপাটনপটোরাটোপমালোকিতুং
আমুলামাহিষাবলী প্রবিশতঃ শল্লস্য দেবব্রজাঃ।
আযাতা জয় বল্লভেত্যমুযযুঃ সর্ব্বে বচোভির্মুদা
তত্রৈকো বিমুখঃ স্বকাসরপরিত্রাণায় যাতো যমঃ ॥১১
খড়্গায়ুধজ্ঞশ্চ স্থিরকারমুখ্যো ধানুষ্কবিদ্যাপ্রথমৈকরেখঃ।
কাম্বোজবাজিব্রজবাহনেন্দ্রঃযদ্যত্তবদ্‌বল্লভদেব এব ॥ ১২ ”

উদ্ধৃত তাম্রলেখ অনুসারে সুমেরু পর্ব্বতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া যেমন করবিভবকলাপে সর্ব্বলোককে আনন্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা রায়ারিদেব হইতে উদয়কর্ণ উৎপন্ন হইয়া পণ্ডিতগণের প্রীতিবর্দ্ধন ও সর্ব্বলোকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, এবং ভূপালগণের মস্তকে পদ বিন্যাস্ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উদয়কর্ণই নিঃশঙ্কসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হন। এই নৃপতির প্রাণসমা মহিষী অহিঅবদেবীর গর্ভে তাঁহাদের উগ্র তপঃপ্রভাবে গৌরীপতির কৃপায় মহাবীর বল্লভদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি খড়্গাধারণে, তরবারি চালনে; ধনুর্বেদে ও কাম্বোজ অশ্বপরিচালনে একজন অদ্বিতীয় বীর এবং শত্রুনৃপতিগণের কৃতান্ত সদৃশ গণ্য ছিলেন।

আধুনিক বুরঞ্জী ও প্রবাদ অনুসারে অরিমত্তের পুত্র রত্নসিংহ। কমতেশ্বর কিছুদিন বৈদ্যগড় দখল করিয়া বসিয়া ছিলেন, রত্নসিংহ তাঁহাকে বহুকষ্টে বিনাশ করিয়া পিতৃসিংহাসন উদ্ধার করেন। ‘নিঃশঙ্কসিংহ রত্নসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন। বুরঞ্জী মতে রত্নসিংহ “afterwards lost his kingdom, owing, it is said, to be curse of a Brâhman, with whose wife he had carried on an intrigue. In the Sahari Mauza in Nowgong are the remains of an old fort with high embankments known as the Jangalgarh. This is alleged to have been the capital of Jongâl Balahu, another son of Arimatta, was defeated by the Kacharis and drowned himself in the Kallang river.” †

উপরে স্যার গেট সাহেব অরিমত্তের পুত্র বলহু নামক যে রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সম্ভবতঃ রায়ারিদেবের পৌত্র উক্ত তাম্রশাসন-বর্ণিত বল্লভদেব। এই বল্লভদেবই ১১০৭ শকে (১১৮৫ খৃষ্টাব্দে) উক্ত তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন।

† Gait's History of Assam, p. 19.

তাম্রশাসন হইতে বেশ জানা যায় যে ১১০৭ শকে (১১৮৫ খৃষ্টাব্দে) বল্লভদেব রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেও তখনও তাঁহার পিতা জীবিত ছিলেন এবং পিতার আদেশেই তিনি মৃত মাতার স্বর্গকামনায় উক্ত শাসন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পিতার জীবদ্দশায় বল্লভদেব রাজা বলিয়া পরিচিত হইবার কারণ কি? মনে হয় বঙ্গাধিপ কর্ত্তৃক রায়ারিদেব কামরূপ জয়ে প্রেরিত হইলেও তিনি এখানে আসিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আপনাকে পূরে একজন স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকিবেন। প্রথমতঃ এ সংবাদ বোধ হয় বল্লালসেনের কর্ণগোচর হয় নাই। বল্লালসেন যখন সমস্ত গৌড়-মগধ অধিকার করিয়া (প্রায় ১১৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, তৎকালে কামরূপের প্রতি তাঁহার তীব্রদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। তৎকালে রায়ারিদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন, তৎপুত্র নিঃশঙ্কসিংহ কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত গৌড়াধিপের যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশেষে বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন কামরূপ অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের মাধাই-নগর-তাম্রশাসনে স্পষ্ট লিখিত আছে, “বিক্রমবশীকৃতকামরূপঃ” অর্থাৎ তিনি আপনার বিক্রমপ্রভাবে কামরূপ-পতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন। নিঃশঙ্কসিংহ স্বাধীনতা হারাইয়া সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎপুত্র বল্লভদেব লক্ষ্মণসেনের আনুগত্য স্বীকার করায় পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বল্লভদেব কতদিন কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ বল্লভদেবের অধিকারকালেই মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজি কামরূপ আক্রমণ করেন। সমসাময়িক ইতিহাস মিন্‌হাজুদ্দিনের “তবকাতি-নাশিরী” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—লক্ষ্মণাবতী অধিকারের কয়েক বৎসর পরেই (সম্ভবত ৬০১ হিজিরায়) মহম্মদ্-ই-বক্তিয়ার তিব্বত জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন, তৎকালে তিব্বত ও লক্ষ্মণাবতীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে কোচ, মেচ, ও তিহারু (থারু) নামক তিনটী প্রধান জাতির বাস ছিল, তাহাদের উপর একজন মেচ জাতীয় সর্দ্দার ছিলেন। প্রথমে এই মেচ সর্দ্দারের সহিত বক্তিয়ারের যুদ্ধ হয়। মেচসর্দ্দার বক্তিয়ারের নিকট পরাজিত ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মুসলমান-ইতিহাসে উক্ত সর্দ্দার ‘আলিমেচ’ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই মেচ-সর্দ্দার কামরূপের

ম্লেচ্ছ রাজবংশীয় অথবা তাঁহাদের কোন সগন্ধ হইবেন। সেই আলিমে
বক্তিয়ারের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। তিনি বক্তিয়ারকে বর্দ্ধনকোটে
পথ দিয়া বাগমতী নদীর তীরে লইয়া যান। সেই স্থান হইতে ১০ দিনে
পার্ব্বত্য প্রদেশে কুড়িটীরও অধিক খিলানবিশিষ্ট ১টী প্রস্তরসেতুর নিকট
উপস্থিত হন। সেতুরক্ষার জন্য বক্তিয়ার একদল সৈন্য রাখিয়া যান। সেতু
পার হইলে কামরূপের রাজা একজন বিশ্বাসী দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,
এ সময়ে তিব্বত আক্রমণ করা উপযুক্ত নহে, এখন ফিরিয়া গিয়া সৈন্য সংগ্র
করা উচিত। আগামী বর্ষে আমিও আমার সৈন্যদল লইয়া যাহাতে ঐ দে
জয় হয় তাহা করিব। বক্তিয়ার তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৬
দিনে তিনি তিব্বতে উপস্থিত হইলেন, সেখানে যুদ্ধাদির পর সৈন্য মধ্যে গোলযো
ঘটায় তিনি ফিরিতে বাধ্য হইলেন। যে পথ দিয়া ফিরিবেন তাহা কামরূ
ত্রিহুতের মধ্যে ৩০টী গিরিপথের একতম। তৎপরে ১৫ দিন অনাহারে
অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সেতুর নিকট আসিয়া দেখিলেন যে সেতু
দুইটী খিলান ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। .....পারের উপায় না থাকায় মহম্মদ-ই
বক্তিয়ার সসৈন্যে স্বর্ণময় দেবমূর্ত্তিভূষিত একটী বৃহৎ দেবমন্দিরে আশ্রয় লইলে
এবং ভেলা বাঁধিয়া পার হইবার জন্য কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এদিকে
কামরূপপতি সদলবলে আসিয়া চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দিলেন। মুসলমানেরা
পলায়ন করিতে গিয়া প্রায় সকলেই নদীগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন করিল। মেচ
সর্দ্দার আলীমেচ বক্তিয়ারকে অতি কষ্টে দেওকোটে পঁহুছিয়া দিয়া তাঁহার
প্রাণ রক্ষা করিলেন।

মহম্মদ-ই বক্তিয়ায়ের আক্রমণ-কালে কে কামরূপের অধিপতি ছিলেন,
ঠিক তাঁহার নাম জানা যায় নাই। বক্তিয়ারের সময় প্রায় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে
যিনি কামরূপের অধীশ্বর ছিলেন, তিনি 'কামেশ্বর' নামে পরিচিত হইয়াছেন।
সম্ভবতঃ তিনিই বল্লভদেব। তৎকালে কামরূপের কিরূপ সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য
ছিল, তাহা সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকের একমাত্র দেবমন্দিরের বর্ণ
হইতে কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—

"Idol-temple in the vicinity of that place of exceedin
hight, strength and sublimity, and very handsome, and in
numerous idols both of gold and silver were deposited and on

* Col. Raverty's Tabakat-i-Nasiri, pp. 569.

great idol so (large) that its weight was by conjecture upwards of two or three thousand mans of beaten gold."*

কামরূপের সেই বিশাল মন্দির ও সেই বিরাট স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি এখন কোথায়? তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না! পূর্ব্বকালে যে কামরূপের শৈলমালার মধ্যে অসংখ্য সোণার ঘরবাড়ী ছিল, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অনেকে তাহা পৌরাণিক কবিকল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা আর কবিকল্পনা বলিয়া মনে হইবে না। বক্তিয়ারের আক্রমণ কালে কামরূপপতিগণের পূর্ব্ব প্রতাপ অনেকটা বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে—যে ম্লেচ্ছবংশ ৪ হাজার বর্ষের উপর প্রাগ্‌জ্যোতিষ শাসন করিয়া গিয়াছেন, এ সময় তাঁহাদের বংশধরগণ রাজপদ হারাইয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত। তৎপরে যে সকল কায়স্থ-বংশ গৌড় হইতে আসিয়া কামরূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে হৃতরাজ্য ও হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, রামপাল, কুমারপাল, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের ক্রমান্বয়ে আক্রমণে কামরূপ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে! এই সুযোগে কামরূপের পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তবাসী নানা অনার্য্যজাতি ধীরে ধীরে বল সঞ্চয় করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিল। ভাস্করবংশীয় শেষ নৃপতিগণ তাহাদিগকে শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

পরবর্ত্তী বুরঞ্জী ও 'চরিত' গ্রন্থমতে অরিমত্তের বংশধর রত্নসিংহের মৃত্যুর পর ভাস্করবংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। ১১৬০ শকে বা ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।† তৎপরে কামরূপ অরাজক হইয়া পড়ে। এই সময়ের ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। আধুনিক বুরঞ্জী ও চরিতগ্রন্থসমূহে সে সময়ের প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই কাল্পনিক। উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে মনে হইবে যে কামরূপের নানাস্থানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহারা সকলে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া 'আদিভুঁঞা' নামে পরিচিত হন। 'আদিচরিত্র' নামক গ্রন্থে আদিভুঁঞাগণের উৎপত্তি, প্রভাব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং প্রাণপণে জাতীয় মর্য্যাদা

* Gait's History of Assam, pp. 34.

† Vide Raja Vansavali Ms of Assam Govt. Collections (Gauhati no. 10)

রক্ষার বিবরণ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে—প্রয়োজন বোধে মূল গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

*ভৈরবী দীপাঙ্গ ব্রহ্মপুত্রর মধ্যত। মহাচক্রবর্ত্তী রাজা নামে অরিমত্ত।
ষোড়শ বরিষ ভোগ করি পৃথিবীক। অন্ত কালে সেহি রাজা ভৈল পরলোক।
পৃথিবীত তান কিছু সন্ততি নরৈল। সেহি রাজ্য থান পাছে অরাজক ভৈল।
তাহান প্রধান মন্ত্রী নামত সমুদ্র। তান পুত্র মন্ত্রী ভৈল মনোহর ভদ্র ॥৭
সমুদ্র মন্ত্রীও পাছে পরলোক গৈল। সিটো নগরত মন্ত্রী মনোহর ভৈল ॥ ৮
অরাজ্য দেশর মন্ত্রী ভৈলা মনোহর। স্বতন্ত্র স্বরূপে সিটো পালিলা নগর ॥
ভূজবলে মনোহরে পালিলা দেশক। সেহি সে কারণে ভুঞা বোলন্ত তাহাক ॥
শচী নামে এক কন্যা করিল বিবাহ। পরম সুন্দরী কন্যা ভৈল বাসগৃহ ॥
ভার্য্যায়ে সহিতে ভোগ করিলা অনেক। অপুত্রক ভৈল তাতো পুত্র না ভৈলেক।
বৃদ্ধকালে একখানি কন্যা জাত ভৈল। বিধিমতে মনোহরে লক্ষ্মী নাম থৈল ॥
ত্রৈলোক্যমোহিনী কন্যা লক্ষ্মী সমসর। পূর্ণচন্দ্র সম মুখ দেখিতে সুন্দর ॥১১
লক্ষ্মীর ভৈলেক আসি সপ্তম বৎসর। শচীসমে মনোহর ভৈল জন্মান্তর ॥
পিতা মাতা দুইয়ো যেবে পরলোকে গৈল। মন দুখে লক্ষ্মী কন্যা গুনিবাক লৈল ॥
মহাযত্ন করি পাছে দুর্গাক চিন্তিলা। তুষ্ট হুইয়া ভগবতী তাক দেখা দিলা।

* * * *

বিপাকে পরিলো মোক নিস্তারিয়ো মাতা। হেন শুনি মাতিলন্ত হরর বনিতা ॥
তুষ্ট ভৈলো তোত মই জান সারে সারে। পাঞ্চটী অক্ষর মন্ত্র দিলোহো তোমারে
এহি বীজমন্ত্র মোর চিন্তিবিহি সার। যাকে স্বামী বাঞ্ছা কর পাইবা একবার ॥
ধ্যান করি মন্ত্রক পড়িবি মনে মনে। যাক স্বামী বাঞ্ছা কর পাইবা তেতিক্ষণে ॥

* * * *

লক্ষ্মীর ভৈলেক আসি দ্বাদশ বরিষ। লম্বিত শ্রীফল যেন বাড়ে আসরিষ ॥
গোঁসানীর বাক্য স্মরি করিলন্ত স্থির। মন্ত্র পড়ি চিন্তিলন্ত দেব দিবাকর ॥১৮
কার সাধ্য বীজমন্ত্র করিবে হেলন। লক্ষ্মীর আগত রবি দিলা দরশন।
যেতিক্ষণে সূর্য্যে আহি ভৈলা উপগত। লক্ষ্মীয়ে করিলা স্তুতি পড়ি চরণত ॥১৯
কি কারণে চিন্তিলাহা মন্ত্র উচ্চারিয়া। লক্ষ্মীয়ে বোলয় বাক্য চরণে পড়িয়া ॥

* * * *

মন্ত্রীর নন্দিনী মই লক্ষ্মী নাম সার। মনোহর নামে পিতা জানিবা আমার ॥
এহি বলি লক্ষ্মী তুতি করে ধীরে ধীরে। মোর স্বামী হৈবা তুমি দেব দিবাকরে
হেন শুনি সূর্য্যদেব সন্তোষ লভিলা। লক্ষ্মীর গর্ভত দুই পুত্র জাত ভৈলা।
শান্তনু সুমন্ত্র নামে দুগুতি সন্তান। সূর্য্যর সমান রূপ ভিন্ন নাহি আন ॥ ২৩

* * * *

বর লৈয়ো লক্ষ্মী তুমি মনে যিবালয়। অভিরুচি বর মাগো দিবোহো নিশ্চয় ॥
হেন যদি বচন বুলিল দিবাকর। বর মাগি লক্ষ্মী সতী যুড়ি দুই কর ॥
মোহোর পিতার সম দুইয়ো পুত্র হোক। রত্নপুর প্রজামানে সমস্তে খাটোক

সেহি নগরত মন্ত্রী হোক পুত্র নাতি। রাজাতো অধিক যেন রহোক খিয়াতি ॥
বিশ্বনাথ নগরর রাজা আরিমত্ত। তান ঘরে ঐশ্বর্য্য আছিল যত যত ॥ ২৭
তাতো করি শতগুণে ঐশ্বর্য্য মিলোক। প্রথম বরত প্রভু দিয়া এহি মোক ॥
দ্বিতীয় বরক দিয়ো স্বামী দিবাকর। মোর নামে গ্রাম ইটো হোক লক্ষ্মীপুর ॥২৮
এহি দুই পুত্র হস্তে হোক পুত্র নাতি। সমস্তকে ভূঞা নাম রহোক খিয়াতি।
চিরকালে যত যত নাতিগণ হৈব। ভূঞার তনয় বুলি যশস্যা থাকিব ॥২৯
বৈষ্ণব বহুত হোক পরিনাতিগণ। ভূঞার তনয় বোলন্তক সর্ব্বজন ॥
তুমি থাকা মানে মোর বংশ থাকন্তোক। অন্তকালে মোর যেন স্বর্গে বাসা হোক ৩০
তৃতীয় বরক দিয়া পূর্ণ হোক মম। রণত বিজয় হোক পুত্রনাতিগণ ॥
মন্ত্রী সমে জয় বর পাওক পুত্রনাতি। মোর পিতৃরাজ্যে জয় হোক পারি পাতি ॥ ৩১
পিতৃরাজ্য মধ্যে যদি শত্রু করে রণ। তাহাকে জিনোক মোর পুত্র নাতিগণ।
ভকতি মুকুতি পাওক মোর পুত্র নাতি। এহি তিনি বর মোক দিয়ো দিনপতি ॥৩২
এতেক বুলিয়া লক্ষ্মী মৌন হুইয়া আছে। সিদ্ধি হোক তথাস্তু বুলিয়া সূর্য্যে পাছে ॥
রবি নিগদতি লক্ষ্মী শুনিয়ো বচন। সাত্ত্বিক বৈষ্ণব হোক পুত্র দুই জন ॥ ৩৩
তোমার বাপর রাজ্যে বর মন্ত্রী হৈব। অনেক ঐশ্বর্য্য সুখ তযু ঘরে রৈব ॥
তোমার নামত গ্রাম হোক লক্ষ্মীপুর। তাহাতে বসতি আতি হৈবেক তোমার ॥৩৪
অনেক ঐশ্বর্য্য সুখ হৈবেক তথাত। লক্ষ্মীপুর নাম হৈব জগত প্রখ্যাত ॥
শান্তনু সুমন্ত্র এই দুই তনয়র। ভূঞা নাম হৈব জম্বুদ্বীপর ভিতর ॥ ৩৫
তাসম্বার বার বরি পুত্র হৈবে জাত। বারভূঞা নাম হৈবে জগতে প্রখ্যাত ॥
তাসম্বার পুত্র নাতি অসংখ্যাত হৈব। মোর বরে সর্ব্ব জনে ভূঞা নাম পাইব ॥৩৩
পঞ্চাধিক আশাবর্ষ তুমি প্রিয়া জীবা। মোর বরে অন্তকালে স্বর্গে চলি যাইবা ॥৩৭
তুমি থাকা মানে দুইয়ো একত্রে থাকিব। তুমি স্বর্গে গলে দুইয়ো ভিন্ন ভিন্ন হৈব ॥
বিভাগ হইব দুই গোটা থানে যাই। শান্তনুয়ে পূজিবেক দুর্গাদেবী আই ॥ ৩৮

* * * *

লক্ষ্মীপুরে বাসা হৈব পুত্র শান্তনুর। রামপুরে বাসা হৈব সুমন্ত্র পুত্রর ॥

* * * *

ব্রহ্মপুত্র মধ্য করি উত্তর পারত। শান্তনু পুত্রর থান হৈব সিথাবত ॥
সুমন্ত্র পুত্রর থান হৈব দক্ষিণত। রামপুর নাম হৈব জগত প্রখ্যাত ॥ ৪১

* * * *

সেহিবেলা সূর্য্যদেব করে কাপ ধরি। রণজয় মন্ত্রক লিখিলা যত্ন করি ॥ ৪৯
ধাতু-তামাক্ষরর লিখিলা শাস্ত্র খান। নিজহস্তে সূর্য্যদেবে করিল নির্ম্মাণ ॥
অতি বিচক্ষণ শাস্ত্র ধাতু-তামাক্ষর। কল্পতরু নামে শাস্ত্র পরম সুন্দর ॥ ৫০

* * * *

সূর্য্যদেবে কল্পতরু শাস্ত্রক লিখিয়া। লক্ষ্মী প্রিয়া ভার্য্যারে হাতত দিলা নিয়া ॥
লক্ষ্মীক চাহিয়া রবি বুলিলা বচন। দিলো হেরা লও তামাক্ষরী শাস্ত্র খান ॥ ৫৭
বিষ্ণু আদি মন্ত্র এহি শাস্ত্রত আছয়। যেহি যিবা বাঞ্ছা করে সবে সিদ্ধি হয় ॥

জম্বুদ্বীপ পৃথিবী জিনিবে পারে বলে। রাজা হৈব পারে এহি ধরণী মণ্ডলে ॥ ৫

* * *

পূর্ব্বে জম্বুদ্বাপে জয় বড় সুখুজিলা। তহু পিতৃরাজ্য মাত্র বড়ক খুজিলা ॥
সিকারণে শশুরর রাজ্যর ভিতরে। পুত্র নাতিগণ জয় হৈব মোর বরে ॥ ৬৩
সেই রাজ্য বাহিরত যদি করে রণ। যুদ্ধে পরাজয় হৈবে পুত্র-নাতিগণ ॥

* * *

এহি বুলি মৌন ভৈলা দেব দিনপতি। হেনশুনি লক্ষ্মী ভৈল আনন্দিত মতি ॥
চরণত পড়ি বহু প্রণাম করিলা। গৃহে যাঁও বুলি লক্ষ্মী বিদায় মাগিলা ॥ ৭৫
হেন দেখি আনন্দিত ভৈলা দিবাকর। লক্ষ্মীকে বোলন্ত প্রিয়া যাঁও নিজ ঘর।
এহি বুলি দিবাকর ভৈল অন্তর্দ্ধান। পুত্র দুই সনে লক্ষ্মী গৈলা নিজস্থান ॥ ৭৬
যেতিক্ষণে লক্ষ্মী সতী গৃহে প্রবেশিলা। অনেক ঐশ্বর্য্য সুখ তথাতে মিলিলা ॥
দুগুটি পুত্রর জাতকর্ম্মক করাইলা। শান্তনু সুমন্ত্র দুইয়ো নাম খ্যাত ভৈলা ॥৭৭
দশকর্ম্ম করি যজ্ঞসূত্র গলে দিলা। দেবর তনয় হেতু কায়স্থ বুলিলা ॥৭৮
আনন্দতে বুবাকাল ভৈলন্ত পুত্রর। চম্পা ভদ্রা দুই কন্যা অতি মনোহর ॥
শান্তনু চম্পাক বিহা কৈলা রঙ্গ মনে। সুমন্ত্র ভদ্রাক বিহা করিলা যতনে ॥৭৯
রমাই, তমাই নামে এহি বার জন।* এহি বার-ভূঞা বোলে শান্তনু নন্দন ॥
সুমন্ত্রর দিবা বার পুত্র ভৈল জাত। সমন্তরে নাম রাজা কহিবো তোমাত ॥ ৮০
কৌনজবর, রঘু, মকুন্দ, কঁদলু, সুরথ। সুন্দর, সুষম, গৌর, রত্ন, মহারথ ॥
লেপ, কেপ, এহি ভূঞা বার জন। আমার উপরি বংশ সুমন্ত্র নন্দন ॥ ৮১
বিংশতি অধিক চারি পুত্র দোহান্তর। একত্রে আছিল সবে জান নরেশ্বর ॥

* * *

পঞ্চাধিক আশীবর্ষে লক্ষ্মী মৃত্যু ভৈলা। পুত্র পৌত্রে প্রেতকর্ম্ম সমস্তে করিলা ॥৮৩
সম্বৎসর দুয়ো ভাই একত্রে আছন্ত। শান্তনু ভূঞায়ে দেবী পূজা করিলন্ত ॥
তাত হস্তে কন্দল লাগিল দুয়ো ভাইর। সুমন্ত্র গৈলন্ত বৈত ঠান রামপুর ॥ ৮৪
লক্ষ্মীপুরে রামপুরে দুভাই রৈবন্ত। লক্ষ্মীপুরে শান্তনুয়ে দুর্গাক পূজন্ত ॥
শান্তনুয়ে কল্পতরু শাস্ত্রক রাখিলা। সি কারণে মহামায়া তান ঘরে রৈলা ॥৮৫

* * *

শান্তনুর পুত্র, ভূঞা বার জন, আছন্ত যে লক্ষ্মীপুর ॥৯২
সেহি নগরত, রাজা নাহিকন্ত, বারজন মন্ত্রী ভৈল।
কতো দিন থাকি, ভূঞা যে শান্তনু, পরলোকে চলি গৈল ॥৯৩
পিণ্ড জলাঞ্জলি, করি পুত্রগণে, আছন্ত সিটো ঠানত।
সেহি সময়ত, ছুটিয়ার রাজা, আসি ভৈল উপগত ॥৯৪
রাজায়ে বোলন্ত, শুনা ভূঞাগণ, তোমা সার রাজা নাই।
ইটো নগরত, মোক রাজা পাতা, আলোছি সবে উপাই ॥৯৫
হেন শুনি সবে, ক্রোধ ক্ষরি আতি, অনেক নিন্দা করিল।

* পরে ১৩৩ পদে বার জনের নাম দ্রষ্টব্য।

হেন শুনি পাছে, ছুটিয়া নৃপতি, যুজিবাক আজ্ঞা দিল ॥
ভূঞায়ে সহিতে, যুদ্ধ করি পাছে, ছুটিয়া পরান্ত ভৈল ॥
সেহি বার্ত্তা শুনি, কচারি নৃপতি, রাজা হইবে মন কৈল ॥৯৬
যুদ্ধ কাছে কাচি, কচারি ভূপতি, অতি শীঘ্র করি গৈল।
লক্ষ্মীপুর পাই কচারির রাই, ভূঞা সমিপ ভৈল।
ভূঞা সকলক, চাহিয়া নৃপতি, মধুর বাক্য বুলিল।
নৃপতি বদতি, শুনা ভূঞাগণ, আমাক লৈয়োক রাজা। ৯৭
ভুলি সব মন্ত্রী, মঞি রাজা ভৈলে, খাটিবক সব প্রজা।
হেন জানি সবে, মোক রাজা পাতা, কন্দলক পরিহরি।
হেন শুনি ভূঞা, সকলে বোলয়, অতিশয় কোপ করি।
শুনরে কচারি, সত্যরে অন্তর, তুই অতি অনাচারী ॥ ৯৮
হেন নিন্দা শুনি, কচারিনৃপতি, ক্রোধ করিলন্ত বর।
যুজিবাক আজ্ঞা, দিলন্ত রাজায়, দুর্ঘোর ভৈলা সমর ॥
যুদ্ধে ন পারিয়া, কুর্ম্মপৃষ্ঠ রাজা, প্রাণ রাখি পলাই গৈলা।
এহিমতে সবে, শান্তনু নন্দনে, আপোন দেশত রৈলা ॥ ৯৯
মহা রঙ্গমনে, দুর্গা পূজা করি, অরাজ্য দেশ পালিল।
সত্তরি বরিষ, পূজি ভগবতী, অনেক ঐশ্বর্য্য ভৈল ॥
ধনর গর্ব্বত, অবহেলা করি, গোসানীক পাশরিল।
পূজা কর্ম্মাদিক, একোএ ন করি, কেবলে সকলে ত্যাগিল ॥ ১০০
যেতিক্ষণে তান, পূজা এরিলেক, চণ্ডিকার ক্রোধ ভৈলা।
লক্ষ্মীপুর দেশ, এরি ভগবতী, সৌমারত প্রবেশিলা ॥
যেতিক্ষণে উমা ভূঞাগণ এরি, নৃপতির পাশে গৈলা।
সেহি দিনা হস্তে, ভূঞার সম্পত্তি, সৌমার রাজায়ে পাইলা ॥ ১০১
একদিনা প্রতি সৌমার নৃপতি, নিদ্রাগত হুইয়া আছে।
তাক অনুগ্রহ করি ভগবতী, স্বপ্ন দেখাইলন্ত পাছে ॥
শুনিয়ো নৃপতি, মই ভগবতী, আসিয়াছো তযু ঠাই।
তই ভক্ত রাজা, মই দশভুজা, মোক পূজা করা পাই ॥ ১০২
লোহিত পারত, রত্ন যে পূরত, বিশ্বনাথ নগরর।
অসম দেশত, আছিল পূর্ব্বত, অরিমত্ত নরেশ্বর ॥ ১০৩
সেহি মরিলন্ত, অরাজ্য ভৈলন্ত, তাহার নগর খান।
তার মন্ত্রীপুত্র, সূর্য্যবংশে জাত, আছে বারো ভূঞা গণ ॥
সূর্য্যে বর দিয়া আছে তাসবাক মোক পূজিবাক প্রতি।
লোহিত পারত, আসাম দেশত, যত ন রহোবে আতি ॥ ১০৪

* * *

ভূঞার গৃহত, আছো বহুদিন, পূজি মোক রাখি ছিল।
এতিক্ষণে সবে, ধনর গর্ব্বত, মোহোর পূজা এরিল ॥

হেন দেখি মুই, আইলো তমু ঠাই, তাসম্বাক লাগ এরি।
এহি সময়ত, মন্ত্রী ভূঞা যত, আছয় মোক পাসরি ॥১০৬
ইবেলাত রাজা, সঙ্গে লইয়া প্রজা, লোহিত সমীপ হই।
সীমার বাহির, রৈয়া নরেশ্বর, নদীতীরে রইবা গই ॥

* * *

নাহি মুই সঙ্গে, আসিবেক খেদি, সীমা বন্ধু পলিরিব।
লোহিতর পার, হৈয়া ভূঞাগণে, তোমাক যুদ্ধ করিব ॥
পাছে তুমি রণ, জিনিবা রাজন, বরাইবাহা ভূঞাগণ।
ভূঞাকো বরাবা, রাজ্যকো লভিবা, পাবা অসংখ্যাত ধন ॥ ১০৮

* * *

হেন সুমঙ্গল, স্বপ্নক দেখিয়া, উঠিয়া জাগি নিদ্রার।
শয্যা ছারি রাজা; ভূমিত পড়িয়া, করিলন্ত নমস্কার ॥
ইন্দ্রবংশা রাজা, চতুরঙ্গ নামে, শরগোয়া নগরত।
শিব বরে রাজা, ভৈল সোমারভ, দিহিঙ্গ নদী তীরত ॥ ১১১
ধনে ধান্যে রাজা, বাঢ়িল অপার, নাহি তার সমতুল।
অতি আনন্দত, দিলা নানা বলি, আরু গন্ধ পুষ্প ফুল ॥
তাহান গৃহত, রৈলা হেমবতী, বিপুল ঐশ্বর্য্য ভৈলা।
বিধিমতে রাজা, অনেক প্রকারে, গোসানী পুজা করিলা ॥ ১১২

* * *

একদিনা সভাত বসিয়া নরপতি। পাত্রমন্ত্রী সমস্তক আনাইলন্ত মাতি ॥ ১১৩

* * *

নৃপতি বদতি দূত যাবা শীঘ্র করি। বার ভূঞা সবক কহিবা ভাল করি ॥১১৪
পরিবার সমে আসি আমাক বরোঁক। যদি ন বরয় আসি যুদ্ধ করন্তোক ॥
এহি বার্ত্তা কবা গৈয়া ভূঞার আগত। হেন শুনি দূতে চলি গৈলেক ত্বরিত ॥
বার ভূঞা সমীপক দূতে পাইলা যাই। নমস্কার করি দূতে বচন বোলয় ॥
দূত নিগদতি কথা শুন ভূঞাগণ। লোহিত তীরত আছে সোমার রাজন ॥১১৫
তেহো পঠাইলেক মোক নিবে তোমাসাক। শীঘ্র করি সিটো ঠানে লাগয় যাইবা
সমদলে গৈয়া নৃপতিক বরিয়োক। যদি ন বরাহোঁ গৈয়া যুদ্ধ করিয়োক ॥১১৬
এহি বুলি মৌন হৈয়া রাজদূত আছে। হেন শুনি ক্রোধ করি ভূঞাগণ পাছে
অসংখ্যাত সৈন্য লৈয়া যুদ্ধর সামন্ত। যুদ্ধ করিবাক গৈলা ভূঞাগণ যত ॥১১৭

* * *

নৃপতির কোঠ গড় সমস্ত ভাঙ্গিল। রাজার অপার সৈন্য ভূঁয়ায়ে মারিল ॥
নৃপতির তৈত যিটো ঘর আছিলন্ত। ভূঞাগণে সেহি ঘরে অগ্নি জালিলন্ত ॥১১৮
মারিবাক লাগি নৃপতিক খেদি গৈলা। হেন দেখি রাজা যুজিবাক আজ্ঞা দিল
রাজার ভূঞার লাগিলেক ঘোর রণ। একাদশ দিন যুদ্ধ করে ভূঞাগণ ॥১১৯

মহাক্রোধ করিয়া যুজিলা ভূঞাগণে। নাহিকো চণ্ডিকা মাতা যুজিব কেমনে ॥
পূর্ব্বে বারে বারে রক্ষা করে হৈমবতী। সেহি গর্ব্বে যুজিলন্ত রাজার সংহতি ॥১২০
বিস্তর মারিল সৈন্য রাজার দলর। ভূঞাক ধরিলা বলে সোমার ঈশ্বর ॥
গোসানীর প্রসাদত জয় ভৈলা রণ। রণে পরাজয় ভৈলা ভূঞা বারো জন ॥১২১
শত্তরি বরিষ মন্ত্রী বার ভূঞাগণ। পাছে ধরি নিলে বলে সোমার রাজন ॥
যেতিক্ষণে মহামায়া এরিলা সিঠান। তেতিক্ষণে জানিবা মরিল ভূঞাগণ ॥
পদ্ম রাই লস্কর কাশী আরু যে সলাল। হোকা যে টেটন ধোয়া উজীর সরাল ॥
রমাই তমাই আদি এহি বারোজন। মহা রঙ্গে ধরি নিলা সোমার রাজন ॥ ১২৩
রণে জিনি লৈয়া গৈল সেনাগণ যত। সমস্তকে রাখিলন্ত রাজনগরত ॥
রাজার গৃহত ভূঞাগণকো রাখিলা। শুনিয়োক রাজা পাছে যেন কথা ভৈল ॥
ভূঞাত নিবার বার্ত্তা পায়া ভার্য্যাগণে। মহা দুঃখ মনে সবে আছিল তেখনে ॥১২৪

* * *

নারীগণে বোলে দূত শুনিয়ো বচন। আমার স্বামীক নিলে সোমার রাজন ॥
এহিহেতু পূজিবে লাগয় ভগবতী। হেন জানি রামপুরে চলা শীঘ্র গতি ॥ ১২৫ ...
সুমন্ত্রর বার পুত্র আছে সেই ঠাই। বংশ অর্থে পূজন্তোক দুর্গাদেবী আই ॥
আমার দুখর কথা কহিবি তহিত। দেবীক পূজোক বার ভূঞা হোক মুক্ত ॥
যদি বংশ লাগে পূজা করোক দুর্গার। শত্রুহস্তে পাউক স্বামী সকলো নিস্তার ॥
এহি বুলি কল্পতরু শাস্ত্রক আনিলা। শাস্ত্র খান দূত হাতে পঠাইয়া দিলা ॥১২৭
শাস্ত্র লৈয়া দূত চলি গৈলেক সত্বর। কতিপয় দিনে গৈয়া পাইলা রামপুর ॥
সুমন্ত্রর বার পুত্র আছে যেই ঠাই। কল্পতরু শাস্ত্র খান দূতে দিলে যাই ॥১২৮
যেন মতে ভূঞাক নৃপতি ধরি নিল। যিকারণে কল্পতরু শাস্ত্রক পঠাইল ॥
সবিশেষে কথা যত সকলে কহিলা। কৌনজবর মুখ্য ভূঞা সমস্ত শুনিলা ॥ ১২৯

* * *

এহিমতে ভাবি চিন্তি পাছে কনৌজবর। দূতক বোলন্ত পূজা করিবো দুর্গার ॥
বংশর কারণে পূজিবহ কাত্যায়নী। এহিমতে দূত আগে বুলিলন্ত বাণী ॥
অসত্য কথাকে দূতে সত্য মানি লৈল। বিদায় মাগিয়া লক্ষ্মীপুরে চলি গৈল ॥১৩০

* * *

বার জন ভাতৃ মিলি সেই শাস্ত্র চাই। অনন্তরে কৌনজবর বচন বোলই ॥
দেবীপূজা করিবাক লাগি শাস্ত্র খান। আমার ঠানক পঠাই দিলা নারীগণ ॥১৩২
দূতক ভাণ্ডিয়া কৈলো পূজিবো দুর্গাক। এহি বুলি তামাক্ষরী রাখিলো শাস্ত্রক ॥
এবে কেন করি হৈব দুর্গার পূজন। ইহার উপায় কহিয়োক ভাতৃগণ ॥১৩৪
হেন শুনি ভাতৃগণ বুলিলা বচন। আমাসাক নিয়ে যদি সোমার রাজন ॥
খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটয় আমাক। তবু ন করিবো আমি দুর্গার পূজাক ॥
দুর্গাপূজা ন করিয়া পিতৃ চলি গৈলা। বিষয় সম্পত্তি সুখ সবাকো তেজিলা ॥
কেবল কৃষ্ণর পায়ে করিলা ভকতি। তান পুত্র হই কেনে পূজো ভগবতী ॥১৩৫

ন পুজো দুর্গাক আমি যদি প্রাণ যাই। এই শাস্ত্র খানি পুনু নিদিবা পঠাই ॥
এহি বুলি মৌন ভৈলা ভ্রাতৃগণ যত। কৌনজবরে রাখিলন্ত শাস্ত্রক গৃহত ॥১৫৬
একাদশ ভ্রাতৃবাক্য তেহো রাখিলেক। দেবী ন পূজিয়া সেহি শাস্ত্রক থৈলেক ॥
সুমন্ত্রর পুত্রে সেহি শাস্ত্রক রাখিলা। সেহি শাস্ত্র মতে সবে বিষ্ণুক পূজিলা ॥১৫৭
সিকারণে তান্ত তুষ্ট ভৈলা নারায়ণ। অদ্যাপিও সেহি বংশে আছে শাস্ত্রখান ॥

* * *

সৌমার নৃপতি ভূঞাগণক রাখিলা। সবাকো চাহিয়া রাজা বচন বুলিলা ॥ ১৬০

* * *

নৃপতি বদতি শুনা কথা ভূঞাগণ। তোমাসাক আনিয়াছো জিনি ঘোর রণ ॥
মোর বশ হৈয়া থাকিবাহা মোর সনে। মন্ত্রী হইয়া মোর লগে থাকা রঙ্গ মনে ॥
এহি বুলি মৌন ভৈলা সৌমার রাজন। মহা খঙ্গে বুলিলেক ভূঞা বারজন ॥ ১৬৩
নহৈবো তোমার মন্ত্রী জানিবা নিশ্চয়। নকয়ো তোমাক সেবা যদি প্রাণ যায় ॥
বিশ্বনাথ নগরর আমি মন্ত্রীগণ। কদাচিতো নকরিবো তোমার বন্দন ॥ ১৬৪
এহি দম্ভ ভাবে ভূঞাগণ বুলিলেক। হেন শুনি নৃপতিয়ে পুনু কহিলেক ॥
যদি মন্ত্রী নহৈবাহা মোহোর দেশত। মোক সেবি করিয়োক আন কর্ম্ম যত ॥১৬৫
পরম আশ্বাস করি কহয় নৃপতি। নকরয় নমস্কার ভূঞা দর্পে অতি ॥
গর্ব্ব করি কিছু আজ্ঞা নকরে রাজার। নৃপতিক নিন্দা করি বোলয় অপার ॥ ১৬৬
হেন দেখি রাজা পাছে ক্রোধ করি বর। বন্দিশালে রাখিলন্ত ভূঞা নিরন্তর ॥ ১৬৭
এক গৃহে বন্দী করি রাজা রাখিলন্ত। সেহি গৃহে ভূঞাগণে অন্ন ভুঞ্জিলন্ত ॥
গৃহ মধ্যে অন্ন ভুঞ্জি বার ভূঞাগণ। অন্নর উচ্ছিষ্ট ন ফেলাইল একোজন ॥
পাত্র ন ফেলাইলা কেহু গর্ব্ব করি বর। কি করিব আমাসাক সৌমার ঈশ্বর ॥১৬৮
এহি সব কথাক শুনিলা মহারায়। বার ভূঞা সকলক আনিলাম তায় ॥
উচ্ছিষ্ট ফেলাইবে লাগি রাজা আজ্ঞা দিল। ভূঞা বুলি একোজনে উচ্ছিষ্ট ন ছুইল
হেন দেখি মহাক্রোধে সৌমার ঈশ্বর। ভূঞাক বচন বুলিলন্ত নরেশ্বর ॥
নৃপতি বদতি কথা শুন ভূঞাগণ। পবিত্র করিয়া গৃহ দিয়ো এতিক্ষণ ॥ ১৭০
হেন শুনি বুলিলন্ত বার ভূঞাগণে। নোছুইবো উচ্ছিষ্ট আমি সবো একজনে।
যদি ঘর নষ্ট ভৈল সাজিবো এখন। এহি বুলি এক ঘর সাজিলা তেখন ॥ ১৭১
এঁটো গৃহ এরি আউর গৃহ সাজি দিল। হেন দেখি নৃপতিয়ে বিস্ময় মানিল ॥
অনেক প্রকারে রাজা পরীক্ষা করিল। ভূঞাক বড়াইবে একো উপায় ন পাইল।
ভূঞার পরীক্ষা পুনু চাহিবাক মনে। পাইলেক উপায় শুনি সৌমার রাজনে ॥
নৃপতি বদতি শুনি ভূঞা নিরন্তর। এক গোটা বেজি কিনি আনা বজারর ॥ ১৭৩
এহি বুলি দূত সঙ্গে বজারে পাঠিলা। ভূঞা গণে এক গোটি বেজিক কিনিলা ॥
কাক এরি কোনো জনে ভার নবহয়। বারজনে আলছিয়া পাইলন্ত উপায় ॥ ১৭৪
সমস্তে বহিবো ভার বুলি ভূঞাগণে। এক গাছ কন্দলী আনিলা সেহি স্থানে ॥
কন্দলী গাছত বেজি গোট বিন্ধিলেক। বার জনে কান্ধে করি সাঙ্গি ঘুরিলেক ॥১৭৫
এহিমতে বার)জনে সাঙ্গি লৈয়া যাই। রাজার আগত পেলাইলন্ত গিরিসাই ॥

হেন অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি মহারায়। ভূঞাক বড়াইবে একো নপান্ত উপায় ॥১৭৬
কতো বেলি মনত গুণিয়া নরপতি। ভূঞাক লগত লই যান্ত শীঘ্র গতি ॥
দিহিঙ্গ নদীর তীর পাইলন্ত রাজন। নৌকাত তুলিয়া দিলা বারো ভূঞাগণ ॥১৭৭
দুই পাত বৈঠা দিলা নৌকাত তুলিয়া। দিহিঙ্গ নদীর মাজে দিলা উতাইয়া ॥
নৃপতি বোলন্ত নৌকা বাইবে যেই জন। তাক ভৃত্য করাইবোহো রাতি দিন ॥ ১৭৮
মন্ত্রীয়ো নহয় আন কর্ম্ম ন করয়। রাজমন্ত্রী ভূঞা বুলি মোক ন মানয় ॥
এখনে ওলাইবে চিন্ন ভূঞা সমস্তর। এহি বুলি চাহি আছে পাছে নরেশ্বর ॥ ১৭৯
মধ্য ফুটা নৌকা খান জলত এরিল। তথাপিতো ভূঞাগণে বৈঠা ন ধরিল ॥
সমুলি যাবন্ত তল দেখি মহারায়। জলহস্তে ভূঞাগণ আনিলা তোলায় ॥
নগরক লৈয়া গৈল ভূঞা নিরন্তর। অনেক আশ্বাস বাক্য বোলে নৃপবর ॥
বিস্তর প্রবোধ বাক্য বুলি মহারায়। নমস্কার করিবাক ভূঞাক বোলয় ॥ ১৮১
তথাপিতো সেবা নকরিলা ভূঞাগণে। দেখি নৃপতির মহা ক্রোধ ভৈলা মনে ॥
দূতক চাহিয়া রাজা বুলিলা বচন। মহা দুষ্ট মূঢ় মতি বার ভূঞাগণ ॥ ১৮২
আমাক নমানে সবে দুর্জ্জন অসতি। ভূঞা বুলি করে দর্প কিনু মূঢ়মতি ॥
পূর্ব্বত মোহোর সঙ্গে যুদ্ধ করিছিল। আমার নগর বহু সৈন্যক মারিল ॥ ১৮৩
দেবী বাক্যে মুই দণ্ড ন করিলো আর। তথাপিতো মোক ন করয় নমস্কার ॥
অনেক প্রকারে ন পারিলো বরাইবাক। হেনজানি রাখিবাক নলাগে ইহাক ॥১৮৪
সদীয়ার ভগবতী শ্যামা-কালী নাম। জগতজননী মাতা গুণে অনুপাম ॥
তাক বলি দিয়ো গৈয়া ভূঞা সকলক। খড়্গ ধরি তুমি কাটিবাহা সমস্তক ॥১৮৫
শীঘ্রে বলি দিয়ো গৈয়া গোসানীর ঠাই। দুর্জ্জন সবর জানা এহি সে উপায় ॥
এহি আজ্ঞা কৈল যেবে সৌমার নৃপতি। ভূঞাগণ লৈয়া গৈলা দূত শীঘ্র গতি ॥১৮৬
পাইলেক সদীয়া গৈয়া কতিপয় দিনে। ভূঞাক রাখিলা নিয়া গোসানীর থানে ॥
অধিবাস করি বলি স্নানক করাইয়া। দেবী আগে নরবলি উৎসর্গিলা নিয়া ॥১৮৭
বিধিমতে উৎসর্গ করিয়া বলিগণ। কৃতাঞ্জলি করি দূতে বোলয় বচন ॥
নৃপতিতে তুষ্ট হয়ো জগতর আই। তযু ঠানে বারে বলি দিয়াছে পঠাই ॥১৮৮
অনেক প্রকারে দূত প্রণতি করিয়া। গোসানীর আগে বলি যোগাইলেক নিয়া ॥
সেহি বেলা একচিত্তে বার ভূয়াগণ। বীর্য্যমন্ত্রে করে স্তুতি দুর্গার চরণ ॥১৮৯
অনন্তরে দূতে খড়্গ ধরিয়া মারয়। ন কাটিলা মাথা দেখি ভৈলেক বিস্ময় ॥
বারকো মারিলা দূতে বার কোপ আর। ন কাটিলা কারো মাথা দেখি চমৎকার ॥
পর্ব্বতকো ছেদৈ বিটো খড়্গ গোসানীর। তথাপিতো ন কাটিলা বারো ভূঞা শির ॥
পূর্ব্বে পূজিয়াছে স্তুতি কৈলা সেহিদিনে। ন লৈলা বলি দুর্গা সেই সে কারণে ॥১৯১
হেন দেখি রাজদূত ভৈলন্ত বিস্ময়। সেহি বেলা ভগবতী সাক্ষাত হোঅয় ॥
দূতক চাহিয়া দেবী বুলিলা বচন। মোহোর পরম ভক্ত বারো ভূঞাগণ ॥
ন লৈবো তাহাক বলি শুন দূত চয়। এহিকথা নৃপতিত কহিবি নিশ্চয় ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার কৈল বারভূঁঞাগণ। দুর্গা বিনে কারো পদ ন করো সেবন ॥১৯৩

* * *

চণ্ডিকা বদতি শুন কথা ভূঞাগণ। মোর বাক্যে নৃপতির করিবা বরণ ॥ ১৯
যেহি আজ্ঞা করে রাজা তাহাক করিবা। মোর বাক্যে রাজা আজ্ঞা হেলা ন কা
নৃপতি সহিতে মিলি থাকিবা যতনে। মোর বরে বিষয় বাঢ়িব দিনে দিনে ॥১৯
অনেক ঐশ্বর্য্য হৈব তোমার বংশর। চির কালে ভূঞা নাম হৈবে তোমাস
হেন শুনি আনন্দিত ভূঞা নিরন্তর। গোসানীর প্যয়ে করিলন্ত নমস্কার ॥
সেহিবেলা মহামায়া অন্তর্দ্ধান ভৈলা। ভূঞাগণ লৈয়া দূত নগরক গৈলা।
গোসানীয়ে কৈলা যত দূতর আগত। সেহি কথা দূতে পাছে কহিলা রাজাত ॥
হেন শুনি মহা ভয় ভৈলন্ত নৃপতি। ভূঞাক দিলন্ত রাজা ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ॥
বার সভা পাতি দিলা বারভূঞা জনে। ভূঞাগণে কৈলা সেবা রাজার চরণে ॥
সৌমার রাজ্যক আইলা রাজা কছারীর। উভয় রাজার যুদ্ধ মিলিলা দুর্ঘোর ॥
রাজার নিমিত্তে দুই রাজা যুঝিলেক। দুই নৃপতির বহু সৈন্য মারিলেক ॥
হেন অথান্তর দেখি সৌমার রাজনে। ভূঞা সকলক রণে পঠাইলা তেখনে ॥
রাজ আজ্ঞা পায়া ভূঞাগণ চলি গৈলা। মহারণে কছারীর রাজাক মারিলা।
কছারী রাজার যত ধন বস্তু পাইলা। ভূঞাগণে আনি সবে নৃপতিক দিলা ॥
কছারীর রাজ্যখান তাকো লভিলন্ত। ধন্য ধন্য ভূঞা বুলি রাজা প্রশংসন্ত ॥
পূর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণে যেন জরাসন্ধ জিনি। মথুরার নৃপতিত যোগাইলা আপুনি ॥
সেহি মতে ভূঞাগণে রাজ্য ধন দিলা। সৌমার নৃপতি বহু সাদর করিলা ॥
ছুটিয়ার রাজা আসি রাজ্য লুটিলন্ত। সৌমার নৃপতি এহি কথা শুনিলন্ত ॥
নৃপতি বদতি কথা শুন ভূঞাগণ। শীঘ্রে মারিয়োক গৈয়া ছুটিয়া রাজন ॥
বারে বারে উপদ্রব করে ছুটীয়ায়। বহুদোষ করিয়াছে সহন না যায় ॥ ২০
হেন জানি ভূঞাগণ যাস্তে চলিয়োক। পূর্ব্বশত্রু ছুটিয়া রাজাক মারিয়োক
নৃপতির আজ্ঞা শুনিয়া ভূঞাগণ। যুদ্ধ কাছে সাজি গৈলা রণে তেতিক্ষণ ॥
ভূঞা সনে বিদর্ভ রাজার যুদ্ধ ভৈল। সাত দিন সাত রাতি ঘোর যুদ্ধ কৈল
রণে জিনি ছুটিয়ার রাজাকো বধিলা। রাজযোগ্য অনেক উত্তম দ্রব্য পাইলা ॥
উগ্রসেন রাজাক যিমতে নারায়ণ। রণ জিনি দিলা আনি বহু রত্ন ধন ॥
সেহিমতে রাজ্য ধন নৃপতিক দিলা। হেন দেখি নৃপতিয়ো সন্তোষ লভিলা
ধন্য ধন্য ভূঞাগণ সার্থক জন্মিলা। কছারী ছুটিয়া দুই শত্রুক বধিলা ॥
বিদর্ভ কুর্ম্মাট রাজ্য পাইলন্ত নৃপতি। সৌমার সহিত তিন দেশ অধিপতি
তাত পাছে ভূঞাগণে নিজ রাজ্য দিলা। রত্নপুর দেশ খান নৃপতি লভিলা
সেই দিনা হন্তে প্রজা অসংখ্যাত পাইলা। ইন্দ্রবংশা রাজাধো আসাম নাম হৈ

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অ। ও লোকটা একেবারে তোমায় পেয়ে বসেচে দেখতে পাচ্চি ?

সু। লোকটা বেশ মিশুক ! অনেকক্ষণ ধরে আমাকে সহরটা দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালে, তারপর বাসাও একটা ঠিক করে দিলে।

অ। এর মধ্যে বাসাও ঠিক হয়ে গেছে নাকি ?

সু। হাঁ। যা হোক একটা হয়েচে।

অ। কোথায় হল ?

সু। ঐ গৌরীশঙ্করবাবুর বাসার কাছেই। ঘর খানা মন্দ নয়।

অ। ও পাড়াটা মোটেই ভাল নয়। আমাকে একবার না জিজ্ঞাসা করে একেবারে ঠিক করে ফেল্লে ?

সু। আমি একা থাকব ; দিনের বেলায় কাজ করে বেড়াব, রাত্তিরটা পড়ে ঘুমবো বইত নয়। তা পাড়া ভালই হোক আর খারাপই হোক আমার ক্ষতি কি ?

অসীত আর কিছু বলিল না। ভৃত্য আসিয়া খপর দিয়া গেল, "খাবার দেওয়া হয়েচে।"

অসীত সুনীলকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। অসীতের মা কাছে বসিয়া সযত্নে তাহাদের খাওয়াইতে লাগিলেন। দেশের কথা, প্রতিবেশীদের কথা, সুনীলের মায়ের কথা, একে একে দেশের সমস্ত পরিচয় লইতে লাগিলেন। আরও বলিলেন দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্র তের নদী পারে এসে বাস কচ্চি বটে, কিন্তু মনটা পড়ে আছে সেই গাঁয়ের বাড়ীতে। কি করি বাচ্চা বাচ্চা সব রয়েচে, এখানে তাই থাকা, ইত্যাদি।

পরদিন সুনীল তার মোট ঘাট লইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসায় চলিয়া গেল। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল সে কাজেরও কিছু অবহেলা করিল না। মৃণালের উপদেশ মত লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া কাজের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। দরিদ্র অলক্ষীটাকে দূর করিয়া দিবে বলিয়া সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে অল্পদিনের মধ্যেই তার সে আশা সফল হইবার উপক্রম হইল। সমস্ত দিন খাটিত, সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া রাত দশটা পর্য্যন্ত হিসাব পত্র দেখিয়া আহার করিয়া ঘুমাইত। তার চিরদিনের

অভ্যাস, যে কাজে হাত দিবে তাহা সে সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িত না ; সেই গুণে প্রত্যেকবারে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল। প্রত্যেক দিনের হিসাবনিকাশটিও সঙ্গে সঙ্গে মৃণালের কাছে পাঠাইয়া দিত। তাহার কাজে মৃণালও বড় সন্তুষ্ট হইল। ক্রমশঃ গৌরীশঙ্কর বাবুর সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্টতা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে এক একদিন গৌরীশঙ্করবাবু তাহার ঘরে আসিয়া গল্প করিতেন। আবার কোন কোন দিন সেও যাইত। বাড়ীতে মিষ্টান্ন তৈরি করাইয়া গৌরীশঙ্করবাবু সুনীলের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। বিদেশ বিভুইয়ে এমন বন্ধুটি পাইয়া সুনীল একেবারে কৃতার্থ হইয়া গেল।

শীতকাল কিন্তু আকাশটি সেদিন মেঘলা করিয়াছিল এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শেষ বেলায় পড়িতে আরম্ভ হইল। তাহার উপর ফুর ফুরে ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া শীতের প্রকোপটা বেশ জমকাইয়াই তুলিয়াছিল। সুনীল সে দিন সকাল সকাল কাজ সারিয়া বাসায় ফিরিল। সুনীলের ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালার পাশে একখানা তক্তপোষের উপর একখানা র‍্যাগ পাতা ছিল, তার উপরে একটা বালিশ বুকে দিয়া সুনীল হিসাবের খাতা পত্র গুলা নাড়া চাড়া করিতেছিল। অদূরে খোলা মাঠের পরেই গৌরীশঙ্কর বাবুর বাসা, তাঁহার শোবার ঘরটা প্রত্যহ বিছানা করিতেছিল। তখন পর্য্যন্ত তার চুল বাঁধা হয় নাই,—এক রাশ কালো মেঘের মতন কালো চুল তার পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিটোল সুগোল সুন্দর হাতে একখানি ঝাড়ন লইয়া খাটের চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিছানা ঝাড়িতেছিল। "কিরে,—বাদলার দিনে একলাটি বসে বসে কচ্ছিস ?" বলিতে বলিতে অসীত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই অসীত দেখিতে পাইল সুনীল জানালা দিয়া এক দৃষ্টে ওপাশে বাড়ীর ঐ মেয়েটীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ অসীতের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল "অ্যাঁ! কি বলছিস ? কি করি এই যে হিসেব পত্র গুলো দেখছিলুম্ ভাই!"

সুনীল আপনার ভাবে আপনি ধরা পড়িল। তার কণ্ঠস্বর এবং মুখের ভাব অপরাধীর মত সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। অসীত হাসিয়া উত্তর করিল "হিসেব গুলো কি ও বাড়ীর জানালার গায়ে লেখা রয়েছে নাকি ? হাঁ করে ঐ দিকেই চেয়ে রয়েছিলি।"

ঝাঁঝিয়া উঠিয়া সুনীল বলিল "ও বাড়ীর দিকে চেয়ে রইচি কে বল্লে ?"

অসীত তেমনি হাসিতে হাসিতে নিজের চোখ দুটায় হাত দিয়া বলিল "এ সাবধান যাদুধন! ও ফাঁদে পা দিওনা! বড় শক্ত ঘাণী! বিশেষ দেশে তোমার স্ত্রী আছে!"

সুনীল চটিয়া উঠিয়া বলিল "কি যে বলিস তার ঠিক নেই! ফাঁদ কে পাতলে যে ফাঁদে পা দোব ?"

"তাই বলচি" বলিতে বলিতে অসীত সুনীলের পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তোমার ঐ গৌরীশঙ্কর বাবুটিকে সোজা লোক মনে করোনা!"

সুনীল। তুমি ভদ্রলোককে অনর্থক দোষী কোচ্ছ! গৌরীশঙ্কর বাবু অতি সদাশয় লোক।

অসীত। মিছরির ছুরি! ওর অভ্যাসটাই দেখচি, নতুন বাঙ্গালীর ছেলে দেখলে ছেলে ধরা। কিছুদিন হলো এক ছোকরা নতুন পাশ ক'রে এখানে এসেছিল ওকালতী কত্তে তার পেছুও অমনি লেগেছিল। ঐ মেয়েটার সঙ্গে নাকি তার বিয়ের কথাবার্ত্তাও ঠিক হয়ে গেছলো, শেষ কিন্তু সে ছোকরার দাদা এসে তাকে পাকড়ে নিয়ে গেল। বিয়ে হতে দিলে না। বেচারার এখানে ওকালতি করা শুদ্ধ ঘুচে গেল।

সুনীল। কিন্তু আমি আইবুড়ো নই। সুতরাং তোমার সে ভয় নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পার। বলিয়া সুনীল হাসিল। অসীত বলিল "সেই এক ভরসা বটে! কিন্তু বলা যায় কি! জানতো চাণক্য বলেছেন—"

বাধা দিয়া সুনীল বলিল আঃ, থাম্ আর তোর শ্লোক আওড়াতে হবে না। হাসিতে হাসিতে অসীত বলিল, "কেন এত মেঘদূত নয় যে বাদলার দিনে শুনলে বিরহ চেগে উঠবে!" সুনীল এবার গম্ভীর হইয়া বলিল "ভদ্রলোক বন্ধু করেন তাই মিশি। নইলে আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?"

অসীত বলিল ওর ঐ যদুটাকেই বেশী ভয় করি। অনেক দিন আছি এখানে, অনেককেই চিনি! গৌরীশঙ্করের সব ধারা কারাই কেমন সন্দেহজনক! লোকটা যেন ফেরারী আসামীর মত সব দিক্ এড়িয়ে চলে। বাড়ী কোথায় তা প্রাণ গেলেও প্রকাশ করে না।

"তা হোগ্‌গে! আমি তো আর ওর মেয়েকে বিয়ে কত্তে যাচ্ছি না! ওর বংশ পরিচয়ে আমার দরকার কি ?" সুনীল মুখে এ কথাটা বলিল বটে, কিন্তু তার মুখের উপর যেন কেমন একটা বিষণ্ণতার ছায়াপাত হইল। সে টুকুও অসীতের দৃষ্টি এড়াইল না। কিছুক্ষণ গল্প স্বল্প করিয়া অসীত উঠিয়া

পড়িল। যাইবার সময় সুনীলকে ডাকিল, বলিল "চ না, আমাদের ওখানে মা খীচুড়ি রাধবেন, খাবি! তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলে দিলেন।" সুনীল স্বীকৃত হইল না। বলিল "মাকে বলিস্ আর একদিন তখন গিয়ে খাব। আজ শরীরটে ভাল নেই—বড্ড সর্দ্দি কাশী করেচে। জলে ভিজবে ভিজতে এই ঠাণ্ডায় এতটা পথ গিয়ে কি শেষ জ্বরে আবার পোড়ব।"

অসীত আর পীড়াপীড়ি করিল না। চলিয়া গেল। অসীত চলিয়া যাইবার ঠিক পরেই গৌরীশঙ্কর বাবু দেখা দিলেন। সুনীল তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাল হইয়া বসিয়া বলিল, আসুন, বসুন।

সহাস্তে গৌরীশঙ্কর বাবু বলিলেন "নাঃ! এখন আর বসবো না। একবার বাজারের দিকে যেতে হবে। আপনার আজ আমার ওখানে জল খাবার নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যার পর খাওয়া চাই। বুঝলেন!" বলিয়াই তিনি সুনীলের আর কোনও কথার অবকাশ না দিয়াই যেমন আসিয়াছিলেন অমনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। সুনীল বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে কি না? এই মাত্র অসীতের মায়ের সাদর নিমন্ত্রণ সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, গৌরীশঙ্কর বাবুর বাড়ীতে আবার তবে কি বলিয়া যাইবে? অসীত জানিতে পারিলে কি মনে করিবে? একে তো সে গৌরীশঙ্কর বাবুর উপর হাড়ে চটা। একবার ভাবিল—না যাওয়া হইবে না! কিন্তু পরক্ষণেই মনে করিল এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া তো গৌরীশঙ্কর বাবুকে কোন কথা বলা হইল না? তবে হঠাৎ কেমন করিয়া এ রকম ভদ্রতার নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিবে? গৌরীশঙ্কর বাবু আগা গোড়া যে রকম যত্ন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনে কোনও রকম কষ্ট দেওয়া সে ভদ্রতার সীমা বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করিল। সুতরাং যাওয়াই স্থির হইল। সন্ধ্যার পরেই গৌরীশঙ্কর বাবুর ভৃত্য লণ্ঠন হস্তে করিয়া সুনীলকে ডাকিতে আসিল। সুনীল না বলিতে পারিল না। কাপড় ছাড়িয়া মাথাটা আচড়াইয়া লইয়া বেশ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া রুমালে একটু "দেলখোষ" মাখাইয়া 'খুসী' হইয়া ভৃত্যের সঙ্গে বিদেশী বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। স্বয়ং গৌরীশঙ্কর বাবু দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুনীল আসিতেই তার হাত ধরিয়া মহা সমাদরে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। কিছু পরে বাড়ীর ভিতর হইতে খাবার ডাক আসিল। গৌরীশঙ্কর বাবু সুনীলকে সঙ্গে করিয়া অন্দর মধ্যে গেলেন। খাবার আয়োজন খুব ভাল রকমই হইয়াছিল। নানান রকম তরকারী, মৎস্ত, মাংস, চপ, ক্যাটলেট ও হরেক রকম মিষ্টান্ন, এত রকম খাদ্য সামগ্রী করা হইয়াছিল যে গরীবের ছেলে সুনীল সে সকলের নাম পর্য্যন্ত কোন দিন শোনে নাই। খাইতে বসিয়া গৌরীশঙ্কর বাবু নিজেই রান্না বান্নার প্রশংসা আরম্ভ করিয়াদিলেন, বলিলেন "এই যে রান্না বান্না খাবার দাবার যা দেখচেন, সব আমার স্ত্রী নিজের হাতে তৈরি করেচেন। খাবার এমন উৎকৃষ্ট তৈরি করতে পারেন যে ময়রাও ওঁর কাছে হারমেনে যায়।" বলিয়া তিনি যেন আপনার রসিকতায় আপনি মুগ্ধ হইয়াই হাসিয়া উঠিলেন। পরে আবার বলিলেন "রান্নাও তেমনি পরিস্কার! দেখুন না একবার খেয়ে।"

সুনীল কি বলিবে কিছু খুঁজিয়া পাইল না "হ্যাঁ, তাইত! তাইত!" করিয়া কোনও রকমে সারিয়া লইল। প্রভা পরিবেশন করিতে লাগিল। সুনীল একবার বলিল, "এ করেচেন কি! কত খাব?"

"কি আর! সামান্ত আয়োজন! খান! খান!" বলিয়া গৌরীশঙ্কর বাবু শিষ্টাচারেরও কোন ত্রুটি করিলেন না।

নীলাম্বরী সাড়ী-পরিহিতা প্রভা কানের দুল দোলাইয়া চুড়ীর ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ করিয়া তড়িৎ গতিতে আনাগোনা ও পরিবেশন করিতেছিল। সুনীল একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল, মেয়েটি কি সুন্দর! এমন রূপ বুঝি আর ত্রিভুবনে নাই! এই মর্ত্ত্য তরুণীটির কাছে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা কোথায় লাগে! কিন্তু দ্বিতীয় বার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিবার তাহার শক্তি হইল না। তার বুকের ভিতরটা দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল। মাথা নীচু করিয়া ঘাড় গুড়াইয়া কোনও রকমে সে খাইতেছিল। আহারের পর গৌরীশঙ্কর বাবু আবার সুনীলকে সঙ্গে করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। সেই ঘরের সেল্‌ফের উপর হইতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল পাড়িলেন, ছিপি খুলিয়া কাচের গ্লাসে সোডাওয়াটার মিশাইয়া পান করিলেন এবং সেইরূপ মিশ্রিত এক গ্লাস সুনীলের দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিলেন "খাও!" আজ এই তিনি প্রথম সুনীলকে 'তুমি' সম্বোধন করিলেন। ক্রোধে, ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায়, সুনীলের অন্তরাত্মা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রুক্ষস্বরে বলিল "মাপ করবেন! আমি ওসব খাই না।" জোর করিয়া গৌরীশঙ্কর বাবু বলিলেন "এসব দেশে বাস করতে গেলে একটু আধটু খেতে হবে হে! খাইনা বল্লে চলবেনা। নইলে শরীর মাটী হয়ে যাবে।"

তেমনি রুক্ষস্বরে সুনীল বলিল "যারা খায়না, তারা এদেশে এসে হয়ে

যায় নাকি ?" মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া গৌরীশঙ্কর বাবু বলিলেন "খায় যে সবাই খায়! শরীর রক্ষের জন্যে ওষুদের মতন একটু আদটু বই তো নয়! এ তো আর মাতলামী করবার জন্যে নয়! এ খাঁটি জিনিষ, খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। নইলে সাহেবেরা খায় ?"

সু। সাহেবদের কথা ছেড়ে দিন! আমরা তো আর সাহেব নই! ওদের হালচাল আচার ব্যবহার কোনটা আমাদের দেশে খাটে ? অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে খালি মানুষ নিজের সর্ব্বনাশ করে বসে। ওরা হোল সমুদ্র পারের লোক!

গৌ। এটাও হচ্চে সমুদ্রপারের দেশ। "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ"! যে দেশে বাস করতে হয় সেই দেশের আব হাওয়ার মতন চলতে হয়! এটা হচ্চে ভারি নোনা দেশ, ব্রাণ্ডি একটু আদটু খেলে শরীরটে বেশ ভালই থাকবে। নইলে বেশী খাটুনী সহ্য হবে না, ব্যারাম হয়ে যেতেও পারে।

সু। অসীত তো খায় না! তার শরীর তো বেশ আছে! তার শরীর তো মাটী হয়ে যায় নি!

গৌ। খায় হে, সবাই খায়! তা ব'লে তোমায় বলবে কি যে খায়! লুকিয়ে চুরিয়ে সবাই খায়! লোকে জানতে পারলেই বলবে "এ্যাঃ! মদ খাচ্চে! নইলে আমি কি তোমার শত্রু হ্যাঃ! যে খাবার জন্যে এত পেড়াপীড়ি কচ্চি দেখইনা একদিন একটু খেয়ে, উপকার টের না পাও নাই খাবে।"

সুনীলের মনে হইতে লাগিল, এখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া গৌরীশঙ্কর বাবুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করে। গৌরীশঙ্করকে আজ তাহার ঠিক আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত একটা বিরাট দৈত্যের মতন মনে হইতে লাগিল। যে সে তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ছি! ছি! যে জীবনে সে যেটাকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, যে মাতালের ছায়া সে কোন দিন স্পর্শ করে নাই, আজ তাহাকেই কিনা সেই মাতাল বানাইবার চেষ্টা! তখন তাহার অসীতের "সাবধান ফাঁদে পা দিওনা!" কথা মনে পড়িয়া গেল। ঠিক কথাই তো অসীত বলিয়াছিল! অসীত তবে গৌরীশঙ্করের নগ্ন মূর্ত্তিটা চেনে! তাই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে গৌরীশঙ্করের নিকট হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল! আর নিজে সে, গৌরীশঙ্করের বাহিরের আবরণ খানা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি তাই আজ তার এই বিপদ! আহা! এ সময় যদি অসীত কাছে থাকিত!

তার হাতটা ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া যাইত তাহা হইলে বড়ই উপকার হইত! সুনীল নিতান্ত ইচ্ছা সত্যেও কিন্তু উঠিয়া পলাইতে সমর্থ হইল না; সঙ্গ দোষের এমনিই আকর্ষণী শক্তি! গৌরীশঙ্করের পীড়া পীড়িতে সুনীল শেষে ব্রাণ্ডির গ্লাসটা ধরিয়া চুমুক দিল। তার পর আর একটু, আরও একটু চলিল। ক্রমশঃ মদের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। প্রভা পানের ডিবা হাতে করিয়া পান দিতে আসিল। গৌরীশঙ্কর বাবু তাহাকে গান করিতে আদেশ করিলেন। প্রভা প্রথমে অস্বীকৃতা হইল; কিন্তু শেষে পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। গৌরীশঙ্কর একটা স্নেহের ধমক দিয়া বলিলেন "আঃ! নে বাপু, সুনীলের কাছে আর তোর লজ্জা করতে হবে না! কেমন গান শিখিয়াচিস্ সুনীল বাবুকে একটা শুনিয়ে দে। এখন লজ্জা লজ্জা ক'রে এ প্রথাটা আমাদের দেশ থেকে উঠে গেছে; সে কালে রাজার মেয়েরাও কিন্তু গান বাজনা করে অতিথির মনোরঞ্জন কোত্ত!" তখন প্রভা তার ছোট হারমনিয়ম বাজাইয়া গাহিতে লাগিল। সুনীল আত্মহারা! একবার মাত্র তার অসীতের সেই সাবধানের বাণী কানে বাজিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তখন আর কে চায় সে নিষেধবাণী শুনিতে! রঙিন নেশায় তখন সে সমস্ত জগৎ খানাকেই রঙিন দেখিতে ছিল। সুনীলের মনে হইতে লাগিল সে যেন নন্দন-কাননে বসিয়া অপ্সরা-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছে। তাহার পর নেশায় ভরপুর হইয়া সুনীল নিজের বাসায় ফিরিল। দরজায় আঘাত করিয়া ভৃত্যকে 'জগা' বলিয়া ডাকিতে গিয়া প্রভা বলিয়া ডাকিয়া ফেলিল। ভৃত্য উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল বটে, কিন্তু প্রভু যে হঠাৎ তার পৈত্রিক 'জগা' নামটা পরিবর্ত্তন করিয়া 'প্রভা' রাখিয়া ফেলিলেন কেন? সে কথার মীমাংসা করিতে সে কিছুতেই সমর্থ হইল না।

৭

সুনীল রাগ করিয়া পয়সার 'ধান্দায়' 'বড়লোক' হইবার আশায় দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীকে তো কোন সংবাদ দিলইনা, মাকে পর্য্যন্ত কোন সংবাদ জানাইল না। এদিকে রোগশীর্ণা দুঃখিনী পুত্রগতপ্রাণা সাবিত্রীদেবী সুনীলের পথ চাহিয়া বুকভরা আশঙ্কা ও উদ্বেগ লইয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন, সুনীলের কোন খবরই পাওয়া গেল না। আজ আসে কাল আসে করিয়া সাবিত্রীদেবী কান খাড়া করিয়া থাকেন। একটু কিছু

বাহিরে শব্দ হইলে অমনি তিনি সানন্দে "কেরে সুনীল এলি?" বলিয়া দরজা খুলিয়া দিতে যান, কিন্তু হায়! কোথায় সুনীল? সুনীল জননীর স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া আকাশগামী মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বেচ্ছার দাস হইয়া বিচরণ করিতেছে। আত্মীয় স্বজন, দেশ ভূঁই কিম্বা চিরদুঃখিনী মার কথা, কিছুই আর তার মনে ছিল না। সে এখন নিজের সুখানুসন্ধানে রত। আর মা এদিকে "সুনীল সুনীল" করিয়া প্রাণ বাহির করিতে লাগিলেন। হায় রে সন্তানের মায়া! অবশেষে সাবিত্রীদেবী আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া দীপ্তিকে একখানা পত্র দিলেন, সে সুনীলের কোন খবর জানে কি না?

শাশুড়ীর চিঠিখানা পাইয়া দীপ্তির তরুণ হৃদয়টাও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। সুনীল এখানে নাই, বাড়ীতেও যায় নাই, তবে গেল কোথায়? এতদিন কেবল অভিমানে তার হৃদয়টা পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এখন মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে প্রবল অভিমানরাশি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহার স্থানে দারুণ উৎকণ্ঠা ও চিন্তার বোঝা চাপিয়া বসিল। দীপ্তি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থা হইয়া জ্যোতির হাতে দিয়া চিঠিখানা মাকে পাঠাইয়া দিল। লজ্জায় শাশুড়ীর চিঠির উত্তরটা আর দীপ্তি দিতে পারিল না। ওদিকে সাবিত্রীদেবী ভাবিলেন, বড়লোকের মেয়ে গর্ব্বিতা বধূ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াই তাঁহার পত্রের উত্তর দিল না। বিজনবাসিনী চিঠিখানা দেবকুমার বাবুকে দেখাইলেন। চিঠি পড়িয়া দেবকুমার বাবুর মুখখানাও আজ চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন সেই পাড়াগেঁয়ে অসভ্য ছেলেটা মায়ের আঁচল ধরিয়া বেড়ায়, মাকে ছাড়িয়া কোথাও সে থাকিতে পারে না। কেননা তিনি যখন তাহাকে বিলেতে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, সে তখন তাঁহার মুখের উপরেই স্পষ্ট বলিয়াছিল যে, আমি বিলেত চলে যাব আর আমার মাকে দেখবে কে? সে জানিত সে ভিন্ন তার মায়ের জগতে আর আপন বলিতে কেউ নাই। কিন্তু দেবকুমার বাবু ইহাকে মায়ের আচল ধরা ছেলে বলিয়া অভিহিত করিতেন। আজ তাঁহার সেই নগণ্য গরীব ছেলেটার জন্য সত্যই মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

বিংশ বার্ষিক অধিবেশন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ শেষ করিয়া উহা গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন—

(উঃ) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সিংহ এম,এ,
(দঃ) „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন,
(বঃ) „ প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার,
(বাঃ) „ কৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মা মজুমদার,

মহাশয়গণ কর্ত্তৃক বার্ষিক কার্য্যবিবরণী অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা।

সভাপতি মহাশয় অতঃপর নূতন সভ্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আহ্বান করেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। কায়স্থ সভার জীবনী আলোচনা করিয়া তিনি সভার জন্মকথা ও সভা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য বিশদভাবে বিবৃত করেন। প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তানকে এই সভার সভ্য হইয়া সভার সংহতি-শক্তি ও জাতীয় পুষ্টি বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করেন। তিনি কায়স্থ জাতিকে স্মরণ করাইয়া দেন—"পর সহ বাদে একশত পঞ্চ ভাই মোরা, জাতি-যুদ্ধে অনুমত; পঞ্চ ভাই তারা, মোরা শত সহোদর।" প্রত্যেকের ব্যক্তি-গত বা শ্রেণীগত অভিমান বা কলহ জাতির কল্যাণে বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে কোন জাতি শক্তিশালী হইতে পারে না—ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ সংরক্ষণে আত্মহারা হইয়া আমরা যেন জাতীয় স্বার্থ বিস্মৃত না হই—জাতীয় জীবনকে দুঃখময় করিয়া না তুলি। আমাদের ভবিষ্যদ্ বংশীয়েরা যেন আমা-দিগকে তাহাদের জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাতকারী বলিয়া অপরাধী করিবার অবকাশ না পায়—জাতীয় শত্রুতাচরণের ঘৃণিত অপবাদ যেন কায়স্থ জাতিকে কলঙ্কিত না করে।" * * *

বক্তা মহাশয় আরো বলেন, বাল্যাবস্থা হইতে যৌবনে পদার্পণ করিতে এই কায়স্থ-সভাকে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, সহস্র ঠাট্টা বিদ্রূপ শ্লেষ কটূক্তি ও গুরুপুরোহিতের অভিসম্পাৎ অঙ্গের ভূষণ করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধাচরণ, ক্ষমতাপন্ন ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির রক্ত চক্ষু, কৌলীন্য ও আভিজাত্যাভিমান, স্বজাতি স্ববন্ধু সগোত্র ও সপিণ্ডের অসহযোগিতা, উচ্চবিচারালয়ের অবৈধ ও অপমান জনক রায় এবং সর্ব্বোপরি স্বার্থসিদ্ধি ও উদরপূর্ত্তিপরায়ণ সজাতি ভ্রাতার জাতি-দ্রোহিতা এবং এবম্বিধ আরও কত শত উত্তাল তরঙ্গমালার বিপদসঙ্কুল আবর্ত্তের মধ্য দিয়া কায়স্থ জাতির এই মুক্তির তরণী কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন জ্যোতির্ব্বত্তের—"বরেণ্য ভর্গের" অনুসন্ধানে চলিয়াছে। এক দিন নয় দুই দিন নয় মাসের পর মাস এবং বর্ষের পর বর্ষ অতিক্রম করিয়া এই ভাবে কায়স্থ সভা এক শতাব্দীর পঞ্চমাংশ কাল আজ অতিক্রম করিল। * *

বিংশ বর্ষ কাল, কায়স্থ সভা প্রতি বর্ষে বঙ্গের সহরে নগরে আত্মবিস্মৃত কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব পরিচয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—সভার স্বেচ্ছাসেবক এবং প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে ও কায়স্থের দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে ও উপেক্ষিত হইয়াও জাতির মুক্তিমন্ত্র গাইয়া বেড়াইতেছেন—নিপীড়িত উপবীতী দরিদ্র কায়স্থ-সন্তানগণ মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ করিতেছেন এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিতে না পারিয়া অবমানকর জীবন যাপন করিতেছেন, জাতীয় শত্রুতাচরণ ও স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা সভাকে অপদস্থ ও নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং জাতীয় জীবনের একমাত্র সূত্র—যজ্ঞসূত্র ধারণ ও দ্বিজাচার পালনের সদিচ্ছার অভাব কায়স্থ জাতিকে অবসাদগ্রস্ত করিয়াছে। সমাজ সর্ব্বনাশকর অবৈধ, অযৌক্তিক এবং অস্বাস্থ্যকর দেশাচারের দাসত্ব ধর্ম্মের নামে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব অপহরণ করিয়াছে—পরমুখাপেক্ষী হইয়া কায়স্থ জাতি আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছে। পরের মুখে মন্ত্র পড়িয়া ও পরের কর্ণে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া এবং পরের নির্দ্দেশ ও অনুজ্ঞামত ক্ষত্রিয়ত্বের অপমানজনক যুক্তিহীন বিধি নিষেধ মানিয়া কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়ত্বে তথা মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছে।

অতঃপর বক্তা মহাশয় কায়স্থ জাতির অতীত গৌরবের এক করুণ ইতিহাস বহু দৃষ্টান্ত ও ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে সমাগত সজাতিবৃন্দের মানসনেত্রের সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে ধারণ করেন এবং সকলকে এই সভার স

হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন—আপনারা সকলে এই জাতীয় পরিষদের সদস্য হউন—আত্মীয়বন্ধুগণকে এই প্রতিষ্ঠানের সহায়ক করুন—সকলে এই সভার সভ্য হইয়া জাতির সেবক হউন—সভার উদ্দেশ্য প্রচারে সহায় হউন ও জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করুন। প্রত্যেক কায়স্থ-সংসার এই কায়স্থ-সভার দুর্ভেদ্যদুর্গে পরিণত হইয়া বিজয়ী পতাকা উড়াইয়া দেশ দেশান্তরে যাহাতে কায়স্থের জাতীয় যুদ্ধের বিজয় বারতা ঘোষণা করিতে পারে তাহার উদ্যোগ করুন। কায়স্থ নর নারি! আপনারা বিত্ত, বুদ্ধি, জ্ঞান দিয়া, অর্থ, মন, প্রাণ দিয়া এই পার্থিব নশ্বর জগতে অবিনশ্বর অপার্থিব সম্পদের অধিকারী হউন। * * *

কায়স্থ-সভাকে সাধারণের পবিত্র মিলন-মন্দিরে পরিণত করিতে হইবে—কায়স্থ-সভাকে কায়স্থ-জাতির মুক্তির প্রচারিকা রূপে দেখিতে হইবে—কায়স্থ সভাকে কায়স্থ-জীবনের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা করিয়া কায়স্থ-জাতির অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে হইবে। কায়স্থ-সভাকে আমাদের বালক বালিকার শিক্ষার পাঠশালায় আমাদের নর-নারীর দীক্ষার আশ্রমে পরিণত করিতে হইবে, আমাদের ব্যবস্থার টোলে, জাতীয় জীবনের একমাত্র অভ্রান্ত পথ প্রদর্শকরূপে বজায় রাখিতে হইবে। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন আমরা কায়স্থ-সভার এই পবিত্র চন্দ্রাতপ-তলে সকলে সমবেত হইয়া আমাদের জাতির মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করি। * * *

কায়স্থ-বালক ও যুবকগণ! তোমরাই এ জাতির আশা ভরসা—তোমরা এই জাতীয় যুদ্ধের শান্তিসেনা—তোমাদেরই হাতে এ জাতির অদৃষ্ট-পরীক্ষা আসিতেছে। দেখিও যেন জাতির পবিত্র সম্মান তোমাদের হাতে নষ্ট না হয়—তোমাদের দ্বারা যেন জাতির পবিত্র নাম কলুষিত না হয়। কায়স্থের গৌরবময় অতীত যেন তোমাদের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া উঠে—কয়েক শতাব্দীর অবসাদ এবং আত্মবিস্মৃতি যেন তোমাদের চিত্তচাঞ্চল্য আনিয়া পরাভূত করিতে সমর্থ না হয়। * * *

কায়স্থ জননী ও ভগিনীগণ! তোমরাই এ জাতির জীবনীশক্তি—তোমাদেরই প্রভাব কায়স্থ-সন্তান সর্ব্বাগ্রেই পাইয়া থাকে—স্তন্যপীযূষের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সন্তানকে ক্ষাত্রধর্ম্মামৃত পান করাইতে বিস্মৃত হইওনা—জাতির ভাগ্য ও দেশের ভবিষ্যৎ তোমার সন্তানের উপরই নির্ভর করিতেছে; সমাজ, দেশ এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিবার প্রথম অধিকার তাদেরই। আর কত ঘুমাইবে? জাগো মা! নিদ্রিতা কায়স্থ-শক্তি! জাগ্রত হও। * * *

উপসংহারে বক্তা মহাশয় বলেন—যদি রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব শুধু বলিতে বলিতে লোকে মুক্তি পাইবার আশা করে, তবে কায়স্থ কায়স্থ করিতে করিতেও তোমার কায়স্থিত শুদ্ধ-চৈতন্য জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তোমার মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে—তুমি আপনাতে আপনি তৃপ্ত হইবে, তুমি আপনাতে আপনাকে দেখিতে পাইবে, তুমি মুক্ত হইবে।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ" গীতা

* * *

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥" গীতা

* * *

যদি জপ তপদ্বারা সমাধি লাভ হয় তবে অনন্য কায়স্থচিন্তাও তোমার সমাধি আনয়ন করিতে পারিবে, তোমার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত করিয়া রাখিবে—তুমি "ব্রাহ্মীস্থিতিঃ"তে অবস্থান করিতে পারিবে। যে "স্থিতিঃ" হইতে তোমার পতনের সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি সত্যের উপাসনা করিলে ভগবানের উপাসনা করা হয়, তবে কায়স্থ জাতিকে তার সত্যধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টাও সেই "সত্যময়" "সত্যস্বরূপের" উপাসনা জানিও। যদি ভগবান্ "আনন্দময়" হন, তবে কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া যদি তুমি "সদানন্দ" হইতে পারো "সন্তুষ্ট" হইতে পারো তবে সাক্ষাৎ "আনন্দময়" তোমার আনন্দময় করিয়া রাখিবেন। আ যদি নারায়ণ পতিতপাবন হন, তবে এই হাজার বৎসরের পতিত জাতির ভবিষ্য পতনের পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টাতেও পতিতপাবন নারায়ণের করুণাশীর্ব্বা অবশ্যই তোমার মস্তকে বর্ষিত হইবে, তুমি ধন্য ও পুণ্য হইবে। শুধু ফুল তুলসী গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র মাল্‌পো মোণ্ডা নৈবেদ্য দিলেই দেবতার পূজা হয় না—ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না—ঘুস দিয়া ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করা যায় না—ষোড শোপচার বা পঞ্চাশোপচার পূজা দিয়াও হয় না। নিদ্রিত দেবতাদের জাগাইতে হয়, তাহারই নাম যথার্থ পূজা। "যা দেবি সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপে সংস্থিতা" একাগ্র মনে, একপ্রাণে, একধ্যানে ও একভাবে নিঃস্বার্থ হ তুমি যাহাই করোনা কেন তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহাতেই মু পাইবে। * * *

মরণকে জয় করিতে, দেহকে ছেঁড়া কাপড়ের মত বর্জ্জন করিতে ভগবান্ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "বাসাংসি জীর্ণানি ইত্যাদি" কিন্তু আ

কায়স্থ-জাতি আমরা জন্ম-অমর—আমাদের মৃত্যু নাই; স্বয়ং মৃত্যুই যে আমাদের পিতা—আমরা যে চিত্রগুপ্ত-যমের সন্তান—আমরা প্রত্যেকে এক এক জন মহাকালি-পুত্র এক এক জন জীবন্ত মৃত্যু—তবে আর আমাদের ভয় কিসের? * * *

কায়স্থ-কথা আমার বাল্যের ক্রীড়ার সামগ্রী! কায়স্থ-সভা আমার যৌবনের সংসার-আশ্রম! কায়স্থ-কুটীর আমার সাধনার পীঠস্থান। কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচার আমার জীবনের ব্রত! কায়স্থ—কায়স্থ—আমার জাগ্রতের চিন্তা, কায়স্থ—কায়স্থ—আমার নিদ্রার স্বপ্ন, আমার অস্তিমের শয্যা, মরণের শান্তি, শ্মশানের চিতাগ্নি॥

অতঃপর অগ্নিহোত্রি-মহাশয় নিম্নলিখিত সজাতি ভ্রাতৃগণকে সভার সভ্য মনোনয়নের প্রস্তাব করেন:—

প্রস্তাবক-শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী (প্রচারক)
সমর্থক— „ গণপতি বিস্তারত্ন।

নূতন সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক), ২। কালীকৃষ্ণ দত্ত 'লক্ষ্মীনিবাস', ৩। সুবোধচন্দ্র সরকার এম বি, ৪। রজনীকান্ত মিত্র বর্ম্মা, ৫। শ্যামাশঙ্কর মজুমদার বর্ম্মা বি-এ, ৬। কুঞ্জবিহারী বসু বর্ম্মা বি-এল, ৭। অঘোরনাথ গুহ রায় বর্ম্মা বি-এল, ৮। রামগোবিন্দ দাস জমিদার, ৯। যতীন্দ্রমোহন বসু জমিদার, ১০। রেবতীমোহন দেব বর্ম্মা, ১১। চারুচন্দ্র কর বি,এল, ১২। নরেশ চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ১৩। দুর্গাচরণ পাল, ১৪। গঙ্গাচরণ পাল বি-এ, ১৫। বামাচরণ পাল বর্ম্মা, ১৬। হরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ১৭। নলিনীকান্ত মিত্র বর্ম্মা, ১৮। সতীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা, ১৯। অবিনাশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, ২০। সত্যেন্দ্রনারায়ণ গুহরায় বর্ম্মা, ২১। বিশ্বেশ্বর বসু, ২২। কেদারনাথ দত্ত, ২৩। জ্ঞানচন্দ্র কর বর্ম্মা, ২৪। প্রসন্নকুমার দাস, ২৫। হৃদয়নাথ সরকার, ২৬। শ্রীশচন্দ্র সরকার, ২৭। কিশোরীমোহন নাগ রায় বি এল, ২৮। হেমন্তকুমার ঘোষ বর্ম্মা, ২৯। শরচ্চন্দ্র সেন বর্ম্মা, ৩০। রসিকলাল সরকার, ৩১। সুধীরচন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা খাসনবিশ বি-এ, ৩২। নলিনীকান্ত সরকার বর্ম্মা, ৩৩। পঞ্চানন মিত্র বর্ম্মা, ৩৪। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ৩৫। নকুলচন্দ্র বসু, ৩৬। অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, ৩৭। দ্বিজেশচন্দ্র দেব সরকার, ৩৮। কালীকুমার ঘোষ, ৩৯। শশিভূষণ ঘোষ, ৪০।

রসিকলাল বসু, ৪১। হরিচরণ বসু, ৪২। মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৪৩। সুরেন্দ্রনা
ঘোষ, ৪৪। রাখালদাস বসু, ৪৫। ব্রজনাথ মিত্র, ৪৬। হরিনাথ মজুমদা
উকিল, ৪৭ পুলীনবিহারী মিত্র, ৪৮। দেবেন্দ্রনাথ সেন, ৪৯। রবীন্দ্রনাথ দা
৫০। হরিনাথ গুঁই চৌধুরী, ৫১। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৫২। সুরেন্দ্রনাথ দে
৫৩। মনীন্দ্রনাথ দেব, ৫৪। কেশবলাল সিংহ, ৫৫। হরিচরণ বিশ্বাস, ৫৬
যামিনীভূষণ দত্ত, ৫৭। সতীশচন্দ্র বসু মোক্তার, ৫৮। প্রিয়নাথ সিংহ চৌধুরী
৫৯। রমেশচন্দ্র নন্দী, ৬০। শ্রীশচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী, ৬১। বিধুভূষণ দাস, ৬২
বামাচরণ বসু, ৬৩। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, ৬৪। প্রসন্নকুমার রুদ্র, ৬৫। প্রভা
চন্দ্র বসু, ৬৬। হৃষীকেশ ভদ্র, ৬৭। ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, ৬৮। অমৃতলাল ব
৬৯। সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, ৭০। চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস, ৭১। উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র, ৭২
রসিকলাল চন্দ্র, ৭৩। রমণীমোহন চৌধুরী। ৭৪। হেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগ

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে কুচবিহার ও নিকটবর্ত্ত
স্থান সমূহের সভ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সুবিধা মত কায়স্থসভাকে জানাইবেন।

* * *

সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণ
মহাশয় সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকায় সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই
তাঁহার সুচিন্তিত এবং সুলিখিত সারগর্ভ বক্তব্য পাঠ করিবার জন্য সভাপ
মহাশয় শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে আহ্বান করেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের লিখিত (কোচবিহারের প্রাচীন কায়স্থসমাজ সম্বন্ধে) মন্তব্য।

সভাপতি মহাশয় ও সমবেত স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! কায়স্থ-সভার জন্ম হই
এই একবিংশ বর্ষ কায়স্থ-সভার সেবা করিয়া আসিতেছি। প্রথম বার্ষিক অ
বেশন হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বার্ষিক মহাসভায় যোগদান করিয়া কৃতার্থ ও
হইয়াছি! দুই বর্ষের অধিককাল বিশেষভাবে পীড়িত থাকিলেও চিকিৎসক
নিষেধ সত্ত্বেও ভগ্নহৃদয়ে রুগ্নশরীরে নড়াইল ও পাইকপাড়ার মহাসভায় উপস্থি
হইয়াছি; কিন্তু এবার গ্রহবৈগুণ্যে নিয়তির গুরুতর বিড়ম্বনায় কোচবিহারে
মহাসভায় যোগদান করিতে পারিলাম না। আজ আপনাদের নিকট উপস্থি
হইতে না পারিয়া কিরূপ মর্ম্মাহত ও মানসিক বেদনা অনুভব করিতেছি, তা
অন্তর্যামী ভগবান্‌ই জানেন। আজ কোচবিহারের ন্যায় সুপ্রাচীন কায়স্থ-কে

উপস্থিত হইয়া কায়স্থ-সমাজকে আমাদের অতীত গৌরবের অনেক কথা জানাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধাতা আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন না।

হৃদ্‌রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল হৃদয়ে মনের আবেগে কএকটী কথা আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। কোচবিহারে এই মহাসভা আহ্বান সম্বন্ধে কলিকাতা-বাসী অনেক সজ্জনই বিরোধী ছিলেন। তাহার প্রধান কারণ কোচবিহার রাজ্য যে একটী প্রাচীন কায়স্থ-কেন্দ্র—কায়স্থাভ্যুদয়ের গৌরবজনক অনেক অতীত স্মৃতি-বিজড়িত, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। কোচবিহারের মহাসভায় সেই অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিবার জন্যই কোচবিহারে এই মহাসভার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। আপনাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট এখানে মহাসভা আহ্বান করিবার জন্য আমিই প্রথমে আবেদন করি। তিনি কোচবিহারবাসী কায়স্থ মহোদয়গণের সহিত আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই কোচবিহার রাজ্য পুরাণ, তন্ত্র ও কুলগ্রন্থে কবচ, কুবচ, কুবাচ, কুবঞ্চ ও কোচ দেশ নামে পরিচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন তাম্রশাসনে ও রাঢ়ের ধর্ম্মমঙ্গল সমূহে, এখানকার প্রাচীন রাজধানী কামরূপপুর বা কাঙ্গুর এবং মুসলমান ইতিহাসে কাঙ্গ্রু নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের 'কাঙ্গুরপালা' অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। গৌড়েশ্বর-প্রেরিত মহাবীর লাউসেন এখানে আসিয়া কাঙ্গুরের রাজা ধলরায় বা কর্পূর ধবলকে বহু কষ্টে পরাজয় করেন। এই ধলরায় নবাবিষ্কৃত ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনে ধবলঘোষ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই ধবলঘোষের পিতা ধূর্ত্ত ঘোষ রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া নিজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে নিজ জন্ম ভূমির নামানুসারে এখানে ঢেকরীরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্য এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা উক্ত ঘোষবংশীয় কায়স্থ-নৃপতির শাসনাধীন ছিল। এই বিস্তৃত জনপদ মুসলমান শাসন-কালে ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলেও 'সরকার ঢেকেরী' নামে পরিচিত ছিল। পুণ্যতোয়া জটোদা (গোঁসানীমারীর নিকট প্রবাহিত অধুনা জরী ধরলা) নদীর তীরে ঘোষবংশের ঢেকরী রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে রাঢ়ীয় ঘোষবংশের বিজয়কীর্ত্তির নিদর্শন ঢেকরী রাজধানীর প্রতিষ্ঠা। তখনও এই স্থান কামরূপপুর, কাঙ্গুর বা কামতা নামে পরিচিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মমঙ্গলের কাঙ্গুরপালায় লাউসেনের সহিত ধলরায়ের যুদ্ধ প্রসঙ্গ আছে। লাউসেন কামতার গড়ে আসিয়া ধলরায়কে পরাজয় করেন

এবং ধলরায়ের কন্যা বীরবালা কলিঙ্গার সহিত লাউসেনের বিবাহ হয়। বৈদি আচারে সেই বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সকল ধর্ম্মমঙ্গলেই তাহা বর্ণি হইয়াছে। বর্ত্তমান কোচবিহার-রাজধানী হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চি গোসানীমারী নামক দেবীর পীঠ স্থান বর্ত্তমান। তথায় কামতাগড়ের বিশা ধ্বংশাবশেষ রহিয়াছে। পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, এই কামতাগড়ে ঘোষবংশে ঢেক্করী রাজধানী বিরাজিত ছিল। কামতাগড়ের বিশাল কীর্ত্তি এখন ক কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। কেহ কেহ আধুনিক কিম্বদন্তীর উপর নির্ভ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-শতাব্দীর সমসাময়িক কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন কিন্তু ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন ও ধর্ম্মমঙ্গল সমূহের কাঙ্গুরপালা আলোচ করিলে উহা যে কায়স্থ ঘোষবংশের কীর্ত্তি তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকি না। আমার রাজন্যকাণ্ড ও নূতন গ্রন্থ কামরূপের সামাজিক ইতিহাসে সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আপন দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে ইচ্ছা করি না।

মহাবীর লাউসেনের শ্বশুর ধলরায় বা ধবলঘোষ এবং তৎপুত্র ঈশ্বরঘো কিরূপ পরাক্রমশালী, রাজনীতিবিশারদ এবং কিরূপ সুনিয়মে নানা বিভাগ কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্য শাসন করিতেন, ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন হইতে তা পরিস্ফুট হইয়াছে। মেচরাজ ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভা বৃদ্ধ কায়স্থ নৃপতি ঈশ্বরঘোষকে পরাজিত ও তাঁহার ঢেক্করী রাজধানী অধিক করিয়া ঢেক্করী নামের পরিবর্ত্তে কামরূপপুর নামে এখানে স্বীয় রাজধানী করি ছিলেন। সেই কামরূপপুরের অপভ্রংশে 'কাঙ্গুর' নাম প্রচলিত হইয়াছি মেচবংশ এখানে বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই, তৎপরে এখানে কা দাসবংশের অভ্যুদয় ঘটে। বারেন্দ্র কায়স্থদিগের ঢাকুর-গ্রন্থে এই দাস-ব কুবচ বা কুবঞ্চের অধিপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই দাসবংশর নৃপতি নরদাস ঠাকুর পিতৃরাজ্য কুবচ হারাইয়া বর্ত্তমান বগুড়া জেলাস্থ মহাস্থ গড়ে আসিয়া বাস করেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে দুর্লভ নারায়ণ নামক এক ক্ষণ নৃপতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। আসাম-বুরঞ্জি বা প্রাচীন ইতিহাসে কমতেশ্বর বা কামতাপুরের রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি গৌড়ের কায়স্থ নৃপতি ধর্ম্মনারায়ণের নিকট হইতে নিজ রাজ্যে শাসনশৃঙ্খলা করিবার জন্য গৌড়বাসী ৭ জন রাজনীতিবিশারদ কায়স্থকে আনাইয়া ছি উক্ত ৭ জন কায়স্থ এবং পরে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী আরও কয়েক ঘর কা

ও কামরূপ রাজ্যে বারভুঁঞা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই কায়স্থবীর বারভুঁঞা ও তাঁহাদের বংশধরগণ কামরূপ প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া অদ্যাপি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়া পরে গৃহবিবাদ ও জাতিদ্রোহের কারণ বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের হস্তে পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। সেই গৌড়াগত ভূঁঞা কায়স্থ-বংশধরগণ অদ্যাপি কোচবিহার ও আসামের কায়স্থ-সমাজে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত।

যে ৭ ঘর ভূঞা কায়স্থ কমতেশ্বর দুর্লভনারায়ণের সভায় আহূত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীবরদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা শিরোমণি ভূঞা নামে আখ্যাত। এই চণ্ডীবরের প্রপৌত্রের পুত্র হইতেছেন কায়স্থাবতার শ্রীশঙ্করদেব। আসামের বৈষ্ণব-সমাজে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সেই শঙ্করদেবকে ভগবান্ বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই কোচবিহার-রাজ্যে 'কাগজকুঠা' নামক স্থানে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব দেহ ত্যাগ করেন, সুতরাং এই স্থান কায়স্থজাতির প্রধান পুণ্যধাম বলিয়া গণ্য।

উক্ত চণ্ডীবরদেবের সঙ্গী কায়স্থপ্রবর কৃষ্ণ ভূঞার প্রপৌত্রের পুত্র হইতেছেন মহাপুরুষ মাধবদেব। চরিতগ্রন্থে তিনি শ্রীশঙ্করদেবের দক্ষিণহস্ত বলিয়া পরিচিত। এই মাধবদেবের উদ্যোগে ও তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টায় এই কোচবিহার হইতে আসামের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত শত শত ধর্ম্ম সত্র প্রতিষ্ঠিত হইয় কায়স্থ-গৌরব ঘোষণা করিতেছে। পূর্ব্বতন ভূঞা-কায়স্থ-বংশ ভৌমিকত্ব বা রাজকীয় প্রভাব হারাইলেও তাঁহাদের বংশধরগণ উক্ত শত শত সত্রে অধিকারী বা মোহন্তরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কামরূপের বৈষ্ণব-সমাজে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। ঐ সকল কায়স্থ অধিকারী বা মোহন্তগণের নিকট আজও ব্রাহ্মণ হইতে অতি হীন জাতি সহস্র সহস্র লোক 'শরণ' লইতেছেন বা দীক্ষিত হইতেছেন।

মহারাজ বিশ্বসিংহের হস্তে কায়স্থ বারভূঞা-সমাজ বিধ্বস্ত হইলে তাঁহাদের বংশধর ও জ্ঞাতি কুটুম্বগণ প্রাণভয়ে আসামের পূর্ব্বাংশে অহোম্-রাজগণের অধিকারে পলাইয়া যান, কিন্তু সেখানেও তাঁহারা নিরাপদ বা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অল্পদিন পরেই অহোম্গণের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মানসম্ভ্রম রক্ষার্থ পুনরায় কোচবিহাররাজের অধিকারে চলিয়া আসেন। এ সময়ে রাজা বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ কামতা বা কোচ রাজ্যের অধীশ্বর

এবং তাঁহার অনুজ শুক্লধ্বজ বা চিলারায় তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ও রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ-রচিত কোচরাজবংশাবলী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—ভূঞা-কায়স্থগণের বংশধর চৌদ্দজন কায়স্থ চিলারায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন ও আপনাদের দুঃখের কাহিনী তাঁহার নিকটে নিবেদন করেন। চিলারায় নিজে গুণগ্রাহী, সুপণ্ডিত ও মহাযোদ্ধা ছিলেন। তিনি গুণী ও সম্মানিত ব্যক্তির উপযুক্ত সমাদর করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মহারাজ নর-নারায়ণ তাম্রশাসন দ্বারা উক্ত চৌদ্দজনকে কামরূপ অঞ্চলে ভূমিবৃত্তি দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা কিছুদিন নিরাপদে পরম সুখে রাজকীয় প্রভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক পুরুষ পরেই কামরূপে মোগল অধিকার বিস্তৃত হইল। মুসলমানের অত্যাচারে উক্ত চৌদ্দ ঘর কায়স্থের বংশধরগণ সর্ব্বস্ব হারাইয়া প্রথমতঃ প্রাণরক্ষার্থ নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন, পরে তাঁহাদের মধ্যে এগার ঘর অতি কষ্টে এই কোচবিহার নগরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ রূপনারায়ণের সভায় আগমন করেন। তাঁহারা মহারাজ রূপ-নারায়ণের নিকট তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দান, মহারাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক তাম্রশাসন দান প্রসঙ্গ এবং আপনাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। রূপনারায়ণ তাঁহাদের পরিচয়শ্রবণে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং আপনার পূর্ব্বপুরুষপ্রদত্ত তাম্রশাসন বাহির করিয়া তদৃষ্টে নূতন তাম্রশাসন পাল্টাইয়া উক্ত ১১জনকে ভূমিবৃত্তি দিয়া কোচবিহার রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই ১১ ঘরের মধ্যে কয়েক ঘরের বংশ লোপ ঘটিয়াছে। কয়েক ঘরের বংশধর আজও রাজসরকার হইতে ভূমিবৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

মহারাজ নরনারায়ণের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কোচবিহার-রাজবংশ কায়স্থগণকে কিরূপ সম্মান দান করিয়া আসিতেছেন, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহারাজ নরনারায়ণ বর্ত্তমান গৌরীপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ কায়স্থ পণ্ডিত কবীন্দ্র পয়োনিধি দাসকে আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কোচবিহারের ইতিহাস এবং আসামের প্রাচীন বুরঞ্জিসমূহে তিনি 'কবীন্দ্র পাত্র' নামে সুপরিচিত। মহাবীর চিলারায় সমগ্র আসাম, মণিপুর, কাছাড় এমন কি ত্রিপুরা পর্য্যন্ত জয় করেন। সেই দিগ্‌বিজয়কালে কবীন্দ্রপাত্র চিলারায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। চিলারায় নিজে প্রধান সেনাপতি হইলেও চারুভূঞার পুত্র কায়স্থবীর মনুরায়কে আপনার প্রধান সেনাপতিপদে

বরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ ও চিলারায় কায়স্থাবতার শ্রীশঙ্কর দেবকে কিরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, যাঁহারা শ্রীশঙ্করজীবনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বিশেষরূপ অবগত আছেন।

উপরে যে কয়েকটী কথা বলিলাম, তাহাতে আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, কোচবিহার-রাজ্য কায়স্থজাতির সম্মানের, গৌরবের ও অতীত কীর্ত্তির পরিচায়ক। আজ যাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় কায়স্থ জাতির এই পুণ্যক্ষেত্রে এই মহাসভা আহূত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই কায়স্থ জাতির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এক্ষণে কায়স্থ-সভার কার্য্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে,—গত বার্ষিক মহাসভার পর রুগ্ন শরীরেও আমি সভার কার্য্য পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। তৎকালে অপরাপর সম্পাদকগণের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাইব আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরূপ পাই নাই। এ কারণ আমার অসুস্থতা বৃদ্ধির সহিত কার্য্যভার পরিচালনে অক্ষম হইলে সভার অনেক কার্য্যই আশানুরূপ শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় নাই। গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহনির্ম্মাণাদির জন্য চিত্রগুপ্তভাণ্ডারে প্রায় ১৭০০০৲ সতর হাজার টাকা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। আমার অসুস্থতার সহিত উপযুক্ত তাগাদার অভাবে ঐ টাকা আদায়ের বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশ মত চেষ্টা করিলে এবার প্রচার-ভাণ্ডারে অনেক টাকা আদায় হইত; মাত্র ২০৫৲ টাকা আদায় হইয়াছে, কিন্তু সভার তহবিল হইতে ৬৮৫৷৷/১০ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আমার পীড়াবৃদ্ধির কারণ প্রচার-ভাণ্ডারে উপযুক্তরূপ টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হয় নাই। উপযুক্ত চেষ্টা হইলে সভার তহবিল হইতে অতিরিক্ত ব্যয় হইত না। আজকাল কায়স্থসভার প্রতিযোগী বা বিরুদ্ধ দল কায়স্থ-সভার বিশেষ অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেও কতিপয় সভ্য সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। বিরুদ্ধাচরণের ফলে সভার প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য অনেক বৃথা সময় নষ্ট হওয়ায় সভার আবশ্যকীয় কার্য্যেও যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আমার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। কায়স্থসভাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। একুশ বর্ষ কাল ইহার সেবা করিয়া আসিতেছি। ইহার অনিষ্ট হইলে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগে, সেই জন্য আপনাদের সমক্ষে এই কয়েকটী কথা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলাম। আমার করজোড়ে আপনাদের নিকট প্রার্থনা—আমাদের এই কায়স্থ-সভা রক্ষার জন্য, আমাদের জাতীয় সম্মানের

প্রতিষ্ঠান বজায় রাখিবার জন্য, উপযুক্ত স্থায়ী ভাণ্ডার ও উপযুক্ত সভাগৃহ নির্ম্মা-নার্থ কায়স্থ-মাত্রেই এই সভার সভ্যপদ গ্রহণ পূর্ব্বক এই জাতীয় সভার পুষ্টি সাধনে মনোযোগী হউন। মা জগদম্বার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে শেষ নিবেদন করিতেছি এই অধম কায়স্থ সন্তানের যেন চিরপোষিত এই বাসনা তিনি পূর্ণ করেন।

অতঃপর ১৫ মিনিট বিশ্রামের পর প্রতিনিধি, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও উপস্থিত স্বজাতি মহোদয়গণের মধ্যে ৩০ জনকে লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠিত এবং তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল প্রস্তাবগুলির আলোচনা হয়। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় প্রথম দিনের সভার কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের কার্য্য

৪ঠা বৈশাখ সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা অদ্যকার সভায় অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। সুসজ্জিত হল এবং দরদালান প্রভৃতি স্থান জনমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর পূর্ব্বদিনের ন্যায় অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে কতিপয় কায়স্থ-বালক কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী বিশুদ্ধ সুরতানলয়ে গীত হয়।

বড় আনন্দ উদয়।
বহুদিনে বন্ধুজনে আইল আলয়॥
সমাজের হিত করিতে সাধিত
বঙ্গের কায়স্থচয়।
আত্মীয় স্বজনে প্রেমের মিলনে
মহামহোৎসবময়॥
স্মরি নারায়ণ হয়ে একমন
চাহি স্বজাতির জয়।
প্রসাদে তাঁহার যেন সবাকার
মন-সাধ পূর্ণ হয়॥

অতঃপর প্রস্তাবসমূহের আলোচনা আরম্ভ হয় এবং যথাক্রমে ১৪টী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১ম প্রস্তাব—কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক উপনয়ন সংস্কার, "দেবী" ও "বর্ম্মা" উপাধি ব্যবহার, ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পাদনের বিশেষ আবশ্যকতা সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা সমর্থন করিয়া এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই ঐ সকল দ্বিজোচিত ব্যবহার প্রতিপালন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ,
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা,
" " পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি-এ,
সমর্থক— " প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার,
" " উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম-এ।

২য় প্রস্তাব—চারি সমাজের মধ্যে আন্তর্গণিক ও মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ প্রচলন সম্বন্ধীয় যে যে প্রস্তাব এই সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, এই সভা তাহা পুনরায় অনুমোদন করিয়া সভ্যমণ্ডলীকে এতদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ,
অনুমোদক— " কৃষ্ণচরণ বর্ম্মা মজুমদার,
সমর্থক— " যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

৩য় প্রস্তাব—সমাজ-সর্ব্বনাশকর পণ-প্রথার উচ্ছেদ কল্পে এবং বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার অযথা ব্যয়-বাহুল্য নিবারণ-উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া আসিতেছে এই সভা তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছেন, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া কায়স্থ জাতিকে ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কায়স্থ মাত্রকেই সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

৪র্থ প্রস্তাব—এই সভা নিম্নলিপিত সামাজিক নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন :—

(১) শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অনাবশ্যকীয় ও অশাস্ত্রীয় বন্ধু ভোজন পরিহার।

(২) বিবাহাদি কার্য্যে শোভাযাত্রা, বাজিপোড়ান, বহু অপরিচিত ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিয়া ব্যয় বাহুল্যের প্রশ্রয় দান, নিকট আত্মীয় ও বন্ধু ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিমন্ত্রণ না করা।

(৩) পাকা দেখা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় বাহুল্য না করা।

(৪) আয়ুর্ব্বর্দ্ধ্যান্ন, গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস, ফুলশয্যা ও অন্যান্য তত্ত্বে খালার অধিক মিষ্টান্ন প্রেরণ না করা।

(৫) ফুলশয্যাব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বে ১ জোড়া ধুতিচাদর বা শাড়ী ব্যতী মূল্যবান্ কাপড় না দেওয়া।

(৬) যে বিবাহে বর-পণ গ্রহণ করা হইবে সে বিবাহে সভার কোন সভ্য উপস্থিত না হওয়া।

(৭) কন্যাকে সম্পন্ন পিতার শাস্ত্রানুমোদিত বৃত্তি দান করা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত,
অনুমোদক— „ সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী,
„ „ কৃষ্ণচরণ বর্ম্মা মজুমদার,
সমর্থক— „ উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা এম-এ,
„ „ বিজয়চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা,
„ „ সভাপতি মহাশয়।

৫ম প্রস্তাব—কায়স্থ সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালকবালি গণের শিক্ষা-লাভের এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য ক রার জন্য এবং আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, শাস্ত্রগ্রন্থ ও ক জাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক সংরক্ষণ, সভার আফিসের নিয়মিত কার্য্য ও অধিবে প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কলিকাতার কোন সদর ষ্ট্রীটের উপর সভা নির্ম্মাণের জন্য "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তভাণ্ডার" স্থাপিত আছে। এই সভা তদ্ভা সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা কর ছেন। বিশেষতঃ বিবাহাদি সামাজিক কার্য্য উপলক্ষে এই ভাণ্ডারে প্রা কায়স্থকে অবস্থানুরূপ সাহায্য দান করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন,
অনুমোদক— „ বিনয়েন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত লোকনাথ ম

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—এই সভা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত নানাবিধ শিক্ষা, শিল্প-কলাবিদ্যা, এবং সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি ক যাহাতে সকল কায়স্থই এবম্বিধ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে অ করিতেছেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষা ও বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে যাত্রারও সমর্থন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার এম-এ, বি-এল,
অনুমোদক— „ গোবিন্দকিশোর রায়,
সমর্থক— „ মনীন্দ্রনাথ রায় এম-এ, (ইনি একটী সুন্দর ব
করিয়াছিলেন :)

৭ম প্রস্তাব—কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন, সকল কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও সভার আর্থিক অবস্থা অনুসারে স্থায়ী প্রচারক নিযুক্তকরণ ও প্রচার-সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী,
অনুমোদক— „ মাখনলাল ধর বর্ম্মা,
সমর্থক— „ রসিকলাল দেব বর্ম্মা।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রচার-ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অর্থ সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন :—

অর্থ সাহায্য

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ, মাথাভাঙ্গা—৫৲
„ শ্যামাপ্রসন্ন রায়, ঐ —১৲
„ বিজয়চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ইতিনা— ২৲
„ প্যারিলাল ঘোষ বর্ম্মা, ফরিদপুর—১৲
„ শ্রীশচন্দ্র বসু, জলপাইগুড়ি— ৩৲
„ রসিকলাল দেব বর্ম্মা, ফরিদপুর—১০৲ (প্রতিশ্রুতি)

৮ম প্রস্তাব—নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন।

সভার নিয়মাবলির ৫ঔ ধারা মধ্যে একজন সদস্য স্থলে "২ বা ততোধিক সদস্য" হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

৯ম প্রস্তাব—১৩২৯ সালের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ (বজেট) ধার্য্য করা হউক।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

১০ম প্রস্তাব—নিম্নোক্ত রূপে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একবিংশ বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ,
অনুমোদক— „ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ রায়,
সমর্থক— „ মধুসূদন সিংহ বর্ম্মা বি-এ,
„ „ যোগেশচন্দ্র মজুমদার।

(নামগুলি গত বৈশাখের পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।) সভাপতি মহাশয় কায়স্থ-সভার কা: নি: সমিতির একটী শাখা-সমিতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলকে বুঝাইয়া দিয়া প্রস্তাব করেন :—

১১শ প্রস্তাব—কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি বহুল প্রচার, সভা ও সংগ্রহ এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গ হইতে এক একজন উদ্যোগী ও উৎসাহী সভ্য নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধীনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ লইয়া একটী শাখা সমিতি "কর্ম্ম-সম্পাদন-সংঘ" ("Working Committee গঠিত হউক।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়,
আলোচনাকারী—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ।

প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (গত বৈশাখ সংখ্যায় সা প্রস্তাবিত সভ্যগণের নাম প্রকাশিত হইয়াছে।)

১২শ প্রস্তাব—কোচবিহারের অভ্যর্থনা-সমিতি বঙ্গদেশীয় কা সভার বিংশ বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিয়া ও তাহার সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়া যে মহত্ত্ব ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য সভা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১৩শ প্রস্তাব—এই সভা, ব্রাহ্মণগণ, উপস্থিত কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, বর্ষের সম্পাদক, প্রচারক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ও কার্য্য নির্ব্বাহক স অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে ধন্যবাদ করিতেছেন। বিশেষতঃ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্য মহার্ণব মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা স্বত্ত্বেও নানা ভাবে সভার সাহায্য ও ব্যয় হ্রাসের জন্য প্রায় দুইবর্ষ কাল তাঁহার নিজ গৃহে সভার কার্য্যালয় র তাড়িত আলোকের ব্যবস্থা করাতে এবং শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বা তাঁহার ভবনে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের সুব্যবস্থা করায় এই উভয়কে বিশেষভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

১৪শ প্রস্তাব—সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত বি ঘোষ।

আনন্দ ধ্বনিসহ গৃহীত হয়।

মানহানির মোকদ্দমা।

১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "কায়স্থ-পত্রিকার" পঞ্জিতে দেবরাণী ও নহেন্দ্রনাথ গুহ-ভাণ্ডারের ৫০০৲ টাকা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—"কায়স্থ-সভার সামান্য অর্থ ৫০০৲ টাকার জন্য ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শরৎকুমার মিত্র মহাশয় যে কায়স্থ জাতির উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।" এই-রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় শরৎ বাবু সভার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের বিরুদ্ধে কলিকাতার পুলিশকোর্টে মানহানির মামলা উপস্থিত করেন। ফরিয়াদি বলেন, নগেন্দ্র বাবুই কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক, সুতরাং এই মন্তব্যের জন্য তিনিই দায়ী এবং এই মন্তব্যে কায়স্থ-সভার অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ করিয়া ফরিয়াদিকে লোকচক্ষে হেয় করা হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু অসুস্থতানিবন্ধন কোর্টে উপস্থিত হন নাই। তিনি লিখিত জবাবে বলিয়াছেন যে তিনি পত্রিকা-সম্পাদকের পদ কদাচ গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত মন্তব্যের জন্যও দায়ী নহেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে উক্ত ৫০০৲ শত টাকাতে কায়স্থ-সভা সম্পূর্ণরূপে স্বত্ববান্। সুতরাং শরৎ বাবু কায়স্থ-সভার দাবি ও অনুরোধ বারংবার উপেক্ষা করিয়া সেই টাকা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে "কায়স্থ-পত্রিকায়" যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অন্যায় হয় নাই, তাহাতে কোন বিদ্বেষ ভাব নাই, সাধারণের হিতোদ্দেশ্যেই ঐ মন্তব্য লিখিত হইয়াছে।

বিচারক (প্রেসীডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জে. এন. সরকার) অবধারণ করিয়াছেন, পত্রিকার পরিচালন, এবং উল্লিখিত মন্তব্যের জন্য নগেন্দ্র বাবুই দায়ী, কিন্তু ইহা সাধারণের হিতার্থে সমীচীন মন্তব্য, অতএব আসামী নিরপরাধ।

তাঁহার রায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বাদী বলিতেছেন, বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে কাঃ নিঃ সমিতির ১৩২৭।৭ই শ্রাবণের অধিবেশনে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল যে নগেন্দ্র নাথ বসুর নাম সম্পাদকরূপে পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। বাবু বিনোদবিহারী বসু এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়। নগেন্দ্র বাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি কোন আপত্তি করেন নাই। ৯ আশ্বিনের সভায় এই মন্তব্য স্থিরতর (confirmed) হয়। আসামী

পক্ষ দেখাইয়াছেন যে বাবু সরলচন্দ্র ঘোষ-প্রস্তাবিত এই সভার শেষ মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে নগেন্দ্র বাবু অসুস্থতা-নিবন্ধন সম্পাদকীয় কার্য্য গ্রহণ করেন নাই এবং বার্ষিক অধিবেশন ছাড়া পত্রিকা-সম্পাদক নিয়োগ বোধ হয় নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রতিবাদীর বর্ণনাতেও এ কথা আছে। ফরিয়াদি বলিতেছেন এই মন্তব্যটি প্রক্ষিপ্ত। এই পেরার হস্তাক্ষর ঘন ও জড়ান। দুইটী তোলা (erasure) স্পষ্ট দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা এই উক্তি সমর্থিত হয় যে ঐ স্থলে পূর্ব্বে সম্পাদকের নাম ও পদের উল্লেখ ছিল, তাহা তুলিয়া এই মন্তব্য ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দস্তখত পুনরায় নিম্নে লেখা হইয়াছে। এই মন্তব্য যে প্রক্ষিপ্ত তৎপক্ষে আর এক যুক্তি এই যে সভার প্রথম মন্তব্যে পূর্ব্বসভার মন্তব্য (নগেন্দ্র বাবুকে পত্রিকা সম্পাদক নিয়োগের মন্তব্য সহ) স্থিরতর (confirmed) হইয়াছে, আবার এই শেষ মন্তব্যে তাহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এইরূপ পরস্পরবিরোধী মন্তব্য কিরূপে হইতে পারে? এই শেষ মন্তব্য প্রমাণের জন্য সম্পাদক বা সভাপতি বা তথাকথিত প্রস্তাবক কাহাকেও সাক্ষিরূপে উপস্থিত করা হয় নাই। পত্রিকার মাঘ সংখ্যায়, মোকদ্দমা স্থাপনের পরে এই কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে যে মন্তব্যটী প্রক্ষিপ্ত। যাহা হউক মন্তব্য যে যথারীতি পা হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় নাই, সুতরাং আমি ইহার কোন মূ্য আরো স্থির করিতে পারি না। যখন নগেন্দ্র বাবুর সমক্ষে তাহাকে সম্পাদক নিয়োগে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে এবং তিনি আপত্তি করেন নাই, তখন তিনি সম্পাদক প গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই বুঝিতে হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি বলিতেছে তিনি সম্পাদকে কার্য্য গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাহা প্রমাণের জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। মান হানিকর প্রবন্ধসহ পত্রিকার প্রচারও প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে আসামী কার্য্য কোন বর্জ্জিত বিধির অন্তর্ভুক্ত হইবে কিনা তাহাই বিশেষ বিবেচ্য।

সভার কার্য্যবিবরণ উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহা হইতে মহেন্দ্রনাথ গুহে দানের বৃত্তান্ত পাওয়া যাইতেছে, মোট ৫০০৲ টাকা ৩ বারে দেওয়া হইয়াছে ২১।১২।১৩২১ তারিখে ২০০৲, ২৪।৯।১৩২২ তারিখে ১০০৲ মোট ৩০০৲ দেবরাণী গুহ নামে, এবং ৩০।৪।১৩২২ তারিখে ২০০৲ মহেন্দ্র গুহ নামে মুদ্রিত রসিদ বহি (Counterfoil Receipt) হইতে দেখা যায় যে প্রথমে ২০০৲ টাকার ১খানা রসিদ উক্ত ২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল, ১৯১৫) লেখা হয়। বি

তাহাতে টাকার অঙ্ক কাটিয়া ১৲ টাকা করা হইয়াছে এবং তারিখ তুলিয়া ফেলিয়া ৩০শে শ্রাবণ ১৩২২ লেখা হইয়াছে এবং ফরিয়াদির সহি আছে। এইরূপ করার কোন সন্তোষজনক হেতু ফরিয়াদি প্রদর্শন করিতে পারে নাই। আবার পরের ২ কিস্তির টাকার রসিদের counterfoil দেখা যাইতেছে, সুতরাং প্রথম কিস্তির রসিদ না থাকিবার কোন কারণ নাই। যদিও সভার পক্ষেই এই রসিদ দেওয়া হইয়াছে তথাপি সভার কোন বহিতে ১৩২৪ সন পর্য্যন্ত এই টাকা জমা করা হয় নাই। সভার ক্যাশবুকে ১৩২৪ সনেও টাকা জমা করা হয় নাই। "গচ্ছিত টাকার হিসাব" নামক রেজিষ্টার বহিতে উহা জমা হইয়াছে। তাহাতে মহেন্দ্র রায় ও দেবরাণী নামে ২টী হিসাব লেখা হইয়াছে। মহেন্দ্র রায় নামীয় হিসাবের উপরে লিখিত আছে "এই টাকার সুদ হইতে ৩৲ টাকা আমার চাঁদা বাবত নিয়া অবশিষ্ট সুদের টাকা প্রচার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। ইহাই দাতার দানপত্রের মর্ম্ম—২৬।৫।১৩২২ তারিখের কাঃ নিঃ সমিতির 'ছ' মন্তব্য দেখ।" দেবরাণী নামীয় হিসাবের উপরে লিখিত আছে, "এইরূপ নিয়মপত্র আছে যে এই টাকার সুদ হইতে ১৲ টাকা বৎসরে ৺দেবরাণী গুহরায়ের চাঁদা বাবত জমা হইবে, যতকাল কায়স্থ-সভা বর্ত্তমান থাকিবে এবং সুদের অবশিষ্ট আসলে পরিণত হইবে।"

মূল দানপত্র বা নিয়মাবলী বাদী উপস্থিত করিতেছেন না। তিনি বলেন যে দানপত্রের সর্ত্ত অবোধ্য বলিয়া তিনি তাহা দাতাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে উহা দাতাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন—অথবা উহা ফিরাইয়া দিতে কায়স্থ-সভা তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছিল, কাগজপত্রে এমন কোন প্রমাণ দেখা যায় না। মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় নামীয় হিসাবে ১৩২৫ সনের ৮ই বৈশাখ তারিখে টাকার সুদ হইতে দাতার ১৩২২।২৩।২৪ সনের চাঁদা বাবদ ৯৲ টাকা এবং প্রচারার্থে ৩৲ টাকা খরচ লিখিত আছে এবং দেবরাণী গুহ রায় নামীয় হিসাবেও চাঁদা বাবদ ৩৲ খরচ লিখিত আছে। সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে এই সময় পর্য্যন্ত এই টাকা কায়স্থ-সভার সম্পত্তিরূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। ১৩২২ সনের কার্ত্তিক মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় দাতাকে তাঁহার ঐ দানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৩২৩ সনে যশোহরে কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশনে বাদীর স্বাক্ষরযুক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই দান বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এতাবৎ কালের সভার কাগজপত্র, যাহার জন্য বাদী নিজেই দায়ী,

তাহা অভ্রান্তরূপে প্রদর্শন করিতেছে যে এই টাকা কায়স্থ-সভাকেই দান করা হইয়াছিল।

১৩২০ সনের অগ্রহায়ণ মাসের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করা হয় যে মহেন্দ্র নাথ গুহ রায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কল্যাণার্থে ৪০০৲ শত টাকা দান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহাকে বিস্তর ধন্যবাদ দেওয়া হয়। দাতা নিজে সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই ধন্যবাদ গ্রহণ করেন। ইহা হইতেই দাতার উদ্দেশ্য বিচার করা যাইতে পারে। ১৩২৫ সনের ১৫ই আষাঢ়ের সভায় বাদী সর্ব্বপ্রথমে ব্যক্ত করেন যে টাকাটা ব্যক্তিগত ভাবে তাহার নিকট দেওয়া হইয়াছে। বাদী নূতন সম্পাদককে চার্জ বুঝাইয়া দেওয়ার কালে লেজার বহিতে নোট করিলেন যে দাতার আদেশ মতে মহেন্দ্রনাথ গুহরায় ফণ্ডের ২১২৲ টাকা ও দেবরাণী গুহরায় ফণ্ডের ৩৩৩৲ টাকা তাঁহার নিকট রহিল। কিন্তু দাতার এরূপ কোন আদেশ বাদী দেখাইতে পারিতেছেন না। ইহার পরে ৩০-৬-১৯ তারিখের কাঃ নিঃ সমিতির অধিবেশনে তিনি ওজর ধরিলেন যে টাকাটা কায়স্থ-সভার টাকা নহে, এজন্যই তিনি তাহা রাখিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক সভায় এই টাকা সম্বন্ধে বিস্তর বিতণ্ডার পর স্থির হয় যে পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে তাহার মীমাংসা হইবে। ১৩২৭ সনের ৫।৬ আষাঢ় বেলিয়াঘাটাতে পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং তথায় এই বিষয়ে তুমুল আলোচনা হইয়া এই মর্ম্মে মন্তব্য গৃহীত হয় যে দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা কায়স্থ সভার সম্পত্তি, সুতরাং শরৎ বাবু তাহা সভায় প্রত্যর্পণ করুন। ইহাতে বাদী সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া অপর দুইটী লোকের সহিত সভাস্থল ত্যাগ করেন। ইহার পরেও আপোষে টাকা আদায়ের চেষ্টা হয় এবং অনেকেই তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়া বিফল হন। পরে ১৯২১ সনের ৫ জুন তারিখে বার্ষিক অধিবেশনে কাঃ নিঃ সমিতির উপর এই টাকা আদায়ের জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিবার ভার অর্পণ করা হয়। তৎপরে স্মল্ কজ্ কোর্টে টাকার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় বাদীর কথিত মানহানি-জনক মন্তব্য "কায়স্থ-পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়। উপরি-বর্ণিত অবস্থা হইতে দেখা যাইতেছে যে বাদীর ব্যবহার ন্যায়ানুমোদিত হয় নাই। বাদী কোন সঙ্গত কারণ ব্যতীত হঠাৎ মূর্ত্তি বদলাইয়াছেন (has changed his front

এবং তাহার তিনি এই কৈফিয়ত দিয়াছেন যে দাতা বরাবরই সভাকে টাকা দিতে নারাজ ছিলেন এবং তিনি (বাদী)ই কেবল টাকাটাকে সভার টাকা রূপে ব্যবহার করিয়া দাতাকে তদ্বিষয়ে প্ররোচিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। দাতার সমক্ষে সভাকে এই অর্থ দানের প্রকাশ্য ঘোষণা, পরে প্রকাশ্যভাবে সেই দানের প্রাপ্তি স্বীকার, বাদীর নির্দ্দেশমতে সভার লেজার বহিতে সেই টাকা জমা করা, সেই বহিতে কি ভাবে টাকা ব্যয়িত হইবে তদ্বিষয়ে দাতার দানপত্রের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা এবং সভার পক্ষ হইতে দাতাকে রীতিমত রসিদ দেওয়া—এই সমস্ত ঘটনাগুলি এই বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না যে দাতাকে দানকার্য্যে মত লওয়াইতে চেষ্টা মাত্র করা হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক দান তিনি করেন নাই। ফরিয়াদী হিসাব পত্র নিতান্ত অব্যবসায়ীর মত রাখিয়াছেন। সভার ক্যাশবুকে টাকা জমা করা হয় নাই। রসিদ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার ফলে ৩ কিস্তি স্থলে ২ কিস্তির রসিদ মাত্র পাওয়া যাইতেছে এবং টাকা লেজার বহিতে জমা করিতেও অনেক বৎসর বিলম্ব হইয়াছে। তৎপর বাদীর পরবর্ত্তী ব্যবহার—সম্পাদকীয় কার্য্য ভার নূতন সম্পাদককে বুঝাইয়া দেওয়ার তারিখে দাতার তথাকথিত আদেশের অজুহাতে এই টাকাটা লইয়া যাওয়া এবং বারম্বার তাগিদ সত্ত্বেও টাকা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়া নিশ্চয়ই প্রতিকূল সমালোচনার যোগ্য। বাদী কাগজ পত্রের স্পষ্ট প্রমাণকে তাহার নিজের প্রমাণ-হীন উক্তি দ্বারাই নাকচ করিতে চাহিতেছেন। তদুক্ত মানহানি-কর প্রবন্ধের প্রথমে লিখিত হইয়াছে যে, বাদী ২ বৎসর যাবৎ দেবরাণী ও মহেন্দ্র নাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য কায়স্থ-সভার সর্ব্বপ্রকার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়াছেন, অবশেষে কাঃ নিঃ সমিতি সম্পাদককে মোকদ্দমা দায়ের করিতে উপদেশ করিয়াছেন। তৎপর এই অবস্থা সম্বন্ধে লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে এই সামান্য টাকার জন্য বাদী কায়স্থ-জাতির উপর কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছেন। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমার ধারণা এই হইয়াছে যে লেখক অতি মৃদুভাবেই তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কাগজ পত্র ও স্বীকৃত ঘটনাবলী হইতে বাদীর ব্যবহার যেরূপ জানা গিয়াছে তাহাই সমালোচিত হইয়াছে। যে টাকা কায়স্থ-সভার পক্ষে তাহার নিজ সম্পত্তি বলিয়া দাবি করা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগত তাহা ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অন্যায়রূপে নিজে রাখিয়া দিয়াছেন। এইরূপ ব্যবহারের প্রকাশ্য সমালোচনা সাধারণের হিতের জন্যই

আবশ্যক, কারণ ইহাতে এইরূপ বহু অন্যায়ের প্রতিকার হইতে পারে। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে বাদীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা সদুদ্দেশ্যে এবং সাধারণের হিতের জন্যই হইয়াছে। অতএব প্রতিবাদীকে আমি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিতেছি। ৬-৬-২২"

মোকদ্দমার রায় পড়িয়া ১৩২৮ সনের আশ্বিন মাসের কার্য্যবিবরণীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে, তজ্জন্য এস্থলে এবিষয়ে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করিতেছি।

"কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন। ৭ই শ্রাবণ, ১৩২৮—

বিনোদ বাবু প্রস্তাব করিলেন "শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন পত্রিকা সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই করিতেছেন, তখন "কায়স্থ পত্রিকায়" পত্রিকা-পরিচালক রূপে তাঁহার নাম মুদ্রিত হউক।" সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নগেন্দ্র বাবু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবানুযায়ী কোন কার্য্য হয় নাই। নগেন্দ্র বাবুর শরীর ইহার পর আরও অসুস্থ হওয়ায় তিনি পত্রিকাসম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং পত্রিকার উপর সম্পাদকরূপে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইতে দেন নাই।

কাঃ নিঃ সঃ ৯ই আশ্বিন, ১৩২৮—বিবিধ—(চ)

"শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় জানাইলেন অগ্যতম সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু বরাবর অসুস্থ, তিনি পত্রিকা-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন নাই, বিশেষ বাৎসরিক সাধারণ সভা ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বোধ হয় পত্রিকা সম্পাদক নিয়োগের অধিকার নাই। স্থির হইল নিয়মাবলী আলোচনা কমিটি আগামী অধিবেশনে কর্ত্তব্য স্থির করা হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮॥০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।"

ইহার নিম্নে "শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক" ও "শ্রীমন্মথনাথ মিত্র, সভাপতি" নাম স্বাক্ষরিত আছে। বামদিকে সম্পাদক ও ডানদিকে সভাপতির স্বাক্ষর করা নিয়ম। সভাপতি বামদিকে স্বাক্ষর করিতেছিলেন, তখন ডানদিকে স্বাক্ষর করিতে বলিলে তিনি ডানদিকেই স্বাক্ষর করেন। বামদিকে যেটুকু লেখা হইয়াছিল তাহা তুলিয়া (erase) করিয়া ফেলা হয়। সম্পাদক কিরণ তদুপরি স্বাক্ষর করেন। এইরূপ অবস্থা শ্রুত হইয়াছি।

ফরিয়াদীর কাউন্‌সেল্ বলিতেছেন, মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার পরে নগেন্দ্র বাবুকে সম্পাদকীয় দায়িত্ব হইতে মুক্ত করার জন্য সরল বাবুর উক্ত "চ" মন্তব্য কার্য্য বিবরণীতে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ সম্পাদকের দস্তখত উপরে ছিল, তাহা তুলিয়া নিয়ে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

দেখা যায় বিচারক মহোদয়ও প্রতিপক্ষের insinuation এ (অভিসন্ধি আরোপে) যেন কতকটা আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দুঃখের বিষয় যে বিচারকের এই অমূলক ধারণা দূর করার মত যথারীতি যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। উক্ত "চ" মন্তব্য নিতান্ত ক্ষুদ্র মন্তব্য নহে, তাহাতে ৪৫টী শব্দ আছে। শেষ দুই পেরার মধ্যে এত বড় মন্তব্যটা কিরূপে ঢুকান হইল তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা পরে ঢুকান হইয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে শেষ দুই পেরার মধ্যে দেড় ইঞ্চ ফাক পড়িয়াছিল। তাহা কি সম্ভব?

এই সভায় উপস্থিত সভ্যগণের নামের মধ্যে নগেন্দ্র বাবুর নাম নাই। তিনি উপস্থিত থাকিলে তাঁহার নাম অবশ্য থাকিত এবং নাম গোপন উদ্দেশ্য হইলে উপস্থিতির তালিকা হইতেও তাঁহার নাম তুলিয়া ফেলান আবশ্যক হইত। কিন্তু উপস্থিতির তালিকাতে কোন নাম উঠাইয়া ফেলার কোন চিহ্ন আছে কি? কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কার্য্য বিবরণীতে কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, কোন নূতন কথা প্রবেশ করান হয় নাই।

শ্রাবণ মাসে নগেন্দ্র বাবুর নাম পত্রিকা-সম্পাদকরূপে প্রকাশ করার প্রস্তাব গৃহীত হইল, আর অগ্রহায়ণের পত্রিকায় (পৌষ মাসে) মানহানির প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। আর মাঘ মাসে শরৎ বাবু মানহানির মামলা দায়ের করিলেন। কিন্তু শ্রাবণের মন্তব্য অনুসারে ভাদ্র হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ৫ মাসের পত্রিকার কোন এক খানিতেও নগেন্দ্র বাবুর নাম সম্পাদকরূপে বাহির হয় নাই। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে সভার মন্তব্য গৃহীত হওয়ার কালে নগেন্দ্র বাবু আপত্তি না করিলেও পরে ঐ মন্তব্য অনুসারে কার্য্য করিতে তিনি অসম্মত হইয়াছেন এবং পত্রিকা-সম্পাদক-রূপে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে দেন নাই। সুতরাং উক্ত "চ" মন্তব্যের সহিত তাঁহার কার্য্যের কোন অসামঞ্জস্য নাই। ফলতঃ কার্য্যবিবরণীর কোন স্থলে কোন অসামঞ্জস্য বা inconsistency নাই।

বিচারক বলিতেছেন—'৯ আশ্বিনের সভার প্রথম মন্তব্য (যাহাতে নগে
বাবুকে সম্পাদক নিয়োগের পূর্ব্ব অধিবেশনের মন্তব্য স্থিরতর বা confirme
হইয়াছে) ও শেষ (সরল বাবুর 'চ') মন্তব্য পরস্পর-বিরোধী, সুতরাং '
মন্তব্য প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই ধারণা হইতেছে। বিচারক মহোদয়ের এ
ধারণাও অমূলক। কোন সভার পূর্ব্ব অধিবেশনের মন্তব্য confirmed হওয়া
পরে কোন সভ্য উপস্থিত হইয়া তাহার কোন মন্তব্যের বিরুদ্ধে কো
কথা কি বলিতে পারেন না? এইরূপ অনেক সময় হইয়া থাকে এবং কা
বিবরণীতে ইহার দৃষ্টান্ত প্রথমাবধি অনেক রহিয়াছে, সভ্যগণ তাহা অবগ
আছেন। তারপর কথা এই যে উক্ত 'চ' মন্তব্য প্রথম মন্তব্যের বিরো
নহে। বস্তুতঃ কোন বিরুদ্ধ মন্তব্যই হয় নাই, পরবর্ত্তী অধিবেশনে কর্ত্ত
স্থির হইবে এই মাত্র বলা হইয়াছে। উক্ত 'চ' মন্তব্যের লেখা ঘন, ছোট
জড়ান, মন্তব্য বহির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তেমন কিছু বোধ হইল না। তবে
পেরার মধ্যে অন্তর সাধারণতঃ যেমন থাকে এস্থলে তাহা নাই। পৃ
শেষ ভাগে লেখা শেষ করার আগ্রহে এরূপ অন্তর না রাখা লেখকের প
অস্বাভাবিক নহে। যাহার ইচ্ছা হয় মন্তব্য বহি দেখিয়া সত্যনির্ণয় করি
পারেন। যাহা হউক, erase করা ঠিক হয় নাই। ভুলে কিছু লিখিত হ
সাফ কাটিয়া দেওয়া উচিত। আশা করি সম্পাদক কর্ম্মাধ্যক্ষকে এ বি
সতর্ক করিয়া দিবেন যেন ভবিষ্যতে এরূপ আর না হয়। বিচারক স
রূপেই বলিয়াছেন যে এই মন্তব্যটী লেখকের, সম্পাদকের বা সভাপ
সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ করা উচিত ছিল। Erasure দ্বারা যে সন্দেহ উপ
হইয়াছিল, মৌখিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাহা দূর করা কর্ত্তব্য ছিল, ত
বিষয় তাহা করা হয় নাই। বাস্তবিক বিচারকালে উক্ত মন্তব্যের
কাহারও সন্দেহ লক্ষিত হয় নাই। এই কারণেও যথাসময়ে সাক্ষী উপ
করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা হয় নাই।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার।

কায়স্থ-পত্রিকা

শ্রাবণ ১৩২৯] [২১ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

রাজশক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

John Stuart Mill যাহাই বলুন ঈশ্বর দয়াময় এবং পরম মঙ্গলময়। এহেন দয়াময়ের রাজ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুক হইতেও নির্ম্মম নররাক্ষস—যাহারা অসির সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করিয়াছে, অগ্নির সাহায্যে সহস্র নগর হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া দিয়া সুজলা সুফলা রাজ্যকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে, বহু প্রাচীন বহু সভ্য জাতিকে পৃথিবীর বক্ষ হইতে পুঁছিয়া ফেলিয়াছে, বহু দিনের বহু কষ্টের অর্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডার ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে—এহেন জেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুর লঙ্গ, নাদির সাহা প্রভৃতির স্থান হইল কিরূপে? ভগবান্ ইহাদিগকে কেবলমাত্র ধ্বংস করিতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তাহা হইতে পারে না; তাহা হইলে প্রকৃতি ইহাদের আদৌ প্রসব করিত না। তবে যে ইহারা কেন উদ্ভূত হইয়াছিল, আমাদের মনের নিকট ইহা একটী সমস্যা। নিশ্চয় প্রকৃতি তাহার কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থে ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিল এরূপ অনুমান করিতেই হইবে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হইতেছে—একই প্রদেশবাসী সম্প্রদায়বর্গের পরস্পর দ্বন্দ্ব। যখন একজন রাজা এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর রাজশক্তি বিস্তার করেন, তখন তিনি ইহাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব করিতে দেন না। এই রাজার অধীনস্থ সম্প্রদায়বর্গের মধ্যে এই রাজশক্তির বলে দ্বন্দ্বের লাঘব এবং সহযোগিতার অবস্থা স্থাপিত হয়। ইহাকেই বলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নিরাস করিয়া বৃহত্তর সমাজ গঠন। মধ্য এসিয়ার দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর জাতিসমূহ—যাহাদের মধ্যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনমাত্র প্রচলিত ছিল—তাহাদের মধ্যেও এই দিগ্বিজয়ী

পুরুষগণ বিস্তৃত সাম্রাজ্য—অর্থাৎ বৃহত্তর সামাজিক জীবন, স্থাপন করিয়ে পারিয়াছিলেন। মধ্য এসিয়ার বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বহুকাল হইতে পরস্পর বিদ্রোহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুপালক সম্প্রদায়ের বসবাস দেখা যায়। ইহাদের সমাজ পারি বারিক অবস্থাবিশিষ্ট (tribal); কিন্তু এই শ্রেণীর বহু সম্প্রদায় এতদ্দেশে দলবদ্ধ হইয়া বৃহৎ সমাজ সৃষ্টি করিতে দেখা যায় না। এই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবী এহেন ক্ষুদ্র সমাজকে বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া গিয়াছিল। অবশ্য সে সমস্ত সাম্রাজ্য বিশেষ স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে, তু তুর্কতাতার জাতি Europe এবং Asiaর অনেক প্রদেশ জয় করিয়াছিল, এ নরশার্দ্দূলগণ তাহাদিগকে বৃহত্তর সমাজে গঠিত না করিলে, এই দিগ্বিজয় কা তাহারা সাধন করিতে পারিত না; এমন কি মহাবল পরাক্রান্ত রোম সাম্রাজ্য প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিতে পারিত না। অবশ্য প্রকৃতি ইহাদের দ্বারা তাহা আরও একটী কাজ করাইয়া লইয়াছিল—যাহা এই প্রবন্ধের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক- কুসংস্কার পূর্ণ, জীবন-সংগ্রামে অনুপযোগী জাতি-সত্ত্বকে ধ্বংস করিয়া অপেক্ষা কৃত উপযোগী জাতীয়তা গঠন ও সভ্যতা স্থাপনের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল

প্রবল মনুষ্যশক্তি যে বলপূর্ব্বক বৃহত্তর সমাজ গঠন করিয়া থাকে, তাহা আরও দু একটী বিশেষ প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অপেক্ষা কৃত লাঘব না হইলে বৃহত্তর সমাজ গঠিত হইতে পারে না এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আফ্‌গানিস্থানের আমীর আবদুর রহমান এরূপ কঠোর শাসক এ কঠিন শাস্তা ছিলেন যে, যদিও তিনি অনেক দিন হইল মরিয়া গিয়াছেন আফ্‌গা বাসী এখনও তাঁহার নামে ভয় করে। আমি কোন ইংরাজ এঞ্জিনীয়ার—যি ৫।৬ বৎসর আফ্‌গানিস্তানে আমীর হাবিবুল্লার অধীনে চাকরী করিয়া আসি ছেন—তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, সে দেশে অনেকের বিশ্বাস যে আবদু রহমান মরে নাই, সে এখনও কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছে, রাজদ্রোহ বে-আইন কার্য্য করিলেই সশরীরে উপস্থিত হইয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিবে। আফ্‌গানেরা কখনও একটা জাতিতে পরিণত হয় নাই—চিরদিনই ভিন্ন ভি পারিবারিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করি ছিল। এই আবদুর রহমান ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন। তা উত্তরাধিকারী শাসনকর্ত্তাগণ কেহই সেরূপ যোগ্য ব্যক্তি হয়েন নাই; তথা উহার কঠোর শাসনের ফলে এবং তাহার ভয়াবহ স্মৃতি জাতীর হৃদয়ে অ থাকার ফলে, আফ্‌গানিস্থান আজ সাম্প্রদায়িক জীবনের স্থলে একটা জা

জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর সে আভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক (tribal) দ্বন্দ্বের প্রভাব নাই, কাজেই একত্রীভূত আফ্‌গানিস্থান আজ একটা বৃহৎ রাজ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অবস্থাও কতকটা ঐরূপ। বহুকাল হইতে এদেশও পরস্পর যুধ্যমান বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া শক্তিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এদেশে ইতিহাস নাই, ঐতিহাসিক বুদ্ধিও ছিল না। এ দেশের ইতিহাস ভিন্ন দেশীয় ঐতিহাসিকের উক্তি হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, যথা—মেগাস্থিনিস, হুয়েন সাং, ফাহিয়ান প্রভৃতি। ঐ মেগাস্থিনিসের সজাতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে একমাত্র পঞ্চনদ প্রদেশে একশত বাইশ জন রাজা ছিলেন; সুতরাং সমস্ত ভারতে কতশত রাজা ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যে রাজনৈতিক সমাজ এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, তাহার অবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহাও কল্পনা করা যাইতে পারে এবং ইতিহাসে ব্যক্তও রহিয়াছে। এহেন ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক জগতে মধ্যে মধ্যে এক একটা উচ্চশক্তি-সম্পন্ন দিগ্বিজয়ী—কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন, দেবানাং প্রিয়দর্শী অশোক, নবরত্ন-পরিবেষ্টিত বিক্রমাদিত্য, রাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্ত আর ইসলাম-গৌরব জালালুদ্দিন আকবর—ইহাদিগকে বৃহৎ রাজনৈতিক সমাজে দলবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। ইঁহারা যে কার্য্য করিতে পারেন নাই, ইংরাজ রাজশক্তি আজ ভারতবর্ষে সেই কার্য্যের নূতন ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছে। ভারতবর্ষব্যাপী রাজ- নৈতিক সমাজ স্থাপনা করিবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ উপস্থিত করিতে পারেন নাই—বাঙ্গালী ও শিখ, মহারাষ্ট্রী ও দ্রাবিড়ী, হিন্দু ও মুসলমানকে একই রাজ-নৈতিক সম্প্রদায়ে গঠিত করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। এই গঠন কার্য্যও পূর্ব্বের ন্যায় ব্যর্থ হইতে পারে। এবার যাহাতে ব্যর্থ না হয়, এবার যাহাতে ঐ গঠন কার্য্য স্থায়ী হয়, যে সমস্ত মূলমন্ত্রের সাহায্যে ঐ গঠন কার্য্য দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করা যায়, তাহা ব্যক্ত করা এই প্রবন্ধের একটা উদ্দেশ্য বটে।

অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, কঠোর রাজশক্তিও একটা কার্য্যে প্রকৃতির সহায়তা করিয়া থাকে—সে কার্য্য কি তাহা পরে স্পষ্টীকৃত করা যাইবে।

মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক জীবন অবলম্বনীয়, তাহার আরোও প্রমাণ হইতেছে আমাদের স্বাভাবিক মনোভাব। আমরা কি চাই? সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের নাশ। মানুষ তাহার অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমান্বয়ে দেখিতে পাইতেছে, প্রতিবেশীকে ভক্ষণ করিয়া উদরের সুখবৃদ্ধি ও জঠরজ্বালারূপ

দুঃখের নাশ সর্ব্বথা নিরাপদ নহে। মানুষ যখন আসমাংস-ভোজী পশুমাত্র,
মাত্র, তখন তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বহু দূরে দূরে বাস করিত। পরস্পর
সহায়তা করা অপেক্ষা উদরস্থ করিবার প্রয়াস পাইত; অন্ততঃ সর্ব্বদা উদর
না করিলেও বিজয় বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ বা কেশচ্ছেদ (Scalp)
করিয়া অলঙ্কার স্বরূপে দেহে ধারণ করিত। অবশ্য প্রতিবেশীর অস্থি চর্ব্ব
করিতে পাইলে সেকালে একালে বড়ই সুখের ব্যাপার ছিল এবং আছে; কি
প্রতিবেশী যখন আমাকে বাগে পাইয়া আমার অস্থি চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করি
এবং এখনও যেমন করিয়া থাকে, সেটা আমার পক্ষে বিশেষ সুখের ব্যাপার হ
না। এই জন্য মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব নিবারণ করিয়া, প্রতিবেশীর সহিত সেই দ্ব
না করিয়া, বসুমতীর সহিত দ্বন্দ্ব করিলে, তীর ধনুক দিয়া যুদ্ধ না করিয়া লাঙ্গ
দিয়া যুদ্ধ করিলে, অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিবাদে ও স্বল্প পরিশ্রমে উদর পূর্ত্তি হইতে
পারে। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার উপর যতই আয়ুধ বর্ষণ করা যায়, তিনি তাহা
পরিবর্ত্তে বিষাক্ত তীক্ষ্ণ শলাকা প্রয়োগ করেন না; দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যস্বর্ণ উপহা
দিয়া হাঁসিতে থাকেন। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলে প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী,
শেল শূল মুষল মুদ্গর বর্ষণ করে—তাহার প্রতি কেন অনুরক্ত হইতে যাইব
রামায়ণ মহাভারতে যত যোদ্ধৃবর্গের বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, আমার ম
তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠযোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ সেই হলধর। আমাদের বাংলার কৃষক প্রত্যে
কেই সেই মহাবীর। লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া ইহারা যখন সারি দিয়া প্রকৃতি
সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হয়, তখন চতুরঙ্গিণী সেনা অপেক্ষাও ইহাদিগ
বিজয়ী বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মানুষের পক্ষে কোন প্রকারের জীবন অবলম্বনীয় তাহার তৃতীয় এবং
যুক্তি হইতেছে তাহার কল্পনা। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব করিয়া কত লাভ হইতে
গজনিপতি মহম্মদ ১৭ বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ইয়োরোপের
১৩ সংখ্যা যেমন বিপজ্জনক, আমাদের পক্ষে দেখিতেছি ১৭ সংখ্যা তদ্রূপ—
অশ্বারোহী গৌড় জয় করিল, ১৭ বার মহম্মদ ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিলেন।
ধনরত্ন এবং যুবতী রাজকন্যা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন যে গজনির বাজা
১।০ পাঁচ সিকা করিয়া তাহার এক একটা বিক্রয় হইতে লাগিল। সেই মহাবী
কেও একদিন মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে হইয়াছিল। ইতিহাসে লেখে
তিনি সেই সমস্ত ধনরত্ন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া তাহার উপর পা ছড়াইয়া হাপুষ ন
কাঁদিতে বসিলেন—এই মণিরত্নের সহিত আর দেখা হইবে না। আর

শ্রেণীর দিগ্বিজয়ী—যাঁহারা শুধু দিগ্বিজয় করিতেন না, জ্ঞান, সভ্যতার মন্দির ধ্বংস করিয়া বেড়াইতেন না; যাঁহারা দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান সভ্যতার আলোক বিস্তার করিতেন—সেই আলেক্‌সন্ডার তখনকার প্রায় সমস্ত সভ্যদেশ জয় করিলেও মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তাহার অপেক্ষা বৃহৎ দিগ্বিজয়ী—মৃত্যু—তাঁহাকে জয় করিয়া ফেলিল। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুবর্গ জঙ্গিস্ প্রভৃতি মেলেরিয়াতে কতদিন ভুগিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস এখনও আবিষ্কৃত না হইয়া থাকিলেও ইঁহাদের কোন মহাপুরুষই যে জরাকে জয় করিতে পারেন নাই, অকাল মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন নাই, বার্দ্ধক্যকে স্থগিত করিতে পারেন নাই এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত বিজেতাদিগের ধনরত্ন রাজ্যসাম্রাজ্য অর্জ্জন করিবার কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া আর একশ্রেণীর কল্পনা ধাবমান হইল। বুদ্ধদেব সংসারের বাহির হইয়াই বলিলেন, "তাইতো! সমাজে জরা মরণ? অথচ তাহার মধ্যেই তো লোক সমূহ নিশ্চিন্তে বসবাস করিতেছে? জীবন কয়দিনের? স্বাস্থ্য কয় দিনের? ইহাকে স্থায়ী করিবার উপায় কি নাই?" আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত বড় প্রশ্ন না উঠিলেও, উড়িষ্যায় সে দিনের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখিয়া মনে করিতে-বাধ্য হই "তাইতো! সমাজে এত অন্নাভাব? ইহার কি প্রতীকার নাই?" যখনই মানুষের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তখন হইতে নিরাকরণের চেষ্টাও সুরু হইয়াছে এবং কতকটা ফলও পাওয়া গিয়াছে। মানুষের দুঃখদুর্গতি নিরাকরণের উপায় কি?—আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া জড়প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমগ্র মানবমণ্ডলীর একত্রীভূত শক্তিপ্রয়োগ।

অতএব আমরা সমাজনীতি তত্ত্ব কাহাকে বলে, সমাজতত্ত্বের মূলীভূত তত্ত্ব কি তাহার সন্ধান পাইতেছি—মানুষের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের যথাসম্ভব উচ্ছেদ। ইহাই সমাজনীতি এবং রাজনীতির মূলীভূত তত্ত্ব। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই মূলীভূত তত্ত্ব স্থাপনের সহযোগী তাহা সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট এবং যাহা ঐ তত্ত্বের বিরোধী তাহা সেই পরিমাণে বর্জ্জনীয়।

ইতি পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, হিতবাদের দ্বারা সমাজে সাম্য সংস্থাপিত হয় না, দ্বন্দ্বের নিরাকরণ হয় না, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থপরতার প্রসার ভিন্ন সংযম হয় না; বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া রাজনৈতিক কার্য্য করিলেও ঐ সাম্য সংস্থাপিত হয় না, কারণ বিবেক সকলের সমান নহে; এবং ইহাও দেখান গিয়াছে যে বর্ত্তমানে যে ধর্ম্মভাব প্রচলিত আছে তাহার সাহায্যেও দ্বন্দ্বের

পরিহার করা যায় না, বরং অনেক স্থলে কঠোর হইয়া পড়ে। কিন্তু এইবার সাম্য সংস্থাপন যাহার দ্বারা হইতে পারে, তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধ নহে, বরং তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত নৈতিকভাব। এই মূলীভূত নৈতিক ভাবের দ্বারাই সমাজনীতি ও রাজনীতিকে বুঝিতে হইবে।

মানুষে মানুষে যুদ্ধ এবং প্রকৃতিতে মানুষে যুদ্ধ, এই উভয়বিধ দ্বন্দ্বের অবস্থা হইতে মানুষের কল্পনা যে দ্বিতীয়োক্ত যুদ্ধকে বাছিয়া লইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা জরা অকাল-মৃত্যু সম্বন্ধে ঐ দ্বিতীয়োক্ত যুদ্ধের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছি। ঐ সমস্ত বৃহৎ প্রশ্ন বাদ দিয়া মানুষের দুঃখো লাঘব এবং সুখের বৃদ্ধি সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বিষয়ের বিচার করা যাইতেছে : শীতোত্তাপ জনিত দুঃখ আমাদের একটা বিশেষ দুঃখ। ইতিহাসে পাঠ করা গিয়াছে, দিল্লীর বাদসাহকে ভারতবর্ষীয় ভীষণ গ্রীষ্মের উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গহ্বরের মধ্যস্থ গৃহে মূষিকের ন্যায় বাস করিতে হইত, তবে মূষিককে কেহ ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা ব্যজন করে না, ইহাদের তাহা করিত—বাদসাহে এবং মূষিকে পার্থক্য মাত্র এইটুকু ছিল। যদিও বলা যায় যে ইহাই যথেষ্ট, সেস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, উত্তর ভারতের সকলে বাদসাহ ছিল না, তাহাদের ভূগর্ভ আশ্রয় স্থলও ছিল না, আর চামর ব্যজন করিবার জন্য কৃতদাসীও ছিল না। একজন বাদসাহ বা একশত জন ওমরাহ, পাঁচশত জন আমীর আর পাঁচ সহস্র ভূম্যধিকারীর পক্ষে এপ্রকারের দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব, কিন্তু পাঁচ কোটী লোকের উপায় কি? তাহাদিগকে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; এই প্রচণ্ড "মার্ত্তণ্ড ময়ুখমালাকে" মস্তকে ধারণ করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবেই। কিন্তু সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় সেই বাদশাহকে আর তাহার একশত ওমরাহ ইত্যাদি সমেত, উত্তাপজনিত দুঃখ নাশের জন্য মূষিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না, বৈদ্যুতিক ব্যজনীর সাহায্যে ঐ দুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারে। আরোও বিশেষ কথা এই যে মূষিক বৃত্তিদ্বারা যে পরিমাণ লোকসংখ্যা আতপতাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইত, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে তাহার অপেক্ষা একসহস্র গুণ লোক ঐ সামর্থ লাভ করিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ কোটী লোকের সকলের পক্ষেই বিজ্ঞান এই দুঃখ নাশের উপাদান এখনও সুলভ করিতে পারে নাই; তবে আশা করা যইতে পারে যে ভবিষ্যতে তাহাও পারিবে। আর এ কল্পনা কখনও করা যাইতে পারে না যে মানুষ পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া আতপতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে

প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া সমাজের এ ক্লেশ নিবারণ হইতেও পারে, কিন্তু পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া সূর্য্যতাপকে খর্ব্ব করিবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।

মানুষে মানুষে যুদ্ধ এবং প্রকৃতিতে মানুষে যুদ্ধ এই উভয় বিধ দ্বন্দ্বের অবস্থা হইতে মানুষের কল্পনা যে দ্বিতীয়োক্ত যুদ্ধকে বাছিয়া লইয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই, ইহার আর একটী উদাহরণ হইতেছে—মানুষের পদের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা পৃথিবীর বিস্তৃতির আধিক্য—মানুষের পা দুই ফুট কিম্বা আড়াইফুট, কিন্তু পৃথিবীর পরিধি পঁচিশহাজার মাইল। এই আড়াই ফুট পরিমাণ পায়ের দ্বারা সদাসর্ব্বদা পঁচিশ হাজার মাইল বেষ্টন করিতে হইলে ক্লেশের ব্যাপার উপস্থিত হয়। জঙ্গিস খাঁকে অশ্ব বা তাঞ্জাম আরোহণ করিয়া তাঁহার রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে হইলে হয়তো ছয় মাস লাগিত; উষ্ট্র পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য তাঁহার রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে পর প্রান্তে যাইতে হইলে কতদিন লাগিত তাহা আরব্য উপন্যাসে কথঞ্চিৎ বিবৃত আছে। যে পণ্যদ্রব্য লইয়া বাহির হইল বিক্রয়স্থলে সে পৌছাইল কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিবর্গের মধ্যে কে পৌছাইয়াছিল তাহার স্থিরতা ছিল না। বর্ত্তমানে রেলওয়ে মাল পাঠাইলে কতদিনে পৌছাই বে, আদৌ পৌছাইবে কিনা অবশ্য তাহার নিশ্চয়তা নাই—কিন্তু সেকালের অনিশ্চয়তা অপেক্ষা বহুল সুনিশ্চয় হইয়াছে। আলেক্সনডর বাদশাহ ইচ্ছা করিলে ঘণ্টায় বিশ মাইল বা ত্রিশমাইল অতিক্রম করিতে পারিতেন। আমাদের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে শ্রীক্ষেত্র হইতে মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া অতিথি ভোজন করাইয়াছিলেন। তৎকালে এহেন কীর্ত্তি কেহই করিতে পারেন নাই। মহাপ্রসাদের প্রতি সে ভক্তি থাকিলে আজ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হইবার আবশ্যকতা নাই, স্বর্গের সিড়ী গাঁথিবার জন্য স্বর্গদ্বারে রাবণকে সিড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিতে হইত না, আমরা নিরন্ন দরিদ্র সকলেই ১২ ঘণ্টার মধ্যে ঐ মহাপ্রসাদ সুখে স্বচ্ছন্দে বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিয়া আনয়ন, ভক্ষণ এবং ভবিষ্যতের জন্য বৈকুণ্ঠবাস বীমা করিতে পারি। দূরত্বকে হ্রাস করিবার পক্ষে বাষ্পীয় যান বর্ত্তমানে ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিতেছে। এরোপ্লেনের আর কিছু উন্নতি হইলে, মানুষকে দূরত্ব জনিত প্রাকৃতিক বাধার সহিত যে দ্বন্দ্ব করিতে হয়, তাহা একপ্রকার উঠিয়া যাইবে। Telegraph, Telephone ও ঐ বাধাকে অতিক্রম করিবার কার্য্য করিতেছে। পূর্ব্বকালে তাঞ্জামে চরিয়া দ্রুতগমন অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল; কিন্তু এ বৈজ্ঞানিক যুগে সংবাদবাহী বৈদ্যুতিক তার, শকটাদি প্রভৃতিতে আরোহণ

করিয়া দুর গমন অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের দেশের পণ্ডিত সম্প্রদায় বলিবেন, "এযুগে এই কীর্ত্তি বিশেষ গৌরবের নয় এবং নূতনও নহে। সেকালে যোগবলে গাছতলায় চোখ বুজিলে ত্রিলোকদর্শন করা যাইত।" একথায় সন্দেহ করিয়া আর্য্যত্বের হানি করিতে চাহি না, কিন্তু বৈদ্যুতিক তারের উপর অরোহণ না করিয়া ঐ যোগবলের উপর আরোহণ করিয়া ত্রিলোকের দূরত্ব হ্রাস করিবার পক্ষেও সামান্য বাধা আছে—তাহা যোগবল-অর্জ্জন। সেকাল এবং একালের মধ্যে প্রভেদ হইতেছে যে যোগবল অর্জ্জন করিয়া দুরত্ব হ্রাস করিতে হইত আর একালে মাইল পিছু তিন পাই খরচ করিলে সে কার্য্য হইতে পারে। সে কালের বিজ্ঞানকে প্রশংসা করিতে পারিতাম এবং বৈজ্ঞানিকের দ্বারস্থ না হইয়া জ্ঞানানন্দ স্বামীর শিষ্য হইতেও পারিতাম, যদি পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট তিন পাই স্থানে দুই পাইতে ঐ যোগবল লাভ করা যাইত এবং তৎসাহায্যে ত্রিভুবন ভ্রমণ করা যাইত। স্বামীজী দু এক পাই রেট বাড়াইয়া দিলেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু উপবাস করিয়া আড়ষ্ট হইয়া জীবনের অর্দ্ধভাগ বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত নই।

সেকাল ও একালের মধ্যে আর একটা পার্থক্য দেখান যাইতেছে। বৃদ্ধ বয়সে অনেকেরই চক্ষু আর তাহাকে সাহায্য করেনা, অর্থাৎ ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। দন্ত খসিয়া যায়—যাহারা মহাপ্রসাদের লোভে কালীপূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা এ বয়সে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া বষ্টম হইয়া মালপোভোগের ওপর আসক্ত হইয়া পড়েন। মহাপ্রসাদ—তাহা পাঠাই হোক আর যাহা হয় না কিন্তু হওয়া উচিত, মহিষই হউক—দন্ত না থাকিলে তাহার রসাস্বাদন সুবিধা জনক হয় না। সেকালের সেকেন্দর বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া জুলিয়াস সিজার পর্য্যন্ত ব্যক্তিবর্গের প্রকৃতির এ বৈপরীত্য হইতে নিস্তার পাইবার উপায় ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমানে নগদ দশ আনা খরচ করিলে চশমা এবং ঐ রৌপ্য খণ্ডের বিনিময়ে নথদন্তাদি বিশিষ্ট পুনর্যৌবন ক্রয় করিয়া প্রকৃতিকে উপহাস করিতে করিতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এ সমস্তই বিজ্ঞানের উপহার—বিজ্ঞান সমাজকে এই নূতন সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপহার দিতেছে। একদিন দেবাসুর যেমন তাঁহাদের মিলিত শক্তির দ্বারা লক্ষ্মীলাভ করিয়াছিল, বিজ্ঞানদেবীকে লাভ করিতে হইলেও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সমূহ নিরাকরণ করিয়া সমগ্র মানবসমাজের একত্রীভূত শক্তির দ্বারা প্রকৃতিকে সেইরূপ মন্থন করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ রায়

বর্ত্তমান শিক্ষা

(কোচবিহারের বার্ষিক অধিবেশনে শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবের অনুমোদন উপলক্ষে একটী বক্তৃতার সারাংশ)

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার বি-এল, মহাশয় কায়স্থদের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের যে প্রস্তাবটী এই সাধারণ সভায় উপস্থিত ক'রেছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তা অনুমোদন করি। কায়স্থদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে দু'টী মত থাকতে পারে না। আমাদের যদি কোন পরিচায়ক লক্ষণ থাকে তা শিক্ষা—লেখনীই আমাদের যথার্থ বিশেষত্ব। সেই জন্যে কায়স্থেরা যে লেখাপড়া শিখবে, তাহাদিগকে যে শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হ'বে এটা বড় নূতন কথা নয়। দেশের রাষ্ট্রশিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে, আমরা কায়স্থেরা তা পূর্ণ ভাবেই ব্যবহার ক'রে আসছি—এবং ভবিষ্যতেও যে এরূপ ব্যবহার করবো তা দেশের স্কুল, কলেজ,—দেশের প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয় গুলির দিকে দৃষ্টিপাত কল্লেই বেশ বুঝা যাবে। দেশের কোন শিক্ষা আয়তনেই কায়স্থ ছাত্রের সংখ্যা কম হবে না। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাই যে অত্যুন্নত শিক্ষা,—এমন কথা বলার মত দুঃসাহস আমার নাই। অনেক দিন যাবৎ শিক্ষার সহিত সংযুক্ত থেকে আমার মনে হয়—দেশীয় শিক্ষাশালাগুলিতে শূদ্রত্বলাভের বেশ পাকা পোক্ত রকম ব্যবস্থাই আছে। এখানে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য চাকরি—অর্থাৎ চাকরগিরি; আমরা উকিল হই ডাক্তার হই, শিক্ষক হই—কিন্তু বেশ চোস্ত কেরাণী হ'বার শিক্ষাই এখনকার শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লেখা পড়া শিখে দাসবৃত্তি অবলম্বন করবো—শিক্ষার এটীই বোধ হয় একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু পুংশিক্ষার উদ্দেশ্য যেরূপই হো'ক্ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেই হবে এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জীবনের অনুকূল না হ'লেও, আমরা কায়স্থেরা এই শিক্ষা শিরোধার্য্য করে নিয়েই চলছি। শিক্ষা যে আমাদের ডাল-ভাত, শিক্ষাতেই যে আমাদের জীবন ও অস্তিত্ব!—কিন্তু চাকরির উপযোগী শিক্ষাই যদি স্ত্রী-শিক্ষারও উদ্দেশ্য হয়, এরূপ শিক্ষা আমরা মেনে নিতে নারাজ। দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষা পুং-শিক্ষার অনুকরণে গঠিত বলেই এই স্ত্রী-শিক্ষা আমাদের বালিকাদের উপযোগী নয়। তারা ভবিষ্যতে চাকরি ক'রবে না, তাই শিক্ষা দ্বারা অকারণে কতকগুলি বিজাতীয় ভাব ও বিজাতীয় বিলাস আমদানি ক'রে, আমাদের অন্তরতম গার্হস্থ্যজীবন কলুষিত করতে আমাদের মোটেই ইচ্ছা নাই। এই অস্পষ্ট ধারণাটীই আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রতিকূল। যদি আমাদের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে হয়, তাহ'লে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় বেশ ভাল ক'রে ভেবে নিয়ে আমাদিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে, এবং নূতন রকমের শিক্ষায়তন প্রবর্ত্তিত ক'রে কায়স্থ-বালিকাদের শিক্ষার পৃথক্ বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হবে। এরূপ চেষ্টা ভিন্ন আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাবনা খুব অল্প।

বর্ত্তমান "কায়স্থ সভা" এরূপ শক্তিশালী ও অর্থশালী নয় যে এরূপ সংস্কার দ্বারা শিক্ষার উন্নতি-সাধন কায়স্থ-সভার চেষ্টার দ্বারা সম্ভব হ'বে। কিন্তু এরূপ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং ভবিষ্যতে শক্তি ও অর্থের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উদ্দেশ্য যে সার্থক হ'তে পারে তা অনুমান করা অসঙ্গত হ'বে না।

আমি যে প্রস্তাবটী অনুমোদনের জন্য আদিষ্ট হয়েছি, তা কতকটা ইংরাজীতে Pious wish বলে—সেইরূপ একটী সদিচ্ছামাত্র। কায়স্থ-সভার এমন অর্থ নাই যে এ বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া এখনই সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়ের মত যাঁরা রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্র স্থানে আছেন, আমাদিগকে তাঁদের মুখ চেয়ে থাকতে হবে। তাঁরা পুংশিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার সংস্কার বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হউন, এবং কায়স্থ বালক বালিকার শিক্ষার প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক আকর্ষণের ফলে এরূপ সংস্কারের পরিপূর্ণ সুফল লাভ ক'রবেই ক'রবে। বর্ত্তমান অবস্থায় এ ছাড়া অন্য উৎকৃষ্ট উপায় কিছুই নাই।

পুংশিক্ষা সমাজে খুব উন্নত নয়; কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার অভাব অত্যন্ত বেশী। সকল প্রকার ক্ষত থেকে ত্রাণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। শ্রীযুক্ত সরলবাবু তাঁর স্বাভাবিক ওজস্বিনী ও সরল ভাষায় তা পূর্ব্বেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলেই যেখানে ক্ষত আছে সেই খানেই তাঁদের দৃষ্টি পড়া উচিত। আমাদের সমাজ-দেহে, আমাদের মেয়েদের ভিতর, শিক্ষার এই অভাব একটী প্রকাণ্ড ক্ষত—একটা পচা ঘা। এটা আমাদের জীবনকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ক'রে রেখেছে। এই ক্ষত চিকিৎসায় ছোট খাট অস্ত্র-চালনায় ও ছোট ছোট সূচীভেদে কিছুই হবে না,—এখানে ঘাটাকে তপ্ত ধাতুর পাত দিয়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে। একে একবারে cauterise করা আবশ্যক, injectionএ এখন কুলাবে না। স্ত্রী-শিক্ষার আমূল সংস্কার বাঞ্ছনীয়। এরূপ সংস্কার কি ভবিষ্যতেও কায়স্থ-সভার কর্ম্মতালিকায় স্থান পাবে না? আমার বিশ্বাস কায়স্থ-সভা শীঘ্রই শক্তিশালী ও অর্থশালী হ'য়ে উঠবে, এবং তখন এরূপ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হ'বে।

কিন্তু এখন দেশে শিক্ষার যে নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে, পুং-শিক্ষায় এবং বিশেষভাবে স্ত্রী-শিক্ষায় তাকে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করাই কায়স্থদের কর্ত্তব্য।

এই কারণে আমি আবার শিক্ষা বিস্তারের এই প্রস্তাবটী সমগ্র ভাবে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন কচ্ছি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম্, এ

কায়স্থ-পঞ্জি।

পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার।

"পোনাব"

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পূর্ব্ববঙ্গের নবনির্ব্বাচিত অন্যতম প্রতিনিধি ও পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা বি, এল মহাশয় বিগত ১২ই ফাল্গুন তারিখে ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত "পোনাব" প্রভৃতি গ্রামে প্রচারে গমন করেন। তথায় ২৭ জন উপনয়ন গ্রহণ করেন। যথা—

পোনাব—১ শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, ২ হারাধন ঘোষ, ৩ অক্ষয়কুমার মজুমদার, ৪ অমূল্যচন্দ্র সিংহ, ৫ সুরেশচন্দ্র চন্দ, ৬ অবনীমোহন চন্দ, ৭ নরেশচন্দ্র চন্দ, ৮ শচীন্দ্রচন্দ্র নাগ, ৯ সুরেশচন্দ্র নাগ, ১০ অতীন্দ্রচন্দ্র নাগ, ১১ মহেন্দ্রচন্দ্র নাগ, ১২ হরেন্দ্রচন্দ্র নাগ, ১৩ নরেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, ১৪ নিবারণচন্দ্র দাস, ১৫ হরেন্দ্রচন্দ্র দাস, ১৬ সুধীরচন্দ্র দাস, ১৭ কালীকান্ত দাস, ১৮ মিহিরলাল দাস, ১৯ আশুতোষ দাস, ২০ নরেশচন্দ্র দাস।

হাটাব—২১ শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, ২২ মাখনলাল দাস, ২৩ সুরেশচন্দ্র দে,

বরুনা—২৪ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত,

কেশেরাব—২৫ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস, ২৬ যোগেশচন্দ্র দাস,

নোয়াগাঁও—২৭ শ্রীযুক্ত তরনীকান্ত বিশ্বাস।

"বৈন্যা"

১৭শে ফাল্গুন তারিখে উক্ত চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল বর্ম্মা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকুমার বশিষ্ঠ মহাশয়কে লইয়া বয়ংগাইল নিবাসী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের আহ্বানে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বৈন্যা গ্রামে গমন করেন। ২৮শে তারিখে তথায় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে এক সভা হয়। এই সভায় চৌধুরী মহাশয় বক্তৃতা করেন। এ স্থান হইতে চৌধুরী মহাশয় মাণিকগঞ্জের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র নিউগী মহাশয়ের বাসায় গমন

করেন এবং তথায় এক সভা করেন। আমরা শীঘ্রই তাহার ফল আশা করিতেছি। "বৈদ্যা" কেন্দ্রে এই কয়জন উপনয়ন গ্রহণ করেন।

বৈদ্যা—১ শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সরকার, ২ হিমাংশুভূষণ সরকার, ৩ শীতাংশুভূষণ সরকার, ৪ নরেন্দ্রকুমার রায়, ৫ শশীভূষণ মিত্র, ৬ খগেন্দ্রভূষণ মিত্র,

শিমুলিয়া—৭ শ্রীযুক্ত শশাঙ্কপ্রসাদ গুহ রায়, ৮ যতীন্দ্রপ্রসাদ গুহ রায়,

বরঙ্গাইল—৯ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ, ১০ তরণীকান্ত ঘোষ, ১১ সুরেশচন্দ্র সরকার, ১২ সতীশচন্দ্র হোড়, ১৩ নরেন্দ্রমোহন সরকার, ১৪ রজনীকান্ত সরকার ১৫ গয়ানাথ নন্দী,

মৌছাল—১৬ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চন্দ, ১৭ অবিনাশচন্দ্র চন্দ, ১৮ মাখনচন্দ্র দে, ১৯ হরিচরণ দে, ২০ অন্নদাচরণ সরকার, ২১ হরেন্দ্রনাথ সরকার, ২২ ললিতচন্দ্র সরকার, ২৩ লোকনাথ সরকার, ২৪ যতীন্দ্রচন্দ্র সোম,

মাসাইর—২৫ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার বর্দ্ধন চৌধুরী,

সারাসিং—২৬ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সরকার।

(শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী).

উপনয়ন কেন্দ্র—গেণ্ডারিয়া—ঢাকা

৮ই বৈশাখ—১৩২৯।

শাক্তা। ১ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মিত্র, ২ মোহিনীমোহন মিত্র, ৩ বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪ রবীন্দ্রনাথ মিত্র, ৫ বারীন্দ্রমোহন মিত্র, ৬ বিনয়ভূষণ মিত্র।

মিত্র মহোদয়গণ সকলেই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত উকিল শাক্তানিবাসী ৺রেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের জ্ঞাতি।

কেন্দ্র—নারায়ণগঞ্জ—ঢাকা

১০ই বৈশাখ—১৩২৯।

কেন্দ্রস্থল, উকিল শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের বাসা ভবন।

১ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চন্দ, ২ প্রবোধচন্দ্র চন্দ, ৩ প্রতুলচন্দ্র চন্দ, ৪ প্রফুল্ল চন্দ্র চন্দ্র।

"বরঙ্গাইল"

গত চৈত্রমাসে স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় চৌয়া মহাশয়কে ঐ অঞ্চলে প্রচার জন্য পুনরায় আহ্বান করেন। তিনি কার্য্যগতিকে

তথায় যাইতে না পারায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল বর্ম্মা মহাশয়কে পাঠাইয়া দেন। তৎপরে ১৯শে বৈশাখ তারিখে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অন্যতম স্বেচ্ছা প্রচারক পাবনা-নিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মহাশয়, রাজবাড়ী লক্ষ্মীকোলের কুমার শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন গুহ রায় মহাশয়ের উপনয়ন উপলক্ষে উপস্থিত শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে বরংগাইলে লইয়া যান। যাইবার সময় প্রথম ট্রেনটি না পাওয়ায় পরবর্ত্তী ট্রেনে যাইতে হয়। ফলে গোয়ালন্দ পৌছাইতে দেরী হওয়ায় ষ্টীমার পাওয়া যায় না। নৌকা করিয়া পদ্মা বাহিয়া আরিচা যাইবার পথে কালবৈশাখীর প্রবল ঝটিকা ও তুফানের মধ্যে নৌকডুবির সম্ভাবনা হয়। স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের শুভেচ্ছায় ও শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের শুভাশীর্ব্বাদে এই বিপদ কাটিয়া যায়। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত একটী চড়াতে নোঙ্গর করিয়া সকলকেই ত্রাহি ডাক ডাকিতে হইয়াছিল। প্রায় মধ্যরাত্রে আরিচা অবতরণ ও পদ্মাতীরে অতিবাহিত করিয়া প্রচারকদ্বয় তৎপর দিনে অশ্বযানে বেলা ১০টার সময় বরংগাইল নলিনীবাবুর বাটী উপস্থিত হন। ২১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার এখানে একটী সভা হয়। শ্রীবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ-বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বরংগাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ দেববর্ম্মা মহাশয়গণের আন্তরিক উদ্যোগে এই সভা হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাঃ অতুলপ্রসন্ন বসু (শ্রীবাড়ী) এবং শিমুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচিত্ত গুহরায় মহাশয়গণ সময়োপযোগী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার উন্মাদিনী বক্তৃতা দ্বারা সকলকে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। কায়স্থ-জাতির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা সকলের প্রাণে গাঁথিয়া আছে। ২৪শে বৈশাখ তারিখে এখানে বহু কায়স্থের উপনয়ন হইয়া গিয়াছে।

উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১ম প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণের দ্বিজাচার গ্রহণ, মাসাশৌচ বর্জ্জন ও দশবিধসংস্কার ও শ্রাদ্ধাদিতে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ, বিবাহে কুশণ্ডিকা, শ্রাদ্ধে অন্নপিণ্ড দান, কায়স্থ পুরুষগণের নামান্তে 'বর্ম্মন্' ও কায়স্থ মহিলাগণের নামান্তে 'দেবী' উপনাম গ্রহণ সম্বন্ধীয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গৃহীত

প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া অত্রস্থ কায়স্থবৃন্দকে ঐ সমস্ত বিধান পালন করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

অনুমোদক—অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচিত্ত রায়

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব। এই সভা আগামী ২৪শে বৈশাখ তারিখে সংস্কার গ্রহণেচ্ছু কায়স্থগণকে উপনয়ন গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি

অনুমোদক—ডাঃ অতুলপ্রসন্ন বসু মজুমদার

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব। এই সভা অত্রস্থ সমর্থ কায়স্থ মাত্রকেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য হইতে ও অত্রস্থানে উক্ত মহাসভার একটী শাখা-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ দেববর্ম্মা

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

বরঙ্গাইল, ধুনন্তি, সাহিলী, মৌহালী, শিমুলিয়া, কাইয়ারবিল, রঘুনাথপুর, করজনা, রামকান্তপুর, কুকুরতারা, শ্রীবাড়ী, সরাসিন, মহাদেবপুর, মাইলাগ প্রভৃতি গ্রাম সমূহের কায়স্থ মহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কায়স্থের এই ধর্ম্মান্দোলনে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ প্রাণপণে বাধা দিতেছেন। ব্রাহ্মণগণের আচরণ ও কায়স্থগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সারগর্ভ বক্তৃতা বেশ সমীচীন, সময়োপযোগী ও সারগর্ভ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা ও সুধাংশুভূষণ সরকার বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতিমহাশয় ও অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বরঙ্গাইল উপনয়ন কেন্দ্র (ঢাকা)

২৪শে বৈশাখ—১৩২৯।

বরঙ্গাইল—১ শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ, ২ নবকুমার ঘোষ, ৩ রেবতীমোহন দত্ত, ৪ লালনমোহন দত্ত, ৫ যদুনাথ নন্দী, ৬ লালমোহন নন্দী, ৭ মদনমোহন নন্দী, ৮ রজনীকান্ত সরকার,

মহাদেবপুর—৯ যুধিষ্ঠিরনারায়ণ দত্ত, ১০ প্রিয়নাথ দেব,

মৌহালী—১১ যোগেশচন্দ্র দত্ত, ১২ যাদবচন্দ্র সোম, ১৩ হেমন্তকুমার সোম, ১৪ কেদারনাথ সোম, ১৫ দুর্গাচরণ দেব, ১৬ মধুসূদন দেব, ১৭ মাধবচন্দ্র দেব, ৮ কেদারনাথ দেব, ১৯ মহেন্দ্রচন্দ্র দেব, ২০ বসন্তকুমার দেব,

সারাসিং—২১ শ্রীযুক্ত মেঘলাল মিত্র মজুমদার, ২২ মঙ্গলচন্দ্র দাম,

পলেরা—২৩ শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বালো মজুমদার,

সাংজুরী—২৪ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রকুমার বিশ্বাস,

রামকান্তপুর—২৫ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ, ২৬ রসিকলাল বসু, ২৭ নিবারণ চন্দ্র বসু, ২৮ বনমালী চন্দ, ২৯ যতীন্দ্রলাল নাগ, ৩০ কেশবচন্দ্র সরকার, ৩১ কেদারনাথ সরকার, ৩২ লালবিহারী সরকার,

কুকুরতারা—৩৩ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার, ৩৪ পরেশচন্দ্র সেন, ৩৫ হীরালাল দাস, ৩৬ তরণীকান্ত সোম, ৩৭ মতিলাল সরকার, ৩৮ পূর্ণচন্দ্র দাস, ৩৯ গঙ্গাধর খাসনবিশ, ৪০ জটাধর খাসনবিশ, ৪১ হরেন্দ্রকুমার খাসনবিশ।

স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাঠক মহাশয়দ্বয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং স্থানীয় শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মৌলিক মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

(শ্রীপ্রিয়নাথ গুহবর্ম্ম মজুমদার।)

লক্ষ্মীকোল—রাজবাড়ী (ফরিদপুর)

২৩শে বৈশাখ তারিখে লক্ষ্মীকোল রাজবাটীর চণ্ডীদালানে একটী জাতীয় সভা হয়। শ্রীমান্ বিধুভূষণ মুখোপধ্যায় ও শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সরকার হারমোনিয়ম সাহায্যে সভায় উদ্বোধন সংগীত করেন।

ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুহরায় বর্ম্মা বি,এল মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় বক্তৃতা করেন।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

যাঁহার যাহা কিছু সন্দেহ হয় বক্তা মহাশয় তাহা উত্থাপন করিতে অনুরো করিলে, কেহ কেহ কয়েকটী প্রশ্ন করেন এবং বক্তা মহাশয়ের সুযুক্তি ও শা সম্মত প্রত্যুত্তরে সকলেই সন্তুষ্ট হন।

* * * * * *

পরদিন এখানে উপনয়ন কেন্দ্র হয়। সংস্কারগ্রহণেচ্ছু কায়স্থ সন্তানগ পূর্ব্বদিবসে সংযম করিয়াছিলেন। সকলে যথারীতি মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরি বাস ও দণ্ডোপশোভিত হইয়া যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন। কুমার সৌরীন্দ্রমোহ স্বীয় রাজধানীতে এই অপূর্ব্ব কায়স্থ উপনয়ন-কেন্দ্রের আয়োজন করিয়া এ স্বয়ং সকলের সহিত একত্র উপনীত হইয়া যে উচ্চহৃদয় ও জাতীয় প্রীতি পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। শ্রীযুক্তা রাণীমাতাদ্বয়ের বর্ নৈপুণ্যে স্থানীয় বিরোধী ও অবিরোধী ব্রাহ্মণগণ সম্মিলিত হইয়া এই অপূ উপনয়ন যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহু স্বজাতি এই জাতীয় যজ্ঞ দর্শনার্থী হই রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন।

যজ্ঞরক্ষার্থে অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর ব মহাশয়দ্বয়কে ক্ষত্রিয়বরণ করা হয়। তরবারি, উষ্ণীষ, বস্ত্র, ও যজ্ঞসূত্র ক্ষত্রিয়বরণের উপকরণ ছিল।

এই কেন্দ্রে বিশজন কায়স্থের উপনয়ন হয়, নিম্নে তাঁহাদের না প্রকাশিত হইল।

স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের উপনয়ন কার্য্যে রীতিমত অভ্যস্ত না থা শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে অনভ্যস্ত বিষয়গুলি বলি দিতে ছিলেন এবং মন্ত্রোচ্চারণে ও যজ্ঞকার্য্যে সে সব ভ্রম ও ত্রুটী তাঁ করিতেছিলেন সে গুলিও সংশোধন করিয়া দিতে ছিলেন।

* * * * * *

যজ্ঞেব্রতী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের মন্ত্রোপদেশে প্রথমে বড়ই গোলযোগ ক ছিলেন। প্রচারকগণ যে ব্রাহ্মণগণকে কিছু উপদেশ দেন, ইহা তাঁহা নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়বরণ কায়স্থকে করিতে হইবে তাঁহারা কল্পনা করিতেও পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁ যেরূপ ফর্দ্দ দিবেন সেইরূপ জিনিষ পত্র খরিদ হইবে, এবং যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ প্র

তাঁহারা যথা ইচ্ছা করিয়া যাইবেন। সমালোচনা করিবার যখন এ যাবৎ কেহ ছিল না, বর্ত্তমানেও কেহ নাই। এই হিসাবের ভুলটী তাঁহারা শেষে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহাদের প্রদত্ত ফর্দ্দ সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে প্রচারকগণকে যজ্ঞ স্থলে যজ্ঞীয় কার্য্যে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আবশ্যকীয় বিষয় গুলির উপদেশ দিতে দেখিয়া তাঁহারা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার বিভীষিকা দেখাইয়া ছিলেন এবং বহু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উপনয়নকেন্দ্রটী পণ্ড করিবার চেষ্টায় ছিলেন। উপবীতী কায়স্থকে ক্ষত্রিয়বরণ করিবার যুক্তি দেখাইয়া দিয়া ছিলেন, এবং যখন পদে পদে তাঁহাদের মন্ত্রোচ্চারণের ভ্রম সংশোধন ও পরিবর্দ্ধিত মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিয়া বলিয়া দিতে ছিলেন, তখন আর কোন ব্রাহ্মণ বিশেষ গোলযোগ করেন নাই।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় উপনয়ন কার্য্য শেষ হইল। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া সকলে যজ্ঞের তিলক ধারণ করিলেন। সেই সময়ে অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপনীত ব্রহ্মচারী বৃন্দকে যথারীতি দ্বিজাচার রক্ষার প্রতিজ্ঞা পড়াইয়া ছিলেন।

অতঃপর কুমার বাহাদুর ও উপনীত কায়স্থবৃন্দের একত্র ফটো লওয়া হয়। সমাগত ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এ দিনের কার্য্য শেষ হয়।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পুণ্যবতী রাণীমাতৃদ্বয় ও সুদর্শন কুমার সৌরীন্দ্র-মোহন গুহরায় বর্ম্মা মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের কায়স্থের উপনয়ন প্রচলনের বলবতী ইচ্ছা ছিল; রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাই জীবনের অন্তিম কালে দেহত্যাগের মাত্র ১৭দিন পূর্ব্বে তিনি নিজে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করিতে সকলকে বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। মহা-সমারোহে ক্ষত্রিয়াচারে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। আজ প্রায় দশ বৎসর বাদে সেই স্বর্গগত রাজা সূর্য্যকুমার গুহরায় বর্ম্মা বাহাদুরের ইচ্ছা তাঁহার উপযুক্ত বংশধর পূর্ণ করিলেন; পিতার অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করাই পুত্রের কর্ত্তব্য। তিনি নিজে স্বজন ও স্বজাতি সমভিব্যহারে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ এবং কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিবার জন্য স্বীয় রাজধানীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা-সভা প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহার পিতৃভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতি উজ্জ্বল হইয়াছে

এবং রাণী মাতৃদ্বয় এই পুণ্যময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় এই পুণ্যময় অনুষ্ঠানটী শান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা কুমারের নিরোগ-দীর্ঘ জীবন ও রাজধানীর শান্তিশৃঙ্খলা ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি।

উপবীতীগণের নাম।

১ কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহ রায় (লক্ষ্মীকোল), ২ জানকীনাথ বসু (কাঁচাবালিয়া, বরিশাল), ৩ শ্যামাশঙ্কর মজুমদার (লক্ষ্মীকোল), ৪ ধীরেন্দ্রনাথ গুহ ঐ, ৫ তারাকান্ত সেন ঐ, ৬ বিপিনবিহারী দেব (ভবদিয়া), ৭ অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ, ৮ দ্বিজেন্দ্রকুমার বসু ঐ, ৯ যতীন্দ্রকুমার বসু ঐ, ১০ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু ঐ, ১১ বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ (উড়াকান্দা), ১২ জগদীশচন্দ্র সরকার (পাঁকুড়িয়া), ১৩ সুরেশচন্দ্র ব্রহ্ম ঐ, ১৪ মনীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ঐ, ১৫ সুরেশচন্দ্র সরকার (সুরপুর), ১৬ রথীশচন্দ্র রায় (বিনোদপুর), ১৭ সুরেশচন্দ্র কর (স্বরূপপুর, পাবনা), ১৮ নিবারণচন্দ্র দাস (বেনিনগর), ১৯ অতুলচন্দ্র দেব (ভাবুকদিয়া), ২০ উপেন্দ্রনাথ সিংহ (দুর্গাপুর)।

কায়স্থোপনয়ন-কেন্দ্র—খানখানাপুর

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ফরিদপুরজেলান্তর্গত খানখানাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে বিরাট উপনয়নকেন্দ্র স্থাপিত হইয়া খানখানাপুর, হাটজয়পুর, নিমতলা, খোলাবাড়ীয়া, বনগ্রাম ও দরালবন্দ প্রভৃতি গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে একাদশবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত ১৪২ জন বঙ্গজ কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন-সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে।

স্বজাতির উন্নতি বর্দ্ধনে সচেষ্ট কায়স্থ-কুলভূষণ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ নীহারকুমার দত্ত বর্ম্মা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মাদ্বয়কে যথোপযুক্ত সময়ে উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করণার্থে বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া এই সদনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতির পূর্ব্ব অধিকার ও প্রতিষ্ঠা সংস্থাপন কল্পে এবং সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধনের জন্য যে প্রকার অকাতরে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তিনি প্রকৃতই কায়স্থ-জাতির ধন্যবাদের পাত্র। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এ অঞ্চলে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ চালাইয়া সৎসাহস ও স্বজাতিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

এই কেন্দ্রের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নীলমাধব দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু বর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয় শঙ্কর দত্ত বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সীতানাথ মজুমদার বর্ম্মা, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা, মহাশয়গণ যে স্বজাতি প্রেম দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় পুরোহিতগণই আচার্য্যাদির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উপবীতী কায়স্থগণের (১৪২ জনের) নাম ধাম ও বয়স নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খানখানাপুর—১ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্ত (বয়স ১২), ২ নীহারকুমার দত্ত (১১), ৩ নগেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮), ৪ অজিতকুমার দত্ত (১৬), ৫ প্রকাশচন্দ্র দত্ত (১৯), ৬ অমলচন্দ্র দত্ত (১৭), ৭ বিমলচন্দ্র দত্ত (১১), ৮ সতীশচন্দ্র দত্ত (১৬), ৯ উপেন্দ্রনাথ দত্ত (২৭), ১০ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৩), ১১ রজনীকান্ত গুহ (৬৬), ১২ সীতানাথ সরকার (৭০), ১৩ ললিতচন্দ্র সরকার (৩২), ১৪ মহিমচন্দ্র সোম (৫৫), ১৫ শশিভূষণ সোম (৪০), ১৬ রাসবিহারী ঘোষ (৫৫), ১৭ শশিভূষণ দত্ত (৪২), ১৮ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ (২৭), ১৯ হরেন্দ্রকুমার গুহ (২৮), ২০ রজনীকান্ত মিত্র (৩০), ২১ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ (৩৫), ২২ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ (২৮), ২৩ রামলাল ঘোষ (৩৭), ২৪ অনাদিবন্ধু ঘোষ (১৯), ২৫ জগবন্ধু ঘোষ (১৬), ২৬ ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ (১৯), ২৭ অনাদিনাথ ঘোষ (৩৫), ২৮ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (১৪), ২৯ অবিনাশচন্দ্র গুহ (২০), ৩০ সুরেশচন্দ্র গুহ (১৫), ৩১ বীরেন্দ্রনাথ বসু (১৪), ৩২ নরেন্দ্রনাথ বসু (১২), ৩৩ মুকুন্দলাল দাস (৩০), ৩৪ অক্ষয়কুমার দাস (১৭), ৩৫ ফণীভূষণ দাস (২৩), ৩৬ উপেন্দ্রনাথ দাস (১২), নিবারণচন্দ্র দাস (৩০), ৩৮ ক্ষীরোদচন্দ্র দাস (১৬), ৩৯ শরচ্চন্দ্র দাস (৩৫), ৪০ অনাথবন্ধু ঘোষ (২২), ৪১ শরচ্চন্দ্র দাস (৩০), ৪২ বিপিনবিহারী দাস (৪৬), ৪৩ নলিনীকান্ত দাস (২৫), ৪৪ রাজেন্দ্রনাথ শিকদার (৭০), ৪৫ উপেন্দ্রমোহন শিকদার (২৯), ৪৬ অনন্তকুমার বিশ্বাস (২০), ৪৭ কালীপদ সরকার (২০), ৪৮ রজনীকান্ত দাস (৪২), ৪৯ বিহারীলাল দাস (৩২), ৫০ রামচরণ পাল (৪১), ৫১ রমণীমোহন পাল (১৩), ৫২ শশিভূষণ দাস (৩৮), ৫৩ যাদবচন্দ্র চন্দ্র (৩১), ৫৪ প্রসন্নকুমার চাকী (৫০), ৫৫ দুর্গাচরণ চাকী (৪৬), ৫৬ বঙ্কবিহারী চাকী (৩৮), ৫৭ কুঞ্জবিহারী চাকী (৩৬) ৫৮ রাসবিহারী চাকী (২৯), ৫৯ প্রফুল্লকুমার চাকী (২৫), ৬০ মুকুন্দলাল চাকী

(২১), ৬১ নৃপেন্দ্রনাথ দাম (২০), ৬২ রসিকলাল মিত্র (৪৫), ৬৩ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ (২৩)। **হাটজয়পুর**—৬৪ জ্ঞানচন্দ্র কর (৫২), ৬৫ মাণিকচন্দ্র দত্ত (৪০), ৬৬ হেমন্তকুমার কর (৩০), ৬৭ জানকীনাথ বসু (৮৫), ৬৮ হৃদয়নাথ বসু (৫৫), ৬৯ মহেন্দ্রনাথ বসু (৪০), ৭০ বসন্তকুমার বসু (৩৫), ৭১ দ্বারকানাথ দাস (৮৭), ৭২ মুকুন্দলাল দাস (৫০), ৭৩ বিপিনবিহারী দাস (৩০), ৭৪ হরনাথ পাল (৫৭), ৭৫ মতিলাল দেব (৪০), ৭৬ শ্রীযুক্ত রজিনীমোহন সরকার (২৮), ৭৭ রাজমোহন সরকার (২৪), ৭৮ অক্ষয়কুমার সরকার (৩০), ৭৯ প্রাণনাথ ভৌমিক (৩৮), ৮০ মনোরঞ্জন গুহ (১৭), ৮১ নির্ম্মলকুমার রক্ষিত (১৫)। **নিমতলা**—৮২ সীতানাথ মজুমদার (৪৮), ৮৩ রামচরণ রুদ্র (৪৫), ৮৪ কালীচরণ রুদ্র (৪৩), ৮৫ সতীশচন্দ্র রুদ্র (৩০), ৮৬ পূর্ণচন্দ্র রুদ্র (২৫), ৮৭ যোগেন্দ্রনাথ রুদ্র (২২), ৮৮ অশ্বিনীকুমার ঘোষ (৩০), ৮৯ নবকুমার দেব (৩২), ৯০ তারিণীচরণ কর (৪২), ৯১ কালীকুমার দাস (৫৯), ৯২ জানকীনাথ সরকার (৪৪), ৯৩ যাদবচন্দ্র সরকার (৩৫), ৯৪ গণেশচন্দ্র সরকার (২৪), ৯৫ কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার (২৮), ৯৬ জ্যোতিষচন্দ্র বসু (২০), ৯৭ উপেন্দ্রনাথ বসু (১৬)। **আলাদিপুর**—৯৮ যোগেন্দ্রনাথ শিকদার (৩৪), ৯৯ বিজয়মোহন শিকদার (১৮)। **খোলাবাড়ীয়া**—১০০ বিপিনচন্দ্র পাল (৪৩), ১০১ সতীশচন্দ্র সুর (৩২), ১০২ গোপালচন্দ্র দত্ত (২২), ১০৩ কামিনীকুমার দেব (২০)। **বনগ্রাম**—১০৪ লালনচন্দ্র দত্ত (২০), ১০৫ গৌরেশকুমার দত্ত (১৬), ১০৬ ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস (২০)। **দয়ালবন্দ**—১০৭ কিরণচন্দ্র চৌধুরী (২৭), ১০৮ মুকুন্দলাল সরকার (৬০)। **বালিয়াকান্দি**—১০৯ মেহলাল গুহ (২০)। **চরপাঁচুরিয়া**—১১০ কৈলাসচন্দ্র সিংহ (৪৫)।

ছোটভাকলা—১১১ শশিভূষণ সরকার (৫২), ১১২ যামিনীনাথ দেব (৪৫), ১১৩ পার্ব্বতীচরণ দেব (১২), ১১৪ সারদাচরণ পাট্টাদার (৪৩), ১১৫ তারকনাথ পাট্টাদার (৩৪), ১১৬ সীতানাথ বিশ্বাস (৬০), ১১৭ কালীপদ বিশ্বাস (১১), ১১৮ বিভূতিভূষণ ভৌমিক (৮), ১১৯ গোপালগোবিন্দ ভৌমিক (১৪), ১২০ যাদবচন্দ্র সরকার (৫০), ১২১ পূর্ণচন্দ্র সরকার (১৪), ১২২ পঞ্চানন ঘোষ (১১), ১২৩ শরচ্চন্দ্র দাস (৩০), ১২৪ পূর্ণচন্দ্র দেব (২৪)। **তেনাপচা**—১২৫ মন্মথমোহন সিংহ (২৪), ১২৬ বিজয়কুমার সিংহ (৩০), ১২৭ অমূল্যচরণ সরকার (১৪)।

বরাট—১২৮ নরেন্দ্রকুমার দত্ত (২৮), ১২৯ তরণীকুমার দত্ত (৩০)। **উজানচর**—১৩০ জগবন্ধু দত্ত (৬৫), ১৩১ যাদবচন্দ্র দাস (৬০), ১৩২ শশিভূষণ নাগ (৪৬)। **রাজাপুর**—১৩৩ মদনমোহন দত্ত (৫৬), ১৩৪ দিগেন্দ্রমোহন দত্ত (৩০), ১৩৫ পূর্ণচন্দ্র দাস (৩৫), ১৩৬ হেমন্তকুমার সেন (২০)। **কৃষ্ণপুর**—১৩৭ নিশিকান্ত ঘোষ (২৪), **আলিপুর**—১৩৮ জগদীশচন্দ্র সরকার (১৯)। **রাজবাড়ী**—১৩৯ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ (১৯)। **বেণীনগর**—১৪০ পঞ্চানন সরকার (২০), ১৪১ প্রাণবন্ধু সিকদার (১৭), ১৪২ হারানচন্দ্র বসু (২৪)।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

জয়পুর—জেলা ফরিদপুর।

বিগত ২৫শে আষাঢ়, রবিবার, ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত জয়পুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন-কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া জয়পুর, জয়রামপুর, নবগ্রাম, মধুরদিয়া প্রভৃতি গ্রামের নবতিপর বৃদ্ধ হইতে একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৭৮ জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র সংস্কারান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কেন্দ্র সংস্থাপন জন্য খানখানাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয় যে প্রকার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অর্থব্যয়াদি করিয়াছেন, তজ্জন্য শরৎবাবু কায়স্থ মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

অনেক দিন হইতে জয়পুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের কায়স্থদিগকে উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছিল। কিন্তু তাঁহারা নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া কালবিলম্ব করিতেছিলেন; ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,—কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক জানিয়াও কায়স্থ সমাজের অনেক স্থানেই প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে।

এই কেন্দ্রে যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুরোহিতগণই পৌরোহিত্য কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছেন।

কেন্দ্র স্থলে বহু গণ্যমান্য কায়স্থ মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে সম্প্রতি গৃহীত-সাবিত্রীক লক্ষ্মীকোলের (রাজবাড়ী) কুমার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন গুহ রায় বর্ম্মা বাহাদুর এবং খানখানাপুরের শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্তবর্ম্মা ও প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়দিগের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

উপবীতীগণের নাম ধাম ও বয়স :—

জয়পুর—১ শ্রীযুক্ত রামগোপাল সরকার (৯৩), ২ তারিণীচ
সরকার (৪২), ৩ দুর্গাচরণ ঘোষ (৬৭), ৪ বিপিনবিহারী ঘোষ (৫৩),
ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ (১৯), ৬ মহিমচন্দ্র ঘোষ (৬০), ৭ ক্ষুদিরাম ঘোষ (৬
৮ বিশ্বনাথ ঘোষ (৩২), ৯ বাঁশীরাম দত্ত (৮০), ১০ চন্দ্রনাথ দাস (৮
১১ শ্যামাচরণ দাস (৬৫), ১২ রসিকলাল সরকার (৩৬), ১৩ রামকান
রাহুত (৭২), ১৪ বনমালী রাহুত (৪৫), ১৫ হৃদয়নাথ চাকী (৩৯),
রাসবিহারী চাকী (৩০), ১৭ বামাচরণ চাকী (২৬), ১৮ অঘোরচন্দ্র
(২৪), ১৯ মতিলাল ঘোষ (১৯), ২০ হেমন্তলাল ঘোষ (১১), ২১ অক্ষ
কুমার ঘোষ (২৯), ২২ গঙ্গাধর ঘোষ (১৯), ২৩ মনীন্দ্রমোহন ঘোষ (১৬
২৪ অম্বিকাচরণ ঘোষ (১৪), ২৫ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৭), ২৬ অক্ষয়কুমা
ঘোষ (খ) (২৭), ২৭ প্রমথনাথ ঘোষ (১১), ২৮ কুঞ্জলাল ঘোষ (১
২৯ নলিনীকান্ত রাহা (১২), ৩০ সাধুচরণ গুহ (২৮), ৩১ সুরেন্দ্রনাথ
(১৪), ৩২ মণীন্দ্রনাথ বসু (১১), ৩৩ হলধর দাস (৪০), ৩৪ হরিপদ
(১২), জয়রামপুর—৩৫ গোবিন্দচন্দ্র দাস (৭০), ৩৬ হৃদয়নাথ
(৪৮), ৩৭ কৈলাসচন্দ্র দাস (৪৩), ৩৮ বসন্তকুমার সরকার (৪২),
কার্ত্তিকচন্দ্র দাস (৪৮), ৪০ যজ্ঞেশ্বর মজুমদার (৪৭), ৪১ বনমালী দাস (৩
৪২ কেদারনাথ রুদ্র (২৬), ৪৩ লোকনাথ দাস (২৮), ৪৪ তারকনাথ
(২৩), ৪৫ যোগেন্দ্রকুমার দত্ত (২৫), ৪৬ হেমেন্তনারায়ণ বসু (২৩),
পূর্ণচন্দ্র দাস (২২), ৪৮ লোকনাথ দেব (২৪), নবগ্রাম—৪৯ প্রাণ
পাল (৫০), ৫০ কেদারনাথ পাল (৩৫), ৫১ উপেন্দ্রনাথ পাল (২৪),
জ্যোতিন্দ্রনাথ পাল (১৯), ৫৩ অভয়চরণ দত্ত (৩১), ৫৪ হরেন্দ্রনাথ
(২১), ৫৫ বিহারীলাল দাস (৩০), ৫৬ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস (২৮), ৫ সু
চন্দ্র দত্ত (২৪), ৫৮ যোগেন্দ্রনাথ দাস (১৯), মধুরদিয়া—৫৯ হরি
ঘোষ (২৯), ৬০ অভয়চরণ দাস (৪৭), ৬১ মতিলাল সিংহ (২৪),
তারানাথ সিংহ (২৫), ৬৩ লোকনাথ সরকার (২৫), খানখানাপুর
৬৪ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (২৯), আধারমানিক—৬৫ ত্রৈলোক্যনাথ সুর
তেনাপঁচা—৬৬ অশ্বিনীকুমার বসু (২৫), ৬৭ নিবারণচন্দ্র সরকার (১
৬৮ প্রভাতচন্দ্র বিশ্বাস (১৭), বরাট—৬৯ জানকীনাথ চাকী (৫৫),
শশিভূষণ চাকী (২২), ৭১ শশধর চাকী (২০), আলাদিপুর—৭২ য

রাম দাস (৪৫), ৭৩ ঈশানচন্দ্র দাস (৪২), ৭৪ রসিকলাল কর (৩০), মোহনপুর—৭৫ যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস (২৫), আমিনপুর—৭৬ গুরু-চরণ দত্ত (৩৪), ৭৭ শ্যামাচরণ দত্ত (৩২), ৭৮ বিজয়বসন্ত দাস (১৫)।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

কায়স্থোপনয়ন।

বিগত ২৭শে পৌষ মাদারিপুর (ফরিদপুর) জ্ঞান সাধনমঠে শ্রীযুক্ত নারায়ণ তীর্থ স্বামীমহোদয় ইদিলপুরের কুচই-পট্টি নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার বসু এবং চন্দ্রদ্বীপ সমাজের গাভা নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ দস্তিদার মহাশয়দ্বয়কে যথারীতি ক্ষত্রোচিত সংস্কারান্তে সাবিত্রী দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

বিগত বৈশাখ মাসে ইদিলপুর সমাজের মূলগাঁও নিবাসী জমিদার সুপ্রসিদ্ধ ৺বলরাম গুহ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুহ মহাশয় তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুহ সহ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুরের মাদারিপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত গান্ধর্ব-দৌলতপুর গ্রামে 'দেবভবনে' অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দেব বর্ম্মা মহাশয় এবং দীঘলপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শিরখাড়া নিবাসী বৈদিক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। এতদুপলক্ষে নিকটবর্ত্তী ৩।৪ খানি গ্রামের নিমন্ত্রিত স্বজাতি এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণ মহোদয়দিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। স্বজাতিহিতপরায়ণ 'কুলভাস্কর' শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেব বর্ম্মা মহাশয় এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রাজবাড়ীর (ফরিদপুর) উপকণ্ঠে সূর্য্যনগর ষ্টেশনের সন্নিহিত নাওডুবি গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া উক্ত গ্রাম নিবাসী স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রবীন শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বধারকতায় নিম্নলিখিত ৬ জন কায়স্থ সন্তান যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (নাওডুবি), ত্রৈলোক্যনাথ কর (ঐ), মহেশচন্দ্র দেব (দয়ালনগর), অনাথবন্ধু বসু (ঐ), সতীশচন্দ্র নন্দী (মহাদেবপুর), সুরেন্দ্রনাথ গুহ (বাগমারা)।

বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার কলিকাতা নিমতলা ৬৫।১নং দর্শ্মাহাটা যশোহর জেলান্তর্গত ইতিনা নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা মহো কাটগোলায় একটী কেন্দ্র হয়; উক্ত কেন্দ্রে কোটালিপাড়ার শ্রীযুক্ত শর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রী মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত দ্বাদশজন কায়স্থের উপনয় সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে।

ইতিনা—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ (বয়স ৩২), নকুলেশ্বর সরকার (৩ গণেশচন্দ্র সরকার (২৮), কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (১৬), পঞ্চানন বসু (৪১), যতীন্দ্র মজুমদার (২৯), অক্ষয়কুমার দাস (৪৫), অন্নদাচরণ ঘোষ (৪৩), ননীগোপা মিত্র (২৫), কালীপদ সরকার (১৮), খাসিয়াল (যশোহর)—শ্রীযুক্ত সতীশ ঘোষ (৪৯), ননীগোপাল ঘোষ (১৯)।

ইদিলপুর—আজ আমরা অতীব আনন্দ সহকারে জানাইতেছি, বঙ্গদে কায়স্থ সভার বর্ত্তমান বর্ষের বঙ্গজ সহকারী সভাপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত যোগেশ ঘোষ রায় চৌধুরী জমিদার (ইদিলপুর) মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভা শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে যথাশাস্ত্র মতে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। আশাকরি যোগে বাবুর প্রযত্নে ইদিলপুর ও দক্ষিণবিক্রমপুরের কায়স্থ-সমাজে অচির কাল ম ক্ষত্রিয়াচার সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীমাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক।)

বৈন্যা কেন্দ্র—(মাণিকগঞ্জ)

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপনয়ন গ্রহণ করেন,—

১ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ (বয়স ৬৮), ২ অক্ষয়কুমার বর্দ্ধন (৫৮ ৩ মনীন্দ্রকুমার নন্দী (২৫), ৪ যতীন্দ্রনাথ সেন (২২), ৫ যজ্ঞেশ্বর বর্দ্ধ (৩৭), ৬ মুকুন্দলাল বিশ্বাস (৩০), ৭ মাণিকচন্দ্র বর্দ্ধন (৩৫), ৮ বিপীনচ দত্ত (৩৮) ৯ মহিমচন্দ্র দেব (পুথুরীয়া ৬২), ১০ রাইমোহন রাহুত (৩ ১১ রমণীকান্ত গুহ (সিমুলিয়া), ১২ অবনীকান্ত ঘোষ (বরঙ্গাইল ১৮ ১৩ নীরদকান্ত ঘোষ (১৩)।

বরঙ্গাইল কেন্দ্র—(মাণিকগঞ্জ)

১ প্রিয়নাথ নন্দী (স্কুল মাষ্টার বয়স ২৭), ২ যষ্ঠীমোহন সোম (আড়াসিন ৪

শ্রীপ্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার

☞ এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি বহরমপুরকেন্দ্রে বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেনবাবু নূননগররাজবংশধর ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ কেন্দ্রে বিস্তৃত বিবরণ আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে।

১। ভক্তিতত্ত্ব

আবার আনন্দের দিন আসিতেছে।

"গচ্ছ দেবী মহামায়ে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
লোকত্রয়হিতার্থায় পুনরাগমনায় চ॥
দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতা।
সম্বৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥"

সম্বৎসর গত হইয়াছে, মহামায়া আবার আসিতেছেন। বাঙ্গলার সহরে নগরে গ্রামে গ্রামে আনন্দের স্রোত বহিবে, বিচিত্রা সমলঙ্কৃতা দশভুজা মাতৃমূর্ত্তির স্থাপনা করা হইবে, শঙ্খঘণ্টাসমন্বিত বাদ্যোদ্যমে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিবে, আবালবৃদ্ধবনিতা নববস্ত্রে ভূষিত হইয়া দিনত্রয়ের জন্য দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইবে। সহস্র স্রোতস্বতী ক্ষীরধারা প্রবাহিত করিয়া যে বাঙ্গলার পল্লিকে ধনধান্যসমন্বিত লক্ষ্মীর আবাসভূমি করিয়াছিল, আজ রোগশোকের প্রকোপে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে যে পল্লিক্ষেত্র জনহীন, দরিদ্রের আবাসভূমিতে পরিণত হইতেছে—কারণ লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ আর এখানে বাস করেন না, সহরে বাস করেন—সে পল্লিসমাজও কতক দিনের জন্য জনসঙ্কুল আনন্দোচ্ছ্বাস-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

সুন্দরী রমণীর দেহে বস্ত্রালঙ্কার প্রযুক্ত হইলে যেরূপ সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা খুলিয়া লইয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে সেরূপ হয় না; ঐ বস্ত্রালঙ্কার নিজের মাকে পরাইয়া আবার যেরূপ সুন্দর দেখা যায়, অন্যকে পরাইয়া সেরূপ দেখা যায় না। অলঙ্কারাদি নিজেই সুন্দর বটে, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে বিন্যস্ত হইলে তাহার সৌন্দর্য্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায়। ঢাকঢোল, পূজায় আনন্দ ত আনন্দ বটেই, তবে সেই আনন্দ যদি মাতৃপূজার অঙ্গ স্বরূপ হয় তবে তজ্জনিত আনন্দ কোটীগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভোজ্যদ্রব্যত আনন্দের কারণ বটেই, কিন্তু তাহা নিজের উদরে প্রেরণ না করিয়া যখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় মৃতপ্রায় পথিকের নিকট স্থাপন করি তখন ঐ বস্তু হইতে যে সুস্বাদ নিঃসৃত হয় তাহা কোন মসালা সহযোগেই বাহির করা যায় না। যাহাকে ভালবাসি নিজের আনন্দ অপেক্ষা তাহার আনন্দ যেমন অধিক তৃপ্তিজনক, পুত্রের আনন্দ দেখিয়া মাতা যেমন অধিক আনন্দ উপভোগ করেন, দুর্গোৎসবের আনন্দ তেমন আর একটী

বিষয়ের সাহায্যে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠে। বস্ত্রালঙ্কারে মাকে সাজাইলে বে
সুন্দর দেখায় কেন, বেশী আনন্দের বিষয় হয় কেন?—অভ্যন্তরস্থ মাতৃমূর্ত্তি
জন্য। শঙ্খঘণ্টা নৃত্যগীত সেইরূপ মাতৃপূজায় প্রযুক্ত হইলে বেশী আনন্দে
বিষয় হয়, আর তাহা না হইলে মাত্র নৃত্যগীতই থাকিয়া যায়। কেন্দ্র
মাতৃমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে নিন্যস্ত দ্রব্যসম্ভার (নৈবেদ্য) যে আনন্দের কার
স্বরূপ হইবে, ময়রার দোকানের স্তূপীকৃত বাতাসা, সন্দেশ, রসগোল্লা দেখি
তাহা হইবে না। স্কুলের ছুটী, আফিসের বন্ধ, বাদ্যভাণ্ড দুর্গোৎসব নয়
একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিচিত্র কারুকার্য্য-সমন্বিত দীপাধার (ঝাড়
দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু যখন জ্বালিয়া দেওয়া হয়—তখন কত সুন্দর য
তাই বলিতেছি—দুর্গোৎসবের আনন্দের অভ্যন্তরে ভক্তির প্রদীপ যদি জ্বালি
দেওয়া যায় তবে তাহা আরও কত সুন্দর হয়, কত উজ্জ্বল হইয়া উঠে!
আনন্দ একটা স্বতন্ত্র জিনিস। মেঠাই মণ্ডা খাইয়া আনন্দ হয়, আর অঞ্জলিত
গঙ্গাজল খাইয়া তৃষ্ণাতুরের আনন্দ হয়। এ দুইটা একই জিনিস নহে, পৃথ
তবে তৃষ্ণা আবশ্যক।

দুর্গা আছেন বলিয়া দুর্গোৎসব, দুর্গা আছেন বলিয়া দুর্গোৎসবের আনন্দ-
কথা সকলেই জানেন। কিন্তু কোথায় আছেন? কোথায় তাঁহার বাসস্থান
কাঠামের উপর না সাজের ভিতর? তাহা নহে, এমন কি কৈলাসেও নহে,—
পদ্মে। হৃদিপদ্মে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিতে পারিলে তবেই দুর্গোৎসবের আন
তবেই বাদ্যভাণ্ড, নৃত্যগীত, আশ্বিনের ছুটীর সার্থকতা। এই হৃদিপদ্মের ভিত
ভক্তি দিয়া তাঁহার প্রতিমা গড়িতে পারিলে তবেই তিনি গঠিত হন, কাট
দিয়া গড়িলেই যথেষ্ট হয় না। যে ভক্তি দিয়া গড়িয়াছে তাহারই দুর্গোৎস
"যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।" তোমার আমার ঠকঠকি সা

"অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু
অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ।
অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥"

বলিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিলে প্রতিমা যেমন ঠাকুর হয়েন না, তেমন ভ
দ্বারা অনুপ্রাণিত না করিলে কেবল মাত্র মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা হৃদিমন্দি
দেবীকে স্থাপন করা যায় না। আর তাহা না করিলে দুর্গোৎসবের আন
দুর্গোৎসবের আনন্দে পরিণত হয় না। দেহে প্রাণ থাকিলে সেটা মা
তদ্ভিন্ন লাস মাত্র। হৃদয়ে ভক্তি থাকিলেই তবে তাহা দুর্গোৎসব, অন্যথা

কঙ্কাল মাত্র। রং উঠিয়া গিয়াছে, মাটি খসিয়া গিয়াছে, কার্ত্তিকমাসে বাঙ্গলার নদীতীরে জনশূন্য চড়ার উপর দুর্গোৎসবের কঙ্কাল পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সজ্জিতা প্রতিমার সহিত তাহার যে পার্থক্য ভক্তের দুর্গা প্রতিমার সহিত বাবুর দুর্গাপ্রতিমারও সেই পার্থক্য। আর ভক্তের দুর্গোৎসবের সহিত বর্ত্তমানের লৌকিক দুর্গোৎসবেরও সেই পার্থক্য।

আজ সপ্তমী পূজা। প্রত্যুষে সানাইয়ের মধুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আজকার দিনে ঐ সানাই কি মিষ্ট! কিন্তু ভক্তের কাছে আরও মিষ্ট, মিষ্ট শব্দ দ্বারা সে মনোভাব ব্যক্ত করা যায় না। বোধ হয় সে মনোভাব যথোপযুক্তরূপে ব্যক্ত করিবার উপযোগী ভাষা এখনও সৃষ্টি হয় নাই। সে যাহা হউক, তারপরেই সকাল হইয়া গেল, পূজো বাড়ীতে বাজনা বাজিয়া উঠিল। বাটীর বাবু বৈজ্ঞানিক হইলে ত বিরক্তই হইয়া উঠিবেন এবং শব্দ-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করিতে বসিবেন যে ইহা সঙ্গীতই নহে। কিন্তু ভক্তের আনন্দের সীমা নাই। কোথাও চণ্ডীপাঠ হইতেছে—সে কি মধুর শব্দ সঙ্গীত! আরতি হইতেছে—সে কি শোভা! আর কথা না বাড়াইয়া এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভক্তি থাকিলে দুর্গোৎসবের আনন্দ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এ আনন্দ স্বর্গের আনন্দের আস্বাদ বহন করিয়া আনে। আর তাহা না থাকিলে এ আনন্দ প্রাণহীন হইয়া পড়ে, ক্ষীণ হইয়া যায়।

আরও একটী কথা এই যে ভক্তির মাত্রা আছে, ভক্তি সকলের সমান নহে। ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তি ছিল, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণদেবের ভক্তি ছিল, আর তোমার আমারও আছে—সকলের সমান নহে। এই ভক্তি যাহার যত বেশী, দুর্গোৎসব তাহার তত উৎসব।

২। প্রতিনিধি তত্ত্ব।

নিম্নে কতকগুলি সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে—সমস্তই আনুমানিক। এই অনুমান বিশুদ্ধ না হইলেও যে যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতেছে, তাহা অশুদ্ধ হইবে না। বাঙ্গলায় হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা সওয়া দুই কোটী। ছয়জন লইয়া একটী পরিবার ধরিলে ৩৭ লক্ষ পরিবার হইবে। প্রত্যেক ২০০ পরিবারের মধ্যে ১টী দুর্গাপূজা ধরিলে ১৮৫০০ পূজা হইয়া থাকে।

জাতি হিসাবে দুর্গাপূজার একটা তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

ব্রাহ্মণ বাড়ীতে	...	...	৮০০০
উপবীতী কায়স্থ বাড়ীতে	...	...	১০০
উপবীতী বৈদ্যাদির বাড়ীতে		...	৭০০
অন্যান্য	...	...	৯৭০০

অন্য হিসাব ধরিলে দেখা যায়—উপবীতীর ৮৮০০, অনুপবীতীয় ৯৭০০ এই ১৮৫০০ গৃহস্থ দেবীকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া স্থাপন করিয়াছে পূজা করিবেন কিরূপে? ভগবান্‌কে কি করিয়া সেবা করা যায়? শাস্ত্রকারগ যে উত্তর দিয়াছেন, মানুষ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উত্তর তাহার মনোভাবে নিকট সন্ধান করিয়া পায় নাই।

ভগবান্‌কে আত্মবৎ সেবা করিবে। ভগবান্‌কে ভগবানের ন্যায় সে করিবার সম্ভাবনা ত নাই; সে জন্য যদি সেবা করিতে ইচ্ছা হয় আ আত্মবৎ সেবা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিক কি দিয়া সেবা করি তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইতে পারে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে কায়মনো বাক্যের ভিতর শ্রেষ্ঠ বিষয় যাহা আছে তাহা দিয়াই সেবা করিতে পারি, আ ত শক্তি নাই। এরূপ সেবার আর একটা সুবিধা আছে—ভগবানের তৃ হউক না হউক নিজের যথাসাধ্য চেষ্টার দ্বারা তাঁহার সেবা করিলে অন্তরা তৃপ্তি আছে। বোধ হয় ঐ মাত্র। পূজার উদ্দেশ্য ভগবান্‌ খাইবেন, ভগব পরিবেন, মন্ত্রাদিতে যে তোষামোদ বাক্য আছে তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিবেন তাহা নহে, আমার অন্তরাত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে। তাহা হইলেই যথেষ্ট হা আমার পূজা সার্থক হইল। আত্মবৎ অর্থাৎ মনুষ্যবৎ। এখন মানুষের ম ভিখারী আছে, অনাহুত আছে, রবাহুত আছে, দস্যুতস্কর আছে, উচ্চ আছে, ইহাদের মধ্যে কাহার ন্যায় সেবা করিতে হইবে? ভিখারী অনাহূত ন্যায় সেবা করাত চলিবেই না, নীচের ন্যায় সেবা করাও চলিবে না; উচ্চে ন্যায় সেবা করিতে হইবে। মনুষ্যের মধ্যে উচ্চ কে? রাজা, পিতা মা গুরু। ইহাদের ন্যায় সেবা করিতে হইবে। এই কয়েক ব্যক্তি এক গৃহে উপস্থিত হইলে যে ভাবে সেবা করিতে হয় ভগবানকেও তাহাই করি হইবে, তদ্ভিন্ন পূজা করা হইবে না, সেবা করা হইবে না, হয়ত দুষ্কার্য্য ক হইবে। একটা কার্য্য নিজে করা যায়, কিম্বা অন্যের দ্বারা করান যায়। বাসন মাজা, সম্মার্জ্জনীর পরিচালনা চাকরের দ্বারা করা যায়। আমাদের দে কাজ নিজে না করিয়া চাকরের দ্বারা করাইবার প্রথা বেশী, মর্য্যাদাও বে

বাবুরা নিজের মাথায় নিজে ছাতি ধরিতেননা, নিজের পায়ে নিজে জল ঢালিতেন না। তবুও বাঙ্গালিকে কোন কোন কাজ নিজে করিতে হয়। এখন গৃহস্থ কোন্ কাজ নিজে করে এবং কোন্ কাজ নিজে করে না, তাহার একটা সাধারণ পার্থক্য দেখা যাইতেছে, যে কার্য্য অপেক্ষাকৃত উত্তম তাহা নিজে করিয়া থাকে, যথা—অঙ্গরাগ। অন্যের দ্বারা যে কার্য্য করান যায়, নিয়মিত অর্থ-বিত্তভোগী হইলে ঐ অন্যকে ভৃত্য ইত্যাদি বলে। তাহা না হইলে প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। প্রতিনিধি দ্বিবিধ—বৈতনিক এবং অবৈতনিক। যিনি অর্থের জন্য অন্যের কাজ করিয়া দেন, আর যিনি স্বেচ্ছায় অন্যের উপকারমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করেন। ইহার মধ্যে শেষোক্ত প্রতিনিধির মর্য্যাদা বেশী।

অতঃপর দুইটী বিষয় বিচার করিতে হইতেছে। (১) কোন্ কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারা হইতে পারে না, স্বয়ং করিতে হয়। (২) কোন্ কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারা করাযাইতে পারিলেও নিজে করা উত্তম। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে কার্য্য কেবলমাত্র নিজের শরীর বা মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে, যথা—প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির আদান প্রদান ক্রিয়া, আর যে কার্য্য নিজে করিতে সমর্থ এবং অন্য গুরুতর কার্য্য যাহাতে বাধা প্রদান করিতেছে না, সে কার্য্য নিজে করা উত্তম। নিম্নলিখিত অবস্থায় প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব বা সুবিধাজনক—(১) যেখানে নিজে অসমর্থ, (২) অন্য গুরুতর বিষয় যেখানে বাধা প্রদান করিতেছে, (৩) যেখানে নিজে কার্য্য করা অনাবশ্যক (৪) যেখানে নিজের অপেক্ষা বিশেষজ্ঞের দ্বারা (যথা উকীল) কার্য্য করাইলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে।

আমাদের দেশে যে পূজাপ্রণালী প্রচলিত আছে তাহার আবশ্যকীয় অঙ্গ হইতেছে, (১) স্বস্তিবাচন, (২) সঙ্কল্প, (৩) বরণ, (৪) ঘটস্থাপন, (৫) বিঘ্নাপসারণ, (৬) ভূত শুদ্ধি, (৭) বিবিধ ন্যাস, (৮) আবাহন, (৯) চক্ষুর্দান (১০) প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১১) ধ্যান, (১২) পূজা, (১৩) হোম, (১৪) দক্ষিণা, (১৫) আরতি, (১৬) বিসর্জ্জন; ইহা ছাড়া অধিবাস, বলিদান ইত্যাদি আছে। যে ১৮৫০০ পূজা হইবে তাহার শতকরা ৯৯ টী পূজা এবং পূজার যে যে অঙ্গ আছে, তাহার শতকরা ৯৯ টা অঙ্গ প্রতিনিধির দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যিনি প্রতিনিধির মজুরী দিতে অসমর্থ এবং যে যে বিষয়ে অসমর্থ সাধারণত তিনি সেই সেই পূজাঙ্গ নিজে সাধন করিবেন। পূজা বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে, গৃহস্বামী গৃহস্বামিনী, পুত্র, কন্যা,

জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। যে গৃহস্বামী দেবীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন শুধু তিনি যে এই পূজার ৯৯টা অঙ্গ বৈতনিক প্রতিনিধির দ্বারা সম্পন্ন করিবেন তাহা নহে, এই পঙ্গপালবৎ আত্মীয় স্বজনও তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করিবেন; নিজেরা এই পূজার ৯৯টা অঙ্গের এক অঙ্গও সম্পন্ন করিবেন না। পূজা করিতে গেলে কি কি শাস্ত্রীয় আচরণ করিতে হয়, কি কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, অধিকাংশ হিন্দু গৃহস্থের কাছে তাহা অপরিচিত। এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করা বা মন্ত্র উচ্চারণ ত দূরে থাকুক তাঁহারা পূজার সামান্য অঙ্গ অঞ্জলি প্রদান প্রভৃতি ২।৪টী কা করিয়া অবশিষ্ট সময় খাওয়া দাওয়া, লৌকিকতা এবং পলিটিক্স চর্চ্চা করি কাটাইবেন। পূজক ব্রাহ্মণ যখন আচমন করিতেছেন, গৃহস্বামী হয়ত তখ বাথ্‌রুমে সাবান ঘসিতেছেন, ব্রাহ্মণ যখন স্বস্তিবাচন করিতেছেন—গৃহস্বা হয়ত তখন চা-পান করিতেছেন, যুবরাজ হয়ত তখন সিগারেট ফুকিতেছে ব্রাহ্মণ যখন সঙ্কল্প করিতেছেন—বাবু তখন 'খাওয়ার' ফর্দ্দ করিতেছেন। প্রতি নিধি যখন ভগবতীকে বরণ করিতেছে, তিনি হয়ত তখন 'আস্তে আজ্ঞা হ 'বস্তে আজ্ঞা হয়'—মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে কোন রাজা বাহাদুর, অথ পক্ষে রায় বাহাদুরকে বরণ করিয়া বৈঠকখানায় তুলিতেছেন। কেহ বলিবে 'অতিথি-সৎকার কি মন্দকার্য্য?' নিশ্চয়ই নহে, তবে স্মরণ রাখিতে হ আজ গৃহে দেবী স্বয়ং অতিথি, তাঁহাকে বরণ অগ্রে করিতে হইবে। ব্রা যখন পড়িতেছেন, "এতে গন্ধপুষ্পে," "এতদধিপতয়ে"—বাবু হয়ত তখন "দে দে দৈ" করিয়া বেড়াইতেছেন। দেবীর সম্মুখে চণ্ডীপাঠ হইতেছে, শিবপূ হইতেছে, লক্ষদুর্গানাম জপ হইতেছে, বাবু চণ্ডীর একছত্রও পড়িতেছেন শিবের মাথায় একটা বিল্বপত্রও দিতেছেন না। বাবুত বাবু! বাবুর বিধি পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন কেহ কিছু করিতেছেন? কেন? লোক ভা করিয়া না আনিয়া এ পূজা বাড়ীতে সমস্ত কার্য্যই ত তাহারাই করিতে পারে আর তাহা যদি না পারেন, বা না চাহেন, তবে এ হেন গৃহস্বামীর যেমন দেবী স্থাপনা করিবার অধিকার নাই, তাহাদেরও তেমন পূজাবাড়ীতে আসি অধিকার নাই। পূজার ছুটীতে তাহাদের অন্যত্র যাওয়া উচিত ছিল। এ একটা বিষয়ে আর এক শ্রেণীর লোকের—হিন্দুধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী এহেন পূজাবাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়াইবার অধিকার নাই—দান দক্ষিণা উ পূর্ত্তির উপকরণ সযত্নে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার অধিকারত নাইই। কেহ যে

বলিবেন, "কেন, আমরা পূজার কোন কোন কাজত করিতেছি, অঞ্জলি দিতেছি, সমস্ত উপকরণ আনাইয়া দিতেছি।" আমি বলিতে চাই ইহা যথেষ্ট নহে।

এই সমস্ত কার্য্য পূজার অঙ্গ নহে। যাহা আবশ্যকীয় অঙ্গ তাহার তালিকা পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাই নিজে সম্পন্ন করিতে হইবে। আবশ্যকীয় কোন অঙ্গের সহিত সম্পর্ক নাই, অথচ বলিদানের সহিত সম্পর্ক কত ঘনিষ্ট! কোন কোন বাড়ীতে আমি দেখিয়াছি কর্ত্তা স্বয়ং পুত্রপৌত্র সমভিব্যাহারে 'মা মা' শব্দে মহিষের দড়ি টানিতেছেন। এমনও দেখিয়াছি, ভক্তিরসে তখন এত আপ্লুত হইয়াছেন যে, সেই মহিষের গায়ে পা দিয়াই প্রাণপণে দড়ি টানিতেছেন। ইহাতে যে মহিষের গলায় টান পড়িতে পারে না স্বভাবের এ সামান্য নিয়ম ভুলিয়া গিয়াছেন। এই বাবু নিজে পূজা করিতেছেন না; কিন্তু বলিদানটা নিজেই করিতেছেন—হাতে জোর নাই এ জন্য খড়্গ ধারণে অসমর্থ হইলেও রজ্জুর উপর যথাসম্ভব সামর্থ্য নিয়োগ করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। এ বাটির পূজারি ব্রাহ্মণগণের সহিত একবাক্য হইয়া প্রার্থনা করি বাবুর অক্ষয় স্বর্গলাভ হউক। কারণ অন্যত্র নিজে পূজা না করিয়া যে ত্রুটী করিয়াছেন, বলিক্ষেত্রে মূলে আসলে তাহা পূরণ করিতেছেন। বলি প্রসঙ্গে আর দুই একটা কথা বলিয়া রাখি। আমাদের কথিত বীর নিজে দড়ি টানিতেছিলেন, কোন বাড়ীতে এই দড়ি টানিবার জন্য চরকী কল আমি দেখিয়াছি। এখানে যে মহিষ বলি হইতে দেখিয়াছি তাহা অরণ্যচারী মহিষাসুর নহে, গৃহপালিত মহিষ শাবক। তাহার মাথা হাড়িকাঠে ফেলিয়া চারি পায় কাছি বাঁধিয়া এই চরকি যন্ত্রের সাহায্যে টানা হইতেছে। যখন তাহার সমস্ত অস্থি নিষ্পেষিত হইয়া টানের চোটে মাথা ছিড়িয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় ছুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, হৃদয় হইতে মুহুর্মুহু গভীর আর্ত্তনাদ বাহির হইতেছে, তখন এক কোপে কাটা হইল। এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে যাহাতে এক কোপে কাটিবার সুবিধা হয়। এই বাবু এই বলির স্থলে স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন, পূজার স্থানে প্রতিনিধি কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। এই পূজক এবং যে ব্রাহ্মণ এই বলির কর্ণে মন্ত্রপাঠ করিয়াছিল, পুণ্যফলে এখন তাঁহারা কোন লোকে বাস করিতেছেন, তাহা প্রশ্নের বিষয় বটে। যদি স্বর্গ হয় তবে তাহা নরক অপেক্ষাও ঘৃণ্য জঘন্য স্থান হইবে।

অনেকে বলিবেন, "তোমার উচ্ছ্বাস রাখিয়া দাও। প্রতিনিধির দ্বারা পূজা কি হইতে পারে না?" দুইভাবে একথার বিচার করা যাইতে পারে—

(১) শাস্ত্রের সাহায্যে, (২) যুক্তির সাহায্যে। একটা কথা স্মরণ রাখি হইবে, শাস্ত্র যুক্তিছাড়া নহে :—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

অতএব যুক্তিকে বাদ দিয়া কখনও শাস্ত্রের বিচার করা যাইতে পারে না পূজার সমস্ত কার্য্য প্রতিনিধির দ্বারা যে হইতে পারে, তৎপক্ষে শাস্ত্রবাক্যে আদৌ অভাব নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যুক্তির অভাব আছে এবং যুক্তির শাস্ত্রবাক্যেরও অভাব আছে। যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য প্রতিনিধি দ্বারা সমস্ত কার্য্য করাইবার বিধান দিয়াছে তাহা প্রকৃত শাস্ত্রবাক্য হইতে পারে না, ব্যবসায়ী অর্থাৎ ধর্ম্ম যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের রচিত শ্লোকমাত্র। সুবিধা হইলে স্থানান্তরে ইহার বিচার আরও করা যাইবে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি চতুর্বিধ স্থলে প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য চলিতে পারে, পঞ্চবিধ স্থান আর নাই। গৃহস্থ নিজে অসমর্থ হইলে চলিতে পারে। অসামর্থ দ্বিবিধ, (১) রোগাদি, (২) শূদ্র বা শূদ্রাচার। তৃতীয় রূপ হইতে পারে না। কারণ অন্য গুরুতর বিষয়ের ব এস্থলে থাকিতে পারে না। কারণ যাঁহার কার্য্য করিতে হইবে, তি জগদীশ্বরী। তাঁহাকে ফেলিয়া নশ্বর জগতের কোন কার্য্যই গুরুতর নহে। একথা বলা যাইতে পারে যে এ সমস্ত ক্রিয়া নিজে করা অনাবশ্যক। পূ বলিয়াছি যজ্ঞাদিতে কতকগুলি ক্রিয়া করিতে হয়, এবং কতকগুলি মন্ত্রোচ্চা করিতে হয়। এই সমস্ত ক্রিয়া এবং মন্ত্রাদি বহু প্রাচীন কাল হইতে চলি আসিতেছে। এখন আর হিন্দুর বল নাই, অর্থ সামর্থ নাই। পূর্ব্বে ছিল কি এবং কতটা ছিল, অন্যান্য জাতি কি বলিবেন জানি না কিন্তু একটা বিষয় স্বীকার করিবেন, আধ্যাত্মিকতায় হিন্দু শ্রেষ্ঠ ছিল এবং হয়ত এখনও আছে। বাস্তবি পক্ষে ভগবানকে বুঝিবার জন্য, পাইবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ যেরূপ কঠোর ত করিয়াছিলেন, যেরূপ একোদ্দিষ্ট সাধনা করিয়াছিলেন, সেরূপ বোধ হয় কোন জাতি করেন নাই। সেই ভগবান্‌কে বুঝিবার পাইবার পক্ষে এই ম বিশেষ উপযোগী বলিয়া তাঁহারাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এ হেন বিষয় নি উচ্চারণ করা, আর অন্যে উচ্চারণ করার ফল একই হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গ হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনাতে পাইয়াছি, ভ ভিন্ন পূজা হয় না। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে এই সমস্ত মন্ত্রোচ্চারণে সহিত ভক্তির সম্বন্ধ নাই, বা যে কোন স্থানে যে কেহ মন্ত্র উচ্চারণ করি

ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে? সমাজে এরূপ বুদ্ধি যাহারা প্রবেশ করাইয়াছেন তাহারাই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যে কেহ যে কোন স্থানে বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যদি আমার ফললাভ হয় তবে পয়সা খরচ করিয়া নিজের বাড়ীতেই বা মন্ত্রোচ্চারককে ডাকিয়া আনা কেন? ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই দেশশুদ্ধ লোক ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে? বাস্তবিক যে তাহা হয় না, এরূপ ব্যবস্থায় দেশশুদ্ধ লোক যে ভক্তিচ্যুত হয়, তাহাইত দেখা যাইতেছে। যাহা হউক, যদি একথাও স্বীকার করা যায় যে মন্ত্র প্রতিনিধিতে উচ্চারণ করিলে ফল হয় তবুও অন্য কথাটা স্বীকার করিতে হইবে: ফললাভ, অর্থাৎ যাহা এস্থলের বিশেষ ফল—ভক্তিলাভ হইলেও নিজে উচ্চারণ করিলে যেরূপ হয় সেরূপ হয় না। অতএব পূজা নিজে করা অনাবশ্যক একথা বলা যায় না।

বাকি রহিল বিশেষজ্ঞের প্রতিনিধিত্ব। ধর্ম্মাধিকরণে নিজে বক্তৃতা না করিয়া উকীল বা বিশেষজ্ঞের দ্বারা ঐ কার্য্য করাইলে যখন সুফলের আশা বেশী করা যায়, তখন গুরু পুরোহিত শাস্ত্রজ্ঞ, যাহারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাহাদের দ্বারা পূজা করাইলে বেশী ফল হইবে না কেন?

ওকালত নামার দ্বারা ভগবানের কাছে উপস্থিত হইবার কয়েকটী অসুবিধা আছে,—বর্ত্তমানের "আত্মবৎ" বিচারকদিগের ন্যায় তিনি ২০০ মুদ্রার বিনিময়ে বিচারকার্য্য বিতরণ করেন না। অল্পবিস্তর রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে বিচারকার্য্য বিতরিত হয় তাহা অল্পবিস্তর অসম্পূর্ণ হইতেই হইবে, কারণ সে বিচার কর্ত্তার বুদ্ধি অল্পবিস্তর ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তা করিবার আবশ্যক হয়—তাহা পক্ষগণ স্বয়ং করিতে পারে না, ঐ জন্য প্রতিনিধির আবশ্যক হয়, প্রতিনিধির দ্বারা উৎকৃষ্টতর স্বার্থ রক্ষা হয়। কিন্তু ভগবতী ২০০ মুদ্রা বেতন গ্রহণ করিয়া জগতের হিতসাধন করেন না, তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য ধর্ম্মের আইনের অভিজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যক হয় না, তিনি স্বয়ংই আইন কানুন বিচার পদ্ধতি বিশেষরূপ জানেন, আইন নজির তাঁহাকে দেখাইতে হয় না। তাঁহার একনাম অন্তর্য্যামী। ধর্ম্মযাজক ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য যখন তিনি করিতে পারিতেছেন তখন আমার উপকারের জন্য ব্রাহ্মণকে উকীল দিতে হইবে এরূপ আবশ্যকতা নাও থাকিতে পারে। বরং বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মাধিকরণের অবস্থা অপেক্ষা পূর্ব্বেকার অবস্থা এস্থলের বেশী অনুকূল—যখন রাজা স্বয়ং বিচার করিতেন। তখন রাজার কাছে উকীল না দিয়া, প্রতিনিধির দ্বারা

উপস্থিত না হইয়া নিজের মনে পাপ না থাকিলে নিজে যাইয়া আন্তরিক কামনা কাটা করাই সুবিধা ছিল। পূজা স্থলেও তাহাই সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির অপেক্ষা না করিয়া ভগবানের কাছে নিজের হৃদয় লইয়া উপস্থিত হওয়াই শ্রেয়। প্রতিনিধির দ্বারা কি স্ত্রীর সহিত প্রণয় করা যায়, না মাতার প্রতি ভক্তি করা যায়? এ জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কার্য্য নিজে মন বা শরীর দ্বারা করিতে হয় তাহা প্রতিনিধির দ্বারা করা চলে না।

তাহা যে চলে না, আত্মবৎসেবার কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়াও অন্য উপায়ে তাহা দেখান যাইতে পারে: বিষ্ণুপুর গ্রামে বিষ্ণুচরণ ঘোষের বাটীতে দুর্গোৎসব হইতেছে। শুনা যায় ৪০০ বৎসর ধরিয়া অব্যাহত গতিতে এই পূজা চলিতেছে। বাঙ্গলার গ্রাম্য পূজায় ধুমধাম আড়ম্বর যাহা হইয়া থাকে তাহার কিছুরই অভাব নাই। ঢাক আছে, ঢোল আছে, সানাই আছে, যাত্রা আছে, এমন কি মহিষ বলি পর্য্যন্ত আছে, ছাগ বলিত বহুতর আছে। আত্মবৎ সেবা কিনা! ছাগ না পাইলে দেবী চপ্ কাট্‌লেট্ খাইবেন কি করিয়া! সেকালে মাষ্টার্ড ছিলনা, মাত্র সরিষা ছিল। আজকাল ভগবানের আত্মবৎ সেবা করিতে গেলে কাহাকেও দেবীর ভোগের সহিত একটু মাষ্টার্ড দিলে মন্দ হয় না।

ইতিপূর্ব্বে আত্মবৎ সেবার কথা বলা হইয়াছে। নিজে কদর্য্য খাওয়া যায়, পায়স পিষ্টকও খাওয়া যায়, কিন্তু এরূপ বুঝিতে হইবেনা যে দেবীকে পায়স-পিষ্টক না দিয়া খুদকুঁড়ো দিতে হইবে। নিজের যাহাতে বিশেষ তৃপ্তি হয় এবং যাহা সাধ্যায়ত্ত তাহাই করিতে হইবে। অতএব আত্মবৎ সেবার অর্থ হইতেছে এরূপ ভাবে দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে যাহাতে মানুষের উত্তম তৃপ্তিলাভ হয়। রাজাকে যে ভাবে পূজা অর্চ্চনা করিতে হয় তাহাতেই মানুষের চরম তৃপ্তি, কারণ রাজা চরম মানুষ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানুষ। অতএব প্রমাণ হইল যে রাজাকে আহ্বান করিয়া যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় দেবতার প্রতিও অন্ততঃ তদ্রূপ করিতে হইবে। আমাদের রাজা দেশে থাকেন না, কিন্তু প্রতিনিধির দ্বারা অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছেন। ঐ প্রতিনিধির অভাব নাই—চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকর্ম্মচারিমাত্রই রাজার প্রতিনিধি। আমাদের কথিত ঘোষ বংশের কলিযুগের অশ্বমেধ যজ্ঞে একজন নিমন্ত্রিত রাজ প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পারিবারিক বিশেষ কারণে এবার পূজার বন্ধে বাড়ী যাওয়া ঘটে নাই, এজন্য আত্মবৎ সেবার

সুযোগ প্রদান করিবার জন্য এই পূজা বাড়ীতে স্বয়ং সশরীরে আসিয়া উপস্থিত। এই গৃহস্বামী সুপারী নারিকেল গাছ হইতে ফল সংগ্রহের জন্য সেই কালেই একজন ঠিকা মজুর নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, "দেখ, ডেপুটী বাবু আসিলে তুই সংবর্দ্ধনা করিস, আমি সুপারি পাড়িব।" ডেপুটী বাবুর আগমনে মজুর বলিল, "আসুন, বসুন, আমার বস্ত্রাদি নোংরা, বিছানায় বসিব না, আপনি বসুন, আর এই হুকা দিতেছি, তামাক খাউন।" "বাবু কোথায়?" "আজ্ঞে তিনি সুপারি পাড়িতেছেন, সুপারি পাড়িবার সময় উপস্থিত, এই সময়ে না পাড়িলে বাদুড়ে খাইয়া ফেলিবে, তাই তিনি ব্যস্ত আছেন।"

এরূপ ব্যবহারের পর ডেপুটী বাবু কি বলিবেন এবং বাসায় ফিরিয়া গিয়া এই গৃহস্থের কিরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। অথচ এই স্থলেও এই ব্যক্তি প্রতিনিধির দ্বারা অর্থাৎ নগদ মূল্য দিয়া নিযুক্ত করা মজুরের দ্বারা অতিথি সৎকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গল্পটী শুনিয়া আমার এক বন্ধু বলিলেন, 'সুপারি ত তাঁহার অতিথির মধ্যে একজন ছিল না, তবে তিনি ডেপুটী বাবুর অভ্যর্থনা না করিয়া সুপারি পাড়িতে অর্থাৎ সুপারির অভ্যর্থনা করিতে গেলেন কেন?" ইহার উত্তর হইতেছে যে, যে স্থলে ভগবতী অতিথি স্বরূপে উপস্থিত সে স্থলে তাঁহার সৎকার না করিয়া অন্য কার্য্য করিতে যাওয়া, আর রাজপ্রতিনিধি ডেপুটী বাবুর উপস্থিতি সত্ত্বেও সুপারি পাড়িতে যাওয়া তুল্যরূপ অবৈধ কার্য্য। তবে একটা পার্থক্য আছে। স্বয়ং সংবর্দ্ধনা না করিলে ডেপুটী বাবু যেরূপ চলিয়া যাইবেন, দেবীর এটীকেট্ বোধ না থাকাতে এবং কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া না গেলে স্থানত্যাগ করিবার সুবিধা না থাকাতে তিনি তাহা করিতে পারিবেন না। কিন্তু এরূপ অসহায় যে অতিথি তাঁহাকে ফেলিয়া অন্য কাজ করিতে গেলে, বৈতনিক প্রতিনিধির হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া গেলে, কিরূপ আত্মবৎ সেবা করা হইল? এই কথা আমি প্রত্যেক গৃহস্থকে তাঁহার অন্তঃকরণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলি। অবশ্য দেবী যেমন তোমার আমার প্রদত্ত লুচী মোণ্ডা গ্রহণ করেন না, আমাদের প্রদত্ত মান অপমানও গ্রহণ করেন না। কিন্তু কে গ্রহণ করে? হিন্দুর অন্তরাত্মা। কাহাকে অপমান করা হয়? নিজের প্রজ্ঞাকে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা থানাদারের ন্যায় দেবী তোমার অসদ্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তোমাকে জব্দ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা নাও করিতে পারেন, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণে যদি কিছুমাত্র ধর্ম্মভাব থাকে, তোমার ধর্ম্মভাব যদি প্রচলিত কুসংস্কারের বিষয় মাত্র

না হয় তবে বুঝিতে পারিবে সামর্থ সত্ত্বেও প্রতিনিধির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিয়া আজ তুমি কি কুকার্য্য করিলে! কেহ নিজের গুরুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ঘাড়ধাক্কা দিয়া বিদায় করিল। ইংরাজি শিক্ষিত সুসন্তান পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া চাকরের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া ইয়ার বন্ধুর সহিত রহস্যালাপ করিতে লাগিল। তাহাতে লোকে 'ছ্যা ছ্যা' করিবে, কিন্তু এস্থলে করিবে না। কারণ—প্রচলিত সংস্কার। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে প্রচলিত সংস্কারের ভাল মন্দ আছে। এরূপ অসদ্ব্যবহার করিলেও গুরু কিম্বা পিতা হয়ত এই বলিয়া প্রতিদান করিবেন, 'দীর্ঘায়ুরস্তু।' ভগবতী হয়ত বিনা বাক্যব্যয়ে বিসর্জ্জনে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু অভিশপ্ত করিবে কে? নিজের অন্তরাত্মা। অতএব নিজের সামর্থ থাকিতে দেবীর পূজার্চ্চনা প্রতিনিধির দ্বারা করা চলে না, বিশেষতঃ বৈতনিক প্রতিনিধির দ্বারা। আরও একটা ব্যাপার দেখা যাইতেছে, বৈতনিক প্রতিনিধি যতই অগ্রববর্ত্তী হউক, স্বার্থশূন্য অবৈতনিক প্রতিনিধি তোমার সামর্থ্য থাকা স্থলে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে, তোমার দায়িত্ব হইতে তোমাকে অব্যাহতি দিতে আদৌ সম্মত হইবে না।

অনেকে বলিবেন, sermonটা ঝাড়লে ভাল তবে সময়টা কিরূপ তাহা স্মরণ রাখা উচিত ছিল। একটা দেশাচার আছে, পৈতৃক একটা প্রথা প্রচলিত আছে এজন্য পূজা করি। তোমার ভক্তিতত্ত্বের ধার ধারিনা।' এরূপ যাহারা বলিবেন তাঁহাদের স্বীকার করিতে হয়, 'সামাজিক নিন্দা হইবে বলিয়া পূজা করি, অন্য কোন কারণ নাই।' এবম্বিধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই, স্বয়ং মা দুর্গারই নাই। তবে একটা কথা বলিতে পারা যায় যে, বিশ্বাসে এবং কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই, অন্যথায় বিশ্বাস বিশ্বাস নহে। পূজা অর্চ্চনা যাহাদের Expediency মাত্র, বিপদে পড়িয়া তাহাদের 'মা মা' করিয়া ডাকা চলে না, ঠাকুরকে প্রণাম করা অঞ্জলি দেওয়ার সহিত ভক্তির সম্পর্ক রাখা চলে না। যাহাদের বিশ্বাস আর কার্য্যে সামঞ্জস্য নাই, পলিটিক্সের সহিত যাহাদের ভক্তির ছিটা ফোটা আছে, ঠাকুরকে দেখিয়া যাহাদের একটু আধটু ভয় হউক ভক্তি হউক আছে, প্রণামের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ আছে, যাঁহারা অঞ্জলি দিয়া থাকেন আর মহিষের দড়ি ধরিয়া টানিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সহজে ছাড়িয়া দিব না। যুক্তির হাড়িকাঠে ফেলিয়া হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া আজ বোধনের প্রাক্কালে অন্তরাত্মার উদ্বোধন জন্য 'মা মা' শব্দে প্রাণপণে টানিব।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি; বাঙ্গলা দেশে উপবীতীর বাড়ীতে ৮০০০ দুর্গা পূজা হইবে। রোগাদিজনিত বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে ইহারা সকলেই স্বয়ং পূজা করিতে সক্ষম। এ পর্য্যন্ত যাহা নিবেদন করা হইল, তাহাতে ইহাদের সকলেরই এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা উচিত কিনা, স্বয়ং পূজা না করিয়া প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত কিনা ভাবিয়া দেখা উচিত। অনুপবীতীর ৯৭০০ পূজা সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

৩। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।

যে দ্রব্যের সাহায্যে যাহারা উদরান্নের সংস্থান করে, তাহা তাহাদের ব্যবসায়ের বিষয় হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ পুরুষানুক্রমে একই দ্রব্যের ব্যবসায় করিলে আরও হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ের যে দ্রব্য তাহা মণি কাঞ্চন হউক আর দধি দুগ্ধ হউক—ব্যবসায়ী তাহাতে অনুরক্ত হয় না, অতি উৎকৃষ্ট বস্তু হইলেও তাহার ব্যবহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, তাহাকে উদরান্ন সংগ্রহের পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ব্যবহার করে। এই ব্যবহার দ্বিবিধ, আশু এবং গৌণ উদরপূর্ত্তির চেষ্টা। যে ব্যবসায়ী গৌণ উদরপূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য রাখে সে দুধে জল মিশায় না, সে সোণাতে খাদ মিশায় না। আর যে কেবল মাত্র আশু উদরপূর্ত্তির সুযোগ অনুসন্ধান করে সে দুধে জল মিশাইতে গিয়া গুগ্‌লি শামুক পর্য্যন্ত মিশাইয়া ফেলে। আজকালকার ব্যবসায় আশু উদরান্নের লালসা-প্রাবল্য বশতঃ কৃত্রিমতা প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি খাদ্যাদির ব্যবসায়ের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমার এক বন্ধুর ছেলের ছোলা মশুরের কারবার ছিল। তিনি কিস্তি বোঝাই করিয়া ইন্দুরের মাটি কিনিয়া আনিতেন—ছোলার সহিত মিশাইবার জন্য। এখন আমাদের শাস্ত্র ব্যবসায়ী অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকগণের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আশু কিম্বা গৌণ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহার সন্ধান করা যাউক। মুসলমান সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল দিল্লি লাহোর হইতে সুদূর বাঙ্গালায় আজ মুসলমান বেশী। কেন বেশী তাহার কারণ সুপরিচিত হইলেও এই প্রসঙ্গে তাহার পুনরালোচনা আবশ্যক হইতেছে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ব্যতীত বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণপ্রাধান্য যত বেশী তত আর কোথাও নহে। ইহারা দেশে কাহাকেও মাথা তুলিতে দিবেন না, মানুষ হইতে দিবেন না, ভগবানের কাছেও যাইতে দিবেন না, বরং এইরূপ প্রবৃত্তি ইলদিবেন যাহাতে দেশশুদ্ধ লোক আমোদ প্রমোদ যাই ব্যস্ত থাকে, যাইতে

চেষ্টাও না করে। ইহারা সকলকে দাবাইয়া রাখিয়া শোষন করিবে
মানুষকে পশুর অধম করিয়া রাখিবেন, মানুষকে মানুষের মত দেখিবেন
কাজেই আজ বাঙ্গালায় অর্দ্ধেকের বেশী লোক মুসলমান। এই সমস্ত মুসলমা
সকলেই ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করে নাই, ইহা
এই দেশেরই লোক। তবুও ভাগ্য ভাল যে শ্রীচৈতন্য দেব রক্ষা করিয়াছিলে
তা না হইলে আজ বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক মুসলমান হইত। হিন্দু যারা
থাকিত দেশের আনাচে কানাতে লুকায়িত থাকিয়া কোন ক্রমে তাহাদে
আত্মরক্ষা করিতে হইত—সেও হয়ত কৌটিল্য ঋষির অমূল্য উপদেশের কৃপা

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি।"

এই হইতেছে বাঙ্গালার ইতিহাসের অতীত অধ্যায়। আমাদের শাস্ত্র ব্য
সায়িগণ যদি এই ভাবে চলেন তবে ইহার ভবিষ্য অধ্যায় কি হইবে এবং
ভাবে তাহা গড়িয়া তুলিতেছেন চোক মেলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করি
তাঁহাদের অনুরোধ করি। বাঙ্গলাদেশ সমস্ত মুসলমান হইত তাহাতে ক
ছিল না, এমন দেশ অনেক আছে যেখানে সকলেই মুসলমান; তবে এ
অবস্থা আছে যেটা বাস্তবিকই ক্ষতিজনক—দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকের না
হওয়া। যে সমস্ত দেশের সমস্ত অধিবাসী মুসলমান, সে সমস্ত দেশ বে
চলিতেছে, কিন্তু যে দেশের সমস্ত অধিবাসী নাস্তিক সে দেশ কেমন চল
এই বাঙ্গলার লোক ভবিষ্যতে যদি অর্দ্ধেক মুসলমান আর অর্দ্ধেক হিন্দু নাস্তি
পরিপূর্ণ হয় তখন দেশ কিরূপ চলিবে? আর ধর্ম্মব্যবসায়ীর ব্যবসায়ই
কিরূপ চলিবে? দেশের সমস্ত লোক মুসলমান হইবে কিনা সে
মৌলভি সাহেবের জন্য তুলিয়া রাখিয়া দিয়া এখন বলিতে হয় যে দে
১৫ আনা লোককে স্বধর্ম্মে অধিকার না দিলে, নিজের সম্পূর্ণ শক্তির
ভগবানের পূজা করিতে না দিলে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের
দেশ নাস্তিকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি
গৌণ বুদ্ধি বলা যায় না।

দেশের লোক যাহাতে ধর্ম্ম কার্য্য নিজেরা করে, মন্ত্রাদি নিজেরা উচ্চা
করে, কায়মনোবাক্যের দ্বারা ভগবানের পূজা অর্চ্চনা করে, ধর্ম্মব্যবসায়ী
উচিত হইতেছে এইরূপ উপদেশ দেওয়া এবং ব্যবস্থা করা। মন্ত্রাদির আভ্যন্তরি
যদি কোন শক্তি থাকে, ইহা যদি ভগবানে ভক্তিলাভের সহায়ক বিষয় হয়
প্রত্যেক গৃহস্থকে তাহা উচ্চারণ করিতে বাধ্য করাই ধর্ম্ম যাজকের কর্ত্ত

প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য সারিবার ব্যবস্থা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মই ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্মাচরণই ধর্ম্মকে রক্ষা করে, সেই আচরণকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিলে ধর্ম্মও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। মহামায়াকে গৃহে স্থাপন করিয়া যে দেশের লোক নিজে তাঁহার পূজা করে না, মন্ত্রোচ্চারণ করে না, এই সমস্ত বিষয়কে ক্ষুদ্র করিয়া যে দেশের লোক আমোদ প্রমোদকে বাড়াইয়া তুলে এবং যে দেশের ধর্ম্মযাজক তাহাতে সম্মতি এবং প্রবৃত্তি দেয়, সে দেশে ধর্ম্ম কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আজ যে ধর্ম্মযাজকের উদরপূর্ত্তি হয় না, ব্যবসায়টাই হেয় হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য তাঁহারাই দায়ী। যদি কেহ বলেন, "সকল দেশেই ত ধর্ম্ম ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে", আমি বলিব, এরূপ সাংঘাতিক ভাবে নহে। ধর্ম্মাচরণকে আমরা কত ক্ষুদ্র করিয়া তুলিয়াছি তাহার উদাহরণ দিতেছি।

আমি আমার কোন পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ পাইয়া যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। পরম সমাদরে আমাকে লইয়া গিয়া প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে বসাইয়া দেওয়া হইল। দেখিলাম তথায় পান, তামাক, পানীয় ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু বিবাহরূপ ধর্ম্মক্রিয়ার কোন উপকরণ তথায় দেখিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাড়ীতে কি হইতেছে।' 'আজ্ঞে বিবাহ'। 'কোথায়? 'আজ্ঞে নীচেতে'। 'কর্ত্তা কোথায়?' 'আজ্ঞে ছাদে।' বলিলাম, 'তথায় আমাকে লইয়া চল।' কর্ত্তা আমাকে দেখিয়া বিশেষরূপ সাদর সম্ভাষণের পর বলিলেন 'পাতা প্রস্তুত, আপনি বসিয়া পড়ুন।' 'বাড়ীতে কি হইতেছে? 'কেন, আমার কন্যার বিবাহ?' 'কোথায়?' 'নীচের ঘরে, আপনি বসিয়া পড়ুন।' 'আপনার কন্যার বিবাহ নীচেতে, আপনি ছাদে কেন?' কর্ত্তাটী যে ভাবে আমার দিকে তাকাইলেন তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, আমি হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি কিনা সন্দেহ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিবাহ কখন?' 'বোধ হয় বর এতক্ষণ পীড়িতে বসিয়াছে। আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া দিয়া আসিয়াছি।' 'সম্প্রদান কে করিবে?' 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।' 'আপনি কন্যার পিতা, জন্মদাতা, সম্প্রদান অন্যে করিবে কেন?' 'দেখিতেছেন না, আমি আপনাদিগকে লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছি।' বাবুটীর কর্ত্তব্য বুদ্ধি এইরূপ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যথা-শাস্ত্র বিবাহ হইতেছে?' 'আপনি কি বলেন? সেখানে গুরুঠাকুর রহিয়াছেন, পুরোহিত ঠাকুর রহিয়াছেন।' 'আপনার কন্যার যে ভাবী শুভাশুভের জন্য

প্রধানতঃ আপনি দায়ী, আজিকার দিনের শুভকার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হ
তাহা তাহার উপরই নির্ভর করিতেছে; আর সে দায়িত্ব অন্যের ঘা
ফেলিয়া দিয়া আপনি নিশ্চিন্তে এই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন?' 'আপ
আমাকে পাগল করিয়া তুলিবেন দেখিতেছি, খাইতে বসিবেন কিনা বলুন।
আমি বলিলাম, 'অবশ্য বসিব, তবে বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছি, তাহা দর্শন অ
করিতে হইবে। আমি বিবাহস্থলে যাইতেছি, আপনাকেও আসিতে অনুরো
করি।' দেখিলাম নিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিই বিবাহ স্থলে উপস্থিত নাই, এবং যে
স্থল এত অল্পপরিসর যে তথায় বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের দ
ভাগের এক ভাগ লোকেরও এই কার্য্য দেখিবার কোন সুবিধা নাই। অথচ এ
বাটীতে পূর্ব্ব দিনই নর্ত্তকীলীলা হইয়া গিয়াছে, বিবাহ আসর হইতে সে আসর
ভিন্নরূপ ছিল, নিমন্ত্রিত সকলেরই বসিবার ব্যবস্থা ছিল এবং সকলে বসিয়া
ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে স্থলে লোকারণ্য হইয়াছিল, বিবাহ স্থলে
আদৌ নহে। বিবাহরূপ শুভ কার্য্যে যোগ দান অপেক্ষা আনুসঙ্গিক নৃত্যগী
আহারাদিতে যোগদান করিতেই নিমন্ত্রিতগণ ব্যস্ত এবং গৃহস্থও তাহাতে
সন্তুষ্ট। আমি এরূপ বিবাহক্ষেত্র দেখিয়াছি যেখানে গৃহের মহিলাগণে
দেখিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই, অথচ থিয়েটার দেখিবার উপ
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যে স্থলে বিবাহ ক্ষেত্র প্রশস্ত, বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি
উপস্থিত, সে স্থলে দেখা গিয়াছে দর্শকবর্গ বিবাহ দেখিতেছেন, হাসিঠাট্টা
করিতেছেন, সেই পবিত্র স্থলে দাঁড়াইয়াই সিগারেট খাইতেছেন, এখানে যে
একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে যে তাহাতে যোগদান করিতে
হয়, এ জ্ঞানই তাঁহাদের জন্মায় নাই। আমি ব্রাহ্মের বিবাহ দেখিয়াছি, পারসি
ইহুদি, খৃষ্টিয়ানের বিবাহ দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ ধর্ম্মাচরণের এরূপ অবমাননা
কোথাও দেখি নাই। তাহাদের বিবাহের ধর্ম্মাচার গির্জায় বা গৃহে যেখানেই
হউক নিমন্ত্রিতব্যক্তিবর্গকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হয় এবং শ্রদ্ধার সহিত
যোগদান করিতে হয়। রহস্যালাপ করা বা সিগারেট খাওয়া সে স্থলে আদৌ
প্রচলিত নয়। কেহ বলিবেন, 'আমার কন্যার বিবাহে এরূপ হয় নাই, আমি
নিজেই সম্প্রদান করিয়াছিলাম।' আমি যে যে দুর্দ্দশার কথা বলিলাম, বিবাহ
বাটী মাত্রেই যে তাহার সমস্তটা ঘটিয়া থাকে বলিতেছি না, তবে তাহার এক
ঘটা বা ঘটিতে দেওয়া গৃহস্থের এবং সমাজের অন্যায় একথা বলিতেছি। যে
কারণে ধর্ম্মাচরণের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, সমাজের তৎপ্রতি লক্ষ্য না করা

প্রতিবিধান না করা অত্যন্ত অন্যায় একথা বলিতেছি। লক্ষ্য না থাকাতে এই ঘটিয়াছে যে হিন্দুর বিবাহ বিশেষতঃ শূদ্রাচার-বিবাহের ন্যায় গাম্ভীর্য্যবিহীন (undignified) ধর্ম্মাচার অন্য জাতির মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ—এরূপ অবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মগণের এবং অন্যান্য অনেক জাতির বিবাহ যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা অনুভব করিয়াছেন যে ইহা একটা দেখিবার শুনিবার ব্যাপার। কিন্তু আমাদের বিবাহাদি কেবল identification এর ব্যাপার বহুল অর্থাৎ কেবল অমুকস্য পুত্রায়, অমুকস্য পৌত্রায় হইয়া পড়িয়াছে, মধুপর্কের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া আলোচাল কাচকলা দানের ব্যাপার। এই ত গেল পূজা বিবাহাদির কথা। আর একটা ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে—শ্রাদ্ধ। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ আলোচনা না করিয়া এই কথা বলিতে চাই যে, সামর্থ্য থাকিতে নিজের মাতা পিতার পিণ্ড নিজে না দিয়া যিনি অন্যের দ্বারা দেন, তিনি শুধু পিতার শ্রাদ্ধ করেন না, পিতৃত্বের শ্রাদ্ধ, পিতা পুত্র সম্বন্ধের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। বিশ্বাস না করেন, মোটে না করিলেই মিটিয়া গেল, ধর্ম্মাচরণের অভিনয় (farce) করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি করা কেন?

সমাজের ঈদৃশ অবস্থার জন্য প্রধানতঃ ধর্ম্মযাজক দায়ী নহেন, সমাজের জনসাধারণ দায়ী—একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহারা প্রতিবিধান করেন না কেন? বিক্রেতা যে জলো দুধ বেচে যায় তাহার জন্য দায়ী কে? জনসাধারণ লাথি মারিয়া দুধের ভাঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলে না কেন? এ প্রবন্ধে যে সমস্ত কঠোরোক্তি করা হইতেছে তাহা অযোগ্য ধর্ম্মযাজকের বিরুদ্ধেই করা হইতেছে, অন্যের বিরুদ্ধে নহে এরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রাদ্ধে পাত্রবিচার ও ব্রাহ্মণবিচার করিবার যেরূপ অনুশাসন মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে তদনুসারে কার্য্য না করা এবং যজমানকে তাহা জানিতে বা তদনুরূপ কার্য্য করার উপদেশ না দেওয়া প্রভৃতি অপরাধ অযোগ্য ধর্ম্মযাজক মাত্রেরই আছে ইহা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি হয়—ভগবান্ যুগে যুগে তথায় অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতকে বিনাশ করেন এবং ধর্ম্মের স্থাপন করেন। যে ধর্ম্মব্যবসায়ী ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা আনয়ন করিয়াছে, ধর্ম্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে, তাহাদিগকে এবার অগ্রে বিনাশ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে না।

৪। শূদ্রাচার।

মনু বলিতেছেন—

"শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেৎ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ॥
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ ভবত্যস্য নিষ্ফলম্॥
শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যোধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥"

মনুসংহিতা, ১০ অধ্যায়।

বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া শূদ্র যদি ক্ষত্রিয়ের আরাধনা করে, ধনী বৈশ্যে সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে চায়, তাহা বৃত্তি হিসাবে করিতে পারে ব্রাহ্মণসেবাই শূদ্রের বিশিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অ যাহা সে করিবে সে সমুদয়ই তাহার নিষ্ফল। শূদ্র সমর্থ হইলেও ধন সঞ্চ তাহার করণীয় নহে, শূদ্র ধন প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণদিগেরই অসুবিধা ঘটে।

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"হীনবর্ণোঽধিকবর্ণস্য যেনাঙ্গেনাপরাধং কুর্য্যাৎ তদেবাস্য শাতয়েৎ॥ এক সনোপবেশী কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ॥ নিষ্ঠীব্যোষ্ঠদ্বয়বিহীনঃ কার্য্যঃ আক্রোশয়িতা চ বিজিহ্বঃ॥ দর্পেণ ধর্ম্মোপদেশকারিণো রাজা তপ্তমাসে চ তৈলমাস্যে॥"

হীনবর্ণ শূদ্র অধিকবর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি যে অঙ্গদ্বারা অপরাধ করি তাহার সেই অঙ্গ নষ্ট করিয়া দিবে। ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে কটি দাগ দিয়া নির্ব্বাসিত করিবে। থু থু দিলে ওষ্ঠদ্বয়বিহীন করিয়া দিবে। আক্রোশ প্রকাশ করিলে জিহ্বাহীন করিবে। দর্পের সহিত ধর্ম্মোপদেশ দি আসিলে রাজা তাহার মুখে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবেন।

সর্ব্বশাস্ত্র হইতে এইরূপ ভূরি ভূরি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পা যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে শূদ্র অন্যান্য দেশের দাস জাতির (Slave) অনু ছিল; ইহারা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে না, করিলেও তাহা ব্রাহ্মণাদি সম্পত্তি হইয়া যাইবে মাত্র, এই আইনটীই এই অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট। প্রাচী গ্রীস্ রোমেও এই আইন ছিল। অন্যান্য দেশে যেমত ক্রীতদাসগণ আধি

বা সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে এখানেও বহু দিন হইতে শূদ্রেরা সম্পূর্ণ ক্রীত দাসের অবস্থায় বাস করিতেছে না, অনেকটা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মৌর্য্য-বংশ শূদ্র ছিল, এরূপ আরও বহু শূদ্র রাজবংশ দেখা যায়। অতএব শূদ্রেরা রাজা পর্য্যন্ত হইয়াছে। সামাজিক দাসত্ব হইতে ইহারা অনেক দিন আপনা দিগকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়াছে। এখন ধনসঞ্চয় করিতে পারে, এমন কি ধর্ম্মোপদেশ দিতে গেলে পুলিশে ধরে না। কিন্তু একটী বিষয়ে ইহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। যদিও এখন আর ব্রাহ্মণ জোর করিয়া গাড়ু গামছা বহন করাইতে পারে না, তবুও জন্মমাত্রেই দাস উপাধি লাভ করিতে হয়। শাস্ত্রমতে ইহাদের প্রধান সংস্কার চূড়াকরণ। কিছুদিন পূর্ব্বে চীন জাতিরও তাহাই ছিল। দাসত্বের চিহ্নস্বরূপ মানচুরা ইহাদিগের মাথায় বেণী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। চীনেরা টিকি কাটিয়া ফেলিয়াছে, চূড়া-করণও বাঙ্গলা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। শূদ্রেরা সামাজিক অধিকার অনেকটা পাইয়াছে বটে, তবে একটা বিষয়ে যে দাস সেই দাসই রহিয়া গিয়াছে। সেদিকে সমাজের সেরূপ লক্ষ দেখা যাইতেছে না—ধর্ম্মাচরণে ইহারা বিশেষ অধিকার পায় নাই। হিন্দু ধর্ম্মের অস্থিমজ্জা হইতেছে প্রণব ও অন্যান্য বেদ-মন্ত্রাদি। তাহা উচ্চারণ ইহারা করিতে পারে না, করিবার আবশ্যকতাই নাই, কারণ—

"স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চ ম্লেচ্ছাশ্চ যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ তদেব ফলমাপ্নুয়ুঃ॥"

নমঃ নমঃ করিলেই শূদ্রের ফল লাভ হইল। সুতরাং মনে করিতে হইবে সামাজিক বিষয়ে অধিকার লাভ করিলেও শূদ্র এখনও ধর্ম্মে তাদৃশ অধিকার লাভ করে নাই। অর্থাদি সঞ্চয়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জ্জন, পেটের দায়ে শূদ্রকে অর্জ্জন করিতে হইয়াছে, এজন্য করিয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত বিষয় পেটের দায় নহে, মানের দায়, তাহা বিশেষ অর্জ্জন করে নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ হইতে আমরা একটা জিনিষ লাভ করিয়াছি—আত্মসম্মানবোধ। ক্রমে ইহা সমাজের উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে সংক্রামিত হইয়াছে। ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে ইহা একেবারে ছিলনা তাহা নহে, তবে ক্ষীণ অবস্থায় ছিল। ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার একটী নিরক্ষর স্ত্রীলোকের একটী গল্প বলিতেছি। কোন কায়স্থের গৃহে শুক্লপক্ষী বালিকা কন্যা সহ সমাগতা হইলে শিষ্যগৃহের এক বালক পুত্র অতিথি সংকার করিতে যাইয়া

একটা মিষ্টান্ন দিতে গিয়াছেন, তাহাতে গুরুপত্নী অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া যা কের মাতাকে বলিলেন 'তোমরা শূদ্র, তোমার ছেলের এতবড় আস্পর্দ্ধা আমা মেয়েকে সন্দেশ দেয়!' শূদ্রাণী পায়ে ধরিয়া ঠাণ্ডা করিলেন, কিন্তু সেই দি হইতে গুরুপত্নীকে পূজা করিতেন, বাক্যালাপ করিতেন না। তাঁহার স্বা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই আমাকে গুরুপত্নী লাথি মারিলেও আমি মনে কোন দুঃখ করিতাম না, কি আমার শিশুপুত্র ভাল মনে করিয়াই যে কাজ করিতে গিয়াছিল তাহাতে তাহা যে অপমান সহিতে হইল তাহা আমার মায়ের প্রাণে আঘাত করিয়াছে। গু পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটী করিব না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বাক্যালা করিব না। বাস্তবিকই আমার পুত্র অন্য কাহারও পুত্র হইতে এত হী ইহা সত্য হইলেও আমার মায়ের প্রাণ তাহা বুঝিয়া উঠিতেছে না।" গল্পটা উল্লেখ এইজন্য করিতে হইয়াছে যে ব্রাহ্মণপ্রভাবের বিরুদ্ধে মায়ের মন যেম কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, এক শ্রেণীর কায়স্থের মনও সেইরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এই চাঞ্চল্য, এই আত্মসম্মানবুদ্ধির জন্যই কায়স্থ-সভার জন্ম। একজন অধ্যা পক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'আপনারা কায়স্থ সম্প্রদায় এত বিরক্ত হইতে ছেন কেন? আমরা ত আপনাদের বিশুদ্ধ শূদ্র বলিনা, আপনারা সৎশূদ্র' আত্ম-সম্মান বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই আমাকে উত্তর করিতে হইয়াছিল যে বাঙ্গলা কায়স্থ-সমাজ সৎশূদ্র উপাধি গ্রহণ করিতে রাজি আছে, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ সম্প্র দায়ও যদি ব্রাহ্মণ শব্দের পূর্ব্বে একটা বিশেষণ সংযোগ করিতে স্বীকৃত হয়েন এ বিষয় আর বেশী খুলিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। আজকাল বাঙ্গলার কায় তা তিনি যাহাই হউন, আত্মসম্মানবোধ এককালিন ত্যাগ করিতে অসম হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কায়স্থ, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে যাহা উদার, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানেন না তাহারাও মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে অবশ্য প্রস্তুত নহেন। এজন্য বলা যায় যাহাদের ধর্ম্মভাব বিশেষ নাই, তাহারা অবস্থায় বাধ্য হইয়া কোন দিন যদি কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যথা দুর্গাপূ বিবাহ ইত্যাদি, তবে তাহা যে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া করিতে হইবে ই বোধ হয় তাহারাই অগ্রে অস্বীকার করিবেন। রেজিষ্টারী করিয়া বিবা কর, crematorium এ দাহ কর, আর Industrialism এর পূজা কর, কো বালাই নাই। কিন্তু হিন্দুমতে ইহার কোন একটি কাজ করিবার আবশ্য হইলে তাহা শূদ্র অর্থাৎ দাস জাতির প্রথা অনুসারে সম্পন্ন করিতে যাওয়া সম্প

নহে। ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষেও এরূপ আচরণ যে অস্বাভাবিক তাহার সম্বন্ধে দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যিনি ইংরাজি মতে আহার করিয়া থাকেন কোন দিন কোন কারণে যদি তাহার দেশীয় খাদ্য খাইতে সাধ হয় তবে তিনি কি কচুরী সিঙ্গাড়া ফেলিয়া উড়িয়ার দোকানের অর্দ্ধগলিত বেগুনি ফুলুড়ি খাইতে যাইবেন? মনে করা যাউক খৃষ্টান ধর্ম্মে এরূপ কতক-গুলি আচরণ আছে যাহা কেবল Slave গণের আচরণীয়। কোন হিন্দুর যদি খৃষ্টান ধর্ম্মের কোন ক্রিয়া করিতে মন যায়, তবে কি তিনি এমন কোন ক্রিয়া করিতে যাইবেন যাহা মাত্র Slave গণের উপযোগী? যদি কোন হিন্দুর খৃষ্টি-য়ানের ধর্ম্মমন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ দর্শন করিতে সাধ হয়, তবে তিনি গির-জার আস্তাকুড় হইতে উঁকি মারিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন কি? ইহাতে তাহার আত্মসম্মানবুদ্ধি বাধা প্রদান করিবে না কি? তবে নিজের ধর্ম্মের বেলায় করেনা কেন? কারণ, এরূপ আচরণে অভ্যস্ত হইয়াছেন, পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজকাল প্রাচীন প্রথার অন্যান্য অংশকে যুক্তির চক্ষে যেমন দেখিতেছেন তেমন ধর্ম্মাচরণকেও দেখা উচিত নয় কি? এজন্য ইহাদিগকেও পূজা সম্বন্ধে নিজেদের কর্ত্তব্য কি তাহা একবার বুঝিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। "আর যাহাদের ধর্ম্মভাব আছে তাঁহাদের পক্ষে স্বয়ং পূজাদি সম্পন্ন না করা অত্যন্ত অবৈধ। ভক্তি এবং ধর্ম্ম অভিন্ন বলিলেও চলে। পূর্ব্বে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে নিজে পূজা না করা সেই তত্ত্বের বিরোধী, সুতরাং ইহা ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ পক্ষে উত্তম ধর্ম্মাচরণ বলিতে পারা যায় না। পূজা কাহাকে বলে তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি: কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি অতি দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থ বাস করিত, মাতা পুত্র, ইহাদের আর কেহই ছিল না এবং অতি কষ্টে দিনপাত হইত। এই কষ্টের মধ্যেও মা কায়ক্লেশে পুত্রকে ইংরাজি স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আর চলে না, এরূপ অবস্থায় ১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে কেরাণির কাজ লইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষার্থে চলিয়া গেল। প্রায় দুই বৎসর পরে এই দুঃখিনী মাতার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ফিরিয়া আসিল। মাকে প্রণাম করিল, চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল। তাহার পরেই এক হাতে করিয়া রূপার থালায় করিয়া এক থালা উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ও আর এক হাতে গরদের কাপড় আনিয়া মায়ের পায়ের কাছে রাখিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিল 'মা তোমার জন্য আনিয়াছি।' এই মাতা কখনও

ভাল খায় নাই, ভাল পরে নাই। মা বলিল তোর একি বুদ্ধি, আমার জন্যে এসব কেন? তখন পুত্র দুই চক্ষে দরদরিত ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল 'মা বল তুমি খাবে?' ইহাই যথার্থ মাতৃপূজা। জগন্মাতার পূজাও এইরূপ ভাবে করিতে হয়। ভগবতীকেও এইরূপ ভাবে কোল দিতে হয়। তবেই পূজা করিয়া সার্থকতা, ভোগ দিয়া আনন্দ-

উপসংহারে বলিতেছি, এই সার্থকতা সম্পন্ন করিতে গেলে, প্রকৃত মাতৃপূজা আনন্দ উপভোগ করিতে গেলে, গৃহস্থকে শূদ্রাচার ত্যাগ করিতে হইবে।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

পত্রিকা-সম্পাদক।

কায়স্থ-পত্রিকা

ভাদ্র ১৩২৯] [২১ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আসামে কায়স্থ বার ভূঞা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বে আদিচরিত্র হইতে যে বিবরণী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্করবংশীয় নৃপতি অপুত্রক অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার কায়স্থমন্ত্রী সমুদ্র ও তৎপুত্র মনোহর পূর্ব্বতন রাজপরিবারগণকে সরাইয়া নিজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনকে সকল উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে মন্ত্রিপুত্র মনোহরই বিশ্বনাথ নামক স্থানে রাজা হইয়া বসিলেন। তিনি আপনার রাজপদ নিরাপদ রাখিবার আশায় একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীকে পূর্ব্বতন ভাস্করবংশীয় (৫) কোন রাজপুরুষের করে অর্পণ করেন। তাহা হইতেই ভাস্কর বা সূর্য্যদেবের কৃপায় লক্ষ্মীর পুত্রলাভ ও পুত্রগণের সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে বলা বাহুল্য পূর্ব্বকালে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশের সহিত বিশুদ্ধ কায়স্থবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই; এমন কি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাস্করবংশতিলক রায়ারিদেব বা অরিমত্ত কায়স্থরাজ-

---

(৫) পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে রায় অরিদেব বা অরিমত্ত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হইলেও আপনার পিতৃদেবের শ্বশুরানুসারে ভাস্করবংশীয় বলিয়া তাম্রশাসনে পরিচিত হইয়াছেন। এই ভাস্করবংশ-খ্যাতি আসামে প্রচলিত থাকায় অথবা সূর্য্যসিংহ নামে ঐ বংশীয় কোন রাজপুত্রের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হওয়ার পরবর্ত্তী কালে সূর্য্যদেবের সহিত সহবাস প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

কন্যার গর্ভজাত বলিয়াও কোথাও কোথাও পরিচিত হইয়াছেন।* আধুনি
ভূঞাচরিত্রে সমুদ্র ও মনোহরকে 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত করিলেও তাঁহা
কথনই শূদ্র জাতীয় ছিলেন না। কারণ মনোহরের দৌহিত্র লক্ষ্মীর গর্ভজা
শান্তনু ও সুমন্ত্রের সংস্কার সম্বন্ধে আদিচরিত্রে লিখিত আছে—"যথাকালে তাঁহা
দিগের দশবিধ সংস্কার হইলে তাঁহারা গলে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছিল। দেবো
পুত্র ও কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিল।" (৬) বলা বাহুল্য ভাস্করবংশো
অভ্যুদয়ে আসামে পূর্ব্বকায়স্থপ্রভাব অনেকটা লুপ্ত হইলেও উক্ত বংশে
তিরোধানে মনোহর ও তাঁহার দৌহিত্রবংশ কর্তৃক আবার উপর আসামে কায়
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহারাই উপর আসামে আদি
ভূঞা বলিয়া পরিচিত। এই আদিভূঞার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ পর
বর্ত্তী কালে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের বংশীয় বলিয়া স্ববংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবা
চেষ্টা করায় আদিচরিত্রকার সুমন্ত্রের ১ম পুত্র কৌনজবরকে চণ্ডীবরের পি
বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। (৭) বাস্তবিক শঙ্করদেবের বৃদ্ধপ্রপিতাম
চণ্ডীবর লণ্ডাদেবের পুত্র, তাঁহার সহিত কৌনজবর বা আদিভূঞাবংশের কো
সম্বন্ধ ছিল না, তাহা মহাত্মা শঙ্করদেবের স্বরচিত গ্রন্থ হইতেই জানা যায়।(

* Captain Westmacott in Journal Asiatic Society of Beng
1835, p. 191.

(৬) "দশকর্ম্ম করি যজ্ঞসূত্র গলে দিলা।
দেবের তনয় হেতু কায়স্থ বুলিলা॥" (আদিচরিত্র, ১৮ পদ।)

(৭) "সুমন্ত ভূঞার পুত্র নামে কৌনজবর। তেঁহো রাখিলন্ত শাস্ত্র থান তামাক্ষর।
তেঁহো আছিলন্ত গৈয়া বেহার দেশত। সিকারণে কৌনজপুর নামে ভৈলা খ্যাত।
পাছে রামপুরে আসি তেহো মৃত্যু ভৈল। তান পুত্র চণ্ডীবরে ধাতুশাস্ত্র পাইল।
সেহি শাস্ত্রমতে তেহো দেবী পুজিলেক। চণ্ডীবরবংশে সিটো শাস্ত্র থাকিলেক।
"সুমন্তর জ্যেষ্ঠপুত্র কৌনজবর নাম। তান পুত্র চণ্ডীবর গুণে অনুপাম॥
তান পুত্র লণ্ডাভূঞা জানিবাহা খ্যাত। তান পুত্র চন্দ্রবর জগত প্রখ্যাত॥ ৩২৫
তাহান তনয় রাজধর রাজনাম। তেহে করিলন্ত বটদ্রবা নামে গ্রাম॥
তান পুত্র ভৈল পিতামহ সূর্য্যবর। পদ্মফুল ভৈল তেহো কায়স্থ কুলর॥ ৩২৬
তাঁহার নন্দন ভৈলা নামে কুসুমবর। এক চিত্তে পুজা তেহো করিলা দুর্গার।
সত্যসন্ধ্যা মাতা মোর পিতা কুসুমবর। তার পুত্র মোর নাম শ্রীমন্ত শঙ্কর।৩২৭"
আদিচরিত্রের এই উক্তির সহিত শঙ্করদেব রচিত নিজ পরিচয়ের সম্পূর্ণ প্রভেদ দৃ
হয়। যথা—শঙ্করদেবের রুক্মিণীহরণ গ্রন্থে লিখিত আছে—
"টেম্বুনিয়া বন্ধে বসাইলা প্রবন্ধে বটদ্রবা নামে গ্রাম।
দুর্লভনারায়ণে যাক বহু মানে দিলা দেবীদাস নাম।

আদিভূঞাবংশ প্রথমতঃ সকলেই শাক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের
একধারা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক শাক্ত জ্ঞাতিদের সহিত পৃথক্ হইয়া পড়েন।
আদিচরিত্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত পদ হইতে জানা যায় যে শান্তনুর বংশ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর-
কূলে লক্ষ্মীপুর এবং সুমন্ত্রের বংশ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে (বর্ত্তমান শিবসাগর জেলায়)
রামপুর নামক স্থানে অবস্থান করেন। লক্ষ্মীপুরে বার ভাই যখন শাসন করিতে
ছিলেন, সেই সময় ছুটিয়ার রাজা আসিয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে এখানে
রাজা নাই, আমাকে রাজা কর। ভূঞাগণ তাঁহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিন্দা
করিতে থাকেন। তাহাতে ছুটিয়ার রাজা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।
ঘোরতর যুদ্ধে ছুটিয়ার রাজা পরাস্ত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া কচারির
রাজা এখানকার রাজপদ গ্রহণ অভিপ্রায়ে ভূঞাগণকে বলিয়া পাঠাইলেন।
তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করায় কচারিরাজের সহিতও ভূঞাগণের আবার ঘোরতর
সংগ্রাম বাধিল। অবশেষে কচারিরাজও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন।
এইরূপে ভূঞাগণ বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করিয়া ৭০ বর্ষ কাল প্রায় ১৩২০

তাহার সন্ততি মহাধর্ম্মমতি রাজধর নাম যার।
তান বংশধর কৈলা সূর্য্যবর তাহার কুল উদ্ধার॥
তাহার তনয় মহাশুভময় প্রসিদ্ধ কুসুম নাম।
তাহার সন্ততি অতি শিশুমতি শঙ্করে ভনে পয়ার॥"
শঙ্করদেব স্বরচিত ভাগবত দশম, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐরূপ আত্মপরিচয় দিয়া
গিয়াছেন। (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বেজবরুয়ার অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য বুরঞ্জী, ৯৫, ১০৩, ১০৪ পৃষ্ঠা
দ্রষ্টব্য।) দৈত্যারিঠাকুরও তাঁহার শঙ্করদেবচরিতে এইরূপ বংশলতা দিয়াছেন—
"লণ্ডাদেব নামে একজন আছিলন্ত। চণ্ডীবর নামে তান তনয় ভৈলন্ত॥
চণ্ডীবরে রাজসেবা বিস্তর করিল। দুর্লভনারায়ণে দেবীদাস নাম দিল॥
দেবীদাসে বসাইলন্ত টেম্বুয়ানি বন্ধে। বরদোয়া নাম গ্রাম পরম প্রবন্ধে॥
করো সেবা দুর্লভনারায়ণ নৃপতির। দাতা ভোক্তা জ্ঞাতা বীর গহন গম্ভীর॥
এহেন পণ্ডিত দেবীদাস আছিলন্ত। রাজধর নাম তান তনয় ভৈলন্ত॥
দানী মানী গুণবন্ত শান্ত শুভময়। ভৈলা তিন জন যান তাহার তনয়॥
সূর্য্যবর জয়ন্ত মাধবদলৈ নাম"। তিন যে পণ্ডিত গুণবন্ত অনুপাম॥
সূর্য্যবর পুত্র হৈল কুসুম নামন্ত। সেহি বেলা কুসুমর পুত্র উপাজন্ত॥
শঙ্কর বরত পুত্রক লভিলন্ত। এতেকে শঙ্করর নামক থৈলন্ত॥"
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শঙ্করদেবের আত্মপরিচয় ও দৈত্যারি ঠাকুরের বিবরণে সম্পূর্ণ
মিল আছে। আদিচরিত্রের সহিত আদৌ মিল না থাকায় আদিচরিত্রের উক্তি কাল্পনিক ও
অপ্রামাণিক বলিয়াই মনে হইবে।

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর আসামে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে শয়গো নামক স্থান হইতে ইন্দ্রবংশী অহোমরাজ চতুমঙ্গ (সুখানফা) আসিয়া ভূঞাগণকে পরাজয় করিয়া লক্ষ্মীপুর অধিকার করেন। ভূঞাগণ সহজে অধীনতা স্বীকার করেন নাই। অবশেষে তাঁহারা বন্দী হইয়া সদিয়ার কালীর নিকট নীত হন। তাঁহাদিগকে বলি দিতে উদ্যত হইলে দেবীর প্রত্যাদেশে ইন্দ্রবংশী অহোমরাজের আনুগত্য স্বীকার করিলে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। তৎপরে অহোমরাজের অধীনে চুটিয়া ও কচারিরাজকে পরাজয় করিয়া অহোমরাজ্য বিস্তারে সাহায্য করায় তাঁহারা অহোমরাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বংশধরেরা অহোমরাজগণের নিকট কর্ম্ম করিয়া লখিমপুর ও সদিয়া অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। অহোমদিগের প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে ও মানদিগের অত্যাচারে সহায় সম্পত্তিবিহীন হইয়া আদিভূঞাবংশীয় কায়স্থগণের অনেকেরই বংশলোপ ও অ[illegible] কয় ঘর এক্ষণে উপর আসামের নানাস্থানে অতিহীন ভাবে বসবাস করিতে ছেন। পরবর্ত্তী গৌড়াগত বার-ভূঁয়ার সহিত উক্ত আদিভূঁয়াগণের কোন সম্বন্ধ নাই। যে সময়ে লখিমপুর জেলায় উক্ত আদিভূঞাগণ আধিপত্য করিতে ছিলেন, তৎকালে বর্ত্তমান কামরূপ জেলার মধ্যে বৈদ্যগড়ের নিকট শাণ্ডিল্য দাস বংশ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছিলেন। ১২৫১ শকে প্রদত্ত পুরুষোত্তম দাসের রাউতকুচি তাম্রশাসন হইতে জানা যায়—

"শাণ্ডিল্য গোত্রে দেবগুরু (বৃহস্পতি) সদৃশ, ব্রাহ্মণভক্ত, সকল গুণসাগর সৎশূদ্রমুখ্য বাসুদেব জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহার অগ্রে নিয়ত সহস্র খড়্গধারী ধাবিত হইত, যিনি রাজার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ এবং শত্রুগণের স্বর্গসংস্থানস্বরূপ ছিলেন তাহা হইতে খ্যাত জয়দেব দাস জন্মলাভ করেন। যিনি নিজ কুলকমলে [illegible] ঐশ্বর্য্যবান্ ও বহু সদ্গুণভূষিত ছিলেন। তাঁহার পুণ্যবিভবের কথা আর কি বলিব ?—যাঁহার ভূতিভার হইতে নিরুপম ভূলোকে কল্পদ্রুম স্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তম আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। যিনি নিজ ভুজবীর্য্য ও শৌর্য্যপ্রভাবে প্রতিপক্ষ ভূস্বামিগণকে পরাজয় করিয়া (রাজলক্ষ্মী) অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার মহিমা আর কি বর্ণন করিব ? তিনি সৎসম্বিৎশরণি, প্রতাপতরণি, শ্রীকণ্ঠভূষামণি, বাধাসমুদ্রের নৌকা, সুমস্তকমণি ও যাচকগণের চিন্তামণি স্বরূপ ছিলেন।৮"

(৮) "প্রাক্ শাণ্ডিল্যগোত্রে ভবনমরগুরু স্মাসুরার্চৈকচিত্ত
নাম্না যো বাসুদেবঃ সকলগুণসরিৎ স্বামিসৎশূদ্রমুখ্যঃ ॥
নিত্যং যদ্গচ্ছতোঽগ্রে সুচলিত সহসা খড়্গসাহস্রমেকং
ভূপালস্তাপসব্যঃ কর ইব জয় বৈ স্বর্গসংস্থানশত্রুঃ ॥

উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে যে বাসুদেব নিজে রাজা ছিলেন না, তিনি রাজার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ সহস্র খড়্গধারীর অধিনায়ক ছিলেন, তাঁহার পৌত্র পুরুষোত্তম নিজ ভুজবলে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি ১২৫১ শকে (১৩২৯ খৃষ্টাব্দে) সাবর্ণি গোত্র পুরুষোত্তমের পৌত্র ও নীলাম্বরের পুত্র ধর্ম্মকর নামক ধর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণকে রাউতকোঞ্চি নামক গ্রাম উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা দান করেন। তাঁহার রাজোপাধির তেমন বিশেষ কোন পরিচয় না থাকায় তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ণিত আদিভূঞাগণের ন্যায় সামান্য জনপদের ভূস্বামী বলিয়া মনে করি। তাঁহার তাম্রশাসনবর্ণিত রাউতকোঞ্চি গ্রাম বর্ত্তমান কামরূপ জেলার মধ্যে নলবাড়ীর নিকট রাতকুচি নামে পরিচিত এবং বৈদ্যদেবের রাজধানী বৈদরগড় হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এরূপ স্থলে মনে হয় পুরুষোত্তম পূর্ব্বতন রাজধানী বৈদরগড়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাম্রশাসনে তাঁহার জাতি সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তাঁহার পিতামহ শাণ্ডিল্য গোত্র ও 'সৎশূদ্রমুখ্য' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আসাম-বুরঞ্জী ও প্রবাদ অনুসারে খৃষ্টীয় ১৪শ শতকে খেনবংশের অভ্যুদয়। সর্ গেট তাঁহার আসামের ইতিহাসে এই জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"To what race the Khens belonged it is impossible to say. The great majority of them have now been absorbed in the ranks of other communities. The few who still retain the tribal name claim to Kayastha and are said to betray in their physiognomy a considerable infusion of Aryan blood, but this was probably received after their rise to power, and affords no clue to their origin."(৯)

জজ্ঞে যো জয়দেবদাস ইতি সঃ খ্যাতঃ ততঃ সদ্গুণৈঃ
তস্মাদপতিরিচ্যতে নিজকুলাম্ভোজার্য্যমৈশ্বর্য্যবান্ ।
বাচ্যং তস্য কিমস্ত পুণ্যবিভবো যদ্ভূতিভারাদভূৎ
তস্মাৎ শ্রীপুরুষোত্তমো নিরুপমঃ ক্ষ্মালোককল্পদ্রুমঃ ॥
বীর্য্যোপার্জ্জিতশৌর্য্যনির্জ্জিতভুজাৎ প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজঃ
[illegible] চলতোঽনুযাতি মহিমা[illegible] কিমু ॥
সৎসম্বিৎশরণিঃ প্রতাপতরণিঃ শ্রীকণ্ঠভূষামণিঃ
বাধাব্ধেস্তরণিঃ স্যমন্তকমণিঃ যাচ ক্রান্ চিন্তামণিঃ ॥"

আসাম-বান্ধব (১৩২২ সাল) ভাদ্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৯) Gait's History of Assam, p. 41.

তাম্রশাসনে যে ভাবে বংশপরিচয় গ্রথিত হইয়াছে তাহাতে সার গেটে উক্তিরই যেন সমর্থন করিতেছে। উক্ত তাম্রশাসনের প্রশস্তি-রচয়িতা ৩য় শ্লো বাসুদেবকে "স্বাম্যর্চ্চৈকচিত্তঃ" এবং "সৎশূদ্রমুখ্য" বলিয়া পরিচিত করিয়া ৪র্থ শ্লোকে তৎপুত্র জয়দেবকে 'আর্য্যমৈশ্বর্য্যবান্' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে

আমাদের মনে হয় তৎকালে এখানকার প্রতিষ্ঠিত কায়স্থগণের মধ্যে স্বজাতি রমণীর পাণিগ্রহণ ব্যতীত শূদ্রকন্যাকে দাসীরূপে গ্রহণ বা গান্ধর্ব মতে বিব করিবার রীতি প্রচলিত ছিল, এমন কি স্বজাতীয় রমণীর গর্ভজাত সন্তান থাকিলে ঐরূপ গান্ধর্ব বিবাহিত পত্নীর সন্তান পিতার উত্তরাধিকার লাভ করি এবং তাহারা সৎশূদ্র বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত হইত। রাজা পুরুষোত্ত পিতামহ বাসুদেবও সম্ভবতঃ ঐরূপ কোন কায়স্থ রাজপুরুষের ঔরসে শূদ্রকন্যা গর্ভজাত সন্তান, তাই তিনি সৎশূদ্র বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। মনু ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সবর্ণে বিবাহ হইলে পাণিগ্রহণ কার্য্য হইতে পারিত,(১১) অ বিবাহ অমন্ত্রক ও তাহাতে পাণিগ্রহণ কার্য্য হইত না। এ কারণ অসবর্ণ-বি জাত সন্তান সজাতি বলিয়া সমাজে গৃহীত হইত না।

যে সময়ে মধ্য কামরূপে পুরুষোত্তম নিজ বাহু বলে রাজত্ব করিতেছিলে তৎকালে কামরূপের পশ্চিমাংশে কামতাপুরে দুর্লভনারায়ণ নামে এক রা অভ্যুদয়। আসামবুরঞ্জীতে ইনি কমতেশ্বর নামে পরিচিত। মহম্ম বখতিয়ার (প্রায় ১২০৩ খৃঃ অঃ), তৎপরে গিয়াস্ উদ্দীন (১২২৭ খৃঃ অ এবং তৎপরে তুঘ্রিল খান (প্রায় ১২৭৮ খৃঃ অব্দে) কামরূপ আক্রমণ করে এইরূপ পুনঃ পুনঃ মুসলমান আক্রমণে কামরূপের রাজা প্রজা সকলেরই ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার কামরূপে মাৎস্য-ন্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া

---

(১০) আসামে এইরূপ গান্ধর্ব্ব-বিবাহের প্রথা ইদানীং উনবিংশ-শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল—Vide letter dated the 14th June 1830 from A. Davidson Commissioner to D. Scott Esq Commissioner of Revenue of the parts of Rangpur.

(১১) "পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।" (মনু)

(১২) "According to the Tabakati-Nasiri Ghiyas-ud-din conq Assam as far as Sadiya in 1227 A.D., but the seiznre of his own ca by Nasiruddin, eldest son of the Emperor Altamsh, is there given cause of his hasty return from Assam." Gait's Assam, p. 35.

রাছে। পূর্ব্ব আসামে যেরূপ কায়স্থ আদিভূঁঞাবংশ ও মধ্য আসামে পালবংশ খণ্ড-রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেইরূপ কমতা বা কামরূপের পশ্চিমাংশে দুর্লভনারায়ণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বুরঞ্জী ও চরিতগ্রন্থে ইঁহার নামোল্লেখ থাকিলেও ইনি কোন্ জাতীয় ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। কমতারাজ্যে দীর্ঘকাল কায়স্থ আধিপত্য চলিয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ম্লেচ্ছবংশ ও পরে ভাস্কর বংশের প্রভাবে কায়স্থবংশ স্বতন্ত্ররাজ্য হইলেও এখানে কায়স্থ-প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার ফলে দুর্লভনারায়ণের অভ্যুদয়। বুরঞ্জী ও চরিত গ্রন্থমতে দুর্লভনারায়ণের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিত। বিশেষতঃ গৌড়াধিপ ধর্ম্মনারায়ণের সহিত তাঁহার অনেকদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল, অবশেষে উভয় নৃপতি মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। দুর্লভনারায়ণের আহ্বানে ধর্ম্মনারায়ণ ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থকে কমতা রাজসভায় পাঠাইয়া দেন।

বুরঞ্জীমতে ব্রাহ্মণ ৭ জনের নাম—১ ভবানীনাথ, ২ গোবিন্দমিশ্র, ৩ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, ৪. রামাপতি, ৫ কবিভারতী, ৬ গৌরীকান্ত এবং ৭ কেদারমিশ্র।(১৩) মতান্তরে গুরুজনকথাচরিত্রমতে ব্রাহ্মণ ৭ জনের নাম—১ কৃষ্ণপণ্ডিত, ২ রঘুপতি, ৩ রমাবর, ৪ লহর, ৫ বয়ন, ৬ ধরম ও ৭ মথুরা। এদিকে নীলকণ্ঠদাসের দামোদরচরিতে গৌড়াগত ব্রাহ্মণ ৭ জনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দামোদরদেবের পূর্ব্বপুরুষ গৌতম গোত্রে ব্রহ্মানন্দ এবং তাঁহার কুটুম্ব আদিবর এবং শঙ্করদেবের পূর্ব্বপুরুষ লণ্ডাদেবের নাম পাওয়া যায়। (১৪) এই নাম বৈষম্য হেতু ঠিক কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ দুর্লভনারায়ণ সভায় আসিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন।

গুরুচরিত্রমতে—কায়স্থ সাত জনের নাম—হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। গৌড়াগত সকল ব্যক্তির মধ্যে চণ্ডীবর সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মনারায়ণের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজা দুর্লভনারায়ণ তাঁহাকে "শিরোমণি

---

(১৩) Vide Assam Buranji, p. 96. (Assam Govt. Col. Gauhati, no 78.)

(১৪) "ব্রাহ্মণ বদতি মহাপুরুষ শুনিয়ো। কৌনজপুরত পূর্ব্বে আছিলু আসিয়ো॥
গৌড়েশ্বরত কামেশ্বরে মাগি আনিলন্ত। কায়স্থ ব্রাহ্মণ চৌহন্দ ঘরোক দিলন্ত॥ ১৬৯
ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সাত ঘর। কায়স্থ সপ্তম লণ্ডাদেব শ্রেষ্ঠতর॥
কামেশ্বরে আনা আমি কনৌজ দেশর। সপ্ত ঘরের মধ্যে দ্বিজ আদিবর॥ ১৭১"
(নীলকণ্ঠদাসের দামোদরচরিত)

ভূঁঞা” উপাধি দেন। দরঙ্গ-রাজবংশাবলিমতে ১২৩৬ শকে বা ১৩১৪ খৃষ্টাব্
ভূঁয়াগণের অভ্যুদয় হয়। (১৫) এখন দেখিতে হইবে ঐ সময়ে গৌ
ধর্ম্মনারায়ণ নামক কোন রাজা ছিলেন কিনা? ঐ সময় কমতারাজ্যে ব্রাহ্ম
কায়স্থের আগমনের কোন কারণ ছিল কিনা? এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণ থাকি
কায়স্থকে সর্ব্বপ্রধান পদ দিবার কারণ কি?

যে সময়ের ইতিহাস লিখিত হইতেছে, তৎকালে উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর অঞ্চ
সামন্তরাজ বংশীয় নারায়ণ নামক এক মহাত্মার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে
বটুভট্টের 'দেববংশ' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়, দেববংশে দনুজারিদেব কণ্ট
দ্বীপের অধিপতি বা সামন্তরাজ ছিলেন, মকরন্দ বন্দ্যোর পুত্র দাশরথীকে ক
ষটী নামক স্থানে পূজা করেন এবং তাঁহার পুত্রগণকে হরিকোটী, নৈহা
লাটগ্রাম, পৈড় ও নবচর এই পাঁচ খানি গ্রামের শাসন দিয়াছিলেন। তাঁ
সহিত গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সৌহার্দ্য ও সম্পর্ক ছিল। যৎকালে লক্ষ্মণ
মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাঢ় পরিত্যাগ করেন, তৎকালে দনুজারি
তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। পরে তিনি সসৈন্যে লক্ষ্মণপুত্র মাধবসেনের প
থাকিয়া মুসলমানদিগের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, অবশেষে ভি
ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে দেহ বিসর্জ্জন করেন। কণ্টকদ্বীপ মুসলমা
অধীন হইলে তৎপুত্র রাজা হরিদেব পাণ্ডুনগরে (বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া) গিয়া
করেন। তৎপুত্র নারায়ণদেব ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপালক ছিলেন। কিন্তু রাজ
তৎপ্রতি বিমুখ হন। তাঁহার দুইপুত্র পুরন্দর ও পুরজিৎ। পুরন্দর স
অবলম্বন করেন। পুরুজিতের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের দুই পুত্র দেবেন্দ্র
ক্ষিতীন্দ্র। রণচণ্ডীর প্রসাদে দেবেন্দ্র পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলে
দেবেন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্রদেব, ইনি মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া পাণ্ডু
আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।” (১৬)

কিছুদিন হইল প্রাচীন গৌড়ের অদূরবর্ত্তী পাণ্ডুয়া হইতে মহেন্দ্রদে
রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রায় “চণ্ডীচরণপরায়ণ” “মহেন্দ্র
“পাণ্ডুনগর” ও “১৩৩৬ শক” উৎকীর্ণ আছে। এই অবস্থায় মহেন্দ্রদেব
শক বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের অধিপতি ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে

(১৫) “বারশো ছত্তিশ শকে ভূঁয়া উপাজিল।”
Vide Assam Govt. Col :—Darrang, No 2, pt. I, leaf 5a

(১৬) বটুভট্টের দেববংশ ২৬—৫৩ শ্লোক।

উপরে যে 'ধর্ম্মজ্ঞ' ও 'ধর্ম্মপালক' নারায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—ইহাকে আমরা কমতেশ্বর দুর্লভনারায়ণের সমসাময়িক ধর্ম্মনারায়ণ বলিয়া মনে করি। যে সময়ে কামরূপে পূর্ব্বরাজবংশের অভাবে শক্তিশালী সর্দ্দার মাত্রেই রাজ্যলোলুপ হইয়া পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল, সেই সময় দুর্লভনারায়ণের অভ্যুদয়। উত্তরবঙ্গে নারায়ণদেবও হয়ত সেই বিপ্লবযুগে সৌভাগ্য লাভাশায় কমতারাজ্য অধিকারে প্রয়াসী হইয়া থাকিবেন। তাহাতে উভয় নারায়ণে কিছুদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল। নারায়ণদেবের পরিচয়প্রসঙ্গে দেববংশে লিখিত আছে যে—“রাজ্যশ্রী তৎপ্রতি বিমুখ হন।” ইহাতে মনে হয় নারায়ণের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য নারায়ণ দেববংশীয় কায়স্থ ছিলেন। দুর্লভনারায়ণও ঐরূপ কোন সামন্ত বংশীয় কায়স্থ হইবেন। যুদ্ধে জয়লাভ ও রাজ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি নিজাধিকারে শান্তি স্থাপন ও সুশাসন বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে স্বজাতীয় বিচক্ষণ সাত জন কায়স্থকে আনয়ন করেন। দেববংশের উদ্ধৃত প্রমাণে পাওয়া যাইতেছে যে নারায়ণদেবের প্রপৌত্রপুত্র মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। মালদহের নিকট হইতে তাঁহার যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেও এই মহেন্দ্রদেবের কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে মনে হইবে খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের ১মাংশে মুসলমান প্রাধান্য কালেও কিছুদিনের জন্য মহেন্দ্রদেব গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণদেব বা ধর্ম্মনারায়ণ আসামে 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচিত হইবেন তাহা কিছু বিচিত্র নহে। যে ৭ ঘর কায়স্থ দুর্লভনারায়ণের সভায় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে দিনাজপুর হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কামরূপে উপনিবেশী হইয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কনৌজপুর হইতে গিয়াছেন। দুইটী মতই পরস্পর বিরোধী নহে। বাস্তবিক নারায়ণদেব মুসলমান শাসন হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থান করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য এই স্থান গৌড়ের অন্তর্গত এবং ইহার নিকট পর্য্যন্ত প্রাচীন কমতারাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এখান হইতে কায়স্থাগমন স্বাভাবিক। কমতাপুর-রাজধানীর নিকট যেখানে গৌড়ের ব্রাহ্মণ কায়স্থ গিয়া প্রথম উপনিবেশ করেন, সেই স্থান কনৌজপুর শাসন বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। পরে এখানকার ব্রাহ্মণ কায়স্থ কামরূপের পূর্ব্বাংশে গিয়া

বাস করেন, সুতরাং কনোজপুর হইতে কামরূপের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের আগমন প্রবাদ মিথ্যা নহে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আসাম-বুরঞ্জীতে কমতেশ্বর আনীত যে ৭ জন ব্রাহ্মণের নাম আছে, তাহার সহিত কায়স্থ ৭ জনের সহিত আগত ৭ জন ব্রাহ্মণের নামের মিল নাই। এ অবস্থায় মনে হয় আসামবুরঞ্জী বর্ণিত ৭ জন ব্রাহ্মণ এবং কামরূপী ভূঞাগণের পূর্ব্বপুরুষ ৭ জন কায়স্থ একত্র বা এক সময়ে আগমন করেন নাই। ১৪ জন একত্র আসিলে হিন্দুরাজা দুর্লভনারায়ণ ব্রাহ্মণকে প্রধান স্থান না দিয়া কথনই কায়স্থকে সর্ব্বপ্রধান আসন বা 'শিরোমণি ভূঞা' পদ দিতেন না। উক্ত ৭ জন কায়স্থের মধ্যে প্রধান প্রধান ভূঞাবংশের পুরুষীনামা হইতে আভাস পাওয়া যায় যে প্রথমে দুর্লভনারায়ণের সভায় যে কয়জন কায়স্থ আগমন করেন, এথানে রাজসম্মানলাভের পর তাঁহারা পুনরায় গৌড়দেশে গিয়া গুরুপুরোহিত ও স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া ফিরিয়া আসেন। এরূপ স্থলে ২য় বার কায়স্থগণের সহিত সমাগত ৭ জন ব্রাহ্মণ ৭ জন কায়স্থের গুরুপুরোহিত বলিয়াই মনে করি। আসামবুরঞ্জীতে যে প্রথমোক্ত ৭ জন ব্রাহ্মণের নাম পাইতেছি—তাঁহারা কমতেশ্বরের দেবপূজাদি নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার জন্য আনীত হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী ৭ জন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের যজমানগণের নিত্য-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্য আগমন করেন। যজমানগণের নানাস্থানে আধিপত্য ও শাসনকর্ত্তৃত্ব বিস্তারের সহিত তাঁহাদের নিকট হইতে ভূমিলাভ করিয়া কেহ কেহ পরে ভূঞা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

কামরূপের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত বংশপত্রিকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে উক্ত ৭ জন কায়স্থ গৌড়দেশ হইতে ফিরিবার সময় আরও ৫ জন আত্মীয় কুটুম্বকে সঙ্গে করিয়া আনেন, এই বারজনই পরে বারভূঞা নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই বার জনের নাম যথা—

১। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রে লণ্ডাদেবের পুত্র চণ্ডীবরদেব 'শিরোমণি ভূঞা'।
২। আলম্যান গোত্রে কৃষ্ণকান্তের পুত্র, হরিপাল ওরফে বিষ্ণুকান্ত ভূঞা।
৩। কাশ্যপ গোত্রে সরস্বতী পালের পুত্র শ্রীহরি ওরফে জয়পাল ভূঞা।
৪। কাশ্যপ গোত্রে — শ্রীধর ভূঞা
৫। গৌতম গোত্রে — শ্রীপতি সরস্বতী
৬। আত্রেয় গোত্রে — সদানন্দ ভূঞা
৭। কাশ্যপ গোত্রে — চিদানন্দ ওরফে চিরপতি ভূঞা

৮। কৌশিক গোত্রে — গদাধর ভূঞা
৯। আলম্যান গোত্রে — গন্ধর্ব্বভূঞা
১০। পরাশর গোত্রে — বুড়াখাঁ
১১। শাণ্ডিল্য গোত্রে — লোহাবর
১২। মৌদ্গল্য গোত্রে — চাহুগিরি

প্রথমতঃ কায়স্থগণ কমতারাজধানীর নিকট কনৌজপুরে আসিয়া বাস করেন। চণ্ডীবরের বংশধর মহাপুরুষ শঙ্করদেব স্বয়ং লিখিয়াছেন—যে রাজা দুর্লভনারায়ণ চণ্ডীবরকে 'দেবীদাস' উপাধি দিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

আমরা কি করিতেছি ?

আমরা যেরূপ আত্মকলহে লিপ্ত হইয়াছি তাহাতে জাতীয় আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। ৺বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ গুহরায় ১৩২১—২২ সালে তাঁহার আজীবন সঞ্চিত ৫০০৲ টাকা কায়স্থ-সভার হস্তে অর্পণ করিলেন, তৎসঙ্গে দানপত্র লিখিয়া দিলেন, তাহার মর্ম্ম—আসল ঠিক রাখিয়া টাকার সুদ দ্বারা প্রচারাদি কার্য্যে সহায়তা করা হইবে। তৎকালে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র সভার সম্পাদক ছিলেন, সুতরাং টাকা ও দানপত্র তাঁহার নিকট রহিল। কিন্তু ১৩২৪ সাল হইতে অনেক সভ্যের এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, শরৎ বাবু এই টাকার এবং গৃহনির্ম্মাণভাণ্ডার ও প্রচারভাণ্ডার প্রভৃতি টাকার যথারীতি একাউণ্ট রাখেন না এবং সভার অন্য কার্য্য নিঃস্বার্থভাবে করিতেছেন না। ফলে ১৩২৬ সনে শরৎ বাবুর স্থলে অন্য সম্পাদক মনোনীত হইল। তিনি নূতন সম্পাদককে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু উক্ত ৫০০৲ টাকা ও দানপত্র দিলেন না। এই টাকা দাবি করাতে বেলিয়াঘাটার বার্ষিক অধিবেশনে শরৎ বাবু "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" হইতে বিদায় লইলেন, তারপর "কায়স্থ-সমাজ" নামে আর একটী সমিতি করিলেন, কায়স্থ-সভার কেহ কেহ সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া শরৎ বাবুর "সমাজের" সভ্যও হইলেন। তারপরও

শরৎবাবু শত অনুরোধ, উপরোধ ও মধ্যস্থতা উপেক্ষা করিলেন,—দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা কিছুতেই দিবেন না, তাহাতে কায়স্থ-সভার দাবিই চলিতে পারে না। সুতরাং সভার পক্ষে মোকদ্দমা করা ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না।

পরলোকগত মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয় রেজিষ্টার্ড দানপত্র দ্বারা "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভাকে" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-বিদ্যালয় 'With absolute powers of management & control" দান করিলেন। কায়স্থসভার সম্পাদক শরৎ বাবু উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। শরৎ বাবু সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়া নূতন "সমাজ" সৃষ্টি করার পরে ১৩২৭ সনে কায়স্থ-সভা বিদ্যালয়কে নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিতে চাহিলেন। সভা নিয়ম করিলেন, কায়স্থ-সভার সভ্য ব্যতীত কেহ বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইতে পারিবেন না, কিন্তু শরৎ বাবু পুনরায় সভার সভ্য হইতে প্রস্তুত নহেন। সভা নূতন সম্পাদক নিয়োগ করিলেন, কিন্তু শরৎ বাবু দখল ছাড়িলেন না। বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রমেদিনীও দিবেন না, এই হইল তাঁহার পণ। তাঁহার আত্মীয় রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের মীমাংসার চেষ্টাও বিফল হইল। অগত্যা সভাকে বিদ্যালয়ের জন্য মোকদ্দমা করিতেও প্রস্তুত হইতে হইতেছে। কেহ বলিলেন, "আর লোক হাসাইয়া দরকার নাই, মোকদ্দমা করিয়া কেলেঙ্কারি না বাড়ানই উচিত।" আবার অনেকে বলিলেন, "কায়স্থ-সভার হস্তে ন্যস্ত ধন বা অন্য সম্পত্তি সভা এভাবে ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সভা কোন দান পাইবেন না এবং সভার পরিচালকগণকে বিশ্বাস করিয়া আর কেহ কিছু দিবেন না।" এ কথার যুক্তিযুক্ততা সকলেই স্বীকার করিলেন। সুতরাং এই উপায় অবলম্বনে সভার সম্পত্তি রক্ষা করাই স্থির হইল এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালয়ের মহাশয়ের উপর আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপনের ভার প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার ছোট আদালতে প্রথমতঃ টাকার জন্য মোকদ্দমা স্থাপিত হইল। এদিকে "কায়স্থ-পত্রিকায়" গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার পঞ্জীতে এক মন্তব্য প্রকাশিত হইল—'শরৎ বাবু শত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া সভাকে মোকদ্দমা করিতে বাধ্য করিয়া কায়স্থজাতির উপর একটা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন।' আর যাও কোথায়? শরৎ বাবু ভাবিলেন এইবার তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হইল। কলিকাতায় পুলিশকোর্টে সভার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নামে এক মানহানির মামলা উপস্থিত করিলেন।

কায়স্থসভা উকীল নিযুক্ত করিলেন, শরৎ বাবু ব্যারিষ্টার আনিলেন। মোকদ্দমায় সভার প্রায় ৯০০৲ টাকা ব্যয় হইল, শরৎ বাবুর বোধ হয় আরও বেশী গেল। কিন্তু তাহাতে কি? ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈরনির্য্যাতন করিতে হইবে ত? রুগ্ন গৃহাবদ্ধ নগেন্দ্রনাথকে টানিয়া কোর্টে উপস্থিত করার জন্য অল্প চেষ্টা হয় নাই, যদিও সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তারপর বিচারফল যাহা হইয়াছে তাহা এখন সকলেই জানেন। বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া দেখিলেন, 'টাকা কায়স্থ-সভার, বাদী অবৈধরূপে তাহা লইয়াছেন, সাধারণের হিতার্থে এইরূপ অবৈধ কার্য্যের প্রকাশ্য সমালোচনা হওয়াই দরকার, কায়স্থ-পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা কঠোর মন্তব্য লিখিত হইলেও অন্যায় হইত না, সুতরাং বিবাদী নিরপরাধ।' দুঃখের বিষয় আদালতের এইরূপ অভিমত প্রকাশের পরেও শরৎ বাবুর চৈতন্য হয় নাই। স্বার্থ হানিতে বৈরভাব উৎপন্ন হয়, বৈরভাব উদ্দীপিত হইলে মানসিক অন্ধতা উপস্থিত হয়। এই অন্ধতা ন্যায়ানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা, ও স্বজাতিপ্রীতি সমস্ত সদ্‌গুণের হন্তারক হইয়া দাঁড়ায়। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। শরৎ বাবু সাক্ষ্যদানকালে বলিলেন, তিনি যখন বেলিয়াঘাটার কায়স্থ-সভা ত্যাগ করিয়া আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ৫০ জন লোক বাহির হইয়া আসে, তন্মধ্যে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী একজন। এতবড় একটা অপ্রকৃত কথা তিনি কিরূপে বলিলেন? সকলেই জানেন রায় যতীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত সভায় ছিলেন, আর শরৎ বাবুর সহিত মাত্র ২ জন লোক বাহির হইয়া আসেন। আদালতেও তাহাই বিশ্বাস করিয়াছেন। একজন হাইকোর্টের উকীলের পক্ষে ইহা হইতে লজ্জার কথা আর কিছু হইতে পারে না। শরৎ বাবুও আমাদের আপন লোক। তাঁহাকে এখনও বলি, আর কোন কারণে না হউক কেবল স্বজাতিপ্রীতির অনুরোধে এই বৈরভাব এই অন্ধতা এখনও তিনি ত্যাগ করুন। ইহাতে কায়স্থ-সভার অনিষ্ট অপেক্ষা তাঁহার নিজের অনিষ্টই অধিক হইতেছে, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে।

শুনিতেছি এই রায় প্রকাশের অব্যবহিত পরেই প্রতিপক্ষ কায়স্থ-সভার পরিচালকবর্গকে আক্রমণ করিয়া দোষ উদ্গীরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অতিরঞ্জিত, অসত্য, অজ্ঞতামূলক, নানা রূপ অভিযোগ করিয়া সাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে যে কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ উপনয়ন সংস্কারের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন নাই, করিবেনও

না। কায়স্থ-সভার সভাপতি, সংস্থ, সহকারী সভাপতি, সম্পাদকগণ, আয়ব্যয়-পরীক্ষক, ধনরক্ষক, পত্রিকাসম্পাদকগণ ও প্রচারক পরিচালক-সমিতির প্রধান এই ১৮ জনের মধ্যে ১০ জন উপবীতী। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অপর ৭৭ জন সভ্যগণের মধ্যেও উপবীতীর সংখ্যা ৫২ জন। অনুপবীত কোন ব্যক্তিকে সভার কোন উচ্চপদে নিয়োগ করা হইবে না—সভা এরূপ নীতি কদাচ অবলম্বন করেন নাই, এই নীতি অবলম্বনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কুমার মন্মথ নাথ, রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র, রায় যতীন্দ্র নাথ, রায় বিনোদবিহারী, মাননীয় ভূপেন্দ্র নাথ ও হীরেন্দ্র নাথ অনিবার্য্য কারণে উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন নাই ইহা অনেকে অবগত আছেন। ইহারা সকলেই উপনয়ন সংস্কারের পক্ষপাতী এবং তজ্জন্য অর্থসাহায্যও করিয়া থাকেন। যাহা হউক নেতৃগণের মধ্যে এই ৬ জনের উপবীত গ্রহণে বিলম্ব হইতেছে বলিয়াই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা অধঃপাতে গিয়াছে ইহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে করিবেন না। আজও পর্য্যন্ত কায়স্থ সভার উদ্যোগেই নানাস্থানে বহু কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার হইতেছে। যাহারা সভাকে গালাগালি করিতেছেন তাঁহাদের চেষ্টায় ত কিছুই হইতে দেখি না। মাঝে মাঝে কায়স্থ-সভা বা তাহার শাখাসভার উদ্যোগে যাঁহারা সংস্কৃত হইতেছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়া পরের প্রাপ্য প্রশংসা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

সম্প্রতি বিদ্বেষীদলের মুখপত্র 'কায়স্থ-সমাজে' কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে,—তন্মধ্যে ২টী প্রধান—

১ম, বার্ষিক অধিবেশনে মঞ্জুর না করাইয়া কায়স্থ-সভা সাধারণ অধিবেশন ডাকিয়া শরৎ বাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন।

২য়, শরৎ বাবু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নামে যে মান হানির মোকদ্দমা করিয়াছিলেন কায়স্থসভার গলদ থাকায় সেই মোকদ্দমার রায় কায়স্থপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। এ কারণ কায়স্থ-সমাজে মোকদ্দমার আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

উভয় মিথ্যা-অভিযোগকারী জানিয়া শুনিয়া যে সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ১ম অভিযোগের উত্তরে বলি যে কেবল ১৩২৭ সালে বেলেঘাটায় বার্ষিক সভা বলিয়া নহে, অথবা উক্ত বর্ষের চিত্রগুপ্ত উৎসবের সময় সাধারণ অধিবেশন বলিয়া নহে, তৎপরে ১৩২৮ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে পাইকপাড়ার রাজবাটীতে যে বার্ষিক অধি-

...বেশন হইয়াছিল, তাহাতেও ২১৩ জন ব্যতীত প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি শরৎ বাবুর ...দ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিবার মত দিয়াছিলেন। সুতরাং কায়স্থসভার ২:৪ ...ন সভ্যের ইচ্ছানুসারে এরূপ কার্য্য হয় নাই। উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ ...রিলেই সকলের সন্দেহ দূর হইবে।

স্থানাভাবে কায়স্থ-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত না হইলেও আষাঢ় ...ংখ্যায় মানহানির মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ ...ময়োর সম্পাদক উদরপূর্ত্তির জন্য আসল কথা সমস্ত গোপন করিয়া কায়স্থসভার ...ামে কলঙ্ক রটনার চেষ্টা করিয়াছেন। করিবারই কথা, কারণ এই কায়স্থ-...ভার গুরুপীযুষ পানেই আজও তাঁহার কলিকাতায় থাকা সম্ভবপর হইয়াছে—...য়স্থসভার ২০০, শত টাকা বন্যার বিষয়ে চাওলাৎ লইয়া শরৎ বাবুর ...দালতিতে তাহা আর পরিশোধ করিতে হয় নাই—কায়স্থসভার অর্থে শরৎ ...বুর সমাজ প্রেসের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন—কায়স্থসভার কৃপায় কাঠের ...লি ও বাজার সরকারির বদলে যাহোক একজন হইয়া উঠিয়াছেন! ...রৎবাবু মানহানি মোকদ্দমায় বহুসংখ্যক সাক্ষী হাজির করিলেও নগেন্দ্রবাবু ...পনাকে ও কায়স্থ-সভার কার্য্য-বিবরণ নির্দ্দোষ জানিয়াই তিনি এক ...কেও তাঁহার পক্ষে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করা আবশ্যক মনে করেন ...ই। তিনি ইচ্ছা করিলে বহু সাক্ষী হাজির করিতে পারিতেন এবং ...া হইলে বিচারক সভার সামান্য ক্রটীও উল্লেখ করিতে পারিতেন না। ...ই পত্রিকায় বিচারকের রায় পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ...চারক নগেন্দ্র বাবুকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং সভার সঞ্চিত টাকা ...র্পণ না করায় বিশেষভাবে শরৎ বাবুকেই দোষী করিয়াছেন। ...রৎবাবু সভার বিল দিয়াই যখন "গুহ ভাণ্ডারের" ৫০০, টাকা ...দায় করিয়াছেন, তাহা যে সভার টাকা তাহা কেনা বলিবে? বিচারক ...য় বিশদভাবে লিখিয়াছেন,—

'The proceedings of the Sabha have been put in and from ...se it is possible to trace the history of the donations and the ...putes that raged round them. The total amount was Rs. ...) and was given in 8 instalments as noted below :—

On account of Deb Rani Guha Roy :—21st Chaitra, 1321 ...th April 1915) Rs 200. 24th Pous, 1322 (9th January, ...16) Rs 100.

On account of Mohendra Nath Guha Roy :—30th Shraban 1323 (15th August, 1915) Rs 200.

There are printed counterfoil receipt forms for acknowledg ing donations etc. It appears that a receipt was original written for the payment of Rs. 200 on the 4th of April, 191 (Exh. R 6 Bill no. 385) The amount originally entered in was Rs. 200 and the date 21st Chaitra 1321. These w however cored out and for the amount only Re. 1 was subs tued under the initials of the complainant and for the dat fresh date (30th Shraban 1322 correspotding to 15|8|15) w substituted. The explanation of the complainant is that did this as the donor declined to accept the receipt. The ceipt however is not forthcoming nor is there any note on counterfoil to shew that the donor refused to accept the rece In a recorded instance, where the doner subsequently refu to pay the amount promised, the complainant made a note red-ink "Refused to pay" across the counterfoil (Vide R 3.) The complainant admits in cross-examination tha case of refusal, a note like this is kept in the counterfoil. explanation of the complainant for the absence of any note in this case is not satisfactory. In the case of the 2 ot items, receipts were duly granted (Vide Exh. R 1 and R Bill Nos. 394 and 395) and there is no reason why there sh not be any receipt for the 1st item. All the 3 payments w made under exactly similar conditions and there was no re for treating one item differently from the 2 others. Altho receipts were thus issued on behalf of the "Sabha" the amo were not credited in the Books of account till the year 1 None of these items were even entered in the cash book in the year 1324 (1917-18) the amounts were for the time entered in the Register known as the "Register of a nts held in deposit (or trust)." Entries were made in 2 rate pages for Deb Rani Guha Roy and Mahendra Nath Roy. There are ledger accounts. There are headings (K-1 and K-2) on the top of each page rough translation which are as follows :—

Account Mohendranath Guha Roy of Calcutta.

"Out of the interest of the trust money, rupees three are to be deducted annually for subscriptions and the blance is to be spent on propaganda work. This is the purport of the deed of gift of the donor. See Resolution "cha" of the meeting of the Executive Committee of 20th Bhadra 1322 (19-9-15.)"

Account of the late Debrani Guha Roy.

There are rules for crediting 1 rupee annually towards the subscription of the deceased lady out of the interest of the amount held in trust, up to the date of existence of the society and the balance is to be added to the principal.

The original deed of gift or rules reffered to above are not forthcoming. The complainant alleges that he returned them to the donor as the terms were inexplicable. There is no record to show that they were so returned or that the Sabha ever authorised him to do so. In each account interests were credited at 6 p. c. per annum for 2 years commencing from 1st February 1917. In the account of Mohendra Nath Guha Roy there is a debit entry of Rs 9 under date 8th Baisakh 1325 (21-1-19 for subscription for the year 1322, 1323 and 1324 and of Rs 3 to propaganda account. In the other account there is similar debit entry of 3 Rs for subscriptions. It is clear therefore that up to this time the amounts were treated as the property of the Sabha. In the Kartik issue of 1322 (October November 1915), the gift of Rs. 200 by Mohendra Nath Guha Roy on 30th Shraban (15-8-15 vide Ex. X-1) was acknowledged. The recitation in this notice is similar to the recitation on the top of the ledger account (Ex. K-1) The doner was profusely thanked by the Sabha for this gift. Then in the Magh issue of 1322 (January February 1916) it was noticed that out of the Rs. 300 promised by Babu Mohendra Nath Guha Roy in memory of his mother, at the meeting of the Executive Committee, held on the 23rd Aghran 1320 (November December 1913,) he had paid in part Rs 100 and also 1 rupee as

interest on the 24th of Pous (9-1-16) (Exh. X 2). The complainant was the Secratary at the time. In the Secretary's remarks under the signature of the complainant incorporated in the report of the 14th annual meeting of the Sabha held at Jessore on 10th Baisakh 1323 (23-4-16), the gifts of Babu Mohendra Nath Guha Roy and the late Deb Rani Guha Roy were specially mentioned. (Exh. X 3.) The records up to this time for which the complainant himself is responsible, show unmistakably that the amounts were gifts to the Sabha and the complainant treated them as such. So far as the intentions of the donor are concerned they can be judged from the fact that at the meeting of the Executive Committee held on the 28th Aghran 1320 it was publicly declared that Babu Mohendra N. Guha Roy wanted to make a gift of Rs 500 to the Sabha and he was sincerely thanked for it (Exh. G. 1) The donor was present at the meeting and quietly accepted the thanks. At the meeting of the Executive Committee held on the 15th Asar 1326 (30-6-19) the complainant for the 1st time declared that the money had been given to him personally. A new Secretary had been appointed and before making over charge he made notes in the ledger Exh. K. that he was retaining 212 Rs. on account of Mohendra N. Guha Roy and 333 Rs. on account of Deb Rani Guha Roy funds under orders of the donor. No such orders of the donor are forthcoming. After this at the Executive Committee meeting on 30-6-19 he took the plea that the money did not belong to the Sabha at all and so he had retained it. He was called on to produce all papers in connection with the gift. After some further heated discussions at subsequent meetings of the Executive Committee it was decided to refer the matter to the Annual Meeting of the Sabha as the complainant was declining to pay the amount. The next annual meeting was held at Beliaghatta on the 5th and 6th of Asar. 1327 (19th and 20th June 1920). There was a strong discussion over the 12th resolution which was to the effect, that the money was the property of the Sabha and Babu Sharat Kumar Mitter be directed to refund it. The resolution was carried inspite of opposition and Babu Sarat Kumar Mitra declared

on the spot that he resigned his membership and left the meeting with 2 others. Subsequently efforts were made to realise the amount amicably from the complainant but the mediator who undertook the mission failed in his efforts and then the matter was again considered at the next annual meeting held on the 5th of June 1921 and the Executive Committee was authorised to take all necessary steps for the realisation of the money. After this a suit was instituted in the Small Cause Court for the realisation of the amount and while the suit was still pending the alleged defamatory article was published. The facts referred to above show that the conduct of the complainant has not been quite straightforward. The complainant changed his front without any apparent reason and the explanation given by him is that the doner was all along unwilling to give the money to the Sabha and he (the complainant) was trying to persuade him to do it by treating the money as the property of the Sabha. The explanation does not come with a good grace from a man of the position of the complainant. The public declaration of the intended gift to the Sabha made in the presence of the donor, the subsequent public acknowledgements of the gifts and the crediting of the amounts in the ledger account of the Sabha under the direction of the complainant with detailed notes regarding the method of disposal and the issue of formal receipts on behalf of the Sabha—all these facts can not be explained away by saying that these were mere attempts to persuade the donor to make a gift and that there was actually no gift. The accounts have been kept in an unbusinesslike manner. There is no credit in the cash book. Receipts have been altered with the result that now there are receipts for 2 only out of the 3 items and there was a delay of years in crediting the amounts. Then the subsequent conduct of the complainant in taking away the money under the alleged orders of the doner on the date he was making over charge of his secretaryship and his refusal to refund it inspite of repeated demands is certainly open to adverse criticism. The complainant is attempting to subvert the mass of documentary evidence by his uncorroborated state-

ment which is quite inconsistent with his past conduct. In the alleged defamatory article there is a preliminary statement that for 2 years the complainant had disregarded all kinds of requests of the Kayastha Sobha to refund the amounts of Debrani and Moheudra Nath Guha Funds and the executive Committee therefore authorised the Secretary to institute the civil suit. On these facts the witness proceeds to make the comment that for this small amount the complainant had brought disgrace on the community. There is no suggestion of dishonesty but only an allegation of unjustified disregard of the wishes of the Sobha of which he was the Secretary. Considering all the circumstances I am of opinion that the writer has expressed himself very moderately. The conduct of the complainant so far as it appears from the record and admitted facts has been criticised. A sum of money which the Sobha was quite justified in holding to be its property was being wrongfully detained by the late Secretary and exposure of such conduct is for the public good as it is likely to lead to the righting of wrongs. I find therefore that the imputation was made in good faith and for the puplic good and the action of the accused is covered by exception 9.

I find the accused not guilty of the charged against him and acquit him under S. 258 C. P. C. (6. 6. 22)

বিচারক দেখাইয়াছেন, সভার যে সকল বিলের দ্বারা শরৎবাবু ৺মহেন্দ্রনাথ গুহের নিকট টাকা আদায় করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানি ২০১৲ টাকার বিলের মুড়িতে ২০১৲ কাটিয়া ১৲ এক টাকা এবং সাবেক তারিখ কাটিয়া অপর তারিখ বসাইয়াছেন অথচ কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই। তিনি যে সভার হিসাব পত্র বরাবর অন্যায় ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বিচারক দেখাইয়া দিয়াছেন। এমন কি শরৎবাবুর সম্পাদকতাকালে ১৩২৫ সালে ভাদ্র মাসের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে রায় বিনোদ বিহারী বসু মহাশয় যে মুদ্রিত মন্তব্য পাঠ করেন, যাহা কার্য্যবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার কথা, মূল কার্য্যবিবরণীর বহি হইতে তাহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এবং চির প্রথানুসারে উক্ত মাসের হস্তলিখিত কার্য্যবিবরণী যাহা পরবর্ত্তী অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা মূল খাতা হইতে উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী আঁটিয়া রাখা হইয়াছে, এমন কি শরৎবাবুর সম্পাদকতার ঐ অধিবেশন হইলেও তাহার স্বাক্ষরিত কাগজ নষ্ট করিয়াছেন। এ কার্য্য যে কতদূর গর্হিত হইয়াছে, তাহা সমাজ-পত্রিকার সম্পাদক (ভূতপূর্ব্ব কায়স্থসভার কর্ম্মাধ্যক্ষ) বিলক্ষণ অবগত থাকিলেও স্বজনের ত্রুটি দেখাইতে নারাজ। শরৎ বাবুর সম্পাদকতাকালে তাঁহার নির্দ্দেশে লিখিত সভার কার্য্যবিবরণী মধ্যে কতশত কাটাকুটি ও স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি রহিয়াছে, তাঁহার স্বাক্ষরিত ১০ বর্ষের কার্য্য-বিবরণীর আদর্শ খাতাগুলি দেখিলেই বিস্মিত হইবেন।

প্রচারক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কায়স্থ-সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়া 'সমাজের প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন' এ সম্বন্ধে সমাজের লেখক বলিতে চান "একে একে নিভিছে দেউটী"। কিন্তু সমাজের নূতন প্রচারক শ্রীশ বাবু সম্বন্ধে সমাজের গত আষাঢ় মাসের কার্য্যবিবরণী মধ্যেই মন্তব্য বাহির হইয়াছে—"শ্রীশ বাবু স্বজাতির কল্যাণ চাহেন না, কিন্তু আত্মসুখের জন্য অনর্থক স্বজাতির প্রতি একটা অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা চাপাইতে অভিলাষী, সুতরাং তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হউক।" এরূপ স্থলে লেখক মহাশয় কি বলিতে চান? শ্রীশ বাবুর ন্যায় দুই এক ব্যক্তি সভা ছাড়িয়া দিলে যে সভার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। সভার জন্ম হইতে প্রতি বর্ষেই দশ বিশ জন সভ্যপদ ছাড়িয়া দিতেছেন, আবার তাঁহাদের স্থানে শত শত ব্যক্তি সভ্যপদ গ্রহণ করিতেছেন, প্রতি বার্ষিক কার্য্যবিবরণী মধ্যেই তাহা ব্যক্ত আছে। এরূপস্থলে দুইএকজন সভ্যপদ ছাড়িয়া দিলে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই।

লেখক আর একটী গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন, যে কায়স্থসভা চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের স্থায়ী তহবিল হইতে টাকা লইয়া মোকদ্দমার খরচা চালাইয়াছেন। সভা কখনই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের এককপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের গচ্ছিত টাকার হিসাব দেখিলেই তাঁহার সন্দেহ দূর হইতে পারে।

আত্মরক্ষার জন্যই হউক অথবা 'দেবরাণী-মহেন্দ্র গুহ ভাণ্ডারের ৫০০৲ শত টাকা সভার টাকা' ম্যাজিষ্ট্রেটের এই মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হইয়াই হউক, প্রতিপক্ষ কায়স্থ-সভার নিন্দাবাদ প্রচার করিতে বাধ্য হইতে পারেন। তাহার মূল্য কতটা বিজ্ঞব্যক্তিগণের বুঝিতে বাকি নাই। তাঁহারা আত্মপ্রশংসা প্রাণ ভরিয়া গাইতে বা কাহারও দ্বারা গান করাইতেও পারেন, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি

নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, "নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া নিজের দেহ মন প্রাণ কায়স্থ-সভার কার্য্যে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন", এই কথা শুনিয়া অনেকে (যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা অবগত আছেন তাঁহারা) হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, আমরা বলি "কাজাল কেন এই ওকালতি ব্যবসায়ে পণ্ডশ্রম করিতেছেন। যাঁহাদের সমাজ-সংস্কারে যথার্থ বাসনা আছে, কেবল রুটি উপার্জ্জনই যাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহারা সহিত মিলিত হইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হউন। তাঁহার বাসনা ও আমাদের বাসনাত একই। তবে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? কাজাল জানিয়া রাখুন স্বনামধন্য নগেন্দ্রনাথ-জীবনের মধ্যাহ্ন হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া, এক অবিচ্ছিন্ন পথে অটলভাবে চলিতেছেন, তাঁহাকে পথ চিনাইতে যাওয়া তাঁহার বা আমার কার্য্য নহে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসু বর্ম্মা।

স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ।

গত ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার বেলা ১১½ ঘটিকার সময় বাঙ্গলায় এক মহাপ্রাণের তিরোধান ঘটিয়াছে। লোকনায়ক দেশভক্ত স্বজাতিপ্রিয় পরমবৈষ্ণব মহামান্য মতিলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গত ১২৫৪ সালে ১২ই কার্ত্তিক যশোহর জেলার অমৃতবাজার নামক গ্রামে মহাপ্রাণ মতিলালের জন্ম। তাঁহার পূজনীয়া দাদাঠাকুরাণী অমৃতময়ীর নামানুসারে উক্ত গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। এই অমৃতবাজার হইতেই ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর হেমন্তকুমার ও শিশির কুমারের একান্ত উদ্যোগে সর্ব্বপ্রথম 'অমৃতবাজারপত্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্রথমে সামান্য কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ও কতকগুলি পুরাতন অক্ষর লইয়া বঙ্গভাষায় "অমৃতবাজার-পত্রিকা" সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। মতিলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পার্শ্বে থাকিয়া একযোগে সংবাদ-পত্র-পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কম্পোজ করিতেন, কেহ কালী দিতেন, কেহ ছাপিতেন, কেহ সংবাদ লিখিতেন, কেহ সম্পাদকতা করিতেন। প্রথমে ৫০০ শত মাত্র ছাপা হইত। অমৃতবাজারে প্রথম হইতেই নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্যাবলির সমালোচনা প্রকাশিত হইত। সমালোচনার তীব্রদংশনে সংক্ষুব্ধ হইয়া ৪ মাস মধ্যেই এক ইংরাজ ডেপুটীপুঙ্গব সম্পাদকগণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনিলেন। এই সূত্রে মোকদ্দমা ৮ মাসকাল চলিয়াছিল। সেই মোকদ্দমায় ঘোষ-ভ্রাতৃগণ জয়লাভ করিলেও তাঁহারা একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় অমৃতবাজারপত্রিকার প্রথমসংখ্যা বাহির করিলেন। দেশভক্তি ও স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল প্রতিভারূপে অমৃতবাজারের আবির্ভাবে দেশে একটা মহাসাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। একদিকে ভাষার লালিত্য, অপর দিকে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, নানাবিষয়ে স্বাধীন গবেষণা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের যুক্ত সমালোচনায় অল্পদিন মধ্যেই 'অমৃতবাজার' সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এমন কি ভারতবর্ষের মধ্যে একখানি সর্ব্বপ্রধান সংবাদ পত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ঘোষভ্রাতৃগণের নামও ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল। দেশের হিতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে তাঁহারা যেরূপ গভর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যসমূহের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে লাগিলেন,

তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিরূপে গভর্ণ
তাঁহাদিগকে নিজপক্ষে আনিতে পারেন, তজ্জন্য বিবিধ চেষ্টা চলিয়াছি
এমন কি ১৮৭৭ খৃঃ ছোটলাট সার্ আস্‌লি ইডেন অমৃতবাজারকে সরক
সংবাদপত্ররূপে পরিণত করার অভিপ্রায়ে শিশিরকুমারকে ডাকিয়া অ
আশা ভরসা দিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় উপযুক্ত বিরুদ্ধাচরণে
যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষ শিশিরকুমার অচল অটল রহি
লেন, কিছুতেই কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইলেন না।

'দেশীয় সংবাদপত্র বিশেষতঃ অমৃতবাজার পত্রিকাকে শাসন করিবার জ
ছোটলাট নূতন আইন চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।' ১৮৭৮ খৃঃ
মার্চ তারিখে "পত্রিকায়" এই সংবাদ বাহির হয়। মহাত্মা মতিলাল বাং
কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হন। তিনি গিয়া দেখিলেন ছোটলাট তাঁহা
সাধের অমৃতবাজারের সহিত তাঁহাদিগকে কলিকাতা হইতে তাড়াইবার
নূতন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের আইন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ভীত হইবার
নহেন। এ সময়ে নানাবিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধা থাকিলেও তাঁহা
অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে তৎপর দিনই ইংরাজীভাষায় 'অমৃতবাজার'
হইল। "অমৃতবাজার" ভারতকে জাতীয় যজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে আ
করিয়াছিলেন তাহারই ফলে ভাবী ন্যাসন্যাল কংগ্রেস বা জাতীয় মহা
সূত্রপাত। বলিতে কি ভারতের সংবাদপত্র জগতে কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে শিশিরকুমা
মতিলাল যেরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয় ও অভাবনী

মহাত্মা মতিলাল মহাপুরুষ শিশিরকুমারের পদতলে বসিয়া 'পত্রিকা'
চালনের সহিত যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বি
ভাবে বর্ণনা এইক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে the Public Ser
Commission এ তিনি যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, সার লেপেল গ্রেফি
কঠোর নীতি হইতে ভূপালের বেগমকে তিনি যে ভাবে রক্ষা করিয়াছি
কাশ্মীর, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, রেবা প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে গবর্ণমেন্টের
নৈতিক আলোড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেরূপ লেখনী পরি
করিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।
অকপট ও সাধারণ হিতকর লেখনী পরিচালনার প্রভাবে সিবিলিয়ানগণ
মর্ম্মে অমৃতবাজারের উপর অসন্তুষ্ট থাকিলেও সার এডোয়ার্ড বেকার
পরবর্ত্তী বঙ্গের লাটগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে দেখিতেন।

মতিলালের ঐকান্তিক স্বদেশপ্রবণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অচলা
ভক্তি ও অসাধারণ কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি
আমাদের কায়স্থ-সমাজের জন্য কি করিয়াছেন, কায়স্থ-সমাজকে তিনি কিরূপ
চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজন ভিন্ন বোধ হয় অনেকেই
অবগত নহেন। ১৯০১ খ্রীঃ ৫ই জুলাই (২০শে আষাঢ় ১৩০৮ সাল)
রিজলী সাহেবের জাতিবিচার তালিকা আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায়
মিউনিসিপ্যাল আফিসে মাননীয় বিচারপতি স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়
মহাশয়ের সভা পতিত্বে যে সভা আহূত হয়, সেই সভায় মতিলাল ব্রাহ্মণের
অব্যবহিত পরে কায়স্থ-জাতির সামাজিক আসন রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ
নির্ভীক ও তেজস্বী ভাবে মতব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালে ইংরাজী ও
বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সভায় যদি
মাননীয় ভূপেন্দ্র নাথ বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র
মহাশয় তাঁহার ন্যায় কায়স্থ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য
মতিলালের তীব্র সমালোচনায় ফলে সেই সভায় কায়স্থজাতিকে নিম্ন আসন দান
করিবার মন্তব্য গৃহীত হইতে পারে নাই। সে সময়ের বিচারসভার কার্য্য বিবরণী
যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারাই অনায়াসে স্বীকার করিবেন। তাঁহার সেই
জাতীয় সম্মানপ্রতিষ্ঠার কথা বঙ্গের কায়স্থ জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ
রাখিবে। বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাকালে মতিলালও অগ্রগণ্য
অগ্রণী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। রায় নন্দলাল বসু, স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ
মহাশয় ও আমি তাঁহার পরামর্শ লইয়া কায়স্থ-সভার গঠনকার্য্যে অগ্রসর
হইয়াছিলাম। গত ১৩২৬ সনের কায়স্থ পত্রিকায় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার
জন্ম কথা" প্রসঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাস বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।
এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থ-সভার প্রথম অবস্থায় স্বর্গীয় মতিলাল
সভার নানা অধিবেশনে সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া স্বজাতির মঙ্গলকর স্বাধীন
মতব্য প্রকাশ করিতেন। তাঁহার গুরুপ্রতিম জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় শিশির
কুমার যদিও প্রকাশ্যভাবে সভার কার্য্যে যোগদান করেন নাই, কিন্তু অনেক
সময়ে নানাসময়ে আমাদিগকে সদুপদেশ দান করিয়া স্বজাতি-হিতৈষণার যথেষ্ট
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। উভয় ভ্রাতাই কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি যথাসম্ভব
কার্য্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বর্গীয় মতিলালের একান্ত উৎসাহে
আমাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র-

শরৎবাবু শত অনুরোধ, উপরোধ ও মধ্যস্থতা উপেক্ষা করিলেন,—দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা কিছুতেই দিবেন না, তাহাতে কায়স্থ-সভার দাবিই চলিতে পারে না। সুতরাং সভার পক্ষে মোকদ্দমা করা ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না।

পরলোকগত মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয় রেজিষ্টার্ড দানপত্র দ্বারা "বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভাকে" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-বিদ্যালয় 'With absolute powers of management & control" দান করিলেন। কায়স্থসভার সম্পাদক শরৎ বাবু উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। শরৎ বাবু সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়া নূতন "সমাজ" সৃষ্টি করার পরে ১৩২৭ সনে কায়স্থ-সভা বিদ্যালয়টী নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিতে চাহিলেন। সভা নিয়ম করিলেন, কায়স্থ-সভার সভ্য ব্যতীত কেহ বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইতে পারিবেন না, কিন্তু শরৎ বাবু পুনরায় সভার সভ্য হইতে প্রস্তুত নহেন। সভা নূতন সম্পাদক নিয়োগ করিলেন, কিন্তু শরৎ বাবু দখল ছাড়িলেন না। বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রমেদিনীও দিবেন না, এই হইল তাঁহার পণ। তাঁহার আত্মীয় রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের মীমাংসার চেষ্টাও বিফল হইল। অগত্যা সভাকে বিদ্যালয়ের জন্য মোকদ্দমা করিতেও প্রস্তুত হইতে হইতেছে। কেহ বলিলেন, "আর লোক হাসাইয়া দরকার নাই, মোকদ্দমা করিয়া কেলেঙ্কারি না বাড়ানই উচিত।" আবার অনেকে বলিলেন, "কায়স্থ-সভার হস্তে ন্যস্ত ধন বা অন্য সম্পত্তি সভা এভাবে ত্যাগ করিতে পারেন না, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সভা কোন দান পাইবেন না এবং সভার পরিচালকগণকে বিশ্বাস করিয়া আর কেহ কিছু দিবেন না।" এ কথার যুক্তিযুক্ততা সকলেই স্বীকার করিলেন। সুতরাং এই উপায় অবলম্বনে সভার সম্পত্তি রক্ষা করাই স্থির হইল এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালয়ের মহাশয়ের উপর আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপনের ভার প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার ছোট আদালতে প্রথমতঃ টাকার জন্য মোকদ্দমা স্থাপিত হইল। এদিকে "কায়স্থ-পত্রিকায়" গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার পঞ্জীতে এক মন্তব্য প্রকাশিত হইল—'শরৎ বাবু শত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া সভাকে মোকদ্দমা করিতে বাধ্য করিয়া কায়স্থজাতির উপর একটা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। আর যাও কোথায়? শরৎ বাবু ভাবিলেন এইবার তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হইল। কলিকাতার পুলিশকোর্টে সভার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নামে এক মানহানির মামলা উপস্থিত করিলেন।

কায়স্থসভা উকীল নিযুক্ত করিলেন, শরৎ বাবু ব্যারিষ্টার আনিলেন। মোকদ্দমায় সভার প্রায় ৯০০৲ টাকা ব্যয় হইল, শরৎ বাবুর বোধ হয় আরও বেশী গেল। কিন্তু তাহাতে কি? ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈরনির্য্যাতন করিতে হইবে ত? কয় গৃহাবদ্ধ নগেন্দ্রনাথকে টানিয়া কোর্টে উপস্থিত করার জন্য অল্প চেষ্টা হয় নাই, যদিও সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তারপর বিচারফল যাহা হইয়াছে তাহা এখন সকলেই জানেন। বিচারক সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া দেখিলেন, 'টাকা কায়স্থ-সভার, বাদী অবৈধরূপে তাহা লইয়াছেন, সাধারণের হিতার্থে এইরূপ অবৈধ কার্য্যের প্রকাশ্য সমালোচনা হওয়াই দরকার, কায়স্থ-পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা কঠোর মন্তব্য লিখিত হইলেও অন্যায় হইত না, সুতরাং বিবাদী নিরপক্ষ।' দুঃখের বিষয় আদালতের এইরূপ অভিমত প্রকাশের পরেও শরৎ বাবুর চৈতন্য হয় নাই। স্বার্থ হানিতে বৈরভাব উৎপন্ন হয়, বৈরভাব উদ্দীপিত হইলে মানসিক অন্ধতা উপস্থিত হয়। এই অন্ধতা ন্যায়ানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা, ও স্বজাতিপ্রীতি সমস্ত সদ্‌গুণের হন্তারক হইয়া দাঁড়ায়। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। শরৎ বাবু সাক্ষ্যদানকালে বলিলেন, তিনি যখন বেলিয়াঘাটার কায়স্থ-সভা ত্যাগ করিয়া আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ৫০ জন লোক বাহির হইয়া আসে, তন্মধ্যে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী একজন! এতবড় একটা অপ্রকৃত কথা তিনি কিরূপে বলিলেন? সকলেই জানেন রায় যতীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত সভায় ছিলেন, আর শরৎ বাবুর সহিত মাত্র ২ জন লোক বাহির হইয়া আসেন। আদালতেও তাহাই বিশ্বাস করিয়াছেন। একজন হাইকোর্টের উকীলের পক্ষে ইহা হইতে লজ্জার কথা আর কিছু হইতে পারে না। শরৎ বাবুও আমাদের আপন লোক। তাঁহাকে এখনও বলি, আর কোন কারণে না হউক কেবল স্বজাতিপ্রীতির অনুরোধে এই বৈরভাব এই অন্ধতা এখনও তিনি ত্যাগ করুন। ইহাতে কায়স্থ-সভার অনিষ্ট অপেক্ষা তাঁহার নিজের অনিষ্টই অধিক হইতেছে, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে!

শুনিতেছি এই রায় প্রকাশের অব্যবহিত পরেই প্রতিপক্ষ কায়স্থ-সভার পরিচালকবর্গকে আক্রমণ করিয়া দোষ উদ্গীরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অতিরঞ্জিত, অসত্য, অজ্ঞতামূলক, নানা রূপ অভিযোগ করিয়া সাধারণের মনে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে যে কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষ উপনয়ন সংস্কারের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন নাই, করিবেনও

Correction

না। কায়স্থ-সভার সভাপতি, সদস্য, সহকারী সভাপতি, সম্পাদকগণ, আয়ব্যয়-পরীক্ষক, ধনরক্ষক, পত্রিকাসম্পাদকগণ ও প্রচারক পরিচালক-সমিতির প্রধান এই ১৮ জনের মধ্যে ১০ জন উপবীতী। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অপর ৭৭ জন সভ্যগণের মধ্যেও উপবীতীর সংখ্যা ৫২ জন। অনুপনীত কোন ব্যক্তিকে সভার কোন উচ্চপদে নিয়োগ করা হইবে না—সভা এরূপ নীতি কদাচ অবলম্বন করেন নাই, এই নীতি অবলম্বনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কুমার মন্মথ নাথ, রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র, রায় যতীন্দ্র নাথ, রায় বিনোদবিহারী, মাননীয় ভূপেন্দ্র নাথ ও হীরেন্দ্র নাথ অনিবার্য্য কারণে উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন নাই ইহা অনেকে অবগত আছেন। ইঁহারা সকলেই উপনয়ন সংস্কারের পক্ষপাতী এবং তজ্জন্য অর্থসাহায্যও করিয়া থাকেন। যাহা হউক নেতৃগণের মধ্যে এই ৬ জনের উপবীত গ্রহণে বিলম্ব হইতেছে বলিয়াই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা অধঃপাতে গিয়াছে ইহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে করিবেন না। আজও পর্যান্ত কায়স্থ সভার উদ্যোগেই নানাস্থানে বহু কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার হইতেছে। যাহারা সভাকে গালাগালি করিতেছেন তাঁহাদের চেষ্টায় ত কিছুই হইতে দেখি না। মাঝে মাঝে কায়স্থ-সভা বা তাহার শাখাসভার উদ্যোগে যাঁহারা সংস্কৃত হইতেছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়া পরের প্রাপ্য প্রশংসা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।

সম্প্রতি বিদ্বেষিদলের মুখপত্র 'কায়স্থ-সমাজে' কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে,—তন্মধ্যে ২টী প্রধান—

১ম, বার্ষিক অধিবেশনে মঞ্জুর না করাইয়া কায়স্থ-সভা সাধারণ অধিবেশন ডাকিয়া শরৎ বাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন।

২য়, শরৎ বাবু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নামে যে মান হানির মোকদ্দমা করিয়াছিলেন কায়স্থসভার গলদ থাকায় সেই মোকদ্দমার রায় কায়স্থপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। একারণ কায়স্থ-সমাজে মোকদ্দমার আংশিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

উভয় মিথ্যা-অভিযোগকারী জানিয়া শুনিয়া যে সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আর অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ১ম অভিযোগের উত্তরে বলি যে কেবল ১৩২৭ সালে বেলেঘাটার বার্ষিক সভা বলিয়া নহে, অথবা উক্ত বর্ষের চিত্রগুপ্ত উৎসবের সময় সাধারণ অধিবেশন বলিয়া নহে, তৎপরে ১৩২৮ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসে পাইকপাড়ার রাজবাটীতে যে বার্ষিক অধি-

বেশন হইয়াছিল, তাহাতেও ২।৩ জন ব্যতীত প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি শরৎ বাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিবার মত দিয়াছিলেন। সুতরাং কায়স্থসভার ২।৪ জন সভ্যের ইচ্ছানুসারে এরূপ কার্য্য হয় নাই। উক্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেই সকলের সন্দেহ দূর হইবে।

স্থানাভাবে কায়স্থ-পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত না হইলেও আষাঢ় সংখ্যায় মানহানির মোকদ্দমার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ 'সমাজ' সম্পাদক উদরপূর্ত্তির জন্য আসল কথা সমস্ত গোপন করিয়া কায়স্থসভার মিথ্যা কলঙ্ক রটনার চেষ্টা করিয়াছেন। করিবারই কথা, কারণ এই কায়স্থ-সভার স্তন্যপীযুষ পানেই আজও তাঁহার কলিকাতায় থাকা সম্ভবপর হইয়াছে—কায়স্থসভার ৫০০, শত টাকা কন্যার বিবাহে হাওলাৎ লইয়া শরৎ বাবুর কোলতিতে তাহা আর পরিশোধ করিতে হয় নাই—কায়স্থসভার অর্থে শরৎ বাবুদের সমাজ প্রেসের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন—কায়স্থসভার কৃপায় কাষ্ঠের দালালি ও বাজার সরকারির বদলে যাহোক একজন হইয়া উঠিয়াছেন! শরৎবাবু মানহানি মোকদ্দমায় বহুসংখ্যক সাক্ষী হাজির করিলেও নগেন্দ্রবাবু আপনাকে ও কায়স্থ-সভার কার্য্য-বিবরণ নির্দ্দোষ জানিয়াই তিনি একজনকেও তাঁহার পক্ষে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে বহু সাক্ষী হাজির করিতে পারিতেন এবং তাহা হইলে বিচারক সভার সামান্য ত্রুটীও উল্লেখ করিতে পারিতেন না। কায়স্থ পত্রিকায় বিচারকের রায় পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে বিচারক নগেন্দ্র বাবুকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং সভার সঞ্চিত টাকা প্রত্যর্পণ না করায় বিশেষভাবে শরৎ বাবুকেই দোষী করিয়াছেন। শরৎবাবু সভার বিল দিয়াই যখন "গুহ ভাণ্ডারের" ৫০০৲ টাকা আদায় করিয়াছেন, তাহা যে সভার টাকা তাহা কেনা বলিবে? বিচারক রায়ে বিশদভাবে লিখিয়াছেন,—

"The proceedings of the Sabha have been put in and from these it is possible to trace the history of the donations and the disputes that raged round them. The total amount was Rs. [illegible] and was given in 3 instalments as noted below :—

On account of Deb Rani Guha Roy :—21st Chaitra, 1321 ([illegible]th April 1915) Rs 200. 24th Pous, 1322 (9th January, 1916) Rs 100.

Correction

On account of Mohendra Nath Guha Roy :—30th Shraba 1823 (15th August, 1915) Rs 200.

There are printed counterfoil receipt forms for acknowled ing donations etc. It appears that a receipt was origina written for the payment of Rs. 200 on the 4th of April, 191 (Exh. R-6 Bill no. 385) The amount originally entered in was Rs. 200 and the date 21st Chaitra 1321. These we however cored out and for the amount only Re. 1 was subs tued under the initials of the complainant and for the date fresh date (30th Shraban 1322 correspotding to 15|8|15) w substituted. The explanation of the complainant is that did this as the donor declined to accept the receipt. The ceipt however is not forthcoming nor is there any note on counterfoil to shew that the donor refused to accept the recei In a recorded instance, where the doner subsequently refus to pay the amount promised, the complainant made a note red ink "Refused to pay" across the counterfoil (Vide E R 3.) The complainant admits in cross-examination tha case of refusal, a note like this is kept in the counterfoil. explanation of the complainant for the absence of any s note in this case is not satisfactory. In the case of the 2 ot items, receipts were duly granted (Vide Exh. R 1 and R Bill Nos. 394 and 395) and there is no reason why there sho not be any receipt for the 1st item. All the 3 payments w made under exactly similar conditions and there was no rea for treating one item differently from the 2 others. Altho receipts were thus issued on behalf of the "Sabha" the amo were not credited in the Books of account till the year 1 None of these items were even entered in the cash book in the year 1324 (1917-18) the amounts were for the time entered in the Register known as the "Register of a nts held in deposit (or trust)." Entries were made in 2 s rate pages for Deb Rani Guha Roy and Mahendra Nath G Roy. These are ledger accounts. There are headings (K-1 and K-2) on the top of each page rough translatio which are as follows :—

Account Mohendranath Guha Roy of Calcutta.

"Out of the interest of the trust money, rupees three are to be deducted annually for subscriptions and the blance is to be spent on propaganda work. This is the purport of the deed of gift of the donor. See Resolution "cha" of the meeting of the Executive Committee of 20th Bhadra 1322 (19-9-15.)"

Account of the late Debrani Guha Roy.

There are rules for crediting 1 rupee annually towards the subscription of the deceased lady out of the interest of the amount held in trust, up to the date of existence of the society and the balance is to be added to the principal.

The original deed of gift or rules reffered to above are not forthcoming. The complainant alleges that he returned them to the donor as the terms were inexplicable. There is no record to show that they were so returned or that the Sabha ever authorised him to do so. In each account interests were credited at 6 p. c. per annum for 2 years commencing from 1st February 1917. In the account of Mohendra Nath Guha Roy there is a debit entry of Rs 9 under date 8th Baisakh 1325 (21-1 19 for subscription for the year 1322, 1323 and 1324 and of Rs 3 to propaganda account. In the other account there is similar debit entry of 3 Rs for subscriptions. It is clear therefore that up to this time the amounts were treated as the property of the Sabha. In the Kartik issue of 1322 (October November 1915), the gift of Rs. 200 by Mohendra Nath Guha Roy on 30th Shraban (15-8-15 vide Ex X-1) was acknowledged. The recitation in this notice is similar to the recitation on the top of the ledger account (Ex. K-1). The doner was profusely thanked by the Sabha for this gift. Then in the Magh issue of 1322 (January February 1916) it was noticed that out of the Rs. 300 promised by Babu Mohendra Nath Guha Roy in memory of his mother, at the meeting of the Executive Committee, held on the 23rd Aghran 1320 (November December 1913) he had paid in part Rs 100 and also 1 rupee as

Correction

interest on the 24th of Pous (9-1-16) (Exh. X-2). The complainant was the Secratary at the time. In the Secretary's remarks under the signature of the complainant incorporated in the report of the 14th annual meeting of the Sabha held at Jessore on 10th Baisakh 1323 (23-4-16), the gifts of Babu Mohendra Nath Guha Roy and the late Deb Rani Guha Roy were specially mentioned. (Exh. X-3.) The records up to this time for which the complainant himself is responsible, show unmistakably that the amounts were gifts to the Sabha and the complainant treated them as such. So far as the intentions of the donor are concerned they can be judged from the fact that at the meeting of the Executive Committee held on the 28th Aghran 1320 it was publicly declared that Babu Mohendra N. Guha Roy wanted to make a gift of Rs 500 to the Sabha and he was sincerely thanked for it (Exh. G. 1) The donor was present at the meeting and quietly accepted the thanks. At the meeting of the Executive Committee held on the 15th Asar 1326 (30-6-19) the complainant for the 1st time declared that the money had been given to him personally. A new Secretary had been appointed and before making over charge he made notes in the ledger Exh. K. that he was retaining 212 Rs. on account of Mohendra N. Guha Roy and 333 Rs. on account of Deb Rani Guha Roy funds under orders of the donor. No such orders of the donor are forthcoming. After this at the Executive Committee meeting on 30-6-19 he took the plea that the money did not belong to the Sabha at all and so he had retained it. He was called on to produce all papers in connection with the gifts. After some further heated discussions at subsequent meetings of the Executive Committee it was decided to refer the matter to the Annual Meeting of the Sabha as the complainant was declining to pay the amount. The next annual meeting was held at Belliaghatta on the 5th and 6th of Asar. 1327 (19th and 20th June 1920). There was a strong discussion over the 12th resolution which was to the effect, that the money was the property of the Sabha and Babu Sharat Kumar Mitter be directed to refund it. The resolution was carried inspite of opposition and Babu Sarat Kumar Mitra declared

on the spot that he resigned his membership and left the meeting with 2 others. Subsequently efforts were made to realise the amount amicably from the complainant but the mediator who undertook the mission failed in his efforts and then the matter was again considered at the next annual meeting held on the 5th of June 1921 and the Executive Committee was authorised to take all necessary steps for the realisation of the money. After this a suit was instituted in the Small Cause Court for the realisation of the amount and while the suit was still pending the alleged defamatory article was published. The facts referred to above show that the conduct of the complainant has not been quite straightforward. The complainant changed his front without any apparent reason and the explanation given by him is that the doner was all along unwilling to give the money to the Sabha and he (the complainant) was trying to persuade him to do it by treating the money as the property of the Sabha. The explanation does not come with a good grace from a man of the position of the complainant. The public declaration of the intended gift to the Sabha made in the presence of the donor, the subsequent public acknowledgements of the gifts and the crediting of the amounts in the ledger account of the Sabha under the direction of the complainant with detailed notes regarding the method of disposal and the issue of formal receipts on behalf of the Sabha—all these facts can not be explained away by saying that these were mere attempts to persuade the donor to make a gift and that there was actually no gift. The accounts have been kept in an unbusinesslike manner. There is no credit in the cash book. Receipts have been altered with the result that how there are receipts for 2 only out of the 3 items and there was a delay of years in crediting the amounts. Then the subsequent conduct of the complainant in taking away the money under the alleged orders of the doner on the date he was making over charge of his secretaryship and his refusal to refund it inspite of repeated demands is certainly open to adverse criticism. The complainant is attempting to subvert the mass of documentary evidence by his uncorroborated state-

Correction

ment which is quite inconsistent with his past conduct. In the alleged defamatory article there is a preliminary statement that for 2 years the complainant had disregarded all kinds of requests of the Kayastha Sobha to refund the amounts of Debrani and Mohendra Nath Guha Funds and the executive Committee therefore authorised the Secretary to institute the civil suit. On these facts the witness proceeds to make the comment that for this small amount the complainant had brought disgrace on the community. There is no suggestion of dishonesty but only an allegation of unjustified disregard of the wishes of the Sobha of which he was the Secretary. Considering all the circumtances I am of opinion that the writer has expressed himself very moderately. The conduct of the complainant so far as it appears from the record and admitted facts has been criticised. A sum of money which the Sobha was quite justified in holding to be its property was being wrongfully detained by the late Secretary and exposure of such conduct is for the public good as it is likely to lead to the righting of wrongs. I find therefore that the imputation was made in good faith and for the puplic good and the action of the accused is covered by exception 9.

I find the accused not guilty of the charged against him and acquit him under S. 258 C. P. C. (6. 6. 22)

বিচারক দেখাইয়াছেন, সভার যে সকল বিলের দ্বারা শরৎবাবু ৺মহেন্দ্রনাথ গুহের নিকট টাকা আদায় করিয়াছেন, তন্মধ্যে একখানি ২০১৲ টাকার বিলের মুড়িতে ২০১৲ কাটিয়া ১৲ এক টাকা এবং সাবেক তারিখ কাটিয়া উপর তারিখ বসাইয়াছেন অথচ কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই। তিনি যে সভার হিসাব পত্র বরাবর অন্যায় ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বিচারক দেখাইয়া দিয়াছেন। এমন কি শরৎবাবুর সম্পাদকতাকালে ১৩২৫ সালে ভাদ্র মাসের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে রায় বিনোদ বিহারী বসু মহাশয় যে মুদ্রিত মন্তব্য পাঠ করেন, যাহা কার্য্যবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার কথা, মূল কার্য্যবিবরণীর বহি হইতে তাহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এবং চির প্রথানুসারে উক্ত মাসের হস্তলিখিত কার্য্যবিবরণী যাহা পরবর্ত্তী অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা মূল খাতা হইতে উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে মুদ্রিত কার্য্য

বিবরণী আঁটিয়া রাখা হইয়াছে, এমন কি শরৎবাবুর সম্পাদকতায় ঐ অধিবেশন হইলেও তাঁহার স্বাক্ষরিত কাগজ নষ্ট করিয়াছেন। এ কার্য্য যে কতদূর গর্হিত হইয়াছে, তাহা সমাজ-পত্রিকার সম্পাদক (ভূতপূর্ব্ব কায়স্থসভার কর্ম্মাধ্যক্ষ) বিলক্ষণ অবগত থাকিলেও স্বজনের ত্রুটি দেখাইতে নারাজ। শরৎ বাবুর সম্পাদকতাকালে তাঁহার নির্দ্দেশে লিখিত সভার কার্য্যবিবরণী মধ্যে কতশত কাটাকুটি ও স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি রহিয়াছে, তাঁহার স্বাক্ষরিত ১০ বর্ষের কার্য্য-বিবরণীর আদর্শ খাতাগুলি দেখিলেই বিস্মিত হইবেন।

প্রচারক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কায়স্থ-সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়া 'সমাজের প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন' এ সম্বন্ধে সমাজের লেখক বলিতে চান "একে একে নিভিছে দেউটী"। কিন্তু সমাজের নূতন প্রচারক শ্রীশ বাবু সম্বন্ধে সমাজের গত আষাঢ় মাসের কার্য্যবিবরণী মধ্যেই মন্তব্য বাহির হইয়াছে — "শ্রীশ বাবু স্বজাতির কল্যাণ চাহেন না, কিন্তু আত্মসুখের জন্য অনর্থক স্বজাতির প্রতি একটা অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা চাপাইতে অভিলাষী, সুতরাং তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হউক।" এরূপ স্থলে লেখক মহাশয় কি বলিতে চান? শ্রীশ বাবুর ন্যায় দুই এক ব্যক্তি সভা ছাড়িয়া দিলে যে সভার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। সভার জন্ম হইতে প্রতি বর্ষেই দশ বিশ জন সভ্যপদ ছাড়িয়া দিতেছেন, আবার তাঁহাদের স্থানে শত শত ব্যক্তি সভ্যপদ গ্রহণ করিতেছেন, প্রতি বার্ষিক কার্য্যবিবরণী মধ্যেই তাহা ব্যক্ত আছে। এরূপস্থলে দুইএকজন সভ্যপদ ছাড়িয়া দিলে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই।

লেখক আর একটী গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন, যে কায়স্থসভা চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের স্থায়ী তহবিল হইতে টাকা লইয়া মোকদ্দমার খরচা চালাইয়াছেন। সভা কখনই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের একপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের গচ্ছিত টাকার হিসাব দেখিলেই তাঁহার সন্দেহ দূর হইতে পারে।

আত্মরক্ষার জন্যই হউক অথবা 'দেবরাণী-মহেন্দ্র গুহ ভাণ্ডারের ৫০০৲ শত টাকা সভার টাকা' ম্যাজিষ্ট্রেটের এই মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হইয়াই হউক, প্রতিপক্ষ কায়স্থ-সভার নিন্দাবাদ প্রচার করিতে বাধ্য হইতে পারেন। তাহার মূল্য কতটা বিজ্ঞব্যক্তিগণের বুঝিতে বাকি নাই। তাঁহারা আত্মপ্রশংসা প্রাণ ভরিয়া গাইতে বা কাহারও দ্বারা গান করাইতেও পারেন, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি

Correction

নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, "নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া নিজের দেহ মন প্রাণ কায়স্থ-সভার কার্য্যে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন", এই কথা শুনিয়া অনেকে (যাঁহারা তাহার পূর্ব্বাবস্থা অবগত আছেন তাঁহারা) হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, আমরা বলি "কাঙ্গাল" কেন এই ওকালতি ব্যবসায়ে পণ্ডশ্রম করিতেছেন। যাঁহাদের সমাজ-সংস্কারের যথার্থ বাসনা আছে, কেবল রুটি উপার্জ্জনই যাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হউন। তাঁহার বাসনা ও আমাদের বাসনাত একই। তবে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? কাঙ্গাল জানিয়া রাখুন স্বনামধন্য নগেন্দ্রনাথ-জীবনের মধ্যাহ্ন হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া, এক অবিচ্ছিন্ন পথে অটলভাবে চলিতেছেন, তাঁহাকে পথ চিনাইতে যাওয়া তাঁহার বা আমার কার্য্য নহে।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসু বর্ম্মা।

স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ।

গত ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার বেলা ১১½ ঘটিকার সময় বাঙ্গলায় এক মহাপ্রাণের তিরোধান ঘটিয়াছে। লোকনায়ক দেশভক্ত স্বজাতিপ্রিয় পরমবৈষ্ণব মহামান্য মতিলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। গত ১২৫৪ সালে ১২ই কার্ত্তিক যশোহর জেলাস্থ অমৃতবাজার নামক গ্রামে মহাপ্রাণ মতিলালের জন্ম। তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী অমৃতময়ীর নামানুসারে উক্ত গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। এই অমৃতবাজার হইতেই ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর হেমন্তকুমার ও শিশির কুমারের একান্ত উদ্যোগে সর্ব্বপ্রথম 'অমৃতবাজারপত্রিকা' প্রকাশিত হয়। প্রথমে সামান্য কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে ও কতকগুলি পুরাতন অক্ষর লইয়া বঙ্গভাষায় "অমৃতবাজার-পত্রিকা" সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। মতিলাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পার্শ্বে থাকিয়া একযোগে সংবাদ-পত্র-পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কম্পোজ করিতেন, কেহ কালী দিতেন, কেহ ছাপিতেন, কেহ সংবাদ লিখিতেন, কেহ সম্পাদকতা করিতেন। প্রথমে ৫০০ শত মাত্র ছাপা হইত। অমৃতবাজারে প্রথম হইতেই নির্ভীক ও নিরপক্ষভাবে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণের কার্য্যাবলির সমালোচনা প্রকাশিত হইত। সমালোচনার তীব্রদংশনে সংক্ষুব্ধ হইয়া ৪ মাস মধ্যেই এক ইংরাজ ডেপুটীপুঙ্গব সম্পাদকগণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনিলেন। এই অন্যায় মোকদ্দমা ৮ মাসকাল চলিয়াছিল। সেই মোকদ্দমায় ঘোষ-ভ্রাতৃগণ জয়লাভ করিলেও তাঁহারা একপ্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় অমৃতবাজারপত্রিকার প্রথমসংখ্যা বাহির করিলেন। দেশভক্তি ও স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল প্রতিভারূপে অমৃতবাজারের আবির্ভাবে দেশে একটা মহাসাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। একদিকে ভাষার লালিত্য, অপর দিকে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, নানাবিষয়ে স্বাধীন গবেষণা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের উপযুক্ত সমালোচনায় অল্পদিন মধ্যেই 'অমৃতবাজার' সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এমন কি ভারতবর্ষের মধ্যে একখানি সর্ব্বপ্রধান সংবাদ পত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ঘোষভ্রাতৃগণের নামও ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল। দেশের হিতের জন্য নিঃস্বার্থভাবে তাঁহারা যেরূপ গভর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যসমূহের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিতে লাগিলেন,

---

Correction

তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিরূপে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে নিজপক্ষে আনিতে পারেন, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা চলিয়াছিল। এমন কি ১৮৭৭ খৃঃ ছোটলাট সার্ আস্‌লি ইডেন অমৃতবাজারকে সরকারী সংবাদপত্ররূপে পরিণত করার অভিপ্রায়ে শিশিরকুমারকে ডাকিয়া অনেক আশা ভরসা দিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় উপযুক্ত বিরুদ্ধাচরণের যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষ শিশিরকুমার অচল অটল রহিলেন, কিছুতেই কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইলেন না।

'দেশীয় সংবাদপত্র বিশেষতঃ অমৃতবাজার পত্রিকাকে শাসন করিবার জন্য ছোটলাট নূতন আইন চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।' ১৮৭৮ খৃঃ ১৩ই মার্চ তারিখে "পত্রিকায়" এই সংবাদ বাহির হয়। মহাত্মা মতিলাল স্বয়ং সেই কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হন। তিনি গিয়া দেখিলেন ছোটলাট তাঁহাদের সাধের অমৃতবাজারের সহিত তাঁহাদিগকে কলিকাতা হইতে তাড়াইবার জন্য নূতন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের আইন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ভীত হইবার লোক নহেন। এ সময়ে নানাবিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট অসুবিধা থাকিলেও তাঁহাদের অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে তৎপর দিনই ইংরাজীভাষায় 'অমৃতবাজার' বাহির হইল। "অমৃতবাজার" ভারতকে জাতীয় যজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহারই ফলে ভাবী ন্যাসন্যাল কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসভার সূত্রপাত। বলিতে কি ভারতের সংবাদপত্র জগতে কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে শিশিরকুমার ও মতিলাল যেরূপ অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয় ও অভাবনীয়।

মহাত্মা মতিলাল মহাপুরুষ শিশিরকুমারের পদতলে বসিয়া 'পত্রিকা' পরিচালনের সহিত যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা এইক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে the Public Service Commission এ তিনি যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, সার লেপেল গ্রেফিনের কঠোর নীতি হইতে ভূপালের বেগমকে তিনি যে ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, রেবা প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক আলোড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেরূপ লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার অকপট ও সাধারণ হিতকর লেখনী পরিচালনার প্রভাবে সিবিলিয়ানগণ মধ্যে অমৃতবাজারের উপর অসন্তুষ্ট থাকিলেও সার এডোয়ার্ড বেকার হইতে পরবর্ত্তী বঙ্গের লাটগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে দেখিতেন।

মতিলালের ঐকান্তিক স্বদেশপ্রিয়তা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অচলা ভক্তি ও অসাধারণ কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের কায়স্থ-সমাজের জন্য কি করিয়াছেন, কায়স্থ-সমাজকে তিনি কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজন ভিন্ন বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। ১৯০১ খ্রীঃ ৫ই জুলাই (২০শে আষাঢ় ১৩০৮ সাল) রিজলী সাহেবের জাতিবিচার তালিকা আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল আফিসে মাননীয় বিচারপতি স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভা আহূত হয়, সেই সভায় মতিলাল ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরে কায়স্থ-জাতির সামাজিক আসন রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ নির্ভীক ও তেজস্বী ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সভায় যদিও মাননীয় ভূপেন্দ্র নাথ বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার ন্যায় কায়স্থ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য মতিলালের তীব্র সমালোচনার ফলে সেই সভায় কায়স্থজাতিকে নিম্ন আসন দান করিবার মন্তব্য গৃহীত হইতে পারে নাই। সে সময়ের বিচারসভার কার্য্য বিবরণী যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারাই অনায়াসে স্বীকার করিবেন। তাঁহার সেই জাতীয় সম্মানপ্রতিষ্ঠার কথা বঙ্গের কায়স্থ জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ রাখিবে। বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাকালে মতিলালও অন্যতম অগ্রণী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। রায় নন্দলাল বসু, স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয় ও আমি তাঁহার পরামর্শ লইয়া কায়স্থ-সভার গঠনকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। গত ১৩২৬ সনের কায়স্থ পত্রিকায় "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্ম কথা" প্রসঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাস বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থ-সভার প্রথম অবস্থায় স্বর্গীয় মতিলাল সভার নানা অধিবেশনে সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া স্বজাতির মঙ্গলকর স্বাধীন মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। তাঁহার গুরুপ্রতিম জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় শিশির কুমার যদিও প্রকাশ্যভাবে সভার কার্য্যে যোগদান করেন নাই, কিন্তু অনেক বিষয়ে নানাসময়ে আমাদিগকে সদুপদেশ দান করিয়া স্বজাতি-হিতৈষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। উভয় ভ্রাতাই কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি যথাসম্ভব কার্য্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বর্গীয় মতিলালের একান্ত উৎসাহে ও আমাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র-

গণকে শাস্ত্রোচিত যজ্ঞোপবীত দেওয়াইয়া ছিলেন। উভয় ভ্রাতার অভিপ্রায় অনুসারে শিশিরকুমারের স্বর্গগতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বর্গীয় শিশিরকুমার এবং সম্প্রতি মহাত্মা মতিলালের আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কেবল বক্তৃতা দ্বারা নয়, কেবল কাগজে লিখিয়া নহে, বৈকুণ্ঠবাসী শিশিরকুমার ও মতিলাল কার্য্যের দ্বারা কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিয়া কায়স্থ জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আজ কায়স্থ-সমাজ উভয় ভ্রাতার কার্য্যকলাপে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন।

কর্ম্মবীর মতিলাল আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, তজ্জন্য আমাদিগের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি সমস্ত ভারতবাসীর নিকট উজ্জ্বল যশোমণ্ডিত হইয়া বৈকুণ্ঠের চির অভীপ্সিত গোলকধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের ও দশের সর্ব্বসাধারণের চির অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। সেই পুণ্যাত্মা গৌরাঙ্গ ভক্তের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

বিংশবার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৪র্থ অধিবেশন*

১৮ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১৩) রবিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা
৩৩ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে
উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (সভাপতি)
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার (সহযোগীসম্পাদক)

কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুর
রায় বিনোদবিহারী বসু
,, ,, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা
রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা
কেদারনাথ দেব বর্ম্মা
সকলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
নিবারণচন্দ্র চৌধুরী (হিসাব-পরিদর্শক)
কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)
নিবারণ চন্দ্র দত্ত
রসিকলাল দেব বর্ম্মা
রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে সভাপতি রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর উপস্থিত হওয়ায় তিনিই সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করেন।

সম্পাদক কিরণ বাবু জানাইলেন, নিমতিতা হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা চৌধুরী, লক্ষ্মীকোল হইতে শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন গুহ রায়, দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায় এবং পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা মহাশয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রদ্বারা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১ম প্রস্তাব—গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

---

* কার্য্য-বিবরণীর আদর্শ বহি মানহানির মোকদ্দমার কারণ দীর্ঘকাল পুলিশকোর্টে দাখিল থাকায় গত বর্ষের ৪র্থ হইতে পরবর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশে অযথা বিলম্ব হইল।

গণকে শাস্ত্রোচিত যজ্ঞোপবীত দেওয়াইয়া ছিলেন। উভয় ভ্রাতার অভিপ্রায় অনুসারে শিশিরকুমারের স্বর্গগত সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছিল। স্বর্গীয় শিশিরকুমার এবং সম্প্রতি মহাত্মা মতিলালের আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কেবল বক্তৃতা দ্বারা নয়, কেবল কাগজে লিখিয়া নহে, বৈকুণ্ঠবাসী শিশিরকুমার ও মতিলাল কার্য্যের দ্বারা কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিয়া কায়স্থ জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আজ কায়স্থ-সমাজ উভয় ভ্রাতার কার্য্যকলাপে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন।

কর্ম্মবীর মতিলাল আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, তজ্জন্য আমাদিগের দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি সমস্ত ভারতবাসীর নিকট উজ্জ্বল যশোমণ্ডিত হইয়া বৈকুণ্ঠের চির অভীপ্সিত গোলকধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের ও দেশের সর্ব্বসাধারণের চির অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। সেই পুণ্যাত্মা গৌরাঙ্গ ভক্তের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

বিংশবার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৪র্থ অধিবেশন*

১৮ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর ১৯১৩) রবিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা

৩৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (সভাপতি)
" কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুর
" রায় বিনোদবিহারী বসু
" " যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
" হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা
" রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা
" কেদারনাথ দেব বর্ম্মা
" সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার (সহযোগীসম্পাদক)
" নিবারণচন্দ্র চৌধুরী (হিসাব-পরিদর্শক)
" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)
" নিবারণ চন্দ্র দত্ত
" রসিকলাল দেব বর্ম্মা
" রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে সভাপতি রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর উপস্থিত হওয়ায় তিনিই সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করেন।

সম্পাদক কিরণ বাবু জানাইলেন, নিমতিতা হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা চৌধুরী, লক্ষ্মীকোল হইতে শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন গুহ রায়, দিনাজপুর হইতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায় এবং পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা মহাশয় অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রদ্বারা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

১ম প্রস্তাব—গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

---

* কার্য্য-বিবরণীর আদর্শ বহি মানহানির মোকদ্দমার কারণ দীর্ঘকাল পুলিশকোর্টে দাখিল থাকায় গত বর্ষের ৪র্থ হইতে পরবর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশে অযথা বিলম্ব হইল।

বিংশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৫ম অধিবেশন।

১৪ই মাঘ শনিবার (২৮শে জানুয়ারী—১৯২২) সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।

স্থান—৬৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবন।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, (সভাপতি)
" " বিনোদবিহারী বসু, বি, এ
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল
" জগবন্ধু ঘোষ বর্ম্মা
" মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
" রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা
" নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী, এম, আর, এ, এস
" কেদার নাথ দেব বর্ম্মা

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—সভার কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ত্রৈমাসিক আয় ব্যয় প্রদর্শিত হইল ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব—সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ—৺ দেবপ্রসাদ ঘোষ, ৺ রমানাথ মিত্র ও ৺ বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সভ্যবর্গ সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল মৃত ব্যক্তিদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত পত্রদ্বারা সমবেদনা জানান হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—সদস্যের রাজ-সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং বর্ত্তমান বর্ষের সদস্য পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ দানবীর লালাবাবুর বংশধর বদান্যবর শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর নববর্ষে ভারত-সম্রাট কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় এবং সভার অন্যতম সভ্য কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সভা সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল সভার এই আনন্দবার্ত্তা তাঁহাদিগকে জানান হউক।

৫ম প্রস্তাব—মানহানির মোকদ্দমা—এই প্রসঙ্গে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল। নগেন্দ্র বাবু দীর্ঘকাল অসুস্থতা হেতু পত্রিকা পরিচালন কার্য্যে অক্ষম থাকা সত্ত্বেও পত্রিকা-সম্পাদক স্থানে সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার নামে কলিকাতা পুলিশ কোর্টে যে মামলা রুজু করিয়াছেন, এই সংবাদে সভাস্থ সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং এইরূপ স্থির হইল এই অবৈধ মোকদ্দমার যাবতীয় ব্যয় সভা হইতে দেওয়া হউক, এবং এই মোকদ্দমা পরিচালন করিবার ভার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ বসু উকিল মহাশয়ের উপর দেওয়া হউক। তিনি আবশ্যক মনে করিলে অন্য কোন উকিল বা কৌন্সিল নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
সমর্থক— " রায় বিনোদ বিহারী বসু।

(শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত।)

১ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, জমিদার, ২ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৩ মুরলীমোহন দত্ত, ৪ রাখালচন্দ্র মিত্র, ৫ অবিনাশচন্দ্র মিত্র, বি, এল, ৬ অনাথবন্ধু সিংহ, ৭ গৌরীশঙ্কর রায়, ৮ কালীদাস চৌধুরী, ৯ রমনলাল সিংহ।

(শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত।)

১০ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১১ ললিতমোহন রায় চৌধুরী, ১২ মহেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩ প্রিয়নাথ বসু, (মুন্সেফ), ১৪ রজনীকান্ত বসু, ১৫ সুধন্যকুমার দত্ত।

(শ্রীযুক্ত মাখন লালেশ্বর বর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত।)

১৬ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র রায়, এম, এ, ১৭ ডাঃ রাধারমণ সিংহ, ১৮ অতুল বসু, ১৯ সুধীন্দ্রনাথ রায়, ২০ হেমন্তকুমার বসু রায়, ২১ পঞ্চানন ঘোষ, ২২ সতীশচন্দ্র ঘোষ, ২৩ মথুরানাথ মজুমদার দেববর্ম্মা, ২৪ সূর্য্যকুমার মিত্র বর্ম্মা, ২৫ নীলমাধব দত্ত বর্ম্মা, ২৬ শরৎচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, ২৭ মোহিনীমোহন বসু বর্ম্মা।

প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

২৪ শ্রীযুক্ত শশধর ঘোষ, ২৫ অমরেন্দ্র কুমার সিংহ, ২৬ অরুণ কুমার সি
২৭ পাঁচকড়ি ঘোষ, ২৮ যুগলকিশোর ঘোষ, ২৯ শরদিন্দুমোহন ঘোষ, ৩০
কিঙ্কর রায়, ৩১ প্রভাসচন্দ্র মিত্র, ৩২ গোপেশ্বর ঘোষ বর্ম্মা, ৩৩ গিরিধর
৩৪ সৌরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ৩৫ শ্রীমোহন সিংহ, ৩৬ বনওয়ারীলাল ঘোষ,
দেবেন্দ্রনারায়ণ মিত্র চৌধুরী, ৩৮ কৃষ্ণগোপাল মিত্র চৌধুরী, ৩৯ কিশোরীমো
মিত্র চৌধুরী, ৪০ দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মা, ৪১ বসন্তকুমার সিংহ, ৪২ ভূপতি
মিত্র রায়, ৪৩ নলিনাক্ষ সিংহ, ৪৪ ভবেশচন্দ্র সিংহ, ৪৫ শরচ্চন্দ্র ঘোষ,
বিভূতিভূষণ সিংহ, ৪৭ মন্মথনাথ মজুমদার, ৪৮ শক্তিশরণ সিংহ, ৪৯ শিবে
সিংহ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

৫০ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, ৫১ বীরেন্দ্রনাথ বসু, ৫২ বিনয়কৃষ্ণ মিত্র,
অনিলেন্দ্রনাথ মিত্র, ৫৪ গৌরমোহন মিত্র, ৫৫ সত্যপ্রসাদ মিত্র, ৫৬ শর
মিত্র, ৫৭ জ্যোতিশ্বর সিংহ, ৫৮ পশুপতি বসু, ৫৯ সুশীলচন্দ্র ঘোষ, ৬০ রা
বসু, ৬১ ক্ষেত্রলাল দে, ৬২ চারুচন্দ্র বসু, ৬৩ মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ৬৪ অমৃ
রায় চৌধুরী, ৬৫ প্রেমানন্দ মিত্র, ৬৬ প্রভাসচন্দ্র মিত্র, ৬৭ হরিশচন্দ্র ঘো

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত

(শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়ের সংগৃহীত।)

৬৮ বিনোদবিহারী ঘোষ, ৬৯ প্রভাতচন্দ্র বসু, ৭০ সতীশচন্দ্র গুহ, ৭১
নাথ মিত্র, ৭২ যামিনীভূষণ দত্ত, ৭৩ হরিচরণ বিশ্বাস, ৭৪ শিবনাথ মি
অন্নদাচরণ মিত্র, ৭৬ নরেন্দ্রনাথ ভদ্র, ৭৭ সতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৭৮ কেদারনা
অনুকূলচন্দ্র বসু, ৭৯ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮০ ব্রজেন্দ্রলাল দত্ত, ৮১ বিনোদ
গুহ মজুমদার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সংগৃহী

৮২ শ্রীযুক্ত হেরম্ববিহারী চন্দ্র, ৮৩ মহেন্দ্রনাথ ধর, ৮৪ সুরেশচন্দ্র স
৮৫ কুঞ্জবিহারী দে, ৮৬ বিজয়চন্দ্র ঘোষ, ৮৭ ভোলানাথ বসু, ৮৮ নেপালচ

প্রস্তাবক—মৃণালকান্ত ঘোষ।

৮৯ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় বর্ম্মা সিকদার, ৯০ নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী

৯২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ, ৯৩। শ্রীশচিপতি সুর

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪র্থ প্রস্তাব—বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও সময় নির্দ্ধারণ—এই প্রস্তাবউপলক্ষে প্রচারক শ্রীশবাবু কোচবিহার হইতে বার্ষিক সভা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের নামে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হইল এবং বহু আলোচনার পর স্থির হইল কোচবিহারের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস ঘোষ (কায়স্থ শাখা সভার সহঃ-সভাপতি) মহাশয়কে এ বিষয়ে পত্র লেখা হউক এবং তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিলে ঐ স্থানে বার্ষিক অধিবেশন করিতে পারি জানান হউক। সেখান হইতে সন্তোষজনক উত্তর পাইলে তথায় বার্ষিক সভা আহ্বান করিবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পণ করা হইল। ঢাকায় ও মেদিনীপুরে এই বৎসর বার্ষিক সভা হইতে পারে কিনা জানিবার জন্য সম্পাদক কিরণ বাবু স্থানীয় বিশিষ্ট লোকের সহিত পত্র ব্যবহার করুন, ইহাও স্থির হইল।

বিবিধ—(ক) সভার বাড়ী—সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইল। সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত অর্থ কে কত পরিমাণ দিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলে সরল বাবু মোটামোটী তাঁহাদের নাম ও টাকার পরিমাণ জানাইলে কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর বলিলেন—বেলেঘাটার বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহারও প্রতিশ্রুত ৫০০০৲ টাকা আছে। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন তাঁহার বহরমপুর বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিশ্রুত ৫০০০৲ টাকা আছে। উহা সভার কোন ভাণ্ডারের জন্য তিনি দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, যে ভাণ্ডারেই থাকুক এখন কত টাকা প্রতিশ্রুতি আছে তাহাই দেখা যাইতেছে। জগবন্ধু বাবু প্রস্তাব করিলেন, সভার বাড়ীর জন্য যাঁহারা টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেই টাকা তাঁহাদের নিকট হইতে কত শীঘ্র পাওয়া যাইবে তাহা পত্র দ্বারা জানা হউক। সম্পাদক মহাশয়ের উপর পত্র লিখিবার ভার অর্পিত হইল।

(খ) সম্পাদক কিরণ বাবু জানাইলেন, সভার স্বেচ্ছা প্রচারক শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র অগ্নিহোত্রী ও দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান এবং বীরভূমের মিত্রভূম সমাজের নানা স্থানে যথেষ্ট সফলতার সহিত কায়স্থসভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত স্থানে বহু সভা সমিতি হইয়াছে, কয়েকটী শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সভ্য সংগ্রহ এবং উপনয়নের বিস্তার হইয়াছে। এ কারণ আমি প্রস্তাব করিতেছি যে প্রচারক মহাশয়গণকে সভা হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। সভাপতি মহাশয় বলিলেন—সরল বাবু কায়স্থ সভার জন্য Miracle করিতেছেন। সভাপতি মহাশয়ের এই উক্তিতে যতীন্দ্র বাবু, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, বিনোদ বাবু, কৃপানাথ বাবু,

গণপতি বাবু প্রভৃতি সকলেই সমর্থন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে কিরণ বাবুর ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(গ) সরল বাবু জানাইলেন, মহাত্তার জমিদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র বি, এ, মহাশয়দ্বয় স্বয়ং উপবীতী হইয়া ও গ্রামস্থ স্বজাতীয় অনেককে উপবীত গ্রহণ কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লেখা হউক এবং তাঁহার প্রচার কালে যে সমস্ত সভ্যগণের প্রবেশিকা রেহাই দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রবেশিকা রেহাই মঞ্জুর করা হউক। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

(ঘ) অর্থসাহায্য প্রার্থনা—এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পর স্থির হইল চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণ আগামী অধিবেশনে কিরণ বাবুকে উপস্থিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। ঐ বিবরণ দেখিয়া পরে কার্য্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে।

(ঙ) সভার ভৃত্যের মাসিক সাহায্য—পূর্ব্বে ।৷৹ আনা স্থলে ১৲ টাকা মঞ্জুর করা হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (স্বাক্ষর) শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদক। সভাপতি।

বিংশ বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৭ম অধিবেশন।

১২ই চৈত্র—১৩২৮ (২৬শে মার্চ্চ—১৯২২) রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়, স্থান—৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর (সভাপতি)।	শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, এম-আর, এ-এস,
„ কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর,	„ রসিকলাল দেব বর্ম্মা,
„ রায় বিনোদবিহারী বসু বি-এ,	„ রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা
„ জগবন্ধু ঘোষ, বর্ম্মা	„ কেদারনাথ দেব বর্ম্মা,
„ সতীশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা বার-এট-ল,	„ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম-এ,
„ অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা এম-এ,	„ নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী
„ বিধুভূষণ সরকার,	„ কিরণ চন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

১ম প্রস্তাব—অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—কুচবিহার শাখাসভার আমন্ত্রণপত্র ও বার্ষিক সভার দিন জ্ঞাপন—কুচবিহারের পত্র পঠিত হইল ও বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে তথায় ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ বার্ষিক সভার দিন নির্দ্ধারণ যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত পত্রব্যবহার করা হউক।

৩য় প্রস্তাব—বার্ষিক কার্য্য বিবরণীর খসড়া প্রস্তুত করিবার ভার সম্পাদক কিরণ বাবুর উপর অর্পিত হউক ও কার্য্যালয় হইতে তাঁহাকে সকল বিবরণ দেওয়া হউক।

বিবিধ—(ক) বার্ষিক সম্মিলনের জন্য ২০০৲ টাকা ব্যয় মুঞ্জুর হইল। স্থির হইল ঐ টাকা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ও অন্যান্য সভ্য মহোদয়গণের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করা হউক। এই ভাণ্ডারে সভাপতি মহাশয় ৫০৲, শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ৫০৲ ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় ২৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(খ) মোকদ্দমার ব্যয়—সভার মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, সভার সভ্যগণের নিকট হইতে ঐ টাকা চাঁদা করিয়া সংগৃহীত করা হউক।

(গ) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় (জমিদার মানিকদহ) মহাশয়ের পত্র পঠিত হইয়া স্থির হইল—বিজয় বাবুকে লেখা হউক যে, তাঁহার মোকদ্দমা সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধীয় পরামর্শাদি তিনি কলিকাতায় আসিলে সভাপতি মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (স্বাক্ষর) শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদক সভাপতি

ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলে, বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, এই স
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির একটী স্থায়ী "শাখা সমিতি
মাত্র। পূর্ব্বে সময়ে সময়ে কোন বিশেষ কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদ
করিবার জন্য সাময়িক ভাবে এক একটী শাখা সমিতি গঠিত হইত, এক্ষণে কার্য্য
নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী, এই স্থায়ী সঙ্ঘের সাহায্যে সর্ব্ব প্রকার শাখা
সমিতির কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি
সম্পূর্ণ অধীনে এই সঙ্ঘ কার্য্য করিবেন। সকল কার্য্যানুষ্ঠান বিষয়ে সমিতির
মত লইবেন ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলাফল সমিতিকে বিজ্ঞাপিত করিবেন।
অন্যূন ৪ জন সভ্য উপস্থিত হইলেই সঙ্ঘের কার্য্য চলিতে পারিবে। ...
বিহারের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মনোনীত নিম্ন লিখিত কয়েক জনকে
লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সঙ্ঘ ইচ্ছা করিলে আরও ...
সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

কর্ম্মসম্পাদন—সঙ্ঘ।

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, (সভাপতি)

কলিকাতা	মফঃস্বল
শ্রীযুক্ত রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র সিংহ বাহাদুর,	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র ঘোষ, (উত্তরবঙ্গ)
" কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুর,	" বিজয় কালী রায় চৌধুরী,
" রায় বিনোদ বিহারী বসু,	(দক্ষিণবঙ্গ)
" রায় যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর,	" রাই চরণ রায় বর্ম্মা,
" নরেন্দ্র নাথ সিংহ,	" মনোরঞ্জন ঘোষ চৌধুরী ব
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন,	(পূর্ব্ববঙ্গ)
" সরল চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী,	" যতীন্দ্র নাথ মিত্র বর্ম্মা,
" গিরিশ চন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার,	(পশ্চিমবঙ্গ)
" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক),	

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ ব
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অমৃত লাল মিত্রবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার, শ্রী
দয়াল চন্দ্র বসু, ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়গণকে এই সঙ্ঘের সভ্য
মনোনীত করা হউক।

সঙ্ঘের কার্য্য-ধারা।

১। পল্লীপ্রচার, সভ্য সংগ্রহ ও সভার অনুরাগী কর্ম্মীযুবক সম্প্রদায় গঠন।
২। কায়স্থের বর্ণানুগত সংস্কার গ্রহণের ব্যবস্থা।
৩। সামাজিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত সংস্কৃত ও সংস্কারগ্রহণেচ্ছু কায়স্থগণের রক্ষার ভার।
৪। পরিচিত কায়স্থ পরিবারগণের মধ্যে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সভার বিভিন্ন ভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা।
৫। প্রচারকগণের কার্য্য নির্ণয় ও প্রচার ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা।
৬। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে বিংশ বার্ষিক সভায় গৃহীত তত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা।
৭। সভার কার্য্যালয় ও কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করা।
৮। প্রচার-সমিতি, পত্রিকা-সমিতি প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করা।

৪র্থ প্রস্তাব—চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের War bondএর দরুণ প্রাপ্ত ৫০০৲ টাকা সম্বন্ধে ব্যবস্থা। শ্রীযুক্ত বিনোদ বাবুর প্রস্তাবে স্থির হইল যে, ঐ টাকা পুনরায় ৬৲ টাকা সুদের War bond এ invest করিয়া ধনরক্ষকের নিকট জমা রাখা হউক।

৫ম প্রস্তাব—প্রচার সম্বন্ধে। এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইলে, সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বেতন, কমিশন, ও পাথের বাবদ প্রচারের ব্যয় বাহুল্য ও উপযুক্ত প্রচারকের অভাব জানাইলেন। গণপতি বাবু বলিলেন, "গত তিন বৎসর যাবৎ প্রচারক সরল বাবু কায়স্থ সভার ও কায়স্থ জাতির যে সেবা করিতেছেন তাহা অতুলনীয়। সম্পাদক কিরণ বাবু গণপতি বাবুর উক্তির সমর্থন করিয়া বলিলেন, "সরল বাবুর কার্য্য সম্বন্ধে আমরা সকলেই জানি, তিনি সভার প্রচার কার্য্য যেভাবে করেন, তাহা অপরের সাধ্যাতীত। এ কারণ গত ... মাসের অধিবেশনে এই বিষয়ের আলোচনার মতানুযায়ী সুশৃঙ্খলে ও উপযুক্ত ভাবে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য শুধু অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে তাঁহার সাংসারিক ব্যয়ের কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য এ বৎসর হইতে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে allowance দিয়া তাঁহাকে আরও সংবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি।" শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "মাত্র ৫০৲ টাকা allowance বিনিময়ে আমরা সরল বাবুর সাহায্য পাই তাহা অপেক্ষা প্রচার কার্য্যের আর

সুন্দর ব্যবস্থা হইতেই পারে না"। কুমার মন্মথ নাথ মিত্র, রায় যোগেন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রায়সাহেব অমৃত লাল মিত্র, শ্রীযুক্ত দয়াল চন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত ঘোষ প্রভৃতি সভ্যগণ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত বিনোদ বলিলেন, "শুধু প্রচারকের ভার নয়, সময় ও সুবিধামত কার্য্যালয়-পরিচালন ভারও সরল বাবুকে দেওয়া হউক।" সরলবাবু বলিলেন, "প্রচার ভাণ্ড অর্থাভাব সেইজন্য অন্যান্য প্রচারকের বৃত্তি লোপ করিয়া যদি মাত্র আমা allowance লইতে হয়, তাহাতে আমি স্বীকৃত নহি। আপনারা ক্ষমা ক বেন; আপনারা ও সহৃদয় গণ্যমান্য কায়স্থ মহোদয়গণ ইচ্ছা করিলে প্রচা ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিয়া এক এক জন প্রচারকের সমস্ত ব্যয় ভার করিতে পারেন।" দয়াল বাবু বলিলেন,—"সভার সাধারণের অর্থ উপযুক্ত ব্যয় হয় ইহাই উদ্দেশ্য, তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইলে কি করা যাইবে আপনিতো কাহারও বৃত্তি লোপ করিতেছেন না, সভার অভিপ্রায় মত কা করিতেছেন মাত্র"। রায় যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বাহাদুর সরল বাবুর উক্তির সা করিলেন এবং বলিলেন, আমি মাসিক দশটাকা হিসাবে প্রচার কা সাহায্য করিব। শ্রীযুক্ত কেদার বাবু ও গণপতি বাবু কিছু কিছু সা করিবেন জানাইলেন। সভা যোগেন্দ্র বাবু ও কেদার বাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে অতঃপর স্থির হইল—প্রচার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত উপযুক্তভাবে সুস করিবার জন্য সভার যথার্থ হিতৈষী স্বজাতির এক নিষ্ঠ সেবক, সভার প্র প্রচারক শ্রীযুক্ত সরল বাবুকে বাটীভাড়া ও সভায় যাতায়াতের ব্যয়ের কত সাহায্য স্বরূপ মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে allowance বৈশাখ মাস হ দেওয়া হউক এবং অন্যান্য প্রচারকের মধ্যে মাত্র শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর মহাশয়কে প্রচার কার্য্যের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হ অন্যান্য প্রচারকগণ সভার উদ্দেশ্য প্রচার ও সভ্য সংগ্রহ করিলে সম্পাদক শয় সভার আর্থিক অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পাথেয় ও কমিশন দিবার ব করিবেন। ইহাও স্থির হইল যে,—সরল বাবু পূর্ব্বের ন্যায় প্রচারক হি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

বিবিধ—(ক) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের দীর্ঘ পত্রের আ রাত্রি অধিক হওয়ায় আগামী অধিবেশন জন্য স্থগিত রহিল।

(খ) রায় সাহেব অমৃত লাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে জেলার মুক্তেশ্বরী নিবাসী কায়স্থ সভার অনুরাগী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত আশুতোষ বর্ত্তী মহাশয়কে বিনামূল্যে প্রতি মাসে ১ খণ্ড কায়স্থ পত্রিকা দেওয়া স্থির

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় স হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা
সম্পাদক। সভাপতি।

কায়স্থ-পত্রিকা

আশ্বিন ১৩২৯] [২১ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা।

মহাপুরুষ মাধবদেব।

১ ভূমিকা।

"শঙ্করে ভকতি প্রকাশিলা মাত্র মাধবেসে প্রচারিল।
মাধবর প্রসাদত ব্যভিচারী অজ্ঞানী সবে বুঝিল॥"

(দৈত্যারি ঠাকুর ৩২৭ পৃঃ)

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব ভাগবতোক্ত ভক্তিধর্ম্ম প্রকাশ করেন। তৎ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া স্থানে স্থানে সত্রাদির প্রতিষ্ঠা করত মহাপুরুষ মাধবদেবই মহাপুরুষীয় সম্প্রদায় গঠন করেন। আসামের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত মহাপুরুষীয়দের যে সকল পার্থক্য ও বিশিষ্টতা আছে, তৎ সমস্তই মহাপুরুষ মাধবদেবের প্রবর্ত্তিত। মহাপুরুষ মাধবদেব শ্রীশঙ্করদেবের তিরোভাবের পরও ২৮ বৎসরকাল প্রচার কার্য্য করেন। এই সময় মধ্যে মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ের বহুল বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে গৌর-নিতাই কৃষ্ণ-বলরাম রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন, মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থেও 'শঙ্কর'-'মাধব' কৃষ্ণ বলরামের অবতার স্বরূপই কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

"যিটো ব্রহ্ম পুরুষোত্তম দৈবকীনন্দন।
শঙ্কর স্বরূপে তেন্তে ভৈলা উতপন॥" (অমূল্যরত্ন ১ পৃষ্ঠা)
"আপোনাক কোন তুমি চিনিলা এখন।
বলভদ্র আমি তুমি জানিলা এখন॥
বলভদ্র জন্ম জাতো শ্রেষ্ঠ যে আছিলা।
মাধব স্বরূপে আসি তাতে হীন কৈলা॥" (অমূল্যরত্ন ৮,৯ পৃঃ)

শঙ্করদেবের তিরোভাবের পর মহাপুরুষ মাধবদেব স্বকীয় সম্প্রদায়ে বিষ্ণুর অবতার রূপেই গৃহীত হন। দৈত্যারি ঠাকুর রচিত 'গুরুচরিত্র' পুথিতে মহাপুরুষ মাধবদেবের জীবনলীলা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই দৈত্যারি ঠাকুর মহাপুরুষ মাধবদেবের ভাগিনেয় রামচরণ ঠাকুরের পুত্র। মহাপুরুষের স্বরচিত অনেক গুলি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—(১) নামঘোষা, (২) জন্মরহস্য, (৩) রাজসূয়, (৪) ভক্তি-প্রদীপ, (৫) নামমালিকা, (৬) ভক্তি-রত্নাবলী ও বহুসংখ্যক বড় গীত। এতদ্ভিন্ন বাল্মীকির রামায়ণের কিয়দংশের অসমীয়া ভাঙ্গনিও ইঁহার রচিত। বলা বাহুল্য যে শ্রীশঙ্করদেবের ভিন্ন ভিন্ন চরিত গ্রন্থেও মাধবদেবের চরিত্র সবিস্তর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রধানতঃ দৈত্যারি ঠাকুর-রচিত চরিত্র পুথি অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও এই চরিত গ্রন্থের পরিপুষ্টির জন্য অন্যান্য গ্রন্থও উপেক্ষিত হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত স্থান ও ব্যক্তিদের যে সকল নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা পাদটীকায় সংযোজিত হইল। বড়পেটা-নিবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় মল্লনারায়ণ দাস ভাক্তনিধি মহাশয় স্বয়ং সত্রে সত্রে ভ্রমণ করিয়া লেখককে ঐ গুলি প্রদর্শন করিয়া আপ্যায়িত করেন। তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অধুনা কোনও কোনও বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইতে পারে।

২ বাল্যকাল ও শিক্ষা।

মহাপুরুষ মাধবদেবের পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙুকা নিবাসী (১) ছিলেন। মাধবদেবের পিতা গোবিন্দগিরি বাঙুকা হইতে টেম্বুয়ানিবন্ধে (২) আগমন করেন। তাঁহার জ্ঞাতি রায় রায়, কেতাই খাঁ প্রভৃতি তখন এই অঞ্চলে 'ভুঞা' ছিলেন। ইহাদের সহায়তায় গোবিন্দ এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজা

(১) বাঙুকা কোথায় নিশ্চয় করা সুকঠিন। 'ভারতী' ৩২ খণ্ড নবম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন "মাধবের ভাগিনেয় রামচরণের বংশধর বামুনার বর্ত্তমান অধিকারী বংশীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি অবগত হইয়াছি যে এই বাঙুকা বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোনও গ্রাম। সম্প্রতি কীর্ত্তিনাশা পদ্মা ইহাকে গ্রাস করিয়াছে।" শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজ বড়ুয়া মহাশয় তৎপ্রকাশিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন "বাঙুকা ধরলানৈর (যাক আজিকালি ধলা বোলে) তীরত আছিল।"

(২) আধুনিক নগাঁও জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী। এই স্থানে মহাপুরুষীয়দিগের বরদোয়া সত্র প্রসিদ্ধ।

পালন করিতে থাকেন। ইনি বিপত্নীক ছিলেন, টেম্বুয়ানিবন্ধে দারান্তর গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরম সুখে বাস করেন।

ক্রমে গোবিন্দগিরির ঘোর দুঃখের কাল উপস্থিত হইল। আহমদিগের দৌরাত্ম্যে টেম্বুয়ানিবন্ধের লোকেরা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। গোবিন্দও পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। তখন তাঁহার পত্নী পাঁচ মাসের গর্ভবতী। তাঁহাকে ও কিছু ধন দোলায় তুলিয়া গোবিন্দগিরি নগর ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইলেন।

বিপদ একাকী আসে না। আট জন বাহক গোবিন্দ ও তাঁহার পত্নীর দোলা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা রাত্রিতে দোলায় নিদ্রিত গোবিন্দ ও তাঁহার পত্নীকে বনের ভিতর ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া গেল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোবিন্দ দেখিলেন যে বাহকেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে।

পথের সম্বল অর্থাদি যাহা কিছু ছিল সমস্তই গিয়াছে। গর্ভবতী ভার্য্যাকে লইয়া পথ চলাও কঠিন। অথচ বনভূমি হইতে বাহির হইয়া লোকালয়ে যাইতে না পারিলে অনাহারে মৃত্যু নিশ্চয়। গোবিন্দগিরি মহাবিপদে পড়িলেন।

অনাহার, দুশ্চিন্তা ও নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে আর একটী রাত্রি অতিবাহিত হইল। পর দিবস অধিক বেলা হইলে পর গোবিন্দ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সন্নিহিত নদীতে স্নান করিতে গেলেন। স্নান ও তর্পণাদি করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন এক খানি নৌকা আসিতেছে, নৌকারোহীরা শত্রু কি মিত্র বুঝিতে না পারিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নৌকা সন্নিহিত হইলে অরোহীরা দেখিল এক সুদর্শন পুরুষ একাকী তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে বিপন্ন অনুমান করিয়া নৌকা-রোহীরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। গোবিন্দ নিজের বিপদ্‌বার্ত্তা জানাইলে এক ব্যক্তি অগ্রগামী হইয়া সাদরে তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইতে সম্মতি জানাইল। গোবিন্দগিরি বলিলেন তাঁহার সঙ্গে আরও কিছু আছে, তাহা ফেলিয়া তিনি একাকী যাইতে পারেন না।

তখন "সিতো বোলে ভার্য্যা তোর মাতৃ সম মোর
ধন যদি স্বর্ণ ব্রাহ্মণর"। দৈত্যারি ১৫ পৃঃ

এই বাক্যে নৌকারোহীর মন শুদ্ধ জানিয়া গোবিন্দ বনের ভিতর হইতে পত্নীকে লইয়া আসিলেন। নৌকারোহী হরশিঙ্গা বড়া নিজের আসন হইতে উঠিয়া বিপন্ন দম্পতীর সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং অতি সমাদরে ইহাঁদিগকে নৌকায় তুলিয়া

লইয়া চলিলেন। সন্ধ্যার সময় নৌকা তীরে লাগাইয়া সর্ব্বাগ্রে দম্পতীর আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন। পশ্চাৎ সঙ্গীয় লোক সহ নিজে আহার করিলেন। এইরূপে কয়েক দিন চলিয়া হরশিঙ্গা নিজের গৃহে পৌছিলেন।

হরিশিঙ্গা বড়া গোবিন্দ পত্নীকে নিজকন্যার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং গোবিন্দগিরিকে জামাতা সম্বোধন করিলেন। ইহাঁর কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল। তাঁহার অনুরোধে গোবিন্দগিরি ঐ গুলির তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন।

কাল পূর্ণ হইলে পর গোবিন্দ পত্নী হরশিঙ্গা বড়ার গৃহে (৩) পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্রের মাধব ও রত্নাকর এই দুই নামকরণ হয়। তন্মধ্যে প্রথম নামটিই প্রচলিত ও অন্যটী লুপ্ত হইয়া যায়। ১৪১১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথিতে মাধব ভূমিষ্ঠ হন। (৪)

মাধবের জন্মের পর কিছুকাল গত হইলে পর কোনও বিবাদে লিপ্ত হইয়া হরশিঙ্গা বড়া গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। গোবিন্দগিরি ও অন্যান্য লোকেরা এই ঘটনায় বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। গোলযোগ অল্পেই মিটিয়া গেল এবং হরশিঙ্গা বড়া পুনরায় স্বীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু গোবিন্দ গিরি আর তথায় থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না। হরিশিঙ্গা বড়ার সম্মতি লইয়া লেটু-পুখুরীর তীরে এক গৃহস্থের একখণ্ড জমিতে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধন সম্পত্তি বিশেষ ছিল না। সুতরাং কষ্টে সৃষ্টে দিন পাত হইতে লাগিল।

ক্রমে মাধব একটু বড় সড় হইলেন। বন হইতে জ্বালানি কাঠ আনা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গোবিন্দ গিরি অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়েন। দিবারাত্রি তাঁহাকে আগুনের সেক দিতে হইত, সুতরাং বালক মাধবকে প্রায় সমস্ত দিনই জ্বালানি কাঠ কুড়াইতে হইত।

গোবিন্দ গিরির যে সামান্য অর্থ সম্বল ছিল পীড়ার সময়ে তাহার সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গেল। নানা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় রহিল না। ইষ্ট কুটুম্বও ছিল না

(৩) শ্রীযুত অমৃতভূষণ অধিকারী তৎসম্পাদিত "নামঘোষা" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "নগাঁও জিলার অন্তর্গত বালিজা গ্রামে লেটুপুকুরির পারত মাধবদেবর জন্ম হয়।"

(৪) "চৌদ্দশ আঠার অব্দে জ্যৈষ্ঠ মাস নিশি। কৃষ্ণপক্ষ রবিবার প্রতিপদ শশী॥
সি সময়ে মাধবদেব প্রকাশ ভৈলন্ত। সকলো প্রসন্ন হৈল সিদ্ধ মুনি সন্ত॥"

যাহার উপর এই দুঃসময়ে নির্ভর করিতে পারেন। অভাবের তাড়নায় এক পুরাতন বন্ধুর কথা মনে পড়িল। গোবিন্দ মাধবদেবকে সঙ্গে লইয়া কিছু সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সমস্ত দিন হাঁটিয়া সায়ংকালে বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া বন্ধু মুখ ভার করিলেন, ঢেঁকিশালে বসিবার স্থান দিলেন এবং অধিক রাত্রিতে রন্ধনের জন্য একটী হাঁড়ি ও কিছু চাউল দিলেন; অসন্তোষের সহিত যৎসামান্য ভোজন করিয়া পিতাপুত্রে কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে বন্ধুগৃহ ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ মুখে বাড়ী অভিমুখে চলিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বৃদ্ধ গোবিন্দ গিরি আর পথ চলিতে পারেন না। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য পিতাপুত্রে এক নদীতীরে বসিলেন। পিতাকে নদীজলে স্নান করিতে কহিয়া মাধব কিছু আহার্য্য বস্তুর সন্ধানে সন্নিহিত গ্রামের দিকে চলিলেন এবং অনতিবিলম্বে একটা লাউ (৫) সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। সঙ্গে দা বা ছুরি ছিল না। মাধব বাঁশের একটি কাটারি ও এক খানি কলা পাত কাটিয়া লইয়া আসিলেন। গোবিন্দ গিরি স্নানান্তে তীরে উঠিলে মাধব তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া সুস্থ হইতে কহিলেন। গোবিন্দ কহিলেন, "আমার দাঁত নাই আমি ত লাউ চিবাইয়া খাইতে পারিব না।" মাধব ইতি পূর্ব্বেই লাউর ভিতরের কোমল অংশ বাঁশের কাটারি দিয়া চাঁচিয়া কলা পাতে রাখিয়াছিলেন। উহা দেখাইলে বৃদ্ধ গোবিন্দ গিরি বালক মাধবের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"হাসি বুঢ়া আতা বোলে মাধবক চাই।
মোতো করি বুদ্ধি তোর অধিক বোপাই॥" (দৈত্যারি ৫১ পৃঃ)

স্নান ও জল পান করিয়া পিতাপুত্রে আবার পথ চলিতে লাগিলেন। এদিকে মাধবজননী বন্ধুগৃহ হইতে নানা দ্রব্যসম্ভার আসিবে মনে করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পিতাপুত্রকে রিক্ত হস্তে বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি সমস্তই বুঝিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

"সম্পদর বেলা কুটুম্বর সীমা নাই।
আপদর বেলা চিনো বোলন্তারো নাই॥"

অতি কষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল। একে ত সাংসারিক অসচ্ছলতা-

(৫) তরমুজ জাতীয় ফলবিশেষ।

জনিত নানা ক্লেশ; তদুপরি এমন একটা ঘটনা ঘটিল যে ইহাদের ঐ স্থানটি পর্য্যন্ত ত্যাগ করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। ঘটনাটি এই—হরশিঙ্গা বড়ার ক্ষেতের আগাছা বাছিবার জন্য সমস্ত লোকের তলব হইয়াছে কেহ কেহ বলিল, বুঢ়া আতা অর্থাৎ গোবিন্দ গিরিকেও ডাকা হউক। হরশিঙ্গা বড়া বলিলেন, "বুঢ়া আতা সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁহাকে ডাকা উচিত নহে।" লোকে হরশিঙ্গা বড়ার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিল, 'বুড়া আতা না আসেন ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র মাধব ত আসিতে পারে।' তখন মাধবের ডাক পড়িল। মাধব ক্ষেতে উপস্থিত হইলেন এবং আগাছার সহিত সমস্ত ধানও কাটিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

"বড়ার ভাতিজে দেখি বোলে কি করিলা।
ধানে ধনে সবে দেখো চাপিয়া কাটিলা॥
মাধবে বোলন্ত মই ন জানো নিরাইবে।
সিতো বোলে বাপু তুমি ঘর যায়ো তেবে॥"

সমস্ত শুনিয়া গোবিন্দগিরি স্থান ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কোথা যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে এক জ্ঞাতি ভ্রাতার কথা গোবিন্দ গিরির মনে পড়িল। তিনি পত্নী ও পুত্র সমভিব্যহারে তাঁহারই গৃহোদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। প্রথম রাত্রি এক গৃহস্থের গৃহে যাপন করিয়া পরদিন ৪।৬ দণ্ড বেলা থাকিতে ভ্রাতার গৃহে উপনীত হইলেন। সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়ের গৃহে স্থানপ্রার্থী দরিদ্র কুটুম্বের যেরূপ আদর যত্ন হয়, এখানেও তাহাই হইল। গোবিন্দ গিরিকে বসিবার জন্য প্রাঙ্গণে একখানি পিড়া দেওয়া হইল। অল্প ক্ষণ পরে এক ঘটি জল দেওয়া হইল। হাত পা ধুইয়া গোবিন্দ পিড়াতে বসিলে মাধব-জননীকে ঢেঁকিশালায় নিয়া বসিতে দেওয়া হইল। রাঁধিবার কাঠ চিরিতে মাধবকে এক খানি কুঠার দেওয়া হইল। মাধব কাঠ চিরিতে লাগিলেন। এক খানি কাঠ চিরা মাত্র উহারা ঘরের ভিতরে লইয়া যাইতে লাগিল। রাত্রি পর্য্যন্ত মাধব কাঠ চিরিলেন। পিতা ও পুত্র অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রাঙ্গণেই বসিয়া রহিলেন। অবশেষে রাঁধিবার জন্য একটি হাঁড়ি ও কিছু চাউল পাওয়া গেল। মাধব ঢেঁকিশালায় ভাতে ভাত রান্না করিলেন। গোবিন্দ গিরি অগ্রে পিছে আহার করিলেন। যে অন্ন অবশিষ্ট রহিল তাহাতে এক জনেরও কুলায় না। মাধব জননীকে কহিলেন, "মা' তুমি এই চারিটি ভাত মুখে দেও।" মা বলিলেন "বাছা আমার ক্ষুধা নাই, এই কটা ভাত তুই খা।" পরিশেষে তাহা

গায়ে পোয়ে ভাগ করিয়া খাইলেন। মাধব বলিলেন, "বাবা! তোমার এই কুটুম্বের বাড়ীতে ত আদর যত্ন যথেষ্ট হইল। এখন যদি অন্য কুটুম্ব থাকে তবে চল তাহার সন্ধানে যাই।

পর দিবস গোবিন্দগিরি পত্নী ও পুত্র সহ আবার পথে দাঁড়াইলেন। টেঙ্গুরানিবন্ধ হইতে পলায়নের সময় হরশিঙ্গা বড়া গোবিন্দ ও তাঁহার পত্নীকে স্বীয় নৌকায় তুলিয়া আনেন। ঐ নৌকায় ঘাঘরি মাঝি তাঁহাদের অতিশয় শুশ্রূষা করিয়াছিল। অগত্যা গোবিন্দ তাহারই বাড়ীর দিকে চলিলেন। ইঁহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া কষ্টে পথ চলিতেছিলেন। স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া ক্রমে ঘাঘরি মাঝির বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। দীঘলপুরীয়াগিরি (৬) সপরিবারে তথায় উপস্থিত, এই সংবাদ পাইয়া ঘাঘরি মাঝি সসব্যস্তে আসিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া ইহাঁদিগকে বাটীর ভিতরে লইয়া গেল। বসিবার জন্য বড় পিড়া আনিয়া দিল। ডাবর দিয়া জল আনিয়া পা ধোয়াইয়া দিল। ঘাঘরি মাঝির গৃহিণী অগ্রগামিনী হইয়া মাধবজননীকে অভ্যন্তরে লইয়া গেল। তিন জনেরই শরীরে তেল মাখাইয়া দিয়া স্নান করাইল। স্নানের জন্য লোটা ও জলপানের জন্য ভোগ ঝারি আনিয়া দিল। জলযোগের জন্য চিড়া কলা দধি দুগ্ধ দিল। ভোজনের শেষে মুখশুদ্ধি দিল। ইহাঁদিগকে মলিন বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া উত্তম উত্তম বস্ত্র আনিয়া পরাইয়া দিল।

"ঘাঘরি মাঝির অতিশয় রঙ্গমন।
মৎস্য মাংসে দুয়ো বেলা করাও ভোজন॥
দধি দুধ গুয়া পান দেও অভ্যুদয়।
* * * *
আজ্ঞাখানি তাকো তারা করিবে নেদন্ত।
আপুনিয়ে তারা সবে করিয়া যোগান্ত॥
ঠাঁই খানি তাকো তারা আপুনি আতান্ত।
দেবতো অধিক করি শুশ্রূষা করন্ত॥
মহাসুখে কত দিন আছা তান ঠাঁই।
বোলন্ত ইহাঁর সম উপকারী নাই॥" (দৈত্যারি ৩৮ পৃঃ)

(৬) দীঘলপুরীয়া গোবিন্দগিরির নামান্তর। এতদ্ভিন্ন তিনি 'কাণলমা' বা 'লামকাণা' নামেও অভিহিত হইতেন। "কাণ লম্বা দেখি আসামে দিলেক তান কাণলমা নাম।"

গোবিন্দ গিরি ঘাঘরি মাঝির গৃহে বহুদিন পরম সমাদরে বাস করেন। ঐ স্থানে ইহাঁর এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মে। আনন্দ উৎসবের মধ্যে কন্যা জন্ম হইলে পর ইহার উর্ব্বশী এই নামকরণ হয়।

ঘাঘরি মাঝির সাত খানি হাল ও অনেক জমির চাষ আবাদ ছিল। চাষে জমি কর্ষিত হইলে পর একদা ঘাঘরি মাঝি মাধবকে ডাকিয়া কহিল "বাপু হে, তোমার যতটুকু ইচ্ছা জমি চিহ্নিত করিয়া লইয়া বীজ বপন কর। তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। শস্য পাকিলে কাটিয়া আনিলেই হইল। ধান, মাষকলাই, ধান, তিল আদি সমস্ত শস্যেরই জমি আছে। বীজ আমি দিতেছি। এইরূপ করিলে তোমার কিছু বিত্ত সঞ্চয় হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া মাধব মাঝির প্রদত্ত আধদোন মাষকলাই লইয়া ক্ষেতে গেলেন এবং একখানা জমিতেই সমস্ত বীজ ছড়াইয়া দিয়া আসিলেন। বীজ এত ঘন হইয়া পড়িয়াছিল যে গজাইলে দেখা গেল ঐ জমিতে সরিষাটী পড়িবারও স্থান নাই। মাধবের বুদ্ধি দেখিয়া লোকে হাসিতে লাগিল। মাধব তখন এক পাল গরু নিয়া ঐ মাষকলাইর জমিতে তুলিয়া দিলেন। গরুর পদতলে মর্দ্দিত হইয়া সমস্ত জমিটা পঙ্কিল হইয়া পড়িল। ইহার এই ফল হইল যে খুব তেজের সহিত ঐ জমিতে মাস কলাইর গাছ গজাইয়া উঠিল এবং ফলন এত ভাল হইল যে গাছগুলি মাড়াইয়া মাধব কয়েক পুরা মাষকলাই পাইলেন। দেখিয়া সমস্ত লোক বিস্মিত হইল। ঘাঘরি মাঝি ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অন্যান্য শস্য বপন করিতে মাধবকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

এইরূপে ঘাঘরি মাঝির গৃহে কতিপয় বৎসর গত হইলে পর গোবিন্দগিরি দেখিলেন, কন্যাটি বয়ঃস্থা হইয়া উঠিল, এখানে কোনও সজাতি নাই, সুতরাং পুনরায় টেম্বুয়ানিবন্ধে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ ভাবিয়া তিনি ঘাঘরি মাঝিকে স্বীয় মনোভাব জানাইলেন। মাঝি লোকজন দিয়া তাঁহার টেম্বুয়ানিবন্ধে যাওয়ার আয়োজন করিয়া দিল। এক বৎসরের উপযোগী কাপড় ও কয়েক মাসের উপযুক্ত তণ্ডুলাদি খাদ্য সামগ্রী দিল। এই পরম উপকারী মিত্রকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় গোবিন্দগিরি কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

টেম্বুয়ানিবন্ধে পৌঁছিয়া গোবিন্দগিরি কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। হোক্করা-কুঞ্জিয়া (হকড়াকুচির) গিরির পুত্র শুদ্ধ কুলোদ্ভব গয়াপাণিকে তিনি কন্যাদান করিলেন। অতঃপর তথায় কিছুকাল পরম সুখে বাস করিয়া পূর্ব্ব বাসস্থান

বাণ্ডুকায় যাওয়ার আয়োজন করিলেন। পুত্রীকে জামাতা গয়াপাণির গৃহে রাখিয়া যথাসময় তিনি পুত্র মাধবকে লইয়া বাণ্ডুকায় উপস্থিত হইলেন।

টেম্বুয়ানিবন্ধ হইতে গোবিন্দগিরির পলায়নের পর প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের ঘটনাবলী মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। মহাপুরুষ মাধবদেবের বাল্য কালের এই সকল বৃত্তান্ত তৎপথাবলম্বী লেখকেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার সহিত সোৎসাহে তুলনা করিয়া থাকেন—

"যেন দৈবকীর গর্ভে থাকি দামোদর।
সূতিকাগৃহত বন্দি আছে নিরন্তর ॥
নন্দর গৃহক লাগি উপজি পলাইলা।
মাধব স্বরূপে সেই লীলাকো দেখাইলা ॥"[১]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে নন্দগোপগৃহে পালিত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ মাধবদেবও, টেম্বুয়ানিবন্ধের ভূঞার ঔরসজাত হইয়াও হরশিঙ্গা বড়া ও ঘাঘরি মাঝির গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই লোকশিক্ষার জন্য। বিষয়ী লোকের দুঃখের অন্ত নাই। মহাপুরুষ মাধবদেবের নানা দুঃখময় বাল্যকাহিনীতে এই তত্ত্বটীই প্রকাশিত হইয়াছে।

৩. শঙ্কর-সম্মেলন ও দীক্ষা।

গোবিন্দগিরি মাধবকে লইয়া বাণ্ডুকাস্থ পূর্ব্বভবনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র এই বাটীতে বাস করিতেন। দীর্ঘকাল পরে পিতাকে গৃহাগত দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। গোবিন্দগিরি মাধবের পরিচয় দিলে পর উভয় ভ্রাতায় কোলাকোলি করিলেন। গৃহে আনন্দের রোল উঠিল। সুযোগের অভাবে মাধবের শিক্ষাদি বিশেষ কিছুই হয় নাই। এখন গোবিন্দ গিরি মাধবের শিক্ষার যথোচিত বন্দোবস্ত করিলেন—

"কতো দিন মানে আছি সেই থানে
বুঢ়া আতা আনন্দত।
মাধবদেবক পঢ়াইলা সমস্ত
কায়স্থিকা বৃত্তি যত ॥
আনো শাস্ত্র যত পঢ়াইলা সমস্ত
গদ্য পদ্য সংস্কৃত।
ন্যায় তর্ক নীতি শিখাইলা সম্প্রতি
আনো যত কর্ম্ম নিত্য ॥"

কালক্রমে গোবিন্দগিরি বাণ্ডুকাতে দেহত্যাগ করিলেন। উভয় ভ্রা
মুখাগ্নি করিয়া যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। শ্রাদ্ধকালে
অধিক ব্রাহ্মণের সমাগম হইল যে দক্ষিণার অর্থের অনাটন ঘটিল। এই সময়ে
বিনয় বচনে ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়া কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিলে
পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে সামাজিক ব্যাপার সম্পাদনেও সুদক্ষ
উঠিয়াছিলেন, এই ঘটনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতার দেহত্যাগের পর জননীকে সেই সংবাদ দিবার জন্য মাধব
ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর অনুমতি লইয়া টেঙ্গুয়ানিবন্ধে যাত্রার আয়োজন করিলে
একখানি নৌকায় গুয়া বোঝাই দিয়া লইয়া চলিলেন। যথা সময়ে গু
পৌঁছিয়া মাতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন। মাতা, ভগিনী ও ভগিনীপতির সম
মাধব উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এই আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে গোবিন্দগি
তিরোভাববার্ত্তায় সকলেই দুঃখিত হইলেন। মাধবজননী শঙ্খ সিন্দুর
করিয়া নিরামিষ ও বৈধব্যাচার গ্রহণ করিলেন।

বাণ্ডুকা হইতে আনীত গুয়ার ব্যাপার করিয়া মাধব কিছু টাকাকড়ি সং
করিলেন। তিনি এখন আর বালক নহেন। নবযৌবন সমাগমে অতি
দর্শন হইয়াছেন। যুবক মাধব নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কায়স্থকুলোচিত সদাচা
সম্পন্ন ও উপার্জ্জনপটু। বিবাহ করিয়া তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ
সকলেই এইরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একটী কন্যা মনোনী
করিয়া বিবাহের আলাপও স্থির করিয়া রাখা হইল। কিন্তু দীক্ষার পর
আর বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই।

ইতিমধ্যে আহমদিগের উপদ্রবে টেঙ্গুয়ানিবন্ধে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তথাকা
লোকেরা ধুঞাহাটা বা বেলগুড়ি (৭) অঞ্চলে উঠিয়া যাইতে লাগিলেন
গয়াপাণি এবং মাধবও তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। ধুঞাহাটা হই
মাধব পুনরায় বাণ্ডুকাতে চলিয়া যান। তথায় কিছুকাল থাকার পর পৈত্রি
সম্পত্তির বিভাগ লইয়া ভ্রাতার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। মাধব পি
সম্পত্তির যে অংশ পাইলেন তাহা সংরক্ষণ করিতে হইলে নানা অধর্ম্মাচা
করিতে হয় দেখিয়া ভ্রাতার সহিত আপোষ করিয়া ফেলিলেন। অধিক
নিজের অংশেরও কিছু ভ্রাতাকে দিলেন। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ ইহাতে পর

(৭) এইস্থান টেঙ্গুয়ানিবন্ধের উত্তরে।

পরিতুষ্ট হইলেন। ভ্রাতৃজায়াকে মাধব জননীর ন্যায় মান্য করিতেন এবং তিনিও তৎপ্রতি অতিশয় স্নেহশীলা ছিলেন। একবার মাধব ব্যাপার করিতে গিয়া পথে পীড়িত হওয়ায় সঙ্গীরা তাঁহাকে নৌকা হইতে নদীর চড়াতে নামাইয়া রাখিয়া যায়। লোকমুখে সেই সংবাদ পাইয়া মাধবের ভ্রাতৃবধূ তৎক্ষণাৎ দুইজন লোক পাঠাইয়া মাধবকে গৃহে আনিয়া আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। তখন মাধবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গৃহে ছিলেন না।

কিছুকাল বাণ্ডুকাতে বাস করিয়া মাধব পুনরায় মাতৃদর্শনের ইচ্ছায় ধুঞা-হাটায় যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। এবার একখানি নৌকা ক্রয় করিয়া গুয়া বোঝাই দিয়া লইয়া চলিলেন। পথে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার জননী অতিশয় পীড়িতা। এমন কি তাঁহার জীবনসংশয়। এই সংবাদ পাইয়া মাধব অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং মাতার আরোগ্যকামনায় 'জোড়া পাঁঠা বলি' মানস করিলেন। পথে কালবিলম্ব না করিয়া গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন জননী নিরাময় হইয়াছেন। গৃহে তিন দিন থাকিয়া মাধব গুয়ার ব্যাপার করিতে বাহির হইলেন। যাওয়ার সময় ভগিনীপতি গয়াপাণিকে দুইটী পাঁঠা কিনিয়া আনিতে কহিয়া গেলেন।

মাধবের অনুপস্থিতিকালে গয়াপাণির জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইনি অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের সহিত শ্রীক্ষেত্রে যান। জগন্নাথ দর্শনের পর অন্যান্য তীর্থদর্শনের উদ্যোগ হইল; কিন্তু গয়াপাণি আর তীর্থ-ভ্রমণ না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে প্রত্যাদিষ্ট হন। গয়াপাণি প্রথমে জগন্নাথের এই আদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আদেশ পালন করিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া ইনি কায়স্থ-কুল-পাবন ভগবান্ শ্রীশঙ্কর-দেবের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার গৃহে উদার অচ্যুতকথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। কৃষ্ণকথালাপের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্লোকটি পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়—.

"তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বানি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥"

অর্থাৎ :—

"কৃষ্ণর উদার কথার প্রসঙ্গ যথাত হোয়ে নিশ্চয়।
গঙ্গা গোদাবরী আদি যত তীর্থ নিবাস তথা করয়॥"

এই শ্লোকার্থ হৃদ্‌গত হইলে পর গয়াপাণির মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এই স্থানে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ হইতেছে—এই স্থানেই তাঁহার সর্ব্বতীর্থ

ভ্রমণের ফললাভ হইবে। ইহাই জগন্নাথের প্রত্যাদেশ। এই কথা
করিয়া গয়াপাণি, শঙ্করদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক
দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষার পর ইঁহার 'রামদাস' এই নামকরণ হইল।
কালে ইনিই ভক্তসমাজে রামদাস আটৈত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মাধব ব্যাপার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াই গয়াপাণিকে জিজ্ঞাসা
"পাঁঠা কই?" গয়াপাণি মৃদু হাসিয়া কহিলেন "তোমার পূজার ত
বিলম্ব আছে।" এদিকে মাধব ভাবিতেছেন দেবীকে জোড়া পাঁঠা
করিয়াছি, এখন—মানসিক পাঁঠা বলিদান করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তিনি
প্রত্যহই পাঁঠার জন্য তাগিদ করেন, আর এটা ওটা বলিয়া গয়াপাণি
ভুলাইয়া রাখেন। গয়াপাণি যে 'রামদাস' হইয়াছেন মাধব তাহা
না। ক্রমে পূজার সময় সন্নিহিত হইল, আর বিলম্ব করা চলে না।
রামদাস কহিলেন "পাঁঠা কি করিবে?" তাঁহাকে এরূপ বলিতে শুনিয়া
বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি রামদাসকে কহিলেন, "কেন? তুমি কি
না দেবীকে জোড়া পাঁঠা মানস করিয়াছি?" রামদাস কহিলেন,
শুনিয়াছি, কিন্তু পাঁঠা কাটিলে কি হয় জান?" মাধব অধিকতর বিস্ময়ে
জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়?" রামদাস কহিলেন "যে পাঁঠা বলি দেয়
জন্মে পাঁঠা হয়, আর পাঁঠা মানুষ হইয়া তাহাকে বলি দেয়।" মাধবের
হইল। তিনি রামদাসের কথায় বাধা দিয়া সক্রোধে কহিলেন, "আমি এ
কথা শুনিতে চাই না। তুমি পাঁঠা আনিবে কি না বল?" রামদাস
"চিন্তা কি? গৃহস্থের ঘরে অনেক পাঁঠা আছে। তবে আমি যাহা বলিতেছি
তোমার বুঝিয়া দেখা উচিত। এ সকল শাস্ত্রের কথা।" কোন্ শাস্ত্রে এ
কথা আছে জানিতে মাধবেরও কৌতূহল হইল। পরদিবস রামদাসের
মাধব শ্রীশঙ্কর সন্নিধানে চলিলেন।

মাধবদেব স্বরচিত গুরু-ভটিমাতে লিখিয়াছেন :—

"দয়শিত সুন্দর গৌর কলেবর যৈছন সুর পয়কাশ।
সকল সভাসদ রঞ্জন যাকেরি দরশনে পাপ বিনাশ॥
বিনে অঙ্গভূষণ পেখি সুশোভন গহন গম্ভীর ধীরমতি।
আয়ত কমল নয়ন বর সুন্দর বয়ন চাঁদ কহো জ্যোতি॥"

এই সুদর্শন দিব্য পুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্কর আগচালিতে* উপবিষ্ট আছেন।

* আগচালি=ঘরের অগ্রভাগস্থ চালা=Portico.

দাস ও মাধব তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কিছু তাম্বুল উপহার দিলেন এবং সসম্ভ্রমে এক পার্শ্বে বসিলেন। রামদাস মাধবকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইনি দুইটী পাঁঠা কিনিতে কহেন। বলিদানে অধর্ম্ম হয় আমি বলিয়াছি; কিন্তু ইনি আমার কথা মানেন না। অনুগ্রহ করিয়া আপনি একটু বুঝাইয়া দিন।" শঙ্করদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "এটী কে?" রামদাস কহিলেন, "ইনি দীঘলপুরিয়া গিরির পুত্র।" মাধবের এই পরিচয় পাইয়া শঙ্করদেব বলিলেন, "চিনিলাম।" অতঃপর উপস্থিত বিষয়ে উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল—

"দুই হন্তো তোলন্ত শাস্ত্র দুইহন্তো খণ্ডন্ত।
দুয়ো কথা কন্ত দুয়ো দুয়োক ন মানন্ত॥
মাধবে শাস্ত্রক দেখাই প্রবৃত্তি কহন্ত।
নিবৃত্তি দেখাই তাক শঙ্করে খণ্ডন্ত॥
প্রভাতবে পরা তিনি পর বেলি গৈল।
দুইহন্তোরে কথা সাঙ্গ তথাপি নভৈল॥"

সরোবরের স্বচ্ছ ও স্থির জলে ঢিল ছুড়িলে যেরূপ সমস্ত জলরাশি আলোড়িত হয়, এই সুদীর্ঘ বাদানুবাদের ফলে মাধবের চিত্তও আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহার সংশয়রাশি অপনীত হইতে লাগিল। তখন শ্রীশঙ্কর সোৎসাহে এই তত্ত্বটী প্রতিষ্ঠিত করিলেন—

"তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারশ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথাচ সর্ব্বার্চ্চনমচ্যুতেজ্যঃ॥"

অর্থাৎ—

"বৃক্ষের মূলত যেন দিলে আনি জল।
হোয়য় তৃপিতি ডাল পাত পুষ্প-ফল॥
ডালে ডালে সিঞ্চে যদি মূলত নেদেয়।
যাক দেই তাহারো তৃপিতি নাহি কয়॥
ক্ষুধাতুর নরে যদি অন্নক ভুঞ্জয়।
হোয়য় তৃপিতি তার যত ইন্দ্রি-চয়॥
ভোজন নকরি পিন্ধে নানান ভূষণ।
দুহিকে তৃপিতি তার যত ইন্দ্রিগণ॥
সেহি মত অচ্যুতক যি জনে পূজয়।
সবে দেবগণ তাতে তৃপিতি হোয়য়॥

কৃষ্ণক নুপূজি থিতো পূজে দেবগণ।
একো দেব তাত নুহি কয় তুষ্টমন॥"

মাধব ও রামদাস গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবের সমস্ত সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে। তিনি মনে মনে নিজের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন যে যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলন করেন, সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। পরদিবস প্রাতে স্নান করিয়া রামদাসের সহিত মাধব শ্রীশঙ্কর সন্নিধানে গমন করিলেন এবং যথোচিত উপহার দ্রব্যাদি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। অষ্টমী তিথিতে দুর্গাপূজা ও বলিদানাদি আর হইল না। তৎপরিবর্ত্তে পূজোপকরণ শ্রীকৃষ্ণে উৎসর্গ করিয়া প্রসাদী নৈবেদ্য লইয়া মাধব শঙ্কর-গৃহে উপস্থিত হইলেন। শঙ্করদেব তাঁহার মন বুঝিবার জন্য বলিলেন, "কি হে মাধব! এ কিসের নৈবেদ্য আনিয়াছ? মাধব কহিলেন, "এই নৈবেদ্য রামরাম গুরু (৮) শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।" শঙ্করদেব শুনিয়া সহাস্যে কহিলেন "আজ দুর্গাপূজার দিন, আজ স্ব স্ব ইষ্টদেবকে যিনি যাহাই দিন্ না কেন তৎসমস্তই দুর্গা পাইবেন!" মাধব বলিলেন:—"প্রভো! আর আমাকে বিড়ম্বিত করিবেন না। মনের ভাবই সত্ত্বস্তের মূল।"

"যার মনে নানাবিধ দেবাদি আছয়।
সিজনয় বস্তু সব দুর্গাই পায়য়॥
কৃষ্ণ বিনে মনে যার নে দেখে দেবক।
দুর্গাই তাহার বস্তু পাইবস্তু কিসক॥
শুনিয়া শঙ্করদেবে পাইলা আনন্দক।
সাধু সাধু বুলি প্রশংসিলা মাধবক॥"

মাধবের এই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে দেখিয়া শঙ্করদেব আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং পুত্র রামানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই নৈবেদ্য যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখ, আমি স্নান করিয়া আসিলে আনিয়া দিও।" এই বলিয়া তিনি মাধবের বিস্তর প্রশংসাবাদ করিলেন এবং বলিলেন:—

(৮) ইনি শঙ্করদেবের পুরোহিত বংশীয়, 'শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত' ও "মহা প্রেমধারী" বলিয়া উল্লিখিত ও আজীবন শঙ্করদেবের অনুষঙ্গী ছিলেন। ইঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি বড়পেটা ও পাটবাউসিতে বাস করিতেছেন।

"দেখা কেন মাধবর বুদ্ধি বিচক্ষণ।
কালি মাত্র লৈলে আসি কৃষ্ণত শরণ॥
আজি নৈবেদ্যক আনি দিলন্ত আমাক।
ধরতে না পারোঁ স্ত্রীগোট বুঝাইবাক॥
তিনি দিন মানক নৈবেদ্য নলাড়য়।
বাসি করি নৈবেদ্যক কি কার্য্য সাধয়।"

শুনিয়া মাধব গুরুপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া গুরু-গৃহ হইতে এই অনাচার দূর করিলেন। কথাটা সামান্য হইলেও মহাপুরুষীয় প্রাচীন গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মাধব শ্রীশঙ্করদেবের যেমন তেমন শিষ্য নহেন। মহাপুরুষীয় লেখকদিগের অভিপ্রায় এই যে দীক্ষার অব্যবহিত পরেই মাধব গুরুগৃহে শিষ্য, পুত্র ও বন্ধুর অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

শঙ্কর ও মাধব সম্মেলন মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

"দুয়ো জন এক যান ভৈল যি দিনত।
সেই ধরি দুইরো মহা আনন্দ মনত॥
ভৈলন্ত ঈশ্বর দুই এক যান যেবে।
নিতে নিতে আনন্দ বাড়িয়া যাই তেবে।"

শ্রীশঙ্কর গুরু—মাধব শিষ্য। গুরু জ্ঞানের আকর—শিষ্য ভক্তির অবিরাম উৎস। গুরু ভক্তিপথ প্রদর্শন করেন—শিষ্য তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া লোক সমাজে প্রচার করেন। শঙ্কর মাধব দুই—দুয়ে এক। একজনকে ছাড়িয়া অন্যকে বুঝিবার যো নাই। ইঁহারা একে অপরের অপূর্ণতা পূর্ণ করেন এবং উভয়ের প্রযত্নে ঘোর তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আসামে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার ও হরিনামের উচ্চধ্বনি উত্থিত হয়। ইঁহারা একে অপরের মধ্যে যে শক্তির সঞ্চার করেন, তাহার অভাব হইলে আসামে 'মহাপুরুষীয়' সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ।

৪ ভক্তমণ্ডলী ও প্রচার।

শ্রীশঙ্কর দ্বাদশবৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের চর্চ্চা ও বৈষ্ণবাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। রামরাম গুরু ও রাম রায় প্রভৃতিকে লইয়া এক দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় ভাগবতপাঠ, কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কীর্ত্তন ও ভাবনা প্রভৃতির প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান হইতে

থাকে। ভক্ত রামদাসই শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। তাঁহার দীক্ষা সময়ে জগন্নাথের প্রত্যাদেশের কথা প্রকাশিত হয়। সুতরাং তখনই শ্রীশঙ্কর বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমা প্রচারিত হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। মাধব-সম্মেলনের পর তিনি বুঝিলেন, শ্রীভগবান্ শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে লইয়া চলিয়াছেন।

মাধব-সম্মেলনের পর শ্রীশঙ্করের গৃহ সংস্কৃত হইয়াছে। সকলেই একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণে শরণ নিয়াছেন। প্রত্যহ কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। কীর্ত্তন ও ভাবনার উৎসবে সকলে মাতিয়া উঠিয়াছেন—রামরাম গুরু ও রামদাস কীর্ত্তন করিতেছেন—মাধব তাল ধরিয়াছেন—আর আনন্দ মূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীশঙ্কর সাক্ষাতে রহিয়াছেন। সমস্ত লোকই প্রেমানন্দরসে বিভোর। কাহারও কাহারও বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া যাইতেছে। রাম রাম গুরু কংশবধ ঘোষা গাইতেছেন। রামহরি কুবলয় হস্তী বধ করিয়া উহা দন্ত স্কন্ধে লইয়া রঙ্গশালায় প্রবেশ করিতেছেন। ঐ পদ গাইতে গাইতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল। তিনি গৃহের একটা স্তম্ভ উত্তোলন করিয়া স্কন্ধে লইয়া চলিয়াছেন। কাহার উপরে পড়ে এই ভাবিয়া মাধব তাঁহাকে ধরিলেন এবং স্তম্ভটী তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাইলেন। স্তম্ভটা দুইজন লোকের বোঝা; কিন্তু ভাবাবেশে গুরু একাকী উহা উত্তোলন করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। রামদাস প্রহ্লাদচরিত্র ঘোষা গাইতেছেন। গাইতে গাইতে তাঁহার প্রহ্লাদ ভাবাবেশ হইয়াছে। কীর্ত্তনগৃহে তখন অগ্নি জ্বলিতেছিল। "এই ত প্রহ্লাদের অগ্নিকুণ্ড" এই বলিয়া তিনি অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। মাধব হাতের মন্দিরা ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। অগ্নিতে পড়িয়াও তিনি অক্ষত শরীরে রহিয়াছেন দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই সকল কথা লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। প্রত্যহই দলে দলে লোক কীর্ত্তনগৃহে আসিতে লাগিল এবং অনেকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল।

একদিন কীর্ত্তনশেষে মাধব ও রামদাস প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন। পুণ্ডরি গিরির তিন পুত্র অগ্রে প্রসাদ পায় নাই বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল এবং রামদাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রামদাস ইহাদের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রসাদী থালি নামাইয়া রাখিয়া দাঁত কামড়াইয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। মাধব তৎক্ষণাৎ অগ্রগামী হইয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং কহিলেন—

"পাগল ভৈলে কি হেরা মোর ভিতি চাউ।
মারোক তারায়ে তই প্রসাদ বিলাউ॥
মারিলে আমরা যেবে ক্ষোমিবে পারিলোঁ।
ভেবে আমি মহন্তর স্বভাবে রহিলোঁ॥"

আর একদিন এক গৃহস্থ নিজের বাটীতে কীর্ত্তন করিবার জন্য ভক্তদিগকে আহ্বান করিলেন। পুণ্ডরিপুত্রেরাও তথায় উপস্থিত ছিল। প্রসাদ বিতরণ কালে উহারা পূর্ব্ববৎ প্রসাদ দিতে বিলম্ব দেখিয়া রাম রাম গুরুকে গালি দিতে লাগিল। গুরু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উহাদিগকে তুষ্ট করিলেন; কিন্তু মনের দুঃখে অন্যের অলক্ষিতে স্থানত্যাগের উপক্রম করিলেন। মাধব তাঁহার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া কীর্ত্তন স্থানে ফিরাইয়া আনিলেন। ঘটনাগুলি ক্ষুদ্র হইলেও মাধব-চরিত্রের একটি উজ্জ্বল অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সম্প্রদায় গঠনে তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় দেয়।

দীক্ষার পর গুরূপদেশ লাভের জন্য মাধব প্রতিদিন অপরাহ্নে গুরুগৃহে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। শঙ্করদেব নিদ্রা হইতে উঠিয়া আসিয়া দেখিতেন, মাধব বসিয়া আছেন। শঙ্করদেব কন্যা রুক্মিণীকে মাধব আসিবা মাত্রই তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলেন। রুক্মিণীও তাঁহার কথামত 'মাধব বান্ধব আসিয়াছেন' বলিয়া সংবাদ দেন। শঙ্করদেব কন্যার কথায় চমৎকৃত হইয়া বলেন "অহো! মাধব যে বান্ধব তাহা তুই কেমন করিয়া জানিলি? বস্তুতঃ মাধবই কলিতে জীবের একমাত্র বান্ধব, আর মাধব শিষ্য হইলেও বন্ধুও বটেন।"

"মাধব সহিতে তথা কহি নানা কৃষ্ণকথা
থাকন্ত শঙ্কর রঙ্গ মনে।"

শঙ্কর-মাধবের কৃষ্ণকথালাপ সাধারণ কথোপকথন নহে। ধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব সকল এই কথাপ্রসঙ্গে আলোচিত ও মীমাংসিত হইত। মাধব প্রশ্ন করিতেন—শ্রীশঙ্কর শাস্ত্রের উপদেশ ও পৌরাণিক উপাখ্যানাদির অবতারণা করিয়া ঐ সকল তত্ত্ব সমবেত ভক্তমণ্ডলীর বোধসুলভ করিয়া দিতেন। এই গুরুশিষ্য-সংবাদ যে ভক্তসমাজের বিপুল শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল, প্রাচীন মহাপুরুষীয় সাহিত্যে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। অধিক কি পরবর্ত্তীকালে অনেক লেখক স্ব স্ব মত শঙ্কর-মাধব সংবাদের ন্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। 'মাধব' ভণিতাযুক্ত পুথিও পাওয়া যায়, যাহা

মহাপুরুষ মাধবদেবের রচিত নহে বলিয়া অবিসংবাদে স্বীকৃত হইয়া থাকে।

গুরুবাক্যে মাধব দৃঢ় প্রত্যয়শীল ছিলেন। ধুঞাহাটা হইতে শঙ্করদেব মাধব ও অন্যান্য ভক্তসহ তীর্থযাত্রা করিয়া শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হন। তথায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচলে অবস্থিতি করিতেন। জগন্নাথ দর্শনের পর শঙ্করদেবের সমভিব্যহারী ভক্তেরা বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তখন শঙ্করদেব সকলকে বৃন্দাবনগমনে উৎসাহিত করিয়া বলেন :—

"আর্শী একলগে সবে যাও বৃন্দাবন।
আছে বৃন্দাবনদাস হয়োঁ দরিশন॥
যি সব ভক্তির তান করিছো বেকত।
হই নুই পুছি তান্ত লৈবাহা সম্মত॥"

নিজ গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে অন্যের অনুমোদনের অপেক্ষা নিতান্ত গর্হিত মনে করিয়া মাধব বলিয়াছিলেন :—

* * * *

"তোমার কথাত প্রত্যয় ন ভৈল সিঝিল কার্য্য সকল॥
আনত শুধিয়া প্রত্যয় করিব ভাল বুলিলাহা তুমি।
যার লাগে যাউক প্রত্যয় করোক নযাইবোঁ নযাইবোঁ আমি॥"

উক্ত আছে যে মাধবের গুরুপত্নী শঙ্করদেব বৃন্দাবনে গেলে পাছে সংসারে বিরক্ত হইয়া আর ফিরিয়া না আসেন এই ভয়ে তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মাধবের প্রতি গুরুপত্নীর এই আদেশ ও মাধবের বৃন্দাবন গমনে আপত্তির অন্যতর হেতু। মনে থাকিলেও মাধব এই কারণটী মুখে ব্যক্ত করেন নাই। গুরুবাক্যে অপ্রত্যয়ের কথাই তিনি তুলিয়াছিলেন এবং এই হেতুবাদেই ভক্তেরা বৃন্দাবনগমনে বিরত হন।

গুরুসেবা ও ভক্তমণ্ডলীর পরিচর্য্যায় মাধব সকলের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তীর্থভ্রমণকালে গুরুর শুশ্রূষাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ছিল। বাসার বন্দোবস্ত ও হাটবাজার করার সমস্ত ভারই মাধবের উপর অর্পিত ছিল। সঙ্গী ভক্তদিগের কোনও বিষয়ে কাহারও অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এই সকল মহৎ গুণের জন্য মাধব সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

তীর্থভ্রমণের পর শঙ্করদেব ভক্তমণ্ডলী সহ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতচর্চ্চা, কীর্ত্তন, কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

ভক্তদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ় হইতে লাগিল। শ্রীশঙ্কর প্রিয়শিষ্য মাধবের এরূপ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে তাঁহার বিচ্ছেদ ও অদর্শনে কাতর হইতেন। একদিবস মাধব ও রামদাস মাঠে গিয়াছিলেন; অব্যবহিত পরেই ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'মাধব' 'মাধব' এই নাম জপ করিতে করিতে একটা সামান্য ঝোপের আড়ালে আশ্রয় লইলেন। কিয়ৎকাল পরে রামদাসের সাড়া না পাইয়া মাধব জিজ্ঞাসিলেন, "চুপ করিলে যে!" রামদাস কহিলেন, "কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতেছি!" মাধব কহিলেন "কৃষ্ণরূপ চিন্তার কি এই সময়!" "বিপত্তে মধুসূদন।" এই বলিতে বলিতেই রামদাস আটের পৃষ্ঠে একটি শিলা পতিত হইল। মাধব তখন বলিলেন "কৃষ্ণরূপ চিন্তার মহিমা এইবার প্রত্যক্ষ কর!" অতঃপর উভয়ে "ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!" করিতে করিতেই ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল। অনতিবিলম্বেই দেখা গেল শঙ্করদেব মাঠের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছেন। মাধব ও রামদাসকে অক্ষত শরীরে দেখিয়া শ্রীশঙ্কর যেন হারানিধি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আনন্দে এইরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে বহুক্ষণ মাধবকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রহিলেন।

ধুঞাহাটাতে শঙ্করদেবের প্রায় ১৫ বৎসর ছিলেন। মাধব-সম্মেলনের পর এই স্থানে অনেক দিন প্রচার কার্য্য চলিয়াছিল বটে; কিন্তু শাক্তদিগের সহিত বিরোধ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী আহমরাজদিগের প্রতিকূলতা ও দেশে নানা অশান্তি ও উপদ্রবের মধ্যে এই ভক্তমণ্ডলীর অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হইতেছিল। ইহার উপর এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে কেহই আর এই রাজ্যে বাস করা নিরাপদ মনে করিলেন না। খেদা হইতে হাতি পলায়ন করায় আহমরাজ সীমান্তবর্ত্তী 'ভূঞা'দিগকে ধরিয়া আনিতে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। শঙ্করদেব পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন; কিন্তু মাধব ও শঙ্করদেবের জামাতা হরি আহমদিগের হাতে ধরা পড়িলেন। মাধবকে মালাকমণ্ডলুধারী তপস্বীর ন্যায় দেখিয়া আহমেরা ছাড়িয়া দিল; কিন্তু হরিকে খড়্গাঘাতে নিহত করিল। হরির মৃত্যুকালে মাধব তাঁহাকে রামনাম শুনাইয়াছিলেন। কথিত আছে—হরির ছিন্নমুণ্ড রাম রাম উচ্চারণ করিয়াছিল!

আহমদিগের দৌরাত্ম্যে ধুঞাহাটা হইতে অনেক লোক কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের অধিকার মধ্যে চলিয়া যান। শঙ্করদেবও ভক্তদিগকে লইয়া আহমরাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে কৃতসংকল্প হন। অনেকগুলি নৌকায়

সমস্ত দ্রব্যসম্ভার তুলিয়া ভক্তেরা রওয়ানা হইলেন। দুইটি ভক্ত তাহা[...] নৌকায় স্থান না পাইয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়াছিল। মাধব তাহাদিগের দুর[...] দেখিয়া নিজের কতকগুলি জিনিষপত্র নদীতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার নৌকা[...] ভক্তগণের স্থান করিয়া দিলেন। যাঁহার এরূপ অপরিমেয় বৈষ্ণবপ্রীতি ছি[...] তিনি যে নিজের গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য মনে করিতেন ইহা সহজে[...] অনুমেয়। বস্তুতঃ মাধব স্বহস্তে ভৃত্যের ন্যায় শ্রীশঙ্করের পরিচর্য্যা করিতে[ন।] শ্রীশঙ্করও প্রিয় শিষ্যের সেবা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতেন। অধিক[...] এই বিষয়ে তাঁহার যৎসামান্য ত্রুটিও উপেক্ষা করিতেন না। একদিন শঙ্ক[র]দেবের নৌকা পাছে রাখিয়া মাধবের নৌকা অগ্রগামী হইল। তীরে একটি[...] পরিষ্কার স্থান দেখিয়া মাধব নৌকা লাগাইলেন এবং শঙ্করদেবের রন্ধনের জন্য[...] স্থান পরিষ্কার করিয়া চুল্লী প্রস্তুত করিলেন। শঙ্করদেবের নৌকা আসিতে[...] বিলম্ব দেখিয়া মাধব নিজের জন্য চারিটি ভাত চড়াইয়া দিলেন। নৌকা[...] সন্নিহিত হইলে শঙ্করদেব দেখিলেন মাধবের ভাত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে[...] তিনি নৌকা না লাগাইয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া মাধব ডাকিয়া বলিলেন[...] স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। শঙ্কর শুধু বলিলেন "এ স্থান ভাল নহে[...]" এই বলিয়া তিনি এক বাঁক ঘুরিয়া নৌকা লাগাইলেন। মাধব অর্দ্ধসিদ্ধ [...] পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। শ্রীশঙ্কর জিজ্ঞাসিলেন "তোমার ভা[ত] কি করিয়াছ?" মাধব কহিলেন, "তুমি যে স্থানে রহিলে না তথায় আ[মি] কি করিয়া খাই?" শঙ্কর কহিলেন 'তবে ত আমি বড় মন্দ কার্য্য করিলাম[...] তুমি ভাত ফেলিয়া দিবে জানিলে আমি তথায় নৌকা লাগাইতাম। আ[মি] ভাবিয়াছিলাম খাওয়া দাওয়ার পর তুমি আমার এখানে আসিবে।" আ[...] একদিন একাদশী তিথিতে কিছু চাউল চিবাইয়া জল পান করিয়া মাধব শঙ্কর[...]দেবের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

নৌকা ত্যাগ করিয়া শঙ্করদেব প্রথম পালন্দিতে (৯) রহিলেন। মাধ[ব]

(৯) এই স্থানটি বর্ত্তমান বড়পেটা সহরের সন্নিহিত। ইহাতে 'চিনপড়া' বা 'চূণ[...]' ভিটি আছে। শঙ্করদেব বাসোপযোগী স্থানের সন্ধানে কপলাবারি হইতে বরাদির ঘাটে আ[...] বুঢ়াদলৈর সাক্ষাৎ পাইলে তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পালন্দির উচ্চ বৃক্ষটি দেখাইয়া দে[ন।] তদনুসারে শঙ্কর ঐ স্থানে আসিয়া গৃহনির্ম্মাণ করেন। অধুনা এই ভিটিতে ১৪ হাত[...] ১০ হাত প্রস্থ একটু স্থান ইটের দেওয়ালে ঘেরা আছে। চারি কোণে চারিটী গম্বুজ। প[...] দ্বারহীন প্রবেশপথ। দ্বারের দুই পার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত জয়বিজয়ের প্রতিমূর্ত্তি। এই ভিটি[তে] প্রত্যহ রাত্রিতে প্রদীপ দেওয়া হইয়া থাকে।

বরাদি গ্রামে (১০) বাস করিলেন। বরাদিতে মাধবের জননী দেহত্যাগ করেন। পালন্দিতেই ভক্ত নারায়ণ দাস শঙ্করদেবের সহিত সম্মিলিত হন। ইনি মহাপুরুষীয় প্রাচীন গ্রন্থে প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি মহাপুরুষ মাধবদেবের সমবয়স্ক ও সখা ছিলেন। প্রথম দর্শনেই ইঁহারা একে অন্যকে চিনিয়াছিলেন। যথা :—

* * * *

"আগন্তে মাধব নারায়ণে বার্ত্তা পাইলা ॥
আগবাঢ়ি গৈলা রঙ্গে আসনর উঠি।
দুইরো দুই আনন্দতে ধরিলা সাবটি ॥
চক্ষুর লোতক পড়ে দুই রো থরথরি।
কতোক্ষণে আছিলন্ত সাবটিয়া ধরি ॥
নারায়ণে সাবটিয়া ধরিবে খোজন্ত।
হাতত ধরিয়া হাতে মাধবে নেদন্ত ॥
মাধবে বোলন্ত বড় করাহা অন্যাই।
আমি যেন তুমি তেন আক যুজুরাই ॥
নারায়ণে হাত যোড়ে হরিষে নমিলা।
কম্বল আসনে গৈয়া দুই হস্তে বসিলা ॥
দুই হস্তকো দুই হস্তে চাহে ঘনে ঘন।
দুইকো দুই দেখিয়া উৎসাহ করে মন ॥" (কণ্ঠভূষণ ৬০ পৃঃ)

পালন্দিতে এক বৎসর থাকিয়া শঙ্করদেব পাটবাউসীতে (১১) সত্র স্থাপন করিয়া বাস করেন। এই স্থানেই এক বিরাট ভক্তমণ্ডলীর অভ্যুদয় হয়।

(১০) এই স্থানটি বর্ত্তমান বড়পেটা সহর হইতে প্রায় ১ মাইল দূরবর্ত্তী। সত্রের অবস্থা খুব ভাল নহে। কীর্ত্তনঘর ও ভজনঘর টীনের। একটী ছোট টীনের বাটঘরও আছে। চকিয়া মাঝির বংশ কয়েক ঘর এই স্থানে বাস করিতেছেন। ইহারাই সত্রের পাঠক। "মাগরিয়া গোসাই" নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আছেন। বুঢ়াদলৈর বংশও একঘর আছেন। অপরে বরনগরীদিয়াতে বাস করিতেছেন।

(১১) বর্ত্তমান বড়পেটা হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। শঙ্করদেবের পাটবাউসী ও গুরুদামোদরের পাটবাউসী। উভয়ের মধ্যে ধনুখান্দা বিল। শঙ্করদেবের পাটবাউসীতে রামরামগুরুর বংশীয়েরা আছেন। কীর্ত্তন ঘর টীনের; হুমকাচকা-বাড়ীর মৌজাদার রায়সাহেব রজনীকান্ত চৌধুরীর অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত। গুরুর স্থানে

মাধব ও রামদাস শঙ্করদেবের সমভিব্যাহারেই উপর আসাম হইতে আসিয়া ছিলেন। তৎপর নারায়ণ দাস আসিলেন। ক্রমে ঃ—

"রামরাম গুরু গোঁসাই দামোদর হরিগুরু বসিলন্ত।
জয়ন্তি মাধব রত্তিকান্তদলৈ রামরায় আসিলন্ত ॥
হরিদাস বাণিয়া বুঢ়া দৈবজ্ঞ আর মহাকালীরাম।
উদার গোবিন্দ বলভদ্র আর বসিলন্ত বলরাম ॥
ডখুরিয়া গোবিন্দ কণ্ঠ যে ভূষণ গোকুলচাঁদ বসিলন্ত।
চাঁদসাই আরু কাবলাবাঢ়ে আসিলা দাস অনন্ত ॥
রত্নাকর্ম্ম কান্দলি বিশ্বাস কানাই ভক্ত সাথ রঙ্গমনে।
শঙ্করর পাশে গৈয়া বসিলন্ত প্রণমিয়া একমনে ॥
সবাকে সম্বোধি শঙ্করে কহন্ত কৃষ্ণর গুণচরিত্র।
নিঃশবদে সবে শুনিয়া থাকন্ত কৃষ্ণর পায়ে দিয়া চিত্ত ॥
মাধবে শোধন্ত শঙ্করে সিদ্ধান্ত দেন্ত আতি হরষিতে।
কথা অমৃতর নদী বহি জাই পিয়ে সবে আনন্দতে ॥"

বরাদি হইতে মাধব বড়পেটার কনবারিথেলে গিয়া কিছুদিন থাকেন। তথা হইতে গণককুচিতে (১২) গিয়া বাস করেন। রামদাসও মাধবের সঙ্গি ... থাকিতেন। গণককুচি হইতে ইঁহারা প্রত্যহ শঙ্কর সন্নিধানে উপস্থিত হইতে ... শঙ্করদেব মাধবকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে কহেন ... নিজ কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে মাধবের হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে... গুরুসেবায় বিঘ্ন ঘটিবে মনে করিয়া মাধব বিবাহ করিতে সম্মত হন না।

শ্রীশঙ্করদেবের স্বলিখিত গুণমালা পুথি আছে। তাঁহার ব্যবহৃত শয্যা এবং শয়নের ...জন রক্ষিত আছে। সত্রে শঙ্করদেবের পত্নীর ভিটিতে টীনের ঘর আছে। মাটীর দেয়াল, ... উপরে টীনের চালা।

(১২) বর্ত্তমান বড়পেটা হইতে ১ মাইল দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র সত্র। অধুনা বড়পেটা সত্রে ... উপবিভাগ স্বরূপ ব্যবহৃত। এই স্থানেই শ্রীশঙ্করপদ্ধিত্যক্ত পদ্ধতিতে মহাপুরুষ মাধব... অভিষেকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। কীর্ত্তন গৃহ ও ভাণ্ডার উভয়ই টীনের। ভাণ্ডারে "মদন... নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আছেন। এখানে শ্রীরাম আতৈ ও রাম আতার ভিটাতে টীনের ঘর... আছে। শ্রীরাম আতৈর প্রকৃত নাম মহাকালীরাম। মহাপুরুষীয়েরা কালীনাম ... করেন না; সংক্ষেপে শ্রীরাম আতৈ বলিয়া থাকেন। এই স্থানে একটা কূপ মাধব... ব্যবহৃত বলিয়া রক্ষিত হইয়াছে। একটা রঙ্গিয়াল ফুলের ঝাড় আছে, উহা মাধবদেব ... রোপণ করেন বলিয়া কথিত হয়।

চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া তিনি মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ে এক নূতন আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভক্ত মহাকালীরাম মাধবদেবের পরিচর্য্যা করিতেন। একদা সত্র হইতে ফিরিতে মাধবদেবের বিলম্ব দেখিয়া ইনি কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতে থাকেন। উক্ত আছে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইঁহাকে দর্শন দেন এবং ইনিও নানা মনোমত দ্রব্যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি সজ্জিত করেন। সমস্ত বেশভূষা পরাইয়া এক পায়ে খড়ম দিয়াছেন এমন সময় মাধবদেব গৃহে আসিলেন। মহাকালীরাম সসব্যস্তে তাঁহাকে স্নানীয় দিতে গেলেন। ইত্যবসরে গৃহে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া মাধবদেব প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং মহাকালীরামের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে মহাকালীরাম শ্রীমূর্ত্তির অন্য পায়ে খড়ম পরাইয়া দিলেন। পূজা অসমাপ্ত রাখিয়া উঠিয়া যাওয়ার জন্য মাধবদেব কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে পর মহাকালীরাম বলিলেন ঃ—

"হরির সেবাক এড়িয়া যাইবেক ভক্তের সেবা করিত।
হরির সেবাত করিয়া অধিক ভক্তর সেবা নিশ্চিত ॥"

ভক্ত নারায়ণ দাস ও মাধবদেব স্ব স্ব চরিত্রপ্রভাবে উদ্বোধিত করিয়া বহু লোককে সত্রে আনিয়াছিলেন। নারায়ণ দাসের কুলপুরোহিত দ্বিজ চক্রপাণি শঙ্করদেবের উদ্ভাবিত ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হন। এই অভিপ্রায়ে গোটা পঁচিশেক শ্লোক লিখিয়া লইয়া ইনি শঙ্কর-বিজয়ে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মাধবদেব শ্লোকগুলি দেখিয়া ঐ পত্রে আর একটি শ্লোক লিখিয়া দেন। উহা পাঠ করিয়া দ্বিজ চক্রপাণি 'বুঝিলাম' এই মাত্র বলিয়া ৬০ ঘর যজমান সহ শ্রীশঙ্করপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করেন।

বরাদির বুঢ়াদলৈ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শঙ্কর-মাধব প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইহাতে কুপিত হইয়া মাধবদেবকে পথে একাকী পাইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। "বেটা তুই আমার ভাইকে ... করিলি, দেখি আজ তোকে কে রক্ষা করে।" এই বলিয়াই ঐ ব্যক্তি নানা কটু কথা কহিতে আরম্ভ করে। মাধবদেব তাহার একটি কথারও প্রতিবাদ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার এই মহাত্মের স্বভাব দেখিয়া ঐ ব্যক্তি বিস্মিত হইল এবং নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিয়া গলবস্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

কণ্ঠভূষণ স্বরচিত গুরুচরিত্র পুথিতে লিখিয়াছেন :—

"মাধবর গুণ কহি কোনে পায়ে অন্ত।
বিতো অহর্নিশি গুরুসেবাক করন্ত॥
গুরুর সমান শক্তি ভৈলা মাধবর।
মহাপ্রিয়তম শিষ্য শঙ্করদেবর॥
গীত পদ ভটিসা করিলা শাস্ত্রত।
ভৈলেক প্রচার ইতো সকলে রাজ্যত॥"

এক বিপ্র একাদশী দিনে চারিটা কুরিবা মাছ লইয়া যাইতেছেন দেখি
তিনি উপবাস করেন কিনা শঙ্করদেব এ কথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বি
বলেন, "আমাদের উপবাস করিতে হয় না, তাহা তোমারই পদে আছে
শঙ্করদেব দেখিলেন, ঐ বিপ্র তৎপ্রণীত "একাদশ স্কন্ধ" পুথির একটা পদ
কদর্থ করিতেছেন। তিনি ঐ পদটা কাটিয়া দিতে উদ্যত হন; কিন্তু মা
বারণ করিয়া কহিলেন, "যার যেমন মতি সে সেইরূপই বুঝিবে। এই ম
সদর্থ বুঝিল না বলিয়াই কি পদটা কাটিয়া ফেলিতে হইবে?" শঙ্করদেব
কথায় ঐ পদ রাখিয়া দিলেন। বিষ্ণুপুরীরচিত রত্নাবলী গ্রন্থ কাশী হই
আনীত হইলে শঙ্করদেবের আদেশে মাধবদেব উহার পদ রচনা করেন। রা
নরনারায়ণের ভ্রাতা দেওয়ান চিলারায় শঙ্করদেবের এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পত্নী
গ্রহণ করেন। ইনি বৈষ্ণবদিগের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ছিলেন এবং শ
দেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দকে রাজসরকারে একটি কর্ম্ম দিয়াছিলেন। ইঁহা
অনুজ্ঞায় শঙ্করদেব ভাস্তিকুচিস্থিত কারখানার দলৈ নিযুক্ত হন। শঙ্ক
মধ্যে মধ্যে বেহারে রাজা নরনারায়ণের রাজধানীতে যাইতেন। তাঁহার প্র
স্বয়ং রাজা নরনারায়ণ শঙ্করপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া উঠেন। দে
চিলারায় শঙ্করদেবকে 'জন্মরহস্য' পুথির পদরচনা করিতে কহেন। শঙ্ক
স্বয়ং ঐ পদরচনা না করিয়া বড়পেটায় আসিয়া মাধবদেবের উপরে ঐ
রচনার ভার দেন। গুরুর আজ্ঞায় মাধবদেব ঐ পদ রচনা করিয়াছি
পুঁথি দেখিয়া দেওয়ান উহার বিস্তর প্রশংসাবাদ করেন। বস্তুতঃ মাধ
সর্ব্বাংশে গুরুর সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত নাম
কীর্ত্তন ও বড় গীত অপূর্ব্ব, উপাদেয় ও বহুল প্রচলিত।

* "একাদশী উপবাসে আর যোগ ধ্যানে স্নানে ন পাইবে আমাক কোনজনে" এক

শেষ বার যখন শঙ্করদেব বেহারে গমন করেন তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন হয়ত আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি পুত্র রামানন্দ সহ মাধবদেবের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাতের রান্না খাইতে অভিলাষ করেন। শুনিয়া মাধবদেব নিজের জীবনটা ধন্য মনে করিলেন। কিন্তু লৌকিক রীতির কথা তুলিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "প্রভো! তুমি আমার গৃহে ভোজন করিলে, তোমার জ্ঞাতিদের সকলেরই গৃহে ভোজন করিতে হইবে। আমাকে ক্ষমা করিও, আমি অতটা সহিতে পারিব না।" শঙ্করদেব কহিলেন, "মাধব! তোমার অন্ন অপেক্ষা এই কথাটার স্বাদ অধিক।" মাধব কহিলেন, "প্রভো! তোমার তিন পুত্র আছেন, আমাকেও তাঁহাদেরই একজন এইরূপ মনে রাখিও।"

"শুনিয়া শঙ্করদেবে খজিলন্ত কি বোলা মাধব তুমি।
তিনি বেটার এক বেটার সমান মানিবো তোমাক আমি॥
আগে ভাল বুঝিআছা এহিমান শুনা কহো সারবর।
তিনিও বেটার ইতো কলেবরে মুহি তযু সমসর॥
বুকে হাত দিয়া শঙ্করে বোলন্ত শুনিয়ো মাধব তুমি।
ইতো প্রাণবার সমান তোমাক মানিআছা মনে আমি॥
সবাতো অধিক তুমি প্রিয়তম নিশ্চয় জানিবা আক।
তুমি আমি ভিন দুহিকে জানিবা কহিলোঁহো সত্যবাক॥
পাছক লাগিয়া তোমাতে সে হস্তে জীব সব নিস্তারিব।
হরিভক্তিধর্ম্ম লোকক কেবলে তুমি উপদেশ দিব॥"

শঙ্করদেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়াছিল। তাঁহার তিরোভাবের পরে মহাপুরুষ মাধবদেবই তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আচার্য্য হইয়া উহার বহুল প্রচার করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র দেব।

বিজয়া।

বিজয়ার অভিনন্দন, অভিবাদন ও আলিঙ্গন অনেক দিনের পুরাণ অভিনয়। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র দুর্দ্দান্ত রাবণকে সবংশে ও সদলে নিধন ক'রে—দেবতা ও মানবের ভীষণ ত্রাস দূর ক'রে, এই বিজয়োৎসবের উদ্ভাবন করেছিলেন। একমাস বহু রাক্ষসদের সঙ্গে আর ৯ দিন খোদ রাবণের সঙ্গে তাঁর লড়াই হয়। শেষ তিনদিন দিবারাত্র লড়াই ক'রে রাবণ বধ হ'য়ে দশমীতে বিজয়োৎসব সম্পন্ন হয়েছিল। বিজয়ী কপিসেনা ও বিভীষণ এই যুদ্ধের অবসাদ দূর কর্‌বার জন্য সিদ্ধি খেয়েছিলেন, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমোদ উৎসব ও খাওয়া দাওয়া ক'রেছিলেন এবং পরস্পরে প্রণাম আশীর্ব্বাদ অভিবাদন ও আলিঙ্গন করে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছিলেন। সেই সিদ্ধি, সেই মিষ্টিমুখ, সেই প্রণামাশীর্ব্বাদ, অভিবাদন ও আলিঙ্গন সেই চেউ আজও থামে নাই। বরষের পর বরষ এইভাবে এই দিনে, এই রকম করে আমরা "বিজয়া" করে আসছি।

আমাদের দেশের এই "বিজয়া" পশ্চিমাঞ্চলের "দশেরা" বলিয়া অভিহিত। এই সময়েই ঐ সব অঞ্চলে শ্রীরামলীলার অভিনয়ের ধুম পড়িয়া যায়। নানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাবণ গড়িয়া ও তাহাকে বধ করিয়া খুব আনন্দ উৎসব হইয়া থাকে। মোট কথা রাবণবধের আনন্দোৎসবই 'বিজয়া' বা 'দশেরা' বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

রাবণ, ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র ও বিশ্রবা মুনির পুত্র। তিনি লঙ্কার অধীশ্বর। শুধু লঙ্কার অধীশ্বর হলেও ইহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে শুধু ভারতবর্ষ নয়, শুধু এই সমুদ্রমেখলা পৃথিবী নয়, স্বর্গের দেবতারাও ভয়ে থরহরি কম্পমান হ'য়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্ত রাবণের ভয়ে সর্ব্বাই বিমর্ষ হ'য়ে থাকতেন। রাবণপুত্র মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে বিমান চড়ে লড়াই কর্‌তেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় ও বন্দী করে নিয়ে যান, তাই তাঁর নাম হয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। রাবণের সহোদর ও সহকারী ছিলেন অতিকায় কুম্ভকর্ণ। ইনি নিদ্রাদেবীর পরমভক্ত ও যুদ্ধে অপরাজেয় ছিলেন। এইরূপ আরো শত শত অত্যাচারী ক্ষমতাগর্ব্বিতের একত্র সমাবেশ সে সময় ঘটেছিল।

ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ রাবণের দাসত্ব করতেন; দেবী কি মানবী অপ্সরী

কিন্নরী, যাহাকে তাহার অভিরুচি হইত, ছলে বলে কৌশলে তিনি তাদের হরণ কর্‌তেন, হস্তগত করতেন, আবশ্যক মনে করিলে কাড়িয়াও লইয়া যাইতেন।

রাবণের রাজধানী ছিল সাগরপারে। একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে তাঁর রাজ্য ছিল এবং সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ থেকে তাঁর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে ও সমুদ্রগর্ভে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ব্যোমযানে গমনাগমন করিতেন, সেই বিমানের নাম হচ্ছে পুষ্পকরথ। সৌদামিনী তাঁকে সেবা করতেন, পবন তাঁকে ব্যজন করতেন, অগ্নি তাঁহার পাচক হয়েছিলেন। রাবণ অতিমায়াবী ছিলেন; (deplomat) তাঁর ছলা কলা সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না। তাঁর সঙ্গী সহচর, মন্ত্রী, সভাসদ্ সেনাপতি, সৈনিক সবই তাঁর উপযুক্ত ছিলেন—এমন যোগাযোগ, এমন মণিকাঞ্চনসংযোগ হয়েছিল যে মানুষ তো কোন ছার দেবতারা তা ভাবতে গেলে শিহরিয়া উঠিতেন। ঋষিমুনির অভিসম্পাত, সতীসাধ্বীর অশ্রুজল, দেবতার ক্রোধ, সবলের পরাক্রম, দুর্ব্বলের অনুনয় বিনয় ও কাতর প্রার্থনা সমস্তই তাঁর কাছে পরাভব স্বীকার কর্‌তো। মাতা বসুন্ধরা তাঁর অত্যাচারে কম্পিতা হয়ে উঠেছিলেন।

রাবণের দশমাথা, কুড়িহাত, কুড়িটী চক্ষু ছিল। অত্যাচার অনাচার করিবার সময়—স্বকার্য্য উদ্ধারের সময়—পরস্বাপহরণ ও পরস্ত্রীহরণের সময়—তাঁর মাথায় দশমাথার বুদ্ধি খেলিত, কুড়িহাতের কার্য্যতৎপরতা উপস্থিত হইত এবং কুড়ীটী চক্ষুর কার্য্য তিনি একাই করিতে পারিতেন। সীতাহরণ ক'রতে তাঁর একদিনও দেরী সয়নি, স্বর্গের সিঁড়ী গড়িবার তাঁর সময় আদৌ উপস্থিত হয়নি। সকলকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখে নিজে বড় হয়ে থাকার বাসনাটা তাঁর বড়ই প্রবল ছিল—কেউ যে বড় হয়, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, পরমুখাপেক্ষিতা দূর করতে পারে, এটা তিনি আদৌ পছন্দ কর্‌তেন না।

এহেন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মায়াবী, অত্যাচারী দশাননকে যখন বনবাসী ফলমূলাহারী রামচন্দ্র মাত্র বানর ভল্লুক ও কাট্‌বিড়ালীগণকে সহায় করিয়া প্রবলপুরুষকার প্রভাবে তার দৈববর ব্যর্থ ক'রে—সদলবলে ও সবংশে নিহত ক'রে দেবতার ভয় দূর করেছিলেন, নিখিলমানবমণ্ডলীকে অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন, দুর্ব্বল ও দরিদ্রকে গ্রাস করে গরীবের মা বাপ হওয়ার সদিচ্ছা ও সুযোগ চিরদিনের জন্য ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন, তখন "বিজয়োৎসব" যে একটা মহাধুমধামের সহিত হয়েছিল এবং হওয়াও

উচিত, তা আমরা সকলেই বুঝ্‌তে পারি। রামচন্দ্রের দুর্জ্জয় পুরুষকার শিবশক্তিকে তাঁদের ভক্ত রাবণকে ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। যার রামের অপরাজেয় অদম্য উৎসাহ, দুর্ব্বলকে, বিপন্নকে, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করতে এবং বিশেষ করে আর্য্যনারীর পবিত্র সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রযুক্ত হয়েছিল, বাধা'বন্ধের উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরকে তিনি বেঁধে ফেলেছিলেন—"যা কান দিন হয়নি তা কেমন করে হবে" এই পাথরমার্কা বুদ্ধিকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। বিপুল বিক্রমে প্রবল পুরুষকার আশ্রয় ক'রে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, ক্ষমতাগর্ব্বিতের বিরুদ্ধে, দেশদ্রোহী সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে, ব্যভিচার ও কদাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছিলেন।

এই সমস্ত সমষ্টীকৃত অত্যাচার যখন দশানন রূপে দশদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, কুড়িহাতরূপে দেশ, ধর্ম্ম ও সমাজকে যখন বিশ রকমে জাঁতিয়ে তুলেছিল, তখনই সূর্য্যবংশ-অবতংস রামচন্দ্র সেই "দশমাথা" "কুড়িহাতো" বিনাশসাধন ক'রে দেশের রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্য দুর করে দিয়ে ঘোর শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। ধার্ম্মিককে অভয়, সতীর রক্ষা, দুর্ব্বলের আশ্রয় ও বিপন্নের সহায়রূপে রামচন্দ্রকে সকলে দেখিতে পাইয়াছিল—কর্ত্তব্য পালন করিতে। ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র বলিয়া, বিশ্রবা মুনির পুত্র বলিয়া—ব্রাহ্মণের বংশ বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষমা হয় নাই "তাঁহার বংশে বাতি দিতে" কাহাকেও রাখেন নাই। দুষ্টের দমন যেমন ভাবে করিতে হয় ঠিক তেমনি ভাবেই ক্ষত্রিয়কুলতিলক সেই ঋষিবংশীয় রাক্ষসগণকে দমন করিয়া, বধ করিয়া দেবমানবের ত্রাস, নারীর সম্মান রক্ষা ক'রেছিলেন তাহার জন্যই বিজয়োৎসব।

অত্যাচারীকে দমন করতে না পারলে, অনাচার ব্যভিচার নিবারণ করতে অসমর্থ হ'লে, অসহায়া অবলার প্রতি দৈহিক ও সামাজিক অত্যাচারের প্রতীকারে পরাঙ্মুখ থাকলে, জনসাধারণের মানসিক দৌর্ব্বল্য ও অশিক্ষার সুযোগ পাইয়া দেশের জনশক্তিকে বিকৃত করিয়া রাখিলে, নারীনির্য্যাতন, পরস্বাপহরণ, কৌলীন্যগর্ব্ব, আভিজাত্যাভিমান, দর্প, দম্ভ, ঘৃণা, অতিমাত্র পরশ্রীকাতরতা এবং পরমুখাপেক্ষিতার এক একটী জীবন্ত পিপা হইয়া, বাহির আলিঙ্গনের হস্ত প্রসারণ এবং সিদ্ধি ও মিষ্টির ছড়াছড়ি হুড়াহুড়ি ক'রলেই "বিজয়া"র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে?

যে কার্য্য করিতে যাইতেছি সে কার্য্যের যোগ্যতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। বিজয়াকৃত্য করিতে হইলে তাহার অধিকারী হওয়াও আবশ্যক। তবেই বিজয়ার সার্থকতা, তবেই বিজয়ার সৌন্দর্য্য বিকাশ; সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের উন্মেষও অবশ্যম্ভাবী। কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ হও, ভোগসুখে, বিলাস ব্যসনে অনাসক্ত হও, তেজস্বী ও দয়ালু, মনস্বী ও বিনয়ী হও, অস্পৃশ্যতার দুরপনেয় পরিহার করিয়া আচণ্ডালের জন্য তোমার বিরাটবক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দাও, তোমার অভয় হস্ত সমাজের অতি নিম্নস্তরে প্রসারিত করিয়া তাহাদের সহিত পবিত্র ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা কর, দেশাচার ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা, সুশীতলবারির সন্ধান না পাইয়া ছোবড়া নিয়ে টানাটানির অভিনয়, দূর করে দাও, তবেই আমরা শ্রীরামলীলা বুঝিবার যোগ্য হইব।

সংযমী হইতে হইবে, ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। জন্মভূমির সেবাই মাতৃসেবা, সত্যগ্রহণই পিতৃসত্য পালন ইহা বুঝিতে হইবে; আবশ্যক হইলে সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে—দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের জন্য নয়, কোন অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য নয়—দেশের ও দশের কাজে নিজেকে ১৬ আনা লাগাইবার জন্য। তবেই তুমি শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসবের অধিকারী হইবে, তখনই তোমার বিজয়ার বিজয়মাল্য লাভ হইবে, সিদ্ধি মিষ্টি ও আলিঙ্গন সার্থক হইবে।

কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়; শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যেমন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সমাজ ও দেশের কুসংস্কার ও ধর্ম্মবিক্রয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করাও তেমনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। যে সকল আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমাজের জীবনী শক্তি নষ্ট করিতেছে, দেশে দৈন্যদুঃখ আনয়ন করিতেছে, সেগুলি সবই দেশ ও সমাজের শত্রু। সে গুলির বিনাশ সাধন অগ্রেই করিতে হইবে। ধর্ম্মধ্বজী মায়ামৃগগণকে দলন করতে কিছুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ হইলে চলিবে না। স্বাস্থ্যকর অযৌক্তিক দেশাচার ও সামাজিক কুপ্রথা যাহা পিতৃ পিতামহরূপ মেঘের আড়াল থেকে আমাদের সামাজিক জীবনকে আঘাত করে দুর্ব্বল ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করে দাসত্ব, শূদ্রত্ব ঢুকিয়ে দিচ্ছে সেই ইন্দ্রজিৎ গুলির সঙ্গে অতি সাবধানে লড়াই করতে হবে। "যাহা বহুদিন হতে চলে এসেছে তাই চলুক" এই আলস্য কুম্ভকর্ণকেও সঙ্গে সঙ্গে নিধন করতে হবে। ধর্ম্মের নামে স্ত্রীজাতির উপর যে অমানুষিক, রাবণিক অত্যাচার সাধু সন্ন্যাসী ভেষধারী, কপট পাষণ্ডগণ দেশে বিদেশে, তীর্থক্ষেত্রে করিতেছে; গুরু

পুরোহিতরূপে, তীর্থের পাণ্ডারূপে, সাধুসন্তরূপে ছলেবলেকৌশলে পরধন হরণ বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে, খুন জখম ও পাশবিক অত্যাচার অনেক কমিয়া ফেলিয়াছে, দেবসেবার বৃত্তি ও সম্পত্তির রক্ষকরূপে যাহারা ঐ সমস্ত সাধারণের সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার ও নিজেদের ভোগ ও লালসা চরিতার্থে ব্যস্ত থাকিয়া দেবসম্পত্তির ভক্ষক হইয়াছে এবং সমস্ত জাতি গুলির বিদ্যা অর্থ, আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা সাধনা গ্রাস করিয়া সকলকে অস্পৃশ্য করিয়া নৈবেদ্যের মোণ্ডার মত নিজেদের উচ্চস্থানে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, সমাজের শত্রু এই সমস্ত রাবণ রাক্ষসের মূর্ত্তিমান অবতারগণকে কোন প্রকার দয়া মায়া, বিবেচনা না করিয়া সদলে শাসন করিতে হইবে।

বালিকাবিবাহ, অকালপ্রসব, বালবৈধব্য প্রভৃতির অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু হইতে দেশ ও সমাজকে রক্ষা ক'রো, পণ্ডিতমূর্খের শাস্ত্রোপদেশ ও রৌপ্যখণ্ডের বিনিময়ে ব্যবস্থাগ্রহণরূপ নাগপাশের বন্ধন ছিন্ন ক'রো, অস্পৃশ্যতার শক্তিশেল হইতে প্রাণের ভাইগণকে রক্ষা ক'রো, ধর্ম্মব্যবসায়ী ও ধর্ম্মধ্বজী মায়ামৃগের পালকে সদলে দলন করিয়া জাতীয় জীবনকে সুস্থ ও সবল করিয়া তো'ল।

সকল বিষয়ে ও সর্ব্বকর্ম্মে পরমুখাপেক্ষিতা ও পরাধীনতা বর্জ্জন করিতে শি ক'রো। হঠাৎ পদস্খলিতাকে কলঙ্কিনীর অজুহাতে সমাজ বহিষ্কৃতা করি লজ্জাকর জীবন যাপনের প্রশ্রয় ও নিজেদের জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত ও পূ গন্ধময় করিয়া তুলিও না। যে অপরাধে তুমি একটা অবলা বিদ্যাবুদ্ধিহীনা সমাজে অচলা করিয়া সামাজিক জীবন কলুষিত করিতে চাও, তাহাপে অনেক গুরুতর মহাপাপের জনক তুমি নিজে। বিশ্বাস না হয় তোমার আ রাত্মাকে জিজ্ঞাসা করো ইহার সঠিক উত্তর পাইবে। সমাজে যদি তোমা স্থান থাকিতে পারে তবে তাহারই বা স্থান থাকিবে না কেন? ইহা অহল্যা উদ্ধার। এই সমস্ত দারুণ ক্ষত, এক একটা পচা ঘা থেকে সমা শরীরকে রক্ষা করতে হবে, তবেই ক্ষত্রিয় নামের সার্থকতা। প্রতিজ্ঞার দৃ কর্ত্তব্যে কঠোর ও সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হতে হ তবেই আমাদের "বিজয়ায়" অধিকার জন্মিবে।

আজ অস্বাস্থ্যকর-দেশাচার-রাক্ষস তার দশমাথা উত্তোলন করে সনাত ধর্ম্মের অস্থিমজ্জা চর্ব্বণ করিতেছে। পরমুখাপেক্ষিতা, পরাধীনতা এবং কুসং প্রভৃতি তাদের বিংশতি বাহু প্রসারিত করে, তথাকথিত স্মৃতিশাস্ত্রের দো

দিয়ে, কুড়ি রকম বা সহস্র রকম (কাহারো কাহারো মতে সহস্র বাহু রাবণও ছিল) বিষাক্ত অস্ত্র দিয়ে সমাজ দেহ জর্জ্জরিত করে ফেলেছে, দেশ মাতৃকার শতকরা ৭৫ জন পুত্র আমাদের ভাই, অস্পৃশ্যতার শক্তিশেলে হত চেতন অবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে, ধর্ম্মব্যবসায়ী বণিক্‌বৃত্তিপরায়ণ মায়ামৃগের দল উদর পূর্ত্তি করিবার ও স্বাধিকার বজায় রাখিবার জন্য আপাতমনোহর বাক্যচ্ছটায় তীক্ষ্ণধীগণের বুদ্ধিকেও মলিন করিয়া ফেলিয়াছে। খাদ্যসমস্যা, চিকিৎসা-সমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, অর্থসমস্যা, বিবাহ সমস্যা, সংসার সমস্যা, ধর্ম্ম সমস্যা, সব সমস্যা একত্র হয়ে শুধু মৃত্যু সংখ্যাই বৃদ্ধি করিতেছে। শূদ্রাচার দশাননকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে, পণপ্রথা রাক্ষসের মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিতে হইবে, কলির রাবণগণের তর্জ্জন গর্জ্জন বর্জ্জন করিয়ে নিরস্ত্র ক'রে রাখতে হবে, তবেই তোমার অপহৃত শক্তি—"আত্মশক্তি"র প্রতিষ্ঠা হইবে, মা জানকীকে ফিরিয়া পাইবে তখন তোমার বিজয়োৎসব—তার পূর্ব্বে নয়।

কায়স্থ জাতি সমাজরাবণ দেশাচারইন্দ্রজিৎ ও আলস্য-ঔদাসীন্য-কুম্ভকর্ণের সহিত যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এখনও তাহার পরিসমাপ্তি হইতে বিলম্ব আছে। ক্ষত্রিয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের মত, বীরের মত এযুদ্ধ জয় করিতে হইবে, করিতেই হইবে—অন্যথায় নিজেকেই ধ্বংশ হইতে হইবে। দুর্জ্জয়পুরুষকার আশ্রয় ক'রে, বীরের মত, পুরুষের মত দেশাচারের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরমুখাপেক্ষিতার বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ধর্ম্মব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে, ধর্ম্মধ্বজীর বিরুদ্ধে, নারীনির্য্যাতনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। হয় এই আহবে জয়লাভ করিয়া দেশে ও সমাজে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠা করিব না হয় এই যুদ্ধে মরিয়া অমর হইব এই সঙ্কল্প লইয়া যুদ্ধে নামিতে হইবে। এই যুদ্ধই আমাদের পূজার নির্ম্মাল্যনৈবেদ্য, এই যুদ্ধই আমাদের পূজার উৎসব আনন্দ, এই যুদ্ধই আমাদের পূজার ভক্ষ্যভোজ্য। নিম্নে দেশমাতৃকা জানকী, উর্দ্ধে নারায়ণ, রামচন্দ্র স্থির রেখে এই সমাজ যুদ্ধ—ধর্ম্মনৈতিক আহবে অগ্রে আমাদের জয়ী হইতে হইবে, তবেই আমরা ক্ষমতাদৃপ্তের শিবশক্তি "হরগৌরী" কেড়ে নিতে পারবো। তবেই আমাদের সিদ্ধি, মিষ্টিমুখ, ও প্রেমালিঙ্গন, এক কথায় বিজয়োৎসব। পারিবে কি কায়স্থসন্তান?

শ্রীসরলবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

বহরমপুরে কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার।

বিগত ৭ই শ্রাবণ রবিবার ৺পুলিন বিহারী সেন মহাশয়ের ভাগী শ্রীরবর্ত্তী বৈটকখানা বাড়ীতে বৈকাল ৫-৩০ টার সময়, বহরমপুর কায়স্থ-সভা উদ্যোগে স্থানীয় কায়স্থগণের একটী সাধারণ অধিবেশন হয়। দিনাজপুর রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বারেন্দ্র সভাপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা (নিমতিতা); কায়স্থ-সভা প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত, গণ্য মান্য কায়স্থ যোগদান করিয়াছিলেন। কয়েকজন ব্রাহ্মণও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজা কাসিমবাজারের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয় প্রথমে সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সভার মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ মহাশয় "স্বাগত কবিতা" পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের অনুমোদনে, শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল হাজরা ও ডাঃ বসন্তকুমার ভৌমিক মহাশয়ের সমর্থনে নিমতিতার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্রজেশচরণ মহাশয় একটী চিত্তাকর্ষক কবিতা পাঠ করেন।

পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশ দ্বারা কায়স্থ জাতির দ্বিজত্ব প্রতিপাদন করেন। ৺মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ন্যায়চূড়ামণি মহাশয় তাহার সমর্থন করেন। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয় উত্থাপন করেন—

"বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা আজ ২১ বৎসর যাবৎ কায়স্থ জাতির উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের আবশ্যকতা এবং যাঁহাদের বিবাহে কুশণ্ডিকা প্রচলন নাই তাঁহাদের বিবাহে কুশণ্ডিকা প্রচলন, ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ ও অন্নপিণ্ড এবং দশবিধ সংস্কারে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ প্রভৃতি কার্য্যের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। কায়স্থগণের দ্বিজত্বের দাবী অক্ষুন্ন রাখিয়া, ভবিষ্যতে বিচারালয়ের অশাস্ত্রীয় রায়ের প্রতিবিধান এবং বিশেষতঃ দ্বিজ সন্তানগণের উপনয়ন জনিত প্রত্যবায় নিবারণ কল্পে এই সভা অত্রত্য কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণে একান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সমাগত স্বজাতিবৃন্দকে কায়স্থ-সভার নির্দ্দেশানুযায়ী যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছেন।"

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, (দ)

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, (উ)

সমর্থক— শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরী, বি, এল, (ব)
,, রামকৃষ্ণ রায়, (ব)
,, চারুচন্দ্র মজুমদার, (ব)

প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সারগর্ভ, শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাপূর্ণ দুই ঘণ্টাব্যাপী ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমাগত সকল কায়স্থের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায় এবং সকলে একবাক্যে কায়স্থগণের উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নিজেই বিরুদ্ধতর্ক উত্থাপন করিয়া নিজেই তাহার উত্তর প্রদান করিতেছিলেন, এবং সভাতে কখনও হাস্যরোল, কখনও গম্ভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার বক্তৃতার সময় বিস্তীর্ণ দালানের সিঁড়িগুলি লোকে পরিপূর্ণ ও রাস্তার উপর বহুলোক দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার সুললিত, সরস বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। যথা—

এই সভা আগামী ১৪ই শ্রাবণ তারিখে (রবিবার) উপনয়নের দিন স্থির করিতেছেন এবং ঐ তারিখে কায়স্থ-সন্তানগণকে উপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বিজাচার পালন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন, (বঙ্গজ)

অনুমোদক—ডাঃ বসন্তকুমার ভৌমিক, (Asst. Surgeon) (ব)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়, (বঙ্গজ)
,, নৃত্যগোপাল সরকার (,,)

প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

এই প্রস্তাব অনুমোদন ও সমর্থন করিতে উঠিয়া ডাঃ বসন্তকুমার ভৌমিক এবং শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

এই সভা কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তাকল্পে প্রত্যেক সমর্থ কায়স্থকে স্বদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি মহাশয়।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয়।

সভাপতি মহাশয়কে ও বক্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

কায়স্থ-মহিলা-সভা।

১০ই শ্রাবণ তারিখে সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে একটী মহিলা-সভার আয়োজন হয়। মন্দির-চত্বরে পুরুষগণের স্থান হয় এবং দোতালায় স্ত্রীলোকগণের বসিবার ব্যবস্থা ছিল।

পণ্ডিত রামতারণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় (স্থানীয় রাণী আর্ণাকালির টোলের অধ্যাপক) কায়স্থগণের উপনয়ন বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করেন, দিনাজপুর-রাজ-পণ্ডিত মহাশয় তাহার খণ্ডন করিতে থাকেন; ক্রমে গোলযোগের সূচনা হয়। অতঃপর অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করেন এবং অনুমান দেড়ঘণ্টাকাল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বক্তৃতা করেন। সমাগত কায়স্থ পুরুষ ও মহিলাগণ কায়স্থের উপনয়ন অভাবে নিজেদের কতদূর নামিয়া যাইতে হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন। "বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের যুক্তিতর্ক আর কোন কায়স্থ মহিলা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

গোরাবাজারে কায়স্থ-সভা।

২২ই তারিখে গোরাবাজারে একটী সভা হয়। বহরমপুরের শ্রীযুক্ত শ্রীবন-বিহারী সেন মহাশয় এই সভার সভাপতি মনোনীত হন। স্থানীয় প্রায় সকল কায়স্থই এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন; কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ এই সভায় ছিলেন। স্থানীয় প্রধান এবং প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন, পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাহার জবাব দেন। অতঃপর অগ্নিহোত্রী মহাশয় একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া দেন। তিনি বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দেন ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতিবিদ্বেষ জন্য কায়স্থের পৈতা নয়, কায়স্থের আত্মসম্মান, জাতীয় মর্য্যাদা, সামাজিক উন্নতি ও স্বধর্ম্ম পালন জন্যই উপনয়নের আবশ্যকতা। শাস্ত্রযুক্তবক্তৃতাদি শুনিয়া শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাবু বলেন, স্বর্গ

পাবন ও আত্মোন্নতি করিবার জন্য কায়স্থগণের যদি আগ্রহ হইয়া থাকে, যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিতে পারেন এবং যতদূর শুনিলাম তাহাতে তাঁহাদের উপনয়ন গ্রহণের দাবী আছে দেখা যায়, এ সম্বন্ধে কাহারো বিরুদ্ধ মত থাকিলে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আহ্বান করিলে, কেহ বিরুদ্ধ মত প্রদান করেন নাই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া উপসংহারে বলেন, "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অষ্টম বার্ষিক বিরাট অধিবেশনে, আমি কায়স্থের পৈতার রীতিমত বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলাম, আমি ও আমার ২।৪ জন সহকারীর চেষ্টায় কায়স্থগণের পৈতা এস্থানে এযাবৎ হইতে পারে নাই—কিন্তু আজ সেই আমি স্বয়ং ৫৫ বৎসর বয়সে উপবীত গ্রহণ করিব স্থির করিয়াছি—তাহার কারণ তখন যাঁহারা কায়স্থের পৈতা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন যেরূপ ভাবে কায়স্থগণের উপনয়নের আবশ্যকতা প্রচারিত হইতেছে এবং অগ্নিহোত্রী মহাশয় যে ভাবে কায়স্থগণকে উপনয়ন গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা দেখাইয়া দিয়াছেন তাহাতে আর উপনয়ন গ্রহণ না করা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। আমি নিজকে সহস্রবার পাপী স্বীকার করি, কিন্তু বাপ দাদাকে পাপী করিয়া উপবীত গ্রহণ করিতে তখনও রাজী ছিলাম না, এখনও নাই।" অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও বক্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বিরুদ্ধান্দোলন।

৭ই শ্রাবণের সভার পর হইতেই বিরুদ্ধ দলের রীতিমত আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উপবীতগ্রহণকারীর পুরোহিত, রাধুনী বামুন, দেব সেবার ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণ-সমাজে অচল করিবার ভীতি প্রদর্শন করা হয়। পৈতা গ্রহণেচ্ছু ও পৈতাবিরোধী কায়স্থগণের মধ্যে তর্কাতর্কি, দলাদলি আরম্ভ হয়—এবং যাহার যেখানে প্রভাব তাহার দ্বারা পৈতা গ্রহণেচ্ছুকে নিবারণ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। স্থানান্তরবাসী আত্মীয় কুটুম্বগণের নিকট হইতে পৈতা গ্রহণ এত শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে না হয় এরূপ পত্রও আসিতে আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণগণের গুপ্তসভা ও বিরুদ্ধ কায়স্থ-ব্রাহ্মণগণের গুপ্তমন্ত্রণা-সভা পূরাদমে চলিতে থাকে, এবং পৈতা লইলে জাতিভ্রংশ হইবে, পিণ্ড পাওয়া যাইবে না, চণ্ডালত্বপ্রাপ্তি হইবে, মহাপাপ হইবে, ব্রাহ্মণের শাপ লাগিবে ইত্যাদি চক্রান্ত ব্রাহ্মণদ্বারা স্ত্রীলোকগণের নিকট চলিতে থাকে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ

রায় ও গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের আত্মীয় কুটুম্বগণকে হস্তগত করিয়া বিরুদ্ধ দল কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কায়স্থ শিষ্যগণ সদলবলে তাহাতে যোগদান করেন। যাহাতে ১৪ই তারিখে উপনয়ন-কেন্দ্র না হইতে পারে তাহার বিপুল আয়োজন চলিতে থাকে। এই বিরুদ্ধাচরণের ফলে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের একতা-প্রভাবে উপনয়ন-গ্রহণের উৎসাহ মন্দীভূত হইয়াছিল—সকলেই ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় সকলের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সকলের উৎসাহরক্ষার চেষ্টা করেন এবং সপ্তাহকাল প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এই বিরুদ্ধ আন্দোলনের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীবনবিহারী সেন মহাশয় অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে বলিলেন "যখন স্বীকার করিয়াছি পৈতা লইব নিশ্চয়ই লইব, কেহ অগ্রসর হইতে সাহসী না হইলেও আমি "শ্রীরাধাগোবিন্দের" চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়া অগ্রেই পৈতা গ্রহণ করিব। কথা দিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে ব্রহ্মহত্যা করা হয়। শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।" তৎপরে অগ্নিহোত্রী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া জানিলেন তিনিও অটল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া তাঁহার যাহা যাহা সন্দেহ ছিল সমস্ত নিরাকরণ করিয়া দিলে তিনিও অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে তাঁহার পিতৃব্যগণের পদানুসরণ করিবেন জানাইলেন। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার, শ্রীযুক্ত উমাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায় (মুননগর-রাজবংশীয়) এবং আরোও কয়েকজন ১৪ই তারিখে উপবীত লইতে স্থির রহিলেন, এই সব বাটীর বালক ও মহিলাবৃন্দেরও যথেষ্ট উৎসাহ বরাবরই ছিল। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয় পীড়িত থাকায় শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় সেন মহাশয় ইচ্ছা সত্ত্বেও পৈতা লইতে ঐ দিনে পারিবেন না জানাইয়াছিলেন, কিন্তু ১৪ই তারিখে যাহাতে পৈতার কেন্দ্র হয় তজ্জন্য তিনিও যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছেন। বিরুদ্ধবাদীগণ শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বাবু পৈতা লইবেন না এই গুজব তুলিয়া দিয়া সাধারণ কায়স্থগণকে দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "পৈতা আমরা লইবই—আপনারা আমাদের যেরূপ হীন করিয়া রাখিয়াছেন আমরা আর সে ভাবে থাকিতে প্রস্তুত নহি। যদি পৈতা না হয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিব, কিন্তু পৈতাবিহীন কায়স্থ হইয়া আর থাকিব না।"

মস্তকমুণ্ডন ও সংযম।

অদ্যই ১৩ই শ্রাবণ উপনয়ন-সংস্কারগ্রহণেচ্ছুগণের মস্তক-মুণ্ডন ও সংযমের দিন। দলে দলে বালক, যুবক, বৃদ্ধগণ মস্তক মুণ্ডন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে কাহারো কাহারো মুণ্ডনে আপত্তি থাকিলেও শেষে সকলেই মুণ্ডনের আবশ্যকতা অনুভব করেন। যুবকগণ শেষে যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দের সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই দেখিবার ও দেখাইবার বিষয়। মুণ্ডন কার্য্য শেষ হইতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল; তারপর সকলে একত্র হইয়া কলুষহরা গঙ্গাস্নান করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া সংযম করিয়া রহিলেন। কেহ যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ, কেহ দণ্ডসংগ্রহ, কেহ ফুল তুলসী ও কুশগুচ্ছ আহরণ, কেহ কদলী বৃক্ষ সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার একে একে সংগৃহীত হইয়া শ্রীমন্দিরে রক্ষিত হইতে লাগিল। সমগ্র বহরমপুরে এক অভিনব যজ্ঞের আয়োজন হইতে লাগিল। কায়স্থ-মহিলাগণ মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, দেশে এক নব উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল।

বিরুদ্ধ সভা।

১৩ই তারিখে বিরুদ্ধবাদীগণের এক সাধারণ সভা হয়। হিন্দু সাধারণকে এই সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা হয়, কয়েকজন কৌলীন্যাভিমানী ও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের শিষ্যগণই এই সভার উদ্যোগ করেন। নবদ্বীপ হইতে জনৈক পণ্ডিত ও কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি গুহ কাব্যতীর্থ মহাশয় আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সভাপতি হন, শ্রীযুক্ত রামতারণ স্মৃতিতীর্থ, নবদ্বীপের একজন পণ্ডিত ও আরোও কয়েকজন পণ্ডিত বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত গীষ্পতি গুহ কাব্যতীর্থ মহাশয় বহুক্ষণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় ১।২৫ জনের বেশী কায়স্থ ছিলেন না, বাকী সবই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতি।

বক্তাগণের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে নানা প্রশ্ন হইতেছিল—কায়স্থ কোন্ বর্ণান্তর্গত? এই প্রশ্নের উত্তর বক্তাগণের মধ্যে কেহই দিতে পারেন নাই। বক্তাগণ কায়স্থের উপনয়ন হইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে কোন সদুত্তর না দিয়া যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিবেন ও যাঁহারা উপনয়ন প্রচার করিতেছেন অকারণ তাঁহাদের গালিগালাজ দিয়াছিলেন, "সয়তান" বলিয়াছিলেন

ইত্যাদি। কেহ বলেন কায়স্থ ক্ষত্রিয়ও বটে শূদ্রও বটে, কেহ বলেন শূ
হইলেও পৈতার অধিকার নাই, কেহ বলেন পঞ্চম বর্ণ, কেহ বলেন
মৌলিক জাতি, শূদ্রও নয় ক্ষত্রিয়ও নয়, এইরূপ হাস্যকর প্রহসন চলি
বক্তাগণ ও সভাপতি মহাশয় পরস্পর একমত ছিলেন না। সুতরাং
কি বর্ণ কিম্বা তাহাদের পৈতা সম্বন্ধেও কোন সিদ্ধান্ত এই সভায় হয়
পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ যখন শ্রোতৃমণ্ডলী কায়স্থের দ্বিজত্ব ও উপনয়ন গ্রহণ
সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না তখন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় এম, এ, বি,
মহাশয় সভাপতি চূড়ামণি মহাশয়কেই সেই প্রশ্ন করেন। চূড়ামণি ম
বলিলেন, "ও সব কথা শাস্ত্র না দেখিলে বলিতে পারি না।" এই কথা
অনেকে হাসিয়া উঠেন, এবং অধিকাংশ কায়স্থই বলিয়া উঠেন তবে
এই বুঝিলাম অদ্যকার সভায় কায়স্থগণের দ্বিজত্ব ও উপনয়ন গ্রহণ হইতে
কিনা এই দুই বিষয়ে কোনই মীমাংসা হইল না। আসল কথা
১৪ই শ্রাবণের উপনয়নকেন্দ্র পণ্ড হয় তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য: চূ
মহাশয় বলেন—আপনারা তাই বুঝুন।

গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে উঠিলে তাঁহারা
আপনি বসুন, আপনার নিকট কোন শাস্ত্রতত্ত্ব শুনিতে চাহি না। যখন
চূড়ামণি মহাশয় আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না, তখন আপ
দিবেন। কায়স্থ শূদ্রও বটে, ক্ষত্রিয়ও বটে, একটা মৌলিক জাতি এ তত্ত্ব
নাতেই থাকুক; বলিয়া অধিকাংশ কায়স্থ সভাস্থল ত্যাগ করেন।
৮।১০ জন কায়স্থ ও সাধারণ জাতি লইয়া অতঃপর সভার আলোচনা
সভার পরিসমাপ্তি হয়।

ঐদিন উপনয়ন-গ্রহণেচ্ছুগণের সংযমের দিন ছিল, এ কারণ অগ্নি
মহাশয় ঐ বিরুদ্ধ নানা জাতির সভায় নানা অপ্রিয় আলোচনার মধ্যে
আশঙ্কা করিয়া ঐ সভায় মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মচারিবৃন্দের যোগদান সমীচীন
করেন নাই। সংযমের দিন স্থির ও ধীরভাবে পরবর্ত্তী দিবসে যে পবিত্র
ব্রতী হইতে হইবে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, কায়, মন, বাক্য শুদ্ধি
হয়—নানা জাতির সংসর্গ—নানা কথার আলোচনা—কায়, মন,
অসংযম এদিনে সর্ব্বথাই পরিত্যাজ্য। অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের এই
সকলেই সমর্থন করেন, সুতরাং সংস্কার-গ্রহণেচ্ছু কেহই এ সভায়
করেন নাই।

সভার প্রারম্ভে অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে লইয়া যাইতে সভার উদ্যোগিগণের
কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমি ব্রহ্মচারিবৃন্দকে লইয়াই
আছি। বিশেষতঃ আপনারা সর্ব্বজাতির সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া
কায়স্থ জাতির উপনয়ন আলোচনা করিতে চান ইহা আমি সমর্থন
না। সভাসমিতির নিয়মানুসারে সভাপতি হওয়া উচিত, আপনারা
সভাপতি করিতেছেন, তিনি কায়স্থগণের পৈতার বিরোধী,
প্রথমে সভাপতি-বরণেই গোলমাল হইবে। দ্বিতীয়তঃ কোন
উত্থাপিত হইলে তাহার গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবার অধিকার
আছে—সেরূপ স্থলে ভোটই গ্রাহ্য। কায়স্থজাতি সম্বন্ধে অপর জাতির
অধিকার আমি স্বীকার করি না, এবং কায়স্থ-সভার প্রতিনিধিরূপেও এরূপ
সভায় কায়স্থ-সভার মত না জানিয়া যোগদান করিতে পারি না। আপ-
শুধু কায়স্থগণকে লইয়া যদি সভা করেন, আমি অতি আনন্দের সহিত
তে প্রস্তুত আছি। অবশ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইচ্ছা করিলে সে সভায় যোগদান
করিতে পারেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

অতঃপর তাঁহারা চলিয়া যান।

প্রায়শ্চিত্ত-স্নান ও গোগ্রাস।

পরদিন প্রাতে মহাসমারোহে উপনয়ন-কেন্দ্রের কার্য্য আরম্ভ হইল। উপ-
সতত উৎসাহী, নিমতিতার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয়
পুরোহিত ও সভাপণ্ডিত সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র
মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন। তখন মুণ্ডিতমস্তক
চারিবৃন্দকে একত্র করিয়া অগ্নিহোত্রী মহাশয় এবং মহেন্দ্র বাবু ও সেন বাবু-
পুরোহিতদ্বয় গঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পণ্ডিত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন
উপনয়ন-যজ্ঞের আয়োজনে নিযুক্ত রহিলেন। যখন সদলবলে সেই
মস্তক কায়স্থ-সন্তানগণ নবোৎসাহে প্রায়শ্চিত্ত-স্নান করিবার জন্য গঙ্গাভি-
গমন করেন, তখন রাস্তায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল, পুরনারীগণ এই
কায়স্থ-জাগরণ দেখিবার জন্য গৃহের ছাদ ও জানালায় সমবেত হইয়া-
। ভাগীরথীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া সকলে সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে
গঙ্গাবারিস্পর্শ করিয়া অবগাহন করেন—পুরোহিতগণ তীর হইতে মন্ত্র
বলিয়া দিতেছিলেন। সেই সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ, সেই সমবেত ধনী

দরিদ্র নির্ব্বিশেষে একত্র স্নান—সেই সমবেত হৃদয়ের একীভূত জাতীয় আন এক অনন্ত আকাশের নীচে, দিগন্তব্যাপৃত সহস্রকিরণের মধ্যে, 'বিষ্ণু সম্ভূতা" "ত্রিপুরারি-শিবজটাবিহারিণী" "সপ্তপাপসংহন্ত্রী" মন্দাকিনীর জ জলতরঙ্গে কি ভাবে মিশিয়া ছিল, যাঁহারা তাহা দেখিবার সুযোগ পান ভাবার সম্পদ্ সাহায্যে সে ভাবের সম্পদ্ তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা।

সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সকলের স্নান কার্য্য শেষ হইল সমবেত ভাবে সকলে গোগ্রাস গ্রহণ করিলেন—সেই পবিত্র গঙ্গাতীরে এ সকলে গোমাতার পূজা করিলেন। নতজানু হইয়া সকলে মস্তকে বংশ দূর্ব্বাগুচ্ছ ধারণ করিয়া গোগ্রাস দিলেন। সকলে সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ ক করিতে প্রণাম করিয়া দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রাস্তার বা সমবেত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন।

সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন,—সিক্তবস্ত্র ত্যাগ করিয়া ও গৈরিক পরিধান করিয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির।

এই জাগ্রত দেবমন্দিরের প্রাঙ্গণে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছিল; সকলে দিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় সকলের কপাল করিয়া চন্দন লেপন করিয়া দিলেন। বালক-যুবক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে অর্দ্ধশ কায়স্থ সন্তান মুণ্ডিতমস্তকে গৈরিকবাসে চন্দন-লেপিত ললাটে স্ব স্ব যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভারের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভ, চন্দন-গন্ধ ঘনাঘাত যজ্ঞীয় ধূমে শ্রীমন্দির পরিপূরিত হইল। মঙ্গল উলুধ্বনি সমবেত কণ্ঠের বেদমন্ত্রধ্বনিতে মিলিত হইল। সে দৃশ্য কি রম! কত চিত্তাকর্ষক। বহরমপুরের ইতিহাসে ১৭ই শ্রাবণ একটী চির দিন হইয়া রহিল—বহরমপুর আজ পবিত্র প্রয়াগতীর্থে পরিণত।

যথারীতি আচার্য্য, সদস্য, ঋত্বিক্ ও হোতা বরণ করা হইল। ক্ষত্রি করিয়া যজ্ঞরক্ষার ভার অর্পিত হইল। সমাগত অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও বৃন্দকে যথারীতি বরণ দেওয়া হইয়াছিল। সকলের আগ্রহাতিশয্যে ম মহাশয়কে ক্ষত্রিয়-বরণ করা হয়। নিমন্ত্রিতার স্বনামধন্য মহেন্দ্র বাবু উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞ পরিদর্শন করেন। পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরা উপনয়নের প্রক্রিয়া গুলি বলিয়া দিতেছিলেন। পুরোহিত মহাশয়

আবৃত্তি করিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। এক সঙ্গে অতগুলি কায়স্থ সন্তানকে একত্র একজনের মন্ত্র বলিয়া দেওয়ায় অসুবিধা হওয়ায় অগ্নিহোত্রী মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে মন্ত্রগুলি বলিয়া দিতেছিলেন—তাঁহার মন্ত্রোচ্চারণ এত সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছিল যে সকলে তাঁহার মন্ত্র আবৃত্তি শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথারীতি বসুধারা ও ভোজ্যোৎসর্গ শেষ হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হইল—বেদমন্ত্র সহযোগে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি আরম্ভ হইল; মাণবক ও আচার্য্যের মন্ত্র পঠিত হইল, মৃগচর্ম্মসংবদ্ধ কুশমেখলা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সকলে ধারণ করিলেন। অতঃপর যজ্ঞসূত্র ধারণ ও ব্রহ্মগায়ত্রী গ্রহণ করিয়া সকলে জপ করিলেন—দণ্ডধারণ ও জল গ্রহণ করিয়া—ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ শেষ হইল। শান্তির জল লইয়া, যজ্ঞের তিলক কপালে ধারণ করিয়া সকলে ভিক্ষার্থে বহির্গত হইলেন। তখন বেলা ৫টা বাজিয়াছে।

দণ্ড-বিসর্জ্জন।

খোল করতাল সংযোগে শ্রীহরিনাম গান করিতে করিতে সেই মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকধারী ব্রহ্মচারিবৃন্দ ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন, সে দৃশ্য দেখিতে রাজ-পথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। খোল করতালের আওয়াজ, মঙ্গলশঙ্খধ্বনি ও পুরমহিলাগণের উলুধ্বনিতে সমগ্র পল্লীটী মুখরিত হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে শ্রীঅগ্নিহোত্রী মহাশয় "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" রবে সকলের হর্ষ উৎপাদন করিতেছিলেন, অমনি সমবেত কণ্ঠে বায়ত্রয় "বন্দে শ্রীচিত্রগুপ্তম্" ধ্বনিত হইতে-ছিল। সহর প্রদক্ষিণ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া সকলে ভাগীরথীতীরে সমবেত হন, তথায় সকলে সেই পুণ্যসলিলে যথারীতি দণ্ড বিসর্জ্জন করেন। সেই পুণ্যতোয়া গঙ্গাতীরে সকলে সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিভরে গায়ত্রীমন্ত্র জপ, শ্রীসূর্য্য নারায়ণকে অঞ্জলি-পুরিত গঙ্গাজলে বারত্রয় অর্ঘদান ও প্রণাম করিয়াছিলেন, পরে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বহন করিয়া শ্রীহরিনাম করিতে করিতে পুনরায় মন্দিরে সমবেত হন। অতঃপর সকলকার ফটো লওয়া হয়। তৎপরে সকলে সেই যজ্ঞচত্বরে একত্র আসীন হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রসাদ পাইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করেন।

উপবীতীগণের সভা।

পরদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে উপবীতী কায়স্থগণের এক সভা হয়, ঐ সব বাটীর পুরমহিলাগণও এই সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী

মহাশয় দ্বিজাচার ও উপবীতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন ; সন্ধ্যার পর রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এই সভা চলিয়াছিল। সন্ধ্যা বন্দনা, গায়ত্রীজপ, পৈতা গ্রন্থি, পৈতা ধারণ, এবং দশবিধ সংস্কারাদি কি ভাবে করিতে হইবে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

গীতা-পাঠ।

মহিলাবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে অগ্নিহোত্রী মহাশয় কয়েক দিন শ্রীগীতাপাঠ করেন। মূল সংস্কৃত পাঠ করিয়া তৎপরে বাঙ্গলা কবিতা পাঠ করিতেন, এবং তাহার পর বহু দৃষ্টান্ত ও উপাখ্যান সাহায্যে তৎতৎ বিষয়গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯।১০টা পর্য্যন্ত দুই অধ্যায় করিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। শ্রোতৃবৃন্দের এই সময়টুকু পরমানন্দে অতিবাহিত হইত।

আলোচনা।

সকালে ও বৈকালে বালক ও যুবকগণকে একত্র করিয়া প্রচারক মহাশয় তাহাদের প্রত্যেককে সন্ধ্যা উপাসনার উপদেশ দিতেন। নানা স্থানের কায়স্থবৃন্দের রীতিনীতি আচার ব্যবহার বর্ণনা করিতেন। সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং স্বজাতিপ্রীতি আত্ম-সম্মান, জাতীয় মর্য্যাদা সম্বন্ধে এবং পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কায়স্থ তথ্যগুলি গল্পচ্ছলে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন—ছোট ছোট বালক বালিকা পর্য্যন্ত তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না।

ছাত্র-প্রচারক।

শ্রীমান্ কৃষ্ণগোপাল সেনবর্ম্মা ও শ্রীমান্ মদনগোপাল সেনবর্ম্মা বালকদ্বয়ে প্রচারক মহাশয় এতদঞ্চলের ছাত্র-প্রচারক করিয়া আসিয়াছেন, আশা করা যায় তাহারা কালে উপযুক্ত প্রচারকে পরিণত হইয়া দেশের ও জাতির সেবা করিবে—কায়স্থ জাতির বিলুপ্ত সম্মান উদ্ধারের সহায়তা করিতে পারিবে।

মহিলা-প্রচারক।

বহরমপুরের কতকগুলি মহিলা-প্রচারক হইয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্যে বহরমপুর মধ্যে কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রচার বহরমপুরে এবং তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বস্থলে ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়াছে। বহরমপুরে বিরুদ্ধ কায়স্থ আন্দোলনের ফল ইহাদের সাহায্যে কিছুমাত্র প্রসারিত হইতে পারে নাই। সকল স্থানে এইরূপ মহিলাসঙ্ঘের সাহায্যে প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়—কায়স্থের উপনয়ন এখন শুধু পুরুষগণের আলোচনা

বিষয় নহে, উহা মহিলাবৃন্দের ও আলোচনার বিষয় করিয়া দিতে হইবে। এখান কার কয়েকজন মহিলা প্রচারকের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

মহিলা-কায়স্থ-সমিতি।

(১) শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, (২) কমলবাসিনী দেবী, (৩) বিদ্যুল্লতা দেবী [ক], (৪) শৈলবালা দেবী [ক], (৫) সরযূবালা দেবী [ক], (৬) কল্পনা-কালী দেবী, (৭) বরদাসুন্দরী দেবী, (৮) সুশীলাবালা দেবী, (৯) প্রতিভাময়ী দেবী, (১০) লতিকা দেবী, (১১) নিরুপমা সরকার, (১২) প্রসূনকুমারী রায় চৌধুরী, (১৩) ইন্দুরেখা রায় চৌধুরী, (১৪) সুশীলাসুন্দরী দেবী, (১৫) সরযূ-বালা দেবী [খ], (১৬) সুশীলমোহিনী দেবী, (১৭) শৈলবালা দেবী [খ], (১৮) স্নেহময়ী বসু, (১৯) জগৎতারিণী দেবী, (২০) ফুলকুমারী দেবী, (২১) কুসুমকুমারী দেবী, (২২) রসমঞ্জরী দেবী, (২৩) সুধামুখী দেবী, (২৪) অচলা দেবী, (২৫) বিদ্যুৎলতা দেবী [খ], (২৬) কুমারী শৈবলিনী, (২৭) সুবাসিনী বসু, (২৮) মণিমালা বসু।

বহরমপুর-উপনয়নকেন্দ্র

(শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণ—১৩২৯ সাল, ১৪ই শ্রাবণ)

উপনীত কায়স্থগণের নাম।

টাকী শ্রীপুর।

১ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রায়,
২ „ রমেন্দ্রনাথ রায়

নূরনগর।

৩ „ নৃপেন্দ্রনাথ রায়, (নূরনগর-রাজবংশ)
৪ „ রবীন্দ্রনাথ রায় ঐ
৫ „ বিনয়েন্দ্রনাথ রায় ঐ
৬ „ সরোজেন্দ্রনাথ রায় ঐ

বহরমপুর।

৭ „ বিষ্ণুচরণ সেন, জমিদার
৮ „ নিতাইচরণ সেন, ঐ
৯ „ অম্বিকাচরণ সেন ঐ
১০ শ্রীযুক্ত ব্রজেশচরণ সেন জমিদার
১১ „ গৌরীচরণ সেন ঐ
১২ „ কৃষ্ণগোপাল সেন ঐ
১৩ „ শ্রীবনবিহারী সেন ঐ
১৪ „ গোপিকারঞ্জন সেন ঐ
১৫ „ চিত্তরঞ্জন সেন ঐ
১৬ „ বেণুমোহন সেন ঐ
১৭ „ যোগেশচরণ সেন ঐ
১৮ „ গৌরকিশোর সেন
১৯ „ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সেন
২০ „ ব্রজগোপাল সেন
২১ „ রাধিকাচরণ ঘোষ (উঃ রাঃ)
২২ „ নিরঞ্জনকুমার ঘোষ ঐ

২৩ শ্রীযুক্ত ব্রজেশচরণ ঘোষ (উঃ রাঃ)
২৪ „ নৃত্যগোপাল মজুমদার (বাঃ)
২৫ „ যদুনাথ বিশ্বাস (বঃ)
২৬ „ শরৎচন্দ্র রায় (বাঃ)
২৭ „ মনীগোপাল রায় ঐ
২৮ „ মোহিনীমোহন দত্ত (বঃ)
২৯ „ ফণিভূষণ দত্ত ঐ
৩০ „ লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ ঐ
৩১ „ ধরনীধর সরকার (উঃ রাঃ)
জলঙ্গি—বহরমপুর।
৩২ „ বিজয়ভূষণ মজুমদার (উঃ রাঃ)
৩৩ „ বিনয়ভূষণ মজুমদার ঐ
পুঁড়া, বসিরহাট সবডিভিসান,
২৪ পরগণা।
৩৪ „ নিকুঞ্জবিহারী সরকার
৩৫ „ নৃত্যগোপাল সরকার
৩৬ „ লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার
৩৭ „ রামদাস সরকার (ডাঃ)
৩৮ „ কিশোরীগোপাল সরকার
৩৯ „ মুরলীগোপাল সরকার
৪০ „ বিজয়গোপাল সরকার
৪১ „ বংশীগোপাল সরকার
৪২ „ মদনগোপাল সরকার
৪৩ „ নীলরতন সরকার (ডাঃ)
৪৪ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সরকার (কবিরাজ)
৪৫ „ সুরেন্দ্রমোহন সরকার
৪৬ „ জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার
৪৭ „ নরেন্দ্রমোহন সরকার (ডাঃ)
শিবহাটি, বসিরহাট সভডিভিসান
২৪ পরগণা।
৪৮ „ নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
বেদান্তবিনোদ বিদ্যানিধি
৪৯ „ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী
৫০ „ অমরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী
মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।
৫১ „ উমাচরণ বসু
৫২ „ সরোজকুমার বসু
৫৩ „ নলিনীকুমার বসু
৫৪ „ ধীরেন্দ্রনাথ রায়
ঢাকী।
৫৫ „ সতীশচন্দ্র বসু
৫৬ „ বিজয়কৃষ্ণ বসু
বেঁওকাঠী।
৫৭ „ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (ঐ)
৫৮ „ প্রতুলচন্দ্র ঘোষ ঐ
বালুচর, জিয়াগঞ্জ।
৫৯ „ দেবেন্দ্রনাথ শিকদার (ঃ

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ বসুবর্ম্মা।

কায়স্থ-পত্রিকা

কার্ত্তিক ১৩২৯] [২১ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের সাক্ষ্য।*

বঙ্গের চারি শ্রেণীর কায়স্থই তাঁহাদিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থে চিত্রগুপ্তের বংশ-জাত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং আমরাও বরাবর চিত্রগুপ্ত-বংশজাত কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। সুতরাং চিত্রগুপ্তের পরিচয় সর্ব্বাগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। দেবী-পুরাণে (৩৯ অধ্যায়ে) দেখা যায় ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেব-ক্ষত্রিয়গণের সহিত চিত্রগুপ্ত একত্র বলাসুরের সহিত যুদ্ধে সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উক্ত পুরাণে চিত্রগুপ্তের এইরূপ পরিচয় আছে—

* অল্পদিন হইল পাবনা জজকোর্টে নবদ্বীপচন্দ্র রায় দি০ বনাম বিজয়চন্দ্র রায় দি ৫০ হাজার টাকা দাবীতে পাপরে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

আরজীতে প্রকা—'কায়স্থ-আখ্যাধারী শূদ্র জাতীয়ের ঔরসে অন্যের বিনাসংস্রবে রক্ষিতা বেশ্যার গর্ভজাত পুত্র (হাইকোর্টের নূতন নজীর অনুসারে?) উক্ত জন্মদাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাইবার হকদার।' প্রতিবাদী আপনার পৈতৃক দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষার জন্য কায়স্থ সমাজের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সাক্ষী মান্য করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বিশেষ পীড়িত থাকায় কমিসনদ্বারা তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া হয়। গত ২৬ জুলাই হইতে ৩০ জুলাই পর্য্যন্ত দুই বেলা প্রত্যহ ৫।৬ ঘণ্টা তিনি স্বজাতির সম্মানরক্ষার জন্য অতিকষ্টে যে সাক্ষ্য দান করেন, তাহাতে একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিবাদীর পক্ষে ১১টী এবং বাদীর পক্ষে জেরায় ৫৫টী প্রশ্ন ছিল। তন্মধ্যে জেরার ১ম প্রশ্নে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব যে উত্তর দিয়াছিলেন, কেবলমাত্র সেই অংশ উপস্থিত প্রকাশিত হওয়ায় বাদিনী মোকদ্দমা মিটাইয়া লইয়াছে।

[কা—প—স।]

"আরূঢ়শ্চিত্রগুপ্তশ্চ কালকেতু-সমন্বিতঃ।

কৃতান্তো নিষ্ঠুর ইব বজ্রদণ্ডো মহাবলঃ ॥" (দেবীপুরাণে ত

শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিতে (১৪শ সর্গে) দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় ইন্দ্রা দেবগণের সহিত চিত্রগুপ্ত দেব-ক্ষত্রিয়রূপে উপস্থিত ছিলেন। তর্পণমন্ত্রে চিত্র একতম যম স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অধিকাংশ প্রাচীন পুরাণেই চিত্র যমের সহকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে ও বৃহদারণ্য উপনিষদে এইরূপ দেব-ক্ষত্রিয়গণের পরিচয় আছে—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ

তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবতা ক্ষত্রানীন্দ্রো

বরুণঃ সোমঃ রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি।"

উদ্ধৃত শ্রুতির প্রমাণে চিত্রগুপ্ত দেব-ক্ষত্রিয় হইতেছেন। গরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

"বায়ু সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজো বিবৃদ্ধিমান্।

ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টশ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ ॥

সৃষ্টৈবমাদিকং সর্ব্বস্তপস্তেপে তু পদ্মজঃ ॥"

উদ্ধৃত পুরাণ-বচনানুসারে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত দেবীপুরাণ ও শ্রুতির বচন এক আলোচনা করিলে ধর্ম্মরাজ যমের সহজন্মা চিত্রগুপ্ত নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয় হইতে ছেন। ব্রাহ্মণপ্রবর, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থা-দর্পণে চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এবং কায়স্থজাতিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ পুরাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে-

"ভবান্ ক্ষত্রিয়বর্ণশ্চ সমস্থান-সমুদ্ভবাৎ।
কায়স্থো ক্ষত্রিয়ঃ খ্যাতো ভবান্ ভুবি বিরাজতে ॥
তদ্বংশসম্ভবা যে বৈ তেঽপি ত্বৎসমতাং গতাঃ।
তেষাং লেখ্যাদি বৃত্তিশ্চ ক্ষত্রিয়ারস্তৎপরাঃ ॥
সংস্কারাদীনি কর্ম্মাণি যানি ক্ষত্রিয়জাতিষু।
তানি সর্ব্বাণি কার্য্যাণি মদাজ্ঞাবশলক্ষিতাঃ ॥
উক্ত্বা প্রজাপতিরিদং তত্রৈবান্তর্দধে বিভুঃ।
এবমুক্তশ্চিত্রগুপ্ত প্রসন্নহৃদয়ো ঽভবৎ ॥" *

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে এইরূপ বচন পাওয়া যায় :—

"ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম-যৎ।

তৎ করিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালন-কর্ম্মণি ॥

* Vide—Vyavastha Darpana, 3rd Vol, Part I, p. 664. (3rd edition)

নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্ত সধর্ম্মোঽস্ত ভবিষ্যতি।

উপজীব্যং ভবেদন্তে লেখ্যং রাজন্য সত্তমে ॥"

(মদ্রচিত কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ৩য় সংস্করণ ১৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

শুক্রনীতি ২য় অধ্যায় ৪২০ শ্লোকে এইরূপ পাওয়া যায় :—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।

শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥"

উক্ত শ্লোকে ব্রাহ্মণ গ্রামপতি, তাঁহার লেখক বা সেক্রেটারী কায়স্থ, মাশুল আদায়কারী বৈশ্য এবং পাইক বা দ্বারবানের কার্য্যে শূদ্র নিযুক্ত হইতেন। উক্ত শ্লোকানুসারে কায়স্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন বর্ণ হইতেছেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ, এতদ্ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই। সুতরাং শুক্রনীতির বচনানুসারে কায়স্থ নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতেছেন। (মহারাজ তুকাজিরাও হোলকর বাহাদুরের আদেশে রামচন্দ্র গোবিন্দ শাস্ত্রীর অনুবাদ সহ প্রকাশিত যে "শুক্রনীতি" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ১০২ পৃষ্ঠায় উক্ত শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে।) সুতরাং কায়স্থ যে নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বাঙ্গালার চারিশ্রেণীর কায়স্থ যে চিত্রগুপ্তের বংশধর পুরাণ ও কুলগ্রন্থ হইতে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

যথা ভবিষ্যপুরাণে—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।

গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভটনাগরসেনকাঃ ॥

অহিষ্ঠানা [illegible] বাস্তব্যা শকসেনাস্তথৈব চ।

কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অষ্টৌতা নরাধিপ ॥

পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥

ভূয়স্তান্ বোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমম্।

পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনম্।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঞ্চ সর্ব্বদাতিথি সেবনম্।

প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিলোচনম্।

কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ স্বর্গস্ত কাম্যয়া ॥"

(স্বর্গীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি রচিত বাচস্পত্য-অভিধানে "কায়স্থ" শব্দে উদ্ধৃত পুরাণ-বচন)

কায়স্থ-সভার সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় শ্রীবাসুদেব শাস্ত্রী ও মহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি-প্রমুখ কাশীস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিত ১৯৩০ সম্বতে কাশী হইতে যে ব্যবস্থা-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আদ্য কামধেনু উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণীয় বচনে এইরূপ চিত্রগুপ্তবংশের পরিচয় হইয়াছে—

"চিত্রগুপ্তস্ততো যাতো ধর্ম্মরাজেন সংগতঃ।
একস্মিন্নেব কালেতু ধর্ম্মশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ॥
অপত্যার্থে চ ধাতারমারাধ্যমভজত্তদা।
পরমেষ্ঠিপ্রসাদেন লব্ধা কন্যামিরাবতীম্॥
চিত্রগুপ্তায় তাং দত্ত্বা বিবাহমকরোত্তদা।
চিত্রগুপ্তেন সা কন্যা চাষ্টৌ পুত্রানজীজনৎ॥
চারুস্তুচারুশ্চিত্রাখ্যো মতিমান্ হিমবাংস্তথা।
চিত্রশ্চারুশ্চারুনশ্চষষ্ঠমোঽতীন্দ্রিয়স্তথা॥
দ্বিতীয়া দেব-কল্পেব দক্ষিণা যা বিবাহিতা।
তস্যাঃ পুত্রাশ্চ চত্বারস্তেষাং নামানি বৈ শৃণু॥
ভানুস্তথা বিভানুশ্চ বিশ্বভানুশ্চ বীর্য্যবান্।
পুত্রা দ্বাদশ বিখ্যাতা বিচেরুস্তে মহীতলে॥
মথুরায়াং গতশ্চারু মাথুরত্বমিতো গতঃ।
সুচারু গৌড়দেশে তু তেন গৌড়োঽভবন্নৃপ॥
ভট্টনদ্যাং গতশ্চিত্রো ভট্টনাগরিক স্মৃতঃ।
শ্রীবাসনগরে ভানুস্তস্মাচ্ছ্রীবাস্তসংজ্ঞকঃ॥
অম্বামারাধ্য হিমবান্ তেনাম্বষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ।
সভার্য্যো মতিমান্ গত্বা শকসেনত্বমাগতঃ॥
শূরসেনং বিভানুশ্চ তেন সূর্য্যধ্বজঃ স্মৃতঃ।"

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে, উক্ত কুলগ্রন্থে পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ড-বচনে এবং চিত্রগুপ্তের পূজা-পদ্ধতি মধ্যে গৌড়, ভটনাগর, শকসেন, অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব, ঐষ্টান, করণ, সূর্য্যধ্বজ, বাল্মীক, ও নিগম চিত্রগুপ্তজ এই দ্বাদশ শ্রেণীর কায়স্থের নাম পাওয়া যায়। এই শ্রেণী হইতেই আবার একবিংশতি প্রকার কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছিল। পাতালখণ্ডীয় বচনে এই একুশ শাখাপ্রবর্ত্তক কায়স্থের নাম এইরূপ হইয়াছে—

১। সূর্য্যধ্বজ, ২। চন্দ্রহাস, ৩। শূরীচন্দ্রার্ক, ৪। চন্দ্রসেন, ৫। রবিদাস, ৬। রবিরত্ন, ৭। রবিধীর, ৮। রবিপূজক, ৯। গম্ভীর, ১০। প্রভু, ১১ বল্লভ, ১২। উদারহাস রবি, ১৩। মধুমান্, ১৪। ভট্ট, ১৫। সুভট্ট, ১৬। শ্রীগৌড়, ১৭। রাজধানা, ১৮। আনন্দ, ১৯। সত্রম, ২০। বিশ্বাস, ২১। পঙ্কজধ্বজ।

(মূল বচন মদ্‌রচিত কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় গ্রন্থে ২৯ হইতে ৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বচনগুলি অধুনা মুদ্রিত পদ্মপুরাণে না পাওয়ায় এক সময়ে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনার ফলে বুঝিয়াছি, বর্ণ নির্ণয়ের ১৮ হইতে ৩৩ পৃষ্ঠায় যে সকল পুরাণ-বচন প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা বাস্তবিক উৎক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। যথা,—মুদ্রিত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে অনুক্রমণিকার মধ্যে ব্যাসদেব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—

"কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং গয়াব্যাখ্যানমেব চ।"

অর্থাৎ এই উত্তরখণ্ডে অপরাপর বিবরণের সহিত কায়স্থদিগের সম্যক্ উৎপত্তি বিবরণ ও গয়ার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উপক্রমে এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিলেও মুদ্রিত পদ্মপুরাণসমূহে যথাস্থলে ঐ বিবরণ আদৌ মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু দিল্লীর দরবারে জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়ে সঙ্কলিত 'বয়ান-ই-কায়স্থ' নামক পারসীগ্রন্থে [যাহার একখণ্ড হস্তলিপি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুস্তকালয়ে অদ্যাপি রক্ষিত আছে, তাহাতে] উক্ত পাতালখণ্ডীয় বচনগুলির অনুবাদ আছে। ইহাছাড়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থদিগের কুলগ্রন্থে এবং কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণীয় বচন বলিয়া গৃহীত হওয়ায় এক্ষণে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হইতেছে।)

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ কুলগ্রন্থের মত বঙ্গদেশের উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলগ্রন্থে চিত্রগুপ্ত-বংশের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"চিত্রগুপ্তঃ ক্রিয়োপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পূজ্যতে।
সেনী পুত্রাষ্টক পৃথ্বাং সর্ব্বসম্পত্তিসংযুতাঃ॥
গৌড়াখ্যো মাথুরশ্চৈব শকসেন-ভটনাগরাঃ।
অম্বষ্ঠশ্চ শ্রীবাস্তব্যঃ কর্ণোপকর্ণ উচ্যতে॥"

কুলাচার্য্য পঞ্চাননের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুল-কারিকায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"বেদোত্তরাষ্টশতাব্দে শাকে কুম্ভস্থ ভাস্করে।
বাৎস্যসৌকালিনশ্চৈব তথা মৌদ্গল্য এব চ॥

কাশ্যপ-বিশ্বামিত্রৌ চ পঞ্চগোত্র-ক্রমেণ বৈ।
অনাদিবর-সিংহশ্চ সোমঘোষশ্চ সুধীরঃ॥
পুরুষোত্তমদাসশ্চ দেবদত্তো মহামতিঃ।
সুধীরাগ্রগণ্যশ্চ মিত্রকুলে সুদর্শনঃ॥
অযোধ্যানিবাসী সিংহ ঘোষশ্চৈব তথা পুনঃ।
মথুরানিবাসী দাসঃ কোলাঞ্চাৎ রাঢ়মাগতঃ॥
মায়াপুরীনিবাসিনৌ দত্তমিত্রৌ তথাগতৌ।
তথাচ, নর্ম্মদায়াস্তীরে পুরীং কর্ণালীতি মনোহরম্।
মহাশ্চর্য্যময়ং শৌরং বিশ্বকর্ম্মনা নির্ম্মিতং॥
তথা শ্রীকর্ণ সন্ত্রীকমভবৎ তৎপুরীশ্বরঃ।
তৎসুতেন পুরীং দত্ত্বা ধর্ম্মরাজপুরং যযৌ॥
তদ্বংশজো বসুমতীসিংহাখ্যশ্চ নরেশ্বরঃ।
তদ্বংশজা ক্রমেণৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ॥
রাণা ভূপালপুত্রশ্চ রাণা গোপাল-সংজ্ঞকঃ।
তস্মাত্মজোঽনাদিবরসিংহঃ খ্যাতো মহাবলঃ॥
ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী চ জিতেন্দ্রিয়ঃ সদাশুচিঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো বীরঃ কুলশ্রেষ্ঠ কুলাধিপঃ।
রাজকার্য্যপরিজ্ঞাতা সর্ব্বকার্য্যবিশারদঃ॥"

"চিত্রাগুপ্তান্বয়ে জাতো বিভাসু উপকর্ণকঃ।
তস্যাত্মজঃ সূর্য্যধ্বজো ঘোষবংশ-মহীপতিঃ॥
সূর্য্যদেবপ্রসাদেন সূর্য্যাখ্যনগরং বসেৎ।
তদ্বংশজ-ক্রমেণৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ॥
চন্দ্রহাস-গিরৌ কেচিৎ চন্দ্রহাস-গিরীশ্বরঃ।
মধ্যদেশাদযোধ্যায়াং চন্দ্রাৎ সূর্য্যপদোদ্ভবঃ॥
তদ্বংশজ শ্রীসোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্ত কুলানুগঃ।"

ধ্রুবানন্দমিশ্রের বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"চিত্রদেবসুতাশ্চাষ্টৌ সমাসন্ বৈ মহাশয়াঃ।
তেষান্তু কল্পয়ামাস কশ্যপো জাতকর্ম্ম চ॥
একৈক বহুধা ভাতি গোত্রিণাং গোত্রদেবতা।
তেষাং মধ্যে প্রবরশ্চ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ॥

সূর্য্যধ্বজো চন্দ্রহাসশ্চন্দ্রার্দ্ধিশ্চন্দ্রদেহকঃ।
রবিদাসো রবিরত্নো রবিধীরশ্চ গৌড়কঃ॥
ইতি চাষ্টসুতাঃ খ্যাতাঃ কুলানাং পতয়োঽভবন্।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশাখ্যাশ্চ সংজ্ঞিতাঃ॥
ঘোষঃ সূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রহাসাদ্বসুস্তথা।
রবিরত্নাৎ গুহশ্চৈব চন্দ্রদেহাত্ মিত্রকঃ॥
চন্দ্রার্দ্ধাৎ করণো জাতঃ রবিদাসাচ্চ দত্তকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্ত গৌড়াচ্চ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥
দাসকো নাগনাথৌ চ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়সুতো জাতঃ দেবসেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথা খ্যাতাঃ এতে পঙ্ক্তি-কারকাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়কুলোদ্ভূতো নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ॥
তস্যাপি বংশসংজাতা সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলাচার-প্রভেদেন দ্বিসপ্তত্যচলাভবন্।"

এতদ্ভিন্ন বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলগ্রন্থে বসুবংশ শ্রীবাস্তব এবং দত্তবংশ শকসেন-কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সুতরাং উপরোক্ত কুলগ্রন্থসমূহের প্রমাণে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ কি কুলীন কি মৌলিক সকলেই চিত্রগুপ্তবংশধর এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণের দায়াদ হইতেছেন। উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণের নানা প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে তাঁহাদের যথেষ্ট বিদ্যত্তা, সকল উচ্চ রাজকীয় পদে নিয়োগ এবং সমগ্র ভারতে তাঁহাদিগের অশেষ প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চেদিরাজ জাজল্লদেবের শিলাফলকে তাঁহার মন্ত্রী শ্রীবাস্তব রত্নসিংহের এইরূপ পরিচয় আছে :—

"কাশ্যপীয়াক্ষপাদীয়-নয়-সিদ্ধান্ত-বেদিনা।
বিপক্ষবাদী-সিংহেন রত্নসিংহেন ধীমতা॥"

উক্ত রত্নসিংহের পুত্র দেবগণ চেদিরাজ পৃথ্বীরাজের শিলাফলকে "নিঃশেষাগমশুদ্ধবোধবিভবঃ" বলিয়া পরিচিত। ১৪৭০ সম্বতে মধ্যপ্রদেশের রাজা হরিব্রহ্মদেবের শিলাফলকে তাঁহার মন্ত্রী শ্রীবাস্তব রামদাস "পণ্ডিতাধীশ্বর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

অজয়গড় গিরিদুর্গে রাজা ভোজবর্ম্মার সময়ে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে উৎকীর্ণ

দুইখানি প্রকাণ্ড শিলাফলকে শ্রীবাস্তব বংশের বিস্তৃত পরিচয় আছে। তাঁহা-
দিগের মধ্যে সকলেই "ঠকুর" উপাধিতে বিভূষিত। তন্মধ্যে কেহ সর্ব্বাধিকারী,
কেহ দুর্গাধিপ, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ কেহ প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
(কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ৩৯ হইতে ৮১ পৃষ্ঠায় মূল প্রমাণ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীবাস্তব কায়স্থের আদিস্থান কাশ্মীর। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায়, তথায় কায়স্থগণ রাজকীয় সকল উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বলা বাহুল্য কাশ্মীরে কায়স্থ-রাজবংশ ২৬০ বর্ষের অধিককাল প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই বংশীয় কাশ্মীররাজ জয়াদিত্যের সহিত গৌড়াধিপ জয়ন্ত (যিনি কুলগ্রন্থে আদিশূর নামে পরিচিত এবং আবুল ফজলের "আইন-ই-অকবরী"তে গৌড়বঙ্গের কায়স্থরাজ বলিয়া পরিগৃহীত তাঁহার) কন্যা কল্যাণ দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। উক্ত ঘটনা হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতে কাশ্মীরের শ্রীবাস্তব কায়স্থের সহিত গৌড় কায়স্থের সম্বন্ধ। শ্রীবাস্তব কায়স্থ ভিন্ন মাথুর, ভটনাগর, শকসেন, নিগম, গৌড় প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার কায়স্থকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতক পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে খোদিত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে হিন্দুরাজগণের মন্ত্রী, সেনাপতি, করাধিকারী, রাজপ্রতিনিধি, রাজপণ্ডিত, প্রভৃতি সমুচ্চপদে নিযুক্ত দেখা যায়। ১১৬১ সম্বতে খোদিত শিলাফলকে মাথুর কায়স্থের উচ্চ রাজকীয় কার্য্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় (Vide Indian Antiquary, Vol XV p. 201) ১৯১৯ সম্বতে উৎকীর্ণ গড়বায় শিলাফলকে ভটগ্রামীয় শকসেন কায়স্থ বৈদিক কর্ম্মনিষ্ঠ মহীধর (এই শিলালিপির অনুবাদক মহীধরকে 'anointed sacrificer' অর্থাৎ অভিষিক্ত যাজ্ঞিক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন (Vide Cunnigham's Archæological Survey Reports, Vol II p. 59). রাজচক্রবর্ত্তী যশোধর্ম্মার ৫৮৯ সম্বতে উৎকীর্ণ মন্দশোর শিলাফলক হইতে রাজস্থানীয় ও মহাপণ্ডিত নৈগম বা নিগম কায়স্থবংশ (Vide Dr. Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III, p. 152 ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ১ম ভাগ ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) গোয়ালিয়র হইতে আবিষ্কৃত ১১৫০ সম্বতে উৎকীর্ণ রাজা মহীপালদেবের শিলালিপিতে ভটকায়স্থ বা ভটনাগর বংশীয় কায়স্থ-সুরিলোহের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'হাজার বৎসরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা'

প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত উক্ত গ্রন্থের শেষে "বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থকার নামসূচী" হইতে জানা যায় যে বৌদ্ধ পালরাজগণের আধিপত্য-কালে বঙ্গীয় কায়স্থপণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় শত শত তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; তন্মধ্যে মহারাজ ধর্ম্মপালের লেখাপ্রধান 'মহাসিদ্ধাচার্য্য' বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্কদাস, মহোপাধ্যায় গদাধর, মহাচার্য্য তথাগত রক্ষিত, শাব্দিক ভদন্ত সূর্য্যধ্বজ শ্রীভদ্র, বিনয়শ্রীমিত্র, মহামণ্ডলাচার্য্য শ্রীরাহুল ঘোষ, বিভাকর সিংহ, পণ্ডিত পুণ্যশ্রীমিত্র, পণ্ডিত দানশীল, গগন ঘোষ ও তৎপুত্র মহাশাব্দিক সূর্য্যধ্বজ জেতকর্ণ, দিবাকরচন্দ্র, বিভূতিচন্দ্র, মহাযোগাচার্য্য জগৎ মিত্র, উমাপতি দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ১ম ভাগ, ২৫৪ পৃঃ।)

কেবল গৌড়দেশ বলিয়া নহে, গৌড় কায়স্থগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাইয়া হিন্দুরাজসভায় উচ্চ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত এবং 'মন্ত্রাগ্রণী' 'অসমশাস্ত্রসারসুমতি' 'বিদ্বদ্ভির্বন্দিতঃ' 'সাহিত্যাম্বুধিবন্ধু' ইত্যাদি পাণ্ডিত্যসূচক বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। এমন কি বঙ্গের ঘোষ, দত্ত, নাগ, আদিত্য প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণকে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশলের সোমবংশীয় রাজগণের সভায় রাণক, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, প্রভৃতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। ত্রিকালিঙ্গাধিপতি মহাশিব যযাতিরাজের তাম্রশাসনে তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক রাণক শ্রীরুদ্র দত্তের পরিচয় আছে। উক্ত তাম্রশাসনের অনুবাদক ব্রাহ্মণ শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত রুদ্র দত্ত সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"It is also to be noted that Rudra Datta who was a Bengali Kàyastha called himself a Rànaka which indicated a Kshatriya origin." (Vide Journal of the Behar and Orissa Research Society, 1917, March.)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শ্রীবাস্তব, শকসেন, সূর্য্যধ্বজ, মাথুর ইত্যাদি দ্বাদশশাখার চিত্রগুপ্তজ কায়স্থগণ উত্তরপশ্চিমাদি ভারতের নানা স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই নিজ সমাজে এবং তত্রত্য উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে দ্বিজাতি বা উচ্চ ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া পরিচিত। ঐ সকল শাখার মধ্যে বঙ্গের ঘোষবংশ হইতেছেন সূর্য্যধ্বজ, বসুবংশ শ্রীবাস্তব, মিত্রবংশ মাথুর, দত্তবংশ শকসেন এবং সিংহ, নাগ, নাথ, দাস প্রভৃতি শ্রীকরণ বা কর্ণ শাখার কায়স্থ হইতেছেন। ইঁহারা সকলেই

যখন চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থ, তখন সকলেই নিঃসন্দেহে ক্ষত্রিয়বর্ণ ও দ্বিজ বলি
পরিচিত ছিলেন।

এখন কথা হইতেছে—উক্ত চিত্রগুপ্তবংশীয় কায়স্থগণ যখন দ্বিজ বলিয়া
ছিলেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দায়াদ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ
দ্বিজাচার পালন করিয়া আসিতেছেন, তখন বঙ্গবাসী উক্ত কায়স্থ সন্তানগণ
দ্বিজত্বের মূল উপনয়ন সংস্কার অধিকাংশের লোপ হইবার কারণ কি।
এ সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দ মিশ্র রচিত বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
ততাজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততো কালে গতে চাপি আগমাদীক্ষিতোঽভবন্।
দিব্যজ্ঞানং যতো দত্তাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং॥
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিতিঃ।
আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ॥
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্।
তান্ত্রিকাণ্ডে সমাখ্যাতা স্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ॥"

(প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শশীভূষণ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকা"

বাস্তবিক বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনকালে এখানকার রাজবল্লভ কায়
গণ বৈদিকাচার পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক হইয়াছিলেন। অনেকে
বৈদিকাচার পরিত্যাগের সহিত বৈদিক উপনয়ন সংস্কারের প্রয়োজন বুঝি
যান। এ কারণ তান্ত্রিকাচার গ্রহণের সঙ্গে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের বৈদিক সাবি
গ্রহণের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। তাঁহারা যে কিরূপ তান্ত্রিক ও তন্ত্রশা
পারদর্শী ছিলেন, পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে যে সকল কায়
তান্ত্রিক-পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ করিয়াছি, পালাধিকারকালে তাঁহাদিগে
মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ-বিহার-সমূহে প্রধান প্রধান আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন
ঐরূপ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করায় বঙ্গের সেনরাজবংশের অধিকারকালে ব্রাহ্মণ
ভ্যুদয় হইলে ঐ সকল কায়স্থাচার্য্য ও তাঁহাদিগের বংশধরগণ বৈদিক ব্রাহ্মণ
সমাজের বিশেষ বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ঐ সম
সদ্ধর্ম্মীর উপর কিরূপ অত্যাচার করিতেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
প্রকাশিত শূন্য-পুরাণের মধ্যে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অংশে তাহা সুস্পষ্ট লিখি
। হইয়াছে। বৌদ্ধপ্রভাব বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের প্র

তাঁহাদিগের নিকট ঐ সকল কায়স্থ-বংশধরগণ শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইতে লাগিলেন।
বণিকগণের নানা কুলগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে রাজা বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগের পরা
মর্শে তাঁহাদিগকে যজ্ঞসূত্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন। মনে হয় ঐরূপ কোন রাজ
নৈতিক কারণে এবং ব্রাহ্মণগণের অনুশাসনের ফলে যে সকল কায়স্থ পূর্ব্বে উপ
বীতী ছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের বংশধরগণ তান্ত্রিকতার প্রভাবে ও উপযুক্ত
সংস্কৃতশাস্ত্রশিক্ষার অভাবে অনেকেই বৈদিক সাবিত্রীহীন হইয়া পড়িলেন।
তৎকালে কায়স্থ-সমাজের সহিত সেন-রাজবংশ আত্মীয়তাসূত্রে সংবদ্ধ ছিলেন।
সুতরাং কায়স্থ-সমাজের এককালে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ
শতাব্দী পর্য্যন্ত কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া
গিয়াছেন। সম্রাট্ আকবর বাদসাহের আমলেও বাঙ্গালার ত্রিচতুর্থাংশ কায়স্থ-
জমিদারগণের শাসনাধীন ছিল। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে
তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তৎকালেও লক্ষ লক্ষ পদাতিক, সহস্র
সহস্র অশ্বারোহী ও নিষাদী এবং শত শত কামান উক্ত কায়স্থ জমিদারগণের
আধিপত্য রক্ষায় নিযুক্ত ছিল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে আসামে কায়স্থ আদিভূঞাবংশের অভ্যুদয় ঘটে।
উক্ত বংশ সম্বন্ধে "আদি-চরিত্র" নামক আসামী গ্রন্থে লিখিত আছে—

"দশ কর্ম্ম করি যজ্ঞসূত্র গলে দিলা।
দেবর তনয় দেখি কায়স্থ বুলিলা॥"

(আসাম জোরহাট হইতে ১৮১৪ শকে প্রকাশিত আদি-চরিত্র, ১৬ পৃষ্ঠা।)

উক্ত আদি-ভূঞা-বংশের অভ্যুদয়ের পর গৌড় হইতে কয়েকজন কায়স্থ-
পণ্ডিত কামতা (কোচবিহার)-পতি দুর্ল্লভনারায়ণের সভায় আহূত হন।
সমগ্র কামরূপ অঞ্চলে তাঁহারা বারভূঁঞা বলিয়া সম্মান ও আধিপত্যলাভ
করেন। তাঁহাদিগের আচারব্যবহার দ্বিজোচিত ছিল। এই ভূঁঞাদিগের
অগ্রণী শিরোমণি-ভূঞা চণ্ডীবরের বংশে (মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবেরও পূর্ব্বে)
খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাপুরুষ শঙ্করদেব আবির্ভূত হন।
ইনি সমগ্র আসামে বিংশতি লক্ষ হিন্দুর নিকট আজিও ভগবানের পূর্ণ অবতার
বলিয়া পূজিত হইতেছেন। কায়স্থাবতার শঙ্করদেবের প্রধান কায়স্থশিষ্য
মাধবদেব শঙ্করদেবের মত প্রচারকল্পে "মহাপুরুষীয়" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন
করেন। আসামের সকল প্রধান স্থানে "মহাপুরুষীয়"দিগের শত শত সত্র
বর্ত্তমান। তন্মধ্যে কায়স্থসত্রাধিকারিগণ অদ্যাপি ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের

দীক্ষাগুরু এবং দ্বিজোচিত উপবীতধারণ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়বঙ্গ হইতে গিয়া আসামবাসী হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে পূর্ব্বে দ্বিজোচিত সংস্কারসম্পন্ন ছিলেন, আসাম হইতেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতে গৌড় বাদশাহের অমাত্য কায়স্থপ্রবর কেশব বসু (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে) 'কেশবছত্রী' নামে পরিচিত হইয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ নন্দরাম সিংহ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং গোপীনাথের পূজা করিতেন। এই প্রথা অধস্তন ১১ পুরুষ পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল, এইবংশে বরাবর যজ্ঞসূত্র প্রচলিত। এই বংশে প্রণব উচ্চারণ প্রথা, শিখারক্ষার প্রথা ও আপনাদের মধ্যে দেবপূজার অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণপ্রধান বারেন্দ্রভূমে নিরাপত্তিতে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত 'ত্রৈলোক্যনারায়ণপাঁচালি' নামক গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় যে ৪শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপরাজগণের আধিপত্যকালে বরিশালের অন্তর্গত চাঁদশী গ্রামবাসী বঙ্গজকায়স্থ হরিনারায়ণ 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে সুগন্ধার চিকিৎসাব্যবসায়ী বসুবংশে সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিকিৎসক চিন্তামণি রায়ের 'বৈদ্যরাজ' ও বস্তুমণি রায়ের 'ধন্বন্তরি' উপাধি দৃষ্ট হয়। তৎপরে এইবংশে 'তপস্বী', 'সার্ব্বভৌম', 'বাচস্পতি', 'বৈদ্যশেখর', 'কণ্ঠহার', 'বৈদ্যতিলক', 'বিদ্যাবিশারদ', 'বৈদ্যচূড়ামণি', 'বিদ্যার্ণব', 'সিদ্ধান্ত', 'সরস্বতী', 'বিদ্যাবিনোদ', 'বৈদ্যরত্ন' প্রভৃতি উপাধি এবং তাঁহাদিগের দ্বারা সংস্কৃতভাষায় রচিত বহুতর চিকিৎসাগ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গয়ালীদিগের তীর্থযাত্রীর খাতায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দনদেব ও তাঁহার বংশধরগণ "ক্ষত্রিয়রাজকেতু" বলিয়া লিপিবদ্ধ দেখা যায়। এমন কি দিনাজপুররাজসরকারে বর্ত্তমান কায়স্থ মহারাজের সময় হইতে ৩ শত বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে 'বর্ম্মা' উপাধি দৃষ্ট হয়। এমন কি ঐ বংশে বিজয়া-দশমীর দিন চিত্রগুপ্তের নমস্কার-মন্ত্র লিখনের পর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক রাজগণের হস্তে তরবারি প্রদান করিলে সেই তরবারি লইয়া যাত্রাপূর্ব্বক একটী কদলীবৃক্ষ ছেদনের ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য ইহা পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়সমাজের মৃগয়াযাত্রারই অনুকরণ।

বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে যে যে ব্যক্তি তান্ত্রিকাচার গ্রহণ করেন নাই, বরাবর বৈদিকাচার পালন করিয়া আসিয়াছেন, এরূপও কয়েক ঘর বিদ্যমান। তাঁহাদের সন্তানগণ বঙ্গে ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের

মধ্যে কাহারও কাহারও উপনয়ন সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে নবদ্বীপ-বাসী হরিহোড়ের বংশ প্রধান। রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা রাজা গোপী-মোহন দেব ও মহারাজ নবকৃষ্ণের অপর পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের মধ্যে মহা-রাজ নবকৃষ্ণের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া কলিকাতার Supreme Courtএ যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতেও উভয়ে আপনাকে বৈশ্য-শূদ্র জাতি হইতে ভিন্ন উচ্চবর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (Vide Consideration on the Hindu Law as it is current in Bengal, by Hon. Sir Francis Macnaghten, 1824.)

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে সংস্কৃত কলেজে কায়স্থ-ছাত্র হইবে কিনা কথা উঠে। তৎকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়কে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ২০ মার্চ্চ জানাইয়াছিলেন—

"যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পারিবে না কেন? * * * * আর যখন শোভাবাজারের রাজা ৺রাধাকান্ত দেবের জামাতা, হিন্দু স্কুলের ছাত্র, অমৃতলাল মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পারিবে না কেন? কায়স্থক্ষত্রিয় আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।" (Vide বিহারীলাল সরকারের রচিত বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত।")

সংস্কৃত কলেজের পরবর্ত্তী অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহা-শয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (Vide নীলমণি ন্যায়ালঙ্কারের বাঙ্গালার ইতিহাস ৩ পৃষ্ঠা।)

অতঃপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় লিখিয়াগিয়াছেন—

"বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থ-প্রধানগণ এদিকে আগমন করিয়াছিলেন।" তৎপরে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে দ্বিজাচার লক্ষ্য করিয়া গত ১৩২৩ সালের ১৯ আষাঢ়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণের সভাপতিত্বে বহু অধ্যাপকের এক বিচার সভা হয়। এই সভায় সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের বঙ্গীয় কায়স্থ ছাত্রের বেদান্ত অধ্যয়নের

অধিকার সূচক সম্মতিপত্র প্রদত্ত ও বেদান্ত পড়াইবার জন্য কায়স্থ গুরু গৃহীত হয়।

তান্ত্রিকতার প্রভাবে বঙ্গীয় কায়স্থগণ বৈদিক গায়ত্রী ত্যাগ করিলেও গর্ভাধান, কর্ণবেধ, চূড়াকরণাদি দ্বিজোচিত অপর সকল সংস্কারই বরাবর পালন করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন সংস্কারে শূদ্রের অধিকার নাই। এ অবস্থায়ও বঙ্গের চিত্রগুপ্ত-সন্তান উক্ত ৪ শ্রেণীর কায়স্থগণকে কখনই শূদ্রজাতি মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

ভ্রান্তধারণা।

বাঙ্গালাদেশ বলিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি আসিয়া পড়ে। এই তিন জাতিই বাঙ্গালায় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চ্চা একচেটিয়া করায় এবং বৈদ্যেরা চিকিৎসাবিদ্যা একচেটিয়া করায় বিদ্যায় হইয়াছেন। আর কায়স্থেরা শাসনকার্য্য গ্রহণ করায় এবং তাহারা ভূম্যধিকারী হওয়ায় তাহাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। পাঠানরাজত্বকালে বাঙ্গালার কায়স্থদিগের হস্তে ছিল। মোগলবিজয়কালে ব্রাহ্মণেরা মোগলদিগের সহিত যোগদান করায় মোগলশক্তি প্রবল হইয়া কায়স্থপ্রভাব ক্ষুণ্ণ করে। ব্রাহ্মণেরা মোগলকৃপাকটাক্ষে এই সময় হইতে বাঙ্গালায় ভূম্যধিকারী হইতে আরম্ভ করেন। মোগলরাজত্বে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যায়। কায়স্থেরা ভূম্যধিকারসূত্রে কিয়ৎপরিমাণে দরিদ্র হইয়া পড়িলেও তাহাদের আজন্মসম্ভূত শাসনশক্তির বিশিষ্টতা তাঁহাদিগকে হীন হইতে না দিয়া তাহাদিগের পূর্ব্বপ্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে। কায়স্থজাতি একমাত্র শাসনকার্য্যে সমস্ত চিন্তা ও শক্তি নিয়োগ করায় ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন ক্রমশঃ তাহাদিগের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হয়। তৎকালে ধর্ম্মগ্রন্থাদি সংস্কৃতভাষায় লিখিত ছিল, তাহার অনুবাদও ছিল না; এইজন্য অনায়াসে উহা আরম্ভ করা যাইত না। এইরূপে কায়স্থজাতি শাসনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ

রাখিবার চেষ্টায় সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুশীলন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাদিকার্য্যে একমাত্র ব্রাহ্মণের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে বৈদ্যেরা তাহাদের জীবিকা, চিকিৎসাশাস্ত্রের উপায়স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য সংস্কৃত-শিক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৈদ্যেরা সংখ্যায় পঞ্চাশ ষাট হাজার মাত্র; আর কায়স্থেরা সংখ্যায় এগার লক্ষের অধিক। এ অবস্থায় দশ হাজর বৈদ্যসন্তান সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিলে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচুর সংস্কৃতজ্ঞ আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এগার লক্ষের মধ্যে বিশহাজার সংস্কৃতজ্ঞ থাকিলেও তাঁহাদিগের খোঁজ পাওয়া যায় না। এইজন্য বলিতে হয় যে তৎকালে কায়স্থেরা সংস্কৃত-শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহারা শাস্ত্র ভুলিয়া গেলেন। উপদেশক ব্রাহ্মণগণ এই সুযোগে তাঁহাদের পরিশ্রম লাঘব করিবার উদ্দেশে কায়স্থদিগের ক্রিয়াকলাপাদি কার্য্য সংক্ষেপে সারিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঐ সকল উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে তাঁহাদের ভুল ধরিবার লোক নাই। এই সুবিধা পাইয়া তাঁহারা নিজেদের শাস্ত্রশিক্ষাবিষয়ে উদাসীন হইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ফাঁকি দিতে থাকায় কায়স্থের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান লোপ পাইয়া গেল। কায়স্থও শাস্ত্রজ্ঞান অভাবে ঐ ফাঁকি উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ একটির পর একটি করিয়া দোষ কায়স্থ-সমাজে প্রবেশ করিতে করিতে কায়স্থকে শূদ্রবৎ করিয়া ফেলিল। ছয় সাতশত বৎসর ধরিয়া কায়স্থজাতির মধ্যে আচারাদি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে যে দোষ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, বিশ বৎসরের আন্দোলনে তাহার একেবারে সংশোধন হয় কি? তাই আজকাল পত্রিকাদি পাঠে ও কথাপ্রসঙ্গে জানিতেছি যে আমাদের উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থভ্রাতাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লইয়া সন্দেহ উঠিয়াছে। প্রথম, অনুপবীতী কায়স্থ নামান্তে "বর্ম্মা" ও তাঁহার গৃহলক্ষ্মী নামান্তে "দেবী" শব্দ ব্যবহার করিতে পারে কি না? দ্বিতীয়, অনুপবীতী কায়স্থ-বিবাহে কুশণ্ডিকাদির অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে কি না? তৃতীয় হইতেছে যে, কায়স্থ-ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে কি না?

এই সকল মীমাংসা করিতে হইলে যুক্তিতর্ক ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। যে বিষয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে মীমাংসা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের মত গ্রাহ্য। আর যেখানে তাহা পাওয়া যায় না, সেখানে যুক্তিতর্কানুসারে যাহা স্থির হয়, তাহাই গ্রহণীয়। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সন্দেহগুলি সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রোক্ত মত এক একটি করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

১ম। "অনুপবীতী কায়স্থ নামান্তে "বর্ম্মা" ও তাঁহার গৃহলক্ষ্মী নামান্তে "দেবী" শব্দ ব্যবহার করিতে পারে কিনা ?"

এ সম্বন্ধে উত্তর হইতেছে যে, কায়স্থমাত্রেই কি উপবীতী কি অনুপবীতী নামান্তে "বর্ম্মা" ও স্ত্রীলোকে "দেবী" শব্দ ব্যবহার করিতে পারে। বিশেষ যখন "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা" কায়স্থভ্রাতা ও কায়স্থভগিনীর নামান্তে "বর্ম্মা" ও "দেবী" যথাক্রমে ব্যবহার করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তখন বিনা বিচারে উহা সকলের গ্রহণ করা উচিত।

এখন এখানে এইরূপ জোরজবরদস্তিতে স্বীকার করাইয়া লইলে কেহ বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কিন্তু ইহা জানা উচিত যে কোন দ্রব্যে বহুকাল ধরিয়া ময়লা পড়িলে যেমন ঐ ময়লা তুলিতে বিশেষ জোর করিয়া মাজিয়া ঐ ময়লা তুলিতে হয়, সেইরূপ কায়স্থঅঙ্গে কয়েক শত বৎসরের যে আবর্জ্জনা পড়িয়াছে, তাহা ছাড়াইবার সময় একটু জোর না করিলে ছাড়িবে কেন।

আর এক কথা হইতেছে যে, ধর্ম্মশাস্ত্র নামান্তে "বর্ম্মা" ও "দেবী" ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নামকরণের সময় হইতে দিয়াছেন, সুতরাং জন্ম গ্রহণের পর যেই নামকরণ হইয়া যায়, সেই সময় হইতেই পুরুষের নামান্তে "বর্ম্মা" ও স্ত্রীর নামান্তে "দেবী" ব্যবহার করিবার ক্ষমতা পায়। সুধু ক্ষমতা পায় না, সে তাহা ব্যবহার করিতে বাধ্য। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"দশম্যামুত্থাপ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা পিতা নাম করোতি। ১। শর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য বর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য গুপ্তেতি বৈশ্যস্য। ২॥" ('পারস্কর গৃহ্যসূত্রম্' প্রথম কাণ্ডে সপ্তদশ কণ্ডিকা) (অনুবাদ :—প্রসবের দশম দিনে সূতিকা-উত্থান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পিতা বালকের নামকরণ করিবেন। ১। ব্রাহ্মণের নামান্তে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের)—নামান্তে বর্ম্মা, ও বৈশ্যের নামান্তে গুপ্ত হইবে।)—ইহাই হইল বৈদিক প্রমাণ। বেদ প্রমাণের পর স্মৃতির প্রমাণের আবশ্যকতা থাকে না। তজ্জন্য এবং বাহুল্য ভয়ে স্মৃতির শ্লোক উদ্ধৃত হইল না। কেহ ইচ্ছা করিলে মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোক উহাদের কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যা, রঘুনন্দনের "সংস্কার তত্ত্বের" অন্তর্গত "নামকরণ" দেখিতে পারেন। যখন নামকরণ হইবার পর হইতেই জাতি হিসাবে তাহাদের জাতিত্বপরিচায়ক শর্ম্মা, বর্ম্মা প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করিবার অধিকার পায়, সেস্থলে যখন কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত তখন কায়স্থ অনুপবীতী বলিয়া বর্ম্মাপদবী গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া যে সকল উপবীতী কায়স্থ ভ্রাতাগণ মনে করেন

তাঁহাদের এবং যে সকল অনুপবীতী কায়স্থভ্রাতাগণ উপনয়ন গ্রহণ করি নাই অতএব কি করিয়া বর্ম্মাপদবী গ্রহণ করিতে পারি বলিয়া সন্দেহাকুল হইয়াছেন, তাহাদের এইরূপ ধারণা যে বিশেষ ভ্রমসংকুল, আশা করি উপরোক্ত প্রমাণে তাহা দূরীভূত হইবে। অতএব মোটকথা হইতেছে যে নামকরণের পর হইতেই কায়স্থ মাত্রেই বর্ম্মা ও দেবী নামান্তে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত হন। বিশেষ ব্রাহ্মণদের ব্যবহার দেখিলেই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ সন্তান উপনয়নের পূর্ব্বে নামের শেষে "শর্ম্মা" ব্যবহার করিয়া থাকেন; তিনি কেবল বেদে ও বৈদিক কার্য্যে অধিকারী হন না। উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বেদ ও বৈদিক কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে; কিন্তু উপনয়নের পূর্ব্বে নামকরণ হইতেই যে বর্ণের যে পদবী—যেমন, ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) বর্ম্মা বা ত্রাতা, এবং বৈশ্যের গুপ্ত—তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার জন্মে। সুতরাং কায়স্থ ভ্রাতা ও ভগিনীগণ নির্ব্বিকার চিত্তে নামের শেষে বর্ম্মা বা ত্রাতা ও দেবী যথাক্রমে ব্যবহার করিবেন—ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এবং ইংরাজী ভাষায় যাহাকে birth-right বলে ইহা তাহাই।

২য়। "অনুপবীতী কায়স্থ বিবাহে কুশণ্ডিকাদি করিয়া ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ নিষ্পন্ন হইতে পারে কি না ?"

ইহার উত্তর হইতেছে যে, যে ব্যক্তি যে বর্ণের অন্তর্গত সে সেই বর্ণের আচার ব্যবহার পালন করিবে। যেমন কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়ন হইবার পূর্ব্বে যদি তাহার পিতৃ বা মাতৃ বিয়োগ ঘটে, সে ক্ষেত্রে ঐ অনুপবীতী ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণোচিত অশৌচ পালন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করে, এখানে এই মাত্র বিশেষ হয় যে ঐ ব্রাহ্মণ সন্তানকে কেবলমাত্র প্রণব সংযুক্ত বৈদিক মন্ত্র পড়িতে দেওয়া হয় না। সেইরূপ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত কায়স্থ জাতির বিবাহ কার্য্য কুশণ্ডিকাদির সহিত ক্ষত্রিয়াচারেই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি অনেক স্থলে কায়স্থের বিবাহে যথারীতি বহ্নিস্থাপন কুশণ্ডিকা প্রভৃতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। যেখানে কায়স্থ উপনীত হয় নাই, সেস্থলে কেবল মাত্র ওঙ্কার সংযুক্ত বৈদিক মন্ত্র তাঁহাকে পড়িতে না দিলেই হইল। সুতরাং উপনীত বা অনুপনীত কায়স্থ মাত্রের বিবাহে সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়াচার প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে উপবীতী কায়স্থ শ্রাদ্ধ-কার্য্যে মন্ত্রপাঠাদি ও পিণ্ড নিজেই দিবেন, আর সাবিত্রীহীন কায়স্থ মন্ত্রপাঠ কালে বৈদিক মন্ত্র পড়িবেন না, তদ্ব্যতীত যাবতীয় কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের পূর্ণ আচার গ্রহণ করিবেন।

ইহাই যুক্তি ও শাস্ত্রের অনুজ্ঞা। এই সঙ্গে ইহাও জানাইতেছি যে উপবী
অনুপবীতী কায়স্থ বারদিন মৃতাশৌচ গ্রহণ করিয়া তের দিনে শ্রাদ্ধ করি
কেহ যেন মনে না করেন যে অনুপবীতী কায়স্থের তের দিনে শ্রাদ্ধ ক
অধিকার নাই। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহাদের জানা উচিত যে
নয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ বালক মৃতাশৌচ দশদিনই পালন করে।
ব্যতিক্রম করিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। সেইরূপ
মাত্রেই বারদিন অশৌচ পালন করিয়া পরদিন শ্রাদ্ধ করিবেন। ইহাই
শাস্ত্রের মত।

৩য়। "কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে কি না?"
উত্তর হইতেছে যে, এ সম্বন্ধে প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দেখান গিয়া
শাস্ত্রপরিজ্ঞাত পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের মত পাওয়া গিয়াছে, ঐতিহাসিক প্র
যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে এবং যুক্তি তর্কেও সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে কায়স্থ
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বর্ণ। এইজন্য কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণাদির পুনরুত্থান
প্রয়োজন নাই। কেহ বলিয়াছেন যে, যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয় হয় তবে প্রধান বি
লয়ে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াছে কেন? ইহার উত্তর এই যে, বঙ্গদেশীয় কা
শূদ্রের অনেক আচার গ্রহণ করায় তাহাদিগকে বিচারালয় শূদ্র বলিতে
হইয়াছে। পরন্তু যাহারা হিন্দু এবং হিন্দুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এমন বিচার
কায়স্থকে শূদ্রজাতি বলেন নাই। অবশ্য কায়স্থবিদ্বেষী কোন কোন
বিচারক কায়স্থকে শূদ্র বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আর বিদেশী বিচারক
বলিতে পারেন তাদের কথা ধর্ত্তব্য নয়, যেহেতু তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রে
এখানে বিশেষ কথা এই যে, বিদেশী-রাজত্ব কালে জাতি ধর্ম্মের স্থির মী
হয় না, হইতে পারে না। যদি হিন্দুরাজত্ব থাকিত তাহা হইলে কি বিদে
বিদ্বেষী, কি অশাস্ত্রজ্ঞ কাহারই বলিতে সাধ্য থাকিত না যে কায়স্থ শূদ্র।
ঘোর মিথ্যা বলিলে তখনই তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি পাইতে হইত। বিচা
যদি অন্যায় করিয়া কিছু স্থির করিয়া দেয় তাহা কি সর্ব্বত্র স্বীকার করিতে
যদি রামের মা বিচারে স্থির হয় যে সে রামের মা নয়, তাহা হইলে কি
করিয়া লইতে হইবে যে সে রামের মা নয়। এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার
স্থির হইলেও যেমন অগ্রাহ্য সেইরূপ বিচারালয়ে স্থির হইল যে কায়
তাই কায়স্থ জাতি ঘাড়হেঁট করিয়া স্বীকার করিবে, তাহা কখনই হইতে
না, হইবেও না। যখন তর্ক, যুক্তি, পণ্ডিতবর্গের মত ও শাস্ত্র তারস্বরে

তেছে যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ তখন যে যাহাই বলুক, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব
সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কায়স্থ উপনীত হউন বা না হউন তিনি ক্ষত্র
বর্ণ। অতএব কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ
নাই। যাহারা উপনয়নের ঘোর বিরোধী, এমন কায়স্থের সহিত কথা কহিয়া
দেখিয়াছি, তাহারাও আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন না। এখন কথা
হইতেছে যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে পুনর্ব্বার শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন
করিবার আর আবশ্যক নাই, যাহা করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, আশা করা যায়, তাহা হইতে সকলেই বুঝিতে
পারিতেছেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়, তাহার আচার ব্যবহার ক্ষত্রোচিত হওয়া
প্রয়োজন এবং নামান্তে "বর্ম্ম" "দেবী" ব্যবহার একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

কায়স্থ-পঞ্জি

১। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবপূজা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিগত ৫ই কার্ত্তিক, রবিবার, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্য-
তিথিতে বাগবাজারস্থ "লক্ষ্মীনিবাসে" বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আয়োজনে
শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজানুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

প্রাতঃকালে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মণ্ডলীর পুরোহিত পণ্ডিত
শ্রীনীলকান্ত বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের পৌরহিত্যে ও পণ্ডিত শ্রীদক্ষিণা-
রঞ্জন শাস্ত্রী এম, এ মহাশয়ের তন্ত্রধারকতায় পূজাকার্য্যের ক্রিয়াকলাপাদি
ষোড়শোপচারে নিষ্পন্ন হয়।

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর শ্রীরাজকুমার ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র কায়স্থ-সভার
অন্যতম প্রথম আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে
জন ভদ্রকায়স্থ বালক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে যজ্ঞোপবীত
গ্রহণ করেন। নিম্নে তাহাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হইল,—

উপবীতীগণের নামের তালিকা।

			বয়স	
(দ)	শ্রীযুক্ত	লাবাণ্যকৃষ্ণ বসু	(১৭)	৮নং কালাচাঁদ পুতিতুণ্ডি
(দ)	„	লব্ধবোধ বসু	(১৩)	ঐ
(ব)	„	রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	(৬০)	ইশিবপুর, ফরিদপুর
(ব)	„	ইন্দ্রভূষণ দত্ত	(২৯)	দামেরচর „
(ব)	„	শশিভূষণ দাস	(২৫)	গৌরচর „
(ব)	„	ললিতমোহন ঘোষ	(৪০)	শাথারপার „
(ব)	„	মনীন্দ্রনাথ দত্ত	(২৪)	নগ্নানগর „
(ব)	„	হেমচন্দ্র মিত্র	(২২)	দত্তপাড়া „
(ব)	„	তারাপ্রসন্ন দত্ত	(১৩)	ভদ্রাসন „

অপরাহ্নে কায়স্থ-সভার সভাপতি, তারাসের প্রসিদ্ধ জমিদার কুমার শ্রী ক্ষিতীশ ভূষণ রায় বর্ম্মা মহোদয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গের চারি শ্রেণীর বঙ্গ কায়স্থ মণ্ডলী মিলিত হইয়া সভাধিবেশন করেন।

এই পূজা-মহোৎসব সভায় উপস্থিত প্রায় তিন শত সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বা যুবকগণের সহিত যে সকল খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ উক্ত যোগদান করেন তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডি পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ কাশী বোধিনী সভার বিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন ও শারদাচরণ কাব্যতীর্থ ও বিশ্বেশ্বর ভা চার্য্য, কালীকমল স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি অধ্যাপক মহোদয়গণের নাম উল্লেখযো

রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প সরকার বিদ্যারত্ন ও পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ প্রভৃতি মহোদয়গণ পূ পূজাকালে উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ কায়স্থ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন :—

বাবু দয়ালচাঁদ বসু, রায় বিনোদবিহারী বসু, বাবু গোলাপলাল বাবু মৃণালকান্তি ঘোষ, বাবু বিমলকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বি অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, বাবু অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত শরচ্চ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মল্লিক, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা), ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী (নাটোর), শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ (রায়পাশা, ব

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা (বাক্কর দৌলতপুর), শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (হতনা), শ্রীযুক্ত নক্ষত্রকুমার দত্ত (নোয়াখালি), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা (খোক্সা, নদীয়া), শ্রীযুক্ত শিবপদ ঘোষ বর্ম্মা (ধসা, হাওড়া), শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বসু (শ্রীধরপুর, যশোহর), শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ঘোষ (ঘোষপুর), শ্রীযুক্ত গোপাললাল সেন (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত ঐ, শ্রীযুক্ত হরিচরণ মিত্র (ভবানীপুর), শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (কলিকাতা), শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ঐ, শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাসবর্ম্মা, শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ রায় (ফরিদপুর), শ্রীবিভূতিভূষণ গুহ ঐ, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার ঘোষ (যশোহর), শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস বর্ম্মা (ফরিদপুর), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাতা), শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ দেব (কলিকাতা), শ্রীদিগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (ফরিদপুর), শ্রীসতীন্দ্রনাথ সরকার ঐ, শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন (ফরিদপুর), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত (কলিকাতা), শ্রীকিশোরীমোহন দত্ত ঐ, শ্রীতুলসীরাম ঘোষ, শ্রীমিহিরচন্দ্র বসু (শ্যামবাজার), শ্রীহীরালাল বসু, শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বসু, শ্রীশৈলেশচন্দ্র অধিকারী, শ্রীতিনকড়ি বসু, রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতীশচন্দ্র মিত্র (কলিকাতা), শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার (ফরিদপুর), শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বসু (বাগবাজার), শ্রীকেদারনাথ বসু (লক্ষ্মী দত্ত লেন), শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় (১৮নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট), শ্রীভূধরকৃষ্ণ ঘোষ (বামুটিয়া, যশোহর), শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু (বাগবাজার), শ্রীপুলিনবিহারী সোম, শ্রীত্রৈলোক্যমোহন নন্দী, শ্রীধরেন্দ্রনাথ ঘোষ (শ্যামপুকুর), শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিনয়কুমার রায় চৌধুরী, শ্রীঅতুলবিহারী ভাদুড়ী (বাগবাজার), শ্রীঅম্বিকাচরণ শিরোমণি (বৈদিক), শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (বাগবাজার), শ্রীযোগেন্দ্রলাল রায়, শ্রীবসন্তকুমার মিত্র (কাঁটাপুকুর লেন), শ্রীমথুরানাথ মিত্র (টালা), শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু (বাগবাজার), শ্রীঅরবিন্দ চৌধুরী (বাগবাজার), শ্রীভুবনমোহন ঘোষ (রামতনু বসু লেন), শ্রীফকিরচন্দ্র চৌধুরী (হাবড়া), শ্রীঅসীমকুমার বসু, শ্রীভবনাথ বসু (বাগবাজার), শ্রীআশুতোষ বসু (রামতনু বসু ষ্ট্রীট), শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রাহা বর্ম্মা (যশোহর), শ্রীপুলিনকুমার

সরকার (ঢাকা), শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসুবর্ম্মা (ফরিদপুর), শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ্য
শ্রীপ্রবোধকুমার মিত্রবর্ম্মা (নদীয়া), শ্রীহরিচরণ মিত্র (বিশ্বকোষ লেন
শ্রীবিপিনবিহারী বসু (বাগবাজার), শ্রীহেমেন্দ্রলাল কর (৬নং বিডন ষ্ট্রী
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু (বসুপাড়া), শ্রীহরিপদ দত্ত, শ্রীললিতমোহন দত্ত, শ্রীঅমৃ
কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত, শ্রীশিবরাম দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্র
নাথ দত্ত, শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত (লক্ষ্মী-নিবাস, বাগবাজার)।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় মঙ্গলাচরণ করিয়া সভা
কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযু
শরৎচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র
প্রভৃতি বক্তাগণ সময়োপযোগী বক্তৃতা দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করেন।
অতঃপর সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কায়স্থ-সভা প্রতি
ইতিহাস সম্বন্ধে পুরাতন কথার উল্লেখ করেন।

বক্তৃতাদি শেষ হইলে পর স্থানীয় যুবকবৃন্দ বঙ্গীয় বন্যা-সাহায্য সমিতির প
হইতে পূর্ব্ববঙ্গের বন্যাপীড়িত স্থান সমূহের সাহায্যকল্পে সুমিষ্ট সঙ্গীত ও বাদ্য
সহকারে সভাস্থলে উপনীত হইয়া কিছু অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করেন। অতঃপ
সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে জলযোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শেষে যশোহর, চাঁচুরিয়া নিবাসী, প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র
বসু মহাশয় সুললিত কণ্ঠে অমর কবি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা-পদাবলী ও অন্য
ভাবরসাত্মক মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন পূর্ব্বক উপস্থিত জনমণ্ডলীকে রাত্রি ১১
পর্য্যন্ত সঙ্গীত-মুগ্ধ করিয়া রাখেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে যথারীতি পূজা কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; বৈকালে বাদ
ভাণ্ড ধ্বনিত ও আলোকমালায় ভূষিত হইয়া প্রতিমাসহ শোভাযাত্রা বাহি
হয়। স্থানীয় যুবকবৃন্দ বন্যার নিমিত্ত করুণ প্রার্থনাগীতি গাহিতে গাহিতে
প্রতিমাসহ বাগবাজারস্থ 'লক্ষ্মী-নিবাস' হইতে বাহির হইয়া রামকান্ত বসু ষ্ট্রী
শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, অপারচিৎপুর রোড, কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ড রোড
মধ্য দিয়া রাত্র ৮॥০ ঘটিকার সময় গোলাবাড়ী ঘাটে উপনীত হইয়া প্রতিমা
বিসর্জ্জন করেন। অনেক ভদ্রকায়স্থ ব্যক্তি উক্ত শোভাযাত্রার সহগামী হ
বহু সংখ্যক কায়স্থের বাসস্থান, এই বাগবাজারপল্লীতে কায়স্থ-সভা
চিত্রগুপ্তদেবপূজা-আয়োজন করিয়া একটা বেশ জাগরণ আনিয়া দিয়াছেন
আশা করা যায় স্থানীয় কায়স্থমণ্ডলী স্বীয় জাতীয় গৌরবের প্রতি লক্ষ্য রাখি
নিজ জাতির কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবেন।

স্বর্গীয়

রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

এম্, বি, ই

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কৌস্তভমণি, বহু সদনুষ্ঠানের অগ্রণী, দানশীল, সুচরিত্র, সামাজিকতায় ও সৌজন্যে আদর্শ, প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুর বংশধর, পাইকপাড়ার স্বনামখ্যাত সুশিক্ষিত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহোদয় অকালে, ২৪ বৎসর বয়সে পরিজনবর্গের ও দেশবাসীর হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া বিগত ১৭ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর, শুক্রবার রাত্রি ২টার পর অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বুধবার প্রাতে তিনি অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। যথোপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের কঠোর বিধানে অকালে এই কান্তকমনীয় প্রস্ফুটোন্মুখ স্বর্গ-কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল। এইরূপ উদার হৃদয় স্বজাতিবৎসল আত্মীয়কে হারাইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা বিশেষভাবে মর্ম্মাহত ও শোকসন্তপ্ত। শীঘ্রই এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করিয়া কায়স্থ-সভা সমবেতভাবে শোকার্ত্ত মনের বেদনা জানাইবেন।

আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে :—

৩। বিগত ৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিনাজপুর জেলার বলতৈড় গ্রামে অ্যা [illegible] কায়স্থ জাতির উন্নতিকামী ভদ্রমহোদয়গণের ও স্থানীয় বঙ্গ কায়স্থ-সভার সভ্য ও সম্পাদক শ্রীহরচন্দ্র দাসবর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রীচি গুপ্তদেবের পূজা-উৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে স্থানী কায়স্থগণ সম্মিলিত ভাবে একটী সভার আয়োজন করেন। নিম্নে শ্রীযু লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার দেববর্ম্মা, সহঃ সম্পাদক লিখিত পূজাবিবরণী ও তৎস স্থানীয় সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাসবর্ম্মা মহাশয় প্রেরিত স্থানীয় কায় সভা প্রতিষ্ঠার বিবরণী সম্বলিত পত্রখানি প্রকাশিত হইল।

ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

"বলতৈড় কায়স্থ-সভা",
দিনাজপুর-রাজবাটী পোঃ
জেলা দিনাজপুর।

সসম্মান সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

১। মহাশয়! বিগত ৫ই কার্ত্তিক অত্র দিনাজপুর জেলার বলতৈড় গ্রা শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত পূজা উৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে স্থানীয় কায়স্থগ একটী বৈঠক (সম্মিলন) হয়। তাহাতে জাতীয়হিতকল্পে অত্র বলতৈড় গ্রা একটী কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা অবধারিত হইয়াছে। তাহা সভা শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় মহাশয়ের পত্রে অবগত হইয়াছেন। আ হউক অত্রস্থ বলতৈড় গ্রামে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা-উৎসবের ও জাতীয় সম্মেলনে এবং বলতৈড় কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একপ্রস্থ বিবরণ মহাশয়ের নিক পাঠাইলাম। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের একমাত্র জাতীয় মুখ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রেরিত বিবরণ মুদ্রিত করিয়া অত্রস্থ কায়স্থবর্গকে ও প্রতিষ্ঠিত "বলতৈড় কায়স্থ-সভাকে" অনুগৃহীত ও চির বাধিত করিবেন প্রেরিত Report প্রাপ্তি সংবাদ দানে সুখী করিবেন।

২। নিবেদন এই যে, প্রেরিত বিবরণের (report) ১২শ প্রা "বলতৈড় কায়স্থ-সভাকে" "কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-মহা-সভার" শাখাস রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখা কল্পে প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় মহাশ নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে আমাদের এই ক্ষুদ্র কায়স্থ-সমাজ দ্বারা প্রতি

উল্লিখিত নামধের "বলতৈড়-কায়স্থ-সমাজ"কে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-মহাসভার" শাখাসভারূপে প্রতিষ্ঠিত (Record) রাখিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিবেন। * * * * *

নিবেদনমিতি। ২৫।৭।২৯ সাল।

ভবদীয়
শ্রীহরচন্দ্র দাস বর্ম্মা
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য ও সম্পাদক বলতৈড় কায়স্থ-সভা
দিনাজপুর।

দিনাজপুর জেলার "বলতৈড়" গ্রামে শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেব পূজা-উৎসব।

বিগত ৫ই কার্ত্তিক রবিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্য বাসরে দিনাজপুর রাজধানীর সন্নিকট গর্ভেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী বলতৈড় গ্রামের কায়স্থগণের শুভেচ্ছায় উক্ত গ্রামেরবারোয়ারী মণ্ডপ ঘরে কায়স্থাদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা, অর্চ্চনা, হোম ও যথোপযুক্ত পূজোপকরণসহ অন্নভোগ দেওয়া হইয়াছিল; দিনাজপুর ঘাসীপাঁড়া মোকামের সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞ পণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুগ্রহ প্রেরিত, দশকর্ম্মান্বিত শ্রীযুক্ত শ্রীধর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় দেবতার পূজা আরতি ও হোমাদি কার্য্য করিয়াছিলেন। পূজাস্থানে মণ্ডপ ঘরে পিতৃদেবের পরিহিত শোভনীয় বস্ত্র ও উজ্জ্বল মুকুট শোভিত শ্রীমুখপদ্ম ও চতুর্ভুজ শ্যাম কমললোচন মূর্ত্তি বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল ও দর্শকবৃন্দ ভক্তিভাবে আপ্লুত হইতেছিল। মূর্ত্তির হস্ত চতুষ্টয়ে দণ্ড, তরবারি, মসীপাত্র, লেখনী ও গলদেশে ত্রিদণ্ডী যজ্ঞসূত্র এবং মাল্যাদি শোভা পাইতেছিল। মূর্ত্তির সিংহাসন তলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ মহিষ শায়িত ছিল। আরতির সময় উপস্থিত কায়স্থগণের ভক্তি অর্চ্চনা ও আনন্দ উৎসব এবং বাদ্যাদির রোলে পূজাস্থান ও নদীতীর মুখরিত হইয়া কেমন এক অভূতপূর্ব্ব শোভা দেখাইতেছিল। পূজা উৎসব স্থানে ব্রাহ্মণাদি অনেক জাতির লোক উপস্থিত ছিল। পূজা-উৎসব স্থানে রাত্রিতে স্থানীয় কবিগান হয়। এই পূজা উপলক্ষে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে ৮॥০ পর্য্যন্ত পূজা-অঙ্গনে বিচিত্র চন্দ্রাতপ তলে স্থানীয় কায়স্থগণের একটী বৈঠক (সম্মিলন) হয়। বলতৈড় গ্রামের কতিপয় স্বজাতি

হিতৈষী উৎসাহী কায়স্থ মহোদয়গণের আন্তরিক আগ্রহ ও চেষ্টায় অতি অল্প কয়েক দিন মধ্যে এই পূজা উৎসবের আয়োজন হওয়ায় গ্রামের পার্শ্বস্থ অন্যান্য স্থানের কায়স্থ মহোদয়গণকে সংবাদ দিতে পারা যায় নাই; আমাদের এই জাতীয় পূজা উৎসব উপলক্ষে কতিপয় উৎসাহী কায়স্থ মহোদয়ের চেষ্টায় অপরাহ্নে স্থানীয় কায়স্থগণের একটী সভা হয়। উক্ত জাতীয় সভার বৈঠকে দিনাজপুর-রাজধানী গড় নিবাসী কায়স্থ জাতির পূর্ণগৌরব ও সংস্কার প্রয়াসী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মরায় মহাশয়কে সভাপতি করার কথা ছিল কিন্তু তিনি শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন পূজা-উৎসব উপলক্ষে উক্ত জাতীয় সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় সমবেত কায়স্থগণ দুঃখিত ও বিমর্ষভাব প্রকাশ করেন, দ্বিজেন বাবু জাতীয় উন্নতি সম্মিলন ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে কতকগুলি সমীচীন বিষয় সভায় আলোচনা জন্য লিখিয়া পাঠান; সভায় তাহা পঠিত হয় ও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে কতকাংশ এই :—

অদ্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্য বাসর ও শুভমুহূর্ত্তে বলতৈড় গ্রামের স্বধর্ম্ম পরায়ণ উৎসাহী কায়স্থগণের উৎসাহে ও চেষ্টায় আমাদিগের কায়স্থাদি পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা অর্চ্চনা ও জাতীয় সম্মেলন সভা করার জন্য ও উক্ত সম্বন্ধে আমাকে সভাপতি পদে বরণ করার জন্য যে আমন্ত্রন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা যথাসময়ে আমার হস্তগত হইয়াছে কিন্তু আমি গত আশ্বিন মাস হইতে পুনঃ পুনঃ জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারি নাই; এজন্য জাতীয় উৎসব ও সম্মিলন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। কায়স্থাদিপুরুষ ব্রহ্মকায়োদ্ভব, ব্রহ্মরূপে, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী, দক্ষপার্শ্বে লেখনাদি, অস্ত্রসহ যাঁহার সর্ব্বদা অবস্থান, সেই বৈদিকযুগের অতীত আর্য্য গৌরব যুগের যম পদাধিকারী দণ্ডধর, দেবশ্রী সারস্বত চিত্রগুপ্তের পূজা উৎসবের আয়োজন করায় যথার্থই আজ আমাদের সমাজ মধ্যে জাতীয়ত্বের স্ফুরণ দেখা যাইতেছে। আজ আমাদের 'জাতীয়দিন'। আজ উৎসব, আনন্দ ও ভ্রাতৃ সমিলনের দিন। বহু স্মরণাতীত যুগ হইতে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা ও সংস্থাপন কল্পে, ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণের নিত্য পূজিত ও তর্পণীয় চতুর্দ্দশ যমান্তর্গত সেই মহান্ ব্রহ্মরূপ ব্রহ্মকায়সম্ভূত লেখনীবজ্রধারী ও ধর্ম্মরাজসহকারী, সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভব,—ধর্ম্মরাজপুরাধ্যক্ষ সেই দেবকল্প চিত্রগুপ্তদেববংশসম্ভূত আর্য্য কায়স্থগণ সুবিশাল ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য গৌড়মণ্ডল প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নেতৃ-

বৃত্তিধারী হইয়া, গণনাকার্য্য লইয়া, ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতি হইয়া, লেখক, রাজা, রাজনীতিজ্ঞ, সান্ধিবিগ্রহিক, মন্ত্রী, অধ্যাপক, দেশশাসনসংরক্ষণ প্রভৃতি রাজকর্ম্ম বা রাজধর্ম্ম লইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। এই ছিন্নভিন্ন আত্মবিস্মৃত কায়স্থজাতিকে তাঁহাদের স্বাধিকার ও বর্ণধর্ম্ম বুঝাইয়া একত্রপাশে আবদ্ধ করিতে হইলে মান, অভিমান, হিংসা, বিদ্বেষ সব দূরে ফেলিয়া রাজা, মহারাজা, ধনী, আভিজাত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কায়স্থগণ সহ আজিকার এই পুণ্যতিথিতে ও আমাদের এই পুণ্য জাতীয় দিনে পরস্পর জাতীয় প্রেম ও মিলন জন্য একত্র হইতে হইবে। পিতৃদেব ব্রহ্মক্ষত্র শ্রীচিত্রদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া আত্মমর্য্যাদাহীন ও ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃত, স্বাধিকার-চ্যুত কায়স্থগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, যাহাতে এ জাতি পরস্পর একমাত্র সম্মেলন দ্বারা একতাবলে অনতিকাল মধ্যে নিজ কুলপূর্ব্বজের বর্ণধর্ম্মানুসারে আত্মিক বলে বলীয়ান হইয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র নিজ বর্ণোচিত স্বাধিকার অর্জ্জন করেন। জয় চিত্রগুপ্তজী মহারাজের জয়, ইত্যাদি উদ্দীপনা-পূর্ণ স্বজাতির হিতকারী লিখিত বিষয়গুলি পঠিত হয়। এই সময় দিনাজপুর রাজধানী গড়নিবাসী নৈষ্ঠিক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহাশয় (দ্বিজেনবাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা) পূজাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেবতা দর্শনপূর্ব্বক সভাস্থলে সুললিত কণ্ঠে একটী সংস্কৃত ভগবৎস্তোত্র আবৃত্তি করেন ও অনুপনীত কায়স্থজাতিকে তাঁহার অধিকারানুসারে ক্ষত্রবর্ণোচিত সংস্কারসম্পন্ন হইতে ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

কায়স্থগণের উক্ত বৈঠকে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয় ও জাতীয় হিতকল্পে অনেক বিষয় আলোচনা হয়। তন্মধ্যে স্থানীয় সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ের আবশ্যকানুরূপ গৃহীত প্রস্তাবগুলি বাহুল্যবশতঃ এ স্থানে লিখিত হইল না। দ্বিজেনবাবু সভায় আসিতে অসমর্থ হেতু বলতৈড় গ্রামনিবাসী স্বজাতির হিতকারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা (গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার ও জমিদার) মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১ম প্রস্তাব—কায়স্থজাতির উন্নতি ও হিতপক্ষে ও জাতীয় সামাজিক কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালন জন্য স্থানীয় একটী কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত আবশ্যক হওয়ায় আমাদের এই পুণ্যতিথিতে (যমদ্বিতীয়া তিথিতে) "বলতৈড় কায়স্থ-সভা" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা মহাশয় পত্রানুসারে।

অঃ „ মহেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা (জমীদার)।

সঃ „ হরচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে "বলতৈড় কায়স্থ-সভা" নামে একটী জাতীয়-সভা প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৯ম ও ১০ম প্রস্তাব যথা :—

উক্ত সভার সভাপতি, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সম্পাদক নিযুক্তের ও ৪র্থ প্রস্তাব সভাপতি আদি একের অনুপস্থিতে তন্নিম্ন পদাধিকারীগণের দ্বারা সভার কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে প্রস্তাব আদি গৃহীত হয়। স্থানীয় নিমন্ত্রণ স্থানে উপবীতী, অনুপবীতী কায়স্থ সকলে একত্র হইয়া আহারাদি করা সম্বন্ধে স্থানীয় সামাজিক কতকগুলি অসুবিধা বিষয়ের আলোচনা হইয়া আবশ্যকানুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় ও বলতৈড় কায়স্থ-সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ জন্য ও কায়স্থগণ মধ্যে উপনয়ন হওয়া সম্বন্ধে প্রচার কল্পে স্বেচ্ছা সেবক নিযুক্ত করা বিষয় গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালিয়াকান্ত মজুমদার দেববর্ম্মা, গোপেশ্বর দাসবর্ম্মা, রামনাথ দাসবর্ম্মা, কান্তনাথ দাসবর্ম্মা, রামকুমার দাস, কবিরাজ কৃষ্ণমোহন ঘোষবর্ম্মা ছয়জন স্বেচ্ছা সেবক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫ম প্রস্তাব—প্রতি বৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার (যমদ্বিতীয়ার) পুণ্যতিথিতে কায়স্থাদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের যথা সম্ভব উৎসব ও তদানুসঙ্গিক অবশ্য করণীয় জাতীয় সম্মিলন (বৈঠক) হওয়া আবশ্যক।

প্রঃ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের পত্রানুসারে।

অঃ „ মহেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা (জমিদার)

সঃ „ উমেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা (ঐ)

এই প্রস্তাবটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়গণের বর্ণ ধর্ম্মানুকূল জাতীয় ইতিহাস ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও গ্রাম্য কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সভার কার্য্য পরিচালনাদি কল্পে ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য একটী স্থায়ীভাবে ধন ভাণ্ডার সংস্থাপন আবশ্যক।

প্রঃ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায় মহাশয়ের পত্রানুসারে।

অঃ „ উমেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা

সঃ „ সুরেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা

ইহাও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া 'বলতৈড় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার' নামক একটী ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হইল। (এই ধন-ভাণ্ডারের জন্য সভাস্থলেই কিছু অর্থ সংগ্রহ হয় ও অনেকেই অর্থদান করিতে প্রতিশ্রুত হন)।

৭ম প্রস্তাব—স্থানীয় অনুপবীতী কায়স্থগণের সহিত উপবীতী কায়স্থগণের কিরূপ সংশ্রব রাখা হইবে ইত্যাদি—

প্রঃ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা।

অঃ „ কিশোরিমোহন দাস বক্সী বর্ম্মা।

সঃ „ কৃষ্ণগোপাল দাস দেববর্ম্মা।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে আগামী কোজে অনুপবীতী কায়স্থগণ উপবীতী না হইলে কর্ত্তব্য অবধারণ ও বিহিত ব্যবস্থা জন্য যথাসময়ে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৮ম প্রস্তাব—উপনীত কায়স্থগণ মধ্যে নিম্নচেতা বিদ্বেষী দলের চক্রান্তে পড়িয়া অজ্ঞতা বশতঃ কেহ উপবীত ত্যাগ করিলে তাঁহার সহিত উপবীতী কায়স্থগণের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

প্রঃ শ্রীযুক্ত কিশোরিমোহন দাস বক্সী বর্ম্মা।

অঃ „ উমেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা।

সঃ „ জানকীনাথ দাস দেববর্ম্মা।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উপবীত ত্যাগী রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক পুনঃ উপবীত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সহিত কোনরূপ সংশ্রব না রাখা ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে আবশ্যকানুরূপ তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১শ প্রস্তাব—অত্রস্থ উপবীতী কায়স্থগণ অনুপনীত কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের দ্বিজাচার গ্রহণ, দ্বাদশাহ অশৌচ পালন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ার ব্যয় সংক্ষেপ, ও শ্রাদ্ধাদিতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, বিবাহে কুশণ্ডিকা (হোম) শ্রাদ্ধে অন্নপিণ্ড দান, পুরুষগণের নামান্তে 'বর্ম্মণ' ও কায়স্থ মহিলাগণের নামান্তে 'দেবী' উপনাম গ্রহণ সম্বন্ধীয় কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গৃহীত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া অত্র সমাজস্থ কায়স্থবৃন্দকে নিজ বর্ণোচিত দ্বিজাচার (ক্ষত্রিয়াচার) পালন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

প্রঃ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের পত্রানুসারে।

অঃ „ মহেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা। (জমিদার)

সঃ „ উমেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা (ঐ)

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১২শ প্রস্তাব—'বলতৈড় কায়স্থ-সভা' অত্রস্থ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে এবং দূরবর্তী গ্রামের জাতীয় কার্য্যে উৎসাহী ও সমর্থ কায়স্থ মাত্রকেই ক... তাহার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য হইতে ও 'বলতৈড় কায়স্থ-সভা'... উক্ত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-মহা-সভার 'শাখা সভা' রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখা ... বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রঃ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের পত্রানুসারে

অঃ " " মহেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা (জমিদার)

সঃ " " হরচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

কায়স্থ সমাজ তত্ত্বজ্ঞ সহৃদয় দ্বিজেনবাবুর স্বজাতীয় কার্য্যে উৎসাহ, যা... এবং শুভেচ্ছা দৃষ্টে ও সামাজিক হিতকল্পে স্থানীয় কায়স্থগণের প্রতি তাঁহা... অনুগ্রহ দৃষ্টি থাকায়, আবশ্যকানুসারে ও কৃতজ্ঞতা বোধে স্থানীয় কায়স্থ... 'বলতৈড় কায়স্থ-সভা' তাঁহাকে এই সভার প্রতি সুদৃষ্টি রাখিয়া সময়োপযো... জাতীয় উন্নতিকর উপদেশ দ্বারা সভানুগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য সর্ব... সম্মতিক্রমে তাঁহাকে সভার সভাপতি পদেরও উর্দ্ধতন 'অনারারি প্রধানাধ্য... ভাবে মনোনয়ন করিলেন।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা (জমিদার ও গভর্ণমে... পেন্সনার) এই সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস দেব বর্ম্মা (জমিদার ও ডাক্তার)

সম্পাদক— " হরচন্দ্র দাস দেব বর্ম্মা।

সহঃ সম্পাদক— " লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার দেব বর্ম্মাকে করা হইল।

উক্ত জাতীয় পূজা উৎসবে ও সভাস্থলে স্থানীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র লাহিড়ী, ২। সুধীরচন্দ্র লাহিড়ী, ৩। শৈলেন্দ্র... লাহিড়ী, ৪। নিকুঞ্জবিহারী মৈত্রেয়।

সর্ব্ব সাকিন বলতৈড়।

৫। হরিচরণ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়ালপুর, ৬। কামিনীবল্লভ মজুমদার ... রাজারামপুর।

উপস্থিত কায়স্থ-মণ্ডলী।

দিনাজপুর রাজধানী গড় হইতে আগত

১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায়, ২। গিরীন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায়, ৩। ধীরেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায়।

স্থানীয় কায়স্থবৃন্দ।

১। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা, ২। ডাঃ উমেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা, ৩। হরচন্দ্রদাস দেববর্ম্মা (জমিদার), ৪। হরিশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা (জমিদার) ৫। কৃষ্ণমোহন ঘোষ বর্ম্মা (কবিরাজ), ৬। শশিমোহন দাস দেববর্ম্মা, ৭। কিশোরীমোহন দাস বক্সী দেববর্ম্মা, ৮। কৃষ্ণগোপাল দাস দেববর্ম্মা, ৯। হরিপ্রসাদদাস দেববর্ম্মা, ১০। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার দেববর্ম্মা, ১১। রামচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা, ১২। ননিগোপাল সিংহ, ১৩। সুরেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা, ১৪। চন্দ্রকান্ত চৌধুরী বর্ম্মা, ১৫। রজনীকান্ত ঘোষ বর্ম্মা, ১৬। রাধকুমার দাস, ১৭। রামলোচন দাস, ১৮। হরকুমার দাস দেববর্ম্মা।

সর্ব্ব সাং বলতৈড়।

১৯। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাস দেববর্ম্মা, ২০। জানকীনাথ দাস দেববর্ম্মা, ২১। সীতানাথ দাস দেববর্ম্মা, ২২। বনমালী সিংহ চৌধুরী বর্ম্মা, ২৩। কান্তনাথ দাস দেববর্ম্মা, ২৪। গোপেশ্বর দাস দেববর্ম্মা।

সর্ব্ব সাং গোপালপুর।

২৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সাং দিনাজপুর চাউলিয়া পট্টি।

ইহা ছাড়া আরও স্বজাতীয় যুবক ও বালকবৃন্দ ও অন্যান্য জাতীয় লোক উপস্থিত ছিল। বাহুল্য বশতঃ এস্থানে লেখা হইল না।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মজুমদার দেববর্ম্মা।
সহকারী সম্পাদক।
৫।৭।১৩২৯—'বলতৈড় কায়স্থ-সভা'।

বলতৈড় শাখাসভার সভাপতি, কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।
ঐ সহকারী সম্পাদক—বারেন্দ্রশ্রেণী কায়স্থ।

ভবদীয়—

শ্রীহরচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য, এবং
দিনাজপুর জেলা অধীন বলতৈড়
কায়স্থ-সভার সম্পাদক।

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দেববর্ম্মা
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য, এবং
বলতৈড় কায়স্থ-সভার
সভাপতি।

৪। বিশেষ সাধারণ অধিবেশন।

গত ৩রা আশ্বিন বুধবার, মহালয়ার পুণ্য-বাসরে অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকা সময় ৬৫, বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে আমা সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, দেশমাতৃকার বরেণ্য সুসন্তান, দেশমান্য, গোলোকগত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের স্বধামপ্রাপ্তি উপলক্ষে শোকপ্রকাশার্থ বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। এই শোকসভা কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এবং চতুঃশ্রেণীস্থ যে সমস্ত গণ্যমান্য কায়স্থ-মহোদয় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম যতদূর সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। সভারম্ভের সময় হইতে মুষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, রায়সাহেব জগদানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সূর্য্যকুমার ঘোষাল।

রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম্, বি, ই, (পাইকপাড়া), কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (তাড়াশ) (সভাপতি কায়স্থ-সভা), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), রায় বিনোদবিহারী বসু, রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীবর্ম্মা, নিমতিতা, (সহকারী সভাপতি কায়স্থ-সভা), প্রভাতকুমার চৌধুরীবর্ম্মা, ঐ, মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, অমৃতকৃষ্ণ বসুমল্লিক, নিরায়ণচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, দীননাথ মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী, বিধুভূষণ সরকার, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, বঙ্কুবিহারী বসু, রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা, মণীন্দ্রমোহন মজুমদারবর্ম্মা, মৃণালকান্তি ঘোষবর্ম্মা, পীযূষকান্তি ঘোষবর্ম্মা, নিহারকান্তি ঘোষবর্ম্মা, রসরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী, মৃণালকান্তি বসুবর্ম্মা এম-এ, বি-এল, সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা এম-এ, বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র এম-এ, পি-আর-এস, শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, যতীশচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার বি-এল, যোগেন্দ্রনাথ রায়বর্ম্মা, মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক, ননীলাল ধরবর্ম্মা, নলিনীকান্ত মিত্রবর্ম্মা, বঙ্কবিহারী সরকার, মাখনলাল বিশ্বাসবর্ম্মা, হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা সাহিত্যসাগর, রাধাকালী দত্ত, হৃদয়কৃষ্ণ বিশ্বাস,

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, প্রিয়নাথ রায়, উপেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ দাস, প্রমথনাথ মিত্রবর্ম্মা, বিশ্বিক্ষিভূষণ মিত্রবর্ম্মা, হীরালাল মিত্রবর্ম্মা, শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, অতুলানন্দ দত্ত, পরমানন্দ দত্ত, ভগবানচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা, রাজকুমার মিত্রবর্ম্মা, কালীপ্রসন্ন দাসবর্ম্মা, রমেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, যতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশচন্দ্র দাস, যাদবচন্দ্র দেববর্ম্মা, সুরেন্দ্রমোহন দত্ত, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যরঞ্জন ঘোষ, হরিচরণ মিত্র, বসন্তকুমার দেব, সনৎকুমার বসু, বীরেন্দ্রকুমার বসু, কুঞ্জবিহারী দেব, দেবকুমার বিশ্বাস, ভবতারণ দাস, বিলাসচন্দ্র বিশ্বাস, সতীশচন্দ্র বসু বটকৃষ্ণ বসু, কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মাচৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ বসুমল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাইকপাড়ার স্বনামখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহবাহাদুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, যাঁহারা অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া গোলোকগত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া সভার অধিবেশনের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম পাঠ করেন যথা :—

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ ঘোষ রায়বর্ম্মা বাহাদুর, দিনাজপুর।

রাজা " গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, (শোভাবাজার) বৈদ্যনাথ।

" মণিমোহন সেন, খাগড়া, বহরমপুর।

রায়সাহেব " নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

" হেমচন্দ্র সরকারবর্ম্মা এম-এ, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর; প্রেসিডেন্সী-বিভাগ।

" পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা, কাণপুর।

" গোবিন্দচন্দ্র বসুবর্ম্মা, এলাহাবাদ।

" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায়বর্ম্মা, দিনাজপুর রাজবাটী।

" হেমচন্দ্র মজুমদার, ভোটমারী কাছারী।

" অন্নদাচরণ ঘোষবর্ম্মা রায়চৌধুরী, ট্যাংরা, ফরিদপুর।

" মধুসূদন গুহবর্ম্মা আটারিখাট, দরং।

" যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা, সম্পাদক "ঢাকা আর্য্য-কায়স্থ-সভা ও প্রচার-সমিতি"।

" মহেন্দ্রনাথ সরকারবর্ম্মা, কাকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ সরকারবর্ম্মা, নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি।
" হেমচন্দ্র কুণ্ডুবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, উছীলপুর, রংপুর।
" দ্বারকানাথ পালবর্ম্মা, আখিড়া, শান্তাহার, বগুড়া।
" ডাক্তার অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা, বেরেলী, আসাম।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার স্বরচিত নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করেন :—

৺মহাত্মা মতিলাল।*

(১)

বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় ভাগ্যবান্।
জীবনের প্রিয়ব্রত,
সাধিয়া বীরের মত,
সজ্ঞানে আনন্দধামে করিলা প্রয়াণ,
কর্ম্মের বহুলা স্মৃতি রাখি বিদ্যমান।

(২)

দীর্ঘ জীবনের কর্ম্ম গৌরব-মণ্ডিত ;
নির্ভীক হৃদয় ল'য়ে,
সতত চ'লেছ ধেয়ে,
অনলে দিয়েছ হাত লাগি দেশ-হিত ;
ঝটিকা মস্তক পাতি লয়েছ নিয়ত।

(৩)

অবিচার অত্যাচার যেখানে যখনি,
কোনরূপে আসি কাণে,
পশিলে আঘাতি প্রাণে,
করুণায় পূর্ণ হৃদি করিত তখনি,
নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেব! পারনি কখনি।

(৪)

প্রবলের মনস্তুষ্টি করিতে সাধন।
দুর্ব্বলের প্রতিকূলে,
দাঁড়াওনি কভু ভু'লে,
কোন স্বার্থ পারে নাই করিতে তেমন।
পীড়িতের ছিলা তুমি একান্ত শরণ।

(৫)

আরক্ত লোচন হেরি কম্পিত হয়
হওনি ভীরুর মত,
আপদ বিপদ্ যত,
পদে দলি সত্যধর্ম্মে লভিয়াছ জয়।
মনুষ্যত্ব হেরি বিশ্ব মানিছে বিস্ময়।

(৬)

অর্থ লোভে, উপাধির লোভে কভু
পরিহরি মানলাজ,
মর্য্যাদায় হানি বাজ,
রাজদ্বারে কৃতদাস সেজেছে যেমন,
সর্ব্বদা দেশের স্বার্থ করিতে দলন।

(৭)

তোমার জীবনে কভু এ হেন নীচতা
দেখাইতে কেবা পারে!
সদা সমুন্নত শিরে,
উদ্ঘোষিত করিয়াছ দেশের বারতা,
উত্তেজিত করিয়াছ পে'তে স্বাধীনতা।

(৮)

তুষ্ট হবে, কেবা হবে কষ্ট অতিশয়,
এ চিন্তা তোমার মনে,
সত্যবাণী বিঘোষণে,
কখনও ক্ষণমাত্র হত না উদয়,
এত মনস্বিতা তব ছিল মহাশয়!

* বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার তেজস্বী সম্পাদক ৺মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের উপলক্ষে লিখিত।

(৯)

বলিতে পারি না তুমি ছিলে কত বড়,
এত তেজ অভিমান,
এত রাজনীতি জ্ঞান,
ভারতে ক'জন আছে এত মনে দৃঢ়!
তোমারি তুলনা তুমি ওহে শক্তিধর!

(১০)

রাজনীতি ক্ষেত্রে তুমি শ্রীকৃষ্ণের মত।
সাজনি কখনো রথী,
তাহাতেই পেতে প্রীতি,
রাজনীতি রথ সদা করি সঞ্চালিত ;
সারথীর ব্রত পালি হতে তৃপ্ত চিত!

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় মহাত্মা মতিলাল ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের সুলিখিত নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ * সভাস্থলে পাঠ করেন।

অতঃপর অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুবর্ম্মা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র, শ্রীযুক্ত হীরালাল মিত্রবর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়গণ শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাদ্বারা বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি সম্পাদক-কেশরী, স্বদেশ-প্রাণ মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের অশেষ সদ্‌গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

তৎপরে কায়স্থ-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীবর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

১ম প্রস্তাব—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, দেশমাতৃকার বরেণ্য সুসন্তান, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রাণস্বরূপ, স্বদেশ ও স্বজাতি বৎসল, অক্লান্তকর্ম্মী মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের স্বধাম-প্রাপ্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও মর্ম্মাহত। বাঙ্গালী জাতীর এই সমবেত সভা তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে বোধ করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার পরিবার-বর্গের সহিত আন্তরিকভাবে সমবেদনা অনুভব করিতেছেন।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর মহাশয় গদ্‌গদকণ্ঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন, যথা :—

* এই প্রবন্ধটী ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

২য় প্রস্তাব—এই সমবেত সভায় গৃহীত শোক-প্রকাশ-প্রস্তাবের লিপি গোলোকগত মহাত্মা মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সহোদর শ্রীযুক্ত গোপাল লাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার,

" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন,

" মনীন্দ্রমোহন বর্ম্মা মজুমদার,

সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইলে মাননীয় সভাপতি মহাশয় তদ্বিষয় মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দেশমান্য মতিলালের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সভার উপসংহার করেন।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং রাত্রি ৭॥০ ঘটিকায় সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

২৩শ তম নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলন।

স্থির হইয়াছে যে বর্ত্তমান বর্ষে ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মেলন আগামী বড়দিনের ছুটীতে ২৫।২৬।২৭শে ডিসেম্বর মিরাট সহরে বসিবে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী লাল বর্ম্মা এল, এম, পি সম্মেলন অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছেন যে এ বৎসরের অধিবেশনে যাহাতে বহু কায়স্থ-প্রতিনিধি সম্মিলিত হন এবং অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যকরী প্রস্তাব সকল গৃহীত হইয়া কায়স্থ-জাতির মধ্যে একটী প্রবল উন্নতির তরঙ্গ উঠে সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা আয়োজন হইতেছে। আমাদের প্রার্থনা বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত চিন্তাশীল কায়স্থ-মণীষীগণ জাতীয় কার্য্যে যোগদান করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণের কৃতিত্ব ও যোগ্যতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। যে কোনও মহাত্মা এই জাতীয় সভায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, উল্লিখিত অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নামে মিরাট (ইউ-পি) ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে, সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯] [২১ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

আসামে কায়স্থ বারো ভুঁঞা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বারভূঞার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে সেই সময়ের কমতারাজ্যের পরিচয় বিবৃত করা আবশ্যক। আসাম-বুরঞ্জিতে লিখিত আছে, পূর্ব্বে কমতেশ্বরের সহিত গৌড়েশ্বরের প্রীতি ছিল। প্রীতিতে বশীভূত হইয়া গৌড়েশ্বর-পুত্রী সুশুদ্ধা রায়ী কন্যাকে কমতেশ্বরের সহিত বিবাহ দিলেন। সুন্দরী কন্যা দেখিয়া কমতেশ্বর তাঁহাকে মুখ্য পাটেশ্বরী করিলেন। তাঁহার অপর ভার্য্যার নাম ছিল সুলোচনা। এই দুই ভার্য্যা রাজার প্রধানা মহিষী। এ ছাড়া আরও ৮, জন সামান্যা ভার্য্যা ছিলেন। রাজার পুরোহিত নীলাম্বরের পুত্র দীননাথ ও চন্দ্রশেখর। কমতেশ্বরের পাটেশ্বরী (গৌড়রাজকন্যা) প্রত্যহ চন্দ্রশেখরের নিকট 'হরগৌরী-সংবাদ' নামক পুস্তক শুনিয়া থাকেন। কমতেশ্বর দুই ভার্য্যার সহিত আনন্দিত হইয়া চন্দ্রশেখরকে বহু উপঢৌকনাদি দিয়া ভূষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প-দিন মধ্যে চন্দ্রশেখরের উপর রাজার সন্দেহ হইল। রাজমহিষী তাঁহার সহিত কলঙ্কিত হইয়াছেন এই অপবাদ তাঁহার কাণে পৌঁছিল। সেই দিন হইতে দেবী মূর্ত্তির শক্তি হ্রাস হইল; দেশেতেও বিপ্লব ঘটিল। কমতেশ্বর বলেন, পুরোহিতের পুত্রও নষ্ট হইল, আমার ভার্য্যাও কলঙ্কিত হইয়া রহিল। চন্দ্র-শেখরও বাতুল হইয়া মরিতে চাহিলেন। তৎকালে অন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন না। রাজা গৌড়েশ্বরের নিকট ধনেশ্বর গুয়া-কটাকে পাঠাইলেন। পরে গৌড়েশ্বর কমতেশ্বরের নিকট এই ৭ ঘর ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন—ভবানীনাথ, গোবিন্দ মিশ্র, জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, রামাপতি, কবি ভারতী, গৌরীকান্ত ও কেশব মিশ্র।

এ দিকে গৌড়রাজকন্যা পুরোহিতের কনিষ্ঠপুত্র দীননাথকে দিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, পিতৃ বিদ্যমানে তাঁহার এত দুঃখ। অপূর্ব হর-গৌরী সংবাদ শুনিয়া ছিলাম, সেই হেতু পুরোহিত-পুত্রের মিথ্যা কলঙ্ক আর আমারও এই দুর্দ্দশা। 'এই পুস্তক গৌড়েশ্বরের নিকট রাখিবার যোগ্য', এই প্রকার বলাতেই আমার এত কষ্ট হইয়াছে। পরে গৌড়েশ্বর কন্যার বার্ত্তা পাইয়া একজন থানাদারকে পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হর-গৌরীসংবাদ পুস্তকখানি যে জামাতার নিকট আছে তাহা আমাকে দেওয়া হউক এবং সেই পুস্তক যাঁহার মুখে শোনেন সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণকেও পাঠাইয়া দিবেন।" কমতেশ্বরের জন্য শ্রীহট্টের পাটী একখানা এবং সোনার বাঁটে খোদিত অক্ষরযুক্ত শুক্লচামর একখানা পাঠাইয়া দিলেন। কমতেশ্বর চন্দ্রশেখরকে লোহার শিকলি লাগাইয়া রাখিয়া ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া যাইত, সেই কেশরামকে ৭ জন মেচ্ লাগাইয়া খাসির মত মারিয়া দুই ভাইকে অতায়ো লইয়া সেই মাংস রাঁধিয়া দুইজনকে পিঠা পরমান্নের সহিত খাওয়াইলেন। এই নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কমতেশ্বরের দুয়ার-বরুয়া সদানন্দ শচীয়ার এই দুইজন রাজ-পুরোহিতের সহিত গৌড়েশ্বর মুসলমান পাতশার শরণাপন্ন হইলেন এবং কমতেশ্বরের দুর্ব্যবহারের কথা জানাইলেন। গৌড়ের পাতশা হল্লোল খাঁ ও বাজিৎখাঁকে পাঠাইয়া দিলেন। কমতেশ্বর অহোমরাজা স্বর্গদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার পত্নী সুলোচনা কুমার দুর্লভেন্দ্রের সহিত থাকিলেন। পরে দুর্লভেন্দ্র কমতার রাজা হইলেন। (তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।) কমতেশ্বরের বংশে ফিঙ্গুয়া নামে এক ব্যক্তি রাজা দুর্লভেন্দ্রের সহিত পাশা সতরঞ্চ খেলিতেন। একদিন খেলিবার সময় ফিঙ্গুয়া ছুরী দিয়া রাজাকে মারিয়া নিজে রাজা হইলেন। তিনি দুর্লভেন্দ্রের পুত্র সুচারুচাঁদ নামক ছোট -ছেলেটাকে না কাটিয়া সথাভাবে রাখিলেন। তৎপরে অহোমরাজা কমতেশ্বরকে স্থাপিত করিবার জন্য পাচেঙ্গ মুন্দের পুত্র চন্থাম্ স্বরগদ্ধিকে পাঠাইলেন। ১৪০২ শকে চন্থাম্ সদল বলে গিয়া বেহারের সিংহাসনে সুচারুচাঁদকে বসাইলেন। (১)

এদিকে গুণাভিরাম বড়ুয়ার আসাম-বুরঞ্জিতে লিখিত আছে—

"কামরূপের পশ্চিমাংশে বর্ত্তমান রংপুরের বগুরা মহকুমার কোন স্থানে এক নগর ছিল। সেই স্থানে একজন ব্রাহ্মণের একটা গোরক্ষক ছিল; তাহার স্বভাব বড় অশান্ত ও সকলেরই অন্যায় করিত। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া একদিন মাঠে গিয়া দেখেন যে, সেই গোরক্ষক গাছের তলায় শুইয়া আছে; রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটা বিষধর সর্প তাহার মাথায় চক্র ধরিয়া আছেন তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভয় পাইল, সর্পও পলাইয়া গেল। পরে ব্রাহ্মণ তাহার নিকট গিয়া দেখিলেন, তাহার অষ্টদল পদ্ম, ত্রিশূল ও পদ্মরেখা আছে। ব্রাহ্মণ তাহাকে তুলিয়া ঘরে লইয়া গেলেন এবং কোন প্রকার হীন কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন। ঐই সঙ্গে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, সে যদি রাজা হয় তাঁহাকে মন্ত্রী করিবে। কালক্রমে সেই গোপালক নীলধ্বজ নামে রাজা হইল, ব্রাহ্মণ তাঁহার মন্ত্রী হইলেন। বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের জন্য মিথিলা হইতে তিনি অনেক ব্রাহ্মণ আনাইলেন। এই নীলধ্বজই কমতাপুর নামে নগর পত্তন এবং স্বয়ং কমতেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। নীলধ্বজের পর তৎপুত্র চক্রধ্বজ এবং তৎপরে নীলাম্বর কমতাপুরের রাজা হইলেন। ঘোড়াঘাটের গড় ও নানাস্থানে অনেক আলি এই নীলাম্বরই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নীলাম্বরের রাণীর প্রতি তাঁহার মন্ত্রিপুত্রের আসক্তি ছিল। একদিন রাজা কৌশলক্রমে সেই মন্ত্রিপুত্রকে ধরিয়া আনাইয়া বধ করিলেন; আর তাহার মাংস রাঁধাইয়া মন্ত্রীকে খাওয়াইলেন। পরে মন্ত্রীকে তাহার পুত্রের অপরাধের কথা জানাইলেন। মন্ত্রী কুসংসর্গজনিত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলেন। তীর্থযাত্রা ছল মাত্র। তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া গৌড়নগরে হোসেন সাহের নিকট গিয়া রাজার দুর্ব্বলতা জানাইলে হোসেনসাহ অনেক সৈন্য পাঠাইলেন। সেই সৈন্যের সহিত কমতেশ্বরের ঘোর যুদ্ধ হইল। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ যুদ্ধ চলিয়াছিল। কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে না পারায়, অবশেষে হোসেনসা বলিয়া পাঠাইলেন, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, তিনি সসৈন্যে ফিরিয়া যাইবেন। তবে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার পুর-মহিলারা রাণীদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া যাইতে চান। নীলাম্বর সম্মত হইলেন। পরদিন আবৃত দোলায় চড়িয়া বহু অস্ত্রধারী সৈন্য নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিল ও রাজাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।" (২)

গুণাভিরাম বড়ুয়া যে সময়ে নীলাম্বরের রাজত্বকালের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সাচীপাতে লেখা প্রাচীন আসামবুরঞ্জি হইতে সেই সময়ে আমরা

(১) Vide Assam Buranji (Assam Government Collection no 78 Gauhati) P. 8-14.

(২) গুণাভিরাম বড়ুয়ার "আসামবুরঞ্জি" ৪র্থ সংস্করণ, ৪৭—৪৯ পৃষ্ঠা।

রাজা দুর্লভনারায়ণের বংশধর সুচারুচাঁদের নাম পাইতেছি। দুর্লভনারায়ণ যে প্রকৃতই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহা শঙ্করদেব প্রভৃতির প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গোরক্ষক নীলধ্বজ বা তৎপৌত্র নীলাম্বরের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। মনুষ্যমাংস রাঁধিয়া খাওয়াইবার কথা প্রাচীন আসামবুরঞ্জিতে আছে। গুণাভিরাম নীলাম্বর প্রসঙ্গে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।* বাস্তবিক হোসেন সা কর্ত্তৃক কমতাপুর আক্রমণের কথা বহু গ্রন্থে থাকিলেও নীলাম্বরের পরিচয় নাই। এমন কি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ হোসেন সা কর্ত্তৃক কামরূপ বা কামতাবিজয় প্রসঙ্গে স্থানীয় সামন্তনৃপতিগণের পরিচয় প্রদান করিলেও কোথাও নীলাম্বরের নাম করেন নাই। "রিয়াজউস-সলাটিন" নামক মুসলমান ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে—

"And subjugating the Rajas of the environs and conquering up to Orissa he levied tribute. After this, he planned to conquer Assam, which is north-east of Bengal. With an overwhelming army consisting of infantry and a numerous fleet, he marched towards that kingdom, and conquered it. And conquering the whole of that country up to Kàmrup, Kàmtah and other districts which were subject to powerful Rajas, like Rùp Narain Pàla, Kúmar Ghosh, Lakkhan and Lachhmi Nàrayan and others, he collected much wealth from the conquered tracts; and the Afghans demolishing those Rajas' buildings, erected new buildings. The Raja of Assam not being able to oppose him relinquishing his country, fled to the mountains. The king, leaving his son with a large army to complete the settlement of the conquered country, returned triumphant and victorious to Bengal. After withdrawal of the king, his son devoted himself to the pacification and defences of the conquered country. But when the rainy season set in, owing to floods, the roads and tracks became closed; and the Rajah with his adherents issued from the hills, surrounded the Royal army, engaged in warfare, cut off supplies of provisions, and in a short time put all to the sword." (৩)

* গোসাঁইমঙ্গল গ্রন্থেও ইহার প্রতিধ্বনি আছে।

(৩) Vide Riyazus-Salatin, translated by Maulavi Abdus Salam, pp. 132-133 andJ ournal of the Asiatic Society of Bengal, 1893, p. 279.

সর্ গেট সাহেব গুণাভিরাম বড়ুয়ার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত নীলাম্বরকে সেনবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন—কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রমাণে এই বংশ যে কোন কালে কমতাপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। কামতাপুরের প্রতিষ্ঠা যে নীলাম্বরের বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে হইয়াছিল পূর্ব্বেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান ইতিহাসে যে কয়জন শক্তিশালী ভূস্বামীর নামোল্লেখ আছে, তাঁহাদের অধিকাংশই দুর্লভনারায়ণের সময়ে সমাগত কায়স্থ ভুঞাগণের বংশধর অথবা জ্ঞাতিকুটম্ব হইতেছেন। যথা স্থানে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, দুর্লভনারায়ণের মৃত্যুর পরই ভুঁঞাগণ সকলেই স্বাধীন নৃপতিরূপে আপনাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকিবেন।

ভূষণানন্দ কবিভূষণের শঙ্করচরিতেও লিখিত আছে—"চণ্ডীবর কিছুদিন গৌড়রাজ্যে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মপুত্রে নৌকায় চড়িয়া উজাইলেন। পরে টেম্বুয়ানি বন্ধ মাঝে লোহিতনদের অনুকূলে বরদ্রবা নামক স্থানে থাকিয়া ঘরবাড়ী সাজাইয়াছিলেন।" (৪) এখানে তাঁহার দিন দিন প্রভাব ও অধিকার বৃদ্ধি ও গৌড় হইতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াতে কিন্তু রাজা দুর্লভনারায়ণের হৃদয়ে অহেতুক সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। রাজা মনে করিলেন যে, চণ্ডীবর তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য গৌড়েশ্বরের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং অপর ভুঁঞাগণও অবাধ্য হইয়া উঠিতেছেন। রামচরণ ঠাকুরের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, রাজা দুর্লভনারায়ণ ভুঁঞাগণকে শাসন করিবার জন্য শশীপাত্র নামক সেনাপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। সম্মুখ সমরে চণ্ডীবরকে পরাজয় করা সহজসাধ্য নহে আশঙ্কা করিয়া শশীপাত্র কাজলীমুখে (বর্ত্তমান কলংমুখে) কোট বাঁধিয়া ছলে কলে চণ্ডীবরকে ধরিয়া লইলেন। প্রায় একবৎসর কাল চণ্ডীবর কারাগারে বন্দী থাকেন। এই সময় নবদ্বীপ হইতে চন্দ্রকবি নামে এক পণ্ডিত কমতাপুরে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিযোগীর সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজপণ্ডিতগণ কেহই তাঁহার সহিত বিচার করিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর রাজা সেনাপতিকে আদেশ করিলেন যে, "সাত দিনের

(৪) "কত দিন থকি গৌড়েশ্বরর রাজ্যত। ব্রহ্মপুত্রে উজাইলন্ত চরিবা নাবত॥
টেম্বুয়ানিবন্ধ মাঝে অতি অনুপাম। লোহিতর অনুকূলে বরদ্রবা নাম॥
তথাত রহিয়া ঘরবারি সাজাইলন্ত।"

মধ্যে একজন পণ্ডিত হাজির কর, নচেৎ তোমার ভাল হইবে না।" শশীপণ্ডিত
চণ্ডীবরের বিদ্যাবত্তার পরিচয় জানিতেন। তিনি চণ্ডীবরকে কারাগৃহ হইতে
আনিয়া বিচারসভায় উপস্থিত করিয়া দিলেন। চণ্ডীবরের সহিত নদীয়া
পণ্ডিতের তর্কসংগ্রাম আরম্ভ হইল। পণ্ডিত তর্ক করিতে সমর্থ না হওয়া
সভাস্থ সকলে চণ্ডীবরের জয় ঘোষণা করিলেন। রাজাও চণ্ডীবরের প্রতি
অত্যন্ত সদয় হইয়া তাঁহাকে দেবীর প্রকৃত ভক্ত ভাবিয়া তাঁহাকে 'দেবীদাস'
উপাধি এবং ভূঁঞাগণের প্রধান অর্থাৎ 'শিরোমণি' ভূঁঞাপদ প্রদান করিয়া
স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার অনুমতি দান করিলেন। তখন হইতে
চণ্ডীবর ও তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ মধ্য-আসামে স্বতন্ত্র হইলেন। অল্পদিন মধ্যে
নওগাঁ ও তেজপুরের মধ্যস্থিত ব্রহ্মপুত্রের উভয় কূলবর্ত্তী সমস্ত জনপদ
চণ্ডীবরের অধীন হইল। তিনি এই অঞ্চলে প্রত্যেক গণ্ডগ্রামে তাঁহার সধর্ম্মী
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে ভূঁঞা নিযুক্ত করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে
লাগিলেন। তাঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটী সুসজ্জিত ঘর নির্ম্মিত
হইল, তাহার নাম 'কারখানা'।

অহোমরাজগণের প্রভাব ও অধিকার বৃদ্ধির সহিত পূর্ব্ববর্ণিত আদিভূঁঞা-
গণের প্রতিপত্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। এদিকে কামতারাজের দক্ষিণ
হস্তস্বরূপ গৌড়াগত বারোভূঁঞাগণ কামতার অধিকার বড়নদী অতিক্রম
করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দরঙ্গ জেলা এবং দক্ষিণকূলে নওগাঁও জেলা পর্য্যন্ত দখল
করিয়া বসিয়াছিলেন, এ সময়ে মাজুলীদ্বীপের পূর্ব্বে অহোমদিগের অধিকার
এবং পশ্চিমে করতোয়া পর্য্যন্ত বারোভূঁঞার শাসন চলিয়াছিল। বারোভূঁঞার
সুশাসনগুণে এবং গৌড়বঙ্গে ক্রমেই মুসলমান অত্যাচার বৃদ্ধি হওয়ায় বাঙ্গালা
হইতে বহু ভদ্রসন্তান কামরূপে বারোভূঁঞার অধিকারে গিয়া বাস করিয়া-
ছিলেন। বারোভূঁঞার বংশধরগণের বংশপত্রিকা আলোচনা করিলে জানা
যায় যে, টেমুয়ানীবন্ধে বরদোয়ার চণ্ডীবর, পাণ্ডুনাথে প্রতাপভূঁঞার পূর্ব্বপুরুষ,
ভাপাচার্যটায় নারায়ণগমঠার পূর্ব্বপুরুষ, উগুরি বা লোহাগুড়িতে শ্রীপতি,
হকড়াকুচিতে সরস্বতীভূঁঞা, ফুলগুড়িতে রাজেন্দ্রভূঁঞার পূর্ব্বপুরুষ, এতদ্ভিন্ন
বড়নগর, কর্ণপুর, বেজেনী, ঝাড়গাঁও ও তিমুরিয়া এই ১২ স্থানে বারোভূঁঞার
শাসনকেন্দ্র ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের সহিত সমাগত গুরুপুরোহিতবর্গ
নানা স্থানে গ্রামপতিরূপে ভূঁয়ালী করিতেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ১৩১১
খৃষ্টাব্দে বারোভূঁয়ার অভ্যুদয়। এদিকে কোচবিহারের ইতিহাস ও আসাম-

বুরঞ্জী হইতে জানা যায় যে প্রায় ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের প্রতিষ্ঠা। (৩) রাজা
বিশ্বসিংহের কৌশলেই বারোভূঁঞার অধঃপতন ঘটে। সুতরাং দেখা যাইতেছে
যে, প্রায় দুইশত বর্ষকাল কায়স্থ বারোভূঁঞাগণ কামরূপে আধিপত্য বিস্তার
করিয়াছিলেন। ভূঁঞাগণের বর্ত্তমান বংশধরগণের মুখে শুনা যায় যে, তাঁহাদের
পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক কামরূপশাসনের বিস্তৃত ইতিহাস ছিল; কিন্তু পুনঃ পুনঃ
রাষ্ট্রবিপ্লবে ও অবস্থাবিপর্য্যয়ে, এবং অবশেষে মুসলমানদিগের অত্যাচারে ও
পুনঃ পুনঃ গৃহদাহে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবজনক ইতিহাস নষ্ট
হইয়াছে;—তন্মধ্যে দুই এক ঘর যাঁহারা বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়ের পরও কতকটা
সামাজিক প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের
রক্ষিত কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে।

ভূঁঞাগণের প্রভাববিস্তার।

গুণাভিরাম বড়ুয়ার আসামবুরুঞ্জিতে ভূঁঞাগণের অভ্যুদয় সম্বন্ধে লিখিত
আছে—"কোচগণ সহজেই রাজ্যবিপ্লব ঘটাইতে পারে এইজন্য রাজা দুর্লভ-
নারায়ণ দূরদেশে ভূঁঞাদিগকে বন্ধুভাবে নিযুক্ত করেন। প্রথমে বড়নদী ও
হাজোর মধ্যে লেঙ্গামাগুরী নামক স্থানে বেটীবন্দী ও ভূমিবাড়ী দান করিয়া-
ছিলেন। এখানে ভূঁঞাগণ ৬ মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে কয়েকজন
ভূঁঞা স্ব স্ব পরিবারগণকে আনিবার জন্য গৌড়দেশে গমন করেন। দেশে
ফিরিয়া আসিলে গৌড়েশ্বর শিরোমণি চণ্ডীবরকে ক্রুদ্ধ হইয়া বন্দী করিয়া
রাখিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে কাশী হইতে একজন বড় পণ্ডিত
আসিলেন। তাঁহার সহিত বিচার করিবার উপযুক্ত কোন লোক ছিলেন না।
তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় রাজার চণ্ডীবরের কথা মনে পড়িল। রাজা
তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে কাশীর
পণ্ডিত পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর গৌড়েশ্বর চণ্ডীবর প্রমুখ ভূঁঞা
সকলকে উপযুক্ত ভাবে সম্মানিত করিয়া সকলকে নৌকা ও মাঝি দিয়া কামরূপে
পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা পাইমাগুরী গ্রামে আসিয়া প্রথমে উপস্থিত হন।
এখানে চণ্ডীবর বড় বাঁধ দিয়া ব্রহ্মপুত্র হইতে ঐ অঞ্চল রক্ষা করিয়াছিলেন।
তাহাতে প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীবরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এখানে কিছুদিন
পরে চণ্ডীবরের রাজধর নামে এক পুত্র জন্মিল। ভূঁঞা সকল সেই স্থানে রাজার

(৩) Assam, p. 47.

সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অগ্রহায়ণ মা কোটের উপদ্রব হইল। গন্ধর্ব্বরায় পলাইয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপারে আসি অপর অপর অনেক লোকের সহিত রাজধরকে ভুটিয়ারা ধরিয়া লইয়া গে কিন্তু চণ্ডীবর তাহাদের পশ্চাৎ গিয়া সকলকে উদ্ধার করিয়া আনিলে ভোটিয়া হইতে এইরূপ দ্রোহের কারণ প্রজাগণ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলি যে, আমরা কেহই ভোটিয়াদিগের দ্রোহী নহি। প্রজাগণের এইরূপ ক শুনিয়া ভূঁঞা সকল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমরা যাহাদের হি চিন্তা করি, তাহারাই আমাদের প্রতি এইরূপ কুমন্ত্রণা করিতেছে, এ দেশে থাকা কখনই ভাল নহে। তৎপরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কাজালী সোমাইতলুকাগুড়ী নামক স্থানে কিছুদিন থাকিয়া উত্তরকূলে কুঠাম কোঁটা ও শিমুলতলায় গিয়া রহিলেন। এখানে অসুবিধা হওয়ায় শিঙ্গা নিকটে চারিটা কোট্ট বাঁধিয়া থাকিলেন। কিছুদিন পরে আবার ভোট আক্রমণ করিল। তিনদিন ঘোরতর যুদ্ধের পর ভুটিয়ারা যুদ্ধে হারিল; এ সময়ে চণ্ডীবরের মৃত্যু হইলে রাজধর শিরোমণি ভূঁঞা হইলেন। যাহাদি ভয়ে দুর্লভনারায়ণ রাজ্যরক্ষার জন্য দূরদেশে বারভূঁঞাকে স্থাপন করিয়াছিলে তাঁহাদিগের পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া দুর্লভের আশাও নিরাশ হইল।"

গুণাভিরাম শিঙ্গারীর নিকট চণ্ডীবরের অবস্থানের কথা লিখিয়াছেন, কি শঙ্করদেবের উক্তি হইতে জানা যায়—টেম্বুয়ানিবন্ধে বটদ্রবা (বড়দোয়া) না স্থানে আসিয়া তিনি অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ-নারায়ণের "পুরুষাবলী", দরঙ্গ-রাজবংশাবলী এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূঁঞা বংশের বংশপত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত ১২ স্থানে বারভূঁঞার অধিষ্ঠানভূমি শাসনকেন্দ্র থাকিবার সন্ধান পাওয়া যায়:—

টেম্বুয়ানীবন্ধ, বরদোয়া, বড়নগর, ক্ষেত্রীভাগ, পাণ্ডুনাথ, কর্ণপুর, মূলা বিজনী, দীঘলপুর, উগুরিয়া, লোহাগুড়ী, লুকি, ঝাড়গাঁও ও ডিমুরিয়া।

এতদ্ভিন্ন পুরুষনামা অনুসারে হকড়াকুচি, নারায়ণপুর (নওগাঁ জেলা) পরে কমরাকাস্তা, গোলাঘাট, ধুণ্ডাহাটা, গজলাসুতি, ভবালডুবি (শিবসা জেলায়), তৎপরে কমলা, বারাদি, চুনপরা, গণককুচি, কুমরাকুচি, পাটবাউ সুন্দরদিয়া ও বরপেটা (কামরূপ জেলায়) ভূঁঞাগণের বাস হইয়াছি প্রকৃত প্রস্তাবে ভূঁঞাগণ একস্থানে স্থায়িভাবে থাকিতেন না। দেশ ও শাসনশৃঙ্খলার জন্য তাঁহাদিগকে নানাস্থানে স্কন্ধাবারে থাকিতে হইত।

১, চণ্ডীবরের পরিচয়।

শিরোমণি ভূঁঞা চণ্ডীবর বর্ত্তমান নওগাঁও জেলায় টেম্বুয়ানীবন্ধে বরদোয়া (বটদ্রবা) নামক স্থানে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার গুরুপুরোহিত কৃষ্ণপণ্ডিত (রামচরণ ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষ) তাঁহার সহিত এখানে আসিয়া বাস করেন। (৭) চণ্ডীবরের দুই পুত্র রাজধর ও গদাধর ভূঁঞা। চণ্ডীবরের মৃত্যুর পর রাজধর "ভৌমিক শিরোমণি" বা শিরোমণি ভূঁঞা হইয়াছিলেন। শঙ্করদেব তাঁহাকে 'মহাধর্ম্মমতি' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গদাধর কিছু উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। ভ্রাতার সহিত বনিবনা না হওয়ায়, তিনি বরদোয়া ত্যাগ করিয়া লেঙ্গামাগুরীর নিকট নামবড়ভাগ (বর্ত্তমান মাখিবাহা) নামক স্থানে আসিয়া এখানকার ভূঁঞা হইয়া বাস করেন। তাঁহার পিতৃপুরোহিত রাজধরের পক্ষাবলম্বন করায় তিনি কনৌজপুর হইতে অনন্তাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণকে আনাইয়া তাঁহাকে গুরুপুরোহিত পদে বরণ এবং তাঁহার 'কাশ্যপগোত্র' গ্রহণ করেন। সেই হইতে গদাধরের বংশধরগণ 'কাশ্যপগোত্র' বলিয়া পরিচিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাজধর ও তাঁহার বংশধরগণ পূর্ব্বাপর "কৃষ্ণাত্রেয়" গোত্র বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। গদাধরের বংশধরগণ অদ্যাপি চণ্ডীবরের নামে শ্রাদ্ধাদিতে ভোজ্যোৎসর্গ দিয়া থাকেন। রাজধরের তিনপুত্র সূর্য্যবর, জয়ন্ত ও মাধবদলৈ। সূর্য্যবর দেশাধিপ, দানী, মানী ও অতি সম্মানিত ছিলেন: এই সূর্য্যবরের পুত্র ভৌমিকশ্রেষ্ঠ কুসুম। এই কুসুমের পুত্র ভগবদবতার শঙ্করদেব। (৮)

---

(৭) নীলকণ্ঠদাসের দামোদরচরিতে লিখিত আছে যে, চণ্ডীবরের পিতা লণ্ডাদেব আসিয়া বরদোয়ায় এবং দামোদর দেবের পূর্ব্বপুরুষ গৌতম গোত্র ব্রহ্মানন্দ তাঁহারই নিকট নলকায় আসিয়া বাস করেন। (১৭০ পদ) কিন্তু এই উক্তি ইতিহাস ও বংশাবলীর বিরোধী। সুতরাং অগ্রাহ্য। চণ্ডীবরই যে কমতেশ্বর দুর্লভনারায়ণের সভায় আহূত, দুর্লভনারায়ণ কর্ত্তৃক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ ভূঁঞাপদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীবরের প্রপৌত্র-পুত্র শঙ্করদেব স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

(দেবেন্দ্রনাথ বেজবরুয়া-রচিত অসমীয়া-সাহিত্য-বুরঞ্জী, ৯৫,১০৩ ও ১৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

(৮) "বরদোয়া নামে গ্রাম শস্যে মৎস্যে অনুপাম লোহিতর অতি অনুকূল।
সেই মহাগ্রামেশ্বর আছিলন্ত রাজধর কায়স্থ কুলত পদ্মফুল॥
তান পুত্র সূর্য্যবর মহাবরা দেশধর দানী মানী পরম বিশিষ্ট।
আর দশ এতু ঘটৈ জয়ন্ত মাধব দলৈ দুয়ো ভাই যাহার কনিষ্ঠ।
তান পুত্র কুলোদ্ধার ভৌমিক মধ্যত সার প্রসিদ্ধ কুসুম নাম যার।
তান পুত্র শিশুমতি কৃষ্ণপায়ে করি নতি বিরচিল শঙ্করে পয়ার॥" (ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

কুসুমভূঁঞার এবং গদাধর ভূঁঞার পৌত্র মধুসূদনের সময় বিশ্বসিং… অভ্যুদয়। তিনি কিরূপে বার ভূঁঞার প্রভাব খর্ব্ব করেন, পরে তাহা স… বিবৃত হইয়াছে।

মধুসূদন ভূঁঞা ভূঁঞালী হারাইলে, তৎপুত্র পূর্ণানন্দ অহোমরাজের … গ্রহণ করেন। পূর্ণানন্দের পুত্র বাসুদেব ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে গড়গাঁয়ে অহোম… চুক্লেঙ্ মুঙের নিকট "রায় চৌধুরী" পদ লাভ করেন।

২, হরিভূঁঞার পরিচয়।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি চণ্ডীবরের সহিত কৃষ্ণকান্তের পুত্র বিষ্ণুকান্ত ওরফে … পাল আগমন করেন। ইনি হরিভূঁঞা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাহারও … বালিদিয়া কাহারও মতে দীঘলপুরে হরিপাল ভূঁঞা হইয়াছিলেন। তৎপুত্র … পাল, তৎপুত্র রাজপাল, তৎপুত্র জনার্দ্দন সরস্বতী, তৎপুত্র গোবিন্দ ভূঁঞা।… দীঘলপুরীয়া গিরি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার দুই পুত্র কানাই, বলাই। কানাই … কানুবড়া নামে খ্যাত। ইহার দুই পুত্র দামোদর ও শঙ্করদেবের প্রধান … মাধবদেব। গোবিন্দ ভূঁঞার সময় ভূঁয়ালি যায়।

৩, শ্রীহরি ভূঁঞা।

চণ্ডীবরের সহিত কাশ্যপগোত্র শ্রীহরি সরস্বতী আগমন করেন। ইনি … স্বতী ভূঁঞা নামে খ্যাত। ইনি প্রথমে বড়নগরে ভূঁঞা হন। তৎপরে ইহার … জয়পাল, তৎপুত্র রামপাল, তৎপুত্র হরিপাল, তৎপুত্র গোপাল, হবড়া… নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র রামদাস, তৎপুত্র সুপ্রসিদ্ধ … চরণ ঠাকুর। গোপাল ভূঁঞার সময় ভূঁয়ালী যায়।

৪, শ্রীপতি ভূঁঞা।

শ্রীপতি ভূঁঞারও উপাধি সরস্বতী। তিনি প্রথমে ভেড়াগ্রামে বার … তৎপুত্র লক্ষ্মীপতি ও পৌত্র জগন্নাথ ভূঁঞা। জগন্নাথ ভূঁঞা সৌমার বা … আসামে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র প্রাণকৃষ্ণ … গণের অত্যাচারে সৌমার পরিত্যাগ করিয়া উগুরি বা লোহাগুড়ি নামক … আসিয়া বাস করেন। এখানে তিনি কিছুকাল প্রবল প্রতাপে ভূঁয়ালী … ছিলেন। তৎপুত্র পদ্মনাভের সহিত বিশ্বসিংহের যুদ্ধ হয় এবং ভূঁয়ালী যা…

৫, শ্রীধর ভূঁঞা।

কাশ্যপগোত্রে শ্রীধর ভূঁঞার জন্ম। প্রথমে তিনি লেঙ্গামাগুরীতে … সীমান্তরক্ষায় নিযুক্ত হন। তৎপুত্র গোবর্দ্ধন ভূঁঞা ভোটবিদ্রবে মারা যান।…

কালে তাঁহার পত্নী ৭ মাস গর্ভবতী ছিলেন। তিনি পাণিতে ডুবিয়া আত্মরক্ষা করেন বলিয়া তাঁহার গর্ভজাত পুত্র 'পাণীয়া বড় কায়স্থ' নামে পরিচিত হন। তিনি কামেশ্বরের নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তির /৪ ভাগ প্রাপ্ত হন এবং মাতৃ আদেশে সরুক্ষেত্রি পরগণার ভিতর ঘিলাঝাড়ী নামক স্থানে গড় করিয়া বাস করেন। তিনি কামেশ্বরের নিকট হইতে ৫ ঘর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, ২০০ সের লাখেরাজ জমি (প্রতি সেরে প্রাঃ ৯৬ বিঘা), এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গণক, বৈদ্য, চাড়াল, কোচ প্রভৃতি ১৪ ঘর লোক পাইয়া ক্ষত্রিয়-সমাজপতিরূপে এখানে বাস করিতে থাকেন। তৎপুত্র গদাধরপাল স্বাধীন ভাবে শাসন বিস্তার করেন। তাঁহার শাসিত জনপদ ক্ষেত্রিভাগ পরগণা নামে পরিচিত হইয়াছে। তৎপুত্র নারায়ণ ভূঁঞা। নারায়ণ ভূঁঞা নিজ বাহুবলে সকল ভূঁঞার প্রধান এবং 'গমঠা' বা রাজপ্রতিনিধিপদ লাভ করেন। ইনি হোসেন শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসে ইনি 'নারায়ণ পাল' নামে পরিচিত। পরে বিশ্বসিংহের হস্তে নিহত হন। ইহার বিস্তৃত ইতিহাস বার ভূঁঞার পতন প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

৬, সদানন্দ ভূঁঞা।

আত্রেয়গোত্র সদানন্দ ভূঁঞা কমতেশ্বরের নিকট কনৌজপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র আদিরাম ও অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ ভাটিদেশে গিয়া বাস করেন। আদিরাম কনৌজপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূঁঞা হন। তৎপুত্র কমলাকান্ত, তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র কালীকান্ত ও শতানন্দ। বিশ্বসিংহের আক্রমণ কালে উভয়ে বঙ্গদেশে চলিয়া যান। কালীকান্ত আর ফিরিয়া আসেন নাই। শতানন্দ কিছু কাল পরে ফিরিয়া আসেন। দামোদর আতার ভগিনী কনকপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

৭, চিরানন্দ বা চিরপতিদত্ত।

কাশ্যপ গোত্র চিরপতি দত্ত কামরূপে চিদানন্দ বা চিরানন্দ ভূঁঞা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র নরপতি ঝাড়গাঁর ভূঁঞা হইয়া ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র উমাপতি ও মনপতি। উমাপতি পিতার ভৌমিক পদ লাভ করেন। মনপতি বড়িগাঁয়ে গিয়া বাস করেন। উমাপতির পুত্র রণজিৎ, তৎপুত্র পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র মধুচন্দ্র। ইনি বিশ্বসিংহের নিকট পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হন।

৮, গদাধর ভূঁঞা।

কৌশিক গোত্র গদাধর ভূঁঞা চণ্ডীবরের ২য় বার আগমন কালে তাঁহা সহিত গৌড় হইতে আগমন করেন। কমতেশ্বর তাঁহাকে কামরূপ মো অন্তর্গত শুকেকুচি নামক স্থানে গমঠা বা রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত করে ইহার বংশধরগণ শুকেকুচির গমঠাবংশ বলিয়া পরিচিত। তৎপুত্র তাঁহা তৎপুত্র উদয়গিরি, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র দেবানন্দ, তৎপুত্র হরিহর গৃহবিবা লুকি নামক স্থানে গিয়া বাস করেন এবং ভৌমিকপদ নষ্ট করেন।

৯, বুড়া খাঁ।

পরাশর গোত্রে বুড়া খাঁর জন্ম। তিনি তাঁহার গুরু পরাশর গোত্রীয় দ্বি শুম সরস্বতীর সহিত কমতাপুরে আগমন করেন। প্রিয়ন্তন শ্রীপতি ভূঁঞার শুরু-পুরোহিত ছিলেন। চণ্ডীবরের আনুকূল্যে বুড়াখাঁ কর্ণপুরের ভূঁঞা হ ছিলেন। বুড়াখাঁর পুত্র ও পৌত্রের নাম বংশপত্রিকায় অস্পষ্ট। তাঁহা পৌত্রের নাম কালিয়াকান্ত ও যদুমণি। প্রসিদ্ধ-নারায়ণের বংশাবলি কালিয়া বিশ্বসিংহের নিকট পরাজিত হন।

১০, গন্ধর্ব্ব ভূঁঞা।

আলম্যান গোত্রে গন্ধর্ব্ব ভূঁঞার জন্ম। তিনি কমতাপুরের নিকট কনো পুরে আসিয়া প্রথমে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে চণ্ডীবরের অভিপ্রায় লেঙ্গামাগুরী নামক স্থানে আসিয়া সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। আধি পত্য বিস্তারের সহিত তিনি গন্ধর্ব্ব রায় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ভোটে উপদ্রবে ইনি ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে আসিয়া নিরাপদ স্থানে বাস করে এখানে তাঁহার প্রপৌত্র লক্ষণ ভূঁঞা মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করি ছিলেন। "রিয়াজ-উস-সলাতিন" নামক মুসলমান ইতিহাসে লক্ষণ কামরূ অঞ্চলের একজন নৃপতি রূপে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি হোসেন সাহে আক্রমণে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপুত্র চন্দ্র ভূঁঞা নিরাপ স্থানে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। চন্দ্র ভূঁঞার বংশধরগণ এক্ষণে চাড়াবা সত্রে অধিষ্ঠিত।

১১, লোহাবর ভূঁঞা।

শাণ্ডিল্য গোত্রে লোহাবর জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীবরের সময়ে ইনি একজন ভূঁঞা হইয়াছিলেন। কাহারও মতে ইনি গৌড় হইতে চণ্ডীবরে সহিত আগমন করেন; আবার কাহারও মতে কামতাপুরের নিকটেই শাণ্ডি

ঘোষ বংশ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহার দুই পুত্র রামেশ্বর ও কামেশ্বর। রামেশ্বরের পুত্র দিবাকর, তৎপুত্র কুমার। মুসলমান ইতিহাসে ইনি কামরূপ অঞ্চলের একজন রাজা ও কুমারঘোষ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সুলতান হোসেন সাহের নিকট পরাজিত ও নিহত হইলে তৎপুত্র স্থানেশ্বর খাতা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। এখানে তিনি ঠান-বড় ভূঁঞা নামে পরিচিত হন। খাতাবাড়ীর চৌধুরী-বংশ এই বড় ভূঁঞার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

১২, চান্দুগিরি।

পুরুষনামায় ইনি কাশীবাসী কুলীন কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইনি কমতারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কাহারও মতে ইনিও পরে চণ্ডীবরের সহিত গৌড় হইতে আগমন করেন। কমতেশ্বর ইহাকেও ভূঁঞা করিয়াছিলেন। তৎপুত্র হরিমনু ও কৃষ্ণ মনু। হরি মনুর পুত্র শ্রীহরি। ইনি কমতার নিকট কনোজপুরবাসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তৎপুত্র গোবিন্দ এবং তৎপুত্র রূপনারায়ণ। মুসলমান ইতিহাসে রূপ আসাম-অঞ্চলের একজন রাজা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। হোসেন সাহের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধে ইনি পরাজিত ও বিত্তহীন হইয়া পড়িলেও, তৎপুত্র চারুভূঁঞা রাজা বিশ্বসিংহের মিত্র ও একজন অতি পরাক্রান্ত ভূঁঞা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র মথুরায় প্রথমে চিলারায়ের প্রধান সেনাপতি এবং পরে রাঙ্গামাটীর বড়ুয়া পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উপরোক্ত ১২ জন ভূঁঞা ব্যতীত ব্যাঘ্রপিণ্ডা গ্রামের বিপ্র হরিচরণ, দামোদর দেবের পূর্ব্বপুরুষ গৌতমগোত্রে বিপ্র ব্রহ্মানন্দ এবং নয়ানগরের ভূঁঞা বিপ্র আদিবর এই কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভূঁঞারও পরিচয় পাওয়া যায়। গুণাভিরাম বড়ুয়া কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ন, ভরণ ও মথুরা এই সাতজন গৌড়াগত ব্রাহ্মণ ভূঁঞার নাম করিয়াছেন। কিন্তু দুর্লভনারায়ণের নিকট ব্রাহ্মণের ভূঁঞাপদ সম্বন্ধে কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই সাত জনের মধ্যে কৃষ্ণপণ্ডিত চণ্ডীবরের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার বংশধর রাম রাম ঠাকুর শঙ্করদেবের শিক্ষক ছিলেন, এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়াগত কৃষ্ণপণ্ডিত, তৎপুত্র যজ্ঞেশ্বর, তৎপুত্র নরোত্তম, তৎপুত্র মৃত্যুঞ্জয়, তৎপুত্র চতুর্ভুজ, তৎপুত্র রাম রাম ঠাকুর। (ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বৃন্দাবন-সংবাদ।

(উদ্ধবের উক্তি)

(১)

গোকুলে আকুল সব, হরি! নিরানন্দ, বিষাদ-মলিন।
বৃন্দাবন-চন্দ্রের অভাবে দীপ্তিহীন যেন রাত্রিদিন।
ধবলী শ্যামলী লালী আর শপ্প আশে গোষ্ঠে নাহি যায়;
গোপাঙ্গনা কুরঙ্গনয়না, নাহি মিলে কদম্ব-তলায়!
কালিন্দীর নীলাম্বুনিচয়, নাহি তুলে তরঙ্গ তুফান,
মুরারির মুরলীর রবে আর কভু বহে না উজান!
ব্যাকুল কোকিলকুল ডালে তমালের, না তোলে ঝঙ্কার,
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জরি ভ্রমর, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমেনাক' আর!
মধুহীন কুসুম-সুষমা, মনোরম পরিমল বাসে।
ধীরে ধীরে নিকুঞ্জ-নিবাসে নাহি খেলে মঞ্জুল বাতাসে।
ক্ষীণ-পুণ্য বৃন্দাবন-ধামে মধুমাসে না আসে ঊষসী।
প্রিয়া-চঞ্চু না করে চুম্বন, শুকসারি, সারিসারি বসি।

(২)

সুনিবিড় নিতম্বের ভারে, পয়োধরে মন্থর-গমনা,
ছেটিবারে শ্যাম জলধরে প্রেমভরে, পঙ্কজ-আননা—
(মেঘমন্দ্রে সান্দ্র অন্ধকারে) বিকম্পিতা চম্পক-লতিকা,
অভিসারে নাহি সরে আর বিম্বাধরা আভীর-বালিকা!
কুতূহলী হোলির উৎসবে না হেরিয়া নন্দের দুলাল,
প্রেমাঙ্কিত কুঙ্কুমের রাগে নহে কেহ কাগে লালে লাল!
গোপবালা নানা ছলা করি নাহি আনে যমুনায় বারি,
অনর্গল নয়নের জল সবাকার পূর্ণ হেমঝারি!
কম্বুগ্রীবা কাদম্বার মত, অসম্বৃতা নীলাম্বরী পরি'—
মুগ্ধাঙ্গনা বৃন্দাবন-পথে নাহি ফিরে দিবা বিভাবরী!
সকলি বিশীর্ণকায় হায়! তব তীব্র বিরহ-অনলে!
যমুনাই বাড়িতেছে শুধু, গোপিনীর তপ্ত-অশ্রুজলে!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

নৈশ-প্রকৃতি

কাণ্ডোজ্জ্বল নৈশগগন, মগ্না মাধবী রাতি!
অন্ধতামস কুঞ্জবীথিকা, সুপ্ত তারকা ভাতি।
রজত ধারায় প্লাবিত ধরণী, শান্ত নদীর তীরে
চন্দ্রিকাজালে অঙ্গ আবরি' আকুল নয়ন নীরে!
ন্যস্ত দুকূলে লীলাঞ্চল লুণ্ঠিত বায়ু ভরে;
চিকুরগুচ্ছে কুসুমগন্ধ পেলবকপোল পরে!
ধীর মন্থর মলয়মন্দ সুরভি গন্ধ লয়ে'—
দূর দিগন্তে লভিতে শান্তি ছুটিছে অন্ধ হয়ে'!
মধুপপুঞ্জ গুঞ্জনগীতি কুঞ্জকানন-পাশে,
সুনীল-সায়রে আপনা বিলা'য়ে জোছনার জলে ভাসে।
শ্যামল শষ্পে চারু শাদ্বলে বিরাজে রজত রেখা!—
বিশ্বপতির বন্দনা-গীতি অমিয় আখরে লেখা!
নিদ্রা মগন বিশ্বমানব! কম্প্র কুণ্ঠ প্রাণী।
নীল নির্ম্মল অভ্র-কাজল করুণ কানন-খানি!
বাজিছে মৃদুল রিনিকি-ঝিনিকি নির্ঝর ঝর ঝর!
মুগ্ধ-স্মিরিতি-নগ্ন পিরীতি-বিমথিত চরাচর!
ঝিল্লীমন্দ্রে মোহন বাঁশরী গাহে বেহাগের সুরে;—
উচ্ছলচলসজলজলদে অশনি গর্জ্জে দূরে!
সম্বর হারা অম্বরতল অম্বুনিধির কুলে—
দিগ্বধূচোখে অঞ্জনরেখা কে দিল টানিয়া তুলে!
তন্দ্রাজড়িত অন্ধ-আবেশে মূর্চ্ছিত দিনমান!
বিশাল বিপুল ব্যাকুল ধরণী কাহারে করিছে ধ্যান!
ধীর অনাহত ওঙ্কার-নাদে শূন্যে বিহরে বাণী!
নীরব নিথর নীলিম নয়নে নিদ্রিতা নিশারাণী!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

কায়স্থ নিত্য-উপবীতী।

অনেকদিন যাবত কায়স্থের উপবীত সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নানা গবেষণা যুগবল প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে সভা-সমিতিতে ও খবরের কাগজে আলোচিত হ'য়া আসিতেছে। ভগবৎ-ইচ্ছায় এই আন্দোলন ফলে লক্ষ লক্ষ কায়স্থ-সন্তান হারানিধি গ্রহণের ন্যায় আগ্রহ সহকারে পূর্ব্ব জাতীয় গৌরব-চিহ্ন ধারণ করি শাস্ত্রের মর্য্যাদা ও স্বীয় জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কি দুঃখের বিষয় এখনও "কায়স্থের উপবীত হইতে পারে কি না?" প্রশ্নটি অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধান হইল না!! যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন লইয়া এখনো গোলোক ধাঁধায় ঘুরিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি শাস্ত্রীয় তর্কযুক্তি ছাড়িয়া দিয়া সোজা কথায় বলিতে চাই—"কায়স্থের উপবীত হইতে পারে কি না?" এ প্রশ্নটী নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। কারণ কায়স্থের উপবীত চিরদিনই আছে, ইহা নিত্য। ভগবানের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষত্রিয়ের অসিজীবী। মসিজীবী উভয় সম্প্রদায়েরই উপনয়ন সংস্কার চির-অব্যাহতভাবে সমা প্রচলিত ও প্রকটিত রহিয়াছে। মসিজীবী ক্ষত্রিয়ই কায়স্থ; সুতরাং কায়স্থে পনয়ন নিত্য। কে না জানেন পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থগণ নিত্য উপবীতী? কে অস্বীকার করিতে পারেন—তথায় ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থের দশসংস্কার চি অব্যাহত? অবিশ্বাসীগণ পশ্চিম-প্রদেশের কায়স্থ-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপা করুন, দেখুন তথায় তাঁহারা নিত্য উপবীতী কিনা? দৃষ্টান্ত স্বরূপ পূজ্যপা লালা লাজপত রায় মহোদয় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। দে কাল অনুসারে ঘটনাচক্রে বঙ্গীয় কায়স্থগণ কিছুদিন আপনাদের জাতীয় পূতঃ সূত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিলেও, অন্যান্য দেশের কায়স্থ-উপনয়ন তাঁহাদে প্রাক্তন সত্বাধিকার সম্বন্ধে জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সহোদর এক ভ্রাতা পৈতৃক অধিকার কি অপরের দাবীদাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করে না। কায়স্থ-জাতির একাংশের নিত্য উপবীত ও বৈদিক আচার প্রভৃতি কি অপরাং শের নিত্য নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না? অতএব আমি স্পষ্ট করিয়া স্পষ্টাক্ষরে এই নিত্য সত্য জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারি, কায়স্থ গণ অভ্রান্তরূপে নিত্য উপবীতী। অতএব "কায়স্থের উপবীত হইতে পারে কিনা" এ প্রশ্নটিই নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। কেহ কেহ কায়স্থকে নিত্য

উপবীতী স্বীকার করিয়াও বলিয়া থাকেন,—"দীর্ঘকাল যাঁহারা উপবীতে বঞ্চিত তাঁহারা আর এখন ও বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করিতে পারেন না।" ইহার উত্তরে বলিতে চাই,—কোন ব্যক্তি আকস্মিক ব্যাধির আক্রমণবশতঃ যতক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেও স্বীয় অজ্ঞানতা প্রযুক্ত উঠিতে পারেন না। এবং তখন উঠিতে না পারাটাও তাঁহার পক্ষে কোন অপরাধের মধ্যে গণ্য নয়। অজ্ঞাত-অবস্থায় যে কেহ বিষ্ঠাকুণ্ড পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সংজ্ঞা হওয়া মাত্র কি আর মুহূর্ত্তও সে অবস্থায় পড়িয়া থাকে? যখনই স্বকীয় অবস্থায় অনুভূতি, তখনই উঠিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। যখনই বঙ্গীয় কায়স্থগণ আপনাদের ভ্রাত্য অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন হ'তেই তাঁহারা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যখন আমাদের প্রাক্তন-অধিকার ও প্রকৃত-অবস্থা অভ্রান্তরূপে বুঝিতে ও চিনিয়া লইতে পারিয়াছি, তখন আর সাময়িক ঝঞ্ঝাবাতের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া গিয়াছিলাম বলিয়া, এখনও জড়ের মত অধর্ম্মের ও অকর্ম্মের নরক-নিলয়ে সাধ করিয়া পড়িয়া থাকিব কেন? ভ্রাতৃগণ! এবার বুঝিয়া শুনিয়াও যদি আমরা, হীন পতনের অবস্থায় অসাড়ে পড়িয়াই থাকি, যদি স্বীয় পবিত্রতাময় ধর্ম্মের গঠনে আপনাদিগকে তেমনটি করিয়া গঠিত করিয়া না লই, তবে ইহার পরে এমন অবস্থা আসিবে, যখন নিশ্চয়ই আপনাদিগকে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও সংশোধন করিয়া লইতে আর সমর্থ হইব না। কারণ জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। হায়! জগতে কতজন অনধিকার অধিকার-স্থাপন করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন;—বেশ্যা পুত্র যাবালি ব্রাহ্মণ হ'য়েছিলেন, ধীবর-কন্যার গর্ভজাত-সন্তান ব্রাহ্মণ হ'য়ে বেদের বিভাগ করে বেদব্যাস আখ্যা প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন, ক্ষত্রিয়-সন্তান বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হ'য়েছিলেন, আর তুমি কি তোমার নিজের চির-অধিকারে অধিকার স্থাপন করিতে পারিবে না? শূদ্রত্বের জাতি-চার ছাড়িয়া, অনিষ্ঠা ও অনাচার ছাড়িয়া, স্বীয় শুদ্ধাচার গ্রহণের জন্য বেদবিধি-সঙ্গত, ধর্ম্ম-সঙ্গত উপনয়ন-ব্রতটি অবলম্বন করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না? শাস্ত্রে ত ক্রমোন্নতির ব্যবস্থাই আছে, পতনের পথে যাওয়ার ব্যবস্থা নাই। ভ্রাতৃগণ আপনারা অবিলম্বে আধ্যাত্মিক-জীবনের দ্বায়স্বরূপ উপনয়নের ভিতর দিয়া গিয়া স্বপদে সমাসীন হউন। উপবীতটি আপনাদের নূতন অনুষ্ঠান মনে করিবেন না, উহাতে আপনাদের নিত্য-সত্ব বর্ত্তমান।

উপবীতের উপকারিতা।

পবিত্র আর্য্যবংশ-সম্ভূত বিপুল কায়স্থ-সমাজের একাংশ মধ্যযুগ হইতে উপবীত ভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যধর্ম্ম স্খলিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উপবীতের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা বৈদিক উচ্চ-অধিকারে একরূপ বঞ্চিত হইয়া শুধু আহার-নিদ্রা লইয়াই সাধারণ সমাজভুক্তবৎ আচার-ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। একমাত্র উপবীতের অভাবে ইঁহারা প্রায় ত্রিসন্ধ্যা, গায়ত্রী, ধ্যান, জপ, যাগযজ্ঞ ও অন্যান্য শুদ্ধাচার প্রভৃতি হারাইয়াছিলেন। এমন কি, উপবীত ত্যাগের পর ইঁহাদের মধ্যে এমনই একটা নীচতা ঢুকিয়া গিয়াছিল যে, বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কর্ম্মও ভগবৎ সাধনভজন দূরে থাকুক, শতকরা পাঁচজনও বোধ হয় প্রস্রাব করিয়া জলটুকু পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেন না। সুখের বিষয়ে কায়স্থ-সমাজে আজ একমাত্র উপবীত গ্রহণের ফলে ওরূপ কুৎসিত অনাচার ত দূর হ'য়ে গিয়েছেই, তদ্ভিন্ন ত্রিসন্ধ্যা, অর্চ্চনা, বান্দনা, ও ভগবৎ-নাম-নিষ্ঠা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে উপবীতের অভাবে, অনিষ্ট, অনাচার, ব্যাভিচার, এবং যাহার গ্রহণে সমাজে স্থায়নিষ্ঠা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, তাহা যে সর্ব্বপ্রযত্নে ভগবৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধান মনে করিয়া গ্রহণীয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই পরম মঙ্গলময় উপবীতের প্রতিকূল, তাঁহারা সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু, এবং ব্যাভিচারের প্রশ্রয়দাতা বলিয়া ভগবানের নিকট দণ্ডনীয়।

দুঃখের বিষয় পূর্ব্বে যখন বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপবীত-শূন্য-অবস্থায় অনাচারে থাকিয়া এমন কি প্রস্রাব করিয়া জল-গ্রহণ না করিয়া অপবিত্র-অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মিলিয়া পান-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, তখন তাঁহারা চক্ষু মুদিয়া ওসব গ্রহণ করিতেন ; আর এখন, কায়স্থগণ উপবীতী হইয়া শুদ্ধ, শান্ত ও পবিত্র হইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণগণের সেবা করিতে চান, তাহাতে ইঁহারা অনেকাংশে ভীষণ অসন্তুষ্ট। এই জন্য আচার্য্যবর্গের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য বলিতে চাই,—কায়স্থ খাঁটি কায়স্থ হইতে চাহে,—ব্রাহ্মণ হ'তে চাহে না। কায়স্থ যত বড়ই হ'ক না কেন, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য চির অটুট থাকিবে। লাভের মধ্যে তাঁহারা বড়র বড় হইবেন, পবিত্র মঙ্গল-ঘটের কণ্ঠহার হইবেন, অনাচার হইতে রক্ষা পাইবেন, কায়স্থের আধ্যাত্মিকতার বলে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি শতগুণে জাগিয়া উঠিবে। বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয় জানিবেন,—

দেশের অস্থিমজ্জা-স্বরূপ কায়স্থ-সমাজ ধর্ম্মের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া দৃঢ় ও পবিত্র না হইলে সমাজের কল্যাণ নাই, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মেরও প্রকৃত উন্নতি নাই। ভট্টাচার্য্য! তুমি যে এতদিন অশুচি-সংস্পর্শে অন্নপান গ্রহণ করিয়া ইহ-পরকাল নষ্ট করিয়াছ, আজিও কি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে চাও? সেই ব্যক্তি আজ বেদাচারে ও ধর্ম্ম-সংস্কারে পবিত্র হইয়া আসিয়া তোমার সম্মান দর্শন করিলে কি আপনার পবিত্রতা ও আত্মানন্দ-লাভ ঘটিবে না? হে ব্রাহ্মণ! ভ্রম দূর করুন, পদাঘাতে মঙ্গলঘট ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া আপনার চির-অমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করিবেন না। আর যে যজ্ঞসূত্র বিপুল বিচ্ছিন্ন কায়স্থ-সমাজকে আবার একতার বন্ধনে জাতীয় জীবনের মধুরিমায় গৌরবান্বিত করিবে, যে উপবীত-সংস্কার তাঁহাদের অগণিত জন-সঙ্ঘের অনাচার ও অপবিত্রতা দূর করিয়া দিয়া ধর্ম্মের ভিত্তিতে আনিয়া দাঁড় করাইতেছে, যে উপনয়ন-সংস্কার তাঁহাদিগকে ভগবৎ সাধনভজনে পৌঁছাইয়া দিয়া ইহ-পরকালের নিত্য-সুখের বিধান করিয়া দিবে, ভ্রাতৃগণ! অবিলম্বে সেই হারানিধি গ্রহণ করিয়া আপনারা আবার এই আর্য্য-ভূমিতে দ্বিজত্ব জাগরিত করিয়া ধন্য হউন।

কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের
"যজ্ঞ-কথা"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনে প্রদত্ত বক্তৃতা

"বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই দ্বিজত্ব পরিচয়ে শূদ্র হইতে এবং অনার্য্য ম্লেচ্ছাদি হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। এই স্বাতন্ত্র্যই দ্বিজাতি-সমাজের সঙ্কীর্ণতা। অন্য সমাজের লোক সহজে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিতে, পাইত না। একবারেই যে পাইত না, ইহা মনে করিতে পারি না। ইতিহাসে দেখিতে পাই, বহু অনার্য্য এবং বহু ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল

অধিকার লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক খাঁটি দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতি অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আজি তাঁহারা সেই শূদ্র স্বীকারের জন্য অনুতপ্ত এবং পুনরায় দ্বিজত্ব-লাভের জন্য ব্যাকুল।"

'বঙ্গ-কথা—২৭ পৃষ্ঠা

"বৌদ্ধ-বিপ্লবের সময়ে বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজা, বড় বড় বৈশ্য শ্রেষ্ঠী, বৈদিক কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন অথবা তাহাতে শ্রদ্ধা হারাইলেন। অনেকে হয়ত উপনয়নের পর বেদাভ্যাস ত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়া দিয়া শূদ্রাচার অবলম্বন করিলেন। আগে বলিয়াছি, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অনেকে শূদ্রত্ব-প্রাপ্তির জন্য দুঃখিত, ও পুনরায় দ্বিজত্ব পাইবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরাই তাঁহাদের এই শূদ্রত্বের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী।"

'বঙ্গ-কথা'—২১শ পৃষ্ঠা

আচার্য্য ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এম, এ; পি, আর, এস

অধ্যক্ষ—রিপন কলেজ।

নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলন।

বহুকালের নিদ্রিত ও মোহাচ্ছন্ন গৌড় বঙ্গের কায়স্থ-সমাজ জানি না শ্রীভগবানের কি গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার জন্য কতিপয়বর্ষ পূর্ব্বে এক শুভ মুহূর্ত্তে জাতীয় মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদিত হইয়া গৌড়-বঙ্গের কায়স্থ-সমাজ চকিত জাগ্রত হইল ও তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় মহাপ্রাণ স্বজাতি-হিতৈষী মহাত্মার একনিষ্ঠ-ঐকান্তিকতায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সে সমস্ত সত্যানুসন্ধি সমাজকল্যাণকামী ত্যাগী মহাপুরুষগণের অজস্র চেষ্টায় বাঙ্গালায় কায়স্থ-সমাজে জাতীয়-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের সঙ্কল্পিত আর্য্য দ্বিজাতীয় আচার সমাজে পুনঃ প্রচলন দ্বারা নিদ্রিত ও আত্মবিস্মৃত কায়স্থ-সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই মহাপুরুষগণের সঙ্কল্পিত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ সুবিশাল গৌড়বঙ্গের কায়স্থ-সমাজে এক নবজীবনের উন্মেষ দেখা যাইতেছে।

স্বজাতি কায়স্থের প্রতি অনুরাগ, ভ্রাতৃভাব, পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া সম্মিলিত হইবার আকাঙ্খা ও অদম্য ইচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এক্ষণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণের মধ্যে শতধারায় প্রবাহিত হইতেছে। বিভিন্ন ভাব ও ভাষার ধারায় অদম্যবেগে জাতীয় উন্নতিকর কত ভাব কত শত ভিন্ন ভিন্ন আকারের হইলেও তাহার উদ্দেশ্য এক ও তাহার স্রোত মহাসম্মিলনের দিকে ছুটিয়া পরস্পর ভাবের সমষ্টিতে মিশ্রিত হইয়া সুবিশাল ভারতীয় বিরাট কায়স্থ-সমাজে ভাবের আনন্দ-প্রস্রবণ তুলিতেছে। রক্তের টান রক্তের দিকেই ধাবিত হয়; সে রক্তের প্রস্রবণ রোধ করায় কাহারও ক্ষমতা নাই। মিলনের জন্য আজ কায়স্থ-হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়াছে। কায়স্থজাতি আজ সামাজিক আত্মশক্তি ও মিলনের ভাব অনুভব করিয়া পবিত্র ভ্রাতৃভাব অতি যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও শত বাধাবিঘ্ন বিদ্রূপ অবহেলা করিয়া জাতীয় মহাসম্মেলনের মহামণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে জাতীয় মহাসম্মেলনে সম্মিলিত হইতেও কতজন ইতঃস্ততঃ করিতেছে। এখনও তাঁহাদের মনের কালিমা ও অসৎবিশ্বাস বিদূরিত হয় নাই। তাহা ছাড়া কাহারও কাহারও নিকট এই জাতীয় যজ্ঞ একটা উপেক্ষার সামগ্রী বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মধ্যে বলিয়া গণ্য। কারণ তাঁহাদের এ অবিবেকতা ও দ্বিধাভাব কেবল তাঁহাদের প্রমাণিত। কায়স্থ-সভার মহানুভব পৃষ্ঠপোষক ও স্বর্গগত প্রাতঃস্মরণীয় কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণের আন্তঃরিক চেষ্টায় শতবাধা বিঘ্ন, দ্বেষ হিংসা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থগণের একতায় জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, ইহা জাতীয় হিসাবে মহাকল্যাণকর ও বড়ই শক্তিশালী; ভবিষ্যতের দিকে দেখিলেও ইহা আমাদের জাতির বিশেষ চিন্তার বিষয়। আর্য্য নিখিল ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, মধ্যভারত, গুর্জ্জর, রাজপুতানা, পঞ্জাব, গৌড়বঙ্গ, রাঢ়-বরেন্দ্র, মিথিলা-মগধ, প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মমত স্থাপনকারী প্রবল-পরাক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজচক্রবর্ত্তী ও রাজগণের শাসনাধীনে থাকিয়া তৎকালীন ধর্ম্ম-মতানুযায়ী হইয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিরাট জাতীয় সঙ্ঘশক্তি হ্রাস ও গৌরব বিস্মরণ হইতে হইতে ভারতীয় শক্তিশালী কায়স্থ-ক্ষত্রিয়-সমাজ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণী ও সমাজে পরিণত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বহুদিন হইতে এই বিরাট শক্তিশালী

ক্ষাত্রি দুরদূরান্তরে বাস হেতু এক আত্ম-বিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়া পড়ায় স্বাধীন ও আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হইয়া সমাজ হইতে অতিদূরে পড়ায় সেই সমাজের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ও ভিন্ন ভিন্ন আচার নিয়মাধীন হইয়া সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কালযাপন করিতেছে। সিংহের সন্তান দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ কি অভিশাপে মোহমুগ্ধ হইয়া জাতীয়তা ও ভ্রাতৃভাব ভুলিয়া, অভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন গণ্ডীর দিকে জাতীয় সম্ভ্রম ভ্রষ্ট হইয়া চলিতেছ? হায়! তুমি লজ্জা-ম্লান মুখে লইয়া ক্ষুদ্র সমাজে বৃথা আত্মমান বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছ। এভাবে চলিলে তোমার ঈপ্সিত মানলাভ কোন কালেই হইবে না। মূল ভুলিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র সমাজে দাম্ভিকতারই প্রসার বাড়িয়া যাইবে। তাহার পরিণাম কি, তাহা সভ্য-সমাজের নিকট বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। এই আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে তাহার পূর্ব্ব-গৌরব, জ্ঞান-গরিমা, সমাজে তাহার স্থান, বর্ণধর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা বিচ্ছিন্ন-সমাজকে জাতীয় বৈদিক সাম্য মন্ত্র ও সংস্কার সমন্বিত একাচারি করিয়া বহুধা বিচ্ছিন্ন সমাজে একতা আনয়ন প্রভৃতি কার্য্যে শুভক্ষণে গৌড়বঙ্গের উল্লিখিত কতিপয় মহাপ্রাণ স্বজাতি-হিতৈষী মহোদয়গণের অক্লান্ত-চেষ্টায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠা। উক্ত সভা আজ নিজ উদ্যমে ও কার্য্যকারিতার দ্বারা গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ নেতৃগণ ও সমাজকল্যাণকামী কায়স্থগণের নিকট আদৃত ও প্রভাবশালী। এবং উক্ত সভার কর্ম্ম-কর্ত্তৃগণের অক্লান্ত চেষ্টায় বহুকাল নিদ্রিত সুবিশাল গৌড়বঙ্গের কায়স্থ সমাজে স্ববর্ণোচিত বৈদিক-সংস্কার, জাতীয় সম্মান প্রভৃতি নিত্য নূতন প্রকার জাতীয় হিতানুষ্ঠান কল্পনা ও তাহা ব্যবহারিক ভাবে প্রচার দ্বারা হইতে চলিয়াছে। এক্ষণে জাতীয় দুর্ব্বলতা ও শুভানুষ্ঠানে ইতস্ততঃ ভাব ও জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড়বঙ্গের কায়স্থ-সমাজ আজ নিজেদের আত্মশক্তি জাতীয় গৌরব অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছে। ইহা কেবল কায়স্থ-সভার চেষ্টায়। শতাব্দী শতাব্দী যুগ ধরিয়া কায়স্থগণ পূর্ব্বতন উল্লিখিত বিভিন্ন বিভিন্ন রাজচক্রবর্ত্তী ও রাজ-গণের রাজকীয় সাহচর্য্য ও আত্মীয়তা নিবন্ধন তাঁহাদিগের বাধ্য ও সাহচর্য্যে থাকিয়া রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক কত শত পরিবর্ত্তন ও পরি-বর্দ্ধনের ভিতরও শত শত ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে থাকিয়াও প্রভাবশালী বিভিন্ন কূট রাজনীতির ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী রাজগণের তথা রাজসম্বন্ধ হেতু ও ধর্ম্মনৈতিক ও সমাজপতিগণের সাহচর্য্যে কায়স্থগণ গৌড়-বঙ্গ রাঢ় ও মগধে তথা নিখিল ভারতের বিভিন্ন রাজশাসনাংশে থাকিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে পরিণত

হইয়া ক্রমশঃ কায়স্থ-সমাজ আত্মবিস্মৃত ও দূর দূরান্তরে বাস-নিবন্ধন ভাই ভাইয়ের নিকট অপরিচিত হইয়াছিলেন ও নানা কারণে দ্বেষহিংসা পরিপূরিত হইয়া একতার অভাবে ক্রমশঃ কায়স্থ-সমাজ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছিল। সমাজ শুভহিতেচ্ছা-প্রাণ মহাপুরুষগণ এই সমস্ত জাতীয় অভাব ও সংকীর্ণতা দূরোপনয়ন করিয়া সমাজ কি প্রকারে ধর্ম্মনৈতিক সমাজনৈতিক ইত্যাদির দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে, কি প্রকারে, বহুধাবিচ্ছিন্ন কায়স্থ-সমাজকে একতায় আনয়ন করিয়া কায়স্থ-সমাজের কল্যাণ হইতে পারে, ইত্যাদি শুভেচ্ছা চিন্তা করিয়া অতি মঙ্গল-মুহূর্ত্তে উল্লিখিত কায়স্থ-সমাজের কতিপয় মহাপুরুষের দ্বারা কায়স্থ-সমাজের সর্ব্ববিধ সংস্কার ও কায়স্থ-জাতিকে প্রকৃত কল্যাণের পথে ও প্রকৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া জাতির হিত জন্য কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ তাহার ফল স্বরূপ কায়স্থ-মহাসম্মেলন হইতে চলিয়াছে। কায়স্থ-মহাসম্মেলন আমাদের জাতির গৌরবস্থল। কত শতাব্দী যুগের সম্বন্ধ বিচ্যুত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী কায়স্থগণ জাতীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাই ভাইয়ের নিকট মিলিত হওয়ার জন্য নব আশা ও নব মিলনাকাঙ্খা বুকে লইয়া মহাসভায় (All India Kayastha Conference) এর দিকে ছুটিয়াছে। আহা কত মধুর, কত আনন্দদায়ক, কতই শক্তিশালী ও গৌরবময়! আজ নিখিল ভারতীয় কায়স্থ মহাসভার পবিত্র সুশোভিত যজ্ঞীয় রাজবেদিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থ-ভ্রাতৃগণের আহ্বান ও আমন্ত্রণ! ভাইয়ের আহ্বান ও আমন্ত্রণকে তাচ্ছিল্য জ্ঞান করা কোন মতেই উচিত নহে। আজ ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশের আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, মালয়ার মধ্যভারত, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতানা, যুক্তপ্রান্ত, উৎকল, গৌড়-বঙ্গ-রাঢ়-মগধ-বিহার-মিথিলা প্রভৃতি দূর দূরবর্ত্তী স্থানের কত সম্ভ্রান্ত গৌড়, মাথুর, ভট্টনাগর, সাকসোর, অম্বষ্ঠ, অহিষ্ঠানা, শ্রীবাস্তব্য, বাল্মীক, শ্রীকর্ণ, সূর্য্যধ্বজ, নিগম, কুলশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি চিত্রগুপ্তবংশী কায়স্থগণ ও পৌর রাজবংশী, অগ্নিকুল, পালবংশী, সেন বংশী, সূর্য্যকুল, চন্দ্রকুল, ধ্রুববংশী, ব্রহ্মক্ষত্রিয় প্রভৃতি কায়স্থগণের সম্মেলনে জাতীয় মহাসভা কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া পরস্পর জাতীয় আলাপনে ও পরস্পর পরস্পরের নিকট হৃদয়ের উৎস ও আবেগময়ী ভাব, ও জাতীয় মিলনাকাঙ্খা জ্ঞাপনদ্বারা একটা ভাবের-স্রোত চালিত হইয়া বহুকাল সঞ্চিত আত্মপর ভাব তিরোহিত হইয়া জাতির একতার দিকে সম্মেলন প্রধাবিত হইয়া ভ্রাতৃ প্রেমের উৎস ছুটিতে থাকে।

ভারতের এই দুর্দ্দিন ও সর্ব্ববিধ নৈতিক আন্দোলনের সান্ধক্ষণে এই ব্যক্তির
মহান উদ্দেশ্য সম্মুখে লইয়া কি আমাদের জাতীয় মহাসভায় রাজাবাহাদুর
হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্বান ধনী, কুলীন মৌলিক সমাজপতি, সভাপতি, শ্রেষ্ঠ
পতি, স্বজাতি হিতৈষী মহোদয়গণের কি মহা সভায় সম্মিলিত হওয়া উচি
নহে। নিজেদের জাতির সভায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাওয়া আবশ্যক। নিজ
জাতিকে নিজে তুলিতে না পারিলে নিজে চিনিতে না পারিলে কেহই তুলি
আসিবে না। জগতে কেহই তাহা করে না, বা ফিরিয়াও দেখে না। হায়
সম্ভ্রমহীন কায়স্থ-জাতি, তোমাকে আর কি বলিব! তুমি নিজ অবিবেক
ও ঔদাসীন্যতায় এখনও বিধর্ম্মী রাজদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কতভাবে
কতস্থানে লাঞ্ছিত অপদস্থ ও জাতীয় মর্য্যাদাহীন হইয়া একটী জাতিকে কল
ঙ্কিত করিতেছ। তুমি কুম্ভকর্ণের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। এই অবস্থার ভিত্
ও কায়স্থ জাতির মধ্যে একটা জাতীয় সাড়া পড়ায় ও ক্রমশঃ জাতীয়ভাবে এক
বৃদ্ধি দেখিয়া কূটনীতি-পরায়ণ সমাজের ও বাহিরের বিদ্বেষীগণ তোমার পবি
মিলন-যজ্ঞকে নষ্ট করার জন্য কত ষড়যন্ত্র কত ছল প্রকাশ করিতেছে। হিংসা
পরায়ণ দুরভিসন্ধিশালী ব্যক্তিবর্গ সময় পাইলেই তোমাকে নানা কৌশল জাল
ফেলিয়া, বুঝাইয়া, আবার তোমাকে হতভম্ব করিয়া নীচত্বে ফেলিবার প্রয়া
পাইতেছে! কায়স্থ! তুমি এত বুদ্ধিমান জাতি হইয়াও চক্রীর চক্রান্ত ও মায়া
জাল ভেদ করিতে পারিতেছ না। বহু ভবিষ্যদর্শী চিন্তাধারা কায়স্থ এই মায়া
জাল ভেদ করিয়া জাতির কর্ত্তব্য চিন্তা ও অতীত গৌরব স্মরণে প্রবুদ্ধ
জাতির সামাজিক সম্মেলনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে
আশ্রয় লইতেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এত আন্দোলনেও স্বজাতী
ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকের আজ পর্য্যন্ত কোনরূপ চৈতন্য হইল না। সংখ্যা
সমন্বিত উন্নত জাতির দিকে লক্ষ্য কর তাহারা কত উন্নত। আমরা নিত্য
নানা ভাবে রাজদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া কত স্থানে অপমানিত হইতেছি,
তাহাতেও আমাদের চেতনার সঞ্চার হইতেছে না, তাহাতেও আমাদের
লজ্জা নাই, দৃকপাত নাই। এক্ষণে দেখিতেছি আমরা যেন একটা উদাসীন
জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছি। জাতীয় চিন্তা আজও তাঁহাদের অন্তরে
জাগে নাই। সামাজিক-সংস্কার, সম্মেলন, বিশ্বাস ও জলন্ত উৎসাহ-বাণী দ্বারা
তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে যাইয়াও তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন। সাধারণে
উপনীত হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের অন্তরে জাতীয় ধর্ম্মপ্রেম

ঐক্যের প্রতি বিশ্বাস নাই। তাঁহাদের বিভাজ্যকে আমি অবিদ্যা বলি।
অবিদ্যা, অবিবেকতা ও আত্মম্ভরিতা দ্বারা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ক্রমশঃ আত্মভ্রমে
বিখণ্ডিত হইয়া যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে কায়স্থ-সমাজ অনুদার-ভাবে রাজত্ব
করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে সামাজিক বৃহত্তর উদার-রাজ্যে সামাজিক
আত্মবলে প্রবেশ করিতে হইলে, যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া যে আত্মবিস্মৃত
ও অনুদার-ভাবের দ্বারা সমাজকে অপরিচিত ও ক্ষুদ্রত্বের দিকে লইয়া
যাইয়া নির্জ্জীব করিতেছেন, তাহা ফেলিয়া উদার-ভাবে ও সংস্কার-সমন্বিত
হইয়া চলিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কিছুকাল চলিলে ইহার পরিণতি কি
সুধীবর্গ ও সম্যক চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারেন না। সেই আত্মবিস্মৃত
অনুদার ও আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি ভাব সমাজ-হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে
হইলে উন্নত আত্মার আবশ্যক। অনুদারতাকে বর্ত্তমানে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য
জাতি ও সমাজ ঘৃণার সহিত দেখিতেছে। কায়স্থ-জাতি চিরকাল উদার-জাতি
বলিয়া পরিচিত। তাহার আজ এ দশা কেন হইল? কায়স্থ-জাতির জাতীয়-
কার্য্যে ঔদাসীন্য ও অনুদারতা প্রভৃতি ভাব দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয়। অন্য কথায়
কথায় অনেক অবান্তর-কথা আপনাদিগের নিকট উত্থাপন করিতে হইল।
আশা করি কায়স্থ-সমাজ তথা কায়স্থ-সভার সভ্যবৃন্দ আপনারা নিজ উদারতা-
গুণে ক্ষমা করিবেন। আজ মঙ্গলমুহূর্ত্তে সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে সামা-
জিক জাতীয় আহ্বান-শঙ্খ নিনাদিত হইতেছে। গৌড়বঙ্গের কায়স্থগণের এ
আহ্বান ও আমন্ত্রণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করা একান্ত কর্ত্তব্য। আজ সমগ্র ভারত
একটীমাত্র লক্ষ্য সম্মুখে ধরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। এই নব-জাগ্রতের
দিনে, রাজনৈতিক বিষম দ্বন্দ্বের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া সামাজিক একতার
দিকে লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। এই নব-জাগরণের ও মিলনের দিনে কায়স্থ
সমাজের আত্মবিস্মৃত ও নিদ্রিত অবস্থায় থাকা সঙ্গত নহে। বহু শতাব্দীর পর
এই সাধনার জলন্ত মঙ্গল শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদিত মিলন-মুহূর্ত্তে আর অন্য ভাবিয়া
বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কায়স্থ-সমাজের আত্মশক্তি বল বড়ই কমিয়া
গিয়াছে। কায়স্থ নাম বড়ই শুদ্ধ ও গুপ্ত অর্থে প্রয়োগ হইয়াছিল। সে অর্থও
আপনাদের জানা নাই। কায়স্থ নামই আত্মশক্তি ও আত্মবল লইয়া। এক-
দিন পরব্রহ্ম প্রভু নামে পরিচিত ছিল। কায়স্থের আত্মজ্ঞান গৌরব ও ধর্ম্ম-
কর্ম্ম স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই কায়স্থ, আর আজ এই
কায়স্থ। কায়স্থ রাজ-কর্ম্মী ও রাজ-সাহচর্য্যে চিরকাল থাকিয়া রাজ-সহানুভূতি

লইয়া, রাজযোগ ও ব্রহ্ম জ্ঞানযোগ রূপ ব্রহ্ম-কায়ে সম্মিলিত হওয়ায় আবার কায়স্থ-পদে সমাসীন হইয়াছিল। কায়স্থকে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইবে। কায়স্থ চিরকাল রাজবল্লভ তথা ভূস্বিবার অর্থাৎ ক্ষমতাশালী, সৎ-পথাবলম্বী বিধায় কায়স্থগণের ঈপ্সিত সামাজিক-সংস্কার সম্বন্ধে নানাবিধ বিদ্বেষ-বাদীগণ নানা প্রকারে বাধা দিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। কায়স্থ-মহোদয়গণ আপনারা হৃদয়ে বল আনুন! সংকীর্ণতা ত্যাগ করুন। আপনারা ব্রহ্মক্ষত্রিয়! আপনারা দেবক্ষত্রীয়! আপনারা শ্রীক্ষত্রিয়! আপনারা সত্য-ধর্ম্মবলে আত্মশক্তিদ্বারা রাজসেবা ও সাহচর্য্যে থাকিয়া ভূস্বিবার হউন। আপনাদের কাহারো মুখাপেক্ষী ও সংকোচ করিবার কোন কারণ নাই। আত্মশক্তিবলে জাতীয়-হৃদয়ে দিকে দিকে সহস্র-প্রকারে উৎসাহানল ও প্রেম উদ্দীপিত করিয়া ভারতবর্ষীয় বহুধা-বিভক্ত খণ্ড খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কায়স্থ সমাজকে একত্র করিয়া এক বিরাটত্বে আনয়ন করুন। দেখিবেন, আপনার কায়স্থ-সমাজ কত বড় ও তাহার দ্বারা জগতে কত কায হইবে। চাই আন্তরিকতা ও ভাব। ভাবের দ্বারা কায়স্থ-সমাজে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইলে দেখিবেন, অল্পদিনে সুবিশাল ভারতবর্ষে এক বিরাট কায়স্থ-সমাজ গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। কেবল স্বজাতি প্রেমরূপ আত্মশক্তি ও জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই। ইতি শুভম্।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম রায়।

সাধে-বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সে গেল কোথায় তবে? আজ নিজেই তিনি সুনীলের সন্ধানে বাহির হইলেন। প্রথমেই তার মেসে গেলেন, সেখানে জানিলেন সুনীল নাই। তাহার পর কলেজে গিয়া সন্ধান লইলেন, সেখানেও জানিলেন সুনীল কলেজে আসে না। তাহার পরে যে দুই-একজন সুনীলের পরিচিত-ব্যক্তিকে তিনি জানিতেন, তাঁহাদের কাছে গিয়াও অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও সুনীলের কোনরকম সংবাদ পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনি ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীতে

ফিরিলেন। এবং নিজেই আজ তিনি তাঁর এতদিনের অবজ্ঞাতা বৈবাহিকাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। বলা বাহুল্য সাবিত্রীদেবীর জীবনে আজ এই প্রথম অবাচ্য-বৈবাহিকের পত্র লাভ করিয়া অন্তরাত্মা শুখাইয়া কাঠ হইয়া গেল। তাঁহার এতদুঃখে মানুষ করা অঞ্চলের নিধি, অন্ধের চক্ষু, একমাত্র সন্তান সুনীল তবে কোথায়? "হারে—নির্দ্দয় বিধাতাপুরুষ! অভাগীর কপালে কি একদিনের জন্যও সুখ লিখিতে নাই? চির-জীবনের জন্য দুঃখের মৌরুসি-পাট্টা দিয়াই কি অভাগীকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলে? যথাসাধ্য সুনীলের অনুসন্ধান করিতে দেবকুমারবাবু ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু একমাত্র মৃণাল ভিন্ন সুনীলের সংবাদ আর দ্বিতীয়-প্রাণী কেহ জানিত না; কাজেই সুনীলের সংবাদ অজ্ঞাত রহিয়া গেল। আর সুনীল গৌরীশঙ্করের পরিবারে মিশিয়া বেশ আমোদেই দিন কাটাইতেছিল। অর্থের অনাটনও এখন ছিল না; মা বা স্ত্রীর কোন চিন্তারই সে ধার ধারিত না। এরা যেন তার কোন জন্মে কেহ ছিল না। তার দেশ যেন এ বাংলা দেশেই নয়! তার জন্য বাংলার অন্তঃপুরে দুটি নারী-হৃদয় যে অনবরত কি রকম 'হা হা' করিতে লাগিল, তা কেবল তাদের অন্তর্য্যামীই জানেন। মায়ের প্রাণ অমঙ্গল-আশঙ্কায় ভরিয়া গেল, স্ত্রীর হৃদয় গোপন-চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সাবিত্রী যেমন অহোরাত্রি "হা সুনীল, হা সুনীল" করিয়া দিন কাটাইতেন, দীপ্তি সে রকম প্রকাশ্যভাবে কিছুই করিতে পারিত না বটে, লজ্জায় সে বরং বাপমার সম্মুখে অধিক প্রফুল্লভাব দেখাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তার বুকের ভিতরে অহর্নিশি রাবণের চিতা জ্বলিতে লাগিল। এতদিন মনের গোপনতম প্রদেশে যে রাগ অভিমানটুকু পোষণ করিয়া আসিতে ছিল, এখন তাহা কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। কেবলই তার মনে হইত, কোথায় আছে তার জীবনের আরাধ্য-দেবতা, সেইখানে গিয়া তার পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—"ওগো, ক্ষমা কর গো ক্ষমা কর! আমি না বুঝে তোমার উপর এতদিন রাগ ক'রেছিলুম; আর কো'রব না!" জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বাহিরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইলে কি হয়, তাহার অন্তর-নিহিত চিন্তা-বিষ তাহাকে পলে-পলে তিল-তিল করিয়া দগ্ধিয়া মারিতে লাগিল। সহকার-চ্যুত ছিন্ন-লতাটির মত দিন-দিন সে যেন কেমন শুখাইয়া যাইতে লাগিল। বাপ মা ও সেটা লক্ষ্য করিলেন। মেয়ের পূর্ব্বেকার মতন সে প্রাণখোলা আনন্দের ভাব আর নাই, এ যেন কেমন কপট-হাসি। এ হাসির ভিতরে যেন একরাশি অশ্রু লুকানো রহিয়াছে। শিশির-সিক্ত গোলাপের মতন একটু খানি

মাত্রা পাইলেই এখনই তাহা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িবে। তাই যেন তা অতি সন্তর্পনে এ অশ্রুটুকু লুকাইবার চেষ্টা। হায়! নারী-জন্মের সুখ-দুঃখে সোণার কাঠি রূপার কাঠি যে অপরের হস্তে ন্যস্ত! তাতেই তো নারী জ পরাধীন—এত হেয়—অবজ্ঞেয়! তাই বাঙ্গলার গৃহে নারীর জন্ম কি যেন এক অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। নারীর জন্মে মঙ্গলসূচক শঙ্খ ধ্বনিও তাই নিষিদ্ধ। যাহার জন্য দীপ্তির এত দুঃখ, এত বেদনা, সে ফি একবার ফিরিয়া চাহিল না; একবার ভাবিয়া দেখিল না, তার জন্য একটী তরু নারীহৃদয় কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সে নিজের সুখের সন্ধানে স্রোতে মুখে কুটাগাছার মতন ভাসিয়া চলিল। রুগ্না সাবিত্রীদেবী ক্রমশঃ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ঔষধ-পথ্য নাই, কেহ দেখিবার, যত্ন করিবার নাই। অনিয়ম, অত্যাচার যথেষ্টই হইতে লাগিল। অর্থ-কষ্টও প্রচুর। জমীতে যে সমস্ত চাষ-আবাদ হইত, তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিবার লোক নাই, সে সমস্ত দেখিবার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য সাবিত্রীদেবীর আর ছিল না। জমী যে ভাগে চাষ করিত, সুযোগ বুঝিয়া সে ঠকাইতে লাগিল। সাবিত্রী তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। ঝড়-বাতাসে চালের খড় উড়িয়া যাইতে লাগিল। অর্থের অভাবে ঘর ছাওয়া হইল না। এক বৎসরের মধ্যেই সুনীলের সেই শান্তিপূর্ণ কুটীরখানি অলক্ষ্মীর আবাসভূমি হইয়া পড়িল।

৮

গোয়ালন্দের এলাকার মধ্যে দেবকুমারবাবুর কিছু জমিদারী ছিল। সেখানকার সরকার হারাধন মল্লিক, কাজের জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে কলিকাতায় আসিত। এবার কি একটা গোলমালের জন্য হিসাব-নিকাশ করিতে দেবকুমারবাবু নিজেই গোয়ালন্দে গিয়াছিলেন। গোয়ালন্দ-ষ্টেসন হইতে মাত্র দেড়ক্রোশ দূরে দেবগ্রামে সুনীলের বাড়ী। ষ্টেসনের নিকটেই দেবকুমার বাবুর একটা পাকাবাড়ী ছিল, লোকে তাহাকে "কাছারী বাড়ী" বলিত। দেবকুমারবাবু আসিলে এইখানে থাকিতেন; তাঁহার কর্ম্মচারিরাও থাকিত। একদিন কথায় কথায় হারাধন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"জামাইবাবুর খবর কিছু শুনেছেন কি?" তাহার সেই ধীর-গম্ভীর অথচ কুণ্ঠিত ভাবের প্রশ্নে দেবকুমারবাবু চমকিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন বল দেখি? তুমি তার খবর কিছু পেয়েছ না কি?"

তেমনি ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিতভাবে হারাধন বলিল—"পেয়েছি বটে, খবর ভাল না।" ব্যগ্রভাবে দেবকুমারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম? কি রকম? কোথায় সে?" ধীরে ধীরে হারাধন বলিল—"সে কথা আর কি বলব? তিনি মারা গেছেন!" আকুল আর্ত্তকণ্ঠে দেবকুমারবাবু চীৎকার করিয়া হারাধনের শেষ কথাটার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মারা গেছে! কবে? কে বল্লে? কি হ'য়েছিল তার?" উপর্য্যুপরি প্রশ্নকটা করিয়া তিনি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে হারাধনের মুখের দিকে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলেন। মাথাটা নিচু করিয়া ধীরে ধীরে হারাধন বলিল—"রেলে কাটা পড়ে মারা গেছেন। সে ত অনেকদিন হ'লো।"

ব্যথিতকণ্ঠে দেবকুমারবাবু বলিলেন—"কে তোমায় এ কথা বল্লে?"

হারাধন বলিতে লাগিল—"আমি নিজে দেখেছি। গেল বছর বোশেখ-মাসে আপনার সঙ্গে রাগারাগি করে চলে আসেন না? আমিও সেদিন যে আপনার ওখানেই ছিলুম। সন্ধ্যের ট্রেনে আমি গোয়ালন্দে চলে আসি। তিনিও বোধ হয় ঐ ট্রেনে বাড়ী আসছিলেন আর কি! সকালে ট্রেন যখন ষ্টেসনে থামলো, আমরা সবাই গাড়ী থেকে নাম্‌লুম; তিনি কখন যে নেবে ছিলেন, সেটা অত লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ একটা হৈহৈ শুন্‌ত পেলুম, একটা লোক কাটা পড়ে গেছে। সনাক্ত কর্‌বার জন্যে পুলিশ অনেকলোককে লাশ দেখালে, কিন্তু কেউ চিনতে পার্‌লে না। মাথাটা একেবারে থেঁত্‌লে গেছ্‌লো কি না!" উদ্বেগ-কম্পিত কণ্ঠে দেবকুমারবাবু বলিলেন—"তবে তুমি চিন্‌তে পার্‌লে কি করে?"

হারাধন উত্তর করিল—"আমার চেনা-মানুষ চিন্তে কি আর বাকি থাকে! বিশেষ সেইদিনের দেখা! সেই কাশীপেড়ে মোটাধুতি পরা, কালো ডোরা সার্ট গায়ে, সেই রং, সেই গড়ন-পেটন, কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো মিশ্‌-মিশে চুল! আহা, রক্তে রাঙা হয়ে গে'ছলো!" প্রাণের সমস্ত শক্তিটা যেন নিক্ষেপ করিয়া দেবকুমারবাবু শেষ প্রশ্ন করিলেন—"তুমি ঠিক চিন্‌তে পেরেছিলে, সেই-ই সুনীল?"

জোর-গলায় হারাধন বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ওঃ"! বলিয়া দেবকুমার বাবু দুইহাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া নতমুখে বসিয়া রহিলেন। সুনীলের যখন কোন সংবাদই নাই, তখন একথা তাঁহার অবিশ্বাস হইল না। সে যদি বাঁচিয়া থাকিত, অবশ্যই কোন রকমে না কোনও

রকমে তার একটা খবর পাওয়া যাইত। তাঁহার বুকের ভিতরটা [illegible] দুলিয়া পিষিয়া দিতে লাগিল। সেই গরীবের ছেলেটার জন্য প্রাণ [illegible] করিতে পারে, ইহার পূর্ব্বে একদিনের জন্যও এ কথা তিনি ভাবিয়া [illegible] নাই। ক্ষণেক পরে তিনি দারুণ মর্ম্মাহতভাবে বলিলেন—"তা এ কথা [illegible] এতদিন প্রকাশ কর নি কেন?"

ধীরে ধীরে হারাধন বলিল—"কি আর বল্‌ব বলুন না? সুখবর [illegible] নয়!" দেবকুমারবাবু আর কিছু বলিলেন না। সেই দিনেই তিনি বাড়ী [illegible] গেলেন। কাজকর্ম্মে আর মন লাগিল না। কবে কোন্ হতভাগ্যার [illegible] তলায় পড়িয়া ভব-যন্ত্রণা শেষ হইয়া গিয়াছিল, হারাধন তাহাকেই মনে [illegible] সুনীল সকল্প করিয়া ভ্রমের মতন একটি তরুণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিল। [illegible] ভ্রমের সাঙ্ঘাতিক-আঘাতে একটা পরিবার ছন্ন-ভন্ন করিয়া দিল। বাড়ী [illegible] আসিয়া দেবকুমারবাবুর ভিতরে প্রবেশ করিতে পা যেন আর উঠিতে চাহে [illegible] কি বলিবেন, কি করিবেন কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। [illegible] ভিতরে প্রলয়ের ঘূর্ণিবাতাস বহিতেছিল। কল্পনায় তিনি মেয়ের [illegible] থানপরা ব্রহ্মচারিণীর বেশ দেখিতে লাগিলেন। ওঃ! একটা অপদার্থ [illegible] ছেলের জন্যেও সংসারে এমন ওলট-পালট হয়ে যায় গা! ভাবিতে ভাবিতে [illegible] মাস রুগ্নব্যক্তির মত শুষ্কমুখে টলিতে টলিতে বাড়ীর ভিতর গিয়া [illegible] নিজের শুইবার ঘরে চলিয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। [illegible] চেহারা দেখিয়া, তাঁহার কোন অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া বিজনবাসিনীও তাড়া [illegible] ঘরে ঢুকিলেন। দেবকুমারবাবু গায়ের জামাটা খুলিয়া একটা চেয়ারের [illegible] ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধপ্ করিয়া খাটের উপরে শুইয়া পড়িলেন। বিজন-বাসিনী একখানা পাখা হাতে করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া বাতাস [illegible] করিতে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমন করে শুয়ে পড়্‌লে কেন [illegible] অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি ত?"

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাবে সুধু একটা 'নাঃ'! বলিয়া দেবকুমারবাবু [illegible] ফিরিয়া শুইলেন। বিজনবাসিনীও নীরবে বসিয়া পাখার বাতাস [illegible] লাগিলেন। ক্ষণেক দুইজনেই নির্ব্বাক। কিন্তু দেবকুমার বাবু আর [illegible] বেগ প্রশমিত করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছু পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"শুনেছ গা, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

ভীতকণ্ঠে বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

"সুনীল মারা গেছে!"

[illegible] আঁৎকাইয়া উঠিয়া বিজনবাসিনী বলিলেন—"সেকি কথা! কে বল্লে?"

দেবকুমারবাবু বলিলেন—"গোয়ালন্দে গিয়ে খবর পেলুম, রেলে কাটা পড়েছে! [illegible] তাহা মা মাসিও কিছু জানে না। তাই খবর পায় নি, মাসি ছট্‌ফটিয়ে [illegible] মরছে!"

বিজনবাসিনী উচ্চ-ক্রন্দনে পাড়া মাতাইয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, [illegible] দেবকুমারবাবু একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আঃ! চেঁচিও না বাপু, [illegible] চেঁচামেচি করে আর লাভ কি? সে ত আর ফিরবে না! মেয়েটাকে [illegible] কিছু শুনিয়ে কাজ নেই। ও যেমন আছে তেমনি থাক্। দুদিন থাকু [illegible] গেছেই ত সব! তবু যে কটাদিন জানতে না পারে! কচি মেয়েটার [illegible] সাজ দেখলে আমার বুক ফেটে যাবে!" বিজনবাসিনী খাটের এক [illegible] পা ছড়াইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিলেন। কিছুক্ষণ [illegible] নিজেই আবার আঁচলে চোখ-মুখ মুছিয়া শান্ত হইয়া ছেলেদের খাবার [illegible] করিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রাত্ত তখন ন'টা বাজিয়া [illegible] গিয়াছিল! কিন্তু যাহার জন্য এত সাবধানতা, এত 'চুপ' 'চুপ!' কথাটা [illegible] কানে আগেই পৌঁছিল। বিজনবাসিনী যখন দেবকুমারবাবুকে পীড়িত [illegible] করিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে আসিলেন, তার অল্পক্ষণ পরেই দীপ্তিও পিতার [illegible] সেবা করিবার অভিপ্রায়ে আসিতেছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই পিতার মুখে [illegible] ধীরে সুনীলের নাম শুনিয়া দীপ্তি সেইখানে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, বাকি কথা-[illegible] শুনিবার জন্য;—যাহা শুনিল, তাহাতে তার সমস্ত অন্তরাত্মা শুখাইয়া কাঠ [illegible] হইয়া গেল। তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল,—বুঝি ভূমি-[illegible] কম্প হইতেছে, পায়ের তলা হইতে মাটীটা সরিয়া যাইতেছে, পৃথিবীটা—যেন [illegible] অন্ধকারে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, চক্ষের সম্মুখ হইতে সমস্ত আলোক নিভিয়া যাইতেছে। মাথার উপরে বুঝি কড়্‌কড়্ নাদে বজ্রপাত হইতেছে; সে [illegible] যেন বলিয়া যাইতেছে—সুনীল নাই! সুনীল নাই! সে বিধবা! তার [illegible] সকল সুখ-সাধ ফুরাইয়া গিয়াছে! ওঃ! একি শাস্তি! একি অভিশাপ! এর চেয়ে কঠোর-দণ্ড নারী-জীবনে আর কি হইতে পারে? হা ভগবান! বালিকার কোন্ অপরাধে এমন গুরুদণ্ড? এখনি যে তার সতী-সৌভাগ্যের [illegible] চিহ্ন সিঁথির সিন্দুরটুকু ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে; হাতের নোয়া, যাহা নারীর [illegible] জীবন অপেক্ষাও প্রিয়, সে গাছটা টানিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে! হায়! হায়!

একি সুকঠোর দণ্ড! এ অমূল্য-রত্ন গ্রহণের আর তার অধিকার নাই। জগতে আজ দীনতম দীন! অভাগিনী বিধবা! তার চেয়ে কেওরাদের বৌ, যে ধান ভানিয়া খায়, সেও সৌভাগ্যবতী! কেওয়া-বৌয়ের স্বামী স্ত্রীকে চোখে দেখেনা, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তবুও সে ত সধবা। নোয়া-সিন্দুর তার সতী-সৌভাগ্যের গর্ব্বস্বরূপ শোভা করিতেছে ত। একদিন না একদিন তার মত্তপ-স্বামীর সৎপথে ফিরিবারও প্রত্যাশা আছে। আর তার? তার যে আজ সমস্ত আশার শেষ হইয়া গেল! তাঁর প্রিয়তম বুকের উপর দিয়া কঠোর বাষ্পীয়-শকট চলিয়া গিয়াছে; তাঁহাকে দলিয়া-পিষিয়া দিয়া প্রাণটুকু লইয়া গিয়াছে! হায়! হায়! কেন সে সঙ্গে যায় নাই? হইলে সঙ্গে সঙ্গে সেও ত সেইখানে বুক পাতিয়া দিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইতে পারিত! এ যন্ত্রণা আর সহিতে হইত না!" দীপ্তি মাথা ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে দেওয়ালটা ধরিয়া কোনও রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ছিল। সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। আর দাঁড়াইয়া ফলই বা কি? যাহা তাহা ত সমস্তই শুনিল! নিঃশব্দ চরণে ধীরে ধীরে সে নিজের ঘরে আসিল; ঘরে আসিয়া অন্ধকার ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া নীরব-রোদনে তল সিক্ত করিতে লাগিল। কবে সুনীল কোন মিষ্ট-কথাটি বলিয়া ছিল, সংসার পাতিবার একটা সুখের কল্পনা তাহাকে শুনাইয়া ছিল; দীপ্তি পড়িয়া সেই কথাগুলাই খালি ভাবিতে লাগিল। বিবাহের পরে কটাদিন তার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ? তবুও সে যে হিন্দুর মেয়ে! পতিভক্তি তার মজ্জায় জড়ানো ছিল। সে স্বর্গীয় প্রেম অন্তঃশীলা ফল্গুনদীর মত সর্ব্বদাই অন্তরের গোপনতম প্রদেশে প্রবাহিত হইত। দীপ্তি কিছুক্ষণ এমনি পড়িয়া কাঁদিল; তাহার পর সে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিল, সেমিজ-ব্লাউজ খুলিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিল, পরণের শাড়ীখানার পাড় ছিঁড়িয়া থানে পরিণত করিয়া পরিল। বাপ মা যে এতক্ষণ দীপ্তির বিধবা বেশ দেখিতে পারিবেন না বলিয়া এ দুঃসংবাদ প্রকাশ না করিবার পরামর্শ আঁটিতেছিলেন, দীপ্তি ঠিক তাহাই করিয়া বসিল। বিজনবাসিনী দীপ্তিকে খাইবার জন্য ডাকিতে আসিলেন; ঘর অন্ধকার দেখিয়া ঘরে ঢুকিয়া অনুমানে দেওয়াল হাতড়াইয়া ইলেকট্রিকের সুইচ্‌টা টিপিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া ফেলিলেন; কিন্তু আলো জ্বলিতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ঘরের মেঝেয় গহনাকাপড়ের ছড়াছড়ি, দীপ্তির বিধবার সাজ দেখিয়া মুহূর্ত্তেক চিত্রাপিতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন—"দীপ্তি!"

অশ্রুবিক্ষুব্ধ স্বরে ধীরে ধীরে দীপ্তি বলিল—"কি মা!"

"এ সব কি কাণ্ড মা!"

"আমি সব শুনিচি মা! বাবা তোমাকে যা বল্‌ছিলেন! আমার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে মা!" বিজনবাসিনী আর কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। মেয়ের নিরাভরণ দেহখানি দেখিয়া সত্য সত্যই তাঁর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার ডাক্ ছাড়িয়া খানিকটা কাঁদিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু দেবকুমারবাবুর ভয়ে তাহা পারিলেন না। এতদিন পরে গর্ব্বিত বাপ-মা বুঝিতে পারিলেন যে, সহস্র আদর-যত্নেও পরিণীতা-মেয়ের ক্ষুধা মেটে না। সে আরও কিছু চায় এবং সেই আরও কিছুতেই তার সুখ, তার শান্তি! গিরি-নির্ঝরে বেগবতী স্রোতস্বিনীর জন্ম হয়; কিন্তু কালে সে সবেগে সাগরগামীই হইয়া থাকে; ইহাই বিধাতার নিয়ম। নারী-জীবনও সেই স্রোতস্বিনীর মত; বাপ মার কোলে বড় হইয়া, কালে সে স্বামীর প্রেমে ভাসিয়া যাইতে চায় এবং সেই ভাসাতেই তার সুখ, তার তৃপ্তি! আজ আর বাপ-মার সাধ্য নাই মেয়ের এ গতি রোধ করেন; স্বর্ণালঙ্কার পড়িয়া ঘৃণায় গড়াগড়ি যাইতেছে, বাপ-মার শক্তি নাই যে আর তাহাকে ইহা পরাইয়া দেন! কিছু পরে দীপ্তি তেমনি অশ্রু-বিক্ষুব্ধকণ্ঠেই বলিল—"গাড়ী যুত্‌তে বলে দাও মা, আমি গঙ্গা নাইতে যাব।"

একটা মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিজনবাসিনী বলিলেন—"এত রাত্তিরে আবার গঙ্গা নাওয়া কেন মা!"

"আমার যে অশৌচ মা!"

ব্যথাহত-ভাবে বিজনবাসিনী বলিলেন—"সে সব যে অনেকদিন হ'য়ে চুকে বুকে গেছে মা!"

দীপ্তি বলিল—"তাহলেও শুনলেইত নাইতে হয় মা।"

মা নীরব রহিলেন। কিন্তু পরে বলিলেন—"তা এরি মধ্যে সব খুলে ফেলি কেন বাছা! ছেলে-মানুষ দুধের মেয়ে তুই, ঘুম থেকে তুলে তোকে খাওয়াতে হয়, এখন কি তুই এ সব কঠোর-নিয়ম পালন কর্‌তে পারবি মা?"

ধীরকণ্ঠে দীপ্তি উত্তর করিল—"না পার্‌লে চলবে কেন মা? মর্‌তে ত একদিন আমাকেও হবে; সেখানে গিয়ে কি জবাব দোব তখন? ভোগ-

লালসাকে বাড়্‌তে দিলেই বেড়ে উঠবে ; সেটাকে যত পিসে মেরে ফেল্‌তে পারা যায়, ততই ভাল।"

সেদিনকার দীপ্তি, সাতবার ঘুম থেকে তুলিয়া যাকে খাওয়াইতে হয়, তার মুখে আজ এসব জ্ঞানের কথা শুনিয়া মা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বুঝিলেন ইহা হিন্দুনারীর জন্মগত-সংস্কার ; ইহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। কোচম্যানকে ডাকিয়া গাড়ী যুতিবার আদেশ দিলেন ; দীপ্তি বুড়া-ঝি শিবুর মাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল। দীপ্তি যখন গঙ্গার ঘাটে সোনা খুলিয়া, সিঁথির সিঁদূর ধুইয়া, থান পরিয়া হিন্দু-বিধবার বেশে সজ্জিত হইল, ঠিক সেই সময়ে রেঙ্গুনে সুনীল গৌরীশঙ্করবাবুর বাসায় বসিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রভার গান শুনিতে ছিল। এখানে যে হতভাগার জীবন্ত-সমাধির ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহার বার্ত্তা সে জানিতে পারিল না। দেশের সঙ্গে সে যেন চিরদিনের মত সম্বন্ধ চুকাইয়া দিয়া আসিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-সভায়

সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের অভিভাষণ

এই মরজগতে বিধির নিগূঢ় বিধানে যে কত সহস্র সহস্র প্রতিভাশালী বালক ও যুবক জীবনের অরুণোদয়ে বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দিতে না দিতেই স্তিমিত হইয়া যান, অকালে কালের করাল-কবলে কবলিত হয়েন, স্ফুটনোন্মুখীন প্রতিভা পূর্ণস্ফুরণের পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া যায়, অর্দ্ধস্ফুট প্রসূন ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়ে, কে এ সুগভীর রহস্যের উদ্দেশ্য অবধারণ করিবে ; শ্রীভগবৎইচ্ছাই একমাত্র সান্ত্বনা।

আজ যাঁহার জন্য আমরা এই শোকসভায় সম্মিলিত হইয়াছি, তিনি একটি প্রস্ফুট-কুসুম ছিলেন। শিক্ষা ও চরিত্রের গুণে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই ধনবত্তা ও মনুষ্যত্বের প্রকৃষ্ট-পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সমাজ-হিতৈষণা স্বার্থ-ত্যাগপরতা, কর্ম্মকুশলতা, উদারতা, দানশীলতা, সৎকর্ম্মে উদ্যম, মাতৃভক্তি ও স্বধর্ম্মে ভক্তিপরায়ণতা অনেক প্রবীণ বিজ্ঞব্যক্তিরও আদর্শস্থল হইয়াছিল ;—এক কথায় তিনি বঙ্গের জমীদার কুলের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের গৌরব ছিলেন ; তাঁহার বিয়োগে কায়স্থ-সমাজের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হওয়া দুঃসাধ্য ; কি দারুণ শেলাঘাত যে আমাদের সমাজের উপর পতিত হইয়াছে, তাহা সকলেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন। ভাষায় এমন শব্দ পাই না, যাহাতে সে মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করা যায়। মনীন্দ্রচন্দ্র বহু ব্যয় করিয়া এই কায়স্থ-সমাজের বাৎসরিক-অধিবেশন স্বগৃহে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন ; কায়স্থ-সমাজ তাঁহাকে সভাপতির আসন দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। সে ত সেদিনের কথা। আজ তাহাই স্মরণ করিয়া তাঁহার বিহনে কায়স্থ-সমাজের বিপুল ক্ষতি চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

মনীন্দ্রচন্দ্রের কথা কহিতে হইলে, তাঁহার সদ্বংশের কথা স্বতঃই মনে জাগরূক হয়। বঙ্গের এই প্রাচীন উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-রাজবংশের আদি-নিবাস মুর্শীদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায়। নবম-শতাব্দীতে গৌড়ের মহারাজ আদিশূরের সময়ে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা অনাদিবর সিংহ বঙ্গদেশে প্রথম আবির্ভূত হয়েন। অনাদিবর হইতে পঞ্চমপুরুষ রাণামদন সিংহ হিন্দুরাজত্ব সময়ে রীতিমত সৈন্য-সামন্ত রাখিবার অধিকার পাইয়া ছিলেন। অষ্টম-বংশধর লক্ষ্মীধর সিংহ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে এরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ-সমাজ তাঁহাকে সমাজের "করণ গুরু" উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ব্যাসসিংহ বঙ্গের রাজা বল্লালসেনের অন্যতম মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই বংশের দ্বাদশ-বংশধর রাজা বিনায়ক সিংহ ও ত্রয়োদশ-বংশধর লক্ষ্মীধর সিংহ মুসলমান-রাজত্বকালে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং দানশীলতার জন্য সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ষোড়শ-বংশধর জীবাকর ও প্রভাকর ধর্ম্ম-প্রবণতার জন্য উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের এতই হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, পুনরায় তাঁহাকে উত্তররাঢ়ী কায়স্থ-সমাজ সমাজপতি পদে বরণ করেন। এই বংশের জনৈক বংশধর হরেকৃষ্ণ সিংহ মুসলমান রাজত্ব-কালে রেশমের ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদ জেলার

অন্তর্গত কান্দি নামক স্থানে বসবাস করেন; সেই সময় হইতে এই বংশ কান্দির রাজবংশ বলিয়া বঙ্গে বিখ্যাত। ইংরাজ-রাজত্বকালে এই বংশের অন্যতম ধর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ গভর্ণর-জেনারেল প্রসিদ্ধ হেষ্টিংস-সাহেবের সুদক্ষ দেওয়ান ছিলেন; তিনি বঙ্গে রাজস্ব-বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ যশোহর মহম্মদপুরের স্বাধীন-রাজা সীতারাম রায়ের বংশধরগণের দুর্গতির কথা শুনিয়া স্বজাতীয় রাজবংশের সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য সীতারামের বংশধরগণকে বার্ষিক ১২০০৲ বারশত টাকা বৃত্তিদান করিতেন। জন্মভূমি কান্দিতে দেওয়ানজী দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউ নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; কান্দিতে অদ্যাপিও তাহা বিদ্যমান; সমারোহের সহিত দেবসেবা ও অতিথি-সেবা হইয়া থাকে। ৺রাধাবল্লভজিউর রাসযাত্রার উৎসব বঙ্গে বিখ্যাত।

গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধের কথা বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে এখনও গল্পচ্ছলে বর্ণিত হয়; দুইটি পুষ্করিণী খনন করিয়া একটিতে ঘৃত ও একটিতে তৈলপূর্ণ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ উৎসর্গ করেন। বঙ্গদেশের যাবতীয় ভূস্বামীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ৺পুরীধাম পর্য্যন্ত অশ্বের ডাক্ বসাইয়া নিমন্ত্রিতগণকে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের টাট্‌কা-প্রসাদ খাওয়াইয়া ছিলেন; পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গঙ্গাগোবিন্দ বহু অর্থব্যয় করিয়া ছিলেন;—স্বর্ণপত্রে খোদিত লিপিদ্বারা বঙ্গের যাবতীয় অধ্যাপক-ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পৌত্রের কল্যাণে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ 'লালাবাবু" নামে ভারতে প্রাতঃস্মরণীয়; সপ্তদশবর্ষ বয়সে পিতার সহিত মতান্তর হওয়ায়, স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রথমে বর্দ্ধমানের জজ-সাহেবের অফিসে সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত হন; ১৮০৩ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যার বন্দোবস্তের সময় তথাকার রাজস্ব বিভাগের বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার গভর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর অর্পণ করেন।

৺পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য তিনি দৈনিক ১০৲ দশ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের দাসত্ব গ্রহণ করেন, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায়, তিনি সংসারক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া প্রভূত-ঐশ্বর্য্য, প্রিয়তম একমাত্র শিশুসন্তান ও প্রিয়তমা-পত্নী রাণী কাত্যায়নীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমপবিত্র-তীর্থ, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি

বৈষ্ণবগণের আশ্রয়স্থল শ্রীধাম বৃন্দাবনে পঁচিশলক্ষ টাকা সহ যাইয়া বসতি করিলেন।

... -গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক কৃষ্ণদাস-বাবাজীর নিকট দীক্ষা লইয়া তিনি বৈরাগ্য গ্রহণ করেন; জন্মভূমি-পরিত্যাগ সময়ে যে পঁচিশলক্ষ টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত ব্যয় করিয়া রাজপুতনা হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর আনাইয়া এক চতুষ্কোণ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রমা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী-মন্দির সংলগ্ন একটী অন্নসত্র আছে; তাহাতে বহু দীন-দরিদ্র-বৈষ্ণব সেবা হইয়া থাকে। তিনি দেবসেবার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন; অদ্যাপিও তাহা বর্ত্তমান আছে। লালাবাবু স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; তিনি পরিশেষে পুণ্য-ধাম শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরির গুহায় বাস করিতেন। একদা গোয়ালিয়রের মহারাণী তাঁহার পবিত্র-চরণে ভক্তিভরে অবলুণ্ঠিতা হইবার মানসে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তখন মহাপুরুষ লালাবাবু মৌনব্রতাবলম্বী, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। শ্রীভগবানের লীলা মানবের বুঝা কঠিন; এক আকস্মিক-দুর্ঘটনায় মহারাণীর শরীর-রক্ষকের অশ্বের পদাঘাতে ধর্ম্মজগতের অতুল্য-রত্ন, সাধুশ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব-গৌরব, ত্যাগী, শ্রেষ্ঠ-মহাপুরুষের মহাপ্রস্থান হইল। লালাবাবুর পত্নী দানশীলা, মহীয়সী রাণী কাত্যায়নী বহু-অর্থব্যয়ে অন্নমেরু ও তুলাদান উৎসব করেন; তাঁহার সময়ে পাইকপাড়া রাজবাটী নির্ম্মিত, ও কাশীপুরে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়া ৺গোপালজিউ প্রতিষ্ঠিত হন, বহুব্যয়ে সুন্দর সেবার বন্দোবস্ত হয়; তিনি পুণ্যকার্য্যে ষোড়শ-লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাণী কাত্যায়নীর পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ সিংহ; তাঁহার দুই পত্নী তারা-সুন্দরী ও করুণাময়ী। সন্তানাদি না হওয়ায়, রাণী কাত্যায়নীর অনুরোধে দুইটী দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারাসুন্দরীর পোষ্যপুত্রের নাম প্রতাপচন্দ্র, করুণাময়ীর পোষ্যপুত্রের নাম ঈশ্বরচন্দ্র;—উভয়ে সহোদর ভ্রাতা—রাণী কাত্যায়নীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

স্বনামধন্য মহাত্মা লালাবাবুর পৌত্র রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সি, এস্, আই, কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজের Fever-hospital নির্ম্মাণ জন্য পঞ্চাশ-সহস্র মুদ্রা দান করেন। তিনি British-Indian Association এর সহকারী সভাপতি ছিলেন; উক্ত সভায় তিনি বার্ষিক তিনহাজার টাকা চাঁদা দিতেন। উভয় ভ্রাতায় কান্দিতে ও পাইকপাড়ায় এণ্ট্রান্সস্কুল স্থাপন করেন; পরমবন্ধু

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয় যতগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন সকল বিদ্যালয়ই পাইকপাড়া রাজষ্টেট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। সে সময়ে বঙ্গদেশে এমন কোন সৎকর্ম্ম হয় নাই, যাহাতে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সংশ্লিষ্ট ছিলেন না ও সহযোগীতা করেন নাই; বঙ্গের তদানীন্তন সৎকর্ম্মেই উভয় ভ্রাতা অগ্রণী ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ সময়ে রাজা প্রতাপচন্দ্র বঙ্গ-গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

"বেলগেছিয়া-ভিলা" নামক নয়ন-বিমোহন উদ্যান পাইকপাড়া রাজষ্টেটের সম্পত্তি; উদ্যানস্থ সুরম্য-নিকেতনে জগতের যাবতীয় প্রসিদ্ধ-চিত্রকরের চিত্র রাজী বিরাজ করিতেছে। এইস্থানে উভয় ভ্রাতার যত্নে বাঙ্গলা-নাটক প্রথম অভিনীত হয় এবং ঐক্যতান-বাদ্য প্রণালী প্রথম উদ্ভূত হয়। এই নাট্যমঞ্চের সূত্রপাত "বেলগেছিয়া ভিলা।" এই উদ্যানেই ভারতের পরলোকগত সম্রাট সপ্তম-এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন।

কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র পাইকপাড়া-রাজবাটীতে বহুব্যয়ে একটি Dispensary সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং রোগীগণকে চিকিৎসা ও স্বহস্তে ঔষধ বিতরণ করিতেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে রাজা প্রতাপচন্দ্র কাশীপুরের গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। প্রতাপচন্দ্রের চারিপুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীশচন্দ্র বংশের প্রতিনিধি হইলেন। তিনি কান্দীতে একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে ১৭৬২৭৭৲ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে কুমার গিরীশচন্দ্র লোকান্তরিত হন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায়, স্বীয় মধ্যম-ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র সিংহকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্র পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে ৪০,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বাইশ-বৎসর বয়ঃক্রমে শ্রীশচন্দ্র দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন—জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র। মনীন্দ্রচন্দ্রে পূর্ব্বপুরুষগণের প্রত্যেকের সদ্‌গুণরাশির একত্রে সমাবেশ হইয়াছিল। বুদ্ধিমত্তা, উদ্যমশীলতা, কর্ম্মকুশলতা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, দানশীলতা, রাজভক্তি স্বদেশভক্তি ও ধর্ম্মপ্রবণতার একাধারে এমন সুন্দর সমন্বয় এই স্বল্পবয়সে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; মনে হয় যেন পূর্ব্বপুরুষগণের প্রত্যেকের সদ্‌গুণগুলি বিধাতা রাসায়নিক-সংমিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া বঙ্গের জমীদার-শ্রেণীকে শিক্ষা দিবার জন্য এক আদর্শপুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বয়সের

বিচারে তাঁহার কার্য্য যে কত অধিক ছিল, যাহারা তাঁহার জীবনের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালী-রেজিমেণ্ট গঠনে অপরিসীম-উৎসাহ সহ অকাতর-পরিশ্রমে বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি বঙ্গদেশের সুনাম রক্ষা ও রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন; গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এম. বি. ই. উপাধি দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিসনর ও ২৪ পরগণা এবং বহরমপুর জেলাবোর্ডের সভ্য হইয়া তিনি স্বদেশ-সেবা করিয়াছেন; স্বদেশের প্রত্যেক সৎকার্য্যে তিনি উৎসাহের সহিত সহযোগীতা ও অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার এই স্বল্পকালব্যাপী যশঃ-কর্ম্মময় জীবনে দুই লক্ষাধিক টাকা সাধারণের হিতার্থে নানাভাবে ব্যয় করিয়া তিনি পাইকপাড়া রাজবংশের দানশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; কায়স্থ-সমাজের উন্নতিবিধান মনীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান-বর্ষের রাসযাত্রার দিন কান্দিতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের একটি সভা হইবার কথা ছিল; এই সভায় তত্রস্থ কায়স্থ-সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বর্দ্ধনা-গ্রহণ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না;—এ সম্বর্দ্ধনার পূর্ব্বেই শ্রীভগবান তাঁহার কর্ম্মবীর-পুত্রকে কোলে টানিয়া লইলেন; চব্বিশ-বৎসর তিনি প্রবাসে থাকিয়া নিজ চিরশান্তিময়-আবাসে যাইলেন। মা পিতামহী, মাতা, স্ত্রী শোকসাগরে মগ্না, পুত্রগণ শিশু, সান্ত্বনা দিবার কিছুই নাই!—শ্রীভগবদিচ্ছা সাধিত হইল—তাঁহারই নাম ধন্য হউক!

পরমকারুনিক পরমেশ্বরের নিকট আমাদের সমবেত প্রার্থনা যে,—তাঁহার পবিত্র-আত্মা চিরশান্তি ভোগ করুন।

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক!

শান্তি, শান্তি, শান্তি!

কায়স্থ-পঞ্জি

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আয়োজনে বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ইং ৩রা ডিসেম্বর, ১৯২২, (রাজাবাহাদুরের শ্রাদ্ধ-বাসরে) অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় শ্যামপুকুর-ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে কায়স্থ-সভার কৌস্তুভমণি, সভার বান্ধব (Minister) এবং কর্ম্ম-সম্পাদন-সচিব, সভাপতি, সদনুষ্ঠানের অগ্রণী, সুশিক্ষিত, সুচরিত্র, দানশীল, বিনয়-সৌজন্য ও সামাজিকতার আদর্শ, আবাল-বৃদ্ধ-যুবাগণের জুড়াবার স্থল, প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুর বংশপ্রদীপ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্, বি, ই মহোদয় অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ স্বজন ও দেশবাসীকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া অকালে পরলোক গমন করায় তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে এক মহতী শ্রদ্ধা-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই সভায় বহু গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন, সংগৃহীত নাম কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী রায় বি-এ, শ্রীযুক্ত রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি-এল, শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার, এম-এ; বি-এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ; বি-এল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল দে, শ্রীযুক্ত সুধন্যকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রায়সাহেব বঙ্কুবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুহবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত শশধর সরকার, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু,

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসবর্ম্মন, শ্রীযুক্ত রামলাল সেন, শ্রীযুক্ত কালীদাস ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রসময় ঘোষ, শ্রীযুক্ত আনন্দময় ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিরাময় ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুখময় ঘোষ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু-বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ; বি-এল; শ্রীকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত রতিকান্ত দত্ত বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্তবর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নিয়োগী বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রমেনপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর ঘোষ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সরকার, শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসুবর্ম্মা, ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতিও।

প্রথমে সভার অন্যতম প্রধান-হিতৈষী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া রাজা-বাহাদুরের বংশের গুণাবলী কীর্ত্তন পূর্ব্বক সভার উদ্বোধন করেন; পরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনুপস্থিতি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁহারা পত্রযোগে সভার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত তাঁহাদের নাম-তালিকা পাঠ করেন।

১। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেনবর্ম্মা, বহরমপুর, ২। শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর, ৩। শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, গৌরীপুর, ৪। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, কলিকাতা, ৫। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসুবর্ম্মা, এলাহাবাদ, ৬। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা, সাহিত্যসাগর, কলিকাতা, ৭। শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা, প্রচারক, ফরিদপুর, ৮। শ্রীযুক্ত রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, কাশীপুর, কলিকাতা, ৯। শ্রীযুক্ত বিজয় রায়, উকিল, কৃষ্ণনগর, ১০। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষবর্ম্ম রায় চৌধুরী, গোঁসাইহাট, ফরিদপুর, ১১। শ্রীযুক্ত বিজয়কালী রায় চৌধুরী, টাকী, ১২। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সিংহ, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর, ১৩। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার

পাল বর্ম্মা, মোক্তার, ঢাকা, ১৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, উকিল, ফরিদপুর, ১৫। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্ম মজুমদার, মোক্তার, পাবনা, ১৬। শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসুবর্ম্মা, হাটগ্রাম, ফরিদপুর, ১৭। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মজুমদার, কাঞ্চন, দিনাজপুর, ১৮। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ নাথক বর্ম্মা, রাজসাহী, ১৯। শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন বর্ম্মা, গিতালদহ, কুচবিহার, ২০। শ্রীযুক্ত বিনোদ-নারায়ণ ঘোষ বর্ম্ম রায়, দিনাজপুর, ২১। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ মিত্র চৌধুরী, মেহেরগ্রাম, বীরভূম, ২২। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বলতৈড়, দিনাজপুর, ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম-এ; এ, ইন্‌স্পেক্টর অফ্ স্কুলস্, কলিকাতা।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় নিম্ন-প্রকাশিত তাঁহার স্বরচিত কবিতাটী পাঠ করিয়া স্বর্গগত রাজা-বাহাদুরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

রাজা মনীন্দ্র-বিয়োগে।

পরিমল ভরা যে প্রসূন,
কি বেদনা জাগে হিয়া মাঝে,
বঙ্গ-পুষ্পোদ্যানে মধুময়—
সৌরভে করিতে মাতোয়ারা,
আহা! কার অভিশাপে হায়!
ফুটিয়াই পড়িল গো ঝরি,
যখন পশিল কানে মোর,
স্তম্ভিত বিক্ষুব্ধ প্রাণ মন,
ভাবিলাম বাঙ্গালার কথা,
যে উঠে মানুষরূপে ফুটে,
উচ্চবংশে জন্মি রাজকুলে,
মনীন্দ্রচন্দ্রের মত কেবা,
সৌম্যে মণ্ডিত সুআনন,
সে যে গো করিত তৃপ্ত সবে,
স্বজাতির উন্নতির তরে,
কত আশা ছিল তাঁর পাশে,
স্বদেশের হিত-অনুষ্ঠানে,
বিলাস ব্যসনে মত্ত তাঁর

ফুটিয়াই পড়ে যদি ঝরে;
অলিকুল (ই) অনুভব করে।
নিরমল সৌন্দর্য্যে অতুল,
ফুটেছিল দিব্য এক ফুল!
বলিবারে বিদরে হৃদয়;
প্রতি নেত্র করি, অশ্রুময়!
এ শোক বারতা বজ্রসম;
হইল অবশ দেহ মম।
ভাবিলাম ভাগ্য বাঙ্গালীর;
কাল-কীট কাটে তার শির!
ঐশ্বর্য্যের হয়ে অধিকারী;
দর্প দম্ভ হীন অধিকারী?
ঔদার্য্যে মাধুর্য্যে পূর্ণ হিয়া;
সৌজন্যের স্নিগ্ধ সুধা দিয়া!
ঢেলে দিয়া ছিলা সারা প্রাণ;
আজি তাহা হইল নির্ব্বাণ!
যে সে দানে ছিলা অকুণ্ঠিত;
ছিল না কো সমুন্নত চিত।

যথা যোগ্য দানধর্ম্মে মতি
কাঁদিছে অভাগা কতজন,
আজি স্বজাতি স্বদেশবাসী,
হারাইলে কি অমূল্য-নিধি,
দেশের জাতির কর্ম্মক্ষেত্রে,
কে করিবে স্থান পূর্ণ তাঁর?
এই দুঃখ দুর্ব্বিসহ অতি!
তাঁর স্থান পূর্ণ হ'ক ত্বরা,
আনন্দময়ের কোলে যেন,
দিব্য আত্মা মনীন্দ্রচন্দ্রের
শোকতপ্ত মাতা, পিতামহী,
ভগবান তা সবার হৃদে,

ছিল উদার মানসে তাঁর;
তাই আজ করি, হাহাকার!
ঢাল অতি তপ্ত অশ্রুধার;
স্থির চিত্তে ভাব একবার।
মহাপ্রাণ গেলা মর্ত্ত্য ছাড়ি;
এমন দ্বিতীয় নাহি হেরি।
ডাক সবে মিলে ভগবান,
দেশ জাতি লভিবে কল্যাণ।
বিরাম লভে গো চির তরে;
মর্ত্ত্যে যেন নাহি আসে ফিরে।
পত্নী, শিশু পুত্র কন্যাগণ;
শান্তি বারি করুন সেচন।

কবিতাপাঠের পর শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ; বি-এল, শ্রীকণ্ঠ (টাকী), রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ও সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ স্বজাতিবৃন্দের পক্ষ হইতে এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ (সংস্কৃত-মহামণ্ডলের অন্যতম-সম্পাদক ও প্রাণ স্বরূপ) মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে এই অকালে বৃন্তচ্যুত স্বর্গ-কুসুমের যশোরাশি কীর্ত্তন করিয়া আপন আপন অভিমত প্রকাশ করেন।

পরে সভাপতি-মহাশয়ের অভিভাষণটী শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়; শেষে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি-মহাশয়ের উপস্থাপিত নিম্নে প্রকাশিত প্রস্তাবটী শান্ত-সমাহিতভাবে গ্রহণ করেন।

১ম প্রস্তাব—"কায়স্থ-সভার কৌস্তুভমণি, সভার বান্ধব এবং কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের সভাপতি, বহু-সদনুষ্ঠানের অগ্রণী, সুশিক্ষিত, সুচরিত্র, দানশীল, বিনয়-সৌজন্য ও সামাজিকতায় আদর্শ, আবাল-বৃদ্ধ-যুবাগণের জুড়াবার স্থল, প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুর বংশ-প্রদীপ রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম, বি, ই মহোদয় অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ স্বজন ও দেশবাসীকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া অকালে পরলোক-গমন করায়, তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আয়োজনে আহূত সমগ্র-দেশবাসীর এই সমবেত-সভা

* এই অভিভাষণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

তাঁহার বিয়োগ ব্যথায় মর্ম্মাহত হইয়া বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার পরিজনবর্গের এই মর্ম্মঘাতী শোকে সমবেদনা অনুভব করি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।"

পরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সম্পা মহাশয়ের সমর্থনে নিম্ন-প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হ

২য় প্রস্তাব—রাজা-বাহাদুরের একখানি ব্রোমাইড্-চিত্র সভায় রক্ষিত হউক।

শেষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ও শ্রী কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরকে সভানুষ্ঠানে সাহায্য করিবার জন্য বিশেষভা ধন্যবাদ জানাইবার পর, রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

মহারাজের মহাপ্রস্থান।

আমরা অতীব সন্তপ্ত-চিত্তে জানাইতেছি যে, বঙ্গদেশের বিখ্যাত করদ-রা রাজ্য কুচবিহারাধিপতি মাননীয় মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই মহোদয় গত ৪ঠা পৌষ, মঙ্গলবার, ইংরাজী ২০শে ডিসেম্বর প্রত্যূষ ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমে মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া বৃটিশ-সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ড মহানগরের শুশ্রূষালয়ে (Nursing Home) স্বধামে গমন করিয়াছেন। ইঁ বালক-বয়স হইতেই কলিকাতা বাঙ্গালী-সমাজে সৌজন্য ও সামাজিকতায় সুপরিচিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার, মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের অকাল মৃত্যু পর ইনি কোচবিহার-মসনদে বসেন এবং লোকরঞ্জন ও প্রজারঞ্জন হিসাবে অল্পদিনেই সুযশ অর্জ্জন করেন। কুচবিহারবাসী বাঙ্গালীর নিকট ইনি বি প্রিয় ছিলেন; কেননা ইনি দেশপূজ্য আচার্য্য কেশবচন্দ্রের দৌহিত্র। বি ৩রা বৈশাখ, কুচবিহারবাসী বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বঙ্গদে কায়স্থ-সভা, সভার বিংশ-বার্ষিক অধিবেশন ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের স সম্মেলন এই কুচবিহার-রাজধানীতে মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানী কায়স্থ-মহোদয়গণের বিশেষ চেষ্টায় ও আগ্রহে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই মহারা বাহাদুর এই অনুষ্ঠানের সাফল্য-কল্পে যোগদান করেন এবং সভাস্থলে স্বয়ং (কুমার শ্রীযুক্ত ভিক্টরনারায়ণ) স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অতিথি-সৎকা করেন।

৪ঠা অপরাহ্নে সভা ও উৎসব-ভঙ্গের পর বিদেশাগত কায়স্থ মণ্ডলী আমরা রাত্রার ট্রেনে কুচবিহারাধিপতির সঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হই। তাঁহাকে বিদায়-অভিবাদন করিবার জন্য রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি-বর্গ ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ-বাহাদুর তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যভি-বাদন করেন এবং জানি না কোন অজ্ঞাত-বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ-বিধানে, তাঁহার মুখ হইতে অকস্মাৎ, অতর্কিত ভাবে যে কয়েকটী কথা বাহির হয়, তাহাই আজ সত্যে পরিণত হইল। তিনি সকলকে দেখিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিয়া-ছিলেন—"আপনারা আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া ভালই করিয়াছেন; হয়ত আর দেখা না হইতেও পারে।" ইহা হইতেই সপ্রমাণ হয় যে, ভবিষ্যত-ঘটনা পূর্ব্বাহ্নেই তাহার ছায়াপাত করে। মহারাজের অমর-আত্মা শ্রীভগবানের চরণে চির-শান্তিতে বিরাজ করুক ইহাই আমাদের প্রাণের প্রার্থনা। মহারাণী সুনীতি দেবীর, গায়কোয়ার-কুমারী মহারাণী ইন্দিরা দেবীর ও মহারাজ-ভ্রাতার এই নিদারুণ-শোকে প্রেমময় ভগবান শান্তিজল বর্ষণ করুণ এবং তাঁহার শিশু-পুত্র-কন্যাগণকে সুস্থশরীরে রাখিয়া সুদীর্ঘ-জীবন প্রদান করুন, ইহাও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিনীত প্রার্থনা। শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

জনৈক ব্রাহ্মণের পত্র।

তালন্দ, রাজসাহী-নিবাসী ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীশেখর মৈত্রেয় মহোদয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহা কায়স্থ-সমাজের গোচরার্থ কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। স্থানাভাবে বিস্তৃত পত্রখানির অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটী অংশমাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ওঁ

তালন্দ, ১৭।৮।২৯

মান্যবরেষু—

* * * ব্রাহ্মণ কায়স্থের শত্রু নহে। আপনাদের কায়স্থ-পত্রিকায় ব্রাহ্মণকে শ্লেষ করিয়া অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়, কিন্তু ঐ সকল (এতদঞ্চলে যে সকল কায়স্থ-বংশে এখনও উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের নাম উল্লেখ করিয়া পত্রের প্রথম-অংশ লিখিত হইয়াছে; অনাবশ্যক বোধে ঐ নামগুলি প্রকাশিত হইল না।). কায়স্থ পৈতা গ্রহণ না করিয়া আপনাদের

সমাজের কিরূপ ক্ষতি করিতেছেন, তাহার চিন্তা কেহই করিতেছেন না। * * * আমি কায়স্থ-জাতিকে সম্মান করিয়া থাকি * * যদ্যপি সমস্ত কায়স্থ পৈতা গ্রহণ করিত, তাহা হইলে এরূপ হইত না। আমাদে তালন্দ-অঞ্চলে অনেকেই কায়স্থের শত্রু বলিয়া নানাপ্রকার ক্ষতিও করিয়াছে; তথাপি আমি কায়স্থ-সমাজের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, আগামী মাঘ ফাল্গুনে উপনয়নের দিন আছে, রাজসাহী কায়স্থগণ হইতে * * * উপনয়ণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া কায়স্থ-সমাজে গৌরব রক্ষা করুন। আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, অনেক বিষয়েই কায়স্থের অনুগ্রহ প্রার্থী ও অনুগত; তথাপি অকারণে আপনারা কায়স্থ-পত্রিকায় ব্রাহ্মণে প্রতি নানাপ্রকার ভাষা প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য-পালন করিয়া থাকেন। তাহাতে কায়স্থ-সমাজের কোনই লাভ নাই। * * * যাহা হউক, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজসাহী কায়স্থ-সমাজকে এতদ্‌সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিবেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার কর্ত্তব্য-পরায়ণ কায়স্থ-পত্রিকায় আমার ঐ প্রার্থনা-পত্র ছাপাইয়া অন্যান্য উপবীত-কায়স্থগণকে আমার অনুরোধ জানাইবেন যে, আমরা ব্রাহ্মণ-জাতি কায়স্থের শত্রু নহি। 'কায়স্থই কায়স্থে পরমশত্রু। যাঁহারা পৈতা লইয়াছেন, তাঁহারা অন্যকে পৈতা লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন না। রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত ভবতারণ তলাপত্র ও রাজসাহী কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন ঘোষ চৌধুরী মহাশয় একটু চেষ্টা করিলেই * * অত্রস্থ অনুপবীত কায়স্থগণকে পৈতা লওয়াইতে পারেন। * * * কায়স্থ-সভার প্রচারক * * মহাশয় ১৩২০ সালে যখন এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, তখন আমি আমার মত দিয়াদিলাম,—"উপবীত গ্রহণে আমার কোন আপত্য নাই", তাহা আপনার কায়স্থ-পত্রিকায় ছাপাও হইয়াছিল। তাই আবার বলিতেছি, কায়স্থের শত্রু ব্রাহ্মণ নহে। * * কায়স্থের শত্রু স্বয়ং কায়স্থ। ইতি।

বিনীত—শ্রীশশীশেখর মৈত্রেয়
তালন্দ, রাজসাহী।

পত্রলেখক পূজনীয় মৈত্রেয়-মহাশয়কে কায়স্থ-সভা জানাইতে বাধ্য হইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজের নিন্দুক নহে। দেশপূজ্য অনেক যথার্থ সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী-ব্রাহ্মণ মহাত্মারই প্ররোচনায় বিশিষ্ট ব্রাহ্ম

কায়স্থ-নেতৃগণের চেষ্টায় বিশবৎসর পূর্ব্বে এই কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের হৃত-গৌরব ও প্রতিষ্ঠা ফিরিয়া পাওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন। এ কার্য্যের প্রধান-সহায়ক পূজনীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ। কায়স্থ-পত্রিকায় বা পঞ্জিমধ্যে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণজাতির প্রতি কোন স্থলে লেখকগণের অসাবধানতা হেতু যদি কোন অসংযত-বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে, তজ্জন্য কায়স্থ-সভা বিশেষ দুঃখিত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক।

কায়স্থ-সভার মোকদ্দমা।

ইতিপূর্ব্বে কায়স্থ-সভার সভ্যগণ ও পত্রিকার গ্রাহকগণ সকলেই অবগত আছেন যে, গতপূর্ব্ব ঊনবিংশ-বার্ষিক অধিবেশনে স্বর্গীয় রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পাইকপাড়া রাজবাটীতে স্থির হয় যে, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যখন "দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ" ভাণ্ডার নামে কায়স্থ-সভাকে প্রদত্ত ৫০০৲ পাঁচশত টাকা (যাহা ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত ছিল) ফিরিয়া পাওয়া গেল না, তখন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক উহা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উদ্ধার করা হউক। পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া কলিকাতার ছোট-আদালতে গতবর্ষে প্রতিবাদী শরৎবাবুর নামে এক মোকদ্দমা আনেন। প্রসঙ্গতঃ বলিতে হইতেছে যে, এই মোকদ্দমার বিচারাধীন অবস্থায় কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত কোন এক মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শরৎবাবু একটী মানহানির মোকদ্দমা কলিকাতার পুলিশ-আদালতে আনয়ন করেন এবং সেই মোকদ্দমায় রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় পত্রিকা সম্পাদক সাব্যস্ত হইয়া প্রতিবাদীরূপে বিচারকের সূক্ষ্ম ন্যায়-বিচারে বেকসুর মুক্তিলাভ করেন এবং বিচারক, শরৎবাবুর সভা-সম্পর্কিত কার্য্যের আলোচনা করিয়া তীব্রমন্তব্য প্রকাশ করেন যে, কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎবাবু সম্পর্কীয় মন্তব্য অতি লঘু হইয়াছে, আরও তীব্র হইলেও ক্ষতি ছিল না। এ সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবে ইতিপূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত ৯ই ডিসেম্বর, শনিবার ছোট-আদালতে মিঃ কে, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের

এজলাসে কায়স্থ-সভা বনাম শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মোকদ্দমায় কায়স্থ-সভা জয়লাভ করিয়াছেন এবং প্রতিবাদীকে সমস্ত খরচের দায়ী হইতে হইয়াছে।

এই মোকদ্দমায় যাঁহারা কায়স্থ-সভাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক বহুদিন যাবৎ নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি-এল (প্রধান উকিল)

শ্রীযুক্ত মনীলাল দত্ত, এম-এস্-সি; বি-এল

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু, বি-এল

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার (বাদীরূপে সভার প্রতিনিধি)

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, জমিদার প্রভৃতি এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ; বি-এল, বেদান্তরত্ন সলিসিটর ও ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র, এম-এ; ডি-এল যাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া এই মোকদ্দমা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও যে সকল সহৃদয়-সভ্য ন্যায়সঙ্গত মোকদ্দমার ব্যয়-নির্ব্বাহে সাহায্য করিয়া সভাকে সমূহ ক্ষতি হইতে আংশিকভাবে রক্ষা করিয়াছেন (নাম অন্যত্র প্রকাশিত) তাঁহাদিগকে ও পূর্ব্বোক্ত সভার উৎসাহ-দাতৃ মহোদয়গণকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা বিশেষভাবে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছেন। এই মোকদ্দমার যথাযথ বিবরণ যাহা দেশ-বিশ্রুত "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় ১৩ই ডিসেম্বর, বুধবারের পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।—

KAYASTHA SABHA CASE.

DECREED WITH COSTS.

KAYASTHA SABHA VS. SARAT KUMAR MITRA.

On Saturday last the sensational "Kayastha Sabha" case was heard by Mr. K. N. Banerjee, Judge, Court of Small Causes, Calcutta in which Sj. Grish Chunder Bosu Vidyalankar, on behalf of the Bangadeshiya Kayastha Sabha, brought a suit against Sj. Sarat Kumar Mitra, B.L. vakil, ex-Secretary of the Sabha. Briefly stated the facts were :—That Rupees five hundred and sixty belonging to the Sabha which the defendant had in his custody but refused to make it over to the Sabha on the plea that the donar Mohendra Nath Guha Roy paid the

money to him personally and not as Secretary of the Sabha and that the donor subsequently executed a trust-deed making the defendant and Roy Yatindra Nath Choudhury of Taki co-trustees of the fund. Messrs Amrita Krishna Basu Mullick, B. L., Nani Lal Dutt, M. Sc., B. L. and Khagendra Nath Bose, B. L. appeared in support of the case and Mr. S. C. Bose, Bar-at-law, defended. Mr. Mullick in his opening sought to prove his case, from the records and accounts of the Sabha prepared and countersigned by the defendant himself as Secretary of the Sabha that the donor made the gift with the sole intention of benefiting the Kayastha Sabha and that along with the money he delivered to the Sabha a Deed of Gift containing the conditions of the gift in such clear terms that no subsequent document prepared in collusion with the defendant could revoke that gift already made to the Sabha. Roy Benode Behari Bose, B. A., Zamindar, Baghbazar was cited as witness by the plaintiff. He deposed to having seen the Deed of Gift at a meeting of the Executive Committee in 1322 B.S. and gave the purport of the Deed. The defendant himself was exmined by his Counsel, but he completely broke down under the cross examination of Mr. Mullick. Babu Upendra Chandra Mitra ex-clerk of the Sabha was examined on behalf of the defendant but he fared worse being dismissed by the Court as utterly unworthy of belief. After hearing the evidence and arguments on both sides the Court decreed the suit with full costs. The learned Judge in his judgment remarked :—

"The cases cited by the learned Counsel for the defence do not at all apply in this case here. There is no uncertainty as to the intention of the giver and there are clear directions in the records of the Sabha, for which the defendant is responsible, as to the manner in which the interest on the sum donated is to be disposed of. The records show that the money was given solely to the Bangadeshiya Kayastha Sabha but the defendant says that it was given for the benefit of 12 Bharat-Barshiya Associations from the Punjab to Dacca. The records must be either true or false. In neither case could the conduct of the defendant be Justified. If the records were true, the money

belonged to the Sabha. If they were false, the defendant must be held responsible for making false entries deliberately in the records of the Sabha to nullify the intention of the donor. Evidence there is in all sorts of books, in the proceedings, the account book, the counter-foil, receipt book and the monthly journal "Kayastha Patrika" that it was a Gift belonging to the Sabha and that there was a "Danpatra" or "Deed of Gift" in favour of the Sabha. The defendant says that it was not a deed of gift, but only a forwarding note which he did not care to preserve. It has been repeatedly mentioned as a "Danpatra" or "Niyampatra" and passages from it have been quoted here and there in the books of the Sabha. I do not see how it can be explained away as a forwarding note or challan. The word "Danpatra" has a definite meaning which can hardly be mistaken and it cannot be persumed that the defendant used the word without knowing the meaning it conveyed. I find no reason to disbelieve the records. The document alleged to be a trust deed, which the defendant now produces, cannot affect the gift already made to the Sabha. I decree the suit with full coste." (The Amrita Bazar Patrika · 13-12-22)

শ্রাদ্ধে বিপত্তি।

বিগত ৩রা পৌষ ১৩২৯ সাল ৺কালীঘাট গঙ্গাতীরে বরিশাল জিলার অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপের শেষ রাজা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুরের আদ্যকৃত্য তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনারায়ণ রায় বিগত অমাবস্যা-তিথিতে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার যত্নে ও সহায়তায় উক্ত শ্রাদ্ধ-কার্য্য নিরাপদে নির্ব্বাহ হইয়াছে। বরিশাল, কাশীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র গুহ বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গুহ বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বসু (নরোত্তমপুর, বরিশাল) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ রায় (বানরীপাড়া) রাজবংশের বৈদিক পুরোহিত কালীঘাট, সাহানগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কায়স্থ-সভার সুযোগ্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় এই শ্রাদ্ধ-কার্য্য পৌরহিত্যে নিযুক্ত থাকিয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের শ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্রের ত্রয়োদশাহে করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, দেশে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কর্ত্তৃক নানারূপে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়া, উপায়হীন অবস্থায় মৃত রাজা-বাহাদুরের শেষ বাণী প্রতিপালন মানসে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় গঙ্গাতীরে বিগত ৩রা পৌষ, অমাবস্যা-তিথিতে ২৮ দিবসে শ্রাদ্ধ করিতে হইয়াছে। দেশের গোলযোগই সময়মত শ্রাদ্ধ করিবার প্রতিবন্ধক হইয়াছিল।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

যে সমস্ত সদাশয় সভ্য সভার নানাকার্য্যে সাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়াছেন, আমরা আনন্দের সহিত তাঁহাদের দানের প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গৃহনির্ম্মাণ খাতে—

শ্রীযুক্ত ডাঃ বীরেশ্বর মিত্র, কলিকাতা ১০০৲, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী, গোঁসাইহাট, ফরিদপুর ১৲।

মোকদ্দমা খাতে—

শ্রীযুক্ত রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পাইকপাড়া, কলিকাতা ১০০৲, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, কলিকাতা ৫০৲, রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, কলিকাতা ৫০৲, আশুতোষ সরকার, কলিকাতা ১০৲, নরেন্দ্রনাথ সিংহ, বেলেঘাটা, কলিকাতা ১০৲, গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন, বেলেঘাটা, কলিকাতা, ২৫৲, রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, কলিকাতা ১০৲, কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ১০৲, কেদারনাথ দেববর্ম্মা, কলিকাতা ১০৲, সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা, কলিকাতা ১০৲, অন্নদাচরণ রায়-চৌধুরী, গোঁসাইহাট, ফরিদপুর ১৲, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কাশীপুর, বরিশাল ১৲

প্রচার খাতে—

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, কলিকাতা ৫০৲, অন্নদাচরণ রায়-চৌধুরী, গোঁসাইহাট, ফরিদপুর ২৲, তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কাশীপুর, বরিশাল ১৲, শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ, কলিকাতা ৫৲, গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন,

কলিকাতা ২৲, জিতেন্দ্রনাথ রায়, টালা, কলিকাতা ২৲, কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ২৲, রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, কলিকাতা ২৲

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার খাতে—

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, কলিকাতা, মহাশয়ের ভ্রাতৃপুত্রের বিবাহে দান ১০৲, কমলকৃষ্ণ ঘোষ, কলিকাতা ৫৲, বিপিনবিহারী বসু, কলিকাতা ২৫৲, সারদাপ্রসাদ বসু, দামোদর, খুলনা ৫৲, যতীন্দ্রনাথ রায়, নলদা, খুলনা ২৲, ইন্দুভূষণ ঘোষ, রাংদিয়া, খুলনা ১৲, তারকচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, কাশীপুর, বরিশাল ১৲

স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ, মহাশয়ের শোক-সভার জন্য দান—

শ্রীযুক্ত রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা, কলিকাতা ৫৲

স্বর্গীয় রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের শোকসভায় দান—

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, কলিকাতা ৫৲, জিতেন্দ্রনাথ রায়, টালা, কলিকাতা ৫৲, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, কলিকাতা ৫৲, কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ৫৲

শ্রাদ্ধের সাহায্য—

শ্রীযুক্ত রায় ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, কলিকাতা ১০৲, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, কলিকাতা ১০৲, কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা ৫৲, গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার, কলিকাতা ২৲, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, কলিকাতা ২৲, হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম-এ, কলিকাতা ১৲।

জনৈক কায়স্থ গ্রন্থকারের পুস্তক ছাপাইবার সাহায্য
ও জনৈক কায়স্থ কন্যাদায়-গ্রস্থের সাহায্য—

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, কলিকাতা ৫৲ হিসাবে ১০৲

দুঃস্থ কায়স্থ-বালকগণের শিক্ষাদান-সাহায্য—

শ্রীযুক্ত রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পাইকপাড়া, কলিকাতা ২৪৲, রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, কলিকাতা ৬৲, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, কলিকাতা ১৬৲, সচ্চিদানন্দ দত্ত, কলিকাতা ৮৲, বাসন্তীচরণ সিংহ, কলিকাতা ২৮৲

শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তপূজা ও মহোৎসবের জমা খরচ

জমা—

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ ৫৲, শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ৫৲, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু ২৫৲, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত ২৫৲, শ্রীযুক্ত ডাঃ মানদাকান্ত রায় ২৲, "লক্ষ্মীনিবাস" ৫০৲ (বাগবাজার), শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা ১১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা ১০৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত ৫৲, শ্রীযুক্ত রায় ক্ষিতীশভূষণ বর্ম্মা রায় বাহাদুর ৬৫৲, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ২৫৲, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ৫৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ৫৲, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা ৫৲, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ২৲, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু ৫৲, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ৩৲ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা ১৲, শ্রীযুক্ত গোপাললাল সেন ১৲, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন ১৲, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষ ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৵০, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ ১৲, শ্রীযুক্ত তুলসীরাম ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মিত্র ১৲, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু ১৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল গুহরায় ১৲, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মিত্রবর্ম্মা ১৲, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু ১৲, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু ১৲, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রমোহন দত্ত ॥০, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন পাল ॥০, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ দেব ২৲, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ১৲, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, সবজজ ১৲, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ ১৲, শ্রীযুক্ত যদুনাথ বসু ॥০, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ১৲, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র ২৲, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত ৫৲।

মফঃস্বল

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু, মেদিনীপুর ১৲, শ্রীযুক্ত যদুনাথ দাস, দুর্গাগঞ্জ ৫৲, শ্রীযুক্ত উমাচরণ বসু, মুর্শিদাবাদ ২৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বরাকর ২৲, শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ মিত্র, দারিয়াপুর (ফরিদপুর) ৩৲, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায়, দিনাজপুর ১৲, শ্রীযুক্ত বিজয়কালী রায় চৌধুরী, টাকী ২৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মা রায়, দিনাজপুর ১৲, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যমোহন নন্দী, নাটোর ১৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, খোকসা, নদীয়া ২৲, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ইশিবপুর, ফরিদপুর ১৲, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বর্ম্ম রায়, বালাঘাট ১৲

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, ঐ ॥০, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ ২৲, শ্রীযুক্ত ভবানীনাথ রায়, পাবনা ২৲, শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন, গিতালদহ ২৲, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সিংহ, পোলবা ২৲, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দেব বর্ম্মা, মৌহালী, ঢাকা ২৲, শ্রীযুক্ত রাধারমন সেন, গোরক্ষপুর ১৲, জনৈক কা... সম্মান ১৲, মোট—৩৬৩/০।

খরচ—

প্রতিমা মূল্য ২৪।০, পূজার খরচ ১০০।৵০, সাজসজ্জায় ৫০৲, ... খাবার ইত্যাদি ১৬২৵৫, উপনয়ন ব্যয় ২৪৲, পণ্ডিত সম্মান ১১৲, মোট—৩৭৭৸৵৫।০

উপনয়ন সংবাদ।

বিগত ১৯শে আশ্বিন, শুক্রবার নদীয়া, লক্ষ্মীপুরস্থ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র... মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত শিরীষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরহিত্যে নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন—

১। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মিত্র, এম-বি, পাইকপাড়া, কলিকাতা, ॥

২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, লক্ষ্মীপুর, নদীয়া ॥

৩। " গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ঐ ॥

৪। " আশুনাথ বিশ্বাস বর্ম্মা, ঐ ॥

৫। " শশধর বিশ্বাস বর্ম্মা, ঐ ॥

৬। " কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা, ঐ ॥

৭। " জহরলাল সরকার বর্ম্মা, ঐ ॥

৮। " রমণীমোহন সরকার বর্ম্মা, ঐ ॥

৯। " অভয়চরণ নন্দী বর্ম্মা, ঐ ॥

সভার-সংবাদ।

কায়স্থ-পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যানন্দ... মহাশয় পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থলে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং কায়স্থ-সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয় পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নারায়ণ সাহিত্য-সাগর মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ওঁ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

একবিংশ-বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ২য় অধিবেশন।

১৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ ইং ১৯ই জুন, ১৯১২ রবিবার অপরাহ্ন ৫½ ঘটিকা।

স্থান—কায়স্থসভা কার্য্যালয়, ৯, বিশ্বকোষ লেন।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী (সহঃ সভাপতি) সভাপতির আসনে	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা
" রায় বিনোদবিহারী বসু, বি, এ	" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা সহযোগী সম্পাদক
" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (সদস্য)	" বিজয়চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রতিনিধি তৎপুত্র শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা
" অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা	" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)
" কেদারনাথ দেব বর্ম্মা	" মাখনলাল ধর বর্ম্মা (প্রচারক)
" সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী	

সভারম্ভে শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা মহাশয়গণ অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতি-সূচক পত্র লিখিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন।

১ প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 'রায় বাহাদুর' সম্মানে ও কায়স্থ-কুলোজ্জ্বল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের পদগৌরবে (1st. non-official chairman of the Calcutta Corporation) সভাস্থ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং স্থির হইল এই আনন্দ প্রকাশ সংবাদ জলধরবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুকে জানান হউক।

৩য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন :—

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (প্রস্তাবক)

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সমর্থক)

১। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষ।	৬। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কর।
২। „ সুধাংশুভূষণ দেববর্ম্মা।	৭। „ মোহিনীমোহন ঘোষ বর্ম্মা
৩। „ প্রফুল্লচিত্ত গুহ রায়।	৮। „ সতীশচন্দ্র মুন্সী।
৪। „ চারুচন্দ্র দত্ত।	৯। শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী।
৫। „ কালীকুমার দত্ত।	১০। „ লীলা প্রভা দেবী।

গোঁসাইহাট (ফরিদপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পত্রানুসারে—

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

সমর্থক „ নগেন্দ্রনাথ বসু।

১১। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ ১২। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু

৪র্থ প্রস্তাব—বঙ্গজ-সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কালী রায়চৌধুরী মহাশয় কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যের পদ গ্রহণ না করায়, ঐ শূন্য পদে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অধিকাংশের মতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত হইলেন।

৫ম প্রস্তাব—মোকদ্দমার সাহায্য সম্বন্ধে—কায়স্থ-সভার অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক সভ্যমহোদয়গণের নিকট পত্র লিখিয়া এবং এ সম্বন্ধে সভ্যমহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া কায়স্থ-পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত করা হউক এইরূপ স্থির হইল এবং নিম্নলিখিত সভ্যমহোদয়গণ সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সভাপতি মহাশয়	১০০৲	শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু	১৲
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	২৫৲	„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৲
„ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার-এট-ল	১০৲	„ আশুতোষ সরকার	১৲
„ সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা	১০৲	„ দয়ালচন্দ্র বসু	১৲
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	২০৲	„ কেদারনাথ দেববর্ম্মা	১৲
পূর্ব্বসভায় প্রতিশ্রুত—		„ রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা	১৲
শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর	৫০৲	„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ	১৲
		„ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা	১৲
		মোট—	১৮৲

কায়স্থ-পত্রিকা

২১ বর্ষ } পৌষ—১৩২৯ { ৯ম সংখ্যা

রাজশক্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর)

রাজশক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞান।

প্রকৃতির সহিত মানুষের দ্বন্দের ফলে বিজ্ঞানের সৃষ্টি। এই বিজ্ঞান এক-জনার দ্বারা গঠিত হইতে পারে না ; যত বেশীসংখ্যকলোক এই গঠন-কার্য্যে সহায়তা করে ততই ভাল ; এমন কি নিখিল-মানবমণ্ডলী যাহাতে এই গঠন-কার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করে, সমাজনৈতিকের তাহাই চরম-কল্পনা। আভ্যন্তরীণ-দ্বন্দ্ব এই গঠনকার্য্যের বিশেষ অন্তরায়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে, সমগ্র মানবমণ্ডলীর একত্রীভূত-শক্তি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় ব্যয় করা যায় না। যেমন কোন একটি গুরুবস্তুকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য দশজনলোক একদিকে টানিতেছে ; দশজনার সমবেত-শক্তিতে সেই প্রস্তরখণ্ডকে স্থানচ্যুত করা যাইতেছে ; কিন্তু অপর পাঁচজনলোক ঐ প্রস্তরখণ্ডকে যদি বিপরীত দিক হইতে টানিতে থাকে, তাহা হইলে আর তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া অভীপ্সিত স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না ; প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব এবং আভ্যন্তরীণ-দ্বন্দ্বের পরস্পর বৈরভাব ঐরূপ। সামাজিক-দ্বন্দ্ব থাকাতেই আজও বিজ্ঞানের সেরূপ উন্নতি হয় নাই। কর্ণাদ-কপিলের সময় হইতে অবিরল-স্রোতে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারিত, চরকশুশ্রুতের সময় হইতে ধারাবাহিকরূপে আজ যদি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইতে পারিত, মধ্য-এশিয়াবাসী ধ্বংসব্যবসায়ী জাতিসমূহ ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞানকে পুনঃ পুনঃ যদি বিধ্বস্ত করিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে এতদিনে বোধ হয় জরা, অকালমৃত্যু-জনিত অমঙ্গল মানবসমাজ হইতে দূরীভূত করা যাইতে পারিত।

অবশ্য একথা আমি বলি না যে, পূর্ব্বোক্ত অভিযানের দ্বারা মোটের উপর মনুষ্য-সমাজের অপকার সাধিত হইয়াছে; কারণ জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষায় অনুপযোগী জাতিসমূহ পৃথিবী জুড়িয়া বসিয়া থাকিলে শ্রেষ্ঠ-কল্যাণ সাধিত একথা বলা যায় না—অযোগ্যকে পৃথিবীর বক্ষ হইতে ঝাটাইয়া ফেলাই এবং প্রকৃতি সর্ব্বদা শুধু মনুষ্যসমাজে বলিয়া নহে, সমগ্র প্রাণীসমাজে তা করিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে দুর্দ্ধর্ষ-জাতিসমূহের অভিযান নিতান্ত অ জনক বলিয়া মনে করা যায় না। হয় ত ইহাতে ভারতবর্ষের ভাবী-কল্যাণ সা হইয়াছে, হিন্দুকে নিশ্চল-নিশ্চেষ্ট, কুসংস্কার-পরিপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ নাই; হয় ত আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে এমন সমস্ত দোষ প্রবেশ করিতে এরূপ কুসংস্কারের প্রাবল্য জন্মিতেছিল যে, আংশিকরূপে তাহা ধ্বংস ক না ফেলিলে, অনাবশ্যকীয় ডালপালা ছাটিয়া না ফেলিলে, হিন্দুর প্রকৃত-জা প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত না। অবোধশিশুকে মাতাপিতা পুনঃ পুনঃ শাসন ক যেমন তাহার প্রকৃত-জ্ঞানের উদ্বোধন করিয়া থাকেন, ভাবী জীবন-সংগ্রা উপযোগী করিয়া তুলেন, ভগবানও বোধ হয় সেইরূপ ভারতবর্ষবাসী হিন্দুজা প্রকৃত-শিক্ষা দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বিজাতীয়-অভিযানের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও "আনন্দমঠে" এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক হিন্দুধর্ম্ম দেশের লোক ভুলিয়া গিয়াছিল; পাশ্চাত্য-সভ্য "অভিযান" ব্যতীত আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইতে পারে না বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হ কথাই বলিয়াছেন। অতএব হিন্দুসমাজের উপর যে সমস্ত আঘাত প তাহার জন্য আমাদের নিতান্ত দুঃখিত হইবার আবশ্যক নাই এবং সেই কশাঘাত হইতে জাতি যদি শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহা হইলে হিন্দুর ভ সম্বন্ধেও আমাদের হতাশ হইবার আবশ্যকতা নাই। তবে যদি আমরা হইতে শিক্ষালাভ করিতে না পারি, আমাদের অভাব-অযোগ্যতা মোচন ক না পারি, তাহা হইলে হিন্দুর ভবিষ্যৎ অবশ্য উজ্জ্বল নহে। একথা স্মরণ রা হইবে যে, যে সমাজ প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা করে, প্রকৃতি সেই সমাজকেই করে, যাহারা জ্ঞানের দোহাই দিয়া কুসংস্কারের দেশজোড়া-অট্টালিকা গ তুলিতে চায়, প্রকৃতি তাহাদিগকে আদৌ চায় না, এই জন্যই আমাদিগে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমরা যন্ত্রের সাহায্যে নিজ ভাগ্যকে গঠন করিতে চে করিয়া মন্ত্রের সাহায্যে গঠন করিতে গিয়াছিলাম, গণিতের পরিবর্ত্তে হ্রীং, শ্রী চর্চ্চা করিতেছিলাম, বোধ হয় সেই জন্যই আমাদের দুর্গতি ঘটিয়াছিল—এখন

লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষের বক্ষ জুড়িয়া বসিয়া থাকিবার ঐকান্তিক অধিকার চলিয়া গিয়াছিল।

দুইশত-বৎসর হইতে ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যেরূপ চক্রবৃদ্ধির হারে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে এই বিজ্ঞান-কুশলী-জাতি অনন্যচিত্তে যদি ইহার ধ্যান করিতে পারিত, তাহা হইলেও জরা-মরণ একবারে উঠিয়া না গেলেও, আজ তাহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যাইত এরূপ মনে করা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে; কিন্তু ইহারা তাহা আদৌ করিতে পরিতেছে না—জাতীয়-দ্বন্দে জয়লাভই প্রধান-সাধনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য সমাজে দুঃখ-দারিদ্র্য রহিয়া গিয়াছে। শুধু রহিয়া গিয়াছে তাহা নহে, গত মহাযুদ্ধের পর হইতে সকলেই বুঝিতেছেন যে, ব্যাপার কিরূপ কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একশত-বৎসর পূর্ব্বেকার নেপোলিওঁ যুদ্ধের পরে এ পর্য্যন্ত আর ইউরোপব্যাপী মহাযুদ্ধ হইয়াছিল না। হয় নাই বলিয়াই ইউরোপ আজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। কিন্তু সেই গত মহাযুদ্ধ এবং এই মহাযুদ্ধের সহিত তুলনা করিয়া একশত-বৎসর পরে যে মহাযুদ্ধ হইবে বা হইতে পারে, তাহার জন্য যদি ইউরোপীয় জাতি-সমূহকে প্রস্তুত হইতে হয়, তাহা হইলে একটা বীভৎস-ব্যাপার হইয়া পড়ে। গত মহাযুদ্ধের সহিত তুলনায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী নেপোলিওঁ মহাযুদ্ধ একটা ক্ষুদ্র হাতাহাতির ব্যাপার বলিলেও চলে। এখন আরও একশত-বৎসর পরে যে মহাযুদ্ধ হইতে পারে, তাহার সহিত তুলনায় গত যুদ্ধ যদি সেইরূপ ক্ষুদ্র ব্যাপার হয়, তাহা হইলে যে একটা প্রলয়ের ব্যাপার উপস্থিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে যে কি বৃহৎ-আয়োজন ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই করা আবশ্যক তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। সে মহাযুদ্ধের সম্মানরক্ষা করিতে গেলে বর্ত্তমান সভ্যতাকে উল্টাইয়া ফেলিতে হয়, ব্যক্তিগত, জাতিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-প্রীতি বিসর্জ্জন দিতে হয়, সুদূর ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার এবং অপরকে ধ্বংস করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে, অক্লান্তপরিশ্রমে কেবলমাত্র যুদ্ধোদ্যমই করিতে হয়। ধর্ম্মকর্ম্মদয়াদাক্ষিণ্য ও কলাবিদ্যা বিসর্জ্জন দিতে হয়, বর্ত্তমানে যে মানব-প্রকৃতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অধিকাংশকে বাদ দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়; সমাজের মধ্যে আমাদের কবি হেমচন্দ্রের সেই উক্তির সাধনা করিতে হয়:—

— — — —

সংহার সংহার ভিন্ন নাহিক আর
রক্ষিতে নিজনিজ এ উহারে গ্রাসিছে ॥

ভবিষ্যতের এই ভয়াবহ-দৃশ্য ইউরোপকেও আজ সাম্যবাদী করিয়া তুলিয়াছে; এমন কি এশিয়া আফ্রিকার অসভ্যজাতির "কল্যাণ" করিবার প্রবৃত্তি ও কিছু কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই সাম্যবাদের পথপ্রদর্শক। বাস্তবিক-পক্ষে রণসজ্জা করিবার শক্তি আছে কেবল তাহারই; যাহারা মুখে বড়াই করিয়া চির-অভ্যস্থ এইরূপ অনেকজাতিরই আর সে ক্ষমতা নাই। আমেরিকা অগ্রণী হইয়াছে, ইহার প্রাকৃতিক কারণ হইতেছে, যে বাস্তবিকই বলবান, দুর্ব্বলকে সে ক্ষমা করিতে পারে, তাহার লম্প-ঝম্প দেখিয়া হাসিতে পারে; আর নিজের জাতীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে যাহার যথেষ্ট আত্মনির্ভর নাই, সে তাহা পারে না। অর্দ্ধ-সভ্যজাতির "কল্যাণসাধন" প্রবৃত্তি আজ যে কত কমিয়া গিয়াছে, তাহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণ করিয়া, সেই পথের পথিক হইয়া জাপান রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য বিশেষ লালায়িত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের পর সমগ্র সাইবীরিয়া গ্রাস করিবার সুযোগ থাকিলেও, ইতস্ততঃ করিয়া আর তাহারা অগ্রসর হইল না; চীনদেশে রাজ্যবিস্তার করা দূরে থাকুক, সেখান হইতে হাত গুটাইয়া সরিয়া পড়িতে দেখা গেল। ইংরাজজাতি প্রাচীন ইরাক-প্রদেশ জয় করিয়াই স্বায়ত্ব-শাসন প্রদান করিল। অতএব একথা বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া জাপানদ্বীপ পর্য্যন্ত যুদ্ধব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া নিখিল মানবমণ্ডলীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া, মৈত্রি-সংস্থাপনের জন্য লালায়িত হইয়াছে।

একশত-বৎসর পরে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিয়াই বা কি হইবে? সেই ভাবী-মহাযুদ্ধেও যেন জয়ী হওয়া গেল; তাহাতেই বা লাভ কি? ভবিষ্যতের গর্ভে আরও কত ভীষণতর যুদ্ধ রহিয়াছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে মাত্র। তাহাই যদি করিতে হয়, তাহা হইলে যে মনুষ্যসমাজ আভ্যন্তরীণ-যুদ্ধের লাঘব করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা লাভ করিয়াছে, সেই সমাজকে পুনরায় প্রাথমিক বর্ব্বরতার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আর তাহা করিয়াই বা লাভ কি? বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ জিতিয়া অনেকজাতিই লাভের অঙ্ক খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

এই গেল আভ্যন্তরীণ-দ্বন্দ্বের পরিণাম; আভ্যন্তরীণ সহযোগীতার পরিণাম, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানব-সমাজের সমবেত-যুদ্ধের পরিণাম কি? পরিণাম জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান যাহা করিয়াছে, তাহার চিত্র কতকটা পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়াছে, ভবিষ্যতের আভাস দেওয়া যাউক। আমরা দ্বিবিধ-মঙ্গলের কামনা করিয়া থাকি—দুঃখের নাশ ও সুখের বৃদ্ধি; তৃতীয়বিধ কামনা নাই। শান্তি-মুক্তি

প্রভৃতির কথা বাদ দেওয়া যাউক, কারণ গূঢ় (Technical) দার্শনিক তত্ত্বের বিচার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই দ্বিবিধ-মঙ্গলের মধ্যে প্রথমটি অগ্রে সাধনীয়—দুঃখের নাশ। দুঃখ দ্বিবিধ—শারীর, মানস। ইহার মধ্যে শারীর-দুঃখের নাশ অগ্রে করা আবশ্যক। অবশ্য মনবিজ্ঞানের এই যে কথা বলা হইতেছে, ইহার জটিলতা (complication) নাই তাহা নহে; তবে তাহা বাদ দিয়াও আমরা রাজশক্তির কর্ত্তব্য কি তাহা কতকটা বুঝিতে পারিব। শারীর-দুঃখ প্রধানতঃ ১। শীতোত্তাপ-জনিত ২। ক্লান্তিজনিত ৩। অভাবজনিত, যথা খাদ্যের ৪। রোগ এবং আঘাতজনিত—এই চতুর্ব্বিধ। শীতজনিত-দুঃখ মোচন করিবার প্রথম উপকরণ অগ্নি। সর্ব্বদেশেই প্রাচীনকালে অগ্নি-উৎপাদন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল; এজন্য ভারতবর্ষে এবং প্রাচীন গ্রীসীয় ধর্ম্মগ্রন্থে গৃহে গৃহে অগ্নিরক্ষা, অগ্নির পূজা একটা প্রধান ধর্ম্ম-কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। প্রমিথিউসের অগ্নি-অপহরণের গল্পটার অর্থ কি? বৈজ্ঞানিক-হিসাবে বলিতে গেলে বলিতে হইবে, অগ্নি-উৎপাদনের গুপ্ত-কৌশল আনয়ন। এ বিষয় বিস্তারিত-ভাবে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বৈজ্ঞানিক-ব্যাখা পাঠ করিবেন। ভারতবর্ষে অগ্নিহোত্র একটা যজ্ঞ। সাগ্নিক-ব্রাহ্মণ হওয়া একটা গৌরব। এই অগ্নিকে যে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাকে অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উচ্চ-উপাধিতে ভূষিত করা যায়। অগ্নিপূজার বৈজ্ঞানিক-কারণ যদি ইহাই হয়, তবে আজকাল পকেটে অর্দ্ধপয়সার দিয়াশলাই থাকিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যে অগ্ন্যুৎপাদন সভ্যসমাজ গঠনপক্ষে প্রথমেই আবশ্যক হয়, পূর্ব্বকালে তাহা যেরূপ কষ্ট করিয়া উৎপন্ন করিতে হইত এবং বর্ত্তমান-যুগে তাহা যেরূপ সহজ-সাধ্য হইয়াছে, ইহাতে বিজ্ঞানের উপযোগীতা, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে আবশ্যক-তার উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এই অগ্ন্যুৎপাদন-কার্য্যকে বিজ্ঞান যেরূপ সহজসাধ্য করিয়াছে, সেকালের পক্ষে তাহা কল্পনার বিষয়, কিম্বা কল্পনার অতীত বিষয় ছিল বলিলেও বলা যায়। তবে অগ্নিরক্ষার সম্বন্ধে বিজ্ঞান বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই—সেকালে কাঠ যেরূপ সস্তা ছিল, একালের কয়লাও তাহা অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য। এস্থলে আমরা বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিচার করিতেছি। অগ্নিরক্ষা সম্বন্ধে যদিও বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতে তাহা করিতে পারিবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমরা সকলেই জানি, ভূগর্ভে অতি উৎকট-তাপ সঞ্চিত রহিয়াছে; ঐ তাপ রৌরব-নরক অপেক্ষাও বিষম। ঐ ভূগর্ভস্থ উত্তাপকে টানিয়া বাহির করিয়া মানুষের সেবায় নিয়োগ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

যে কোন পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা অগ্নি-উৎপন্ন করা যাইতে পারে, এ উপায়েও অগ্নিরক্ষা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যদি কেহ বলেন যে, ঐ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, তাহার উত্তরে বলা যায় যে, সেকালের লোকও দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে এরূপ বলিতে পারিত। তাহা যখন ব্যর্থ হয় নাই, তখন ভূগর্ভস্থ উত্তাপকে মানুষের পরিচর্য্যায় নিয়োগ করা, কিম্বা অণু-পরমাণুর (atom) অন্তর্নিহিত-শক্তিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে একথা বলিলে, সেকালের লোকের ন্যায় আমাদেরও ভ্রান্তি হইতে পারে; দিয়াশলাইকে অস্বীকার করিয়া সেকালের লোক যেমন দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের অভিনব কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিয়া আমরা বর্ত্তমান-যুগের লোক ঐরূপ দুষ্কার্য্য করিতে পারি। একালে যাহা কল্পনার বিষয়, ভবিষ্যতে তাহা বাস্তবতার বিষয় হইবার বাধা দেখা যায় না। উত্তাপ-জনিত দুঃখের নাশ সম্বন্ধে আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই।

আমেরিকা হইতে বরফ আনিয়া একসময়ে কলিকাতাবাসীকে শিতল হইতে হইয়াছে। তখনকার কালে কলিকাতার বন্দরে বরফের জাহাজ আসিয়া পৌঁছিলে, অর্থশালী-ব্যক্তিগণ তাহা এক-আধসের ক্রয় করিয়া দারুণ-গ্রীষ্মের দিনে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন। আর আজ ভারতবর্ষের পল্লীতে পর্য্যন্ত বরফ বিক্রয় হয়, শ্রমজীবিরা পর্য্যন্ত তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। সাহানসাহ দিল্লীর বাদ্‌শাহ গ্রীষ্মের উত্তাপ হইতে শান্তি পাইবার জন্য যে সামগ্রী পান নাই, আজ তাহা আমাদের দ্বারে দ্বারে ফেরি হইতেছে, অর্থশালী-ব্যক্তিকে গৃহাভ্যন্তরে গ্রীষ্ম-জনিত ক্লেশ আর ভোগ করিতে হয় না; অনেকে বলিবেন তাহাতে সাধারণের কি? হাওয়াগাড়ী যে দূরত্ব-জনিত দুঃখকে হ্রাস করিয়াছে, তাহাতে সাধারণের কি? যাঁহার ক্ষুদ্রদৃষ্টি তিনিই এ কথা বলিবেন। কয়েক-বৎসর পূর্ব্বেকার হিসাবে পাওয়া যায়, আমেরিকাতে প্রত্যেক ১৪ জন অধিবাসীর মধ্যে ১ জনার মোটরগাড়ী ছিল। বর্ত্তমানে ১৪ জনের স্থলে হয়ত ৭ জন হইয়াছে—ভবিষ্যতে সে দেশে মানুষ অপেক্ষা হাওয়াগাড়ীর সংখ্যা বেশী হইবার কোনই বাধা নাই। বর্ত্তমানে যদি প্রত্যেক ১৪ জন লোকের মধ্যে ১ জনার হাওয়াগাড়ী থাকে, ভবিষ্যতে প্রত্যেক অধিবাসীর ১৪ খানা মোটরগাড়ী থাকিবার বাধা দেখা যায় না। এই ভারতবর্ষেই মানুষ অপেক্ষা গরুর সংখ্যা বেশী। যখন মানুষ অপেক্ষা গরুর সংখ্যা বেশী থাকিতে পারে, তখন দেশান্তরে হাওয়াগাড়ীর সংখ্যা বেশী থাকিতে না পারিবার কোনই কারণ

নাই; বরং শীঘ্রই একটা গরু অপেক্ষা একটা মোটর সস্তা হইয়া যাইবে এবং গরুর খাদ্য সরবরাহ অপেক্ষা এই যন্ত্রের খাদ্য সরবরাহ স্বল্পায়াস সাধ্য হইয়া যাইবে। একখানা ব্যবহারোপযোগী সাইকেল অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন এ দেশে ক্রয় করিতে পারিত না। দাম ২০০৲, ২৫০৲ ছিল। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে উহা তাহার এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ দরে পাওয়া যাইত। একখানা বাইসাইকেলের মূল্য বিলাতে ৮।১০ পাউণ্ড, জার্ম্মাণীতে ২।৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ৮।১০ টাকা বা ২।৩ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত; আমাদের দেশের লোকের পক্ষে একটা টাকা ব্যয় করা যত সহজ, ও সব দেশে একটা পাউণ্ড ব্যয় করাও প্রায় তদ্রূপ—ঐ দেশে প্রায় সকলেই ইহার ২।৪ খানা কিনিতে পারিত। দূরত্ব-জনিত যে দুঃখ, অর্থাৎ হাঁটিয়া যাইবার জন্য যে ক্লেশ হয়, তাহা নিবারণ করিবার পক্ষে সাইকেল যে কত উপযোগী তাহা যিনি ব্যবহার করিয়াছেন তিনি অবগত আছেন। মণিমুক্তা যখন বিজ্ঞান কড়ির দরে নামাইয়া সাধারণের ব্যবহার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে, তখন এই সমস্ত সামান্য দ্রব্য মাটীর দরে বিক্রয় হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? বিজ্ঞানের কৃপায় একটা বাটীর উত্তপ্ত-অভ্যন্তর তুষার-শীতল করিয়া দেওয়া যায়; কিংবা আবশ্যক হইলে বসন্তকালের মলয়-মারুৎ তাহাতে প্রবাহিত করা যায়। এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে যে, বাটীর অভ্যন্তর কেন সহরকে সহর, জনপদকে জনপদ এইরূপ সুখের অবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারিবে।

শীতোত্তাপ-জনিত দুঃখের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্লান্তি-জনিত দুঃখের লাঘব জন্য বিজ্ঞান কি করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কি করিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন অল্পশ্রমে অধিক কার্য্য হইতে পারে না। আমেরিকা-প্রদেশের একজন কৃষক তাহার শ্রমের দ্বারা যে শস্য উৎপাদন করে, সেই পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করিতে ইউরোপীয় ২ জন কৃষকের আবশ্যক হয়; আর তাহা করিতে ৫০ জন ভারতবর্ষীয় কৃষকের আবশ্যক হয়। কৃষিকার্য্যে শ্রম লাঘব করিবার পক্ষে বিজ্ঞান যে কত উপযোগী ইহা হইতে তাহা দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলার পনেরআনা লোক কৃষক। এই পনেরআনা লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে শস্য উৎপন্ন করে, তাহার প্রায় সমস্ত অংশই তাহারা নিজেরা খাইয়া ফেলে—এজন্য বাঙ্গলার কৃষকের অবস্থার উন্নতি নাই। এই বাঙ্গলাতে ৪ কোটী ৭৬ লক্ষ লোক বাস করে; ইহার ৪ কোটী ৫০ লক্ষ, কৃষক। এই কৃষক-সম্প্রদায় স্বভাব-প্রদত্ত হস্তের সাহায্যে কার্য্য না করিয়া যদি

বৈজ্ঞানিক হস্তের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করে, তাহা হইলে বাঙ্গলাতে বর্ত্তমানে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা মাত্র সাড়ে ৯ লক্ষ লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, অবশিষ্ট ৪ কোটী, ৬৭ লক্ষ লোক ঘুমাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। অতএব ক্লান্তি-জনিত দুঃখের বিনাশ-সাধন পক্ষে বিজ্ঞানের কার্য্য-কারিতা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

আমরা কাহার সাহায্যে জীবন-সংগ্রাম চালাই? প্রধানতঃ হস্তের সাহায্যে। এই হাত কত বড়? ১৮ কিম্বা ১৯ ইঞ্চি। বিজ্ঞান এই হস্তের দৈর্ঘ্য কতটা বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা একবার দেখা যাউক। আমি এখানে বসিয়া টেলিগ্রাফের কল টিপিতেছি, সহস্রক্রোশ দূরে তাহার প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে; আমার হাতটাই যেন বহুসহস্রগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া গিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে। হাল না ধরিলে নৌকা চলে না, বৃহৎ অর্ণবযানও চলে না। নৌকার যে হাল, তাহা মাঝির হস্তের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু জাহাজের হাল হইতে জাহাজের মাঝি অনেকদূরে থাকিয়াও হালের উপর হস্ত প্রয়োগ করিতেছে।

এই ত গেল দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির কথা। যেটা জীবন-সংগ্রামে আরও প্রয়োজনীয়, সেই হস্তে বলবৃদ্ধি কত পরিমাণে সাধিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই ক্ষুদ্র-মনুষ্যের ক্ষুদ্রহাত এই অমিতবলশালী অর্ণবযানকে মহা-ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়াও নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। শাস্ত্রগ্রন্থে পাঠ করা যায়, মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেনের ন্যায় বলশালী ব্যক্তি আর বড় ছিল না—তিনি একটা মত্ত-হস্তীর বলধারণ করিতেন, একটা হাতীর শুঁড় ধরিয়া তাহাকে আছাড়িয়া ফেলিতে পারিতেন। আজকাল মত্তহস্তীর বলধারণ করিবার জন্য ভীমসেন হইবার আবশ্যক হয় না। জাহাজে যেখানে হাতী রপ্তানী করা হয়, সেখানে একজন সাধারণকুলি ঐরাবতের ন্যায় হাতীকে বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রের সাহায্যে ঊর্দ্ধে তুলিয়া জাহাজের ভিতর স্থাপনা করিতেছে। এবং সেই ভীমসেন যাহা করিতে পারিতেন না, হাতীও যাহাকে নাড়াইতে পারে না এরূপ বৃহৎ লৌহখণ্ডকে অনায়াসে চালনা করিতেছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে মানুষের ক্ষুদ্রহস্তের দৈর্ঘ্য এবং শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি অত্যন্তবলশালী ব্যক্তি, তিনি একটা ঢিল ১০০ হাত, না হয় ২০০ হাত দূরে ছুঁড়িয়া মারিতে পারিবেন; কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষ-অবস্থায় জার্ম্মাণগণ ৭০ মাইল দূরে গোলা নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিল। আরও ক্ষুদ্র

ঐ যে, হস্তচালিত ঢিল ২০০ হাত দূরে গিয়া পড়িলেও কাহারও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না, নিজেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে; কিন্তু এই আগ্নেয়াস্ত্র-নিক্ষিপ্ত মনুষ্য-নির্ম্মিত-বজ্র প্রস্তর-গঠিত বিস্তৃত-অট্টালিকাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে।

হস্তের পরেই পদের সাহায্যে আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি—পাণি, পাদ ইত্যাদি সাংখ্য-কথিত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কথা স্মরণযোগ্য। পদের বলবৃদ্ধি করিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই—কিন্তু বিজ্ঞান এই পদের দৈর্ঘ্য কত বৃদ্ধি করিয়াছে, লৌহবর্ত্ম তাহার পরিচায়ক। দিল্লীতে হাঁটিয়া যাইতে হইলে ৬ মাস ধরিয়া কোটী পাদপ্রক্ষেপ আবশ্যক হইত। বর্ত্তমানে ৩০ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। ঐ সময় মধ্যে একজন লোক ধরিয়া লওয়া যাউক ১০ হাজারবার পাদবিক্ষেপ করিতে পারে। তাহা হইলে বলিতে হইবে, দশহাজারবার পা ফেলিয়াই দিল্লীতে পৌঁছিল। তাহা করিতে গেলে ২॥০ হাত-পা সহস্রগুণ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক হয়। এরূপ পা হওয়া আবশ্যক হয় যে, এক-পা কলিকাতায় ফেলিলাম, আর এক-পা গঙ্গার ওপারে ফেলিলাম। দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান চতুষ্পদ হইতেও মানুষের গৌরববৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে।

এইবার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কথা একটু বলা যাউক। বিজ্ঞান মানুষের কাণ টানিয়া কত লম্বা করিয়াছে, টেলিফোন ইত্যাদিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; প্রকৃতি টানিয়া গর্দ্দভের কাণও এতটা লম্বা করিতে পারে নাই। আর চক্ষু? একদিকে নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া নীহারিকা-মণ্ডলে পৌঁছিয়াছে, অন্যদিকে সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাসিত ধূলিকণা অপেক্ষা সহস্রগুণ-সূক্ষ্ম-পদার্থকে দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিয়াছে; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্থূল-আবরণের দ্বারা রুদ্ধ-বস্তুকেও দেখিবার উপযোগী করিয়াছে—আমার নিজের দেহনিহিত কঙ্কালকেও দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিয়াছে।

অবান্তর হইলেও অর্থনৈতিক একটি কথা এইখানেই বলিয়া রাখি; পাণিপথ-পলাশীক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া verdun পর্য্যন্ত যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আসুরিক যুদ্ধ বলা যাউক্। আর এক প্রকারের যুদ্ধ আছে, যাহাকে সাধারণতঃ জীবন-সংগ্রাম বলে, তাহাকে দৈবিক-যুদ্ধ বলা যাউক্—পৈশাচিক বলিতেও আমার আপত্তি নাই, কারণ জীবন-সংগ্রামই সমস্ত সংগ্রামের প্রচ্ছন্ন কারণ। এই প্রচ্ছন্ন-যুদ্ধ কোথায় হইতেছে? পাণিপথে নহে, পলাশীতে নহে, পৃথিবী ব্যাপিয়া লক্ষকোটী বৎসর ধরিয়া এ যুদ্ধ, এ জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। আমেরিকা হইতে জাপান পর্য্যন্ত জাতিসমূহ জীবন-সংগ্রামের

উপযোগী বৈজ্ঞানিক-রুদ্রাস্ত্র-ব্রহ্মাস্ত্রে ভূষিত হইয়া সপ্তরথার ন্যায় ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছে। এখন আমরা কি করিব? ঢিল ছুঁড়িব, না যাগ-যজ্ঞ করিব? তাহাতে কুলাইবে না; ভারতবর্ষব্যাপী বিজ্ঞান-যজ্ঞ আরম্ভ করিতে হইবে; এই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে গেলে, গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, আরও একটা বিশেষ স্থলে—হৃদয়ে হৃদয়ে—বিজ্ঞান-মাতৃকার মহাপূজা জুড়িয়া দিতে হইবে। বিজ্ঞান কেবলমাত্র পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্য অস্ত্র সৃজন করে না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব করিবার জন্য, বসুমতীকে চষিয়া মথিয়া শস্য-উৎপাদন করিবার জন্যও ব্রহ্মাস্ত্র সৃজন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জাতিগণ সেই ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যেই অর্থনৈতিক-জগতে আজ বিজয়ী লাভ করিয়াছে। তাহাদের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে, আমাদের জাতিকেও সেই বিজ্ঞানের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—অন্য পন্থা দেখা যাইতেছে না।

(ক্রমশঃ)

পত্রিকা—সম্পাদক।

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যার ব্যাখ্যা।

সন্ধ্যা প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা তিনবার করিতে হয়, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে। ইহার মধ্যে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা কাম্য, অর্থাৎ ইহা করিলে পুণ্য হয়, না করিলে পাপ হয় না। এই জন্য যদি কোনদিন এই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করা হয়, তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। সন্ধ্যার উপাসনা করিলে মনুষ্য তেজী, জ্ঞানী, দীর্ঘায়ু, বলবান ও স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা না করিলে নিত্যই পাপ সঞ্চয় হয়। সন্ধ্যা করিলে অহোরাত্র-কৃত পাপের ধ্বংস হইয়া থাকে। কিন্তু এই সন্ধ্যার মন্ত্র সমস্তই বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্রের অর্থ সহজে জ্ঞাত হওয়া কঠিন। লৌকিক ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হইলেও, বেদমন্ত্রের অর্থ করা যায় না। ইহার জন্য বৈদিক ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। সাধারণ লোকের পক্ষে ব্যাকরণ জানিয়া অর্থ নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য; অথচ অর্থ না জানিয়া সন্ধ্যা করাও বিড়ম্বনা; এই জন্য আমরা

সন্ধ্যার অর্থ বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইলাম। আমাদের সম্পাদিত "উপনয়ন, সন্ধ্যা-তর্পণ, পূজা-প্রয়োগ" নামক পুস্তকে যে সন্ধ্যার প্রণালী দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে আমরা সন্ধ্যার ব্যাখ্যা করিলাম। জননাশৌচ ও মরণাশৌচে সন্ধ্যা করা নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধদিনে, অর্থাৎ যেদিন পিতা মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করা হয়, সেই দিন সায়ং-সন্ধ্যা করিতে নাই। এতদ্ভিন্ন ক্ষতাশৌচেও কেহ কেহ সন্ধ্যা করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু সকলে ইহা স্বীকার করেন না। সন্ধ্যা নিষিদ্ধ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, সন্ধ্যার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না; তবে ইচ্ছা করিলে, সন্ধ্যার বিষয় মনে মনে স্মরণ করিতে পারে। এক্ষণে সন্ধ্যা-মন্ত্রের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা :—

"ওঁ বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ ওঁকারই বিষ্ণু; ওঁকারের সহিত বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, যাঁহার কোন স্থানেই অভাব নাই—কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, তৃণ প্রভৃতি হইতে অনন্ত-বিভু আকাশ আত্মা কাল, যাঁহার স্বরূপ তিনি ও ওঁকার একই পদার্থ; যেমন নীলোৎপল বলিলে উৎপলের সহিত নীলের অভেদ বোধ হয়, সেইরূপ "ওঁ বিষ্ণু" বলিলে ওঁকারের সহিত বিষ্ণুর অভেদ বোধ হইয়া থাকে; এই জন্যই আচমনের সময় শরীরস্থ চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মার বিপুল-বিরাট্-রূপ স্মরণ করিবার জন্য প্রণবরূপী সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর স্মরণ করা আবশ্যক। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি" :—অর্থাৎ বেদান্তপারগ-বিদ্বদ্গণ, বিষ্ণুর সেই বেদ-প্রসিদ্ধ [সাকারে—চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামকান্তি ভক্তজনের কমনীয়মূর্ত্তি] আর [নিরাকারে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মালায় সূত্রের ন্যায় সকলের আধারস্বরূপ] সর্ব্বদাই অবলোকন করেন; যেমন নিরাবরণ আকাশে অব্যাহত-ভাবে চক্ষু পরিচালিত হয়, সেইরূপ মনীষীগণ বিষ্ণুর পরমপদ অবাধে অবলোকন করিয়া থাকেন। অথবা আকাশে যে আদিত্যমণ্ডল উহাই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আশ্রয়-নিবাসস্থান; অতএব পণ্ডিতগণ অবাধে উহা অবলোকন করিতেছেন। বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক, সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, বাহ্য ও অভ্যন্তরে যিনি সকল বস্তুতেই আছেন, তিনি এক হইলেও একটি জবাপুষ্প যেমন অসংখ্য স্ফটিকাদি স্বচ্ছ-বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অসংখ্যভাবে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র বিরাজমান হইলেও, সূর্য্যমণ্ডলই তাঁহার প্রধান আশ্রয়। এতাদৃশ বেদ-প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর পরমপদ সূরিগণ সর্ব্বদা অবলোকন করেন। "ওঁ শন্নঃ আপঃ" ইত্যাদি *

* "ওঁ শন্নঃ আপঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের প্রামাণ্য প্রদর্শনের নিমিত্ত যে অথর্ব্ববেদের ১।৪।৬ অঙ্ক নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কেবল "শংনঃ অপোধন্বন্যাঃ" এই

এই মন্ত্রে স্থান বিশেষস্থিত সকল জল আমাদের কল্যাণপ্রদ হউক ইহাই প্রার্থনীয় হইতেছে। মন্ত্রার্থ:—মরুদেশের জল সকল, আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুক। অনূপদেশের অর্থাৎ যে দেশ সর্ব্বদা জলে ডুবিয়া থাকে, সেই দেশের জল আমাদের মঙ্গলকর হউক। সমুদ্রের জল সকল আমাদের কল্যাণকর হউক এবং কূপের জল সকল মঙ্গলপ্রদ হউক। জল সকল আমায় পাপ হইতে পবিত্র করুক।

"দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি। (উবট ব্যাখ্যা) কাষ্ঠময় পাদুকা ত্যাগ করিলে, পুরুষ যেমন পাদুকা দোষ হইতে মুক্ত হয়, ঘর্ম্মাক্তব্যক্তি স্নান করিলে, যেরূপ মল হইতে বিমুক্ত হয়; কম্বলময় বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে, ঘৃত যেরূপ কীটাদি দোষ শূন্য হয়, সেইরূপ জল আমায় পাপ হইতে বিমুক্ত করুক।

(মহীধর ব্যাখ্যা) জল সকল আমায় পাপ হইতে শুদ্ধ করুক; যেমন পলাশাদি কাষ্ঠময় পাদুকা হইতে পৃথক হইলে, অর্থাৎ কাষ্ঠময় পাদুকা ত্যাগ করিলে পাদুকা দোষ থাকে না, যেমন ঘর্ম্মাক্তব্যক্তি স্নান করিলে মলমুক্ত হয়, কম্বলময় পবিত্র বস্ত্রাদি দ্বারা গলিত আজ্য কীটাদি হইতে পৃথক হইয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ জল সকল আমায় পবিত্র করুক।

(হলায়ুধ ব্যাখ্যা) ঘর্ম্মাক্তব্যক্তি যেমন বৃক্ষমূলে বসিয়া ঘর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়, যেমন স্নানের পর ব্যক্তি মল হইতে মুক্ত হয়, কুশ পবিত্রাদি সংযোগে বেদমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যথাবিধি সংস্কার করিলে ঘৃত যেরূপ পবিত্র হয়, সর্ব্বদেশীয় সকল প্রকার জল আমায় সেইরূপ পবিত্র করুক।

প্রাণায়াম। প্রাণায়াম বলিতে প্রাণবায়ুর সংযমন। এখানে প্রাণশব্দটি উপলক্ষণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই শরীরস্থ পঞ্চবায়ুই প্রাণশব্দে গ্রহণ হইয়াছে, শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর সংযম করিয়া শরীর গত সমস্ত দোষ নিরাকরণ পূর্ব্বক বাহ্যদৃষ্টির তিরোধান সহকারে লক্ষ্য বস্তুতে একাগ্রতা স্থাপনের উপায়কেই প্রাণায়াম বলে।

"ওঁ ভূঃ ওঁ ভুব···ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোঁ।" (তৈত্তিরিয়-আরণ্যকের সায়ণব্যাখ্যা) গায়ত্রীর আবাহনের পূর্ব্বে প্রাণায়ামের জন্য মন্ত্র বলিতেছেন। ভূ আদি করিয়া

অংশমাত্রে সাদৃশ্য দেখিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের পাঠ এই—"শংনঃ আপঃ ধন্বন্যাঃ শমুসন্ত্বনূপ্যাঃ শংনঃ স্বনিত্রিমা আপঃ শমুয়া কুম্ভ আভৃতাঃ শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকী"—ইহার অর্থও প্রায় একরূপ।

সত্য পর্য্যন্ত সাতটিকে ব্যাহৃতি কহে; এই সাতটি লোকপ্রতিপাদক শব্দ; যেমন ভূ বলিলে ভূলোক বুঝায়, সেইরূপ এই সাতটিশব্দে ভূলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোক বুঝাইয়া থাকে। ওঁ শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সহিত ভূ প্রভৃতি লোক সমুদায়ের কোন প্রভেদ নাই; ইহাই প্রতিপাদিত করিবার জন্য প্রত্যেকটির সহিত ওঁ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। "তৎসবিতুঃ" ইত্যাদিকে গায়ত্রী-মন্ত্র কহে। এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থের ব্রহ্মস্বরূপতা আছে, ইহাই বুঝাইবার জন্য "তৎসবিতুঃ" ইহার আদিতে প্রণব অর্থাৎ "ওঁ" উচ্চারণ করা হয়। মন্ত্রের অর্থ:—সবিতা জগৎ-প্রেরক অর্থাৎ সকলের প্রবর্ত্তক অন্তর্যামী পরমেশ্বরের বরণীয় অত্যুৎকৃষ্ট বেদ-প্রসিদ্ধ তেজের চিন্তা করি। পরমেশ্বর জগৎ-প্রসবকারী যে সবিতা, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে তত্ত্ববোধের নিমিত্ত প্রেরণ করেন, আমরা তাঁহার তেজের চিন্তা করি। "আপোজ্যোতীত্যাদি"কে গায়ত্রী-মন্ত্রের শিরোভাগ কহে। ইহার আদিতে ও অন্তে পূর্ব্বের ন্যায় প্রণব উচ্চারিত হয়। এই শিরোমন্ত্রের অর্থ:—যে সকল জল, নদী ও সমুদ্র গত হইয়া রহিয়াছে, যাহা আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ, ও মধুর অম্ল প্রভৃতি ছয় প্রকার রস এবং দেবগণের পানোপযোগী অমৃত, এই সমস্তই "ওঁ" অর্থাৎ ওঁ শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, অর্থাৎ ওঁ বলিলে ব্রহ্মস্বরূপ সেই সমুদায়ই বুঝায়। কিন্তু "ভূ র্ভুবঃ স্বঃ" ইহার দ্বারা যে তিনটি লোক প্রতিপন্ন হইতেছে তাহাও প্রণব প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ইহাও ব্রহ্মের রূপান্তর মাত্র। এই মন্ত্র যে প্রাণায়ামের অঙ্গ, তাহা "অমৃতনাদ" নামক উপনিষদ হইতে জানা যায়, যথা—

"সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃপঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥" অর্থ:—

ব্যাহৃতি ও প্রণবের সহিত সশিরস্ক গায়ত্রী প্রাণবায়ুর সংযমন-সহকারে তিন-বার পাঠ করিবে। এইরূপ পাঠ করাকেই প্রাণায়াম কহে। (সাধারণ ব্যাখ্যা):—জগৎ-প্রসবকারী সূর্য্যদেবের বেদপ্রসিদ্ধ "ভূঃ" অর্থাৎ পৃথিবী, "ভুবঃ" অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, "স্বঃ" অর্থাৎ স্বর্গ, তাহার উপরি মহঃ অর্থাৎ মহর্লোক, তদুপরি জন অর্থাৎ জনলোক, তদুপরি তপ অর্থাৎ তপোলোক, তদুপরিস্থিত সত্য অর্থাৎ সত্য-লোক, যাহা সপ্তম-স্বর্গ বলিয়া কথিত হয়, এই উপরি উপরিস্থিত স্থিরবায়ুবশে পরমেশ্বরের শক্তিতে অচল, অটলভাবে অবস্থিত, এই সপ্তলোকব্যাপী অত্যুৎকৃষ্ট তেজের চিন্তা করি; আমার চিন্তাপথে আসিয়া ঐ তেজ আমাদিগের বুদ্ধিকে লক্ষ্য বিষয়ে অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গে প্রেরিত

করুন। জল সকলই জ্যোতিঃ অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতি
রস অর্থাৎ যাহা সকল বস্তুর মধ্যবর্ত্তী হইয়া উৎপত্তির কারণ হয়। অমৃত
সুধা, ব্রহ্ম এবং ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গ এই সমুদয়ই "ওঁ" এই শব্দের প্রতি
অথবা ভূ প্রভৃতি সত্য পর্য্যন্ত সপ্তলোকব্যাপী সবিতৃদেবের বেদ-প্রতিপা
তেজের চিন্তা করি; চিন্তনীয় ঐ তেজ আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে লক্ষ্যে প্রে
করুক। উক্ত তেজই সমুদয় জল, জ্যোতিঃ, পদার্থ, রস, অমৃত, ব্রহ্ম, এবং
ভূবঃ স্বঃ ও প্রণবরূপী ব্রহ্ম।

"সূর্য্যশ্চমা" ইত্যাদি (হলায়ুধ ব্যাখ্যা):—যজ্ঞপতিগণ অর্থাৎ যজ্ঞ-অ
অধিকারী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মন্যুকৃত পাপ অর্থাৎ যজ্ঞের অসম্পন্নতা-জ
দুরদৃষ্ট হইতে রক্ষা করুন, অথবা সূর্য্যদেব ক্রোধ এবং ক্রোধপতি অর্থাৎ ক্রোধ
ইন্দ্রিয়গণ আমাকে ক্রোধকৃত পাপ হইতে রক্ষা করুন। রাত্রিকালে আমি
বাক্য, কর, চরণ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যাহা কিছু পাপ করিয়াছি এবং আমা
যাহা কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপকে দিবসই বিনষ্ট করুক, আমি
জল সূর্য্যে নিক্ষিপ্ত করিলাম। এই সূর্য্যই জ্যোতিঃ এবং এই জ্যোতিই স্বং
মধ্যে প্রকাশরূপে বিরাজমান জ্যোতির সহিত অভিন্ন; তাহাতেই এই
অর্পণ করিলাম, তাহা স্বর্গগত হউক। [আমরা "তৈত্তিরীর আরণ্যকে"র
হলায়ুধ অপেক্ষায় প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। "এখানে হলায়ু
আরণ্যকের যে পাঠ ভেদ তাহা দেখান হইতেছে। হলায়ুধপাঠ—"অহংস্তদবলুম্পা
এবং "ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ"। আরণ্যকের পাঠ—"রাত্রিস্তদবলুম্পতু" "ইদমহ
মৃত যোনৌ"]॥

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের সায়ণব্যাখ্যা :—এই যিনি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সূর্য্যদে
আর যে সমস্ত ক্রোধাভিমানী দেবতা এবং ক্রোধপতি অর্থাৎ ক্রোধের নিয়ামক
দেবগণ আছেন, তাঁহারা সকলেই মন্যুকৃত অর্থাৎ আমার ক্রোধ জন্য পা
হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং অতীত রাত্রিতে আমি যাহা কিছু পা
করিয়াছি, সেই সমস্ত পাপকে রাত্রির অভিমানীদেব বিনষ্ট করুন। পরহিং
মানসপাপ, অপ্রিয় ও মিথ্যাকথন বাচিকপাপ, অভিচার-হোমাদি হস্তকৃতপা
পাদ দ্বারা গো-ব্রাহ্মণ স্পর্শ করা পাদকৃতপাপ, অভোজ্য ভোজনকৃত উ
পাপ, অগম্যাগমন শিশ্নকৃতপাপ, অথবা পরিমিতভাবে এক একটি গণনা
প্রয়োজন নাই, যাহা কিছু দুরিত-দুস্কৃতপাপ আমাতে জন্মিয়াছে, সেই সমু
পাপ ও পাপকর্ত্তা লিঙ্গ-শরীররূপী যে আমি, আমাকে এই সকল পাপ হই

রক্ষা করুন। আমি অমর, জগৎকারণ, স্বয়ংপ্রকাশ, দিবসের কর্ত্তা সূর্য্যে
আমাকে অর্পণ করিলাম। আমি এই হোমের দ্বারা ঐ সমুদয় পাপ ভস্মীভূত
করিলাম। সেই জন্য এই অভিমন্ত্রিত-জল আমার মুখস্বরূপ অগ্নিতে আহুতিরূপে
অর্পিত হউক।

"আপঃপুনন্তু" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের সায়ণব্যাখ্যা):—যে সমুদয়
জল আছে, তাহারা পৃথিবীকে প্রক্ষালিত করিয়া পবিত্র করুক; সেই পৃথিবী
পবিত্র হইয়া (সন্ধ্যার) অনুষ্ঠানকারী যে আমি, আমাকে পবিত্র করুক, এবং বেদের
রক্ষাকর্ত্তা আচার্য্যকে এই সমস্ত জল পবিত্র করুক; সেই আচার্য্য কর্ত্তৃক
উপদিষ্ট বেদস্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ং পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। যাহা কিছু
অন্নভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট আছে এবং যাহা ভোজনের অযোগ্য সেইরূপ যাহা
কিছু কখনও আমি ভক্ষণ করিয়াছি, অথবা আমার অন্যরূপ যাহা কিছু প্রতিষিদ্ধ
আচরণ আছে, সেই সমুদয় এবং অসৎ-শূদ্রাদির নিকট হইতে আমি যাহা
প্রতিগ্রহ করিয়াছি, তাহাও পরিহার করিয়া জল আমায় পবিত্র করুক। সেই
জন্য এই অভিমন্ত্রিত-জল আমার মুখস্বরূপ অগ্নিতে আহুতি দিলাম।
("সামগানাং সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ" পুস্তকোদ্ধৃত ব্যাখ্যা):—জল পৃথিবীকে (পার্থিব-
দেহকে) পবিত্র করুন, এবং পার্থিবদেহ পবিত্র হইয়া আমার (জীবাত্মাকে)
পবিত্র করুন। জল জ্ঞানাশ্রয় (পরমাত্মাকেও)-পবিত্র করুন; এবং পরমাত্মা
পূত হইয়া (জীবাত্মাকে) পবিত্র করুন। জল, উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্য-ভোজন,
অসদাচরণ এবং অসৎ-প্রতিগ্রহজনিত আমার সকল পাপ মোচন করুন।"

"অগ্নিশ্চমা" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের সায়ণব্যাখ্যা) অগ্নি,
ক্রোধাভিমানী দেবতা এবং ক্রোধপতি অর্থাৎ ক্রোধের নিয়ামক দেবগণ
সকলে আমাকে ক্রোধজনিত পাপ হইতে রক্ষা করুন। অতীত দিবসে যাহা
কিছু পাপ করিয়াছি, সেই সমুদয় পাপকে দিবসের অভিমানীদেব বিনষ্ট করুন।
পরহিংসাচিন্তা মানসপাপ, অপ্রিয় ও মিথ্যাকথন বাচিকপাপ, অভিচার-
হোমাদি হস্তকৃতপাপ, পায়ের দ্বারা গো-ব্রাহ্মণ স্পর্শরূপ পাদকৃতপাপ, অভোজ্য-
ভোজনরূপ উদরকৃতপাপ, অগম্যাগমন শিশ্নকৃতপাপ, অথবা পরিমিতভাবে
এক একটি গণনার প্রয়োজন নাই, যাহা কিছু দুরিত-দুস্কৃতপাপ আমাতে
জন্মিয়াছে, সেই সমুদয়পাপকর্ত্তা যে আমি, আমাকে অর্থাৎ লিঙ্গশরীররূপী
আমাকে (ঐ সকল পাপ হইতে) রক্ষা করুন। আমি অমৃতযোনি অর্থাৎ
মরণরহিত, জগৎকারণ, সত্যস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশজ্যোতিঃপদার্থে আমাকে

অর্পণ করিলাম; আমি এই হোমদ্বারা ঐ সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করিলাম, সেই জন্য এই অভিমন্ত্রিত-জল আমার মুখরূপ অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত হউক।

"উদুত্যামিত্যাদি" (মহীধর ব্যাখ্যা):—বেদবাধন সমুদয় যাহা হইতে জন্মিয়াছে, সেই সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যদেবকে বিশ্বসংসার অবলোকন করিবার নিমিত্ত রশ্মি সমুদয় ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে, অর্থাৎ সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণরাশিতে বিভূষিত হইয়া বিশ্বদর্শনের জন্য ঊর্দ্ধে উদিত হইয়াছেন, ইনি সদসৎকর্ম্মসাক্ষী; ইঁহার উদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য প্রযুক্ত হউক। (উবট ব্যাখ্যা):—ইহা সূর্য্যের গায়ত্রী। যাহা হইতে সমস্ত জীবের বস্তুজ্ঞান হয়, সেই সর্ব্বস্বদাতা, স্বর্গস্থিত প্রসিদ্ধ সূর্য্যদেবকে বিশ্বদর্শনের জন্য রশ্মি সমুদয় ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে। (হলায়ুধ ব্যাখ্যা):—ঐ সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন; উনি অগ্নি ও জ্যোতির্ম্ময়; রশ্মি সকল উঁহাকে বিশ্বসংসার প্রকাশ করিবার জন্য ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে, অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যদেব জগৎ-প্রকাশের নিমিত্ত-রশ্মি সমুদায়ে বিভূষিত হইয়া ঊর্দ্ধ পথে গমন করিতেছেন।

"চিত্রমিত্যাদি" (মহীধর ব্যাখ্যা):—সূর্য্যদেব আশ্চর্য্যভাবে উদিত হইয়াছেন, ইনি উদিত হইয়াই রাত্রিকালের অন্ধকার সমস্ত নষ্ট করিয়াছেন; এবং জগতের জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিয়া প্রকাশমান হইতেছেন। ইনি কিরণরাশির আশ্রয় বা কিরণরাশি স্বরূপ; এবং বরুণ প্রভৃতি সুরগণ, অসুরগণ ও মনুষ্য প্রভৃতির চক্ষু স্বরূপ হইয়া নিজ তেজে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন; ইনি স্থাবর ও জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুরই আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। (উবট ব্যাখ্যা):—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে পরাপররূপে অবস্থিত সূর্য্যের স্তব। উদয়কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপররূপে অর্থাৎ বাহ্যজগৎস্বরূপে সূর্য্যের স্তব করিতেছেন। সূর্য্য আশ্চর্য্যরূপে উঠিয়াছেন, যে হেতু তিনি নিজ জ্যোতিদ্বারা রাত্রির অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া অন্য জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায়ের জ্যোতিকে আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিতেছেন। অথবা রশ্মি সমুদায়ের মুখস্বরূপ সূর্য্য পূজনীয়ভাবে উঠিয়াছেন। সূর্য্যই মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ও মনুষ্যযুক্ত জগতের চক্ষু, যেহেতু সূর্য্যের উদয়ে রূপ সমুদয় প্রকাশিত হয়; এবং সূর্য্যের উদয়ের পরই স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও অধোভাগের সমস্তবস্তু নিজ তেজে উদ্ভাসিত হয়। এখন পররূপে অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎস্বরূপে সূর্য্যের স্তব করিতেছেন। সূর্য্যই স্থাবর ও জঙ্গম সমুদয়ের আত্মা। যে হেতু শ্রুতি বলিতেছেন—"যাঁহাকে আদিত্য-মণ্ডলে পুরুষরূপে বুঝাইতেছে, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ব্রহ্ম।" ইহা দ্বারা চরাচরাত্মকজগৎসমূহ সূর্য্য অপেক্ষায় অভিন্ন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। (অর্থাৎ একমাত্র সূর্য্যের উপাসনাতেই ইন্দ্র, অগ্নি, প্রজাপতি প্রভৃতি সমুদয় দেবতার উপাসনা করা হয়।) (হলায়ুধ ব্যাখ্যা):—সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন, ইনি মিত্র, বরুণ ও অগ্নি এই দেবত্রয়ের চক্ষু এবং অন্যান্য দেবগণের সমষ্টি; আহা! কি আশ্চর্য্যভাবে উদিত হইয়াছেন! একবারে স্বীয় রশ্মিদ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ পরিপূর্ণ করিয়াছেন; এই সূর্য্যই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত সংসারের আত্মা।

[গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রীচ্ছন্দ, সূর্য্যদেবতা, উপনয়ন, জপ ও প্রাণায়াম-কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।]

"আয়াতু"ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের সায়ণব্যাখ্যা):—আমার অভীষ্টদাত্রী বিনাশরহিত, বেদান্ত প্রমাণদ্বারা সমক্যরূপে নিশ্চিত, জগৎকারণ, পরতত্ত্বরূপিণী, গায়ত্রীচ্ছন্দের অভিমানিনী দেবতা আসুন, অর্থাৎ আমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আগমন করুন। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দের, অথবা বেদের মাতা গায়ত্রী নামধারিণী দেবী, আমাদিগকে বেদান্তপ্রতি প্রতিপাদ্যতত্ত্ব উপদেশ করুন। (আরণ্যকে "জুষস্ব মে" অর্থাৎ "আমাকে উপদেশ করুন" এই পাঠও পাওয়া যায়।) আমরা এই গায়ত্রীর আবাহন-মন্ত্রের আরও দুই প্রকার পাঠভেদ দেখিতে পাই। একটি হলায়ুধধৃত "কর্ম্মোপদেশিনীতে" আর অপরটি "পারস্করসূত্রের" পরিশিষ্টে। হলায়ুধকৃত পাঠটি এই—"ওঁ আয়াহিবরদে দেবি, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাত, ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥" অর্থাৎ হে দেবি বরদে—বরপ্রদে! তুমি এসো। হে ব্রহ্মবাদরতে! তুমি তিনটি-অক্ষরের প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ গা, য়, ত্রী, এই তিনটি-অক্ষর তোমায় প্রতিপাদন করে; অথবা অ, উ, ম ত্রই তিন-অক্ষরে প্রতিপাদিত ওঁকারই তোমার প্রতিপাদক। গায়ত্রীচ্ছন্দের তুমি মাতা—প্রসবকর্ত্রী, ব্রহ্মের উৎপাদিকা তোমায় নমস্কার। "পারস্কর" পরিশিষ্ট ধৃতপাঠ—"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি, ত্র্যক্ষরে রুদ্রবাদিনি। সাবিত্রী চ্ছন্দসাং মাতা, রুদ্রযোনে নমোঽস্তুতে॥" অর্থাৎ হে দেবি বরদে, অক্ষরত্রয়ের প্রতিপাদ্যস্বরূপিণী, রুদ্রবিষয়ক আলোচনায় নিরতে, তুমি এসো। হে সাবিত্রি অর্থাৎ জগৎপ্রসবিনি! হে রুদ্রযোনে অর্থাৎ রুদ্রপ্রসবিনি! তুমি ছন্দ সকলের মাতা, তোমায় নমস্কার।

আমাদের "তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের" পাঠগ্রহণ করিবার কারণ হইতেছে যে, উহা কি "হলায়ুধ" কি "পারস্কর" উভয় অপেক্ষায় অধিক প্রামাণিক।

প্রাতঃকালে গায়ত্রীধ্যানের অর্থ—রবিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতা, রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, দক্ষিণহস্তে জপমালা, বামহস্তে কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন; তিনি কুমারী, হংসের পৃষ্ঠে বসিয়া আছেন; তিনি ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা এবং ঋগ্বেদে বিশেষরূপে উল্লেখিতা।

মধ্যাহ্নকালে গায়ত্রীধ্যানের অর্থ :—সাবিত্রী অর্থাৎ জগৎপ্রসবিনী, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতা, কৃষ্ণবর্ণা এবং চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন, তিনি যুবতী, গরুড়ের পৃষ্ঠে বসিয়া আছেন, তিনি বিষ্ণুরূপিণী, বিষ্ণুর অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা এবং যজুর্ব্বেদে বিশেষরূপে উল্লেখিতা।

সায়ংকালে গায়ত্রীধ্যানের অর্থ :—সরস্বতী অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থায়িনী বৃদ্ধা, শুক্লবর্ণা, দ্বিভুজা, একহস্তে ত্রিশূল, অপর হস্তে ডমরু ধারণ করিয়া আছেন, ইনি রুদ্ররূপিণী, রুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা এবং সামবেদে ইঁহার বিশেষরূপে উল্লেখ আছে।

গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা :—"তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং" ইত্যাদি (উবটমতে ব্যাখ্যা) :—সবিতা অর্থাৎ সমস্ত চরাচরাত্মক-জগতের প্রসবকর্ত্তা। ভর্গ অর্থাৎ সমস্ত পাপ-ধ্বংসকারী বীর্য্য, অথবা তেজ, অথবা মণ্ডল, অথবা পুরুষ, অথবা রশ্মি। আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ উপাধিবিশিষ্ট, অথবা বিজ্ঞানানন্দ স্বভাববিশিষ্ট পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গের চিন্তা করি অর্থাৎ ধারণাপথে স্থিরভাবে স্থাপন করি। যে সবিতা আমাদিগের বুদ্ধি, কর্ম্ম বা বাক্যকে (লক্ষ্যে) প্রেরিত করেন, আমরা সেই সবিতার বীর্য্য বা তেজের ধ্যান করি। যে ভর্গ আমাদিগকে প্রেরিত করেন, আমরা সেই সবিতৃদেবের বরণীয় ভর্গের চিন্তা করি।

গায়ত্রী ভাষ্যানুবাদ :—(মহীধরের মতে) সেই প্রসিদ্ধ প্রকাশময় জগৎ-প্রসবকারী সূর্য্যদেবের সর্ব্বান্তর্যামী বিজ্ঞান ও আনন্দময় হিরণ্যগর্ভ উপাধিবিশিষ্ট-আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মস্বরূপ-অদ্বিতীয়-পুরুষের সর্ব্বজন-প্রার্থনীয়, সকল পাপধ্বংসকারী ও সমস্ত বাসনার পূরণকারী, সত্যজ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ তেজের আমরা ধ্যান করি। অথবা মণ্ডল, পুরুষ, রশ্মি কিংবা বীর্য্য এই সমুদয়ই ভর্গ শব্দের অর্থ; তাহা হইলে, যে সবিতৃদেবের সর্ব্বজন-প্রার্থনীয়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ভর্গ অর্থাৎ মণ্ডলান্তর্গত পুরুষ, রশ্মি ও বীর্য্য আমরা চিন্তা করিয়া থাকি; তিনি আমাদিগের বুদ্ধি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরিত করুন। ফল্লিতার্থ এই যে, আমরা সবিতৃদেবের

ভর্গ অর্থাৎ উক্তপ্রকার তেজের চিন্তা করি, যে ভর্গ আমাদিগের বুদ্ধিকে সর্ব্বদা প্রেরিত করেন অর্থাৎ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিয়া নিযুক্ত করেন।

(সায়ণের মতে) :—যে সবিতাদেব আমাদিগের ধর্ম্মাদিবিষয়ক বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন, সেই প্রকাশময়, সমস্তশ্রুতি-প্রতিপাদ্য, সর্ব্বান্তর্যামী, জগৎ-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের আত্মস্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভর্গ চিন্তা করি। ভর্গ অর্থাৎ অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য, এই উভয়ের ভর্জ্জন করেন বলিয়া ভর্গ শব্দে অভিহিত; অতএব স্বয়ং প্রকাশমান ভর্গরূপ পরব্রহ্মাত্মক তেজের অভেদভাবে অর্থাৎ যে আমি, সেই ইনি, এইরূপ ভাবে চিন্তা করি। অথবা যে ভর্গ আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রেরিত করেন, সবিতৃদেবের সেই প্রসিদ্ধ ভর্গ ধ্যান করি। অথবা যে সূর্য্য আমাদিগকে কর্ম্ম-সমুদায়ে প্রেরিত করেন, সেই সবিতার অর্থাৎ সমস্ত প্রসবকারী প্রকাশাত্মক সূর্য্যদেবের প্রসিদ্ধ ভর্গ, যাহা বিশ্বজনের দৃষ্টিগোচর, সকলের ভজনীয়, পাপনাশক, তেজোময়, আমরা মনে মনে তাঁহার চিন্তা করি। অথবা অন্নাদি সমুদয়ই ভর্গ শব্দের অর্থ। যে সবিতাদেব আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রেরিত করেন, যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্নাদি প্রাপ্ত হই, সেই সূর্য্যদেবকে আমরা সর্ব্বদা চিন্তা করি। (গোপথব্রাহ্মণে ভর্গ শব্দের অর্থ অন্ন কথিত হইয়াছে।)

(হলায়ুধমতে) সবিতার (জগৎ-প্রসবকর্ত্তার) প্রসিদ্ধ ভর্গ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আদিত্যস্বরূপ পুরুষের ধ্যান করি; এই আদিত্যই সমস্ত জগতের পরিণাম করেন, কিরণদ্বারা জগতের উৎপত্তি, পালন ও অন্তে সংহার করেন এবং কালও অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত হন; এই নিমিত্ত ভর্গ নামে অভিহিত হন। এই ভর্গই আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও, সকল প্রাণীর জীবরূপে অবস্থান করেন। যদিও ভর্গ শব্দে অভিহিত প্রাণিগণের হৃদয়স্থজীব ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তীপুরুষ পরস্পরের কোনও ভেদ নাই, তথাপি হৃদয়ে জীবরূপে অবস্থিত যে ভর্গ, তিনিই প্রাণিবুদ্ধির প্রেরক, তিনিই আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালক, অতএব সদ্‌বাসনা সহকারে তিনিই চিন্তনীয়। কিন্তু বিশেষ এই যে, রবি-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ভর্গ নামক পুরুষের সহিত হৃদয়বর্ত্তী জীবরূপ ভর্গ নামক পুরুষেরই অভেদভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখরাশি বিনাশের জন্য চিন্তা করিবে। ইনিই ভূলোক ভুবলোক ও স্বর্গলোকস্বরূপ হইয়া আদিত্যরূপে বিরাজমান হইতেছেন; অতএব চরাচরাত্মক-ত্রৈলোক্যই ভর্গ স্বরূপ, তাহা হইতে পৃথক্ বস্তুই নাই, এক্ষণে

ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রীর অর্থ এই যে, সবিতাদেবের ভর্গ নামক পরব্রহ্মস্বরূপ তেজোদ্বারা পরিপূর্ণ আমার এই হৃদয়স্থিত ভর্গ নামক যে তেজ, তাহাই ভূ প্রভৃতি সমস্তলোক, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী চরাচরাত্মক-ত্রৈলোক্য, তাহাই আমার হৃৎপদ্মে আত্মা ও বাহিরে সূর্য্য-মণ্ডলের বিশ্বব্যাপী তেজ, এই উভয়ই একীভূত পরব্রহ্মস্বরূপ-জ্যোতিঃ, ইঁহার চিন্তা করি, ইনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মাদি-চতুর্ব্বর্গে প্রণোদিত করুন।

জপের পর গায়ত্রীদেবতার বিসর্জ্জন-মন্ত্র—"উত্তমে শিখরে দেবী" ইত্যাদি। অর্থ:—ভূমিতে অবস্থিত যে মেরুনামক পর্ব্বত, তাহার উপরিভাগে যে উত্তম শিখর অর্থাৎ শৃঙ্গ আছে, তাহাতে গায়ত্রীদেবী থাকেন। অতএব হে দেবি! তুমি তোমার অনুগ্রহলাভে পরিতুষ্ট ব্রাহ্মণগণের অর্থাৎ উপাসকগণের, অনুজ্ঞা অনুসারে সুখ-স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে অর্থাৎ উত্তমশিখরে গমন কর॥

"উত্তমেশিখরে জাতে" এই পাঠও "তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে" আছে। ইহার অর্থ "উত্তমশিখরে যিনি জন্মিয়াছেন।"

"উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥"

ইহা হলায়ুধের "কর্ম্মোপদেশিনী"র পাঠ। অর্থ:—হে পর্ব্বতবাসিনি দেবি! ভূমিস্থিত পর্ব্বতের উত্তরশিখরে তুমি জন্মিয়াছ, তোমার উপাসনায় ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে গমন কর।

আমরা "তৈত্তিরীয়-আরণ্যক"কে হলায়ুধের অপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া "আরণ্যকে"র পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ।

মিহির ও খনার অদৃষ্টলিপি *

বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ, উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন বরাহাচার্য্যের পুত্র মিহির। মিহিরপত্নী সিংহল-রাজকুমারী খনা। পতি-পত্নী উভয়েই প্রতিভার খনি—নানাবিদ্যায় সুপণ্ডিত—জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলনাহীন। জ্যোতিষ-বিদ্যায় পত্নী খনা, পতি মিহির অপেক্ষায়ও গরীয়সী। অনেকেই জানেন, খনার মত নামে, একটী বিশেষ মত অদ্যাপি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। সিংহল-রাজনন্দিনী খনা, ভারতের উজ্জয়িনীর বরাহাচার্য্যের তনয় মিহিরের অঙ্কলক্ষ্মী কিরূপে হইলেন, তাহা জানিবার জন্য কুতূহল জন্মিতে পারে। আমরা সেই কুতূহল-নিবৃত্তির অনুরোধে সেই বৃত্তান্তটী বিবৃত করিতেছি। মিহিরের জন্মভূমি উজ্জয়িণী। মিহির জন্মগ্রহণ করিলেই, পিতা বরাহাচার্য্য পুত্রের জন্ম-পত্রিকা লিখিয়া দেখিলেন, জাত-পুত্রের আয়ু মাত্র দশবৎসর। বরাহ ভাবিলেন, এত অল্পায়ু-পুত্রের প্রতি মায়া বাড়াইয়া লাভ কি? ইহাকে পরিত্যাগ করাই ভাল। কঠোর-হৃদয় বরাহের সে সুযোগ উপস্থিত হইল। মিহিরের জননী অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহাকে মাতৃহীন করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। বরাহ, পুত্র পরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। শুষ্কহৃদয় জ্যোতিষী অপত্যস্নেহ অনায়াসে বিসর্জ্জন দিলেন। তাম্রপাত্রে সুকুমার-শিশুকে শায়িত করিয়া শিপ্রানদীর খরস্রোতে নিরশ্রুনয়নে ভাসাইয়া দিয়া বরাহ গৃহে ফিরিলেন। বিধাতার বিধানে, মিহিরের অদৃষ্টগুণে তাম্রপাত্র ভাসিতে ভাসিতে সুদূর সিংহলে, রাজা চন্দ্রকেতুর রাজ্যে তরঙ্গ-ভীষণ সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইল। তাম্রপাত্র ধৃত হইয়া অচিরকাল মধ্যে রাজভবনে নীত হইল। তাম্রপাত্রে মনোহর শিশুদর্শনে, নিঃসন্তান রাজা চন্দ্রকেতু অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। কুলগুরু অদ্বিতীয়-জ্যোতির্ব্বিদ পুরঞ্জয়ের উপদেশে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল—তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে মিহিরকে প্রতিপালন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুই যাহার পক্ষে সম্ভব ছিল, সে নিরাপদে কোন অজ্ঞাত সুদূরপ্রদেশে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় পাইল—রাজপুত্রের ন্যায় লালিত-পালিত হইতে লাগিল। এ রহস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়—বৈজ্ঞানিক ইহার সদুত্তর দিতে পারে না—সদুত্তর জানে না। একমাত্র অদৃষ্টবাদীই ইহার মীমাংসা করিতে জানে ও পারে। যাক্ সে কথা। মিহিরকে যে দেখিতেছে, সেই মুগ্ধ হইতেছে। রাজমহিষী মিহিরকে

* "প্রতিভাসুন্দরী" নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।

বুকে লইয়া অপত্যবিহীন তপ্তহৃদয় শীতল করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মিহির দিন দিন শুক্লপক্ষের শশধরের মত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই, রাজপুরী আনন্দের আর একটী ধারা লাভ করিল। রাণীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল—যথাসময় তিনি একটী সুলক্ষণা কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। রাজধানী উৎসবে মত্ত হইল। কুলগুরু কন্যার নাম রাখিলেন 'খনা'। জন্ম-পত্রিকা রচনা করিয়া রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন—"মহারাজ আপনার এ কন্যা অতিশয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিশারদা হইবে—জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিবে। ইহার জীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়—সব কথা এখন বলিব না।" রাজা অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। কন্যারত্ন লাভ করিয়াও, রাজারাণীর মিহিরের প্রতি স্নেহের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য জন্মিল না; বরং উভয়েই সমভাবে তাঁহাদের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। মিহির ও খনা প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, কুলগুরু পুরঞ্জয়ের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা হইল। উভয়েই তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে অত্যল্প সময়ের মধ্যে নানাবিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন—বিশেষ জ্যোতিষ-বিদ্যায় তাহাদের প্রতিভা অসাধারণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল—খনা, মিহির অপেক্ষায়ও উচ্চ-অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত করিতে সমর্থ হইলেন। পুরঞ্জয় অতীব প্রফুল্লহৃদয়ে রাজাকে এ শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা, গুরুদেবকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। মিহির ও খনা আজন্ম ভাই, ভগ্নীর ন্যায় সর্ব্বদাই এক সঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছেন—শিক্ষা লাভ করিতে, পরস্পর সহায়তা ও সহযোগীতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। পরস্পরের হৃদয় অজ্ঞাতসারে কাড়িয়া লইয়াছেন। তাই, একমুহূর্ত্ত একে অন্যকে না দেখিলে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেন—অশান্তিসাগরে হাবুডুবু খাইতেন। বয়ো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমবিন্দু, সিন্ধুরূপে পরিণত হইয়া উভয়ের জীবন প্লাবিত করিল—একে অন্যকে জীবনের শান্তির একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইল। সময় কাটিতে লাগিল বেশ। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়া খনা আপনার জীবন গণনা করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। দেখিতে পাইলেন, নানা বিঘ্নবাধা অতিক্রম করতঃ তাঁহার প্রেমদেবতা মিহিরই তাঁহার স্বামী হইবেন; কিন্তু শেষ-জীবনের চিত্র দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অদৃষ্টের ফল অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতেই হইবে; ইহা নিশ্চয় জানিয়া খনা ভাবীফলের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে যত্নবান হইলেন। কুল-প্রথানুসারে খনার ভর্ত্তা হইবার অধিকারী তাহার জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা। খনার তাহার প্রতি একেবারেই প্রেম ছিল না, বরং বিরক্তি

ছিল। মিহির ও খনায় সর্ব্বদা কপোত-কপোতীর ন্যায় ব্যবহার দর্শনে এবং তাহার প্রতি খনার উপেক্ষায় সেই রাজকুমার মিহিরের উপর খড়্গ-হস্ত হইলেন। মিহিরের অন্য কোন অপরাধ না থাকিলেও, তাহার প্রতি খনায় ভালবাসাই তাহাকে রাজকুমারের শত্রু করিয়া তুলিল। প্রেম-ভিখারী রাজ-পুত্র নানা নীচ উপায়ে মিহিরকে মনঃপীড়া দিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অবশেষে মিহিরের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়া স্বয়ংই নিহত হইলেন। মিহির নিরাপদ হইলেন বটে, কিন্তু সিংহলে থাকিতে তাঁহার আর মন চাহিল না। খনা গণনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি ও জনকের পরিচয় যেদিন দিয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই মিহিরের হৃদয় জন্মভূমি ও জনকের দর্শন জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায়ই খনাকে স্বদেশ-যাত্রীর আকুল-ইচ্ছা জানাইয়া তিনি ব্যাকুল করিতেন। খনা জানিতেন, স্বামীর দেশ ভারতবর্ষে তাঁহাকে যাইতে হইবে—ভারতের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উৎকর্ষ-সাধন জন্যই তাঁহার জন্ম। সুতরাং তিনি মিহিরকে আশ্বস্ত করিতে ভুলিতেন না। খনা সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জনক-জননী ও কুলগুরুর সম্মতিক্রমে তাঁহাদের শুভ-উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারিবে; ইহা খনা না বুঝিয়াছিলেন এমন নহে; তবু তিনি গান্ধর্ব্ব-বিবাহের অনুসরণ করিয়া মিহিরকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইলেন।

এতদ্দিনে মিহিরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি যোগ্যা ভার্য্যালাভে ধন্য হইলেন। সিংহলাধিপতির ও রাণীর অভিলাষ ছিল, খনাকে মিহিরের অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া সিংহলের সিংহাসন প্রদানকরতঃ শেষজীবন আনন্দে কাটাইবেন; কাজেই একদা মিহির স্বদেশ-গমনের প্রস্তাব করিলে, রাজা রাণী অসম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন। খনা বুঝিয়াছিলেন, জনক-জননীর মত লইয়া ভারতবর্ষে গমন তাঁহাদের সম্ভব হইবে না। অজ্ঞাতসারে যাত্রা করিতে হইবে। শুভ মাহেন্দ্র-ক্ষণ পাইয়া অতি সংগোপনে মিহিরকে লইয়া ভারতবর্ষে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সঙ্কল্প গুপ্ত থাকিল না—রাজা, রাণী ও রাজগুরুর কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা মিহির খনার সন্নিধানে উপনীত হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যাওয়ায় অকর্ত্তব্যতা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না—খনার দৃঢ়সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। জনক-জননী ও গুরুদেবকে প্রণামপুরঃসর মিহিরকে বলিলেন—"যদি স্বদেশে যাইতে চাও, অগ্রসর হও—সময় প্রায় যায় যায় হইয়াছে।" মিহির হাঁটিতে লাগিলেন; খনা পশ্চাৎ গমন করিলেন। সিংহল-রাজ চন্দ্রকেতু অশ্রুপূর্ণনেত্রে

খনাকে অভিসম্পাত করিলেন—"যেমন সিংহলকে কাঁদাইয়া চলিলে, তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়াই যেন তোমার জীবনান্ত হয়।" খনা সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া, স্বামীর সঙ্গে দ্রুতগতি সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইলেন। সিংহল-রাজ ইহাদের গমনে বাধা দিতে পারিতেন, তিনি কুলগুরু পুরঞ্জয়ের উপদেশে, সে অভিপ্রায় পরিহার করিয়া ভগ্নহৃদয়ে রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মিহির ও খনা যখন নৌকারোহণ করিলেন, তখন মাহেন্দ্রক্ষণ গত হইয়া গিয়াছে; তথাপি খনা গমনে বিরত হইলেন না। উত্তাল-তরঙ্গময় সমুদ্রবক্ষে দম্পতীর অতিসাধের জীবন-তরণী সমুদ্র-যাত্রার অনুপযুক্ত এক তরণীতে স্থাপন পূর্ব্বক অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া ভাসাইয়া দিলেন। কুক্ষণে যাত্রার ফল হাতে হাতে ফলিল। দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল—প্রবল-ঝড় উঠিল; কাষ্ঠের তরণী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বনে, দম্পতীর জীবন-তরণী ভাসিতে ভাসিতে চলিল। অদৃষ্টলিপি দম্পতীর জীবন-তরণী ডুবিতে দিল না—উজ্জয়িনী-নিবাসী এক সওদাগরের নেত্র-পথের পথিক হইয়া রক্ষিত হইল। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের সৃষ্টি হইল। খনা ও মিহির নিরুদ্বেগে উজ্জয়িনীতে পৌছছিলেন।

এতদিনে মিহির ও খনার মনোভিলাষ পূর্ণতার পথে পদক্ষেপ করিল। স্বদেশ-দর্শনে মিহির আনন্দে বিভোর হইলেন—খনা প্রতিভা-প্রকাশের স্থান সুষমা-মণ্ডিত ও প্রাকৃতিক শোভায় সজ্জিত অবলোকনে অত্যন্ত প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলেন। উভয়ে মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন, পিত্রালয়ে প্রথম যাইবেন না, অথবা পিতার সহিত তাড়াতাড়ি পরিচিত হইবেন না। সর্ব্বাগ্রে রাজসভায় উপস্থিত হইবেন। উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য নবরত্নশোভিত সভায় রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট—নানা সদালোচনায় সময় যাপন করিতেছেন। এমন সময় মিহির সস্ত্রীক রাজসভায় উপনীত হইলেন। সকলের দৃষ্টি তাঁহাদের দিকে পতিত হইল—তাঁহাদের উভয়ের অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শনে সপরিষদ-নৃপতি মুগ্ধ হইয়া পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। মিহির সস্ত্রীক জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলে, রাজাদেশে নির্দ্দিষ্ট-আসনে উপবেশন করিলেন।

জ্যোতিষী পাইলে অনেকেরই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়। উজ্জয়িনী-রাজ সভায়ও সে শ্রেণীর লোক না থাকিবার কথা নহে। আর এক কথা, জ্যোতিষী নামে পরিচয়-দাতা আগন্তুক জ্যোতিষী কিরূপ দক্ষ, তাহাও পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যকবোধে জনৈক সভাসদ মিহিরকে প্রশ্ন করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ

...লে, রাজা অনুমতি প্রদান করিলেন। প্রশ্ন হইল—রাজসভায় উপস্থিত ...র মানুষ ও চক্ষু আছে? মিহির অত্যল্প-সময় মধ্যে উত্তর প্রদান করিলেন। ...না করিয়া দেখা গেল—একটী মানুষ ও দুটী চক্ষু গণনায় মিহিরের কথার ...হিত মিলিতেছে না। পুনঃ পুনঃ তিনবার গণনা করিয়াও মিলিল না। তখন ...রাহাচার্য্যের শিষ্যদের আনন্দ দেখে কে—তাহারা নানারূপ শ্লেষ করিতে ...গিল। কেহ বলিল—"আন্দাজী কথা বলিলে এইরূপই হয়।" তখন খনা ...র নীরব থাকিতে না পারিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"কে বলে আমার স্বামীর ...না ভুল? ঐ কাপালিকের ঝুলি দেখ, উহাতে একটী বালক ও তাহার ... চক্ষু আছে।" কপালিককে রাজ-সন্নিধানে আনা হইল,—তাহার ঝুলিতে ...টী বালক পাওয়া গেল। সভাস্থ সকলেই মিহির ও খনার অপূর্ব্ব প্রতিভা ...নে পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন। শুধু বরাহাচার্য্য ভীত ও বিষণ্ণ হইলেন ...তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার অনল জ্বলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এতদিনে ...রি আর প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষিত হয় না। তীক্ষ্ণধী নৃপতি বরাহের ...নোভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিলেন। তিনি বরাহের ভবনে সস্ত্রীক নবীন-...্যোতির্ব্বিদকে বাসস্থান দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি অস্বীকৃত ...লেন; বলিলেন—"মহারাজ অজ্ঞাত-কুলশীলজনকে আমার আবাসে স্থান দেওয়া ...ব নহে।" রাজা কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কিছু করিতেন না; ...নি বলিলেন—"তা হলে মহাশয়ের বাড়ীর নিকটে ইহাদের বাসা দেওয়া হউক। ...াপনি তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন ত? ইহাদের উপযুক্ত গৌরব দেখাইতে ...াপনার মত যোগ্যব্যক্তি আর কে আছে?" বরাহ মনে মনে ...বিরক্ত হইলেও, সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইয়া ...গেল।

যতদিন যাইতে লাগিল, নবজ্যোতিষী-দম্পতীর যশ দেশ-দেশান্তরে ...ড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের প্রতিভায় বিদ্যোৎসাহী রাজা সমধিক ...াকৃষ্ট হইলেন। নবজ্যোতিষী-দম্পতীর প্রতি অনুরাগ ও সম্মান দেখাইতে ...রাজা যত যত্নবান হইতে লাগিলেন, বরহাচার্য্য ততই তাঁহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ...হইয়া উঠিলেন। উহাদের বিনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ...এদিকে মিহির পিতার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে ...লাগিলেন। একদা যে সুযোগ ঘটিল। বরাহ মিহিরকে সস্ত্রীক আহারের ...নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করায়, তাঁহারা রজনীতে তথায় আহার করিয়া বরাহের

বাস-ভবনের নিকটস্থ এক পুরাতন-বাড়ীতে * রাত্রিবাসের জন্য আদিষ্ট হইলেন। তাঁহারা তথায় রাত্রিবাসের ফলে, লক্ষমুদ্রা প্রাপ্ত হইলে, বরাহের সহিত প্রভাতে দেখা করিতে গেলেন। বরাহের অভিসন্ধি ভাল ছিল না। মিহির ও খনা অক্ষতশরীরে বাঁচিয়া আছে এবং লক্ষমুদ্রা লাভ করিয়াছে, এ সংবাদে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। পীড়ার ভাণ করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন।

মিহির ও খনা শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া বসিবার জন্য আদিষ্ট হইলে, মিহির দৈবানুগ্রহে রাত্রিযোগে প্রাপ্ত লক্ষমুদ্রা বরাহাচার্যকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বরাহ মনে যাহাই থাকুক, মুখে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন—"ঐ টাকা আপনারাই গ্রহণ করুন—আমি টাকা দিয়া কি করিব?" খনা বলিলেন—"আপনার কি কোন সন্তানাদি নাই?" বরাহ বলিলেন—"না।" "আপনার কি কোন সন্তান হয়ই নাই—অথবা হয়েছিল, মারা গেছে?" "খনার এ প্রশ্নের উত্তরে বরাহ অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন—"এক পুত্র সন্তান হয়েছিল, মারা গেছে।" "আপনি সে ছেলেকে স্বচক্ষে মরিতে দেখিয়াছেন?" বরাহ কহিলেন—"না। আমি দশবৎসর-মাত্র পরমায়ু গণনায় জানিয়া সেই শিশুকে শিপ্রানদীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি—সে নিশ্চয় মরিয়াছে।" খনা বলিলেন—"আপনার পুত্রের জন্ম-নক্ষত্র জানিতে পারি কি?" বরাহ পুত্রের জন্ম-পত্রিকাখানি খনাকে প্রদান করিলে, খনা গণনা করিয়া বলিলেন—"মহাশয়, আপনার পুত্রটী ত জীবিত আছেন, তিনি ত মরিতে পারেন না—তাঁহার আয়ু শতবর্ষ; আপনি গণনা করিয়া দেখুন।" বরাহ গণনায় আবার ভুল করিলেন; তিনি গণিয়া দশবর্ষ পাইলেন। খনা বলিলেন—"এবারও আপনার ঠিকে ভুল হইয়াছে; পুনরায় ভাল করিয়া দেখুন।" বরাহের ভুল ধরা পড়িয়া তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। হায়! আমি কি করিয়াছি, দীর্ঘজীবী-পুত্রকে আমি শিশুকালেই বিনষ্ট করিয়াছি! আজ সে জীবিত

* প্রবাদ ঐ পুরাতন-বাড়ী হইতে রাত্রে শব্দ হইত, "পড়ি পড়ি।" বাড়ী পড়িয়া মৃত্যুভয়ে কেহ ঐ বাড়ী ঢুকিত না। খনা ও মিহিরকে বধ করিবার সঙ্কল্পে বরাহ ঐ স্থান রাত্রিবাস জন্য তাই নির্দ্দিষ্ট করেন। ফল অন্যরূপ হয়। "পড়ি পড়ি" শব্দ হইলে, খনা মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া বলেন—"পড়" তখন লক্ষমুদ্রা পড়ে।

থাকিলে আমার গৃহ আনন্দময় হইত। খনা বলিলেন—"আপনি বিজ্ঞ হইয়া অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছেন কেন? আপনার পুত্র আয়ু থাকিতে কিরূপে মরিবেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবিত আছেন। আক্ষেপ পরিত্যাগ করুন।" বরাহ কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"মা, সে জীবিত থাকা সম্ভব জ্যোতিষ-শাস্ত্র মিথ্যা নয়, কিন্তু আমার পক্ষে সে মৃত; আবার তাহাকে কি আমি একবার দেখিতে পাইব? সম্ভব নহে।" খনা দেখিলেন, আর সত্য গোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে। বরাহাচার্য্যকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন—"ঐ আমার স্বামীই আপনার সেই পরিত্যক্ত পুত্র—আমি আপনার পুত্র-বধূ।" বরাহ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া বরাহ মিহিরকে স্নেহালিঙ্গন করিলেন। পুত্রবধূ খনা ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্বশুরঠাকুরকে প্রণাম করিলেন—বরাহ তাঁহাকে শিরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। আজ বরাহ-ভবন আনন্দস্রোতে প্লাবিত হইল। বরাহ কি সৌভাগ্যবান! একদিনেই গুণবান পুত্র, বিদুষী বধূর সহিত পরিচিত হইলেন—আরো লক্ষমুদ্রা লাভ করিলেন। উজ্জয়িনীময় বরাহের সৌভাগ্যর কথা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হইতেও বিলম্ব হইল না। তিনি অত্যন্ত প্রফুল্লঅন্তরে পিতাপুত্রের মিলন-সংবাদে তাঁহার প্রসন্নতা জ্ঞাপন করিয়া বরাহ মিহির উভয়কে এক পত্র লিখিলেন। বিধাতার বিধানকে ধন্যবাদ দিলেন। কিছুদিন বরাহ নির্ম্মল আনন্দে কাটাইলেন। পুত্র ও পুত্রবধূর সেবা-শুশ্রূষা তাঁহাকে বিপুল-প্রীতি দান করিত। তাঁহার শুষ্ক-হৃদয় সরস হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু মানুষের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তিভোগের অধিকারী হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যেন, বরাহ পুত্রবধূ বিদুষী খনার প্রতিভাব ও যশে ক্লিষ্ট ও বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আনন্দের নিকেতন শশ্মানে পরিণত হইতে চলিল। গুণের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক, তাই প্রবীনকে ছাড়িয়া গুণবান নবীনকে নর-সমাজ সম্মানের পুষ্পাঞ্জলী দিতে ব্যগ্র হয়।

মিহির ও খনার অসামান্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ক্রমে সকলেই বৃদ্ধ-জ্যোতির্বিদ বরাহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিল। এমন কি রাজা বিক্রমাদিত্যেরও ভাবান্তর জন্মিল। তিনিও মিহির বা খনাকে নবরত্ন-সভায় স্থানদান করিতে সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বৃদ্ধ বরাহকে বিনাকারণে পদচ্যুত করিলেও তাঁহার নিন্দা হইবে ভাবিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন—"যিনি আকাশের নক্ষত্র—

সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তিনিই নবরত্ন-সভায় জ্যোতিষ-বিদ্যার স্থান প্রাপ্ত হইবেন।” বরাহ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার পদ-গৌরব আর রক্ষিত হইবে না, জয়শ্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বাধা জন্মিল। তিনি ম্লানমুখে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পুত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হইল—“তিনি ইহার মূলসূত্র জনেন বটে, কিন্তু নির্ভুল সমাধান করিতে পারেন না। তাঁহার পত্নী খনা খগোল-বিদ্যায় অসাধারণ-অভিজ্ঞা; তাঁহার গণনা নির্ভুল হইবে।” রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া, খনা শ্বশুরকে আহারের জন্য আহ্বান করিতে আসিলেন। শ্বশুরঠাকুর রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সমাধান না করিয়া আহার করিবেন না বলিলেন। খনা ক্ষণকাল মধ্যে নক্ষত্রসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন। নক্ষত্রসংখ্যা-নির্দ্দেশের সঙ্কেতও শ্বশুরকে শিখাইয়া দিলেন। বরাহ নিশ্চিন্ত হইলেন। যে সময় খনা বরাহকে নক্ষত্র-নির্ণয় সঙ্কেত শিখাইতেছিলেন, গুপ্তচর তাহা দেখিয়া গিয়া নৃপতি-সন্নিধানে নিবেদন করায়, রাজা পুলকিত হইলেন—খনার ন্যায় বিদুষীকে নবরত্ন-সভায় আসন দিতে আর বাধা রহিল না ভাবিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। বরাহ সানন্দমনে রাজ-সভায় নক্ষত্র-সংখ্যা বলিলেন; সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তখন রাজা স্বয়ং বরাহকে বলিলেন—“সত্য করে বলুন প্রশ্নের সমাধান কি আপনার স্বকৃত, বা অন্যকৃত?” বরাহের মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। নানরূপ ভাবিয়া সত্য না বলিয়া পারিলেন না—বলিলেন—“আমার পুত্রবধূ খনাই এ প্রশ্নের উত্তর স্থির করিয়া দিয়াছেন।” তখন রাজা বলিলেন—“আমার ঘোষণানুসারে বিদুষী খনাই নির্দ্দিষ্টদিনে নবরত্নসভায় স্থানলাভ করিবেন।” সভায় ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল—গুণের ও গুণীর যোগ্যপুরস্কার হওয়ায় সকলেই আহ্লাদিত হইল। বরাহ বিষণ্ণবদনে গৃহে ফিরিলেন। প্রাণে দুঃসহজ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে বরাহাচার্য্য খনার প্রতি বিরূপ হইলেন। হৃদয়ে ঈর্ষ্যার অনল জ্বালাইয়া রাখিয়া হৃদয় নরক করিয়া তুলিলেন। খনার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। দুষ্কার্য্যের সহায় দুষ্টলোকের অভাব কোথায়? বরাহেরও তাহার অভাব হইল না। তিনি দুষ্টলোকের সাহায্যে খনার সম্বন্ধে মিহিরের মন কলুষিত করিতে যত্নবান হইলেন। অতি অল্পদিনেই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। খনাকে অবিশ্বাসিনী, ব্যাভিচারিণী বলিয়া মিহিরের ধারণা জন্মিল। মিহিরের জীবন জ্বালাময় হইল—শান্তি বিনষ্ট হইল। মিহির খনাকে নির্ব্বাসিত করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন।

বরাহ বলিলেন,—“এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণদণ্ড। যাও মিহির, সে রাক্ষসী স্ত্রীর জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া আন।” পিতার আজ্ঞায় ছুরিকাহস্তে মিহির, খনার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—খণা ধ্যানমগ্না। সে মূর্ত্তি দেখিয়া মিহিরের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—শরীর শিহরিল। হাতের ছুরিকা খসিয়া পড়িল। মিহির কাঁপিতে লাগিলেন। খনার ধ্যানভঙ্গ হইল। মিহিরকে দেখিয়া কোমলস্বরে বলিলেন—“মিহির, প্রাণ আমার এসেছ—পিতার আদেশে এ অবিশ্বাসিনী খনার জিহ্বা-ছেদন করিতে এসেছ,—এস, শীঘ্র কাজ শেষ কর—অদৃষ্ট লিপিপূর্ণ হউক্।” মিহির কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“খনা, আমার হৃদপিণ্ড খনা, আমায় ক্ষমা কর, আমার ভুল হয়েছে—তুমি অবিশ্বাসিনী নও, তাহা আমি বুঝিয়াছি—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র।” সাধ্বী পতিপ্রাণা খনার হৃদয়ে দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে—তিনি তাহা কি আর নির্ব্বান করিতে পারেন—মিহিরের ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন—“না মিহির, তুমি আমার জিহ্বাছেদন করিতে পারিবে না—স্বামীর হস্ত পত্নীর রক্তে কলঙ্কিত হইতে দিয়া কাজ নাই! আমি স্বহস্তেই শ্বশুরের আদেশ পালন করিব।” ছুরিকা গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন—রক্তে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল—সব শেষ হইল। কুটচক্রী বরাহের চক্রান্তে নারীজগতের রত্ন, জগতের গৌরব, বিদ্যাবিনীতা খনা অকালে শোচনীয় মৃত্যু-লাভ করিলেন। অদৃষ্টলিপি পূর্ণ হইল। হায়! আর্য্যজাতির কলঙ্ক—ব্রাহ্মণাধম বরাহ, অনার্য্যজাতীয়া-রমণীর প্রতিভা কি এত অসহনীয় যে, তাহাকে বিশ্বহতে না সরাইয়া নিরুদ্বেগ হইতে পারিলে না? ধিক্ তোমাকে। পুত্রবধূর প্রতিভাও ক্ষমার যোগ্য হইল না? তাঁহার যশে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারিলে না? পুত্রের শান্তির দিকে চাহিয়াও দেখিলে না? প্রভাব-প্রতিপত্তির অনুরোধে চিরকলঙ্কী সাজিলে কেন? তুমি হয়ত বলিবে—“নিয়তিকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তাই আমি কলঙ্কী ও নীচমূর্ত্তি ধরিয়াছি।”

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

সাধে-বাদ

(৯)

সমস্তরাত্রি জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া সাবিত্রীদেবী ভোরের বেলায় ... ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। পার্শ্বস্থিত বাগানে, আম্রশাখায় পাখীরকূজনে ... ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দিনের আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে, এবং ... দুধের বাটী হাতে দাঁড়াইয়া শান্তি বলিতেছে—"খুড়িমা, আজ কেমন আছ গা ... সাবিত্রীদেবীর কপালে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছিল, শীর্ণহাতে সেগুলা মুছি... মুছিতে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"কেমন আর থাক্‌ব মা! এখন যেতে ... লেই যে বাঁচি! কতদিন আর এমন করে ভুগ্‌ব? যম কি আমাকে ... গেছে শান্তি?" বলিয়া তিনি একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিলে...

শান্তি তাঁহার প্রতিবেশী রামতারণ দত্তের মেয়ে। শৈশবে শান্তি সাবিত্রীদেবী... কোলে মানুষ হইয়াছিল। শান্তির মাতা পাঁচটা "কচি কাচা" লইয়া সংসা... কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, ছেলেগুলির যথোপযুক্ত যত্ন করিতে পারিতেন না; সাবি... দেবী অনেক সময়ে তাঁহার ছেলেদের দেখা-শোনা করিতেন। কাহাকেও ... করাইয়া, কাহাকেও দুধ খাওয়াইয়া, টিপ-কাজল পরাইয়া যথাসাধ্য ... করিতেন; তন্মধ্যে এই শান্তিই তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

'খুড়িমা' ভিন্ন সে একদণ্ড থাকিতে চাহিত না, এমন কি রাত্রেও শান্তি তাঁহা... কাছে শুইয়া থাকিত। তাহার পর বড় হইয়াও, সে প্রীতির বন্ধন শীথিল হ... যায় নাই। শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া, শান্তি আগে সাবিত্রীকে প্রণাম করি... তবে বাড়ী যাইত। কিছুদিন হইল শান্তি তাহার কোলের ছেলেটিকে ল... বাপের বাড়ী আসিয়াছিল; এই সময় হইতেই সাবিত্রীদেবী একেবারে শয্যা... শায়িনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। শান্তি দেখিয়া ব্যথিত হইল এবং অভাগিনী... শুশ্রূষার ভার সযত্নে নিজের হাতে তুলিয়া লইল। সে রকম সেবা, সে রকম ... কেহ তাঁহাকে কোনদিন করে নাই। সাবিত্রী শান্তিকে আশীর্ব্বাদ করি... বলিতেন—"আমার যদি পেটে মেয়ে থাক তো, এর চেয়ে বেশী কর... পারত না।"

এইরূপে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। তাহার পর শান্তির শ্বশুরবাড়ী যাইবা... ডাক্ আসিল; স্বামী লইতে আসিলেন, শাশুড়ীর অসুখ না গেলেই নয়। আর ...

...শান্তির শ্বশুরবাড়ী যাইবার দিন। শান্তি একবার আপত্তি করিল। বলিল—"মাকে (শাশুড়ীকে) দেখ্‌তে তো তাঁর আরও সব বৌয়েরা আছেন, মেয়েরা আছেন, ...খানে খুড়ীমাকে দেখ্‌বার কেউ নেই। আহা! অনাথা তিনি, তাঁর মুখে জল ...য় এমন কেউ নেই। বাঁচবেনও না আর বেশাদিন, ডাক্তার বলেচেন, বড় ...জোর আর দশ-পনেরোদিন! এই কদিনের ভেতর যা হয় তাঁর হয়ে যাবে! ...মাকে এই কটাদিন এখানে থাকৃতে দাও।"

কিন্তু শান্তির স্বামী এতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন—"মায়ের অসুখের ... বাবা তাড়াতাড়ি তোমাকে নিতে পাঠালেন, আর তুমি যাবে না তা কি ...? না গেলে বাবা রাগ কর্‌বেন যে। আর সব বৌয়েরা থাক্‌লে কি হয়? ...জের লোক কে? সবাই তো ফুলবাবু। তুমি না গেলে, বাড়ীর কেউ যে ...ভাতজল পাবে না।"

শান্তির বলিবার আর কি আছে? চিরপরাধিনী বাঙ্গালীর মেয়ে সে, একটা ...ভাগা প্রতিবেশিনীর জন্য নিজের শ্বশুরবাড়ীতে যাইবে না, ইহা তো আর হইতে ...পারে না! অগত্যা সে নিজের বাক্সট্র্যাঙ্ক গুছাইতে বসিল; সকালেই যাত্রার ...সময়। কিন্তু তার খুড়িমার কথা মনে করিয়া কেবলই কান্না আসিতে লাগিল। ...আহা, অভাগীর যে আর কেউ নেই! শান্তি চলিয়া গেলে, কে তাঁহকে দেখিবে? ...য় তো একটু জলের অভাবে, হয় তো অভাগী গলা শুখাইয়া কাঠ হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। ভাবিয়া ভাবিয়া শান্তি কোনও সদুপায়ই স্থির করিতে পারিল না। নিজের জিনিষপত্র গোছানো শেষ হইলে, উঠিয়া সাবিত্রীর জন্য দুধজ্বাল দিয়া একবাটী দুধ এবং একটু মিছরি, কএক টিকৃলি আক ও গোটাকতক পানিফল আঁচলের কোনে বাঁধিয়া, নিজের ছেলেটিকে কোলে করিয়া সাবিত্রীর কাছে গেল। সারারাত্রি জাগিয়া জাগিয়া সাবিত্রী ভোরের বেলা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন; শান্তি তাহা জানিত না, কাছে গিয়া তাই অত্যন্ত স্নেহকোমল-কণ্ঠে ডাকিল—"আজ কেমন আছ গা খুড়িমা!" সাবিত্রীর কাতর-করুণ-আক্ষেপোক্তিতে শান্তির কোমলপ্রাণ সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কি করিবে, তাঁহার দুঃখমোচন করিবার তার কোনও উপায়ই ছিল না। নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা সাবিত্রীর উপর রুষ্ট, তা শান্তি কি করিবে? শান্তি নির্ব্বাক রহিল, কোন উত্তর করিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে নিজের কোলের ছেলেটিকে মাটীর উপরে বসাইয়া দিয়া, দুই হাতে সাবিত্রীকে তুলিয়া বিছানার একপার্শ্বে বসাইয়া দিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে বিছানাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া বাহিরের দাওয়ায় আনিয়া,

মুখ ধোয়াইয়া, কাপড় ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার ধরিয়া শয়ন করাইয়া দিল। পর দুধের বাটিটা মুখে তুলিয়া ধরিল। দুধটুকু পান করিয়া সাবিত্রীদেবী একটু সুস্থতা বোধ করিলেন। শান্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"মনের স্বামী-পুত্তুর নিয়ে ঘর কর মা! হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। কিন্তু তুই গেলে আমার দশা কি হবে শান্তি?"

কি যে হবে, সেকথা যে শান্তি ভাবে নাই তাহা নয়, কিন্তু ভাবিয়া তো কোন উপায় শান্তি খুঁজিয়া পায় নাই। সাবিত্রীর কোটরপ্রবিষ্ট চো দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। সযত্নে আচলের খুঁট দিয়া সেটুকু দিয়া, শান্তি একটু চিন্তা করিয়া বলিল—"আচ্ছা এই সময়ে বৌকে একবার এলে হয় না খুড়ীমা? আর তো সে এখন ছেলেমানুষ নেই। ধর্ম্মাধর্ম্ম কা তো তার হয়েচে।"

শান্তির কথা শুনিয়া সাবিত্রী মুখে একট দুঃখসূচক শব্দ করিয়া বলিল "আ আমার কপাল! তাকে আনবার জন্যে কতকাণ্ড হয়েচে, সে কা জানিস্ না পাগলী। তাকে আনতে গিয়েই তো বাছা আমার আর ফির্‌ল না। কে জানে, শ্বশুরমিন্সে মেরেধরেই ফেল্লে, না কি কল্লে।" বলিতে, তাঁহার অশ্রুর পর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শান্তি অবশ্য শেষ কথাটায় কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না; কিন্তু মনে মনে দীপ্তির উপর খুব খানিকটা রাগিয়া গেল। কিছুক্ষণ সাবিত্রীর কাছে বসি তাঁহার গায়ে পায়ে হাত বুলাইয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। সাবি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজকেই কি তোর যাওয়া ঠিক্ হলো শান্তি?"

শান্তি বলিল—"হ্যাঁ খুড়িমা। খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা যেতে হবে। গেলেই নয়। শাশুড়ীর নাকি বড্ডব্যামো। নইলে তোমাকে এমনভা ফেলে রেখে আমার যাবার ইচ্ছে একদমই ছিল না।"

সাবিত্রী কেবল ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলে কিছু পরে শান্তি গলায় কাপড় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, দুই হাতে পায়ে ধূলা লইয়া মাথায় দিতে দিতে বলিল—"তবে আসি খুড়িমা! শাশুড়ী এ সেরে উঠলেই আমি চলে আস্‌ব। আমার রেখে যাবে বলেচে।"

সাবিত্রী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"এবার এসে আর আমাকে দেখ্‌তে পা না মা! আমার শরীর দিন দিন যা হয়ে আসচে, আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। আর আমাকে এ পাপের ভোগ বেশীদিন ভুগ্‌তে হবে না।"

শান্তিও সে কথা বুঝিয়াছিল; কোন উত্তর করিল না। ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়াই সে দীপ্তিকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিখানা খুব সংক্ষেপে এবং ঝাঁঝের সহিত লিখিল;——

"তোমার শাশুড়ী মৃত্যুশয্যায়—তাঁকে দেখবার বা তাঁর মুখে জল দেবার কেউ নেই। অনেকদিন ধ'রে তিনি ভুগ্‌ছেন; তবে এইবার শেষ হ'য়ে এসেছে—আর বেশীদিন নয়। একেবারে উত্থানশক্তি রহিত। তুমি তাঁর বৌ—এ সময়ে দিনকতকের জন্যে একবার এসে কি তাঁকে দেখা তোমার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম নয়? আমি বাপের বাড়ী এসেছিলুম, যথাসাধ্য তাকে দেখতুম, কিন্তু আমার শাশুড়ীর অসুখ, স্বামী নিতে এসেছেন, আমাকে যেতেই হবে। বড়-মানুষের মেয়ে তো নই যে, স্বামীকে অপমান করে তাড়িয়ে দোব! (কথাটা দীপ্তিকেই খোঁচা দিবার জন্য লিখিয়াছিল।) তুমি তাঁর বেটার বৌ—হিঁদুর মেয়ে—যদি ইহকাল-পরকাল মান, তা হলে এ সময় একবার এসে দিনকতক থেকে, বুড়ীটার গতি করে, তারপরে চিরদিন বাপের অট্টালিকায় বসে সুখভোগ কোর। আর কেউ আস্‌তে বলবে না, আর কেউ আন্‌তে যাবে না।"

ইতি—শান্তি।

চিঠিখানা লিখিয়া খামে পুরিয়া আঁটিয়া, তখনি ডাকে ফেলাইয়া দিয়া, তবে শান্তি অন্যকাজে হাত দিল।

(১০)

চিঠি যথাসময়ে দীপ্তির হস্তগত হইল। চিঠিটা তাহাকে আষ্টে-পিষ্টে খোঁচা দিয়া লেখা হইয়াছিল। চিঠিটা পড়িয়া দীপ্তি একটা বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। হায়! শান্তি নারী হইয়াও নারীর বেদনা বুঝিল না! দীপ্তির কি সাধ, সে বাপের অট্টালিকায় বসিয়া সুখভোগ করে? তার মন কি চাহে নাই, স্বামীর সেই ক্ষুদ্রকুটীরে বাস করিয়া, স্বামী ও শাশুড়ীর সেবা করিয়া তার নারীজন্মের সাধ পূর্ণ করে! কিন্তু কি করিবে, তাহার ভাগ্যবিধাতা তাহার প্রতি বাম, তাহার সাধ মিটিল কই! যাই হোক্, দীপ্তি আজ একটা কঠোর-কর্ত্তব্য পালন করিবে বলিয়া দৃঢ়সংকল্প করিল। তাই মনটাকে শক্ত করিয়া লইয়া, চিঠিটা হাতে করিয়া ধীরে ধীরে মায়ের কাছে গিয়া বলিল—"মা, আমি একবার আমার শাশুড়ীকে দেখ্‌তে যাব।"

সেখানে দেবকুমারবাবুও উপস্থিত ছিলেন, হঠাৎ আজ দীপ্তির মুখে এ অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া উভয়েই বিস্মিত হইলেন। দেবকুমারবাবু বলিলেন—"কেন, সেখানে গিয়ে কি করবি মা?"

দীপ্তি বলিল—"তাঁর বড্ডব্যামো। আমি একবার তাঁকে দেখ্‌তে যাব বাবা।" এতদিন লজ্জায় শান্তি কিছু বলিতে পারিত না। বিষম লজ্জা তাহাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে দূরে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিত। বাপ-মায়ের এত আদর-যত্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বরের কাছে যাওয়া কি? ছি! তাঁরা কি মনে করবেন!" কিন্তু সে লজ্জা আজ আর নাই! মুমূর্ষু শাশুড়ীর সেবা করা তার যে কঠোর-কর্ত্তব্য এবং পরম-ধর্ম্ম, সে কথা তার অন্তরাত্মা তাহাকে চুপি চুপি বলিয়া দিতে লাগিল। তাই সে শান্তির চিঠিখানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিল—"তাঁকে একবার দেখ্‌তে না গেলেই নয় বাবা!"

দেবকুমারবাবু চিঠিটা পড়িয়া অবজ্ঞার ভরে একটু হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"পাগ্‌লি মেয়ে! তুইও যেমন! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, সে একখানা চিঠি লিখেছে বলে, অমনি তোকে সেই বুনো পাড়াগেঁয়ে দেশে ছুট্‌তে হবে! ওসব অমন কত লোকে কত কথা বলে থাকে। ওদের কথা শুনে কাজ করতে গেলেই হয়েচে আর কি?"

দীপ্তি ঈষৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না বাবা, তাঁর মুমূর্ষু-অবস্থা, এ সময় আমি যদি একবার তাঁকে না দেখি, তবে আমার অধর্ম্ম রাখবার জায়গা থাক্‌বে না। শিবুর মাকে, আর সরকারমশাইকে আমার সঙ্গে যেতে বলে দিন। যে কদিন আমায় থাক্‌তে হবে, ওরাও আমার সঙ্গে থাক্‌বে। তারপর ওদেরি সঙ্গে চলে আস্‌বো।"

দেবকুমারবাবু বলিলেন—"বুড়ীটা এখন কতদিন ভুগ্‌বে তার কিছু ঠিক আছে কি?"

বিজনবাসিনী ধীরে ধীরে বলিলেন—"আচ্ছা না হয় হারাধনকেই একবার দেখে আস্‌তে বলে দাও না মাগীটাকে। ও তো সেই গোয়ালন্দে যাবেই।"

দীপ্তি বলিল—"না মা, আমি একবার যাবই। যদি তিনি মারা যান, তা হলে তার মুখে আগুন দেবার কথা যে আমারই। আর তো তাঁর কেউ নেই।"

বলিতে বলিতে তাহার দুইচোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল—সে আর নিজেকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইল না। মেয়ের চোখে

জল দেখিয়া বাপ-মা দুইজনেরই মন গলিয়া গেল; আর তাঁহারা কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। একে তো দীপ্তির যে আকৃতি হইয়াছে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাপ-মার বুক ফাটিয়া যায়। এই অল্পদিনের মধ্যেই যেন তাহার দশবৎসর বয়স বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। যে মুখে অহরহই হাসি লাগিয়া থাকিত, সে মুখের হাসিটি যেন কে জন্মের মতন চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহাকে তাঁহারা নানাপ্রকার সাড়ী, সেমিজ, ব্লাউজ ও গহনা পরাইয়া সর্ব্বদা পুতুলটির মত সাজাইয়া রাখিতেন, সে আজ সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। কোথাও বেড়াইতে যাইবার নামে যে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিত, সে আর ঘরের বাহির হইতে চাহে না। এই সমস্ত ভাবিয়া দেবকুমারবাবু আর তাহার সঙ্কল্পে বাধা দিলেন না। ক্ষণেক কি ভাবিয়া বলিলেন—"ওঘর থেকে 'টাইম-টেবল' খানা নিয়ে আয় ত মা। একবার দেখি।"

দীপ্তি তাড়াতাড়ি তাহা আনিয়া দিল এবং বলিল—"সরকারমশাইকে ডেকে বলে দিন, তা হলে আজকেই আমি যাব। আর দেরি করে কি হবে? যদি মারা যান, তা হলে আর দেখাই হবে না!"

গম্ভীরভাবে 'টাইম-টেবলটা' দেখিয়া অন্যমনস্কে তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেবকুমারবাবু বলিলেন—"আমি নিজেই নিয়ে যাব অখন। ৯।১৫ মিনিটের ট্রেণ। সাড়েআটটার সময় বাড়ী থেকে বেরুতে হবে। তুমি ঠিক্ হয়ে থেকো, হারাধনকেও সঙ্গে নোব।" বলিয়া তিনি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দীপ্তি শাশুড়ীর জন্য কিঞ্চিৎপথ্য কিনিয়া লইল। সন্ধ্যার পর আহারাদি সারিয়া লইয়া, দেবকুমারবাবু দীপ্তিকে ডাকিলেন। দীপ্তি মাকে প্রণাম করিয়া, পিতার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। হায়! আজ তাহার বুকের মাঝে যে কি ভীষণ প্রলয়ের ঝড় বহিতেছিল, তাহা সেই জানে! তার কত সাধনার স্থান, কল্পনায় যেটাকে সে স্বর্গের তুল্য ভাবিত, স্বামীর সহিত সেখানে গিয়া, নববধূটি হইয়া ঘোমটা টানিয়া, তাঁহার ঘরকন্না করিয়া তার নারীজন্মটা সার্থক করিবে, এমনি কত কি যে সাধ মনে মনে পোষণ করিত, সে সমস্ত সাধ-আশা তাহার জন্মের মত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে! বিধাতার একটী দণ্ডের আঘাতে, তাহা অণুপরমাণুতে মিশাইয়া গিয়াছে! তাহার হৃদয় আজ শুষ্ক মরুভূমির মত; শুধু সে চলিয়াছে, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় শাশুড়ীর সৎকার করিতে! কে জানিত তাহার ভাগ্যচক্র এইরূপে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া তাহাকে দীন-ভিখারিণীর বেশে স্বামীর দ্বারদেশে

লইয়া আসিবে! গোয়ালনন্দ-ষ্টেশনে নামিয়া হারাধন দেবকুমারবাবুকে বলিল—"এখনও বর্ষার জল সুখোয় নি, পথে পাল্কী কি গরুর গাড়ী চল্‌বেনা; দেলোর পান্‌সী করে যেতে হবে।" পান্‌সী ভাড়া করা হইল। ভাদ্রমাসের ভরাগাঙ পাড়ি দিয়া পান্‌সীখানি দেবগ্রামের অভিমুখে চলিল। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে পান্‌সী দেবগ্রামের ঘাটে লাগিল। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া দেবকুমারবাবু একেবারে বিস্ময়-স্তম্ভিত! যে দিকে চাহিয়া দেখেন—শুধু জল, জল, জল! লোকের বাড়ীঘরগুলি সেই জলের মধ্যে যেন জাহাজের মাস্তুলের ন্যায় মাথা উঁচু করিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। এমন জলের কাণ্ড, বোধ হয় তাঁহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশপুরুষের মধ্যে কেহ কোনও দিন দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ! হারাধন আগে পান্‌সী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুনীলের ঘর দেখিয়া আসিল; তাহার পর দেবকুমারবাবু নামিয়া দীপ্তির হাত ধরিয়া নামাইয়া, ধীরে ধীরে জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সুনীলের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহদ্বারে পৌঁছিয়াই দীপ্তির বুকটা যেন দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল; পা-দুটা অসাড় হইয়া উঠিল। কি বলিয়া আজ শাশুড়ীর সাম্নে দাঁড়াইবে! অনেক কষ্টে পা-দুটাকে টানিয়া লইয়া দাওয়ার উপরে উঠিল। একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। ওঃ! সেই বিবাহের পরদিন নূতনজীবন লাভ করিয়া প্রাণে বসন্তের মলয়বাতাস লইয়া, একদিন সে এই দাওয়ায় উঠিয়াছিল; উৎসবময়ী দিনে দরিদ্রের এই পর্ণকুটীরখানিও সেদিন পাঁচজন প্রতিবেশীর আনন্দ-কলরব ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল; আর আজ সমস্ত নীরব, নিস্তব্ধ। সবই আছে, শুধু নাই সুনীল! সুনীলের অভাবেই, এ কুটীর আজ দেবশূন্য দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে! দেবকুমারবাবু চালের বাতাটি ধরিয়া ঈষৎ ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া নির্ব্বাকভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। দীপ্তি ও এক একবার ঘরের ভিতরটায় উঁকি দিয়া দেখিল, কেহ আছে কিনা। শুনিতে পাইল, শাশুড়ীর যন্ত্রণা-সূচক ক্ষীণ-কণ্ঠস্বর। দীপ্তির একটু সাহস হইল। তবে শাশুড়ী এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন। শান্তির মা দুই বেলা আসিয়া, সাবিত্রীকে দেখিয়া-শুনিয়া পথ্য দিয়া যাইতেন; রাত্রে তাঁহার বাড়ীর ঝি আসিয়া আগুলিয়া শুইত। এমনি করিয়া হতভাগিনীর দিন কাটিতেছিল। সন্ধ্যা তখন সমাগত। অন্ধকার গাছের আড়ালে আব্‌ডালে আশ্রয় লইতে ছিল; ঘরের ভিতরেও আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টায় ছিল। দীপ্তি সঙ্কুচিতভাবে ধীরে ধীরে অসাড় পা-দুখানাকে টানিয়া লইয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতরে মানুষের ছায়াপাত দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে গা?"

চোরের মতন ভয়ে ভয়ে স্পন্দিত-বক্ষে দীপ্তি ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আমি মা!" ভয়ে তাহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুখাইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কাছে সে যে দারুণ-অপরাধী! সে অপরাধ কি তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন?

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে সাবিত্রীদেবী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। শান্তির মা বা তাহার ঝি ভিন্ন আর কেহই তো বড় একটা আসে না, কে তবে এ? অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতেও পাইলেন না। ঈষৎ মাথাটা তুলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"কে ছোটবউ, না ঝি?" (ছোট বৌ শান্তির মা) দীপ্তি আরও একটু অগ্রসর হইয়া, তাঁহার পায়ের গোড়ায় দাঁড়াইয়া দুইহাতে তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া, মাথাটা নীচু করিয়া দুই পায়ের মধ্যে ঠেকাইল। তাহার পর পূর্ব্ববৎ শান্ত ধীরকণ্ঠে বলিল—"আমি এসেচি মা!"

একটু আশ্চর্য্য হইয়া, সাবিত্রী তাহার কথাটা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন—"আমি এসেচি; কোথা থেকে এসেচো? কে তুমি, কিছুই তো আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না বাছা! স্পষ্ট করে বল।"

দীপ্তি কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"আমি যে আপনার বৌ, আমাকে চিন্‌তে পারচেন না মা?"

কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে সাবিত্রী বলিলেন—"আমার বৌ? কে দেবকুমার বোসের মেয়ে না কি?"

সভয়ে দীপ্তি উত্তর দিল—"হ্যাঁ মা!"

তিনি পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—"কি কর্‌তে এসেচো বাছা তুমি?"

দীপ্তি মুহূর্ত্তেক কি ভাবিল; তাহার পর কাতর করুণ-কণ্ঠে বলিল—"আপনার কাছে থাক্‌ব; আপনার সেবা কর্‌ব বলে এসেচি মা!"

সাবিত্রীদেবীর মনটা যেন একটু নরম হইল। এই কি সেই গর্ব্বিতা-বধূ! যে বারবার সুনীলকে ফিরাইয়া দিয়াছে আসিবে না বলিয়া! না, না তখন যে সে নিতান্তই বালিকা ছিল; তাই হয় তো লজ্জার সঙ্কোচে ইচ্ছাসত্ত্বেও আসিতে পারিত না। কিন্তু যাই তাঁহার সুনীলের কথা মনে পড়িয়া গেল, অমনি তাঁহার সে কোমলতাটুকু সহস্রগুণ কঠোরতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ অলক্ষণা-মেয়েটার জন্যই ত' সুনীল আজ গৃহত্যাগী, নিরুদ্দেশ। বড়লোকের মেয়েটা যে ঢং করিয়া আসিয়াছে, তাঁহার দুর্দ্দশা দেখাই উহার মূল উদ্দেশ্য, এই কথাই তাঁহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অমনি তিনি তাড়াতাড়ি পা-দুটা গুটাইয়া লইয়া তীব্র-কণ্ঠে বলিলেন—"না বাছা, আমার সেবা-টেবা তোমায় কর্‌তে হবে না।

ঢের হয়েচে ; তুমি চলে যাও। আমি যে কটাদিন বাঁচব, আমার এম্‌নি করেই কেটে যাবে এখন।"

"আমি আপনার কাছে বড় অপরাধী মা! ক্ষমা কর্‌তে পারবেন না কি আমাকে?" দীপ্তির স্বর গাঢ়, কম্পিত, অশ্রুবিক্ষুব্ধ! এবার সাবিত্রীদেবীর মন একেবারে গলিয়া গেল। আহা, এ যে তাঁর সেই সুনীলের বৌ! কত সাধনার ধন! যাহাকে আনিবার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিয়াও, সফলকাম হইতে পারেন নাই ; সে আজ অনাহুত, অযাচিতভাবে তাঁহার পদ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছে! আর কি তাঁহার রাগ থাকিতে পারে? তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আর এ মরণকালে জলোৎসেকে কি হবে মা? যদি আর দু-বছর আগে আসতে, তবে সব বজায় থাকৃত।" তাহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুধারা গড়াইতে লাগিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুনীলের কোনও খবর পাও নি?"

দীপ্তি চুপ করিয়া রহিল ; কোনও উত্তর দিল না। উত্তর দিবার ছিলই বা কি! সাবিত্রী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার সঙ্গে এলে মা তুমি?"

দীপ্তি ধীরে ধীরে বলিল—"বাবার সঙ্গে।"

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সাবিত্রী বলিলেন—"উঠে যে কারুর সঙ্গে কথা কইব, ভগবান্ সে শক্তিটুকুও রাখেন নি। তা পায়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা ; সাম্‌নে এসে বোস না।" বলিয়া তিনি হস্তদ্বারা নিজের সম্মুখের তক্তপোষটা দেখাইয়া দিলেন।

আদেশ পাইয়া দীপ্তি কাছে আসিয়া বসিল। সাবিত্রী তাঁহার রোগ-শীর্ণ হাতখানি দিয়া তার চিবুক-স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে একটা চুম্বন করিলেন। ঠিক এই সময়ে হারাধন তাহাদের সঙ্গের হ্যারিকেনটা জ্বালিয়া হাত বাড়াইয়া ঘরের ভিতর রাখিয়া দিল। এতক্ষণ ঘর অন্ধকার থাকাতে, সাবিত্রী দীপ্তিকে ভালরূপ দেখিতে পান নাই ; এইবার উজ্জ্বল আলোকে তার মূর্ত্তিখানা সুস্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, আর্ত্তকণ্ঠে সাবিত্রী বলিয়া উঠিলেন—"তোমার এমন সাজ কেন মা! তবে কি আমার বাছা সত্যিই নেই?"

দীপ্তি কোনও উত্তর করিতে পারিল না ; মাথাটা নীচু করিয়া নীরবে কেবল অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সাবিত্রী একবার মাত্র একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার চোখ-দুইটা কপালে উঠিল। "বাবা, বাবা, শীগ্‌গির আসুন" বলিয়া দীপ্তি শশব্যস্তে গৃহস্থিত মৃন্ময়-কলসী হইতে জল লইয়া

তাঁহার চোখেমুখে ঝাপ্টা দিতে লাগিল। দেবকুমারবাবু এবং হারাধন উভয়েই তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে আসিলেন। আলোটা তুলিয়া ধরিয়া, একবার সাবিত্রীর চেহারাখানা দেখিয়া লইয়া দেবকুমারবাবু বলিলেন—"হারাধন গ্রামের লোক কাকেও ডেকে জিজ্ঞাসা কর না—এখানে ডাক্তার-ফাক্তার কেউ নেই? তা হ'লে একবার ডেকে নিয়ে এস্ দেখি।"

প্রভুর আদেশক্রমে হারাধন বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর বাহির হইতেই, শান্তির পিতার সহিত হারাধনের সাক্ষাৎ হইল। এই নির্জ্জন ভগ্নকুটীরে, রাত্রিকালে আলো জ্বালা দেখিয়া ব্যাপার কি তিনি জানিতে আসিতেছিলেন, পথেই হারাধনের মুখে সমস্ত খবর পাইলেন ; তখন তিনি নিজেই হারাধনের সঙ্গে গ্রামের অমর ডাক্তারের বাড়ী চলিলেন। অমর ডাক্তার 'শতমারি ভবেৎবৈদ্য, সহস্রমারি চিকিৎসক' গোছের 'বনগাঁয়ে শিয়ালরাজারূপে' অবস্থান করিতেছিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর, ডবলফির প্রলোভন পাইয়া তবে তিনি ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং অনতিবিলম্বে সাবিত্রীর কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর সাবিত্রীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, একটু মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"এঃ—রাম! —রাম!—এই রাত্রিকালে আমায় না হোক্ মড়াটাকে ছোয়ালেন! এ ত একেবারে শেষ হয়ে গেছে ; এর আর দেখ্‌ব কি? আমাকে আবার এই রাত্তিরে নদীর ঘাটে স্নান কত্তে যেতে হবে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং ডবলফির টাকা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। হারাধন আবার আলো ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিতে। হারাধন ফিরিয়া আসিলে, দেবকুমারবাবু বলিলেন—"আর কেন হারাধন, এইবার সৎকারের ব্যবস্থা কর তবে।"

দীপ্তির পরিতাপের সীমা রহিল না! সে কি তবে শাশুড়ীকে হত্যা করিতেই আসিয়াছিল! তিনি যে বহুদিনের রোগশীর্ণ, দুর্ব্বলশরীরে হঠাৎ এত বড় সাঙ্ঘাতিক আঘাতটা সহ্য করিতে না পারিয়াই, এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুর কবলে পতিত হইলেন, সেকথা সকলেই বুঝিতে পারিলেন ; তাই দীপ্তির এত আক্ষেপ! সে যদি না আসিত, তবে ত তিনি আরও দিনকতক বাঁচিতেন! সে কি সেবা করিতে আসিয়া, শেষে তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইল! একি হিতে-বিপরীত ঘটিল! এ আক্ষেপ দীপ্তির যে জীবন ব্যাপিয়া রহিয়া যাইবে! শান্তির পিতার যত্নে গ্রামের কয়েকজনলোক উপস্থিত হইয়া, সাবিত্রীর শবদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। দীপ্তিই মুখাগ্নি দান করিল। এইরূপে সাবিত্রীর দুঃখময়-জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়া

গেল। সুনীলের একখানি ক্ষুদ্রফটো কুটীরের মৃন্ময়-ভিত্তিগাত্রে টাঙ্গানো ছিল; ফিরিবার সময় দীপ্তি সেই ফটোখানি সযত্নে লইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশালা দেবী।

কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব-বিচার

(গীষ্পতিবাবুর মন্তব্যের উত্তর)

সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূপতি রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয় এবং তদনুজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয় "কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব" নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আমার পরমসুহৃদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে একখানি পুস্তিকা দিয়া আমার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন, এবং মদীয় বন্ধুবর কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও আমার এই বিষয়ে মত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা, তাহা সংক্ষেপে দুই-একটীকথায় কায়স্থ-পত্রিকাতে প্রকাশ করাই সুবিধা বিবেচনা করিলাম।

শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবুর যুক্তি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, এ বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা তাহা বলিয়া লই; কারণ, আমার মনে হয় ইহাতে অল্পকথায় কার্য্য শেষ হইতে পারিবে।

সুহৃদ্‌বর গীষ্পতিবাবুর মতে—কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহে, বর্ণসংকরও নহে, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ও নহে; পরন্তু "কায়স্থনামধেয় স্বতন্ত্র স্বনামধন্য মৌলিকজাতি।" (২৭ পৃষ্ঠা)

আমার মনে হয়, কায়স্থকে যদি মৌলিক জাতি বলা হয়, তাহা হইলে তাহারা দ্বিজ হইল না। দ্বিজ না হইলে, তাহাদের বেদে অধিকার থাকিল না, বেদোক্ত ক্রিয়া-কলাপ-সংস্কারাদিতে অধিকার থাকিল না। সুতরাং যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্রশাস্ত্রের প্রবৃত্তি, সেই ব্রহ্মজ্ঞানেও বেদপূর্ব্বক অধিকার থাকিল না। পরন্তু স্ত্রী-শূদ্রের ন্যায় বড় জোর ইতিহাস, পুরাণপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার থাকিতে পারিবে। তার বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান এবং ইতিহাস-

পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয়ঃ, কোন্‌টা বাঞ্ছনীয় তাহা শাস্ত্রসেবীগণের নিকট অবিদিত নাই। আমার মনে হয়, বেদে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা মানবের অধিকতর হীনতা ও দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না।

তাহার পর এই মৌলিকজাতি চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিভাগের পরে উৎপন্ন বা পূর্ব্বে উৎপন্ন, ইহাও দেখিতে হইবে। যদি বলেন, পূর্ব্বে উৎপন্ন অর্থাৎ মনুষ্যজাতির সৃষ্টির পর বর্ণবিভাগ হইয়াছে, তাহা হইলে, বর্ণবিভাগ কর্ত্তার নিকট অবশিষ্ট মনুষ্য বা কায়স্থজাতি এমনই বিবেচিত হইল যে, তিনি ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র মধ্যেও গণ্য করা আর আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। এ ক্ষেত্রে কায়স্থকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অথবা শূদ্র অপেক্ষা হীন না বলিলে, আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হয় না? বস্তুতঃ কিরূপ হইলে ইহা হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। অবশ্য এই বিষয়টী স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, জাতি কি পদার্থ, যিনি বর্ণ বিভাগ করিলেন তাঁহার স্বরূপ, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির স্বরূপ, মনুষ্য-সৃষ্টির প্রকৃতি প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক হয়। কিন্তু সে সব কথা লিখিবার সময় আমার নাই। আর যদি এই মৌলিকজাতি চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিভাগের পরে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহারা চারিবর্ণের কোন একবর্ণের আচার গ্রহণ না করিল কেন? ইহাদের যোগ্যতার অভাব বা বৈদিক আচার-বিচারে শ্রদ্ধার অভাব অথবা ইহাদের শ্রেষ্ঠতাই কারণ? এ পথেও যাইয়া কোন সুবিধা নাই। সুধী পাঠকবর্গ বেদের উৎপত্তি ও প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই অবগত আছেন; আমার আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থের বেদাধিকার সম্বন্ধে এবং তজ্জন্য তাহাদের সমাজে স্থান সম্বন্ধে বহু ভূদেব ব্রাহ্মণগণ কিরূপ ভাবেন, তাহা স্মরণ করিলেই যথেষ্ট।

সুহৃদ্‌বর গীষ্পতিবাবু, কায়স্থকে মৌলিকজাতি না বলিলে যে ক্ষতি হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য (২৯ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন—

"আজকাল কেহ কেহ স্বকপোলকল্পিত যুক্তি, অনুমান কিংবা শাস্ত্রের একাংশ বা একদেশ অবলম্বনে চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন জাতি বর্ত্তমান না থাকা স্থির করিয়া, আপন জাতিকে দ্বিজাতি বর্ণত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে ও অসম্ভাব্য উপায়ে জাতীয় উন্নতি সম্পাদন করিতে বিশেষ লালায়িত হইয়াছেন; অথচ তাঁহারা যে উন্নতিব্যপদেশে গুরুতর অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছেন ও স্বজাতির অবমাননা করিতেছেন, তাহা প্রণিধান করিতে পারিতেছেন না। অধুনা উচ্চ হইবার অভিলাষ করিলেই

যে পূর্ব্বের নীচতা আপনা হইতেই স্বীকৃত হয়, ইহাও তাঁহারা অনুধাবন করিতেছেন না। অধিকন্তু আপন জাতি ও স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে ব্রাত্য, পতিত, ব্রহ্মঘ্নসদৃশ মহাপাতকী, শ্মশানসম অপবিত্র প্রভৃতি স্বীকার করিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের পণ্ডতা অঙ্গীকার করিয়া এইক্ষণ অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় উপায়ে ব্রাত্যতা পরিহারপূর্ব্বক উপবীতধারণ ও অশৌচকাল পরিবর্ত্তন করিয়া, চিরাচরিত দেশাচার, কুলাচার, জাত্যাচার-বিরুদ্ধ ঈদৃশ ধর্ম্মঘাতী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

এরূপ লেখা আমরা পণ্ডিত গীষ্পতিবাবুর নিকট আশা করিতে পারি নাই। ইহাতে যে সকল দোষ ঘটিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতে গেলে রূঢ়ভাষা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। আমরা শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবুর সম্বন্ধে সেরূপ করিতে একেবারেই অপ্রস্তুত। আমরা তাঁহাকে পণ্ডিত ও কায়স্থ-কুলের ভূষণস্বরূপ জ্ঞান করি।

আচ্ছা ব্রাত্যতা, পাতিত্য, ব্রহ্মঘ্নসদৃশ মহাপাতক, শ্মশানসম অপবিত্রতা প্রভৃতি যে নিন্দনীয় তাহা কে বলিল? ইহা কি বন্ধুবর গীষ্পতিবাবুর অজ্ঞাতসারে ঐকান্তিক বেদচরণ-সেবার ফল নহে? তাদৃশ অপবিত্রতা প্রভৃতি স্বীকার করিয়া শ্রাদ্ধাদি সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পণ্ডতাভীতি কি শ্রদ্ধেয় ও পূতচরিত্র গীষ্পতিবাবুর বেদানুগত্যের ফল নহে? অশাস্ত্রীয় উপায়ে ব্রাত্যতা পরিহার-চিন্তা কি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাতিরিক্ত ধর্ম্মসেবীর হইয়া থাকে? ইতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্র যদি এই মৌলিক জাতির অবলম্বনীয় হয়, তবে তাহারা কাহার ছায়া, কাহার প্রতিধ্বনি? চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত জাতির সত্ত্বা প্রমাণিত হইলেও (২১ পৃষ্ঠা) চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত বর্ণের সত্ত্বা কি প্রমাণিত হয়? মনুতে উহাও স্পষ্ট করিয়া বলাই হইয়াছে এবং শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবু ত তাহা উদ্ধৃতও করিয়াছেন (১৭ পৃষ্ঠা)। জাতি এবং বর্ণ শব্দ শ্যাম ও কৃষ্ণের ন্যায় এক অর্থে বহু স্থলে প্রযুক্ত হইলেও, তাহারা যে বিভিন্ন তাহা শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবু যেমন স্বীকার করেন, তদ্রূপ আমরাও স্বীকার করি। ইহাদের বিভিনার্থকত্ব তিনি অতি উত্তমরূপেই প্রমাণিত করিয়াছেন। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্র-সেবা করিয়া আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাতে চারিবর্ণ বিভাগ সদাচার নির্দ্দেশের জন্য। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণও বহু আছে, কিন্তু সে সকল উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি না। তবে একটা যুক্তি এককথায় স্মরণ করা যাইতে পারে যে, বর্ণসঙ্করের আচারবিচার নির্ণয়স্থলে কোথায় মাতৃবর্ণাচার, কোথাও পিতৃবর্ণাচার নির্দ্দেশ করা হয়। যেমন অম্বষ্টগণের বৈশ্যাচার

ইত্যাদি। শ্রেয়স্কামী মানব যে জাতিই হউন বৈদিক বা বেদানুগত আচার গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত চারিবর্ণের মধ্যে প্রবেশ করেন। এইজন্য মনুতে "পঞ্চম বর্ণ নাই" (১০।৪) এইরূপ বলা হইয়াছে। অবশ্য স্বর্গীয় কাশীবিস্তারত্ন প্রমুখ কতিপয় মহাত্মা পদ্মপুরাণের একটী বচন সাহায্যে বলেন যে, কায়স্থ পঞ্চমবর্ণ। কিন্তু মনুর সহিত পদ্মপুরাণের বচনের এই বিরোধ মীমাংসার জন্য মনুই প্রবল বলা উচিত, ইহা কোন শাস্ত্রজ্ঞ-পুরুষের অবিদিত নাই। আর পুরাণের মধ্যে অধিকাংশ পুরাণেরই বর্ত্তমান আকার যে অবিশ্বাস্য, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাতে বহু প্রক্ষিপ্ত স্থান পাইয়াছে, তাহা কাহার অবিদিত? অতএব জাতি নানা হইলেও, বর্ণ চারিটী, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধ হয়, যদি ব্রাত্যতা, পাতিত্য, মহাপাতক প্রভৃতি দোষযুক্ত হইয়াও প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা বেদসেবার সামর্থ্য আমাদের লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাও আমাদের গৌরবের বিষয়; তথাপি বেদবহির্ভূত হইতে ইচ্ছা করি না। দেশাচার, কুলাচার, জাত্যাচার সবই বেদমূলক। যে ধর্ম্মহানির ভয় আমাদের বন্ধুবরের হইতেছে, তাহা কি বেদমূলক ধর্ম্ম নহে। আর দ্বিজ না হইলে কি সেই বেদমূলক ধর্ম্ম সাক্ষাৎ-ভাবে পালন করিবার সুযোগ হয়? আমাদের ইচ্ছা হয়, শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবু যেরূপ সংস্কৃত কাব্যাদি শাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, দ্বিজ হইয়া তদ্রূপ বেদশাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন।

এইবার দেখা যাউক বন্ধুবরের যুক্তিগুলির সারবত্তা কত দূর।

প্রথম তিনি "জাতিতত্ত্ব নির্ণয় প্রণালী" (১ পৃষ্ঠা) আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিতেছেন—

"কোনজাতির প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়, অথবা সেই জাতি উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট ইহা বিচার করিতে হইলে, নিম্নোক্ত তিনটীমাত্র উপায় অবলম্বনে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথম—সেই জাতির প্রকৃত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উৎপত্তি বা সৃষ্টি।

দ্বিতীয়—সেই জাতির শাস্ত্রোল্লিখিত বৃত্তি বা উপজীবিকা।

তৃতীয়—সেই জাতির পুরুষপরম্পরাগত চির-প্রচলিত আচার-ব্যবহার ও সামাজিক স্থান।"

আমাদের মনে হয় ইহা জাতিতত্ত্ব নির্ণায়ক হইতে পারে না। প্রথমতঃ জাতিতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে জাতি পদার্থটী কি তাহা বলা আবশ্যক। কিন্তু তাহা বলা হয় নাই। বস্তুতঃ আলোচ্য-জাতির স্বরূপটী যে নানা

বিবাদাস্পদীভূত বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা কি আকৃতি বা গোত্বাদির ন্যায় ন্যায়ের জাতি বা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বিশেষ, বা কুলবিশেষে জন্মমাত্র কি ইহাদের সমষ্টি ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু তাহার মীমাংসা কোথায়? তাহার মীমাংসা না করিয়া অগ্রসর হইলে, পরিণামে বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহার পর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উৎপত্তি ও বৃত্তি বলিতে গেলে, কাহাকে শাস্ত্র বলা হইতেছে তাহা কি বলা উচিত নহে? যেহেতু বহু-পুরাণাদি-গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত প্রবেশ করিয়াছে। আর যাহার এক অংশে অপ্রামাণ্য থাকে, তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয়ই হয় না। তাহাদের উপর সর্ব্বান্তঃকরণে কোন সত্যান্বেষী কি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন? তাহার পর শাস্ত্রে যে জাতির যেরূপ উৎপত্তি প্রভৃতি বর্ণিত আছে, তাহা যে আজ কোন একটী বিশেষ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রমাণ কি? সত্যকাম যে ব্রাহ্মণ, তাহা কি ন্যায়সঙ্গতরূপে নির্ণীত হইয়াছিল? আমার মনে হয়, একথা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। এ পর্য্যন্ত যত বংশ বিদ্যমান, তাহারা যে নিজ নিজ মূলপুরুষ হইতে উৎপন্ন, তাহার প্রমাণ মুখের কথা ভিন্ন আর কি? আর অন্যজাতির সন্তান নানাকারণে অন্যজাতির মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কথাও যথেষ্ট শুনা যায়? দেখুন মহাভারতে যুধিষ্ঠিরই কি বলিতেছেন—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে!
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বেসর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্‌মৈথুনমথো জন্ম মরণং চ সমং নৃণাম্॥
ইদমার্ষং প্রমাণং চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ॥

এতদ্দ্বারা জানা যায়, জাতিনির্ণয় এক প্রকার অসম্ভব। তাহার পর আবার দেখা যায়—

কৃতকৃত্যাঃ পুনর্ব্বর্ণাঃ যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ॥
শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষণ দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈশূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

এতদ্দ্বারা বলা হইল, ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারের পরও যদি ব্রাহ্মণের গুণ প্রকাশিত

না হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি বর্ণসঙ্কর। অতএব ব্রাহ্মণত্বাদি যে জাতি (তাহা যাহাই হউক) তাহার নির্ণয় কিরূপ দুরূহ বা অসম্ভব তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন মূলপুরুষের বংশধর বলিয়া নিজ নিজ জাতিনির্ণয় করিবেন, তাঁহাদের নির্ণয়ের মূল্য যে কতদূর তাহা বেশ দেখা যাইতেছে; আর তদ্রূপ এই জাতিনির্ণয় প্রণালীর প্রথম উপায়টী যে কতদূর অভ্রান্ত, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা কাহারও জাতি নির্ণয় হইল না। তাহার পর বৃত্তি বা উপজীবিকার দ্বারাও এই জাতিনির্ণয় অভ্রান্ত হয় না; কারণ অবস্থা-গুণে এই বৃত্তি ঠিক বংশ পরম্পরায় অব্যাহত নাই। আপদ্ ধর্ম্মে অবলম্বিত বৃত্তি যে পরেও থাকিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? এই যে চীন, দরদ, অশ ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া মনুতে অভিহিত, তবে কেন তাহাদের বৃত্তির অন্যথা হইল?

তাহার পর এই উপায়টীকে যদি জাতিনির্ণায়ক বলাও যায়, তাহা হইলে মসীজীবী-কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় নহে তাহাই বা কে বলিবে?

শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবু কায়স্থকে মৌলিকজাতি বলিতেছেন; আচ্ছা ইহারা যদি বর্ণবিভাগের পূর্ব্বেও ছিলেন বলা হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ কেন বলা হইবে না? দেখুন মহাভারতে আছে—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসা।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥

কিন্তু তাহা হইলে কায়স্থের সেই আচার নাই কেন?

তাহার পর পুরুষপরম্পরাগত চিরপ্রচলিত আচার-ব্যবহার ও সামাজিক স্থানই বা কি করিয়া জাতির নির্ণায়ক হয়? কারণ, আচার-ব্যবহারও বৃত্তির ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাল করিয়া যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সত্যানুসন্ধিৎসু এই নির্ণয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত গীষ্পতিবাবু সত্যানুসন্ধিৎসু বলিয়াই আমি জানি, তাই এত কথা বলিলাম। সত্য কথা বলিতে গেলে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, কণ্টকদ্বারা যেমন কণ্টক উৎপাটিত করিতে হয়, তদ্রূপ এইরূপ একটা জাত্যাভিমান স্বীকার করিয়া উন্নতির প্রয়াস করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। বজ্রসূচি উপনিষদে জাতির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইহাকে তথায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, "ব্যবহার

প্রকল্পিতা” ইত্যাদি। সদাচার গ্রহণ করাই মুখ্যউদ্দেশ্য; তৎসঙ্গে যদি সে জাত্যাভিমান অর্জ্জন করা যায় খুবই ভাল। ব্রহ্মার বা বিরাট্-পুরুষের মুখ, বাহু প্রভৃতি হইতে যে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি, তাহা ব্রাহ্মণাদির আচারের শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশমাত্র আর তথায় সমগ্র মনুষ্যজাতির আচারের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন অন্য জাতি আছে, ইহা এজন্য শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। বাস্তবিক চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ যে মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত, শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবুর উদ্ধৃত মনুবচন হইতেও জানা যায় (১ পৃষ্ঠা) তথায় “লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং” অর্থাৎ লোক সকলের বিবৃদ্ধির জন্য চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি এই বাক্যটী উক্ত হইয়াছে। বিবৃদ্ধি কাহার হয়, যাহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহারই পক্ষে। আর এই কারণে—

“ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।”

এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যটী অনুকূল হয়। কেবল তাহাই নহে, বন্ধুবরের উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের বচনও (২ পৃষ্ঠা) ইহার অনুকূল, যথা—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম!
পাদোরু-বক্ষস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥ ১৩০
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার হ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মহারাজ যজ্ঞসাধনমুত্তমম্॥ ১৩১

অতএব এভাবে জাতিনির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, যথাসাধ্য সদাচার অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। আর এজন্য যদি কোনরূপে শাস্ত্র আমাদিগকে দ্বিজত্বাভিমান দিবার সুযোগ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার অবলম্বনও তদ্রূপ শ্রেয়ঃ। ইহা হইল আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির নিশ্চয়তা। ইহা যদি কাহারও অরুচিকর হয়, তাহা হইলে জাতিনির্ণয় যে আজ একপ্রকার অসম্ভব তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি এবং বোধ হয় প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু এই কথায় সায় দিতে চাহিবেন। যাহা হউক, শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবুর জাতিনির্ণয়-প্রণালী আমাদের নিকট অসঙ্গতই বোধ হইল।

ইহার পর শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবু “চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি” আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কায়স্থের মৌলিকজাতিত্ব প্রমাণ হয় নাই। তাহার পর তিনি “চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মকর্ম্মাদির ব্যবস্থা” বর্ণন করিয়া কায়স্থের উৎপত্তি (২।৩ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কায়স্থের মৌলিকজাতিত্ব প্রমাণ হয় না; প্রত্যুত কায়স্থকে করণজাতি অর্থাৎ বর্ণসঙ্করজাতি বলিয়াই মনে হয়। এ স্থলের শ্লোক যথা—

তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥ (১৬৪ পদ্য)

অথচ তিনি ১৬ পৃষ্ঠায় “কায়স্থ ও করণ এক নহে” বলিয়া অনেক কথাই লিখিয়াছেন। এ বাক্যের আলোচনা আদৌ করেন নাই। কিন্তু ইহাতেই বা ক্ষতি কি? কোন কোন মুদ্রিত ব্যাসসংহিতাতে যে কায়স্থকে অন্ত্যজজাতি বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ও সে শঙ্কা নিরাস করিতে যাইতেছি না। অতএব ব্যাখ্যাকৌশলে এ স্থলের কায়স্থকে অন্যরূপ করিবার আবশ্যকতাও দেখি না।

তাহার পর চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি (৪।৬ পৃঃ) প্রসঙ্গে আমাদের গীষ্পতিবাবু পরস্পর বিরুদ্ধ চারিটী পৌরাণিকমতের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে, চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি-বিষয়ক কথাটী প্রক্ষিপ্তাশঙ্কায় অগ্রাহ্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলে কি জিজ্ঞাস্য হইবে না যে, কায়স্থ যে মৌলিকজাতি তাহার কি এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে? তিনি কায়স্থের মৌলিক-জাতিত্বে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে যাইয়া ২০।২১ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি ব্যতীত সূত, মাগধ, কিরাত প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং তাহার ফলে কায়স্থও মৌলিকজাতি সিদ্ধ করিতেছেন, যথা—

“এই সকল জাতি কোন বর্ণ বা বর্ণসঙ্কর হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং ইহাদিগকে কোন বর্ণ বা বর্ণ সঙ্করের অন্তর্ভূক্ত বলা যায় না। অথচ তাহারা এক একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে।”

“অতএব দেখা যাইতেছে যে, জাতি ও বর্ণ এক পদার্থ নহে এবং যখন বর্ণ ও বর্ণসঙ্কর ভিন্ন জাতি সমূহের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে, তখন আদি কায়স্থগণকে মানবচতুর্ব্বর্ণাতীত বর্ণসঙ্করব্যতিরিক্ত বিশুদ্ধভাবে সমুৎপন্ন উৎকৃষ্ট মানবজাতি বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করা যাইবে না?”

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে ন্যায়ের আকারটী কি এইরূপ হইল না?

কায়স্থ মৌলিকজাতি
যেহেতু—মৌলিকজাতি আছে
যেমন—সূত, মাগধ, কিরাতাদি

কিন্তু ইহা কি নির্দ্দোষ অনুমান? মৌলিকজাতি থাকিলেই কি কায়স্থ মৌলিকজাতি হইবে? এ বিষয়ে অধিক লেখা অনাবশ্যক। অতএব বন্ধুবর গীষ্পতিবাবুর যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অবশ্য তিনি তাঁহার পুস্তিকা মধ্যে আরও অনেক কথা আলোচনা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের

সাক্ষ্য-বিষয়ে বন্ধুবরও যথেষ্ট অসঙ্গত কটাক্ষ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, তখন তাহাই বলিয়া থাকেন এইরূপ হয়, তাহা হইলে কি তাঁহাদের অন্যায় হইল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় কায়স্থের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেও * এখন যেরূপ অনুকূলে সাক্ষ্য দিতেছেন সেইরূপ কি স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও কৃষ্ণনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় যে অনুকূলে ইদানীং দিতেন না তাহার প্রমাণ কি? এই সকল পণ্ডিত শ্রেষ্ঠকে "অসদুপায়ে বাধ্য" করা হইয়াছে এরূপ বলা শ্রদ্ধেয় গীষ্পতিবাবুর মুখে শোভা পায় না। এইরূপ বহু কথা আলোচ্য আছে। সে সকলের উল্লেখ দিতে আর ইচ্ছা হইল না। যেহেতু সেগুলি যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের মনে হয় তাঁহার মত উচ্চপ্রকৃতি ও পণ্ডিতব্যক্তি এই প্রতিপাদন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া জাতির তত্ত্ব-অনুসন্ধান মাত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অথবা স্বজাতির উন্নতিকল্পে প্রবৃত্ত হইলে ভাল হইত।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘো

ভ্রম-সংশোধন—অগ্রহায়ণ-সংখ্যা পত্রিকায় সভার যে "কার্য্য-বিবরণী" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শেষ-পৃষ্ঠা (।৶০ ও ॥০ আনা) দপ্তরীর অসাবধানতায় পত্রিকার প্রথম-দিকে, অর্থাৎ সূচীপত্রের ঠিক পরেই সংযোজিত হইয়াছে। উহা ।৶০ ও ॥০ আনা পৃষ্ঠা পত্রিকার শেষাংশে, অর্থাৎ ।৵০ পৃষ্ঠার পরে স্থাপিত হইবে। আশা করি, সহৃদয়-পাঠকবর্গ নিজগুণে এই ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

---

* শুনা যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় কখনও বিরুদ্ধে মত দেন নাই এবং মত পরিবর্ত্তনও করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি ২রা মাঘ, দণ্ডীরহাট-নিবাসী, বসু-বংশীয় অনুপনীত উকীল ৺বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের ত্রয়োদশাহ-শ্রাদ্ধে, তাঁহার কলিকাতার বাদুড়বাগানস্থ-ভবনে অন্যান্য বহুসংখ্যক মনীষী পণ্ডিতগণ সহ যোগদান করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন ও বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

২১ বর্ষ | মাঘ—১৩২৯ | ১০ম সংখ্যা

"কায়স্থ জাতিতত্ত্বে"র প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত ভূপতি গুহ রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি গুহ রায়-চৌধুরী কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয় "কায়স্থ জাতিতত্ত্ব" নামে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, কায়স্থ চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত ব্রহ্মকায়োৎপন্ন একটী মৌলিকজাতি এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণেরই বিমিশ্র ধর্ম্ম তাহার পালনীয়। লেখকদ্বয় স্বজাতিকে ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, সুতরাং তাহাকে ক্ষত্রিয় না বলিয়া চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত একটী উন্নত মৌলিকজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে কায়স্থ শূদ্র বা বর্ণসঙ্কর নহে, পরন্তু ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য স্বতন্ত্র জাতি। পুস্তিকার ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কায়স্থজাতির উৎপত্তি বিশুদ্ধ, বৃত্তি বিশুদ্ধ, আচারও বিশুদ্ধ, সুতরাং তাদৃশ বিশুদ্ধজাতি যে সমাজের উচ্চঅঙ্গে স্থান পাইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বস্তুতঃ বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, বদান্যতা, শিষ্টাচার, সৎকর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে কায়স্থজাতি এক ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন জাতি হইতে হীন বা ন্যূন নহেন ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন কায়স্থজাতি পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্য-পরিচালন, রাজ্যভোগ, রাজত্বস্থাপন, ভূস্বামিত্বের উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। দেব-ব্রাহ্মণাদির প্রতিষ্ঠা, পূজা, পিতৃমাতৃগুরুভক্তি, অতিথিসেবা, পূজা, পাঠ, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিষয়েও কোন জাতি এ যাবৎ কায়স্থজাতিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বঙ্গে বল্লালী কৌলীন্যপ্রথা ও মর্য্যাদাও কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির মধ্যেই নিবদ্ধ। এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিয়া এবং প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, শিলালিপি, কুলকারিকা, জনশ্রুতি প্রভৃতির

আলোচনা করিয়া কোনব্যক্তিই হিন্দুসমাজে ধর্ম্মগুরু ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তীস্থানে বিশুদ্ধ কায়স্থের নাম নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সুতরাং এই জাতি যে ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য তাহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ থাকিবে না।"

ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত কোন মৌলিকজাতির উল্লেখ নাই, চতুর্ব্বর্ণের মিশ্রিতধর্ম্ম কোন আর্য্য-মানব পালন করিবে এরূপ ব্যবস্থাও কুত্রাপি নাই। চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরযোগে উৎপন্ন বিবিধ বর্ণসঙ্করের উল্লেখ আছে, তাহাদেরও শূদ্রবৎ বর্ণধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা মনু বলিতেছেন—

স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ ১০ অঃ।

অর্থাৎ দ্বিজাতি ব্যতীত অপধ্বংসজ সকলেই শূদ্রের সমধর্ম্মী হইবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও পুরাণবচন ধরিয়াছেন—"শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরণ শূদ্রবদ্ বর্ণসঙ্করাঃ।" মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—

"চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভঃ।
অতোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ।
(শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষ, ১৯৬ অঃ)

চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় সঙ্করবর্ণ। গীতাতেও ভগবান বলিতেছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।" গুণকর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণতাই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কোন স্বতন্ত্রজাতি সৃষ্টি করিয়াছেন এমন কথা ভগবদুক্তিতে নাই। গীষ্পতিবাবু কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর বলিতেছেন না, কিন্তু ধর্ম্মসঙ্কর বলিতেছেন। আর্য্য হিন্দুর শাস্ত্রে এমন ধর্ম্মসঙ্করতা স্বীকৃত হয় নাই, গীষ্পতিবাবুও তাহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই মত সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। বর্ণ মাত্র চারিটী, যথা মনু বলিতেছেন—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতি স্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ ১০ অঃ।

চারিবর্ণ ছাড়া পঞ্চম কোন বর্ণ নাই। তবে এক এক বর্ণ মধ্যে বহু জাতি হইয়াছে, এবং বহু জাতি এক এক বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। এক শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত বহু শূদ্র জাতির নাম ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। তাহারা বিবিধ শিল্পাদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি নাম প্রাপ্ত

হইয়াছে এই মাত্র। ব্রাহ্মণের মধ্যেও গণক, অগ্রদানী, তীর্থযাজী, দেবল, বান্ধন, দ্রাবিড়, সারস্বত, কনৌজীয়া, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি জাতি-নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও কায়স্থ, রাজপুত, ব্রহ্মক্ষত্রিয়, চান্দ্রসেনি, সূর্য্যধ্বজ, গৌড়, মাথুর প্রভৃতি শাখানাম দৃষ্ট হয়।

উক্ত চারিবর্ণও আদিতে ছিল না। আমরা বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে জানিতে পাই যে, প্রথমে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, তাহাতে জগৎকার্য্য সুকর না হওয়ায়, ঐ ব্রাহ্মণ হইতে কতিপয় শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া ক্ষত্রিয়শ্রেণী গঠন করা হইয়াছিল। তাহাতেও সুবিধা না হওয়ায়, পরে বিত্তোপার্জ্জনকারী বিশ্ বা বৈশ্যশ্রেণী এবং সর্ব্বশেষ এক শৌদ্রশ্রেণী গঠন করা হইয়াছিল। (১ অঃ) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে যে, প্রথম জাত এক ব্রাহ্মণ হইতেই গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহারও মর্ম্ম এই যে, সমাজসমষ্টিরূপ বিরাট্ পুরুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ লইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে, বা চারিবর্ণই যে এককালে হইয়াছে তাহা নহে। সৃষ্টির পরে আর্য্যগণ তৎকালের সামাজিক প্রয়োজনে কর্ম্মবিভাগক্রমে ক্রমে ক্রমে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আবার এই এক একটী ভাগ বা বর্ণও এক সময়েই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখণ্ডের ১০ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

চন্দ্রাদিত্য মনূনাঞ্চ প্রসবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ॥

চন্দ্র, আদিত্য ও চতুর্দ্দশ মনুর সন্ততিগণ ক্ষত্রিয়, আর ব্রহ্মার বাহুদেশ হইতে অন্য ক্ষত্রিয়জাতি সকল সৃষ্ট হইয়াছে। আবার পাদ্মসৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম।
পাদোরুবক্ষস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥

পদ্মপুরাণ বলিতেছেন, ব্রহ্মার বক্ষস্থল হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। রাজপুতনার ইতিহাসে প্রমার, গিহ্লোট প্রভৃতি অগ্নিকুলজাত ক্ষত্রিয়দের পরিচয় পাই। শতপথব্রাহ্মণে একস্থলে উক্ত হইয়াছে, অগ্নি ব্রাহ্মণ এবং ইন্দ্র ক্ষত্রিয়, এই উভয়ের বীর্য্যে বৃত্র পরাভূত হইয়াছিল, আবার অন্যস্থলে উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্র

ও অগ্নি উভয়ই ক্ষত্রিয়। যেমন চন্দ্র হইতে বুধ, পুরুরবা প্রভৃতি, আদিত্য সূর্য্য হইতে মনু, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি, স্বায়ম্ভুব মনু হইতে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-রাজগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, তেমন অগ্নি-দেবতা হইতেও একশ্রেণী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন ইহা অসম্ভব নহে। আবার ব্রহ্মার বাহুদেশ হইতে এবং বক্ষস্থল হইতেও ক্ষত্রিয়জাতি সকল উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, বিভিন্নকালে বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হইয়াও চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ ও বিভিন্ন মনুবংশ এক ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, আবার ব্রহ্মার বক্ষ ও বাহু হইতে উৎপন্ন জাতি সকলও সেই ক্ষত্রিয়বর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বা সেই ক্ষত্রিয়েরই বর্ণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মকায়োৎপন্ন কায়স্থও ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে কায়স্থ চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্মপালন করিতেই আদিষ্ট হইয়াছেন। পুরাণ বচন এই—

* * *

পুলস্ত্য উবাচ—তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ॥
লেখনী ছেদনী হস্তো মসীভাজন সংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥

* * *

ব্রহ্মোবাচ— মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থ্যং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্যনিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবি ভাবসমন্বিতাঃ॥
(বাচস্পত্য অভিধান দেখুন।)

বাচস্পত্যধৃত পাদ্ম পাতালখণ্ডের বচনেও ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত ধর্ম্মরাজ্যের সচিব কায়স্থবীজপুরুষ চিত্র ও বিচিত্র—

"ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহারা উৎপন্ন হইয়া ক্ষত্রিয়বর্ণে স্থিত হইলেন। এইরূপে বিভিন্নকালে বিভিন্নরূপে উৎপন্ন প্রজাপতির সন্ততিগণ এক ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া

ক্ষত্রিয়বর্ণকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, বরং ইহাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। পুরাকালের সমাজ প্রথমজাত ব্রাহ্মণ হইতে বাছিয়া যাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়াছিল, ক্রমে শক্তিশালী আরও অনেক প্রজা সেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এক বৃহৎ ক্ষত্রিয়জাতি গঠন করিয়াছিল, শাস্ত্রোক্তি হইতে ইহাই অবধবোধিত হইতেছে।

বর্ণসৃষ্টি বিষয়ে শ্রুতি ও পুরাণে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার সামঞ্জস্যের প্রয়াস করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে। শ্রুতি ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, প্রথম-জাত এক ব্রাহ্মণই ক্রমে চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। মূলতঃ বর্ণসমুদয়ের কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছে। ইহা কল্পনামূলক আলঙ্কারিক ব্যাখ্যান মাত্র। মুখই বক্তা ও উপদেষ্টা, এজন্য ধর্ম্মোপদেষ্টা অধ্যাপক ব্রাহ্মণকে প্রজাপতির মুখজাত বলা হইয়াছে। পুরুষসূক্তে যাহাকে মানবসংহতিরূপ বিরাট-পুরুষের মুখ বলা হইয়াছে, স্মৃতি ও পুরাণে তাহাকেই মুখজাত বলা হইয়াছে। বাহুই বলের আধার, এজন্য সমাজরক্ষক বলী ক্ষত্রিয়কে প্রজাপতির বাহুজাত বলা হইয়াছে। মাংসল উরু শরীরের স্তম্ভস্বরূপ, আর কৃষিবাণিজ্যকারী ধনপুষ্ট বৈশ্যও সমাজের স্তম্ভস্বরূপ, এজন্য বৈশ্যকে প্রজাপতির উরুজাত বলা হইয়াছে। পদদ্বয় উত্তমাঙ্গের প্রয়োজনে যেমন শরীরকে বহন করে, জ্ঞানহীন শূদ্রও তদ্রূপ উচ্চবর্ণের প্রয়োজন মতে পরিচর্য্যাদি করে বলিয়া প্রজাপতির পাদোদ্ভব বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যদি তাহাই হয়, তবে ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থ হইয়াছে ইহাও আলঙ্কারিক উক্তি বলিতে হইবে। শ্রুতিতে ও মনুস্মৃতিতে চিত্রগুপ্ত বা কায়স্থ-শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মহাভারতে পরমধর্ম্মজ্ঞ, যমসহকারী চিত্রগুপ্তের উল্লেখ আছে, রাজলেখক ও গণকেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু কায়স্থ এই জাতি-নাম তাহাতে নাই। বিষ্ণুস্মৃতি, বৃহৎপরাশর-সংহিতা, শুক্রনীতি প্রভৃতিতে লেখনী-জীবী, রাজ্যশাসনে অপরিহার্য্য কায়স্থ-নামধেয় এক উচ্চজাতির পরিচয় পাই। স্মৃতিনিবন্ধাদিতে দেখিতে পাই, কায়স্থই রাজার গণক ও লেখক, সন্ধিবিগ্রহকারী, শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ও দ্বিজাতি। প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদিতে দেখিতে পাই, হিন্দুরাজত্বকালে কায়স্থেরাই রাজার সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রীর কার্য্য ও যাবতীয় লেখ্যকার্য্য করিতেন, সচিব, মন্ত্রী, সেনাপতি, সর্ব্বাধিকার প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিজাতিসুলভ উচ্চকার্য্যে তাহারা নিযুক্ত হইতেন। তখন কায়স্থপল্লী

বেদনিনাদে মুখরিত হইত, বেদাদি চতুর্দ্দশ-বিদ্যায় সুপণ্ডিত কায়স্থকে রাজা তাম্রশাসনসহ ভূমিদান করিতেন, তখনকার অনেক কায়স্থ 'তর্কসাগরের পারগামী', 'নীতিজ্ঞানে ভার্গব, শুক্রাচার্য্য সদৃশ,' 'নিখিল শাস্ত্রজ্ঞান শুদ্ধ,' দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তাম্রশাসনে ও প্রাচীন কাব্যেতিহাসে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতেও দেখিতে পাই। পুরাণে এই কায়স্থ-জাতি ব্রহ্মকায় হইতে অসি, লেখনী ও মসিভাজনসহ আবির্ভূত, ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অতি প্রাচীন-কালে কায়স্থনামক কোন জাতি ছিল না, চিত্রগুপ্তের আবির্ভাবকালেও কায়স্থ নাম হয় নাই, চিত্রগুপ্তের সন্ততিগণ পুরুষানুক্রমে রাজকীয় গণক ও লেখকের কার্য্য (অর্থসচিব, সান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতি কার্য্য) পরিচালন করিয়া কালসহকারে অসিজীবী ক্ষত্রিয়সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলে, তাঁহাদের কায়স্থ এই নাম কল্পিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে যেমন চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, তেমন ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণীয় কায়স্থোৎপত্তি প্রসঙ্গকে অলঙ্কারমুক্ত করিলে একটী বৃহৎসত্য প্রতিভাত হয়। তাহা এই যে, চিত্রগুপ্তই আদিলেখক, আর্য্য-ভারতে তিনিই প্রথমে লেখনী ও মসীসংযোগে লিপিকৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুরাকালে শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র গুরুপ্রমুখাৎ শিষ্য-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল, তখন কিছু লিখিত হইত না। আর্য্য-সমাজ ক্ষত্রিয়শ্রেণী গঠন করিয়া তাহার উপর প্রজাপালনের ভার অর্পণ করিলে, রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রজাবৃদ্ধিসহকারে তাহাদের অশেষবিধ ভূমিপরিমাণ, রাজস্বের হিসাব, সদসৎকর্ম্মাদি কেবল স্মরণে রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালন অসম্ভব হইয়াছিল। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই অসুবিধা প্রজাপালক ক্ষত্রিয়দিগেরই হইয়াছিল। তখন যে প্রতিভাবান্ ক্ষত্রিয় মসী ও লেখনীযোগে লিখনকৌশল আবিষ্কার করিয়া সেই অসুবিধা দূর করিয়াছিলেন, তিনিই পুরাণের আলঙ্কারিক ভাষায় লেখনী, ছেদনী ও মসীভাজনসহ ব্রহ্মকায় হইতে আবির্ভূত হইলেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। চিত্র বা লিপি রক্ষা করিতেন বলিয়া তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি মূলে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়াই তাঁহার হস্তে অসি দেওয়া হইয়াছে, আর তজ্জন্যই যথাবিধি ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্ম-পালন করিতে হইবে ইহাও বলা হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডের (১৩৯ অঃ) উৎপত্তি বিবরণে দেখিতে পাই,

চিত্রগুপ্তের পিতার নাম মিত্র। মিত্রকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তের সন্ততিগণকে কায়স্থ এই পৃথক্ নাম দেওয়া আবশ্যক হইলে, লিখনপদ্ধতির প্রবর্ত্তক চিত্রগুপ্তকে এবং তাঁহার পিতা মিত্রকেও কায়স্থ বলা হইয়াছে, এবং কোন কোন পুরাণে চিত্রগুপ্তকেই ব্রহ্মকায়োৎপন্ন আদি-কায়স্থ বলা হইয়াছে। গরুড়-পুরাণের উত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, বায়ু ও সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তের সহিত ধর্ম্মরাজকে সৃষ্টি করেন। জগৎশাসনে চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ উভয়ের সমান প্রয়োজন বলিয়া তাঁহাদের সহজন্মত্ব কল্পিত হইয়াছে। অথবা এ সকল বিভিন্ন কল্পের সৃষ্টি কথা।

চিত্রগুপ্ত লিপিকৌশল অবিষ্কার করিয়া আর্য্য-সভ্যতার এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন, সশরীরে যমলোকে নীত হইয়াছিলেন, তথায় ধর্ম্মরাজ যমের সহকারী বিশ্বচারিত্রলেখকপদে আসীন হইয়াছিলেন, তপস্যা দ্বারা দেবত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপে তিনি আর্য্য-মানবের পূজার্হ ও তর্পনীয় হইয়াছিলেন, আর ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণ ভোজনকালে তাঁহাকে অন্নবলি দিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। অতএব এই চিত্রগুপ্ত ও তৎসন্ততি কায়স্থগণের দ্বিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয়বর্ণতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

বৃহদারণ্যকশ্রুতিতে ক্ষত্রিয়-দেবতার উদাহরণে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান—এই কয়টী দেবতার নাম করা হইয়াছে। "যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রানীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যু রীশানঃ।" (১ অঃ) আর যমতর্পণ-মন্ত্রে দেখা যায়, চতুর্দ্দশ যম মধ্যে চিত্রগুপ্তও এক যম।

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

শ্রুতিবাক্যে যমের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, চিত্রগুপ্তেরও ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। পরলোকগত শ্যামাচরণ সরকার তদীয় ব্যবস্থাদর্পণেও একথা বলিয়াছেন। আর পূর্ব্বোক্ত গরুড়পুরাণের বাক্যানুসারে ধর্ম্মরাজের সহজন্মতা প্রযুক্তও চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এ বিষয়ে আলোচ্যপুস্তকে গীষ্পতি বাবু বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে যে ক্ষত্রিয়-দেবতাগণের নাম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে চতুর্দ্দশ যম মধ্যে কেবল যম ও মৃত্যুর উল্লেখ থাকায় ধর্ম্মরাজ ও

চিত্রগুপ্তের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে না। চতুর্দ্দশ যম মধ্যে ২ জন ক্ষত্রিয়, আর ১২ জন ক্ষত্রিয় নহেন, এ অতি অদ্ভুত আবিষ্কার। বর্ণ কর্ম্মানুযায়ী গুণ কর্ম্মই বর্ণবিভাগের ভিত্তি, নিখিল-হিন্দুশাস্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। যদি কেবল ২ জন যম ক্ষত্রিয় হন, আর ১২ জন ক্ষত্রিয় না হন তবে তাঁহারা কোন্ বর্ণ গীষ্পতিবাবু তাহা বলিয়া দিতে পারেন কি? তাহা না বলিতে পারিলে তাঁহার এই তর্ক পণ্ড হইতেছে। উক্ত শ্রুতিতে সমুদয় ক্ষত্রিয়-দেবতার নাম করা হয় নাই, ক্ষত্রিয়-দেবতার দৃষ্টান্তস্বরূপ ৮টী দেবতার নাম মাত্র করা হইয়াছে। এই শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্কর কি বলিয়াছেন দেখুন—"যানি এতানি প্রসিদ্ধানি লোকে দেবেষু ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো দেবানাং রাজা, বরুণো যাদসাম্, সোমো ব্রাহ্মণানাম্, রুদ্রঃ পশূনাম্, পর্জন্যো বিদ্যুদাদীনাম্, যমঃ পিতৃনাম, মৃত্যু রোগাদীনাম্, ঈশানো ভাসাম্ ইত্যেবমাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি। তদনু ইন্দ্রাদিক্ষত্রদেবতাধিষ্ঠিতানি মনুষ্যক্ষত্রাণি সোমসূর্য্যবংশ্যানি, পুরুরবপ্রভৃতানি সৃষ্টান্যেব দ্রষ্টব্যানি।" ফলতঃ যাঁহারা প্রভূতাসম্পন্ন তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন, "দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রংকর্ম্মস্বভাবজম্।" ঈশ্বর-ভাব বা প্রভুত্ব ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। 'ধর্ম্মরাজ', যিনি ধর্ম্মরাজ্যের প্রভু, তিনি ক্ষত্রিয় না হইলে ক্ষত্রিয় কে হইবে? উক্ত শ্রুতিবাক্যে আদিত্যগণ মধ্যে কেবল ইন্দ্র ও বরুণের উল্লেখ আছে; বিষ্ণু, বিবস্বান্, সবিতা প্রভৃতির নামোল্লেখ নাই। তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নহেন? আদিত্য (সূর্য্য বা বিবস্বান্), যাহা হইতে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ সম্ভূত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় দেবতা যম যাঁহার পুত্র, যিনি স্বীয় তেজে দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়া দেবগণকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনিও ক্ষত্রিয় নহেন? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৪ অধ্যায়ে আদিত্য সূর্য্য স্পষ্টই দেবক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মহাভারতে শান্তি-মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়েও ২০৮ অধ্যায়ে দেবগণের মধ্যে আদিত্যগণ (কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভজাত ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু, বিবস্বান্ প্রভৃতি) ক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যে যে সমুদয় ক্ষত্রিয়-দেবতার নাম করা হয় নাই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

উক্ত শ্রুতিতে পশুপতি রুদ্রকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, কিন্তু 'রুদ্রগণ'কে বৈশ্য বলা হইয়াছে। রুদ্র ও রুদ্রগণ পৃথক্। মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার স্তন হইতে ধর্ম্মনামে পুত্র উৎপন্ন হয়, তিনি দক্ষের অপর দশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ,

সাধ্যগণ, ও মরুদ্‌গণ ধর্ম্মের পুত্র। এই সকল গণদেবতা শ্রুতিতে বৈশ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তৎসঙ্গে আদিত্যগণেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, বিবস্বতাদি ব্যতীত আদিত্য নামে আর একশ্রেণীর গণদেবতা ছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৩ অধ্যায়ে প্রজাপতির উদ্দীপ্ত রেতঃ হইতে ঐ আদিত্যগণের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে এবং আদিত্য হইতে 'আদিত্যগণ' যে পৃথক্ তাহাও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যাহা হউক্, উক্ত শ্রুতিতে ক্ষত্রিয় দেবতার উদাহরণ মধ্যে ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের নাম না থাকাতেই তাঁহারা ক্ষত্রিয় নহেন, গীষ্পতিবাবুর এই মত সম্যক্ খণ্ডিত হইল। গীষ্পতিবাবু আর এক কথা বলিতেছেন, "যম ও মৃত্যুর পৃথক্ উল্লেখ থাকায় ঐ যম শব্দ চতুর্দ্দশযমবাচী নহে।" নাই বা হইল। ক্ষত্রিয়-দেবতার উদাহরণে যমধর্ম্মী দুই জনের উল্লেখ থাকায় অপর ১২ জনেরও ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

গীষ্পতিবাবু পরস্পর বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, কায়স্থোৎপত্তি বিবরণ নানাগ্রন্থে যাহা ধৃত হইয়াছে তদুপরি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। গীষ্পতিবাবু সামঞ্জস্য কোথায় পাইয়াছেন? আমি দেখিতেছি, বর্ত্তমানে বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে পুরাকালের দেব, মনুষ্য ও জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ আমরা যাহা পাইতেছি, তন্মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপন মানুষের অসাধ্য কার্য্য। যতটা সামঞ্জস্য হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর ঋষিগণ যে অভ্রান্ত ছিলেন, তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। অনন্তজ্ঞানের আধার পরমেশ্বর ব্যতীত সকলেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সুতরাং সকলেই ভ্রমের অধীন। প্রাচীন দর্শন-বিজ্ঞানে সর্ব্বত্রই মতদ্বৈধ দেদীপ্যমান, মহাভারতও বলিতেছে, "নাসৌমুনির্যস্যমতং ন ভিন্নং।" জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ে দেখিতে হইবে, বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্য হইতে জাতির উৎকর্ষাপকর্ষ কতটা জানিতে পারা যায়। আখ্যানভাগ সকল শাস্ত্রগ্রন্থে একরূপ না থাকিতে পারে, বরং না থাকাই নিয়ম। সকল জাতি, সকল বিষয়েই পৌরাণিক বিবরণে অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। কেহ বলিতেছেন, ব্রহ্মার বাহু হইতে ক্ষত্রিয় হইয়াছে, কেহ বলিতেছেন, ব্রহ্মার বক্ষ হইতে হইয়াছে। ইহার সামঞ্জস্য কি? ইহার সমাধান এইমাত্র যে, ক্ষত্রিয়কে ব্রহ্মার উত্তম অঙ্গে স্থান দেওয়া আবশ্যক বোধে কেহ বাহু কেহ বা বক্ষের নাম করিয়াছেন। কোথাও দেখিতে পাই, প্রজাপতি ব্রহ্মাই কূর্ম্মরূপী ও মৎস্যরূপী হইয়াছেন, আবার কোথাও দেখিতে পাই, বিষ্ণুই কূর্ম্ম ও মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে প্রথিত যে মৎস্য জলপ্লাবনকালে

মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত ব্রহ্মার বা বিষ্ণুর কোন সম্বন্ধ নাই। পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুভক্তিবশতঃ আমরা সকল বিভূতি, সকল মহত্ব এক বিষ্ণুতেই আরোপ করিয়াছি এইমাত্র বুঝিতেছি। আর কোন সামঞ্জস্য নাই।

আর এক অভিযোগ এই যে, বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্ত সন্তান তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই, কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বহুকালাগত আচারের পরিবর্ত্তন করা হইতেছে। এরূপ বিষয়ে জনশ্রুতি ছাড়া আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে? চিত্রগুপ্ত হইতে একাল পর্য্যন্ত কুশীনামা কাহারও ঘরে নাই, থাকিতেও পারে না। কোন শাণ্ডিল্য বা বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের সেই সত্যযুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত লিখিত বা কণ্ঠস্থ বংশমালা নাই, তথাপি তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার শাণ্ডিল্য বা বশিষ্ঠবংশীয়। এই বিশ্বাস জনশ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কেহ যে গৌতম বা ভৃগুর বংশ তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিতে পারেন না। যত লোক পূর্ব্ব-পুরুষের নাম বলিতেছেন, সকলেই যে সেই সেই পূর্ব্বপুরুষের অপত্য, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কেহ দিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া চিরপ্রথিত পূর্ব্বপুরুষের নাম বা বংশ কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। যাহা হউক, বঙ্গীয় গুহ, বসু প্রভৃতি বংশ যে চিত্রগুপ্ত সন্ততি ইদানীং তদ্বিষয়ে একটী ভাল প্রমাণ পাইয়াছি। কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটে এক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ভৃগুসংহিতার কোষ্ঠী বিক্রয় করেন। জন্মকালে দ্বাদশরাশিতে লগ্ন ও গ্রহগণের অবস্থান যত প্রকার হইতে পারে, তাহার প্রায় প্রত্যেক প্রকারের ভৃগুঋষি প্রণীত কোষ্ঠী তাঁহার নিকট আছে, ইহার প্রকাশ। ঠিকুজী বা জন্মকালের গ্রহচক্রটী দিলেই, তদনুযায়ী কোষ্ঠী খুঁজিয়া বাহির করেন এবং অর্থ লইয়া তাহার নকল দেন। ময়মনসিংহ, অলার জমিদার শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বসু রায়চৌধুরী প্রায় ৬ বৎসর পূর্ব্বে একবার কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহার নিজের ও তাঁহার জামাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার গুহঠাকুরতা মহাশয়ের গ্রহকুণ্ডলী উক্ত দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত করিয়া তদনুযায়ী কোষ্ঠী প্রাপ্ত হন এবং তখনই তাহার নকল করাইয়া লইয়া আসেন। আমি এই উভয় কোষ্ঠী পাঠ করিয়াছি। উহা বিস্ময়কর। উভয় কোষ্ঠীতেই লিখিত রহিয়াছে, "চিত্রগুপ্ত বংশজাতঃ।" আর জীবনের ঘটনার সহিত কোষ্ঠীর অত্যাশ্চর্য্য মিল। সুতরাং বিশ্বাস করিতে হয় যে বঙ্গীয় গুহ, বসু প্রভৃতি বংশ চিত্রগুপ্ত সন্ততি। ঐরূপ জন্মকালীন গ্রহকুণ্ডলী কি চিত্রগুপ্ত সন্তান ছাড়া আর কাহারও হইতে পারে না?—এই প্রশ্ন

মনে উদিত হইতেছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহার সমাধান করুন।

আর এক তর্ক, যমের লেখক চিত্রগুপ্ত ও চিত্রগুপ্ত-যম দুই ব্যক্তি। তাহার প্রমাণ কি? চিত্রগুপ্তও যম একই জগৎ-শাসন কার্য্যের দুই (বর্ত্তমানের সিভিল ও মিলিটেরী সদৃশ) বিভাগে প্রভুত্ব করিতেছেন। গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডের ১৯ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যমলোকে বিংশতিযোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর আছে, তথায় কায়স্থগণ নিখিল-জীবের পাপ-পুণ্য দর্শন করেন। প্রভু চিত্রগুপ্তের অধীনে বহু কায়স্থ নিযুক্ত রহিয়াছেন বুঝিতে হইবে। দেবীপুরাণে বলাসুরের সহিত সংগ্রামের বিবরণে দেখা যায়, যম ও চিত্রগুপ্ত উভয়েই মহিষারূঢ়, এবং উভয়েই যমধ্বজা ও বজ্রদণ্ড ধারণ করিয়া সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভবিষ্য-পুরাণীয় বচনে দেখিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার জন্যই চিত্রগুপ্তের ধর্ম্মরাজপুরে অবস্থিতি। বাচস্পত্য-ধৃত পদ্মপুরাণ বচনেও দেখা যায়, চিত্রগুপ্ত অসৎদিগের দণ্ডনেতা ও রাজনীতি বিচক্ষণ। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে 'চিত্রগুপ্ত-রহস্য' নামক ১৩০ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, স্বয়ং যম চিত্রগুপ্তকথিত ধর্ম্ম-রহস্য বিবৃত করিতেছেন এবং তাহা শুনিয়া বিভাবসু রোমাঞ্চিত এবং মহাদ্যুতি দেবতা ও পিতৃগণ বিমুগ্ধ হইয়াছেন। এই সকল প্রমাণ হইতে যমের ন্যায় চিত্রগুপ্তেরও ক্ষত্রিয়োচিৎ ঈশ্বরভাব, যোদ্ধৃভাব, পরমধর্ম্মজ্ঞতা ও নীতিজ্ঞতা, এক কথায় যমের সমধর্ম্মিতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যম মধ্যে চিত্রগুপ্তের উল্লেখে বুঝিতে হইবে, চিত্রগুপ্তও যমধর্ম্মী। যমসহকারী চিত্রগুপ্তই মন্বন্তরে যম, এরূপ ধারণাও অনেকের দেখা যায়।

অথর্ব্ববেদের ১৫ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, প্রজাপতির দেহ হইতে এক জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া তপঃ, সত্য ও মহত্ব দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া মহান্ দেব হইলেন, ব্রাত্য অর্থাৎ যাবাবর আর্য্যগণের প্রধান হইয়া একব্রাত্য হইলেন। তিনি বিভিন্ন দিক্ ও স্থান হইতে ভব, সর্ব্ব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, মহাদেব ও ঈশান নামে অনুচর প্রাপ্ত হইলেন। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, পৃথিবী নির্ম্মিত হইলে তাহাতে ভূতপতি প্রতিষ্ঠিত হইলেন, ভূতপতি গৃহস্থ হইলেন, উষা তাঁহার পত্নী হইলেন। ভূতপতি হইতে কুমার হইল। কুমার রোদন করিতে করিতে নাম চাহিলেন, প্রজাপতি নাম দিলেন রুদ্র, আবার নাম চাহিলেন, নাম হইল সর্ব্ব, বারবার নাম চাহিলে, ক্রমে পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব ও ঈশান নাম হইল। আমরা যে শিবের অষ্টমূর্ত্তির ধ্যান করি

তাহা এখানে পাইতেছি, কেবল ভীম স্থলে অশনি নাম রহিয়াছে। ("সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত 'মহাদেব' প্রবন্ধ দেখুন।) এই রুদ্রই যে শিব হইয়া, পিনাকপাণি হইয়া, যথেচ্ছ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিতেন, এবং কৃত্তিবাসা হইয়া (ব্যাঘ্রচর্ম্ম জড়াইয়া) সুপ্ত হইতেন, তাহাও শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই। অতএব দেখা যাইতেছে, অথর্ব্ববেদে যাঁহারা শিবের অনুচর, শতপথে তাঁহারাই শিবের নামান্তর হইয়াছেন, বা শিবের সহিত একত্ব লাভ করিয়াছেন। সমধর্ম্মিতাই এই একত্বের কারণ, পৌরাণিক ঋষি ভগবান্ চিত্রগুপ্তের কার্য্যদর্শনে যমের সহিত তাঁহার অভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যগণ পুরাকালের বহুদেববাদ হইতে ক্রমে একত্বের সন্ধান করিয়াছেন এবং যে স্থলে যতদূর সম্ভব একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাই স্থূল কথা।

গীষ্পতিবাবুর মতে ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হওয়াতে বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্ববর্ণের 'বিমিশ্রধর্ম্ম' কায়স্থের পালনীয়। অথচ সর্ব্বকায় হইতে যে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে তদ্রূপ কোন প্রমাণ দেন নাই। পদ্মপুরাণের যে বচন ধরিয়াছেন, তাহার 'কায়স্থ' শব্দটী জাতিবোধক স্বীকার করিয়া লইলেও ঐ জাতি যে ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? ঐ বচনে আছে 'শরীর সমুৎপন্ন'। 'শরীর সমুৎপন্ন' বলিলেই যে সর্ব্বশরীর হইতে উৎপন্ন বুঝাইবে এমন সিদ্ধান্ত করিবার কি হেতু আছে? মুখ, বাহু বা বক্ষ যে কোন স্থল হইতে উৎপন্ন হইলেই শরীর-সমুৎপন্ন বলা যাইতে পারে। শরীর-সমুৎপন্ন শব্দ হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, মন, আত্মা বা হৃদয় হইতে উৎপন্ন নহে, জড়দেহ হইতে উৎপন্ন। আর যদি শরীর অর্থই সর্ব্বশরীর ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই বা সর্ব্ববর্ণের বিমিশ্র বর্ণধর্ম্ম পালনীয় হইবে কেন? ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে যাঁহার উৎপত্তি, তিনি ব্রহ্মার সদৃশ বিরাট্ পুরুষ এবং জাতি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন না হইবেন? মুখ হইতেও মস্তিষ্ক শ্রেষ্ঠ—মুখ একটা যন্ত্রমাত্র, মস্তিষ্কই পরিচালক ও নিয়ামক। সুতরাং, সর্ব্বকায়জাত কায়স্থ কোন অঙ্গ বিশেষ হইতে উৎপন্ন জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ, একথা বলিলে তাহার উত্তর কি? যাঁহা হউক, আমরা না হয় সর্ব্বকায়ের একটা গড় ধরিয়া কায়স্থকে সমাজ দেহের ভারকেন্দ্রে বা মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। তাহা হইলে কায়স্থ মর্য্যাদায় বৈশ্য শূদ্রের উপরে এবং মুখ বাহুজাত ক্ষত্রিয়ের নিম্নে বা বক্ষস্থলজাত ক্ষত্রিয়ের সমস্থানে অবস্থিত হইবে। রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া লেখনী

ধারণ করাতে কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ মর্য্যাদাই ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অস্বীকার্য্য নহে। তথাপি অসিজীবি ও লেখনীজীবি রাজধর্ম্মের দুইবাহুস্বরূপ, দুইই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী। রাজদণ্ড হইতে লেখনীর কিঞ্চিৎ ন্যূনতা থাকিলেও, তাহার প্রভাব ও ক্ষত্রিয়ত্ব অবিসংবাদিত; 'বিমিশ্রধর্ম্ম' তাহার পালনীয় নহে, আর্য্য হিন্দু-সমাজে ঐরূপ ধর্ম্মপালনের বিধান নাই। প্রমাণ অভাবে উহা অগ্রাহ্য।

গীষ্পতিবাবু আধুনিক মুদ্রিত পুরাণে ভবিষ্যপুরাণীয় বচন, পদ্ম পাতাল-খণ্ডের বচন ও স্কান্দ রেণুকামাহাত্ম্যে বর্ণিত চান্দ্রসেনি কায়স্থবিবরণ পাইতেছেন না বলিয়া তাহা অপ্রামাণিক মনে করিতেছেন। স্মৃতি ও পুরাণ সকল "সাত নকলে আসল খাস্ত" হইয়াছে, ইহা সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন। আজকালকার মুদ্রিত পুরাণ বা স্মৃতি-সংহিতার প্রামাণিকতা কি? নন্দবংশ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ দ্বাদশশতাব্দীয় মধ্বাচার্য্য ও ষোড়শশতাব্দীয় আকবরের নাম পর্য্যন্ত যাহাতে আছে, সেই পুরাণ ব্যাসের লেখা বলিয়া কে বিশ্বাস করেন? মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয়, মদনপারিজাত, কালবিবেক, নির্ণয়সিন্ধু প্রভৃতি নিবন্ধে বহু ব্যাস-বচন, অত্রিবচন, অঙ্গিরাবচন ধৃত হইয়াছে, যাহা মুদ্রিত স্মৃতি-পুরাণে দৃষ্ট হইবে না। তজ্জন্য কি বলিতে হইবে, ঐ সকল উদ্ধৃত বাক্য অপ্রামাণিক, আর মুদ্রিত স্মৃতি-পুরাণই প্রামাণিক? আমাদের দেশে কি ভাবে স্মৃতি-পুরাণাদির মুদ্রণ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা পণ্ডিত বীরসিংহ শাস্ত্রীর মুখে অনেকে শুনিয়াছেন। অন্যত্রও সেই এক অবস্থা। সুতরাং কায়স্থজাতির পুরাতত্ত্ব-নির্ণয়ে এই সকল গ্রন্থ একান্ত নির্ভরযোগ্য নহে। বরং ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে "কায়স্থধর্ম্মপ্রদীপে" গাগা ভট্ট যে সকল বচন ধরিয়াছেন এবং পুরাণাদি মুদ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে বাচস্পত্য-অভিধান ও ব্যবস্থাদর্পণাদি গ্রন্থে পৌরাণিক উৎপত্তি বিবরণ যাহা ধৃত হইয়াছে তাহারই প্রামাণিকতা অধিক বলিতে হইবে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত গরুড়পুরাণের প্রেতকল্পের ৭ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান।
ধর্ম্মরাজ স্তুতঃ সৃষ্ট শ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ॥

কিন্তু পরবর্ত্তী "বঙ্গবাসী" সংস্করণে এই বচন নাই। তজ্জন্য কি বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ অপ্রামাণিক, আর "বঙ্গবাসী" সংস্করণই প্রামাণিক? এই মুদ্রিত উভয় গ্রন্থে যথা তথা পাঠ ব্যতিক্রম ও অধ্যায় ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে। আবার পশ্চিমভারতে প্রচারিত গরুড়পুরাণের সহিত ইহার একখানারও মিল নাই। এরূপ অবস্থায় প্রামাণ্য কিরূপে নির্ণীত হইবে? রসিকমোহনের সংস্করণ

"বঙ্গবাসী" সংস্করণ হইতে পুরাতন বলিয়া বরং তাহারই প্রামাণ্য অধিক বলিতে হইবে। আর গীষ্পতিবাবু বলিতেছেন—"কায়স্থসভা কেবল উপরিধৃত বচনের উপর কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন।" একথা কিসে পাইলেন?

বৌদ্ধ পালনৃপতিগণের প্রভাবকালে বঙ্গীয় কায়স্থগণ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন, শত শত কায়স্থ বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক হইয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় শত শত গ্রন্থ ও ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উপনয়নাদি বৈদিকসংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৈদিক ও বৌদ্ধমতের সন্মিশ্র তান্ত্রিকধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দের কায়স্থকারিকায়ও তাহাই উক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মুসলমান রাজত্বকালে রাজকর্ম্মোপজীবী কায়স্থগণ সংস্কৃতচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া আরবিপারসি ভাষার চর্চ্চায় লিপ্ত হন। সেই সুবর্ণযুগে, যে যুগে বঙ্গের ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে শূদ্র করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য রঘুনন্দন ও তদনুবর্ত্তী স্মার্ত্তগণ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই যুগে ও তাহার অনুবর্ত্তী কালে পুরাণাদি হইতে কায়স্থের উৎকর্ষ-জ্ঞাপক বচনাদি বহুলপরিমাণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ অমূলক নহে। দেখুন মুদ্রিত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের উপোদ্‌ঘাতে প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে যে, "কায়স্থানাং সমুৎপত্তিং গয়াব্যাখ্যানমেব চ" পুরাণে লিখিত হইবে, কিন্তু পুরাণের ভিতর কায়স্থদের সমুৎপত্তির কোন কথা নাই। সুতরাং পুরাণ হইতে যে কায়স্থোৎপত্তি কথা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। নাগপুরের মাননীয় মাধবরাও গঙ্গাধর চিতনিসের গৃহে রক্ষিত স্কন্দ পুরাণের পুরাতন হস্তলিপিতে, চান্দ্রসেনি প্রভু কায়স্থগণের উৎপত্তি সম্যক্ বর্ণিত আছে, কিন্তু মুদ্রিত পুরাণে তাহা নাই। এরূপ অবস্থায় মুদ্রিত পুরাণের উপর কোনরূপ আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। একসময়ে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ মুদ্রিত পুরাণে কায়স্থের উৎপত্তিবিবরণ না পাইয়া, তাহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে পূর্ব্বোক্ত অবস্থানিচয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়" তৃতীয় সংস্করণে ও "কায়স্থপত্রিকায়" তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণ হইতে কায়স্থোৎপত্তি প্রসঙ্গগুলি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে একথা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। দেখিতেছি গীষ্পতিবাবু নিজেও তাঁহার পুস্তিকায় পুরাণ সম্বন্ধে ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। পুস্তিকায় ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"স্পষ্টভাবে কায়স্থের নামোল্লেখ ঐ সকল পুরাণে পরিলক্ষিত হয় না। লেখক-

পাঠকের প্রমাদজনিত মূলপাঠের যৎকিঞ্চিৎ বিপর্য্যয়ই তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়।" মূলপাঠের বিপর্য্যয় হওয়াতে পুরাণ হইতে কায়স্থের উৎপত্তি কথা লুপ্ত হইয়াছে। ইহা যখন নিজেই স্বীকার করিতেছেন, তখন পৌরাণিক উৎপত্তি বিবরণ নানা গ্রন্থে যাহা ধৃত হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না এবং অগ্রাহ্য করিবার উপদেশও কাহাকেও দিতে পারেন না।

পরশুরামের আজ্ঞায় রাজর্ষি চন্দ্রসেনের পুত্র ক্ষাত্রধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়া চিত্রগুপ্তের কায়স্থধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রেণুকামাহাত্ম্যের এই বচন ধরিয়া গীষ্পতিবাবু প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ নহে। রেণুকামাহাত্ম্যের উৎপত্তি বিবরণ যখন অপ্রামাণিক বলিতেছেন,তখন আবার নিজ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণস্থলে তাহার আশ্রয় লইতেছেন কেন? যাহা হউক, রেণুকামাহাত্ম্যের বিবরণ হইতে যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতাই প্রতিপন্ন হয়, তাহা এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি। রেণুকামাহাত্ম্যে আছে :—

প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থং গর্ভমুত্তমম্।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা॥
জায়মানো যদা বালঃ ক্ষাত্রধর্ম্মা ভবিষ্যতি।
দৃষ্টাদ্বৈ ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ তু ভারিতুঞ্চ ত্বমর্হসি॥

* * * *

রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ বহিষ্কৃতঃ॥
কায়স্থ ধর্ম্মো দত্তোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
প্রাপ্ত কায়স্থনামত্বাৎ লেখ্যাবৃত্তি ভূভৃতাম্॥

* * * *

দেববিপ্রপিতৃণাং বৈ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ।
যজ্ঞদানতপঃশালা ব্রততীর্থরতাঃ সদা॥

* * * *

ক্ষত্রিয়ানাং হি সংস্কারোঽধ্যয়ণং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎকরিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালনকর্ম্মণি॥
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য ভবিষ্যতি।

পরশুরাম রাজর্ষি চন্দ্রসেনকে নিহত করিলে, তাঁহার গর্ভবতী পত্নী দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরশুরাম দাল্‌ভ্যাশ্রমে যাইয়া রাজমহিষীর গর্ভ নষ্ট করিতে উদ্যত হন। তখন ঋষির প্রার্থনায় তিনি রাজমহিষীকে অব্যাহতি

দেন। কিন্তু দাল্‌ভ্যকে বলেন, "আপনি কায়স্থিত গর্ভ প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার কায়স্থ সংজ্ঞা হইবে। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বালক যেমন স্বভাবজ ক্ষাত্রধর্ম্মে (ধনুর্ব্বাণাদির চর্চ্চায়) প্রবৃত্ত হইবে, তাহা দেখিয়াই আপনি তাহা হইতে তাহাকে বারণ করিবেন। এইরূপে রামাজ্ঞায় দাল্‌ভ্য কর্ত্তৃক চন্দ্রসেনপুত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, এবং চিত্রগুপ্তের কায়স্থধর্ম্ম প্রদত্ত হইলেন এবং রাজগণের লেখ্যবৃত্তি তাহার জীবিকা হইল। তদবংশীয়গণ দেব, বিপ্র, পিতৃগণ ও অতিথিগণের পূজক এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত ও তীর্থে রত হইল। রাজমহিষী পরশুরামকে তাঁহার পুত্রের বর্ণধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে রাম বলিলেন, "ক্ষত্রিয়দিগের সংস্কার, অধ্যয়ন ও যজ্ঞকর্ম্মাদি যাহা আছে আপনার পুত্রেরও তাহা থাকিবে, প্রজাপালন কার্য্যে কেবল চিত্রগুপ্তের লেখনীবৃত্তি তাহার স্বধর্ম্ম হইবে।" অতএব দেখা যাইতেছে, এস্থলে 'ক্ষাত্রধর্ম্ম' অর্থ যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয় সাধারণ ধর্ম্ম, শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্ম নহে। উপনয়নাদি সংস্কার সমুদয় দ্বিজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, সুতরাং 'ক্ষাত্রধর্ম্ম' শব্দে যাহা ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যের ধর্ম্ম নহে এমন যুদ্ধাদি মাত্র বুঝিতে হইবে। গাগা ভট্ট তদীয় "কায়স্থধর্ম্ম-প্রদীপে" একথাই বলিয়াছেন—

"ক্ষাত্রধর্ম্মশব্দঃ শৌর্য্যাদি ক্ষত্রিয়সাধারণধর্ম্মপরঃ, নতু শ্রৌত স্মার্ত্ত যাবদ্ধর্ম্মপরঃ। * * যজ্ঞদানতপঃশালা ব্রততীর্থরতাঃ সদা ইত্যুপসংহৃতে উপক্রমোপসংহারাভ্যামপি চান্দ্রসেনিকায়স্থানাং শুদ্ধক্ষত্রিয়ত্বং প্রতীয়তে।" বাচস্পতি মহাশয়ও তদীয় অভিধানে লিখিয়াছেন, "চিত্রগুপ্তধর্ম্মত্বদানকথনেন উপনয়নাদি স্বত্বং বেদাধিকারিত্বঞ্চ সূচিতম্, তেন কেবল যুদ্ধাদিরাহিত্যমাত্রং।" চন্দ্রসেনপুত্রকে যখন চিত্রগুপ্তধর্ম্ম দেওয়া হইল, তখনই তাহার উপনয়ন ও বেদাধিকার স্বীকৃত হইল, তদ্দ্বারা কেবল যুদ্ধাদিরাহিত্য বুঝিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, রেণুকা-মাহাত্মের বচন হইতে কায়স্থের দ্বিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব বরং দৃঢ়তররূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

এক্ষণ দেখিব কায়স্থকে চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত মৌলিকজাতি প্রমাণ করিতে গীষ্পতিবাবু কি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে :—

ততোঽভিধ্যায়ত স্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ ॥
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃসমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্য স্তস্য ধীমতঃ ॥

এই বচন উদ্ধৃত করিয়া গীষ্পতিবাবু তাহার যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। ইহার অর্থ—তৎসমুদয় সৃষ্টির পর ব্রহ্মা পুনরায় অভিধ্যান করিতে থাকিলে তাঁহার মানসী প্রজানিচয় সৃষ্ট হইল। তাঁহার শরীর সমুৎপন্ন কায়স্থ করণগণের সহিত সেই ধীমানের গাত্রসকল হইতে ক্ষেত্রজ্ঞগণ আবির্ভূত হইল। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের মতে এ স্থলে কায়স্থ-শব্দ জাতিবাচক নহে, প্রজাপতির লিঙ্গশরীর সমুৎপন্ন তৎস্থিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইল এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। "কায়স্থৈঃ করণৈঃ" স্থলে "কার্য্যস্থৈঃ কারণৈঃ" পাঠও অন্যত্র দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই পাদ্মবচন অতি দুর্ব্বল প্রমাণ, ইহার উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না। অথচ ইহা ছাড়া কায়স্থোৎপত্তির আর কোন প্রমানই গীষ্পতি-বাবু প্রদর্শন করেন নাই। তাহার পুস্তিকায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের, কায়স্থের মৌলিকজাতির প্রমাণের, একমাত্র অবলম্বন এই একটী বচন। এ স্থলে 'কায়স্থ-' শব্দ যদি জাতি বাচক-ই হয়, তাহা হইলেও সেই কায়স্থ যে কোন বর্ণধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় নাই বা ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্ত হয় নাই তাহার প্রমান কি? কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক বিবরণ লোকে পরিজ্ঞাত আছে, তাহার প্রমাণিকতা স্বীকার করিলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করা চলে না, এজন্য গীষ্পতিবাবু সে সকল ত্যাগ করিয়া এই পাদ্মবচনমাত্র সার করিয়াছেন।

পুস্তিকায় স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডের একটী প্রমাণ ধরিয়াছেন, তাহাতে বর্ণিত আছে—"সর্ব্বভূতের হিতে রত ধর্ম্মাত্মা মিত্র নামক কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার চিত্র নামে পরম তেজস্বী পুত্র ও চিত্রা নামে কন্যা জন্মে। তৎপরেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন এবং তৎসহ তাঁহার ভার্য্যা অগ্নি প্রবেশ করেন। তৎপর শিশুদ্বয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক বনে প্রতিপালিত হন। শৈশব হইতেই চিত্র ও চিত্রা ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক পরম তপস্যায় লিপ্ত হন। সূর্য্যদেবের প্রসাদে চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। তাহা জানিয়া ধর্ম্মরাজ চিত্রকে সশরীরে যমপুরীতে লইয়া যান এবং বিপুল জগৎশাসন কার্য্যে সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁহাকে লেখক করেন। এই চিত্রই বিশ্বচারিত্রলেখক চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন। তৎপর চিত্রা ভ্রাতৃবিরহে বিষাদিত হইয়া পুণ্যতোয়া নদীতে পরিণত হন।" ইহাতে কায়স্থের উৎপত্তি কথা নাই। চিত্রগুপ্তের পিতা মিত্র নামক কায়স্থ ছিলেন, এই কথা মাত্র আছে। কিন্তু এই আখ্যান কায়স্থের উচ্চবর্ণতা ও দ্বিজাতিত্বের উত্তম প্রমাণ। ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ব্রত ও তপস্যাদিতে একমাত্র দ্বিজাতিরই অধিকার। চিত্রের মাতাপিতার,

ভগ্নীর ও তাঁহার নিজের চরিত কথা হইতে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়োচিত উচ্চ দ্বিজাতিসুলভ গুণেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গীষ্পতিবাবু কায়স্থের দ্বিজাতিত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং এই প্রমাণ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের পোষকতা করিতেছে না, বরং বিরুদ্ধ হইতেছে। এই আখ্যানটি পুরাণ হইতে উৎক্ষিপ্ত হয় নাই, ইহা ভালই বলিতে হইবে।

তৎপর গীষ্পতিবাবু মহানির্ব্বানতন্ত্রের নবম উল্লাসের একটী বচন ধরিয়াছেন:-

"শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে।
তেষাং নবৈব সংস্কারাঃ দ্বিজাতীনাং দশঃ স্মৃতাঃ।"

অর্থাৎ দ্বিজাতিদিগের দশটী সংস্কার, শূদ্র ও শূদ্রভিন্নদিগের উপবীত নাই, সুতরাং তাহাদের নয়টী সংস্কার।

তিনটী দ্বিজাতি ও শূদ্র ছাড়া আবার "শূদ্রভিন্ন" একটা পদার্থ আছে দেখিয়া গীষ্পতিবাবু বলিতে চাহেন, ঐ 'শূদ্রভিন্ন' মধ্যেই কায়স্থকে গণ্য করিতে হইবে। এ স্থলে 'শূদ্রভিন্ন' যাহাদের বলা হইয়াছে তাহারা শূদ্রেরই সমধর্ম্মী। মনুও দ্বিজাতি ব্যতীত অপধ্বংসজ সমুদয় বর্ণসঙ্করকে শূদ্রধর্ম্মী বলিয়াছেন। সুতরাং তন্ত্রের ঐ 'শূদ্রভিন্ন' শব্দের লক্ষ্য অন্তরপ্রভব বর্ণসঙ্করগণ। কৌটীল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে শূদ্র হইতেও ন্যূন এক দাসশ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন, এই দাসও তন্ত্রোক্ত "শূদ্রভিন্ন" শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে। যাহা হউক, কায়স্থকে যে এই 'শূদ্রভিন্ন' মধ্যে গণ্য করিতে হইবে তৎপক্ষে গীষ্পতিবাবু কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। বরং কায়স্থ যে বর্ণসঙ্কর নহে তাহাই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। আর ইহা সহজ বোধ্য যে, এই "শূদ্রভিন্ন" দ্বিজাতি হইতে নিকৃষ্ট, শূদ্রের তুল্য বা তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ ভিন্ন, ক্ষত্রিয় ভিন্ন, বা বৈশ্য ভিন্ন বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে "শূদ্র ও শূদ্রভিন্ন", সুতরাং এই শূদ্রভিন্ন শূদ্রেরই সদৃশ্য নীচজাতি। গীষ্পতিবাবু স্বজাতিকে ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য জানিয়াও, এই "শূদ্রভিন্ন" মধ্যে ফেলিতে চাহেন ইহাতে দুঃখিত হইয়াছি। এই "শূদ্রভিন্নের" স্থান কি ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরে? আমার বিশ্বাস আত্মমর্য্যাদাবোধবিশিষ্ট কোন কায়স্থ এই "শূদ্রভিন্ন" হইতে চাহিবেন না।

মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন, দ্বিজাতিদিগের গর্ভাধান হইতে শ্মশানান্ত সমুদয় কার্য্য বেদমন্ত্রে ও বৈদিকক্রিয়াদ্বারা সম্পন্ন হইবে। গীষ্পতিবাবু বলিতেছেন, কায়স্থজাতির মধ্যে আবহকাল নারীসংস্কার বৈদিক বিধানে হয়। তদ্বারা তিনি কায়স্থদের যে দ্বিজধর্ম্মও কিছু আছে, অর্থাৎ তাহাদের যে 'বিহিত ধর্ম্ম' তাহাই দেখাইতে চাহেন। আমরা আজকাল দেখিতে পাই, অনেক

সমস্তজাতির মধ্যেই প্রায় একরূপ সংস্কারাদি ক্রিয়া হয়। আচারে ও ধর্ম্মে কায়স্থদের যে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা ধর্ম্মসঙ্করতার দরুণ নহে, তাঁহারা মূলে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া; উহা কেবল তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব ও দ্বিজাতিত্বের স্মৃতি বহন করিতেছে।

গীষ্পতিবাবু কায়স্থদের বংশোপাধি হইতেও ধর্ম্মসঙ্করতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। গুহ, মিত্র, বসু, ঘোষ, দেব, দত্ত, দাস প্রভৃতি বংশপদ্ধতি বিভিন্ন বর্ণগন্ধবিশিষ্ট নহে। পূর্ব্বপুরুষের নাম বা নামাংশ হইতে বঙ্গীয় কায়স্থদের অধিকাংশ বংশপদ্ধতির উৎপত্তি হইয়াছে। দেব, রাণা, বর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ক্ষত্রিয়ত্বের নিদর্শন হইতে পারে। শর্ম্মা উপাধি দুই একখানা কুলগ্রন্থে দেখা যায়, কিন্তু তাহার প্রচলন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মী দুই একজন ব্রাহ্মণসন্তান কায়স্থ-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল এবং পূর্ব্বের শর্ম্মা উপনাম রহিয়া গিয়াছিল ইহা অসম্ভব নহে। অতি পূর্ব্বে এক শব্দে নাম হইত, যথা রাম, কৃষ্ণ, ভরত, ভীম, অর্জ্জুন, গুহ, মিত্র, বসু প্রভৃতি। তখন বংশপদ্ধতি ছিল না। তৎপরে দুই শব্দযোগে সমাসবদ্ধ নাম প্রচলিত হয়, যথা দেবেন দত্ত ইতি দেবদত্তঃ, বিষ্ণুনা রক্ষিত ইতি বিষ্ণুরক্ষিতঃ, ধর্ম্মেণ গুপ্ত ইতি ধর্ম্মগুপ্তঃ, শিবো মিত্রর্যস্য স শিবমিত্রঃ, দেবানাম্ দাস ইতি দেবদাসঃ, লক্ষ্মণঃ সেনা যস্য স লক্ষ্মণসেনঃ। কতিপয় শতাব্দ পূর্ব্বে বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, মাধবসেন; দেবদত্ত, শিবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, অগ্নিদত্ত; দেবদাস, ধর্ম্মদাস, বিপ্রদাস, সুরদাস—ইত্যাদিরূপ নাম বংশানুক্রমে চলিত। তখনও বংশোপাধির বিশেষ প্রচলন ছিল না। কিন্তু নামের শেষাংশ পুরুষানুক্রমে একরূপ থাকায়, তাহাই পরে বংশোপাধিতে পরিণত হইয়া বিজয়কুমার সেন, অগ্নীশ্বর দত্ত, ধর্ম্মনারায়ণ দাস, ইত্যাদিরূপ পদ্ধতিযুক্ত নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ দাস, দত্ত, বসু, ঘোষাদি বংশনামের সৃষ্টি আধুনিক এবং বঙ্গদেশই তাহার জন্মভূমি, অন্যদেশে তাহা বিরল দৃষ্ট হয়। সুতরাং কায়স্থদের বংশপদ্ধতি হইতে ধর্ম্মসঙ্করতা প্রমাণের প্রয়াসও বিফল হইতেছে।

গীষ্পতিবাবু বলেন, কায়স্থদের মধ্যে সগোত্র বিবাহ নাই। সগোত্র বিবাহ প্রায়শঃ হয় না, কিন্তু নাই এ কথা বলা যায় না। কায়স্থগণ যে বহু গোত্রে বিভক্ত, তাহাও তাঁহাদের দ্বিজাতিত্বেরই পরিচায়ক। বিশ্বামিত্র, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, কাশ্যপ, প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহাদের গোত্রকার পুরোহিত ছিলেন তাঁহাদের দ্বিজাতিত্ব নিঃসন্দেহ। সহস্রাধিকবর্ষ যাবৎ যাঁহারা পৃথক্ বংশনামে

পরিচিত, তাঁহারা সমগোত্র হইলেও তাঁহাদের মধ্যে আদান-প্রদান দোষাবহ বা দ্বিজাতিত্বের অন্তরায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। দ্বিজাতিদের সপিণ্ডা ও সগোত্রাবিবাহ মনুস্মৃতিতে নিষিদ্ধ হইলেও, দেখিতে পাই অর্জ্জুন জ্ঞাতিবংশসম্ভূতা (যদু ও পুরু যযাতির পুত্র বিধায়) এবং সম্পর্কে মাতুলেয়া ভগ্নী. সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। এই সেদিন পৃথ্বীরাজ মাতৃস্বস্পুত্র জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে বিবাহ করিলেন। মনুস্মৃতিতে এতৎপ্রসঙ্গে যে 'দ্বিজাতি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণ জাতিপর, উহা ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিবোধক নহে। আর যদি উহা ত্রিবর্ণ-বোধক হয়, তবে বলিতে হইবে যে, ক্ষত্রিয়েরা এই বিধিনিষেধ পালন করিতেন না।

গীষ্পতিবাবু বলেন, "কায়স্থেরা যখন দ্বিজাতি নহেন, তখন শূদ্র ও শূদ্রভিন্ন জাতির পক্ষে বিহিত মাসাশৌচ পালন করিতে তাঁহারা বাধ্য।" উচ্চবংশজাত গীষ্পতিবাবুর এই দীনতা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। "শূদ্র ও শূদ্র ভিন্নের" ন্যায় সংস্কার হইবে, তদ্রূপ মাসাশৌচ হইবে, তদ্রূপ বেদমন্ত্রে অনধিকার হইবে, তবে শূদ্র হইতে পার্থক্য কোথায় রহিল? ইহা ত বিমিশ্রধর্ম্ম নহে, বরং অবিমিশ্র শূদ্রধর্ম্ম। মনু কথিত চতুর্ব্বর্ণের অশৌচকাল ১০, ১২, ১৫ ও ৩০ দিন যোগ করিয়া তাহাকে ৪ দ্বারা ভাগ করিলে কিঞ্চিন্ন্যূন ১৭ দিন হয়। কায়স্থদের ঐ ১৭ দিন অশৌচ পালনের ব্যবস্থা থাকিলে গীষ্পতিবাবুর 'বিমিশ্র' ধর্ম্ম প্রতিপন্ন হইত। আর চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ত্রিবর্ণেরই ত উপনয়ন আছে, কায়স্থ যদি বিমিশ্রধর্ম্মী হয় তবে তাহার উপনয়নই বা হইবে না কেন? চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মেই যাহার অধিকার সে বাছিয়া বাছিয়া কেবল শূদ্রের ধর্ম্ম লইবে কেন? গীষ্পতিবাবুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া নমঃশূদ্র জাতিও বলিতে পারে—"আমরা ব্রাহ্মণোচিত দশাহ অশৌচ পালন করি, ক্ষত্রিয়বৎ লাঠি ধরি, বৈশ্যবৎ কৃষিকার্য্য করি, কেবল শূদ্রবৎ সংস্কারাদি করি, সুতরাং আমরা ব্রহ্মার সর্ব্বকায়জ জাতি।" গীষ্পতিবাবুর ন্যায় পণ্ডিতব্যক্তির এরূপ অসার যুক্তির অবতারণা করা সঙ্গত হয় নাই।

বর্ণধর্ম্ম প্রসঙ্গে প্রতিবাদযোগ্য আর একটী কথা রহিয়াছে। বর্ণ ও বর্ণসঙ্কর ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি যে থাকিতে পারে, তাহা বিষ্ণু ও কূর্ম্মপুরাণোক্ত সূত ও মাগধের যজ্ঞ হইতে উৎপত্তির উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুরাণবক্তা সূত স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াও কূর্ম্মপুরাণ মতে 'বেদবর্জ্জিত,' সুতরাং শূদ্রধর্ম্মী। সে যে 'বিমিশ্রধর্ম্মী' তাহার প্রমাণ কোথায়? তারপর কথা এই যে, যজ্ঞকুণ্ড হইতে সূত ও মাগধ নামক মনুষ্যদ্বয়ের উৎপত্তি কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৭৮ অধ্যায়ে এই পুরাণবক্তা সূতের নিধন সম্বন্ধে

এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই:—নৈমিষ্যারণ্যে সূতকে ব্যাসাসনে বসাইয়া মুনিগণ পুরাণ শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ সংকর্ষণ তথায় উপস্থিত হইলে ঋষি মুনি সকলে উত্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, কিন্তু সূত উঠিলেন না। সঙ্কর্ষণ তাহা দেখিয়া কোপান্বিত হইয়া বলিলেন, "এই প্রতিলোমজ লোকটা কি জন্য ধর্ম্মপাল বিপ্রগণের এবং আমারও উপরে আসীন রহিয়াছে? এই দুর্ম্মতি বধযোগ্য। এইরূপ ধর্ম্মধ্বজী পাতকীগণের বধের নিমিত্তই আমি জগতে অবতীর্ণ হই।" এই বলিয়া করস্থিত কুশাগ্রদ্বারা তাঁহাকে বধ করিলেন। তখন মুনিগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং অতি বিষাদিত হইয়া দেব সঙ্কর্ষণকে বলিলেন, "প্রভো আপনি অধর্ম্ম করিলেন, এই নৈমিষের সত্র সমাপন পর্য্যন্ত আমরাই তাঁহাকে ব্রহ্মাসন দান করিয়াছি, সুতরাং আপনার দ্বারা ব্রহ্মবধই হইয়াছে। জগতে ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে আপনার নিয়ামক কেহ নাই, তথাপি লোক-শিক্ষার জন্য এই ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত আপনার করণীয়।" এস্থলে দেখা যাইতেছে, মনু ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত যে প্রতিলোমজ শূদ্রধর্ম্মী সূতজাতির উৎপত্তি বলিয়াছেন, ভগবান্ সঙ্কর্ষণ এই পুরাণবক্তা সূতকেও তজ্জাতীয় বলিয়াই জানিতেন এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভাগবতের সহিত কূর্ম্মাদিপুরাণের অনৈক্য হইতেছে। তাহার সামঞ্জস্য কোথায়? ভাগবতই সত্য। প্রতিলোম-জাত সূত উদারহৃদয় ব্যাসের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং বিপ্রগণের শিক্ষকপদে সমাসীন হইয়াছিলেন। শূদ্র হইয়াও মুনিগণের গুরু হইয়াছিলেন, ইহা লোকসমাজে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় না হওয়ায় কূর্ম্মাদিপুরাণে তাঁহার এক অলৌকিক উৎপত্তি প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহাকে শ্রীহরির অবতার করা হইয়াছে। প্রতিলোমজ বলিয়াই কূর্ম্মপুরাণে সূত-সন্ততিগণকে বেদবর্জিত বলা হইয়াছে, নতুবা পবিত্র বৈদিক মহাযজ্ঞ হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইলে তাঁহার বেদে অনধিকারের কারণ কি? ঋগ্বেদের শ্রেষ্ঠ ঋষি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করা যে কারণে আবশ্যক হইয়াছিল, সূতকে বড় করাও সেই কারণে আবশ্যক হইয়াছে। যাহা হউক, গীষ্পতি-বাবুর পুস্তিকা হইতে কায়স্থের চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত মৌলিকজাতিত্ব প্রমাণের উপযোগী কোন যুক্তি-প্রমাণই পাওয়া গেল না, ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি।

এমন দুর্ব্বল যুক্তি-প্রমাণ সম্বল লইয়া পুস্তক প্রকাশ করিয়া, সুপণ্ডিত উচ্চবংশজাত গীষ্পতিবাবু তাঁহার হৃতগৌরব আত্মবিস্মৃত স্বজাতিকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া শূদ্রত্বের অষ্টপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে বদ্ধপরিকর

হইয়াছেন, ইহাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। কায়স্থগণ যদি সত্যসত্যই বিশ্বাস করে যে, তাঁহারা আর্য্য ত্রিবর্ণের বহির্ভূত, শূদ্রবৎ সংস্কার ও অশৌচাদিই তাঁহাদের গ্রহণীয়, দাসদাসী উপনামই ব্যবহার্য্য, তবে যতকাল বর্ণভেদ আছে, ততকাল তাঁহারা শূদ্র বলিয়াই গণ্য হইবে।

গীষ্পতিবাবু বলেন, কায়স্থের উৎপত্তি বিশুদ্ধ, আচার বিশুদ্ধ এবং কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য। যদি তাহাই হয়, তবে ক্ষত্রিয়বৎ আচারগ্রহণে বাধা কি আছে? মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে :—

শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।
ন যোনির্ণাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

শূদ্রও সংস্কৃত হইয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ হইয়া থাকে। বৃত্ত বা চরিত্রই দ্বিজত্বের কারণ। সুচরিত দ্বারা শূদ্রও ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব-লাভ করিয়া থাকে।

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে, "ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘণ্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ॥ অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণঃ জঘণ্যং জঘণ্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ॥" অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিম্নবর্ণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণপ্রাপ্ত হইবে এবং অধর্ম্মাচরণ হেতু উচ্চবর্ণও নিম্নতর বর্ণ প্রাপ্ত হইবে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে আছে - "অদুষ্টকর্ম্মণাং শূদ্রাণাঞ্চ উপনয়নং।" দূষিত কর্ম্ম করে না এমন শূদ্রেরও উপনয়ন হইবে। আর মনু যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই বলিতেছেন, "যে শূদ্র ন্যায়বর্ত্তী তাহার বৈশ্যবৎ ১৫ দিন অশৌচ হইবে, পরাশরের মতে তদ্রূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ১০ দিন ও ১২ দিন অশৌচ হইবে।"

এরূপ অবস্থায় শুদ্ধাচার ক্ষত্রিয়তুল্য কায়স্থের ক্ষত্রিয়বৎ সংস্কার গ্রহণের বাধক কিছু নাই। যদি কেহ বিশ্বাস করেন যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য মৌলিকজাতি, কিন্তু ব্রাত্যক্ষত্রিয় নহে, তবে তিনি ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াও উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন। আর ব্রাত্যতাস্বীকার করিলেই যে কায়স্থগণ একবারে নরকে পতিত হইল, এমন মনে করিবারও কোন হেতু নাই। বুদ্ধদেব ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার, তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম আর্য্য-হিন্দুর

গ্রাহ্য নহে। তৎপ্রচারিত অধ্যাত্মমত গ্রহণ করিয়া যাঁহারা বেদমার্গ ও উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তামসিকতাপ্রযুক্ত সাবিত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্যগণের ন্যায় পতিত বা নিন্দিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। তামসিক ব্রাত্যই শাস্ত্রে আর্য্য-বিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন।

গীষ্পতিবাবু বলেন, পশ্চিমভারতের কায়স্থগণ শিবাজির পর হইতে পৈতা লইতেছেন। ইহা কোথায় পাইলেন? শিবাজির সময়ে কঙ্কণের ব্রাহ্মণদের সহিত প্রভু কায়স্থগণের দলাদলি উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদের যাজকতা ও সংস্কারাদি বন্ধ করিয়াছিলেন, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, কায়স্থ বথর হইতে এইমাত্র অবগত হইয়াছি।

“বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার” উপরে গীষ্পতিবাবুর আক্রোশের সীমা নাই। সভাকে গালি দিলেই গীষ্পতিবাবুর মৌলিকতা প্রমাণিত হইবে না। আমরা জানি কায়স্থ-সভা ঘুষ দিতে সম্মত হন নাই, ইহাই তাহার অপরাধ। ঘুষ চাহিয়া তাহা না পাওয়াতেই কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত কায়স্থজাতির সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং আজও আছেন। কায়স্থ-সভার জন্মদাতৃগণের মধ্যে অদ্যাপি যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারা সে কথা বিলক্ষণ জানেন। গীষ্পতিবাবু বলেন, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ মহাশয় কায়স্থ সভার পক্ষে পাঁতি দিয়া পরে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি এই সেদিন ভারতবিদ্যাসম্রাট কামাখ্যানাথ বাসরহাটের প্রসিদ্ধ উকীল ৺বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের ত্রয়োদশাহ-শ্রাদ্ধে মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পুত্র প্রমুখ পণ্ডিতগণ সহ উপস্থিত হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়বর্ণতা ও দ্বাদশাহ অশৌচপালনের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে নূতন একখানা পাঁতি দিয়াছেন। যাঁহারা পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই। কায়স্থ-সভাকে তাঁহারা পাঁতি দিয়াছেন, কিন্তু সভাকে মত পরিবর্ত্তনের কোন সংবাদ কেহ কদাচ বিজ্ঞাপিত করেন নাই।

পরলোকগত কাশী বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন, “কায়স্থ ব্রহ্মকায়োৎপন্ন পঞ্চম বর্ণ।” মনু বিরোধী বলিয়া এই মত আদৃত হয় নাই। গীষ্পতিবাবু আবার সেই মত স্থাপনেরই চেষ্টা করিয়াছেন, কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধিতা এড়াইবার জন্য বর্ণ শব্দ ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, কায়স্থ চতুর্ব্বর্ণ বহির্ভূত ব্রহ্মকায়জাত এক মৌলিকজাতি, তাহার সংস্কার ও অশৌচাদি শূদ্রবৎ।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতানুবর্ত্তী যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থকে শূদ্র করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের এইরূপ ব্যবস্থাতে সহি করিতে আপত্তি না থাকারই কথা, কারণ তাঁহারা জানেন যে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রাহ্য হইলে কায়স্থেরা শূদ্র হইয়াই থাকিবে। এই অভিসন্ধিমূলক ব্যবস্থা লইয়া স্ববর্গের নিকট উপস্থিত হওয়া গীষ্পতিবাবুর যোগ্য কার্য্য হয় নাই।

গীষ্পতিবাবু যেমন জানেন যে কায়স্থ শূদ্র নহে, কায়স্থ-সভাও তাহাই জানেন, নিঃসন্দেহরূপে জানেন। এরূপ অবস্থায় কায়স্থের শূদ্রত্ব স্থাপনের জন্য কেহ বিচারপ্রয়াসী হইলেই, কায়স্থ-সভা নিত্য নূতন বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন এরূপ আব্দার অগ্রাহ্য। কায়স্থ কদাচ শূদ্র নহে, বিশুদ্ধ মৌলিক-জাতি, ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য, ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরেই তাহার স্থান—এইরূপ মত স্থাপনের জন্য কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত কদাচ বিচারপ্রয়াসী হন নাই, বিরোধী পণ্ডিতগণ শূদ্রত্ব স্থাপনের জন্যই বিচারপ্রয়াসী হইয়াছেন। তাহা যখন গীষ্পতিবাবুর স্বীকৃত নহে, তখন সে প্রয়াস ব্যর্থ হওয়াতে গীষ্পতিবাবুর আপত্তির কি কারণ হইতে পারে?

পণ্ডিতগণের পরস্পর-বিরোধী মতের উপর নির্ভর করিতে লোকের প্রবৃত্তি না হইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ স্বামী ভাস্করানন্দ, শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মহাজনগণের কার্য্য ও উপদেশ হইতে সকলের সকল সংশয় ছিন্ন হওয়া উচিত। কাশীধামে ভাস্করানন্দ, পুরীধামে জগদ্গুরু, শ্রীমৎ মধুসূদন তীর্থস্বামী দেওঘরে বালানন্দ স্বামী, মাদারীপুরের জ্ঞানসাধন মঠে নারায়ণতীর্থস্বামী, ঢাকায় ত্রিপুরলিঙ্গস্বামী অনেক বঙ্গীয় কায়স্থসন্তানকে উপনীত করিয়াছেন ইহা বহুজন বিদিত। মহারাজ ভোলানন্দ গিরিও এ বিষয়ে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ অবস্থায় সংশয়ের অবকাশ কোথায়? বঙ্গদেশের নিরপেক্ষ মতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যাইবে। (১) স্বর্গীয় শ্যামাচরণ শর্ম্মসরকার প্রণীত "ব্যবস্থাদর্পণ" নামক হিন্দু-আইনের তৃতীয় সংস্করণে তিনি দৃঢ়তার সহিত কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, (২) অদ্বিতীয় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও তদীয় ভুবনবিখ্যাত অভিধানে তাহাই বলিয়াছেন, (৩) অদ্বিতীয় চরিত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন (বিহারীলাল সরকার কৃত বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত দেখুন), (৪) স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার তদীয় "বঙ্গের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে" লিখিয়াছেন, "কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতি", (৫) অশেষ-

শাস্ত্রজ্ঞানশুদ্ধ যুগঋষি শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীও স্বীয় অচঞ্চল গম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন, "কায়স্থ চিত্রগুপ্ত সন্তান, বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়।" ("ভারতে বিবেকানন্দ" দেখুন।) * গীষ্পতিবাবু যে ব্রাহ্মণসভার দোহাই দিতেছেন, সেই সভার কর্ণধার পণ্ডিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতাই স্বীকার করিয়াছেন এবং রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বে উক্ত "ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়" শব্দের লক্ষ্য যে বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, বহুপুরুষযাবৎ উপনয়নহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের উপনয়ন আর হইতে পারে না ইহাই তাঁহার মত, এবং এ জন্যই ব্রাহ্মণসভা কায়স্থদের উপনয়নের বিরোধী। ("ব্রাহ্মণসমাজ", ১৩২০ সাল, ৩১৩ পৃষ্ঠা দেখুন)

বহুপুরুষ অনুপনীত থাকার পরেও যে প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণ করা যায়, তদ্বিষয়ক শাস্ত্রমতের আলোচনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে। বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন কায়স্থশাখায় স্মরণাতীত কাল হইতেই উপনয়নসংস্কার প্রচলিত রহিয়াছে, কিন্তু কোন কোন শাখা সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম-বিপ্লবই তাহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ঐরূপ বহুপুরুষযাবৎ অনুপনীত কায়স্থগণের পুনরায় উপনয়ন হইতে পারে কি না ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কাশীর মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রমুখ তদানীন্তন বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তদ্দেশীয় পদস্থ কায়স্থ বিহারীলাল কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যবস্থা দেন যে, শাস্ত্রমতে সুচিরকাল অনুপনীত কায়স্থগণের ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত এবং তদন্তর উপনয়ন গ্রহণের বাধক কিছু নাই। মিতাক্ষরাতে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন—"যস্য পিতৃপিতামহৌ অনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং, যস্য প্রপিতামহাদেঃ ন অনুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্যং।" (সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া লেখা হইল) আপস্তম্বের মত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর বলিতেছেন, যাহার পিতা ও পিতামহের উপনয়ন হয় নাই তাহার সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে, আর যাঁহার প্রপিতামহাদিরও উপনয়ন স্মরণ হয় না, তাহার দ্বাদশ-বার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।" বাচস্পত্য অভিধানে কায়স্থ-জাতির

---

* শুধু বলিয়াছেন নহে, স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বেলুড়ের গঙ্গাতীরস্থ উদ্যান-বাটিকায় যখন অস্থায়ীভাবে "রামকৃষ্ণ মঠ" স্থাপিত ছিল, তখন সেখানে তিনি কয়েকজন কায়স্থ-সন্তানকে উপবীতী করিয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয়বর্ণতা প্রসঙ্গে বাচস্পতি মহাশয়ও বলিয়াছেন—"বহুকালপতিত সাবিত্রী-কস্য অপি প্রাগুক্ত-আপস্তম্ববচনেন প্রায়শ্চিত্তস্য বিধানাৎ তথা প্রায়শ্চিত্ত আচরণে চ উপনয়নাদি অধিকারিতা ভবিতুম্ অর্হতি এব।" অর্থাৎ বহুকাল-যাবৎ পতিত সাবিত্রীক জনেরাও আপস্তম্ব বচনমতে প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায় প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়ন ও বেদাধিকার লাভ করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের অনেক পণ্ডিত (শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি) বলেন, আপস্তম্ব বচনে যে প্রপিতামহাদি শব্দ আছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে প্রপিতামহ হইতে পিতামহ, পিতা ইত্যাদি নিম্নতর পুরুষ, অর্থাৎ প্রপিতামহ পর্য্যন্ত অনুপনীত থাকিলে ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করণান্তর উপনয়ন হইতে পারে, কিন্তু তদূর্দ্ধ পুরুষের উপনয়ন না থাকিলে সে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই, সুতরাং উপনয়নও আর হইতে পারে না। এই মত কতদূর যুক্তিসহ তাহা দেখা আবশ্যক। যাঁহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন অনুস্মরণ হয় না, ইহার সরলার্থ এই যে যাহার প্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধতন পুরুষগণের উপনয়ন স্মরণ হয় না। নিম্নতর পুরুষের উপনয়ন স্মরণ না হওয়ার কি কারণ হইতে পারে? আর এক কথা এই যে, পিতৃপিতামহ অনুপনীত থাকিলে কেবল সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা, তদুপরি একপুরুষ (প্রপিতামহ) অনুপনীত থাকিলেই এক বৎসর স্থলে বার বৎসরের ব্যবস্থা, এত বড় শুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, হইতে পারে না। যাহা হউক, এ বিষয়ে আপস্তম্ব যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কালে ঋতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ।

(প্রথম খণ্ড ১।২৪)

অথোপনয়নং। (১।১।২৫) ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শনম্। (১।১।২৬)
অথাধ্যাপ্যঃ। (১।১।২৭) অথ যস্য পিতাপিতামহ ইতি অনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতাঃ। (১।১।২৮) তেষাং অভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জয়েৎ (১।১।২৯) তেষাং ইচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং। (১।১।৩০)
যথা প্রথমাতি ক্রমে ঋতুঃ এবং সংবৎসরঃ। (১।১।৩১)
অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং। (১।১।৩২)
প্রতি পুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তঃ অনুপেতাঃ স্যুঃ। (১।২।১)
অথ যস্য প্রপিতামহাদেঃ নানুস্মর্যাতে উপনয়নং তে শশ্মানসংস্তুতাঃ। (১।২।৫)
তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্ত …বর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। অথ উপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং …দিভিঃ। (১।২।৬)
তত উর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ। (১।২।১০)

ইহার অর্থ—

ব্রাহ্মণের ষোল বৎসর, ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর এবং বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর মধ্যে উপনয়ন হওয়া চাই, সেই কাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রাত্যতা হয়, তজ্জন্য ঋতু অর্থাৎ দুইমাস ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিলে উপনয়ন সংস্কার হইবে। তৎপর এক বৎসর নদী বা সরোবরে যাইয়া প্রতিদিন অবগাহন স্নান করিবে। তৎপর বেদাধ্যয়নের যোগ্য হইবে। যাহার পিতা-পিতামহের উপনয়ন হয় নাই, সেই মানবক এবং তাহার পিতা-পিতামহ ব্রহ্মহ (ব্রহ্মবধী) সদৃশ। (এস্থলে 'তে' এই বহুবচনান্ত পদ হইতে বুঝিতে হইবে যে, বালক এবং তাহার পিতা ও পিতামহ এই তিনজন ব্রহ্মহ তুল্য।) তাহাদের নিকটে যাওয়া, তাহাদের সহিত ভোজন ও বিবাহ বর্জন করিবে। তাহারা ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবে। যেমন বালক যথাকাল অতিক্রম করিলে তাহার ঋতুকাল (দুইমাস) ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিতে হইবে, সেইরূপ এ স্থলে (অর্থাৎ পিতা ও পিতামহ অনুপনীত থাকিলে) সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিতে হইবে। তৎপর উপনয়ন এবং তৎপরে পূর্ব্ববৎ অবগাহন স্নান করিতে হইবে। যদি পিতা ও পিতামহের পূর্ব্ববর্ত্তীরও উপনয়ন না হইয়া থাকে, তবে যত পুরুষ যাবৎ উপনয়ন হয় নাই তাহা গণনা করিয়া তত বৎসর ব্রহ্মচর্য্যব্রত কবিতে হইবে। যাহার প্রপিতামহ হইতে উর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণ হয় না, অর্থাৎ যে স্থলে কত পুরুষ যাবৎ উপনয়ন লুপ্ত হইয়াছে তাহার গণনা করা যায় না সেই স্থলে মানবক এবং তাহার পিতা ও পিতামহ যাহারা জীবিত আছে সকলেই শ্মশান-সদৃশ, অর্থাৎ শ্মশান হইতে যতটা দূরে থাকার বিধি আছে তাহাদের নিকট হইতেও ততদূরে থাকিবে। তাহাদের সমীপে যাওয়া, তাহাদের সহিত ভোজন ও বিবাহ ত্যাগ করিবে। তাহারা (অর্থাৎ সেই বালক ও তাহার পিতা, পিতামহ যাহারা জীবিত আছে) ইচ্ছা করিলে দ্বাদশবার্ষিক ত্রিবেদবিহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করণান্তর উপনয়ন লাভ করিবে এবং তৎপর পূর্ব্ববৎ অবগাহন স্নানাদি করিবে। তারপর প্রকৃতিবৎ, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তান্তর উপনয়ন যাহাদের হইবে তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির যে স্বাভাবিক ভাব তাহাই প্রাপ্ত হইবে।

অতএব মিতাক্ষরা-প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর এবং কোষকার তর্কবাচস্পতি আপস্তম্ব বচনের যেরূপ তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়াছেন তাহাই যে যথার্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। আপস্তম্বের ১।২।৫ ও ১।২।৬ সূত্রের প্রথমে 'যস্য' এই এক বচনান্ত পদ ও পরে 'তে' ও 'তেষাং', এই বহু বচনান্ত পদ বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন স্মরণ হয় না সে নিজে এবং তাহার পিতা, পিতামহ যাহারা বর্ত্তমান আছে, সকলেই ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনীত হইতে পারিবে।

অথর্ব্ববেদ ও তাণ্ডমহাব্রাহ্মণাদি হইতে জানা যায় যে, পুরাকালে আর্য্যগ গৃহস্থ ও যাযাবর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যাযাবর আর্য্যগণ পশুপা লইয়া ভ্রমণ করিতেন, তাহারা অপেক্ষাকৃত অসভ্য ছিলেন এবং গৃহস্থ ঋষিদে সময়ে সময়ে আক্রমণ করিতেন। তাহাদের নাম ছিল ব্রাত্য এবং তাহাদে অস্থায়ী বাসভূমিকে ব্রাত্যা বলিত। আবার তাহারা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞদ্বা পবিত্র হইয়া দলে দলে গৃহস্থ হইত। তাণ্ডমহাব্রাহ্মণের ১৭ অধ্যায় আছে—

"দেবা বৈ স্বর্গং লোকমায়ং স্তেষাং দৈবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তঃ।" ইহার ভাষ্যের অনুবাদ এই—দেবগণ পুরাকালে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই লো হইতে স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহাদের সম্পর্কিত বা অনুগতজনেরা (দৈব আচারহীন ব্রাত্য হইয়া বাস করার দরুণ হীন হইয়া পৃথিবীতেই পরিত্য হইয়াছিলেন। এই ব্রাত্য চতুর্ব্বিধ, যথা নিন্দিত, কনীয়াংস, জ্যায়াংস হীনাচার। প্রথম তিনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিন যজ্ঞ এবং হীনাচার ব্রাত্যে জন্য চতুঃষোড়শী যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। ব্রাত্যাতে বাসকারী জ্যেষ্ঠ ব্রাত্য কিরূপ স্তোম (যজ্ঞ) করিয়া পবিত্রতা লাভ করিলেন তৎসম্বন্ধে উক্ত ব্রাহ্মণে উ হইয়াছে—

"অথৈষ শমনীচ মেঢ়্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এ যজেরণ্।" ১৭।৪।১ শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ বলেন, এই শ্রুতি বাক্য প্রদ করিয়া অসংখ্য পুরুষ অনুপনীত ব্রাত্যগণেরও উপনয়ন হইতে পারে কেহ এরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু কেবল জ্যেষ্ঠ বা জ্যায়াংস ব্রাত্য সম্বন্ধেই সেই বি হীনাচার সম্বন্ধে নহে। অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইলে তাহা হীনাচার ব্রাত্য, সুতরাং উক্ত শ্রুতিবচনোক্ত ব্রাত্যস্তোমে তাহাদের অধিকা নাই। কায়স্থেরা কি হীনচার ব্রাত্য? কদাচ নহে। ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রচারি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বৈদিক উপনয়ন ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা

হীনাচার ব্রাত্য নহেন। তাঁহারা ভগবৎপ্রোক্ত নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনুচিতাচার করেন নাই, ব্রাত্য হইয়াও যতদূর আর্য্য সদাচার গ্রহণ করা যায় তাহাই তাঁহারা করিয়াছেন। সুতরাং জ্যায়াংস ব্রাত্য যদি কেহ থাকে তবে সে কায়স্থ। সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থদের পুনঃ উপবীত গ্রহণে কোন শাস্ত্রীয় বাধা নাই। আবার তাঁহারা পারস্কর বচনের দোহাই দিয়াছেন। পারস্কর ত্রিপুরুষপতিতসাবিত্রীক ব্রাত্যের ব্রাত্যস্তোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করার বিধি দিয়াছেন, বহুপুরুষ অনুপনীত ব্রাত্য সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, তদ্বারাই আপস্তম্বের সুস্পষ্ট বিধি ব্যর্থ হইতে পারে না। আপস্তম্ব বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকের জন্য গুরু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, পারস্কর তদ্বিষয় চিন্তা করেন নাই। একজন যে বিষয়ের ব্যবস্থা করেন নাই, আর একজন সে বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই ক্ষুদ্র তর্ক কায়স্থদের উপনয়নের অন্তরায় হইতে পারে না। বলা বাহুল্য মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ বরাবরই আপস্তম্ব বচনানুসারে কায়স্থদের পুনঃ-সংস্কার গ্রহণের অনুকূলে দৃঢ়তার সহিত সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে ঋষিবাক্যের অর্থ লইয়া তর্ক করাও নিষ্প্রয়োজন। জীবন্ত ধর্ম্মস্বরূপ ভাস্করানন্দ, জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ ভারতের অদ্বিতীয় সাধু-মহাত্মাগণের স্বার্থহীন বাক্য ও কার্য্যই এই সকল তর্কের অভ্রান্ত উত্তর।

আর একটী সংশয় ভঞ্জন করা আবশ্যক। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, বারবৎসর ত্রিবেদবিহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইবে। কলির মানব কি তাহা করিতে সমর্থ? শাস্ত্রকারগণ তাহার মীমাংসা করিয়াছেন—

কৃতে ব্রতং সমাদিষ্টং ত্রেতায়াং ধেনুরেব চ।
কৃচ্ছ্রাদীনান্তু সর্ব্বেষাং মূল্যন্তু দ্বাপরে কলৌ॥

অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তার্থে সত্যযুগের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত আদিষ্ট হইয়াছে, ত্রেতাতে ব্রতের পরিবর্ত্তে ধেনু দান করিতে হইবে, আর দ্বাপর ও কলিযুগে ধেনুমূল্য দান করিয়া সমুদয় প্রায়শ্চিত্তাদি সম্পন্ন হইবে। ধেনুমূল্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান এই যে, আঢ্য মধ্য দরিদ্র ভাগহারে ধেনুর সমসংখ্যক রৌপ্যমান, তাম্রমান ও কপর্দ্দকমান মূল্য দিতে হইবে। ব্রাত্যতারূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তার্থে ৩৬০ ধেনুমূল্য দান বিহিত। গঙ্গা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

প্রায়শ্চিত্তং তত্র ভবেৎ যত্র গঙ্গা ন বিদ্যতে।

পাপং ব্রহ্মবধাদিকং দুরাধর্ষং কথং যাতি।

চিন্তয়েদ্ যো বদেদপি তস্যাহং প্রদদেপাপং কোটিব্রহ্মবধাধিকম্॥

যেখানে গঙ্গা আছেন সেখানে গঙ্গাস্নানেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যেখানে গঙ্গা নাই কেবল সেখানেই বিধানানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিতে হইবে। দুরাধর্ষ ব্রহ্মবধাদি পাপ গঙ্গাস্নানে কিরূপে যাইবে, এরূপ চিন্তা যে করিবে, এরূপ কথা যে মুখেও আনিবে তাহার কোটী ব্রহ্মবধের অধিক পাপ হইবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও গঙ্গামাহাত্ম্যের বচন ধরিয়াছেন, সুতরাং ইহা মান্য গ্রন্থ। আ... হিন্দুকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, এমন কোন পাপ নাই গঙ্গাস্নানে যাহার শুদ্ধি না হইবে। সুতরাং ব্রাত্যতার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন সংশয় উপস্থিত হয় বা কেহ যদি প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হন, তিনি গঙ্গাস্নান দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন।

গীষ্পতিবাবু তাঁহার পুস্তিকার ২৯ পৃষ্ঠায় দুঃখ করিয়াছেন, ব্রাত্যতা স্বীকার করিয়া কায়স্থেরা পিতৃ-পিতামহদিগকে ব্রহ্মঘ্ন-সদৃশ মহাপাতকী বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন এবং শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া পণ্ড করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তামসিক ভোগবাসনা বা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার দরুণ যাহাদের ব্রাত্যতা তাহাদিগকেই ঐরূপ পাপী বলিতে হইবে, কায়স্থদের সেরূপ পাপ অঙ্গীকার করিবার কারণ নাই। আর এক কথা এই যে, শাস্ত্রে পাপীমাত্রই কঠোর ভাষায় নিন্দিত হইয়াছে। দেখুন পরাশর বলিতেছেন :—

দক্ষিণার্থং তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।

ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥১২ অঃ

আর মনু বলিতেছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥২ অঃ

ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজন করিলে বা বেদপাঠ না করিলে তাঁহার পাপ হয় বটে, কিন্তু সেই পাপের জন্য কি কঠোর শাস্তির বিধান! শাস্ত্রে ঐরূপ কঠোর বিধান সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। লোকসমাজে পাপের প্রতি ভয় ও ঘৃণা জন্মাইবার জন্যই ঐরূপ কঠোর বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। মনুষ্যসমাজ কোনকালেই উহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে পারে নাই।

কায়স্থগণ দ্বাদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বকৃত শ্রাদ্ধাদির পণ্ডতা স্বীকার বা বর্ত্তমানের ত্রয়োদশাহ-শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে কি না তদ্বিষয়ে মৎপ্রণীত "কায়স্থ-সমাজের সংস্কার" নামক পুস্তকে 'অশৌচ-তত্ত্ব'-অধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিয়া পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বোধে এই প্রতিবাদ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়া উহাতে ঐ আলোচনা অবিকল দেওয়া হইল।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার,

বঙ্গদেশীয় "কায়স্থ-সভার" কার্য্যকরী সমিতির সভ্য।

কায়স্থ-ক্ষত্রিয়-সংবাদ।

১৩০৮ সালের, ৬ই আশ্বিন, মুরশিদাবাদ-কায়স্থ-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল্ মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন কালে যে বক্তৃতা করেন তাহা পরিবর্দ্ধিত আকারে ঐ সভার কার্য্যবিবরণীর পরিশিষ্টে স্থান পায়—ঐ পরিশিষ্টের প্রথম ২৪শ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করিয়া কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমান করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমরা নানাপ্রকারে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলাম।" এবং এই মন্তব্যের শেষে চিহ্ন দিয়া পাদ-টীকায় লিখিয়া ছিলেন যে, "যাঁহারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদনের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "বিশ্বকোষ"-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়" নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।" ঐ চিহ্নিত স্থানের পরে লিখিতেছেন—"এক্ষণে বঙ্গদেশের কায়স্থগণ কি জন্য ক্ষত্রিয়াচার পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাচার-সম্পন্ন হইলেন আমরা তাহারই উল্লেখ করিতেছি। উক্ত বিষয় প্রতিপাদনের পূর্ব্বে বাঙ্গালার শূরবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ যে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন তাহারই প্রতিপাদন আবশ্যক।" এবং এই সকল সিদ্ধান্তও সপ্রমান করিয়া এই বক্তৃতার শেষভাগে নিখিলবাবু কায়স্থ-জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন যে, "কায়স্থগণ—চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ আপনাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের গৌরব স্মরণ করিয়া পবিত্র 'আর্য্য-আচারে' আচারবান থাকিতে পারেন তাহাই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" ৪২শ পৃষ্ঠা ব্যাপী এইরূপ বক্তৃতার পর তিনি কয়েক ছত্রে উপসংহার করিতেছেন যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সাবিত্রীত্যাগী কয়েক-পুরুষের প্রকৃত আচার রক্ষা করাই কর্ত্তব্য—অর্থাৎ তাঁহারা যেমন অনুপনীত ছিলেন ও শূদ্রধর্ম্মা ছিলেন সেইরূপ করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করেন—

এবং কুলগ্রন্থানুযায়ী সপ্তলক্ষণান্বিত থাকিয়া সমস্ত সামাজিক কার্য্যে ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরে যাহাতে আপনাদের আসন ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন তাহারই জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, নিখিলবাবুর পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহগণ কি তাঁহার মত 'কায়স্থ-জাতি'র ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান থাকিয়া আপনাদিগকে বেদাধিকার-বর্জ্জিত আচারসম্পন্ন থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন?

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে দ্বিজাতি সন্তান হইয়াও কি কুলগ্রন্থ লিখিত সপ্তলক্ষণান্বিত থাকিয়াই আপনাকে "আর্য্য-আচারে" আচারবান বলিয়া মনে করা উচিৎ? দ্বিজাতির 'আর্য্য-আচার' কি—তাহা কি সুপণ্ডিত নিখিলনাথ রায় মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে? বেদাধিকার-বর্জ্জিত হইয়া তিনি তাঁহার স্বজাতীয়গণকে আরও কত পুরুষ, আমাদের মতে, 'হীনাচার' সম্পন্ন হইয়া থাকিতে বলেন? পণ্ডিতগণেরও মতিভ্রম হয়, ইহা কি সেইরূপ নহে—"মাস্ম গৈব্যং গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে"—এই ভগদ্বাক্য তাঁহাকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

'ক্ষত্রিয়ত্বাভিমানী জনৈক কায়স্থ।'

"কায়স্থ-সভার" সংবাদ।

বঙ্গদেশীয় 'কায়স্থ-সভার' সভ্যমহোদয়গণকে জানান যাইতেছে যে, "মহেন্দ্রনাথ ও দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারের" গচ্ছিত অর্থের জন্য ছোট-আদালতের যে মোকদ্দমায় কায়স্থ-সভা জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই অর্থ ৬৫৭৷৶০ ব্যয়াদিসহ সম্প্রতি আদায় হইয়াছে।

"নিখিল-ভারত-আশ্রম।"

আমরা উক্ত আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে আশ্রমের দারুণ অভাব-অভিযোগের একখানি আবেদন-পত্র পাইয়াছি। এই আশ্রমে বহুসংখ্যক দুঃস্থ, অনাথ, আতুর ইত্যাদি আশ্রয় পাইতেছেন; কিন্তু অর্থাভাবে এরূপ একটী সৎকার্য্য সুপরিচালিত হইতেছে না। আশা করি, সহৃদয় দেশবাসী নিম্নলিখিত ঠিকানায় যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবায় আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

আশ্রমের ঠিকানা—

শ্রীযুক্ত শুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ,
নিখিল-ভারত-আশ্রম, ৩১নং কালীঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

কায়স্থ-পঞ্জি।

"নিখিল-ভারত কায়স্থ-মহাসম্মেলন।"

মিরাটে উনত্রিংশৎ-অধিবেশন।

মিরাটনগরী হইতে "অমৃতবাজারে"র নিজস্ব-সংবাদদাতা ২৯শে ডিসেম্বর লিখিতেছেন—"ভারতবর্ষীয় 'কায়স্থ-মহাসম্মেলনে'র উনত্রিশতম-অধিবেশন ২৫শে ডিসেম্বর, বেলা ১টার সময় আরম্ভ হয়। নির্ব্বাচিত-সভাপতি মুন্সী কামতাপ্রসাদ সক্সেনা আপ্‌কারক, গোয়ালিয়রের 'কায়স্থ-হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদকমহাশয় মহাসমারোহে শোভাযাত্রার সহিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই তিনি 'কায়স্থ-শিল্প-প্রদর্শনী'র (Industrial Exhibition) উদ্বোধন করেন। তৎপরে 'অভ্যর্থনা-সমিতি'র সভাপতির অভিভাষণের পর, সভাপতিমহাশয় তাঁহার অভিভাষণ দেন। ঐ অভিভাষণে, 'কায়স্থ-সদরসভা-হিন্দ' নামক সভার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন; কারণ, এই সভাই 'মহাসম্মেলনে'র কার্য্যকরী-সমিতি। পরে তিনি স্থানীয় এবং সম্প্রদায়-বিশেষে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কায়স্থ-সভার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা, এবং মহিলাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা ও আবশ্যকতা, এবং সাধারণ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার দ্বারা যাহাতে ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি হয়, তৎবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি ইহাও অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, প্রতিবৎসর বহুতর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও, ঐ সকলকে কার্য্যে পরিণত করা হয় না, ইহাও লক্ষ্যের বিষয়।

"সভাপতির অভিভাষণের পর, 'বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি'র কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রতিনিধিগণ সকলেই যাহাতে কার্য্যকরী-প্রস্তাব সকল গৃহীত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। এই উৎসাহ দেখিয়া, সভাপতিমহাশয় সমবেত প্রতিনিধিগণকে 'বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি'র মধ্যে গ্রহণ করেন।

"রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত, পর পর দুই দিবস ধরিয়া 'বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি' সমবেত বিচার দ্বারা 'কায়স্থ-সদরসভা-হিন্দ' যাহাতে যথার্থ কার্য্যকরী-সমিতিতে পরিণত করা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবস্থার আমূল-পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রস্তাবসকল গ্রহণ করেন। এই সংশোধিত, নব-প্রবর্ত্তিত কার্য্যধারা দ্বারা 'সদরসভা-হিন্দে'র পুনঃ-সংস্থাপন প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে যিনি যিনি কার্য্য-সম্পাদনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদিগকে লইয়া একটী 'কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নবভাবে পুনর্গঠিত সভার প্রস্তাবগুলি আলোচনা করিবার জন্য এত দীর্ঘসময় লাগিয়াছিল যে, সাধারণ-সভার তিনদিনের স্থানে চারিদিবস ধরিয়া অধিবেশন হয়।

"২৬শে ডিসেম্বরের রাত্রকালে কায়স্থ-কবিগণের এক বৈঠক্ বসে। সমবেত কায়স্থ-মণ্ডলী এই বাণী-সেবার আনন্দ উপভোগ করেন। 'অভ্যর্থনা-সমিতি'র সদস্যগণকে লইয়া প্রায় পাঁচশত-প্রতিনিধি এবং দুইশত-কায়স্থ-দর্শক এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। অনেকগুলি পর্দ্দানশীন-মহিলা সুবন্দোবস্তের সহিত দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকটী কায়স্থ-জাতির উন্নতিবিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাব গ্রহণের পর, চতুর্থদিবসে ২৮শে তারিখে 'মহা-সম্মেলন' ভঙ্গ হয়।"

বঙ্গদেশীয় "কায়স্থ-সভা"র মন্তব্য :—কি ভাবে এবং কি কি নিয়মে ও কি কি উদ্দেশ্যে "নিখিল-ভারতীয় মহা-সম্মেলনে"র গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী উক্ত "কায়স্থ-সদরসভা-হিন্দ" পুনঃ-সংস্থাপিত হইল, তাহা সবিশেষ জানিতে পারিলে, আমরা এ বিষয়ে বুঝিতে পারিব এবং আলোচনা করিব।

বঙ্গদেশীয় "কায়স্থ-সভার" সম্পাদক।

শূচিয়া কায়স্থ-সভার দ্বিতীয়-বার্ষিক অধিবেশন।

১১ই পৌষ, মঙ্গলবার,—১২৮৪ বাঙ্গালা।

স্থান—শূচিয়া, চট্টগ্রাম।

শ্রীযুত নূতনচন্দ্র দেববর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে।

প্রথমে—স্বাগত-সঙ্গীত—শ্রীযুত বিনোদবিহারী চৌধুরী দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক গীত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

পরে—শ্রীযুত প্রমদারঞ্জন চৌধুরী দেববর্ম্মা বঙ্গীয়-কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-সম্বন্ধে উপস্থিত কায়স্থ-ভ্রাতৃগণকে বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন।

তারপর—কায়স্থের ভ্রান্ত-ধারণার বিষয়, শ্রীযুত নিশীচন্দ্র চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় ওজস্বিনী-ভাষায় বক্তৃতা করিলেন।

শেষে—প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুর বংশধর, পাইকপাড়ার স্বনামখ্যাত, সুশিক্ষিত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহোদয় গত ১৭ই কার্ত্তিক, শুক্রবার রাত্রিতে এবং স্বগ্রাম-নিবাসী বৃদ্ধ উকীল ও জমিদার দুর্গাচরণ চৌধুরী মহোদয় গত ১৪ই কার্ত্তিক, শনিবার দিবা ২টার সময় ৮৫ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন; এই বিষয়ে শ্রীযুত নূতনচন্দ্র দেববর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় অতীব দুঃখের সহিত জানাইলে, সভাস্থ সকলে তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়বর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান এই পরলোকগত আত্মদ্বয়ের সুখ, শান্তি ও সদ্গতি বিধান করুন, ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা।

আমাদের শূচিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে একটী শাখা কায়স্থ-সভা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উকীল শ্রীযুক্তবাবু জগদ্বন্ধু চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব করাতে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুত নূতনচন্দ্র দেববর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে উপবীতি কি অনুপবীতি সকলেই নামান্তে বর্ম্মা, স্ত্রীলোকে দেবী শব্দ ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করায়, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হইল এবং যে সমস্ত কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা আগামী মাসে উপনয়ন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

শ্রীযুত মনোমোহন চৌধুরী দেববর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের ধ্যান পাঠ করিয়া চিত্রগুপ্তের মূর্ত্তি সর্ব্বসমক্ষে দর্শন করাইলেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতিমহাশয় যাহাতে কায়স্থ-জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন হয়, তাঁহাদের জাতীয় অধিকার ও প্রতিষ্ঠা যাহাতে রক্ষা হয়, তৎবিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার জন্য বক্তৃতা দিয়া সভার কার্য্য সমাধা করেন।

শ্রীযুত ফণীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী দেববর্ম্মা নামক একটি ছাত্র বিদায়-সঙ্গীত গায়িলে, সভাপতি-মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর রাত্রি ৮টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

(সাঃ) শ্রীনূতনচন্দ্র দেববর্ম্মা চৌধুরী। সম্পাদক। (সাঃ) শ্রীঅতুলচন্দ্র চৌধুরী দেববর্ম্মা। সভাপতি।

অনুপবীতি কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ।

বসুরহাট মহকুমার অন্তর্গত দণ্ডীরহাট গ্রামের প্রসিদ্ধ বসুবংশীয় উকীল, কলিকাতার স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় চিকিৎসককুল-শিরোমণি ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর ৺বিনোদবিহারী বসু অনুপনীত কায়স্থ। তিনি শেষ-শয্যায় পুত্রগণকে আদেশ দিয়া যান যে, তাঁহার পুত্রগণ দ্বাদশদিন অশৌচপালন করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত আচারে ত্রয়োদশাহে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে। তাঁহাদের কুলপুরোহিতগণ যদি তিনি অনুপনীত বা তাঁহার পুত্রগণ অনুপনীত বলিয়া ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সাহায্য লইয়া তাঁহার পুত্রেরা যেন ঐ কার্য্য সমাধা করেন। পিতার আদেশ পালনার্থ তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সহিত পরামর্শ করিয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া গত ২রা মাঘ সুশৃঙ্খলে অধ্যাপক-মণ্ডলীর সাহায্যে ও উপস্থিতিতে জ্ঞাতি, কুটম্ব ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের উপস্থিতিতে দেশের কুলপুরোহিত মহাশয়গণকে আনাইয়া কলিকাতাস্থ ৪০নং

বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটের নিজ ভবনে পিতার আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য ক্ষত্রিয়াচারের পূর্ণ অনুষ্ঠানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই কার্য্য সমাধা হইয়াছে। পরিবার যথারীতি ব্রাহ্মণ ও স্বজাতিবৃন্দের সেবা হইয়াছিল। কতকগুলি দরিদ্র-নারায়ণ যথারীতি পূজিত হইয়াছেন।

এই শ্রাদ্ধসভায় নিম্নলিখিত বরেণ্য অধ্যাপকমণ্ডলী * উপস্থিত ছিলেন:—

ভারত-বিদ্যা-সম্রাট কলিকাতা সংস্কৃত-মহামণ্ডলের সভাপতি মহামহোপা পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (নবদ্বীপ), পূর্ব্ববঙ্গ-গৌরব মহাম পাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ (ফরিদপুর) বাকলা চন্দ্রদ্বীপ-সমা কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, এম-এ, অধ্যাপকপ্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতি (গরাণহাটা, কলিকাতা), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র তর্কতীর্থ, নবদ্বীপ (৺পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের পুত্র), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল তর্কতীর্থ (নবদ্বীপ (ইঁহারা এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরো (গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা), বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাক তীর্থ। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহা বসু, বি-এ (জমিদার, বাগবাজার), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ (জমিদার হাটবাড়িয়া, নড়াইল), শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত (আজীবন সদস্য, বাগবাজার), সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব সাহিত্য সাগর, কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু প্রভৃতি মহাশয়গণও উপস্থিত ছিলেন।

* কায়স্থ-জাতিতত্ত্বানুসন্ধিৎসু শাস্ত্রালোচনাভিমানী কাব্যপরীক্ষোত্তীর্ণ তথাকথিত পণ্ডিতগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই শ্রাদ্ধ-ব্যাপারের ও ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় করিব। ব কা স—সম্পাদক।

ক্ষত্রিয়াচারে কায়স্থের শ্রাদ্ধ।

কাশীপুর (বরিশাল) হইতে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় জানাইয়াছেন—

"গত ২২শে পৌষ, অত্রস্থ শ্রীযুত হরকুমার ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের স্ত্রী জগৎলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয়। বিগত ৪ঠা মাঘ, ১৩ দিনে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ হীরালাল ঘোষ রায় দেববর্ম্মা ও শ্রীমান্ মতিলাল রায় বর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এ ক্রিয়ায় কোনরূপ বেগ পাইতে

হয় নাই। অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত বহু-ব্রাহ্মণ ও স্বজাতির ভোজন ব্যাপার হইয়াছে। কনিষ্ঠপুত্র মতিলাল রায় এ যাবৎ উপনয়ন গ্রহণ করে নাই।

"গত আশ্বিনমাসে অত্রস্থ শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ...ময়ী দেবীর মৃত্যু ও তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধও ১৩ দিনে হইয়াছিল।"

রাজসাহী কায়স্থ-সমিতির ২২শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

১। ৭ই মাঘ অপরাহ্নে, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রতিপাদক আলোচনা ও ...কৃতা হইয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় ও রাত্রি ৮॥০ ঘটিকায় সভাভঙ্গ হয়।

২। ৮ই মাঘ ৺সরস্বতী পূজা ও পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করা হয় ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষবর্ম্মা, বি-এল, শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ মজুমদারবর্ম্মা শিক্ষক, শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মিত্রবর্ম্মা নায়েব, শ্রীযুক্ত হেমকান্ত সরকারবর্ম্মা মহাশয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করেন। তৎপর স্বজাতি-ভোজন হয়। সন্ধ্যার সময় সভার অধিবেশন হইয়া, শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সম্মিলন-বিষয়ক-প্রস্তাব প্রস্তাবিত হইলে, উহা বিশেষভাবে আলোচিত না হইয়া সেদিনকার মত স্থগিত থাকে। তৎপর দুঃস্থ কায়স্থ-ছাত্রগণের সাহায্যের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের প্রস্তাবিত Kayastha Banking & Trading Co. স্থাপিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ সত্বরই কায়স্থ-মহোদয়গণের নিকট প্রেরিত হইবে। রাত্রি ৯টায় সভাভঙ্গ হয়।

৩। ৯ই মাঘ প্রাতেঃ, বিবাহ-ব্যয়সংক্ষেপ-বিষয়ক প্রস্তাব আলোচিত হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, যে বিবাহে দেনা ও পাওনার সম্বন্ধ থাকিবে, সভ্যমহোদয়গণ সাধ্যানুসারে ঐ বিবাহে যোগদান করিতে বিরত থাকিবেন। তৎপর সম্পাদক রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবর্ম্মা কর্ত্তৃক আলোচ্য বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মফঃস্বল হইতে যে সকল সভ্য, সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া, নানা অসুবিধাবশতঃ যোগদান করিতে না পারিয়া সহানুভূতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন তাহা পঠিত হয়। তৎপর কায়স্থব্যাঙ্ক-স্থাপন-সম্বন্ধীয় প্রাথমিক কার্য্যগুলি করিবার জন্য শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ বর্ম্মা বি-এল, শ্রীযুক্ত গনেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত রায় ভবানীনাথ নন্দী বাহাদুর,

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সরকার মহাশয়গণের উপর ভার অর্পিত হয়। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, আবশ্যক ব্যপদেশে ইঁহারা সভ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া লইতে পারিবেন।

৪। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যমহোদয়গণ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইলেনঃ—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায়বর্ম্মা }
" হীরালাল ঘোষ } সভাপতি

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবর্ম্মা }
" ভবতারণ তলাপাত্রবর্ম্মা } সম্পাদক
" প্রফুল্লচন্দ্র সরকার }

" মোহিনীমোহন ঘোষ————ধনরক্ষক

৫। কায়স্থগণ যাহাতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে পংক্তিভোজনে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন, সভাপতিমহোদয় তদ্বিষয়ে সভ্যগণকে অনুরোধ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬। বর্ত্তমান মাঘের শেষে, যাহাতে প্রচারক সরলবাবুকে আনাইয়া পুনরায় উপনয়ন-কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়, সম্পাদকগণ তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করুন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৭। বর্ত্তমান তহবিল হইতে ছাত্র-সাহায্য বাবদ আপাততঃ ন্যূনকল্পে ১০ টাকা ব্যাঙ্কে আমানত করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৮। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সরকার মহাশয় তাঁহার বাসায় অধিবেশনের স্থানদান করায় তাঁহাকে ও মফঃস্বল হইতে সমাগত সভ্যমহোদয়গণকে এবং আলোচ্য-বর্ষের কর্ম্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ করতঃ বেলা ১১॥০ টায় সভাভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রায়বর্ম্মা—সভাপতি।
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবর্ম্মা
শ্রীভবতারণ তলাপাত্রবর্ম্মা
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার
সম্পাদক।

টাউন শ্রীপুর— কায়স্থ-সভা।

বিগত ১৪ই মাঘ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুহ সরকার মহাশয়দিগের ভবনে যশোহর-সমাজস্থ কায়স্থগণের উপবীতগ্রহণ-সম্বন্ধে একটী জাতীয় অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে, বঙ্গদেশীয়

কায়স্থ-সভা হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভিষকশিরোমণি সাহিত্যসাগর, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসুবর্ম্মা মহাশয়গণ আহুত হইয়াছিলেন।

সভায় স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল কাব্য-তীর্থ, শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরোহিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

তদ্ভিন্ন যশোহর-সমাজস্থ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুহরায় সরকার, শ্রীযুক্ত সুধাংশু-ভূষণ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত বিজয়মোহন গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত সুস্থিরচন্দ্র গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত লালমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীপদ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মোহিতচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন বসু, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামলাল বসু, শ্রীযুক্ত হরিপদ বসু, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বসু পণ্ডিত (দ), শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস (দ), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ (দ), শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ (দ), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র (দ), শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় (টাকি), শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু (বাঁশদহ), শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু (খোড়গাছী), শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় চৌধুরী (সিঙ্গাতী), শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ হুদেদার, শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায়চৌধুরী (সৈদপুর) শ্রীযুক্ত আদিনাথ রায়চৌধুরী (শিবহাটী), শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার (দ) (দেবহাট্টা) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্তবাবু সুধাংশুভূষণ গুহসরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্তবাবু জ্যোতির্ম্ময় রায়চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনমত সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুহরায় সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় মঙ্গলাচরণ করিলে, সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় সভার উদ্দেশ্য, কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ ও উপবীত-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা বিষয়টী সকলকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় কায়স্থগণকে তাঁহাদের পরিত্যক্ত উপবীত-সংস্কার পুনঃ-গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর সমাগত ব্যক্তিবর্গের

মধ্যে, কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা সভা জানিতে চাহিলে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল কাব্যতীর্থ পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় প্রতিবাদ করিয়া বলেন—"কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু গীষ্পতিবাবু যে কায়স্থকে চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত একটী স্বতন্ত্র মৌলিক-জাতি প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা কিছুই হয় নাই, তবে আমাদের মত এই যে, কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় হইলেও, তাঁহাদের উপবীত-গ্রহণ না করাই ভাল।" অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ করাই যে শাস্ত্রীয় বিধি এবং না করাই যে দোষণীয়, তাহা শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে উক্ত পণ্ডিতদ্বয় বলেন—"কায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করুন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। তবে তাঁহারা কতকপরিমাণে আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন, যদিও সাধারণ শূদ্রের মত নহে; তথাপি বহুদিন হইতে প্রথা যখন চলিয়া আসিতেছে, তখন উপবীত গ্রহণ করিলেও একমাসই অশৌচ পালন করা উচিত।" এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অশৌচ তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশদভাবে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। গিরিশবাবুর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনিয়া কায়স্থগণের উপবীত-গ্রহণ ও দ্বাদশাহ অশৌচপালন সম্বন্ধে আর কাহারও মতদ্বৈধ রহিল না।

শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াও, সভায় উপস্থিত হন নাই বলিয়া তাঁহার মতের বিরুদ্ধে বহুস্থান হইতে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রতিবাদ আসিয়াছিল, তাহা পাঠ করা হইল না। তবে অনেকের আগ্রহ-চরিতার্থের জন্য মহামহোপাধ্যায় এবং গিরিশবাবু শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা গীষ্পতিবাবুর মত যে যুক্তিহীন ও অশাস্ত্রীয় তাহা প্রতিপন্ন করেন। অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণমহাশয় গীষ্পতিবাবুর অদ্ভুত-মতের আদৌ সমর্থন না করিয়া, কায়স্থজাতির উপবীত-গ্রহণের আবশ্যকতা তৎসম্বন্ধে সভার সম্পাদকমহাশয়ের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সভাপতিমহাশয়ের নির্দ্দেশমত সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হইল।

অতঃপর সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে উপবীত-গ্রহণ ও দ্বাদশাশৌচ-পালন কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। শ্রীপুরস্থ জমিদারগণের মধ্যে, বর্ত্তমানে কাহারও কাহারও জাতক অশৌচ থাকায়, ঐ অশৌচ দ্বাদশদিন পালিত হইয়া অশৌচান্তে আগামী ঐ ফাল্গুন শুভদিনে তাঁহারা সকলে উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়া সভায় প্রতিশ্রুত হন। সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া, রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক— সভাপতি—

(স্বাক্ষর) শ্রীসুধাংশুভূষণ গুহ সরকার। (স্বাক্ষর) শ্রীনবেন্দ্রনাথ গুহরায় সরকার।

১৪ই মাঘ, ১৩২৯।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

একবিংশ-বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৩য় অধিবেশন।

১৪ই শ্রাবণ (৩০ জুলাই) রবিবার, ১৩২৯, অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

স্থান—৯নং বিশ্বকোষ লেন, কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার " নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্য-
" অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা বিদ্যামহার্ণব

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রথমে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী (সহঃ সভাপতি), পাবনার শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা, বেনারস হইতে শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বর্ম্মা মহাশয়গণ সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে সহানুভূতিসূচক পত্র দিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল। অনন্তর কার্য্যারম্ভ :—

১ম প্রস্তাব—গতবারের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—ত্রৈমাসিক হিসাব প্রদর্শিত ও গৃহীত হইল।

এই হিসাব উপলক্ষে সম্পাদক কিরণবাবু সহঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধীয় পত্র পাঠ করিলেন। সম্পাদক পত্র মর্ম্মানুসারে মোকর্দ্দমার বিস্তৃত জমাখরচ অধিবেশনে উপস্থিত করিলেন এবং ঐ জমাখরচ গৃহীত হইল, এবং জমাখরচের চুম্বক মহেন্দ্রবাবুকে পাঠান হউক স্থির হইল।

৩য় প্রস্তাব—শোক প্রকাশ—(১) অন্যতম সহঃ-সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল, এম-আই-সি মহোদয়ের পুত্র-বিয়োগ-সংবাদে সভা বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল এই সংবাদ ভূপেনবাবুকে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করা হউক।

DOUBLE COLOUR

(২) সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোক গমনে সভা বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় কবির কবিত্ব, ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব বিষয় সভায় জানাইলেন। পরে স্থির হইল যে, সভার এই শোকপ্রকাশ সভার কবির পরিবারবর্গকে সম্পাদক জানান হউক।

৪র্থ প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব।

১।	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন নাগ বি-এ	৬।	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র
২।	„ কুমুদবন্ধু ভৌমিক, উকীল	৭।	„ জলধর মিত্র
৩।	„ রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল	৮।	„ রায় জগদীশনাথ [illegible] বাহাদুর
৪।	„ প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, সবজজ		
৫।	„ পি, দেব, চিফ-মেডিকেল-অফিসার	৯।	„ কেদারনাথ ঘোষ, [illegible]

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক।

১০।	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল রায়	২০।	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দেব
১১।	„ সত্যেন্দ্রনারায়ণ গুহ বর্ম্মা বি-এ	২১।	„ অরুণচন্দ্র বড়ুয়া
		২২।	„ কুঞ্জবিহারী বসু বর্ম্মা [illegible]
১২।	„ গঙ্গাচরণ পাল, বি-এ	২৩।	„ শ্যামশঙ্কর বর্ম্মা মজুমদার [illegible]
১৩।	„ যতীন্দ্রমোহন বসু, জমিদার		
১৪।	„ ইন্দুভূষণ সরকার, বি-এ, জমিদার	২৪।	„ কেদারনাথ দত্ত
		২৫।	„ হেমন্তকুমার ঘোষ [illegible]
১৫।	„ সুবোধচন্দ্র সরকার, এম-বি	২৬।	„ রসিকলাল সরকার
১৬।	„ প্রসন্নকুমার সরকার	২৭।	„ তারিণীচরণ সরকার
১৭।	„ গদাধর দত্ত	২৮।	„ ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ [illegible]
১৮।	„ কেদারনাথ গুহ বি-এল	২৯।	„ রামপদ ঘোষ বর্ম্মা
১৯।	„ গণেশচন্দ্র রায় বর্ম্মা	৩০।	„ জিতেন্দ্রনাথ ভৌমিক

৫ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত বিজয়কালী রায়চৌধুরী মহাশয় বঙ্গজসমাজ হইতে কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থানে রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—সহঃ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অভিযোগ

মহাশয়ের পত্র সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন;—পরে বহু আলোচনার পর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব স্থির হইল যে, এই পত্রের অনুযোগগুলি সম্বন্ধে সভার সম্পাদক, পত্রিকা-সম্পাদক ও কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের সভাপতি মহাশয়গণ তাঁহার যথা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

৭ম প্রস্তাব—পূর্ব্বাধিবেশনে "বিবিধ" বিষয় মধ্যস্থ "খ" চিহ্নিত অংশে কর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রদত্ত বেতন বৃদ্ধির আবেদন-পত্র গত অধিবেশনে পঠিত হইলে কাঃ নিঃ সমিতি কর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ম্মতৎপরতা ও অল্প বেতন সম্বন্ধে বিচার করিয়া মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধির যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিষয় সূচীতে স্বতন্ত্রভাবে প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে স্থান পায় নাই বলিয়া এই অধিবেশনে কাঃ নিঃ সমিতির সকল সভ্যগণকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। পূর্ব্বাধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

৮ম প্রস্তাব—প্রেসের গোলোযোগে ও মোকর্দ্দমা হাঙ্গামে 'কায়স্থ-পত্রিকা' যথাসময়ে প্রকাশের নানা গোল ঘটিতেছে, এই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া শ্রাবণমাসের মধ্যেই যাহাতে পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণের পঞ্জি প্রকাশিত হয় তজ্জন্য অন্য ছাপাখানার সাহায্য লওয়া হউক। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্থির হইল যে, বিনোদবাবু অন্য ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীর সহিত এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

৯ম প্রস্তাব—বিবিধঃ—

(ক) মোকর্দ্দমার অর্থ সাহায্যকল্পে পূর্ব্ব অধিবেশনে প্রতিশ্রুতিকারীগণ ও দাতাগণকে এবং শ্রীযুক্ত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সম্প্রতি ২০০৲ শত-টাকা দানের জন্য তাঁহাকে এবং শ্রীযুক্ত মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের ১০০৲ শত টাকা দানের প্রতিশ্রুতির জন্য সভা বিশেষভাবে সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ১৩২৭।২৮ সনের চাঁদা রেহাই করিবার আবেদন-পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে,—তিনি উক্ত দুই সনেই পত্রিকা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঐ ঐ সনের জন্য ১৲ টাকা হিসাবে মোট ২৲ দুই টাকা দিউন। আর বর্ত্তমান বৎসর হইতে তাঁহাকে তাঁহার পত্রের মর্ম্মানুসারে ১৲ টাকা সভ্যরূপে গ্রহণ করা হউক।

(গ) শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ বর্ম্মা রায়চৌধুরী মহাশয়ের কাঃ নিঃ সমিতির সভ্য পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইল, এবং আগামী অধিবেশনে ঐ শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা করা হউক স্থির হইল।

(ঘ) পত্রিকায় পঞ্জি প্রকাশ সম্বন্ধে সহঃ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র পত্র পাঠান্তে স্থির হইল যে, এখন হইতে পত্রিকা-সম্পাদকের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা হউক।

(ঙ) হাইকোর্টের তাঁতি-কায়স্থ-মোকর্দ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপিলের সাহায্য জন্য কানপুর হইতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ে সংগৃহীত ১৫৲ টাকা উক্ত কার্য্যে ব্যবহৃত না হওয়ায়, পার্ব্বতীবাবুর পত্রানুসারে ঐ টাকা প্রচার তহবিলে গৃহীত হউক এবং পার্ব্বতীবাবুকে এ জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হউক। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীগণপতি সরকার
সহযোগী সম্পাদক।

(স্বাক্ষর) শ্রীমন্মথনাথ মিত্র
সভাপতি।

ওঁ

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

একবিংশ-বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৪র্থ অধিবেশন।

১৭ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর) রবিবার (১৩২৯) অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

স্থান—৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
" রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ
" রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, এম-আর-এ-এস্
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ম্মা সাহিত্য-সাগ
" সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহো
" নরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা সাধারণ স
" মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বাবুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত গণপতিবাবুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর সভাপতি মনোনীত হইলেন।

১ম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (সহযোগী সম্পাদক) মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন—

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পালিত এম-এ বি-এল (মুন্সেফ)
" বিষ্ণুচরণ সেন, জমিদার
" শ্রীবনবিহারী সেন, জমিদার
" যোগেশচন্দ্র সেন
" নৃত্যগোপাল সরকার
" ডাঃ নীলরতন সরকার
" উপেন্দ্রনাথ দে রায়
" নৃপেন্দ্রনাথ বসু সর্ব্বাধিকারী
" ভূপেন্দ্রকুমার সরকার
" আশুতোষ ঘোষ
" রমণীমোহন সরকার
" জ্যোতির্ম্ময় রায়চৌধুরী
" রায় নৃত্যচরণ নাগ বাহাদুর
" উমাচরণ বসু
" রাধিকাচরণ ঘোষ
" প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
" সতীশচন্দ্র ঘোষ
" ধরণীধর সরকার
" ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী
" হেমেন্দ্রনাথ গুহ
" মণীন্দ্রচরণ ঘোষ
" অনাথনাথ রায় চৌধুরী
" হরেন্দ্রনারায়ণ বসু এম-এ সব-ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট
" যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদার
" নলিনীরঞ্জন রাহা, ডিপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট
" রাজমোহন সেন, উকীল
" বিশ্বনাথ রায় এম-এ-বি-এল্

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ম্মা সাহিত্য-সাগর মহাশয়ের প্রস্তাবে—

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সোম, পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর
" চন্দ্রকুমার সোম
" সুকুমার মিত্র
" পূর্ণচন্দ্র গুহ, জমিদার
" যোগেশচন্দ্র ভৌমিক
" ডাঃ কে, ডি, ঘোষ
" রায় সত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
" যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
" গোপালচন্দ্র ঘোষ
" রজনীনাথ কর, উকীল

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দেব বর্ম্মা মৌলিক
" শরৎকুমার গুহ, সব-ডিপুটী
" রমণীকিশোর রায়

" কামাখ্যানাথ গুহ " দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মা
" সুধীরচন্দ্র হালদার " যতীন্দ্রনাথ গুহ
" ডাঃ সতীশচন্দ্র মজুমদার " কেদারনাথ ঘোষ
" কালীকুমার দাস " শরচ্চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত শ্রীযুক্ত সরলবাবুর প্রস্তাবে—

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস বর্ম্মা
" শ্রীশচন্দ্র পাল

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র প্রচারক মহাশয়ের সংগৃহীত শ্রীযুক্ত সরলবাবুর প্রস্তাবে—

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ " বিজয়চন্দ্র দত্ত
" জ্যোতিশচন্দ্র দত্ত " যদুনাথ সিংহ
" যতীন্দ্রনাথ বসু " যতীন্দ্রনাথ রাহা
" বঙ্কবিহারী ঘোষ " রসিকলাল মল্লিক
" কুঞ্জবিহারী বসু " গুরুনাথ দত্ত বর্ম্মা
" আশুতোষ ভঞ্জচৌধুরী " জ্যোতিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে—

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন ঘোষ
" সীতানাথ বসু

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে—

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায়চৌধুরী
" সতীশচন্দ্র বসু
" ফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩য় প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বিজয়কালী রায়চৌধুরী মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পদত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-সি মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য মনোনীত হইলেন।

৪র্থ প্রস্তাব—কর্ম্মাধ্যক্ষের ছুটীর প্রার্থনা-পত্র পঠিত হইল এবং তাঁহার একমাস ছুটী মঞ্জুর হইল, এবং তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য একজন অস্থায়ী লোক নিযুক্তের ভার সম্পাদকগণের উপর অর্পিত হইল।

৫ম প্রস্তাব—শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পর স্থির হইল, ঐ ভার কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের উপর অর্পিত হউক।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—কায়স্থ-পত্রিকা সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় পত্রিকা পরিচালন সমিতির সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া যথাসময়ে ও যথানিয়মে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করুন।

বিবিধ—(ক) সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ—৺নবকুমার দেব বর্ম্মা (সরকার, ফরিদপুর) মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদে সভা বিশেষ শোক-প্রকাশ করিলেন, এবং সভার সমবেদনা পত্র দ্বারা তাঁহার পরিবারবর্গকে জানান হউক স্থির হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত গণপতিবাবুর প্রস্তাবে রিপ্লাইকার্ডে প্রত্যেক সভ্যমহোদয়গণকে অন্ততঃ একটী সভ্য করিয়া দিবার জন্য অনুরোধপত্র দেওয়া ও সেই পত্রে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজার জন্য ব্যয়ের সাহায্য প্রার্থনা করা হউক স্থির হইল।

(গ) শ্রীযুক্ত সরলবাবুর প্রস্তাবে খানুখানাপুরের শ্রীযুক্ত শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা ও বহরমপুরের সানুজ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন বর্ম্মা জমিদার মহোদয়গণকে কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারের সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(ঘ) শ্রীযুক্ত সরলবাবু কায়স্থ-জাতিতত্ত্ব-সম্বন্ধে কায়স্থ যুবকগণের মধ্যে একটী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে স্থির হইল, ঐ বিষয় বিবেচনার ভার কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের উপর অর্পিত হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা
সভাপতি

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

একবিংশ-বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৫ম অধিবেশন।

২৮শে আশ্বিন, ১৩২৯ (ইং ১৫ই অক্টোবর) রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

স্থান—৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা বাহাদুর (সভাপতি)
" রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম-বি-ই
" কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
" রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ
" রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা
" কেদারনাথ দেব বর্ম্মা
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা
" যোগেশচন্দ্র সিংহ
" নরেশচন্দ্র সিংহ
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি-এল
" হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ম্মা
" যোগেন্দ্রলাল রায় (সভাপতির সঙ্গী)
" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

১ম প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২য় প্রস্তাব—সভার অন্যতম-সভ্য ৺শরৎচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পরলোক-গমনসংবাদে সভা বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিলেন এবং স্থির হইল, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সভার সমবেদনা জানান হউক্।

৩য় প্রস্তাব—নূতন সভ্য নির্ব্বাচন—সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণবাবুর প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় সভ্য মনোনীত হইলেন।

৪র্থ প্রস্তাব—শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত পূজা সম্বন্ধে—বহু আলোচনার পর স্থির হইল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা এই পূজার ব্যবস্থা বিনা-আড়ম্বরে করা হউক, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে উহা উত্তর-বঙ্গের বন্যা-প্রপীড়িত ভ্রাতৃবৃন্দের সাহার্য্যার্থে রামকৃষ্ণ-মিশনের হস্তে অর্পিত হউক, এবং ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমন্ত্রণ-পত্রে সাহয্য-ভিক্ষা করা হউক্। পূজার স্থান সম্বন্ধে—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যাবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের পত্র পাঠান্তে স্থির হইল, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয় প্রস্তাবিত ভাবে পূজানুষ্ঠান অনুমোদন করিলে তাঁহার আলয়ে সম্পন্ন করা হউক, অন্যথা সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে পূজানুষ্ঠান হউক্।

৫ম প্রস্তাব—সভার কার্য্যালয়ের স্থান-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে—বহু আলোচনার পর স্থির হইল, সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে সভার কার্য্যালয় স্থাপিত করা হউক্।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—অমৃতবাজার-সম্পাদক স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক আহূত সাধারণ শোকসভার বিস্তৃত-বিবরণ জ্ঞাপিত হইল।

বিবিধ— (ক) শ্রীযুক্ত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহোদয়কে (সভাপতি—কর্ম্মচারী-সঙ্ঘ) লিখিত শ্রীযুক্ত সরলবাবুর পত্র পাঠান্তে বহু আলোচনার পর স্থির হয়ে, বর্ত্তমান বর্ষে ২য় মাসিক অধিবেশনে গৃহীত সরলবাবুকে সহকারী-সম্পাদক রূপে গ্রহণ করা সম্বন্ধীয় ৮ম সংখ্যক প্রস্তাবটী পত্রিকায় অপ্রকাশিত থাকুক। উক্ত পত্রের অন্যান্য বক্তব্য সম্বন্ধে রাজাবাহাদুর সরলবাবুর সহিত আলোচনা করিয়া জানাইলে পরের অধিবেশনে স্থির সিদ্ধান্ত করা হউক্।

(খ) সভার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহার আবেদন পঠিত হইল, এবং স্থির হইল তাঁহার পীড়াকালীন অনুপস্থিতি-কাল পূরা বেতনে ছুটী হিসাবে মঞ্জুর করা হউক্।

(গ) শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ চন্দ্র বর্ম্মা অবৈতনিক প্রচারক মহাশয়ের কর্ম্ম-সম্পাদক-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত সাহায্য দেওয়া প্রস্তাব অনুমোদিত হউক্।

(ঘ) শ্রাবণ, ভাদ্রসংখ্যা "কায়স্থ-পত্রিকার" পঞ্জি মধ্যস্থ অংশ বিশেষের দিকে পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হউক্।

(ঙ) সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু প্রস্তাব করিয়াছেন যে পত্রিকা-সম্পাদন-সৌকর্য্যার্থে একজন Proof reader ১৫৲ টাকা বেতনে নিয়োগ করা আবশ্যক। স্থির হইল এইরূপ একজন কর্ম্মী নিযুক্ত করা হউক্।

(চ) প্রচারকদের ছুটী মঞ্জুর সম্বন্ধে আলোচনার পর স্থির হইল, এ সম্বন্ধে সম্পাদক-মহাশয় যথা কর্ত্তব্য করিবেন।

অতঃপর সভাপতি-মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর) শ্রীক্ষিতীশভূষণ রায়
সভাপতি।

ভ্রমসংশোধন

কায়স্থ জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদ—

প্রবন্ধ মুদ্রণ-কালে আমি কলিকাতায় না থাকায় প্রুফ্ দেখিতে পারি… তজ্জন্য অনেকগুলি মুদ্রাকরপ্রমাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে, কোথাও দুইশব্দ এক… হইয়াছে, কোথাও একশব্দ দুই ভাগ হইয়াছে, আশা করি পাঠকগণ তাহা দৃ… মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কয়েকটী বিশেষ অশুদ্ধ পদ শুদ্ধ করিয়া দে… হইল মাত্র।

প্রবন্ধ-লেখক।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০২	১৯	ব্বিবেকার্থ্যং	বিবেকার্থং
৪০২	২৪	ধর্ম্মরাজ্যের	ধর্ম্মরাজের
৪০৫	৯	আর্য্যসভ্যতার	আর্য্যসভ্যতায়
৪০৫	১৩	তর্পনীয়	তর্পণীয়
৪০৬	১২	পুরুরবপ্রভৃতানি	পুরূরবঃপ্রভৃতীনি
৪০৭	২৪	সকল জাতি,	সকলজাতির উৎপত্তি ও অ…
৪০৯	১৭	ক্ষত্রিয়োচিৎ	ক্ষত্রিয়োচিত
৪১০	২৯	মুঁখ বাহুজাত ক্ষত্রিয়ের	মুখবাহুজাত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ে…
৪১৩	১৬	ভারিতুঞ্চ	বারিতুঞ্চ
৪১৩	১৯	লেখ্যাবৃত্তি	লেখ্যাবৃত্তিশ্চ
৪১৪	২৯	সমুৎপনৈঃ	সমুৎপন্নৈঃ
৪১৫	১০	প্রমানই	প্রমাণই
৪১৫	১১	পুস্তিকায়	পুস্তিকার
৪১৫	১২	মৌলিকজাতির	মৌলিকজাতিত্ব—
৪১৫	১৫	প্রমাণিকতা	প্রামাণিকতা
৪১৬	২২	সদৃশ্য	সদৃশ
৪১৬	২৮	আবহকাল নারীসংস্কার	আবহমানকাল নয়টী সং…
৪১৭	১৪	দেবেণ	দেবেন
৪২০	৯	যোনির্ণাপি	যোনির্নাপি
৪২৩	২০	যষ্য, স্যাতাং	যস্ত, স্যাতাং
৪২৩	২২	ব্রহ্মচর্যং	ব্রহ্মচর্য্যং
৪২৪	২৩	যষ্য	যস্ত
৪২৬	৮,১৩	তাণ্ড	তাণ্ড্য
৪২৬	১৩	অধ্যায়	অধ্যায়ে
৪২৬	২৯	হীনচার	হীনাচার
৪২৭	১৬	মহাত্মাগণের	মহাত্মগণের
৪২৮	২৩	যোহনবীত্ব	যোহনধীত্য
৪২৯	২	তদ্বিষয়ে	তদ্বিষয়

কায়স্থ-পত্রিকা

২১ বর্ষ] ফাল্গুন—১৩২৯ [১১ সংখ্যা

আসামে কায়স্থ বার ভূঁঞা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভূঁঞাগণের অধঃপতন।

এক সময়ে সমস্ত কামরূপে যাঁহারা স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন …য়াছিলেন, সেই পরাক্রান্ত ভূঁঞাগণের কিরূপে অধঃপতন ঘটিল সংক্ষেপে …হা বর্ণিত হইতেছে—

…রঘুপতি-রচিত গমঠাবংশাবলী, খড়িদৈবজ্ঞ বিরচিত দরঙ্গরাজবংশাবলী এবং …বিহাররাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আদেশে রচিত বৃহৎ রাজবংশাবলী হইতে …গণের অধঃপতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। রঘুপতি লিখিয়াছেন—"এক …র ভূঁঞাগণ মহাতেজে অসি ও মসির সাহায্যে রাজার বিশ্বাসী হইয়া রাজ্য-…ন করিতেছিলেন ; অকস্মাৎ মুসলমান নৃপতি পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য …লইয়া কনোজপুর অধিকার করেন। দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। …মানেরা মহামার আরম্ভ করিল। রাজা প্রজা সব এক হইয়া গেল। …র মুসলমানেরা শত শত গো-বধ ও তদুপরি ব্রহ্মবধ করিতে লাগিল। …ও মুসলমান নৃপতি ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া রাজ্যে ঘোর অত্যাচার করিল। …ঞাগণ বিমরিষ, কোনদিকে সুবিধা করিতে পারিলেন না। সকলে …ড়া সাপের মত হইয়া গেল। উত্ত্যক্ত হইয়া কেহ গৌড়দেশে, কেহ …পর্ব্বতের উপর গিয়া পরিজনসহ বাস করিতে লাগিল। অবশেষে সকল

ভূঁঞা একত্র হইয়া কমতায় সমবেত হইলেন ও দেশ উদ্ধার করিলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সুলতান হোসেন সা ১২ বৎসর অবরোধের কমতা ও কামরূপ অধিকার করেন। তিনি ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামরূপ করিয়া নিজ পুত্রকে কামরূপ শাসনের ভার দিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে সেই পুত্রের শাসনে কামরূপবাসী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বড় নদী পর্য্যন্ত মুসলমান অধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার

(১) "কনৌজ নগর ধাম, শস্যে মৎস্যে অনুপাম,
বার ভূঁঞা আছিল তথাত।
সবে হয়ে মহাতেজি, রাজার বিশ্বাসভাজী
অসি মসি উভয়ে পার্গত॥
অকস্মাৎ পঙ্গপাল, যবনের মহীপাল
কৈল গ্রাস কনৌজ নগর।
দেশে হইল হাহাকার, যবনে করে মহামার
রাজা প্রজা হল একাকার॥
শত শত গো বধ, তদুপরি ব্রহ্ম বধ
করে ঘোর যবন বর্ব্বর।
ধর্ম্মের ধরিয়া ধ্বজা, পাষণ্ড যবন রাজা,
করে রাজ্যে ঘোর অত্যাচার॥
ভূঁঞা সব বিমরিষ, না পাবন্ত এক্কোদিশ
সবে ভৈল ঢোণ্ডা সাপের মতন।
পরিত্যাগি আবর্জ্জন, নগে লৈয়া পরিজন,
গৌড় দেশে করিল গমন।
নপুরাতে কালরাত্রি, হরি হরি কি কুখ্যাতি
পিছে পিছে ধাইল যবন॥
গেল গৌড় চারেখারে, যবনের অত্যাচারে
ভূঁঞা সব কমতা আইল।
আপনার বাহুবলে, সবলে খেদায়ে চলে,
বার ভূঁঞা সবে রাজা ভৈল
আপনার মধ্য হতে, শিরোমণি ভূঁঞা পাতে
যুদ্ধ কার্য্যে তার আজ্ঞা পান।
ইচ্ছামত ভাঙ্গে পাতে, রাজা সব জনে জনে,
কিন্তু গমঠা সবার প্রধান॥" (রঘুপতি-রচিত গমঠা-বংশাবলী)

(উদ্ধৃত পদে কনৌজপুর স্থানে কনৌজনগর লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য, কমতা-রাজধানীর নিকটই কনৌজপুর ছিল।)

অহোম রাজ্য। মুসলমান রাজকুমার কিছুকাল পরেই অহোমরাজ্য করিবার চেষ্টা করেন; তাহার ফলে সমস্ত মুসলমান সৈন্য ধ্বংস গতিত হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, অহোমরাজের সাহায্যে তার পৈতৃক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনঃ মুসলমান আক্রমণে কমতা ও কামরূপ হতশ্রী ধারণ করিয়াছিল। ভূঁঞাগণের সহায় সম্পত্তি অনেকটা নষ্ট হইয়াছিল। ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের তাহাদের পরস্পারের মধ্যে মতভেদ ও বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইল। সময় দুর্ব্বল কমতেশ্বর নারায়ণ ভূঁঞাকে শিরোমণি ভূঁঞা এবং আপনার বা 'রাজপ্রতিনিধি' পদ প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসে নারায়ণ পাল নামে এবং পরাক্রান্ত নৃপতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। (২) রায়ণ ভূঁঞা সকল ভূঁঞাকে একত্র করিয়া সমবেত শক্তিদ্বারা ভূঁঞাগণের প্রভাব উদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

এই সময় মেচকুলে বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়। পূর্ব্বোক্ত রাজবংশাবলী হতে জানা যায়, চিকনা গ্রামে হরিয়া নামে এক মেচ বাস করিতেন। তাহার খুণ্টাঘাট পরগণায় যে বার ঘর মেচ বাস করিতেন, হরিয়া তাদের মণ্ডল ছিলেন। (৩) তিনি হাজো নামে এক মেচ সর্দ্দারের হীরা

(২) Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal; 1893, 279.

(৩) "পর্ব্বতর মধ্যতে চিকনা জে নাম।
খুঁটাঘাট সমে তাত বার খান গ্রাম॥
তার পূর্ব্বফালে আছে মনাহ প্রছণ্ড।
ধবল পর্ব্বত উত্তরত সীমা দণ্ড॥
পশ্চিমত ভাগীরথী গঙ্গা বহিছয়।
দক্ষিণত ব্রহ্মপুত্র প্রকাশি আছয়॥
ইহার মধ্যত গ্রাম আছে বার খান।
জুকিলা তথাত আছে বার গিরি জে প্রধান।
হরিয়াক আনি সবে মণ্ডল পাতিলা।
সেই দিনা ধরি তৈতে অধিকারী ভৈলা।
বার জে গ্রামর লোক বস করি লৈলা॥"
বৃহৎ রাজবংশাবলী ৪৮৫—৪৯০ পদ।
(Vide Assam Government Collection, Darrang No. 2, 1st part, leaf 29 B.)

ও জীরানাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। হীরার গর্ভে বিশ্ব জীরার গর্ভে শিশু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; হোসেন সাহের ক... বিজয়ের কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহাদের জন্ম। মুসলমান আক্রমণে ভূঁঞা... যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং পরে মুসলমান-প্রভাব ধ্বংস হইলে ... প্রত্যেক গ্রামেই এক একজন গ্রামেশ্বর স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসি... সেই বিপ্লব-যুগে বিশু সাহস ও কৌশলের পরিচয় দিয়া একজন শক্তি... নায়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। যে মেচ বা ম্লেচ্ছ বংশ সহস্র ... বর্ষ কামরূপ শাসন করিয়া পাল ও সেন বংশের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় বংশের শাসন প্রভাবে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়া... এক্ষণে তাহারা তাহাদের অধিনায়ক বিশুর ছত্রতলে আসিয়া সম... হইল। মেচবংশ চারিশত বর্ষের বিজাতীয় শাসনে তাঁহাদের অ... গৌরব ও পরাক্রমের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বক... ম্লেচ্ছ-নৃপতিগণের ন্যায় পরম শিবভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহা... উপাস্যদেব শিবের অনুগ্রহে আবার তাঁহাদের সুদিন আসিতেছে ... তাঁহাদের অধিনায়ক বিশুকে শিবপুত্র বিশ্বসিংহ নামে পরিচিত করি... তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তীর রটনা হইল।

হরিয়া মণ্ডল বারভূঁঞাদিগকে বশ করিয়া আধিপত্য বিস্তারে মনো... হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তিনি ফুলগুড়ির ভূঁ... নিকট পরাজিত ও বন্দী হইলেন। পরে কর দানে সম্মত হইলে কি... পরে মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। বিশু পিতার পরাজয় ও নি... সংবাদ পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তিনি ফুলগুড়ির ভূঁঞার ... কর বন্ধ করিয়া দিলেন এবং অল্পদিন পরেই পূর্ব্বোক্ত ১২ খানা গ্রা... সর্দ্দারগণকে একত্র করিয়া সদলবলে ফুলগুড়ির ভূঁঞাকে আক্রমণ ক... কিন্তু সম্মুখ-সমরে তিনিও পিতার ন্যায় ফুলগুড়ির ভূঁঞার নিকট পরা... হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলেন। বিশু অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক ছিলে... তিনি বুঝিলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সম্মুখ-সমরে সুবিধা হইবে না। ... যুদ্ধক্ষেত্র হইতে একাকী পলাইয়া আসিয়া তিন দিন বনমধ্যে অনা... ছিলেন; তৎপরে সেই বনমধ্যে এক ঘর মেচের সহিত দেখা হয়। ... মেচঘরে আহার করিয়া বিশু প্রাণরক্ষা করেন। ফাল্গুন মাসে উত্ত... ঘটে; চৈত্র মাসে ফুলগুড়ির ভূঁঞা আপনার সৈন্যদিগকে বিদায় করি...

...রা যে যাঁহার ঘরে গিয়া 'বিহু' পর্ব্বে যোগ দিল। বৈশাখ মাসে বিশু ...দিন রাত্রিকালে একাকী ভূঁঞার রাজধানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ...হার দল-বল নগরের বাহিরে থাকিল। গভীর নিশায় ভূঁঞা আনন্দে ...যাইতেছেন, সেই সময় বিশু গোপনে খড়্গ দ্বারা ভূঁঞার শিরশ্ছেদ ...লেন। এদিকে সঙ্কেত পাইবামাত্রই তাঁহার দল-বল নগরের ঘর-বাড়ী ...করিল। ফুলগুড়ির ভূঁঞাকে মারিয়া বহু ধন-রত্ন লাভ করিলেন এবং ...স্থানের অধিকারী হইলেন। (৪)

---

(৪) "কতিপয় মান দিন রঙ্গে সবে আছে।
ফুলগুরি ভূঁয়াক যে যুদ্ধ দিলা পাছে ॥ ১২৪
সসৈন্য সহিতে বিশু খেদিয়া গৈলন্ত।
ফাল্গুন মাসত জাই যুদ্ধ করি লন্ত ॥
ফুলগুরির ভূঁঞা বলে সুনা সৈন্যগণ।
মণ্ডলর পুত্রে মোক খেদি দিলা রণ ॥ ১২৫
বার জে গ্রামর ধন মণ্ডলে নবন্ত।
কোনো ভূঁয়া নলরা কাহাকো নেদন্ত ॥ ১২৭
ফুলগুরি ভূঁয়া সমে যুদ্ধ করিলন্ত ॥
যুদ্ধে পরাজয় হুয়া বিশু পলাইলন্ত।
লবরিয়া একেশ্বরে বনে পসিলন্ত ॥
তিন দিন অনাহারে বনত ভ্রমিলা।
একঘরি মেছ বন মধ্যত দেখিলা ॥ ১৩০
অনন্তরে বৈশাখর বিশু আসিলেক ॥
ভূঁয়া সকলর সৈন্য ঘরাঘরি গৈলা।
একেশ্বর হুয়া ভূঁঞা নগরেত রৈলা ॥ ১৪৯
রাত্রি ভাগে ভূঁয়ার নগরে পসিলন্ত ॥
অলক্ষিতে পসিলেক কেহো না দেখিলা।
নগর জতেক সৈন্য বাহিরে থাকিলা ॥ ১৫০
আনন্দিত মনে ভূঁয়া সুতিয়া আছন্ত।
খড়্গ হানি শিবপুত্রে শির্ ছেদিলন্ত ॥

এখন বিশ্বসিংহ একজন পরাক্রান্ত মণ্ডলেশ্বর বলিয়া পরিচিত হইলেন। কর্ণপুরের ভূঁঞার নিকট কর চাহিয়া পাঠাইলেন; কর্ণপুরের ভূঁঞা প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য সসৈন্যে প্রস্তুত হইলেন। এ সংবাদ পাইয়া মেচগণ সকলেই সুসজ্জিত হইল। অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। মহা ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; এই যুদ্ধে বিশ্বসিংহ খড়্গাঘাতে কর্ণপুর তথা কনৌজপুরের ভূঁঞার শিরশ্ছেদ করেন। অবশেষে ভূঁঞা যুদ্ধে পরাজিত হইলে, বিশ্বসিংহ উক্ত ভূঁঞাগণের অধিকৃত জনপদের অধিপতি হইলেন। তৎপর বর্ষে বৈশাখ মাসে সৈন্যগণ স্ব স্ব ঘরে গিয়া অবস্থান করিতেছিল; সেই সুযোগে, ব্যাঘ্র যেরূপ হরিণকে আক্রমণ করে, সেইরূপ বিশু বিজেনিয়ার ভূঁঞাকে আক্রমণ করিয়া সসৈন্যে তাঁহাকে নিধন করিয়া বিজনী তাঁহার অধিকারভুক্ত হইলেন। অতঃপর বিশ্বসিংহ ভূঁঞাগণের অগ্রগণ্য—প্রতাপ ভূঁঞাকে পরাজিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তৎকালে বড় ভূঞাঁ প্রতাপ পাণ্ডুনাথে অবস্থান করিতেছিলেন। এখানে বিশ্বসিংহ কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ পান, প্রতাপ ভূঁঞার প্রিয় কনিষ্ঠ ভাই প্রত্যহ ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করেন। বিশ্বসিংহ গোপনে সেই সময়ে গিয়া স্নান করিয়া উঠিবার সময় প্রতাপ ভূঁঞার ভ্রাতাকে বধ করিলেন। অকস্মাৎ ভ্রাতৃ-হত্যার সংবাদ পাইয়া প্রতাপ অত্যন্ত

পাছে সৈন্যগণে জাই বেরিয়া ধরিলা।
ঘর বাড়ী লুড়ি পুরি সমস্তকে নিলা ॥ ৭৫১
সিসব লোকর বিশু ভৈলা অধিকারী।
বিস্তর লভিলা দ্রব্য ভূঁয়াক যে মারি ॥"

(বৃহৎ রাজবংশাবলী

ভীত ও বিচলিত হইলেন; তিনি আপনার দ্রব্যসম্ভার লইয়া নৌকায় করিয়া আসামে প্রস্থান করিলেন। (৫) এই সময়ে গৌহাটী পর্য্যন্ত সহজেই বিশ্বসিংহের করগত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি ভাটী এবং চারু ভূঁঞাকে জয় করিয়া তাহার রাজধানী করিয়া অভিষিক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত কামরূপ অধিকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তৎকালে নারায়ণ ভূঁঞা গমঠা কামরূপের রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ভূঁঞা সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন। গুরুচরিতাবংশাবলী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—বজালীর গন্ধর্ব্ব ভূঁঞা, বাউসীর ভূঁঞাগণ, ক্ষেত্রীর রাজেন্দ্র ভূঁঞা প্রভৃতি কামরূপের ভূঁঞাগণ আসিয়া নারায়ণের নিকট সমবেত হইলেন। কিরূপে বিশুর হস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা ও আত্ম-সম্মান করিবেন সকলে তাহার উপায় চিন্তা করিবার জন্যই সমবেত হইয়াছিলেন। এইখানে সকলের একটী মন্ত্রণাসভা হইল; সভায় ভূঁঞাগণ প্রতিজ্ঞা

(৫) "বেজেনি ভূঁয়াক লাগি সবে গৈলা ধাই।
মারিলেক শিবসুতে একেলা যে জাই ॥
সিয়োখান দেশ বশ করিয়া লৈলন্ত।
তার প্রজাগণে জাই বিশুত খাটন্ত ॥ ৭৫৩
বড় ভূঁয়া একজনে পারত আছিলা।
মহাক্রমে সবে ভূঁয়াক খাটিলা ॥
তাহার প্রতাপ নাম অতি ধীর মতি।
রঙ্গে লৌহিত্যর তীরে করিলা বসতি ॥ ৭৫৪
তানে ছোটে ভাই আছে নামে শ্বেত ধান।
লৌহিত্যত নিতে সিতো করে গৈয়া স্নান ॥
অস্ত্র ধরি শিবপুত্র লুকায়া আছিলা।
স্নান আহারন্তে পাছে তাহাকো কাটিলা ॥ ৭৫৫
ভ্রাতৃবধ শুনি ভূঁয়া মহাভয় পাইলা।
নায় ভরা দিয়া পাছে অসমক গৈলা ॥
মহা ভয়ে আহমর দেশে পসিলন্ত।
সিয়োখান দেশ বিশু বশ করিলন্ত ॥ ৭৫৬
ছারিপাছ ভূঁয়া মারি দেশ সবে লৈলা।
রাজা হৈবো বুলি বিশু সমস্ততে কৈলা ॥" ৭৫৭

করিলেন, যদিও রাজ্য যায়, সর্ব্বস্ব যায়, সবংশে প্রাণ যায়, তথাপি কেহ ম্লেচ্ছ
নিকট মাথা হেঁট করিবেন না। এই সময়ে সকলে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষ
করিলেন যে, কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।
তৎপরে ভূঁঞাগণ স্ব স্ব গড় রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগ
জানাইলেন, হাতী, ঘোড়া, নৌকা ও যে সকল পাইক আছে, তাহার অ
স্ব স্ব গড় রক্ষায় এবং বাকী অর্দ্ধেক লইয়া সকলকে এখানে উপস্থিত থাকি
হইবে। রঘুপতি-রচিত গমঠাবংশাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে, ভূঁঞাগণ এই
মন্ত্রণা করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলে পর নারায়ণ তাঁহার কনিষ্ঠ সহো
রাজেন্দ্র এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রকে লইয়া গুপ্ত মন্ত্রণায় বসিলেন;—"
রাজেন্দ্র! ও প্রিয় পুত্র হরেন্দ্র! এখানে আমরা তুই পুরুষ সুখে
করিয়াছি, সম্মুখে আমাদের বিপদ উপস্থিত। সকল মেচ বিশুর স
মিলিত হইয়াছে, আরও অনেক জাতি আসিয়াছে; আমাদের পূর্ব্বের
শৌর্য্য-বীর্য্য নাই, এখন সত্য সত্য বল কিরূপে এই বিপদ হইতে উ
পাইব? চারু ভূঞা আমার ঘোর শত্রু, সেও বিশুর সহিত মিলিত হইয়া
চারু ভূঁঞা যদি আমার পক্ষে থাকিত, তাহা হইলে অনায়াসেই আমি বি
তাড়াইতে পারিতাম।"

রাজেন্দ্র বলেন "দাদা চারুর আশা ছাড়িয়া দিন, সে পূর্ব্ব শত্রু অব
বাদ সাধিবে; যত দিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে কখনও যুদ্ধ ছাড়িব না
নারায়ণ বলিলেন, "তুমি সেনাগণ লইয়া যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ঠিক করিবে, ব্রহ্ম
ভাটিয়া গিয়া তিন ক্রোশ দূরে ঘাটি পতিয়া অবস্থান করিবে; হরেন্দ্র দ
দিক্ রক্ষা করিও; গন্ধর্ব্ব ভূঁঞা আপনি তুই দিক্‌কার—ধর্ম্মক্ষেত্র
রক্ষা করিবেন; আমি নিজে বারভূঁঞাগণের ভিটা রক্ষা করিব; কা
হরিদাস গড়ের অবস্থা দেখিবেন; লখাই মাঝি নৌকার ব্যবস্থা করি
তদনুসারে বারভূঁঞা বন্দুক ও অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বিশ্বসিংহের সহিত
অগ্রসর হইলেন। বহু দিন গেল, কাহারও পরাজয় হইল না। দিবারা
এইরূপে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বিশ্বসিংহ ভূঁঞাগণের কৌশলে বিস্মি
হইলেন। অনেক যুদ্ধ তিনি করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তিনি এ

(৬) কায়স্থ-পত্রিকা নবপর্য্যায় ১২ খণ্ড ৫-৬ পৃষ্ঠায় উক্ত মূল গ্রন্থে
প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

...তিব্যস্ত হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া
...রিয়া গেলে, শত্রুগণও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে। সর্ব্বত্রই
...ভেদী বিভীষণ আছে। কৌশলে ভূঁঞাগণের সহিত আত্মীয়তা করিয়া
...রায়ণ-বধের উপায় করিতে লাগিলেন। চারু ভূঁঞা তাঁহার পক্ষাবলম্বন
...য়াছিলেন। একধারে চারু ভূঁঞা ও অপর দিক্ দিয়া বিশ্বসিংহ
...রায়ণকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে অবিরাম প্রজাক্ষয় হইতে
...গিল; কোন পক্ষের বিশ্রাম নাই। এইরূপে তিন মাস অতীত হইল। তখন
... এক মতলব খাটাইলেন। তিনি ভূঁঞা সকলকে উদ্দেশ করিয়া এক
... লিখিলেন—"হে বারভূঁঞা আমার পত্রখানি মন দিয়া শুনিও, নারায়ণকে
... করিয়া তোমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। ধন-গর্ব্বে জন-গর্ব্বে নারায়ণ
...তোমাদিগের হিংসা করিতেছে। এই অপমান কথা আমাকে বলিয়া
...াঠাইয়াছিলে, সেই কথা শুনিয়া আমি যুদ্ধে আসিয়াছি; কিন্তু
...তোমাদের ভাব-গতিক কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। পুরুষের পণ এক, জগতে
...সিদ্ধ; কিন্তু আমি এই যুদ্ধে বিপরীত দেখিতেছি। যাহা হউক, চারু ভূঁঞা
... সময়ে পূর্ব্বদিক্ আক্রমণ করিবে, তোমরা সেই সময় তাহার পথ ছাড়িয়া
...ও। অমাবস্যা রাত্রিকালে আমি সৈন্য লইয়া যাইব; সকলে মিলিয়া
...নারায়ণকে ধরিব; তাহার ভাই রাজেন্দ্রকে বধ করিব; পরে তৎপুত্র হরেন্দ্রকে
...ণে ডালি দিব, এককালে নারায়ণের বংশ নাশ করিব। তোমাদিগকে ভাটী
...রাজ্য অর্পণ করিব।" এইরূপে অন্যান্য অনেক কথা লিখিয়া রাজা বিশ্বসিংহ
...ভাতে সভা আহ্বান করিলেন। সর্ব্বসমক্ষে সেই পত্রখানি এক ঢাক্‌নীর
...মধ্যে পুরিয়া তাহার উপর কাঠের গজাল মারিয়া, এক হৃষ্টপুষ্ট দূতকে আনাইয়া
...সেই দূতের হস্তে ঢাকনি দিয়া বলিলেন—"তুমি অবিলম্বে ভূঁঞার নিকট
...চলিয়া যাও; তোমাকে কেহ ধরিলেই এই ঢাক্‌নী ফেলিয়া চলিয়া আসিবে।"
...রাজাদেশে দূত সেই ঢাক্‌নী নিয়া আসিল; বিপক্ষের লোক দেখিয়া প্রহরীগণ
...তাহার দিকে ধাইয়া আসিল, প্রহরীদিগকে দেখিয়া দূত সেই ঢাক্‌নী ফেলিয়া
...ছুটিয়া পলায়ন করিল। তখন প্রহরীগণ সেই সুন্দর ঢাক্‌নী দেখিয়া তন্মধ্যে কি
...আছে পরীক্ষা করিবার জন্য করাত দিয়া ফাড়িয়া ফেলিল; তাহারা অনেক
...ধন-রত্নের আশা করিয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে একখানি পত্র মাত্র পাইল।
...প্রহরীগণ সেই পত্র লইয়া দ্রুতগতি চলিল। দৈবের নিবন্ধ কখনও
...খণ্ডন না যায়। প্রহরীরা সেই পত্র লইয়া গমঠার হস্তে অর্পণ করিল।

পত্র পাঠ করিয়া নারায়ণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বিশ্বসিংহের দুর্ব্বি
সন্ধি বুঝিতে পারেন নাই। সেই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার পরমাত্মীয় ভূঁঞা
গণকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া লোহ
জিঞ্জির লাগাইয়া রাখিলেন। জিউধরাম নামক এক ব্যক্তিকে আনাইয়া ভূঁ
পাতিলেন এবং বিশ্বসিংহের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। না
সময় গমঠার বুদ্ধিভ্রংশ হইল; ভূঁঞাদিগকে সেই পত্র দেখাইবার অ
হইল না। ভ্রাতা ও পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে চলিলেন। রাত্রি দিন
চলিতে লাগিল; বিপরীত আচরণ দেখিয়া ভূঁঞাগণ নারায়ণের
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ভূঁঞা অপর সকল ভূঁঞাগ
সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এই দুষ্ট নারায়ণ কি কৃতঘ্ন ও কি পাপিষ্ঠ। আ
স্বপ্নেও কখন যাহার দ্রোহ ভাবি নাই, হেন ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে আমা
অপমান করিতেছে। যে উপকারী ব্যক্তিকে হিংসা করে, তাহার হিংসা ক
কোন পাপ হয় না; অতএব ভাই সব বিশ্বসিংহের হাতে নারায়ণকে ধ
দিবার যত্ন কর।" ভূঁঞাগণ সকলে তাহার কথায় প্রস্তুত হইলেন। বিশ্বসি
নিকট পত্র দিয়া এক দূত পাঠান হইল; পত্রে লেখা হইল—"আমরা প
ভিতর থাকিব, সুয়া ও তুয়া পুকুর দুইটীতে তীব্র বিষ ঢালা হইবে, জলা
নারায়ণের ঘোর অসুবিধা ঘটিবে, গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা রাজেন্দ্রকে বধ ক
তৎপরে তৎপুত্র হরেন্দ্রকে ডালি দিব, তৎপরে নারায়ণকে ধরিয়া দিব।"
পরামর্শ করিয়া দূত আসিল; রাজা বিশ্বসিংহ অত্যন্ত আনন্দিত হই
এদিকে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নারায়ণের পুত্র ও ভ্রাতা নিহত হইল;
যন্ত্রণায় সৈন্যগণ অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময়ে বিশ্বসিংহ নারায়ণের
পুনরায় এক দূত পাঠাইয়া জানাইলেন—"তোর ভ্রাতা, পুত্র গিয়াছে, এক্ষণে
পরিত্যাগ কর।" নারায়ণ শুনিয়া মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। গোঁসা
পূজা করিয়া বীর রণে অগ্রসর হইলেন। বংশরক্ষার কারণ কনিষ্ঠ
ভগীরথকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। না
অবশেষে রণে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। সমরে নারায়ণের পতনের স
তাঁহার বংশ পরিবার সকলেই কাটা পড়িল; স্ত্রী, বৃদ্ধ, শিশু কাহারও নি
রহিল না। এইরূপে বিশু নারায়ণের বংশচ্ছেদ করিলেন; তাহার সমস্ত ধ
রত্ন লুটিয়া লইলেন। অতঃপর ভূঁঞাগণ সকলের স্বাধীনতা হারাইয়া বি
সিংহের চরণে ধন-প্রাণ অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। গৌড়ে ও কম

...হাদের অশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল সেই কায়স্থগণের কালবশে এই মহা
...গতি হইল। (৭)

উপরোক্ত বিবরণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, পুনঃ পুনঃ মুসলমান আক্রমণে
...র ভূঁঞাগণ ক্রমশঃ ধনবল ও জনবল হারাইয়াছিলেন। অবস্থা-বিপর্য্যয়ের
...ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর গৃহ-বিচ্ছেদ পরস্পর ঈর্ষা-দ্বেষ মুখরিত হইয়াছিল,
...তা হারাইয়াই কায়স্থ ভূঁঞাগণের শত শত বর্ষের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি
...লুপ্ত হইল। বিশ্বসিংহ যে নিজ বাহুবলে ভূঁঞাগণকে ধ্বংস করিতে
...র্থ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি প্রথম হইতেই কূট-বুদ্ধিতে
...রিচালিত হইয়া অধর্ম্মাচরণ দ্বারাই আপনার সৌভাগ্য-পথ উন্মুক্ত করিতে
...র্থ হইয়াছিলেন। স্বাধীনচেতা উদারহৃদয় কায়স্থগণ বিশ্বসিংহের কূট-
...নীতি ভেদ করিতে সমর্থ না হওয়াতেই তাঁহাদের সম্যক অধঃপতন ঘটিবার
...রণ হইয়াছিল। যাহা হউক বিশ্বসিংহ ভূঁঞাগণের প্রভাব এক কালে
...ংস এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই সবংশে বিনাশ করিলেও দুই-একজন
...ঞাকে স্বপক্ষীয় ভাবিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কনোজপুরের চারু
...ঞা প্রধান। (৮)

বিশ্বসিংহ এইরূপে কামরূপ অধিকার করিলেন। তিনি কাহাকেও চৌধুরী
...ও কাহাকেও পাটোয়ারী করিয়া কামরূপের বন্দোবস্তের ভার দিলেন।
কিন্তু ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণ রাজাকে জানাইলেন, "আমাদের উপর বন্দো-
...স্তের ভার দিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে কর আদায় করিব? আমাদের নিকট
...কোন নিবন্ধ-পত্র নাই। কামরূপের 'পেরা কাকত' নারায়ণ গমঠার হাতে ছিল,
...খন তাহাকে সবংশে বিনাশ করিয়াছেন।" ভূঁঞার বাক্য শুনিয়া রাজা
...সভার সমক্ষে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন,—"যদি কেহ নারায়ণের
বংশধরকে আনাইয়া হাজির করিতে পার, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে
উচ্চ-সম্মানে সম্মানিত করিব; সর্ব্বজন সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" সেই
সভায় ভগীরথের মাতুল ছিলেন; তিনি তিন ঝাপা কাগজ সহিত ভগীরথকে

(৭) কায়স্থ পত্রিকা নবপর্য্যায় ১২শ ভাগ, ৬-৯ পৃষ্ঠায় মূল গ্রন্থের প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

(৮) এই চারুভূঁঞার পুত্র মনুরায় বিশ্বসিংহের পুত্র চিলারায়ের প্রধান সেনাপতি ও পরে রাঙ্গামাটীর বড়ুয়া পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

হাজির করিলেন। কাগজ পাইয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সকলের উপরে ভগীরথের আসন দান করিলেন। বিশ্বসিংহ ভগীরথ ভূঁঞাকে 'গমঝ' অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি পদ অর্পণ করিলেন। এই সঙ্গে তাহার দুইটি বিবাহ দিলেন; দুই হাজার মাটী দিলেন। পূর্ব্বে কুড়াদিয়া ও পশ্চিমে কালদিয়া ইহার মধ্যে ভগীরথ বিষয়পতি হইলেন। এতদ্ভিন্ন রাজা বিশ্বসিংহ তাম্রশাসন দ্বারা চতুঃসীমায় অবস্থিত পানীখাইতি, সুতী, চাউলখোয়া ও বুড়াদিয়া এই চারি মৌজা নিষ্কর দান করিলেন। বড় বড়ুয়া প্রভৃতি রাজার যত পাত্র মিত্র ছিলেন, ভগীরথ সকলের উপর স্থাপিত হইলেন। বিশ্বসিংহ আরও ঘোষণা করেন যে "আজ হইতে ভগীরথের সর্ব্বপ্রকার রাজকর পরিত্যাগ করা হইল; তিনি আজি চৌধুরীর কর্ত্তা হইলেন, ইহাই আমার আদেশ।" বাস্তবিক ভগীরথের সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। কেবল রাজা বিশ্বসিংহের সহিত তাহার সম্পর্ক তদ্ব্যতীত অপর কাহারও উপর তাহার অধিকার রহিল না। ভগীরথ উক্ত রাজসম্মানে বিভূষিত হইয়া প্রত্যাগমনকালে আসামের অন্যতম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারক হরিদেবের দর্শনলাভ করেন। ভগীরথ শাক্ত ছিলেন; হরিদেবের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ভগীরথের উৎসাহে ও যত্নে হরিদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। (৯)

ভোগদত্ত রচিত গোবিন্দ ভূঁঞার বংশাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে—"বার ভূঁঞার অন্যতম গোবিন্দ ভূঁঞা রাজার অনুমতি পাইয়া বালিগাঁয়ে বাস করেন। তিনি দিঘলপুরিয়া গিরি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র বলাই ও কানাই। কানাই ভূঁঞা ডেকাগিরি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যে সাহসী এবং মহাতেজস্বী বলিয়া ভূঁঞা-সমাজে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভগীরথ তাঁহাকে নিজ পক্ষভুক্ত করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

উক্ত বংশাবলী গ্রন্থে ভগীরথ কামরূপেশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ডেকাগিরি প্রথমে ভগীরথের সহিত মিত্রতা করিলেও, পরে তাঁহার মহাশত্রু হইয়া উঠেন। তিনি ক্ষত্রিরাজ ভগীরথের বিরুদ্ধাচরণ করায়, সেই শত্রুতার ফলে হতশ্রী হইয়া নিজে ভিটায় বাস করিতে পারিলেন না। ভিটি ত্যাগ

(৯) কায়স্থ-পত্রিকা নবপর্য্যায় ১২শ ভাগ ১০ হইতে ১৪ পৃষ্ঠায় মূল গ্রন্থের প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

করিয়া দুই শিশুপুত্র মাধব ও দামোদরকে লইয়া ডেকাগিরি নৌকায় করিয়া অন্য দেশে পলাইয়া আসেন। (১০) এদিকে মনে হয়, ভগীরথও পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

(১০) ভূঁঞা বারজন গোবিন্দ প্রধান আছিলন্ত ভূঁঞা মাঝে।
বালিগাঁও মাঝে তেহে ঘর সাজে অনুমতি পায়া রাজে॥
রাজ আজ্ঞা মানি বালি দিয়া আনি সাজিলন্ত ঘর বাড়ী।
তাহান তনয় কানাই বলাই দিঘলপুরিয়া গিরি॥
পুত্রর সহায়ে বালিদিয়া গাঁয়ে ছাড়ি ফালে বান্ধে হাটি।
দিঘলপুরিয়া ভৈলা ডেকা ভূঁঞা ছাড়ি গঁয়ো লৈলা পাতি॥
ছাড়িগাঁও লৈলা দিঘলপুরিয়া নামত উজ্জলি আছে।
ভগীরথ রাজা দেখি মহাতেজা ইহাস্কো মাতিলা পাছে॥
সুনা দিঘলপুরী ভূঁঞা ডেকা গিরি কামরূপেশ্বর আমি।
তুমি আমি দুই মন মিল হই রাজাকো যুঝিব আমি॥
তান দুই পুত্র মাধব দামোদর অল্প বয়স আছিলা।
সেহি সময়ত ভগীর লাগত তেঁহেনতে মিত্র করিলা॥
ক্ষেত্রিয় রাজার করি অত্যাচার ভৈলা মহাশত্রু জন।
শত্রু ভাব করি গৈলা হতাশ্রী ভিটিতে ন রইলা খান॥
ভিটিকো এড়িলা তথাতে ন রইলা ভাটিয়ে মেলিলা নাও।
কতেক আহিলা কইতে ন পারিলা দিয়াতে পাতিলা গাঁও॥

(গোবিন্দ বংশাবলী)

হাজির করিলেন। কাগজ পাইয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সকলের উপরে ভগীরথের আসন দান করিলেন। বিশ্বসিংহ ভগীরথ ভূঁঞাকে 'গমঠা' অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি পদ অর্পণ করিলেন। এই সঙ্গে তাহার দুইটি বিবাহ দিলেন; দুই হাজার মাটী দিলেন। পূর্ব্বে কুড়াদিয়া ও পশ্চিমে কালদিয়া ইহার মধ্যে ভগীরথ বিষয়পতি হইলেন। এতদ্ভিন্ন রাজা বিশ্বসিংহ তাম্রশাসন দ্বারা চতুঃসীমায় অবস্থিত পানীখাইতি, সুতী, চাউলখোয়া ও বুড়াদিয়া এই চারি মৌজা নিষ্কর দান করিলেন। বড় বড়ুয়া প্রভৃতি রাজার যত পাত্র মিত্র ছিলেন, ভগীরথ সকলের উপর স্থাপিত হইলেন। বিশ্বসিংহ আরও ঘোষণা করেন যে, "আজ হইতে ভগীরথের সর্ব্বপ্রকার রাজকর পরিত্যাগ করা হইল; তিনি আঠার চৌধুরীর কর্ত্তা হইলেন, ইহাই আমার আদেশ।" বাস্তবিক ভগীরথের সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। কেবল রাজা বিশ্বসিংহের সহিত তাহার সম্পর্ক; তদ্ব্যতীত অপর কাহারও উপর তাহার অধিকার রহিল না। ভগীরথ উচ্চ-রাজসম্মানে বিভূষিত হইয়া প্রত্যাগমনকালে আসামের অন্যতম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারক হরিদেবের দর্শনলাভ করেন। ভগীরথ শাক্ত ছিলেন; হরিদেবের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ভগীরথের উৎসাহে ও যত্নে হরিদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। (৯)

ভোগদত্ত রচিত গোবিন্দ ভূঁঞার বংশাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে—"বার ভূঁঞার অন্যতম গোবিন্দ ভূঁঞা রাজার অনুমতি পাইয়া বালিগাঁয়ে বাস করেন। তিনি দিঘলপুরিয়া গিরি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র বলাই ও কানাই। কানাই ভূঁঞা ডেকাগিরি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যে সাহসী এবং মহাতেজস্বী বলিয়া ভূঁঞা-সমাজে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভগীরথ তাঁহাকে নিজ পক্ষভুক্ত করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

উক্ত বংশাবলী গ্রন্থে ভগীরথ কামরূপেশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ডেকাগিরি প্রথমে ভগীরথের সহিত মিত্রতা করিলেও, পরে তাঁহার মহাশত্রু হইয়া উঠেন। তিনি ক্ষত্রিরাজ ভগীরথের বিরুদ্ধাচরণ করায়, সেই শত্রুতার ফলে হতশ্রী হইয়া নিজে ভিটায় বাস করিতে পারিলেন না। ভিটি ত্যাগ

(৯) কায়স্থ-পত্রিকা নবপর্য্যায় ১২শ ভাগ ১০ হইতে ১৪ পৃষ্ঠায় মূল গ্রন্থের প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

করিয়া দুই শিশুপুত্র মাধব ও দামোদরকে লইয়া ডেকাগিরি নৌকায় করিয়া ভাটী দেশে পলাইয়া আসেন। (১০) এদিকে মনে হয়, ভগীরথও পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিত গিয়া বিফল মনোরথ হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

(১০) ভূঁঞা বারজন গোবিন্দ প্রধান আছিলন্ত ভূঁঞা মাঝে।
বালিগাঁও মাঝে তেহে ঘর সাজে অনুমতি পায়া রাজে॥
রাজ আজ্ঞা মানি বালি দিয়া আনি সাজিলন্ত ঘর বাড়ী।
তাহান তনয় কানাই বলাই দিঘলপুরিয়া গিরি॥
পুত্রর সহায়ে বালিদিয়া গাঁয়ে ছাড়ি ফালে বান্ধে হাটি।
দিঘলপুরিয়া ভৈলা ডেকা ভূঁঞা ছাড়ি গঁয়ো লৈলা পাতি॥
ছাড়িগাঁও লৈলা দিঘলপুরিয়া নামত উজ্জলি আছে।
ভগীরথ রাজা দেখি মহাতেজা ইহাঙ্কো মাতিলা পাছে॥
সুনা দিঘলপুরী ভূঁঞা ডেকা গিরি কামরূপেশ্বর আমি।
তুমি আমি দুই মন মিল হই রাজাকো যুঝিব আমি॥
তান দুই পুত্র মাধব দামোদর অল্প বয়স আছিলা।
সেহি সময়ত ভগীর লাগত তেঁহেনতে মিত্র করিলা॥
ক্ষেত্রিয় রাজার করি অত্যাচার ভৈলা মহাশত্রু জন।
শত্রু ভাব করি গৈলা হতাশ্রী ভিটিতে ন রইলা খান॥
ভিটিকো এড়িলা তথাতে ন রইলা ভাটিয়ে মেলিলা নাও।
কতেক আহিলা কইতে ন পারিলা দিয়াতে পাতিলা গাঁও॥

(গোবিন্দ বংশাবলী)

কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ।

শিশুবোধকে পাঠ করা গিয়াছে, পুত্তলিকার চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পায় না। এই শিশুবোধকের নূতন সংস্করণে আর একটা ঐ শ্রেণীর উদাহরণ সন্নিবেশিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে—হিন্দুর চক্ষু আছে কিন্তু নিজেকে দেখিতে পায় না, কেবলমাত্র পরকে দেখিতে পায়; কর্ণ আছে কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অমূল্য উপদেশমালা শুনিতে পায় না, শুনিতে পায় কেবল নিজের নিন্দা, বিজাতি-বিধর্ম্মীরচিত কুৎসা। শাস্ত্রাদির কথা কেহ বলিতে গেলেও তাহা শুনিতে চাহে না; কাণে জল ঢুকিলে যেমন যতক্ষণ তাহা বাহির করিয়া ফেলা না যায়, ততক্ষণ কেবল নিতান্ত অস্বস্তি বোধ হয়, হিন্দুজাতিও আজকাল তাহাদের প্রাচীন মহত্ত্বের কথা যতক্ষণ না ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে, ততক্ষণ স্বস্তি বোধ করিতে চাহে না—কাণের ভিতর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়—ম্যাঞ্চেষ্টার দেশজাত বস্ত্রের শলিতা পাকাইয়া যতক্ষণ কাণের জল বাহির করিতে না পারে ততক্ষণ কাণ কট্‌কট্ করিতে থাকে; অতএব আমার এ দেশের কথা যে সকল পাঠকের তৃপ্তিপ্রদ হইবে, পাঠক বিশেষের কর্ণপটহে যে ঢাকের বাদ্যের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইবে না তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

পৃথিবীর মানচিত্র ত স্কুল হইতে সকলেই দেখিতেছেন, কিন্তু ভারতের মানচিত্রের অভ্যন্তরে যে গূঢ় ভৌগলিকতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, কেহ কি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন? পাঠককে অনুরোধ করি, যে কোন একটা মানচিত্রের বহি খুলিয়া সম্মুখে রাখুন—প্রথমেই দুইটা অর্দ্ধমণ্ডল (Hemisphere) দেখিতে পাইবেন, তাহার একটাকে ভাল করিয়া দেখুন। অভিনিবেশসহকারে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষের অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ একটু রহস্য আছে। ইংলণ্ড দেখুন, আমেরিকা দেখুন, জাপান দেখুন, আর ভারতবর্ষের অবস্থানও দেখুন। দেখিতে পাইবেন ভারতবর্ষ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বিধাতা ভারতবর্ষকে কেন্দ্রস্থল করিয়া পৃথিবী গঠন করিয়াছেন। ঐ আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন এমন কোন দেশ মহাদেশ নাই যাহাকে সমস্ত ভূমণ্ডলের কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিদেশীর দ্বারা চিত্রিত, বিদেশীর দ্বারা লিখিত মানচিত্র আমরা

ভৌগলিক

দেখি, বিদেশী যেমন বুঝায় তেমনি বুঝি; কিন্তু এই যে নিতান্ত সহজ বিষয়, মনে করিলে যেটা সকলেই দেখিতে পারেন, চক্ষু চাহিয়া দেখিলেই যেটা দেখা যায়, ভারতবর্ষের অবস্থিতির এই বিশেষত্ব, ভারতবর্ষ যে নিখিল-ভূমণ্ডলের কেন্দ্রস্বরূপ এ বিষয়টা কি কেহ দেখেন? না স্কুলের মাষ্টারগণ ছাত্রমণ্ডলীকে দেখাইয়া দিয়া থাকেন? কাজেই বলিতে হয় পুত্তলিকার চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পায় না ইত্যাদি। আমরা পরের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি, কাজেই কি করিয়া দেখিতে পাইব? পাঠকবর্গ স্মরণ রাখিবেন এটা রাজনৈতিক প্রবন্ধ নহে, জাতীয় আদর্শবিষয়ক (cultural)। ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝান আবশ্যক হইতেছে। ইহার দক্ষিণে অকূল সমুদ্র বটে, কিন্তু ঐ দক্ষিণেই আবার অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ, ঐ দক্ষিণেই দক্ষিণ আমেরিকা অবস্থিত থাকিয়া ভারতের কেন্দ্রত্ব রক্ষা করিতেছে। বিষুবরেখা যদিও ভারতবর্ষের ভূমির উপর দিয়া যায় নাই, তথাপি অব্যবহিত দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে। বিষুবরেখার উপরে স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর কেন্দ্র হইত না, কারণ অধিকাংশ ভূমিখণ্ড বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থানের দ্বারা ইহাই দেখা যাইতেছে, বিধাতা ভারতবর্ষকে মানবের অধ্যুষিত প্রদেশের কেন্দ্র করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আর একটা কথা। এই ভারতবর্ষ যে কেবল কবির কথিত "দ্যুতিমান ঋজু মধ্যমান" স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে তাহা নহে, এই ক্ষেত্রে প্রকৃতি বহুরূপিনী। প্রকৃতি-নর্ত্তকীর এরূপ বসন-ভূষণ নাই যাহা ভারতবর্ষে উদ্ভাসিত হয় নাই। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত প্রকৃতির এই ছয়টা মূর্ত্তি এখানে যেমন প্রকৃষ্টরূপে স্ফুরিত হইতে দেখা যায়—এমন আর কোন দেশে হয় না। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রকৃতির ভয়াবহ রৌদ্রমূর্ত্তি প্রকটিত হয়। প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড সহস্ররশ্মি বিকীর্ণ করিয়া ধরণীর অঙ্গ হইতে সর্ব্বরূপ ক্লেদ শোষণ করিয়া লয়েন; পরেই আবার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! বরষার বারিধারা ঢালিয়া উত্তপ্ত মেদিনীকে শীতল করিয়া ধন-ধান্য-হরিতক্ষেত্রে আপনার অঙ্গরাগ করিয়া থাকেন। শত-সহস্র পয়স্বিনী মহাকোলাহলে দিক পরিপূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে; কোথাও পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ভীষণ গর্জ্জনে অমৃতধারা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে

থাকে, কোথাও একত্রীভূত জলস্রোত পুনরায় সহস্রধারায় বিভক্ত হইয়া সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ষাঋতু আর কোথাও দেখা যায় না। ইহা এতই কবিত্বপূর্ণ যে, এই জলস্রোত যে কেবল নদ-নদী বিল-খাল পরিপূর্ণ করিয়াছে তাহা নহে, সে কালের কালিদাস হইতে এ কালের রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে পর্য্যন্ত কবিত্বের স্রোত বহাইয়াছে। আশা করি "বর্ষা-মঙ্গলের" দিনে প্রতি বৎসরেই সেই স্রোত জনসাধারণের নিকট পর্য্যন্ত পৌছিবে। পুনরায় প্রকৃতির রঙ্গালয়ে পট-পরিবর্ত্তন! শুভ্র চন্দ্রকরলেখা-পরিস্নাত শরৎ-ঋতুর বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। আর হেমন্তের সেই মধুর হাওয়া, শীত ঋতুর আগমনবার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া ঘর্ম্মাক্ত ভারতবাসীর প্রাণে যে আনন্দ-সঞ্চার করিতে থাকে তাহার বর্ণনা করাও আমার ন্যায় দীনজনের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষে শীত-ঋতু নাই, তাঁহাদিগকে পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রকৃতির তুষারধবল-বেশ দেখাইবার জন্য আহ্বান করিতে হয়। এখানে শুভ্র-বসনা প্রকৃতিদেবীর যেন যোগমগ্নাবস্থা। তৎপরেই জাগরণ অর্থাৎ বসন্তকাল!! তুষার সাধনায় সিদ্ধ হইয়া এবার প্রকৃতি যেন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণা দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এরূপ আর কোথাও আছে কি? এই আমাদের দেশ, এই আমাদের মাতৃভূমি!

যেমন সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নকালে নভোমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিকে রশ্মিমালা বিকীর্ণ করেন, এহেন ভূকেন্দ্র হইতে জ্ঞানালোক উত্থিত হইয়া সেইরূপ ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সেই দেশ, যেখান হইতে ঋষিগণ পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, যেখানে দাঁড়াইয়া যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উপনিষদ প্রচার করিয়াছিলেন; এই সেই দেশ, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন; যেখানে জনক, রামচন্দ্র, বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কি ছিল আর কি হইল! না জানি আরও কি হইবে?

ইউরোপীয় জাতিসমূহ তাহাদের সভ্যতার বড়ই গর্ব্ব করিয়া থাকে। ভারতভূমিতে যে সভ্যতা জন্মিয়াছে, তাহার সহিত ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনা হইতে পারে না। ইহাদিগের এই গর্ব্বের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, 'ভারতবর্ষের একটা বটবৃক্ষের বয়স ইহাদিগের সমগ্র সভ্যতার বয়স অপেক্ষা বেশী।' সে স্থানে কোন্ স্পর্দ্ধায় ইহারা আমাদের সহিত সমকক্ষতা করিতে

...লী হয়? হিমালয় পর্ব্বতের সহিত আলপস্ পর্ব্বতের কি তুলনা হয়? ...রীশঙ্কর মহাশৃঙ্গের সহিত কি মাউণ্টব্লাঙ্কের তুলনা হয়? ভাগীরথীর ...-প্রবাহের সহিত টেমস্ নদীর পঙ্কিল-প্রবাহের যেরূপ তুলনা হয়, আমাদের ...ধ্যাত্মিক-সভ্যতার সহিত ইহাদের সভ্যতারও সেইরূপ তুলনা হয়।

হিন্দুর এই মহীয়সী সভ্যতা একটি সূত্রের উপর নির্ভর করিতেছে—

"ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকঃ কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়তঃ॥"

...কথা আমি যে আজ নূতন বলিতেছি তাহা নহে। কংগ্রেস যেমন ...নৈতিক মহাসভা, তেমন সমগ্র ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতির "ভারতধর্ম্ম মহা-...ল" নামে যে মহাসভা ছিল তাহা বোধ হয় পাঠকমাত্রেই এক সময়ে ...নিতেন। বর্ত্তমানে ঐ সভার অস্তিত্বের পরিচয় যদিও বিশেষ পাওয়া ...ইতেছে না, তবুও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুজাতির, হিন্দুধর্ম্মের ...একার মহাসম্মিলন আর হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের ঐ মহাসম্মিলন একবাক্যে ...স্থির করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের উপর ...ন্ত নির্ভর করিতেছে। এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একটি মহাসভা ...আছে, চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ যে হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুর সমাজের প্রধান ভিত্তি, ঐ ...ভা হইতে এ কথা পুনঃ পুনঃ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সভাসমিতির কথা ছাড়িয়া ...দিয়া যিনি পাশ্চাত্য কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে শাস্ত্রাদি আলোচনা ...করিবেন, চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ যে হিন্দুসভ্যতার মূলভিত্তি, শাস্ত্রাদির মুখ্য উদ্দেশ্য, ...কথা তিনি অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ধর্ম্মের এই মূলসূত্রের ...পর যে শ্রেণীর লোক আজকাল আঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে উপরে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান আছেন, তাঁহাদের এইরূপ অবৈধ এবং অব্যবস্থ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ইউরোপীয় সভ্যতার চাকচিক্যে যাঁহারা নিতান্ত মুগ্ধ তাঁহারাও কি দেখিতে পাইতেছেন না যে ইউরোপ আজ কি দুর্দ্দশান্বিত হইয়া পড়িয়াছে? প্রত্যেক দেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে আভ্যন্তরীণ উৎকট দ্বন্দ্বের ফলে আজ সমগ্র ইউরোপ উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে; যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবে আর একশত বৎসর চলিলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে ইউরোপ মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। এ পরিণাম হইতে উদ্ধারের উপায় কি? গুণকর্ম্মবিভাগ, অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজগঠন। আমরা জাতিভেদ

মানিতে চাহি না, জাতিভেদ একটা কুসংস্কার বলিয়া দেশ হইতে এ
উঠাইয়া দিতে চাহি; কিন্তু আমি উচ্চকণ্ঠে এ কথা ঘোষণা করিতেছি
সসাগরা সদ্বীপা সমগ্র পৃথিবীকে, ইউরোপকে এবং হ্যাটকোটধারী কৃ
আমাদের মিষ্টার Dossকেও এইধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হই
অন্যথায় দেশ ছারখার হইয়া যাইবে, সমাজ লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে, অ
ইতর নীচ-প্রবৃত্তির লোক সমাজকে শাসন ও পীড়ন করিবে। চাতুর্ব্বর্ণ্য ধ
ন্যায় এরূপ অমৃতময় ধর্ম্ম, চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের ন্যায় এরূপ শান্তিময় সমা
অবস্থা আর কি হইতে পারে? এ অবস্থায় কাহারও সহিত কাহারও বি
নাই, একের মুখের গ্রাস অন্যের কাড়িয়া লইবার চেষ্টা নাই, স্বধর্ম্ম ছা
পরধর্ম্মে উপগত হইবার বৃথা উদ্যম নাই, ইহাতে পিপীলিকার পক্ষোদ্গম
তজ্জনিত দুর্দ্দৈবও নাই; শৃগাল হইয়া সিংহের দলে মিশিবার চেষ্টা
সিংহ হইয়াও মেষের দলে মিশিবার ব্যবস্থা নাই। আজ যে হিন্দুর
সভ্যতার এত দৈন্য উপস্থিত হইয়াছে তাহা কেবল স্বধর্ম্ম পালনের অভা
দেশে অনেক গণ্যমান্য পণ্ডিত আছেন, রাজা মহারাজা আছেন, সকল
আমার এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে বলি। আজ যে ব্রা
সন্তান পাউরুটিওয়ালা হইয়াছে, যাহারা রাজার জাতি সেই কায়স্থসন্তান
কোম্পানীর লোহার কারখানায় কুলি মজুর হইয়াছে, এটা কি ইহারা বা
বলিয়া মনে করেন? তাহা যদি মনে না করেন, তবে প্রতীকারের উপায়

আমাদের সৌভাগ্যের ফলে আজকাল ইংরাজী শিক্ষিতগণের ম
ভগবদ্গীতার উপর দেশের লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। ইহা যে স্বয়ং ভগ
উক্তি তাহা ইংরাজী শিক্ষিত স্বয়ং ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিশ্বাস ক
গিয়াছেন—তবে প্রক্ষিপ্ত সম্বন্ধে তিনি যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,
যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা ভগবদ্গী
ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মনে করি এবং পরম পূজনীয় শাস্ত্রকারগণ যে ইহার বি
অপবিত্র বিষয় প্রক্ষেপ করিয়াছেন ইহা আদৌ স্বীকার করি না।

"শ্রেয়ান স্বধর্ম্মোবিগুণাৎ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

উপরোক্ত বাক্যের একমাত্র সদর্থ হইতেছে—চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম; অন্য কোন
এই উক্তির সদর্থ হয় না। তবে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া কদর্থ যাহা
করিতে চাহেন তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে যাওয়া নিষ্ফল।

ধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ড, যে গ্রন্থ নিত্য অপৌরুষেয় সেই বেদ
হইতে আরম্ভ করিয়া মনুসংহিতা পর্য্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ইহা প্রমাণ করা
যাইতে পারে—উপস্থিত বাহুল্যভয়ে তাহা করা গেল না; কিন্তু কেহ এ
বিষয়ে সন্দিহান হইয়া যদি বিচার করিতে উদ্যত হয়েন তবে তাহা করা
যাইবে।

যদি তাহাই হয়, প্রকৃতই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ যদি মনুষ্যজাতির
অত্যাবশ্যকীয় হয়, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রদেশেই যদি এই সমাজ

চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ-গঠন

গঠন করিবার আবশ্যকতা থাকে, তাহা হইলে
বাঙ্গলাদেশ কি পৃথিবীর বাহিরে বলিতে হইবে?
চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ-সংস্থাপন যদি সর্ব্বদেশে থাকে,
বাঙ্গলায়ও আছে? এখন এখানে ত দুইটি মাত্র বর্ণ দেখা যাইতেছে
আর শূদ্র; আর দুইটি কোথায় পাওয়া যাইবে? "ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল"
ব্রাহ্মণ সমাজকে আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিতে আহ্বান
করিতেছি। ব্রাহ্মণ-সভা বলিতে পারেন যে, যখন বাঙ্গলাতে চতুর্ব্বর্ণ নাই,
আর কি করা যাইবে; এ সমস্যার মীমাংসা হইতেছে বাঙ্গলায় দ্বিবর্ণ
গঠন ও রক্ষা। বেহার হইতে আরম্ভ করিয়া জার্ম্মনী, ফ্রান্স,
আমেরিকা পর্য্যন্ত আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠনের আবশ্যকতা
হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, অথচ বাঙ্গলার বেলায় দ্বিবর্ণ
সমাজ হইলেই যথেষ্ট হইল এরূপ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের প্রকৃত
অভিপ্রায় সহজেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজ দ্বিবর্ণ,
চাতুর্ব্বর্ণ্য কিম্বা সহস্রবর্ণ হউক, সমাজের মঙ্গল হউক আর উচ্ছন্নে যাঁউক, যেন
তেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করা চাই। দ্বিবর্ণ সমাজ শাস্ত্রে যখন
কোথাও ব্যবস্থিত হয় নাই, তখন বাঙ্গলায় তাহাই হইলে চলিতে পারে,
শ্রেণী বিশেষের স্বার্থপরতা ভিন্ন এ উক্তির সার্থকতা আর কি আছে? যদি
বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ এরূপ উক্তি করেন সাধারণ সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে কেন?
সাধারণ সমাজ বলিবে, হয় শাস্ত্রকথিত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠন কর, না হয়
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এককালীন বাদ দেও। কেবল মাত্র নিজেদের মলিন স্বার্থ-
রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিও না। দ্বিবর্ণ সমাজ আবার একটা
কি? ইহা হিন্দুর শাস্ত্রে নাই, পাশ্চাত্য-জাতির শাস্ত্রেও নাই। ভারতবর্ষের
সমস্ত প্রদেশে শাস্ত্রে না থাকা সত্ত্বেও এরূপ দ্বিবর্ণসমাজ উদ্ভূত হইয়াছে,

সেই সমস্ত প্রদেশের ব্যক্তিবর্গকে দেখিতে হইবে যে শাস্ত্র রক্ষা করা আব
না দেশাচার রক্ষা করা আবশ্যক? যদি শাস্ত্র রক্ষা করিতে হয়, এমন
শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য দেশাচারকেও রূপান্তরিত করিতে হয়, ত
করা উচিত কি না? যিনি বলিবেন যে না তাহা করা উচিত নহে, তাহ
জিজ্ঞাসা করি, এই প্রবন্ধের এই অংশ পাঠ করিবার পূর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্যসমা
মাহাত্ম্যে তিনি মুগ্ধ ছিলেন কি না? এই সমাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গঠন
আবশ্যক, তাহার মনের ভিতর এরূপ ভাব ছিল কি না? যদি তাহা হয়,
দ্বিবর্ণ সমাজ চলিতে পারে এখন এ কথা মনে করিতেছেন কেন? যদি
উদারতা দেখাইলেন, তবে আর একটু অগ্রসর হইয়া বলুন না কে
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল্য নাই—অন্ততঃ পক্ষে বাঙ্গলায় নাই এবং বাঙ্গালায়
গঠিত হইতেও পারে না।

এই সব স্বার্থপর ক্ষুদ্রদর্শী ব্যক্তিবর্গের কথা বাদ দিয়া বাঙ্গলা
চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠনরূপ সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। এই মীমা
চেষ্টা নূতন নহে, অন্ততঃ আদিশূরের সময় হইতে করা হইতেছে। সেই
অবলম্বন করিয়া কান্যকুব্জ হইতে আর দুইটি বর্ণ আমদানী করিতে
না কি করিতে হইবে? যুগ-মাহাত্ম্যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে
নিমন্ত্রণ দ্বারা বর্ণবিশেষকে বাঙ্গলায় আমদানী করার আবশ্যকতা আর
—বাণিজ্যব্যবসায় গোশকট চালনোপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশ
ভূরি ভূরি ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গলাতে আমদানী হইতেছে। অতএব চাতুর্ব্বর্ণ
গঠনরূপ সমস্যার মীমাংসার পক্ষে অতি সুন্দর উপায় উপস্থিত রহিয়া
ইহারাই বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অভাব পূরণ করিবে। এ মী
যে কত অযৌক্তিক তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে যুক্তির সহিত যাহাদের
নাই, তাহাদের পক্ষে উপযোগী দুই একটা কথা বলিতে হইতেছে। এ
শূদ্রেরা দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে পূজা ত করিবেই, পরন্তু উত্তর-পশ্চিম দেশ
আগত ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও পূজা করিবে; কারণ পূজাই শূদ্রের ধর্ম্ম।
তাহাই হইল; কিন্তু বাঙ্গলার শূদ্র যখন এত পূজার পাত্র লাভ করিল,
বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ কিছু লাভ করুক না কেন? উত্তর-পশ্চিম হইতে কেবল
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আমদানী হইতেছে তাহা নহে, ব্রাহ্মণের আমদানীও
দেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত এক সমাজভুক্ত হউক্ না কেন?
তাহা হইতে চাহিলেও আমিষভোজী ব্রাহ্মণকে তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া

বে কি? তাহা যদি না হয়, তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য আমদানী করিয়া বাঙ্গলায়
তুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠন করিতে হইবে এ কথার কি অর্থ হয়? এরূপ করিলে
লায় চতুর্ব্বর্ণ হয় না, অন্ততঃ ষড় বর্ণ হয়—যথা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, পশ্চিমে
ণ, বাঙ্গালী শূদ্র, পশ্চিমে শূদ্র, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। পুনরায় আমি বলি, এই
র অসঙ্গত প্রস্তাব যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মূলীভূত উদ্দেশ্য কি?—
জ-গঠন, সমাজ-রক্ষা, সমাজের উন্নতি এ সব কিছুই নহে, যেন তেন
রেণ বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণের একচ্ছত্রী অধিকার বহাল রাখা। এই সব
কিক কথা বাদ দিয়া প্রকৃত যুক্তি যাহা তাহা বলিতেছি। আমরা দেখিয়াছি
তুর্ব্বর্ণ্য সমাজ নিখিল-মানবমণ্ডলীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।
তাহা হয়, তবে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশ—যথা ইউরোপ,
মেরিকা—কি করিবে? কান্যকুব্জ হইতে বর্ণ আমদানী করিবে, না
দ্বীপ হইতে আমদানী করিবে? যদি চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠন করিতে হয়
স্বজাতির মধ্য হইতেই তাহা গঠন করিতে হইবে; অন্যথা ঐ চেষ্টা
ণ করিতে হইবে। বংশগত গুণ এবং কর্ম্ম হিসাবে বর্ণ-বিভাগ হয়।
ত্যেক জাতির মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি শ্রেণীর উপযোগী
ণ রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের আবশ্যকতা রহিয়াছে।
পরিমাণে রহিয়াছে, সমাজকে সেই পরিমাণে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত
রিতে হইবে। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ এই আবশ্যকতার উপর নির্ভর করিতেছে—
া বিদেশ হইতে আমদানী রপ্তানীর ব্যাপার নহে, স্বদেশের প্রয়োজনীয়তার
য়। নিজের দেশের এই প্রয়োজনীয়তা বিদেশ হইতে আমদানী রপ্তানী
রিয়া পূরণ করা যায় না, নিজের দেশ হইতেই গঠন করিতে হইবে—
বাঙ্গালা দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ যদি গঠন করিতে
য়, তাহা বাঙ্গালীর দ্বারাই করিতে হইবে।

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-সমাজ বলিতে পারেন, "বাঙ্গলায় যখন চতুর্ব্বর্ণ নাই,
খানে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজ-গঠন কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? দ্বিবর্ণ সমাজই
উত্তম। এ স্থলে তাহাই গঠন করা যাউক্।" অবশ্য এ উপায় অবলম্বন
করিলে, ধর্ম্মকার্য্যে একমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকার রক্ষা করিলে, বাঙ্গলার
সমাজ, বাঙ্গালী-জাতির সদ্য মুক্তিলাভের উপায় হইতে পারে। শুধু
বাঙ্গলায় কেন সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য
রাখিলে সমগ্র মনুষ্যজাতির পক্ষে যে কি শুভদিন উপস্থিত হইবে ইতিহাসে

তাহা ব্যক্ত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার মধ্যপ্রদেশে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম জাগিয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা বড়ই সুখের বিষয় বটে, কিন্তু অন্যের পক্ষে নহে। সে যাহা হউক ব্রাহ্মণসমাজ যাহাই করুন, বাঙ্গলার কায়স্থসমাজ কি বলিবেন? বাঙ্গলাদেশে অভ্যন্তর হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিবেন, না ক্ষত্রিয় বৈশ্য আমদানী করিতে চাহিবেন এবং নিজেরা শূদ্রত্বে তৃপ্ত থাকিবেন? তাহাই থাকেন, তবে আমার একটা অনুরোধ যে, যেমন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আমদানী করিতে হইল, তখন দেশীয় বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের পরিবর্ত্তে নূতন করিয়া ব্রাহ্মণও আমদানী করা যাউক্—ইহাতে সমাজের কাজ বেশী বাড়িবে না, অথচ উপকার হইতে পারে।

উপসংহারে বলা যাইতেছে, শাস্ত্রাদি যদি সত্য হয়, চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজ যদি হিন্দুশাস্ত্রের মেরুদণ্ড হয়, বাঙ্গলাদেশে ঐ রূপ সমাজ যদি গঠন করিতে হয়, তবে বাঙ্গলার কায়স্থকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেই হইবে; অন্যথা এতদ্দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজ গঠিত হইতে পারে না। এতদ্দেশে প্রকৃত বৈশ্যের অভাব নাই; তাহাদিগকেও পুনরায় স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। যদি আমদানীই করিতে হয়, তবে দেশের সাড়ে পনেরআনা লোক শূদ্র; তাহাদিগকে আমি বলি যে, আমাদের ব্রাহ্মণগণ যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য আমদানী না করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না, তখন তাহারাও যেন ব্রাহ্মণ আমদানী না করিয়া সন্তুষ্ট না হয়।

শ্রী.....

বরপণ প্রথার প্রতিকার।

বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব সংস্কার প্রয়াস। আমরা সকলেই সংস্কারক সংজ্ঞা-প্রার্থী প্রয়াসী এবং ইহা একান্ত স্বীকার্য্য যে, যদি বাক্‌পটুতা বা লিপিচাতুর্য্য সংস্কারকত্বের পরিচায়ক হয় তবে আমরা সকলেই সংস্কারক পর্য্যায়ভুক্ত। সমাজনীতিক্ষেত্রে বা সমাজনীতিক্ষেত্রে অন্যকে উপদেশ দিয়া আপনাদের সংস্কারকত্বের পরিচয় দিতে আমরা নিঃসন্দেহ যত্নবান। এ পক্ষে আমাদের কোন প্রকার ত্রুটী কেহ লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই সমস্ত বাক্‌পটুতায় বা লিপিচাতুর্য্যে আন্তরিকতা কতদূর বিদ্যমান সে বিষয়ে সন্দেহ। যদি এই সমস্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ আমাদের অন্তরের ভাবের অভিব্যক্তি হইত, যদি কুপ্রথার অপকারিতা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতিকার কল্পে সচেষ্ট হইতাম, তাহা হইলে কার্য্যক্ষেত্রে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও সুফলের পরিচয় পাওয়া যাইত, যে হেতু আমরা মনে প্রাণে যে বিষয় চিন্তা করি, যে জন্য চেষ্টা আমাদের আন্তরিকতা প্রণোদিত তাহার সুফল ফলিতেই হইবে।

যখন বরপণ প্রতিকার বিষয়ে বক্তা ও লেখকের সংখ্যা অসংখ্য অথচ ফলের পরিচয় নিতান্ত নগণ্য, তখন ইহা সহজেই অনুমেয় যে, এই সমস্ত কেবল আন্তরিকতা বর্জ্জিত ধীশক্তির পরিচায়ক মাত্র। অবশ্য জাতীয় পত্রিকা এবং অমৃতবাজার প্রমুখ দৈনিকাদিতে বিনাপণে বিবাহের সমাচার প্রায়ই ঘোষিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সমাজের বিস্তৃতি হিসাবে উহার পরিমাণ কতটী? অধিকন্তু কোন কোন স্থলে এরূপ পরিচয়ও পাওয়া যায় যে, এই সাধারণ্যে প্রচারিত 'বিনাপণে বিবাহে' পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে কোনপ্রকার যুক্তিতে আবদ্ধ করা অপেক্ষা 'বিনাপণ' উপায় দ্বারাই অধিকতর লাভবান হইবার আশা রাখিয়াছিলেন।

অধিকাংশস্থলেই আমরা নিজের দোষ সমাজের ঘাড়ে চাপাইতে ব্যস্ত। "বরপণ নিতান্ত অপকারী অথচ সমাজ ইহা বুঝিতেছে না" এইরূপ কথাই অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আপনা-দিগকে দোষমুক্ত রাখিতে আমরা সদা ব্যগ্র। কিন্তু কাহাদিগকে লইয়া সমাজ? সমাজ ত আর একটী দায়ীত্বপূর্ণ সজীব পদার্থ নয়। আমাদের প্রত্যেকের দায়ীত্ব লইয়াই সমাজের দায়ীত্ব, আমাদের প্রত্যেকের সজীবতা

লইয়াই সমাজের সজীবতা, আমরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ীত্ব জ্ঞান ও সজীবতা দেখাইতে উদাসীন, অথচ সমাজকে সজীব ও দায়ীত্বজ্ঞানসম্পন্ন দেখিতে ইচ্ছা করি। ফল কথা, নিজে কিছু করিতে একান্ত অনভিলাষী ; আর যদিই কিছু করি উহা আন্তরিকতার সহিত নয়, 'ফ্যাসানের' খাতিরে। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়—"মহাশয় খর্দ্দর পরেন কেন ?" উত্তরে—যদি কেহ আত্মগোপন না করেন—অধিকাংশস্থলে ইহাই শুনিতে হইবে—"মহাশয় ইহাই এখন ফ্যাসান।" সেইরূপ যদি কোন বরপণ অপকারিতা বিষয়ে বক্তা লেখককে—যিনি সৌভাগ্যক্রমে কন্যার পিতা বা অভিভাবক না হইয়া পুত্রের পিতা বা অভিভাবক—জিজ্ঞাসা করা যায়—"মহাশয় বরপণের অপকারিতা বিষয়ে বক্তৃতা দেন বা লেখেন কেন ?" তাহা হইলে অধিকাংশস্থলে—যদি আত্মগোপন না থাকে—এই উত্তরই পাওয়া যাইবে—"মহাশয় ইহাই যে এখন ফ্যাসান।"

বস্তুতঃ ফ্যাসানের খাতিরেই আমরা অধিকাংশস্থলে চালিত হইয়া থাকি। মর্ম্মে মর্ম্মে ইষ্টানিষ্ট উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্যবোধে সন্তোষের সহিত কোন কার্য্যভার গ্রহণ এবং কায়মনোবাক্যে উহার সুসম্পাদনের প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট। সুফল লাভের সম্ভাবনাও তদনুরূপ। ধীশক্তির এবং বাক্‌পটুতার পরিচালনেই আমাদের সমগ্র আয়াস প্রয়োজিত—আন্তরিকতা অতি অল্পস্থলেই পরিদৃষ্ট। অন্তর বাহিরে আমরা একরূপ নই, আন্তরিকতার প্রভাব যদি আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিত তাহা হইলে ধীশক্তির অভাব থাকিলেও ধাইত আসিত না, সমাজ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের পক্ষে ব্যবস্থা অন্যরূপ। ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে—"We are all intellects but no hearts"

তবে কি সমাজের এই অধঃপতনের, এই ধ্বংসোন্মুখতার ব্যতিক্রম ঘটিবে না ? আশা কই ? "উহা মন্দ উহা করিও না, ইহা ভাল ইহা কর", আনুষঙ্গিক কার্য্যানুষ্ঠান ব্যতিরেকে মাত্র এই উপদেশই যদি পর্য্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে বহুপূর্ব্বেই সমাজ-সংস্কার হইয়া যাইত। 'কায়স্থ-সভার' উদ্বোধন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বরপণ নিরাকরণের কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু সুফল কিছু ফলিয়াছে বলিয়া ভাবিবার কোন নিদর্শনই ত পাওয়া যাইতেছে না, ইহাতেই বোধ হয় প্রকৃত রোগ নির্ণয় ও তদুপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই, 'ঘাত-প্রতিঘাত' অর্থাৎ

পূর্ব্ব-প্রচলিত কন্যাপণ প্রথার প্রতিঘাত, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি কারণ থাকিলেও বর্ত্তমানে সংসার পরিচালনে নানারূপ অভাবজনিত অশান্তিই বরপণ প্রথার একটী প্রধান কারণ। এই অভাবের নিরাকরণ ব্যতীত এ পক্ষে কোন সুফল লাভের আশা করা যায় না। যে পরিমাণে এই অভাবের নিরাকরণ হইবে, সেই পরিমাণে বরপণ প্রথার কঠোরতাও নিবারিত হইবে। এই অভাব নিরাকরণ পক্ষে আমরা কার্য্যতঃ কিছু করিতে পারি না কি ?

প্রকৃত ও কল্পিত এই দুই প্রকার অভাবেরই আমরা বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি, প্রকৃত অভাব অর্থাৎ যাহা না হইলে জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে—কল্পিত অভাব অর্থে যাহা আমাদের না হইলেও চলে, অথচ যাহা আমরা সমাজের সৌষ্ঠব-সম্পাদনে আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়া লই। এই দুইএর মধ্যে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়ের অর্থাৎ কল্পিত অভাবের প্রভাবই আজকাল সমাজে বিশেষভাবে প্রকটিত। সমাজে দশজনের একজন হইয়া থাকিতে হইলে এদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক, না রাখিলে সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিবে না। যাঁহার দৃষ্টি যত অধিক পরিমাণে এদিকে নিবদ্ধ, তিনি তত অধিক পরিমাণে সমাজে সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত। এই দুইএর মধ্যে প্রথম অভাব যথা অন্ন-বস্ত্র-সংস্থান এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কল্পিত অভাব, যাহার নিরাকরণ সহজসাধ্য, আমরা মনে করিলেই যে সমস্যার সমাধানে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহাই প্রবন্ধের লক্ষ্য এবং সেদিকে ভ্রাতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

বরপণ অর্থে আমরা বুঝি কন্যার বিবাহে যে অর্থ নগদে এবং বরসজ্জা ও কন্যাভরণরূপে কন্যাপক্ষকে বরপক্ষকে দিতে হয়। বরপক্ষ যদি অভাবগ্রস্ত হন, তাহা হইলে এই নগদ টাকা হইতেই তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনসহ কন্যার বাটীতে যাতায়াতের এবং নিজ বাটীতে 'পাকস্পর্শাদির' ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। অন্যের নিকট হইতে ভিক্ষা বা অন্য কোন অযথা উপায়ে লব্ধ অর্থে এরূপ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে আমরা কুণ্ঠিত এবং অপরের নিকট উপহাসের পাত্র বিবেচিত হইলেও, এস্থলে লজ্জার পরিবর্ত্তে গৌরবই অনুভব করিয়া থাকি—যেন নিজের গচ্ছিত-অর্থ ব্যয় করিতেছি ! যাহা হউক, বিবাহোপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ ও ভোজ্যটিতে এরূপ ব্যয় করিবার প্রথা যখন চিরপ্রচলিত, তখন ইহার উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর নয় ; তবে পাত্রপক্ষ নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা করিলে, পাত্রীপক্ষকে নগদ

দান ব্যাপারে আংশিকভাবেও অব্যাহতি দিতে পারেন। বরসজ্জাদিজনিত ব্যয়ও দেশাচারসম্মত, কাজেই বাদ দেওয়া চলে না—তবে যদি রেশমী বস্ত্রাদির স্থান খর্দ্দর অধিকার করে এবং ইংরাজ-আমলের নূতন আমদানী বোধে ঘড়ী চেইন বা হাতে বান্ধা ঘড়ী এবং মেয়েদের বান্ধান শাঁখার অনুকরণে প্রস্তুত স্বর্ণ-নির্ম্মিত ঘড়ী বন্ধনী পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে কন্যাপক্ষ অনেকটা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন।

কন্যাভরণে ব্যয়সঙ্কোচ তত সহজ সাধ্য নয়। এ পক্ষে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যেরই আবশ্যকতা অধিকতর। স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদিগেরই অঙ্গশোভা সম্পাদনার্থ ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"টাকা কড়ি থাকে না, দুই একখানি গহনা গড়াইয়া রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান হয়।" কিন্তু এ কথার যথার্থ সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়, কারণ, যদি অন্দর-মহলের চাপ না পড়ে তাহা হইলে কয়জন লোক স্বর্ণকার ডাকিয়া ঘর হইতে ষোল আনা বাহির করিয়া দিয়া গহনার আকারে দশ-বারআনা পাইয়া ভবিষ্যতের সঞ্চয় হইল ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করেন বা শিল্পরক্ষা বিষয়ে বদান্যতা প্রদর্শনরূপ 'দেশের কাজে' অগ্রসর হন ভাবিবার বিষয়। ফলতঃ ভবিষ্যতের সংস্থান বা শিল্পরক্ষা চেষ্টা এ সকল নাম মাত্র যুক্তি, মূল কারণ স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার-প্রিয়তা। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কারপ্রিয় না হইয়াই বা করেন কি? দেখিতে পাওয়া যায়, কোন সম্মেলনে যেখানে দশজন স্ত্রীলোক সমবেত হন, সেখানে গাত্রালঙ্কারের ন্যূনাধিক্য অনুসারে আদরযত্নেরও ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। আভিজাত্যের বা ব্যক্তিগত গুণাবলির আদর এরূপ স্থলে ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট—আদর কেবল অলঙ্কারের। এরূপ স্থলে কোন স্ত্রীলোক অলঙ্কারের পক্ষপাতিনী না হইয়া পারেন? কাযেই নবাগত পুত্রবধূকে অলঙ্কারভূষিতা দেখিতে পুত্রের মাতৃগণ সতত প্রয়াস পাইয়া থাকেন এবং ফলে এই গুরুভারের অধিকাংশই কন্যা-পিতৃগণের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। স্ত্রীলোকদিগের এই অলঙ্কার-প্রিয়তা যদি আমরা কোনপ্রকারে দূর করিতে পারি, তবেই এক্ষেত্রে সুফল-লাভের সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ কোনও গৃহস্থ-পরিবারেই অলঙ্কার সর্ব্বদার জন্য ব্যবহৃত হয় না। কোন কার্য্যোপলক্ষে দশ-জন-স্ত্রীলোকের সমাগম সম্ভাবনা থাকিলেই স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুভব করেন। ইহা

হইতে ইহাই অনুমাণ করা সঙ্গত যে, স্ত্রীলোকেরা গহনা ব্যবহার করিয়া থাকেন অন্যকে দেখাইবার জন্য সুতরাং একটু চেষ্টা করিলেই আমরা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এ ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারি, স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার-প্রিয়তা দূর করিতে পারি। মনে করুন, যদি আমরা এরূপ একটী নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলি যে, **"কোন ক্রিয়া উপলক্ষে সমবেত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ সুবর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতে পারিবেন না"** তাহা হইলে অতি সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে। সমবেত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যদি নিজের নিজের গহনা দেখাইবার অবকাশ না পান, তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোকই আর গহনার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন না—তাঁহাদের গহনা-প্রীতিও ক্রমে বিদূরিত হইবে। ইহার সুফলে যে কেবল অনূঢ়া-কন্যার পিতা লাভবান হইবেন তাহা নহে, ইহাতে অনেক অসম্পন্ন-গৃহস্থ-পরিবারে শান্তি-সংস্থাপিত হইবে, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য অনেকটা দূরীভূত হইয়া ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আত্মীয়স্বজনগণের মিলিবার-মিশিবার শুভ-অবসর আসিবে। আশা করি এবং প্রার্থনা করি, আমাদের জাতীয়-সভার এরূপ একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং বিচারফলে সভ্যগণের মতে উহা সঙ্গত প্রতিপন্ন হইলে সভা উহা অবশ্যকরণীয় বোধে গ্রহণ করেন।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা।

সাধে-বাদ।

(১১)

যে বৎসর সাবিত্রী মারা যান, তার পরের বৎসর বঙ্গদেশে প্রবল বন্যা দেখা দিল। দামোদর, পদ্মা, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদ-নদীগুলি ভাসিয়া কত দেশ কত গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গেল—কত মানুষ ও গৃহপালিত গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জীব-জন্তু নাশ করিল তাহার সংখ্যা নাই। বহু দেব-মন্দির বন্যার জলে ডুবিয়া গেল, দেবসেবা বন্ধ রহিল। গৃহস্থের গৃহ ভাসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্যসম্ভার সহ বহু মানুষকে পর্য্যন্ত লইয়া গেল। যাহারা কোনও প্রকারে বাঁচিয়া গেল, তাহাদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা রহিল না।

থাকিবার স্থানাভাব, দোকান-পাঠ নাই, আহার্য্যের অভাবে তাঁহাদের জীবন-সঙ্কট হইয়া উঠিল। দলে দলে দেশসেবকগণ তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত ছুটিলেন; সংবাদপত্র-পরিচালকগণ সংবাদ-সংগ্রহের জন্য তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। মানুষের অবস্থা শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া পড়িল। দেখিলে অশ্রু-সম্বরণ করা যায় না। কতলোক ছেলেপুলে লইয়া গাছতলায় আশ্রয় লইল। মাথার উপর অজস্র-বৃষ্টিপাত, পায়ের তলায় বন্যার জল। কোনও রকমে যদি তাহাতে রক্ষা পাইল ত উৎকট ব্যাধি তাহাদিগকে যম রাজের অধিকারভুক্ত করিয়া দিল। ডাক্তার ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি লইয়া, নিজেদের সহস্র প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট উপেক্ষা করিয়া সহৃদয় স্বেচ্ছাসেবকগণ, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ফিরিতে লাগিলেন। এমনই সময় একদিন রেঙ্গুনে সুনীল সন্ধ্যাকালে কার্য্যক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বাহিরে যাইবার উপযোগী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, দেয়ালে লম্বিত ছোট আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কেশ-প্রসাধনে রত ছিল। এমন সময় একখানি সংবাদ-পত্র হাতে করিয়া ব্যস্তভাবে অসিত সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"ওরে শুনিচিস্ সুনীল! দেশে ভারি বন্যা হয়েচে। দেব-গাঁ ভেসে গেছে।"

সুনীল ব্রুস দিয়া মাথাটা জোরে জোরে আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে নিতান্তই নির্ব্বিকারভাবে উত্তর করিল—"কে বল্লে?"

অসিত বলিল—"এই দেখ কাগজে লিখেচে।"

সুনীল বলিল—"কাগজে অমন লিখে থাকে। তার জন্যে অত ভেব না।"

অসিত বলিল—"ভাবনা! আমার চেয়ে তোর যে বেশী ভাব্‌বার কথা।"

সু। কারণ?

অ। কারণ, দেশে তোর বুড়ো মা র'য়েচেন। দেশ যখন ভেসে গেছে তখন তাঁর কি হ'য়েঁচে তার ঠিক কি!

সুনীল চুপ করিয়া রহিল, আর কোনও উত্তর করিল না। দেখিয়া অসিত বলিল—"তুই একবার দেশে গিয়ে ব্যাপারখানা কি দেখে আয়। এসিচিস্‌ও ত অনেকদিন হ'ল। একবার দেখা দরকার ত।"

সুনীল বলিল—"কাজকর্ম্ম ফেলে এখন যাই কি করে বল্?"

অসিত। সরকার তো রয়েচে একজন, তাকেই বলে দিন-কতকের জন্যে ঘুরে আয়, না হয় মাকে সঙ্গে করে আনগে যা; কিন্তু কাগজে যে রকম

লিখেচে, তাতে ভয় করে আত্মীয়-বন্ধু সব আছেন কি না—বলিয়া অসিত চুপ করিয়া রহিল। আয়নার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া একভাবে ঘনঘন মাথায় ব্রুস দিতে দিতে সুনীল বলিল—"সরকার তেমন কাজের লোক নয়। তার দ্বারা কিছু হবে না।" এবার বিরক্তকণ্ঠে অসিত বলিল—"বা! বিলক্ষণ! তা হলে মা মরে গেলে দেখ্‌বি না বল?"

সু। মরে যে গেছে তার তো প্রমাণ নেই।

অ। মায়ের মৃত্যু-প্রমাণ না হলে বুঝি তুমি যাচ্ছ না! বেশ ছেলে যা'হোক! গ্রামটাই যখন ভেসে গেছে লিখ্‌ছে, তখন তোর কুঁড়েটুকু কি আছে মনে কচ্চিস না কি! যদি মারা না গিয়ে থাকেন, তা হলেও মরার বাড়া দুর্দ্দশা হয়েচে! দেখ্‌বার বা শোন্‌বার কেউ নেই, তুই ছেলে তুই ভাব্‌বি না তোর চেয়ে আমার বেশী মাথাব্যথা?

সুনীল কোনও উত্তর না দিয়া ব্রুসটা রাখিয়া পার্শ্বস্থ বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। অসিত আবার জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ীর কোনও চিঠিপত্র এর মধ্যে পেয়েছিস্ কি?"

সুনীল গম্ভীরভাবে বলিল—"না।"

অসিত জিজ্ঞাসা করিল—"কতদিন খপর পাস্‌নি তাঁর? ১৬ই তারিখে তো জলপ্লাবন হয়েচে লিখ্‌চে কাগজে। কবে মাকে চিঠি দিইচিস্?"

সুনীল কি উত্তর করিবে ভাবিয়া পাইল না। এখানে আসিয়া পর্য্যন্তই সে মাকেও খপর দেয় নাই ও খপর লয় নাই। কিন্তু মুখ ফুটিয়া এত বড় একটা ত্রুটী অসিতের কাছে স্বীকার করিতে পারিল না। সুধু সংক্ষেপে বলিল—"কাজ-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে চিঠি লেখবার সময় হয়ে ওঠে না।" ব্যঙ্গস্বরে অসিত বলিল—"কিন্তু গৌরীশঙ্করের বাড়ীতে বসে ত্রিশদিন গান শোন্‌বার সময় তো খুব হয়ে ওঠে!"

এবার সুনীল রাগিয়া গেল। রুক্ষস্বরে উত্তর করিল—"তা কি হবে বল। সমস্ত দিন খেটেখুটে সন্ধ্যের পর একটু বিশ্রাম না কর্‌লে কি মানুষ বাঁচে?" অসিত শান্ত-কণ্ঠে সংযতভাবে বলিল—"দেখ সুনীল রাগারাগির কথা নয়! বড় ভয়ানক কথা! দেশের সর্ব্বনাশ, দশের সর্ব্বনাশ, আত্মীয় বন্ধুর বিনাশ, ভেবে দেখ দেখি কি ভয়াবহ সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে! ছাগল, গরু, বাছুর মানুষ কোথায় ভেসে মরে পড়ে আছে! যারা জীবিত তাদের গাছতলা সার হয়েছে! মা তোমার যদি শেষোক্ত দলে পড়ে থাকেন, সেটা কি তোমার লজ্জার বিষয় নয়। তাই বল্‌চি, একবার গিয়ে সব দেখে শুনে এস গে, না হয়

মাকে, বৌকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এস গে। অনেকেই তো এখানে সপরিবারে বাস কচ্ছেন, এই আমিও তো রইচি। তোমার আত্মীয়ের মধ্যে আছেন তো এক মা আর এক বৌ, তাদের এখানে নিয়ে এলেই তো ব্যস্! সব ল্যাঠা চুকে যায়। তোমার যখন কাজই হল এইখানে, তবে তাদেরই বা দেশে ফেলে রেখে দেবার দরকার কি? দেখ্‌বার শোন্‌বার কেউ নেই যেকালে।"

বৌয়ের সঙ্গে মনান্তরের কথা সুনীল অসিতের কাছে কিছুই প্রকাশ করে নাই। অসিতের কথা শুনিয়া সুনীল ক্ষণেক কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা তাই হবে!" অসিত বলিল—"তা হলে সময় যে নেই। রাত পোয়ালেই ত' জাহাজ ছাড়্‌বে। ওঠ তাহলে, আর শুয়ে থেক না। গোছগাছ করে নাও।"

সুনীল বলিল—"কালকের জাহাজে আর কি করে যাওয়া হতে পারে?"

অসিত বলিল—"কালকের জাহাজে না গেলে, এখন আবার এক সপ্তা বসে থাক্‌তে হবে। ততদিনে যে কাজ ফর্সা হয়ে যাবে। যাও যদি তো কাল্‌কেই যেতে হবে।"

সু। আর এখানকার কাজ-কর্ম্ম?

অ। সে ভাবনা আমার রইল। আমি সরকারকে বলে দেখে শুনে সব ঠিক্ করে দোব অখন। তুমি এর মধ্যে দেশের ব্যবস্থা শেষ করে এস গে।

অগত্যা সুনীল সম্মত হইল। অসিত আর কাল বিলম্ব না করিয়া নিজেই তাহার ট্র্যাঙ্ক গুছাইতে বসিল; সমস্ত জিনিষপত্র তার গোছ-গাছ করিয়া রাখিয়া, মাত্র হ্যাণ্ডব্যাগটায় খান দুই কাপড়, দুটা জামা, একখান তোয়ালে, আয়না-ব্রুস ও কিছু টাকা সুনীলের সঙ্গে দিল। আর একখানা গামছা হাতে করিয়া সুনীলকে সঙ্গে লইয়া অসিত বাজারের দিকে গেল রাস্তার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য কিনিবার জন্য। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনা হইলে পর, অসিত পুনর্ব্বার সুনীলের বাসায় ফিরিয়া আসিল। সুনীলের আহারাদি সম্পন্ন হইলে পরে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া জাহাজ-ঘাটে আসিয়া একেবারে টিকিট ক্রয় করিয়া তাহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া তবে যেন অসিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার পর সুনীলকে কতকগুলা যুক্তি-পরামর্শ দিয়া অসিত নিজের বাসায় ফিরিয়া গেল। রাত্রি তখন ১২টা। পাছে গৌরীশঙ্করবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহার পরামর্শে সুনীলের মত

পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, সেই কারণেই অসিতের এত সাবধানতা। নিশীথ-রাত্রির স্তব্ধ-নীরবতা ভেদ করিয়া সাগরের উত্তালতরঙ্গ ঝপ্ ঝপ্ করিয়া জাহাজের গায়ে আছাড়িয়া আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। মাল উঠাইবার জন্য খালাসীরা কপিকল ঘুরাইয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে জাহাজখানাকে আলোড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। কত যাত্রী মাল-পত্র লইয়া গোলমাল করিতে করিতে জাহাজে স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এক হাত জায়গার জন্য ঝগড়া-বিবাদও আরম্ভ করিয়া দিল। সুনীল ডেকের উপরে কোটের দুই পকেটে হাত পুরিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। তাহার চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্র দেখা গেল না।

বেড়াইয়া বেড়াইয়াই সুনীল রাত্রিটা অতিবাহিত করিল। ভোর ৫টায় জাহাজ ছাড়িল। শরতের মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ! অনুকূল বাতাস বহিতেছিল! সমুদ্রের ধীর প্রশান্তভাব! জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। কতদিন পরে আজ আবার সুনীল কালাপানির ঢেউ খাইতে খাইতে দেশে ফিরিয়া চলিয়াছে! একাকী জাহাজে বসিয়া তাহার কত কথাই মনে হইতে লাগিল! সে জাহাজের এক পার্শ্বে রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া অন্য মনে সমুদ্রের লহরী দেখিতে ছিল, মনটা কিন্তু তার পর্ব্বত প্রমাণ চিন্তার চাপে নিতান্তই ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এতদিন রেঙ্গুনে কর্ম্মস্রোতে এবং হাসিয়া খেলিয়া বেশ একরকম দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছিল, দেশের কথা বড় একটা মনেই পড়িত না, কিন্তু জাহাজে উঠিয়া তার মনের সে ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। একটা কথা মনে পড়িয়া বারম্বারই তার মনটাকে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। মনকে চোক ঠারিয়া সহস্র যুক্তি-তর্ক ও কৈফিয়ৎ দিয়াও আজ আর সে কিছুতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—কেন সে এতদিন মাকে নিজের কোনও সংবাদ দেয় নাই? মায়ের কি দোষ? শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মাকে পর্য্যন্ত কেন কোন কথা জানাইল না? এমন কি কাজ ছিল যে, মাকে একটা পোষ্টকার্ড লিখিবার সময় হয় নাই? এটা তো সম্পূর্ণই বাজে কথা! অসিত তো ঠিক কথাই বলিয়াছে—যে ত্রিশদিন গৌরীশঙ্করবাবুর বাড়ী বসিয়া আড্ডা দিবার সময় মিলিত, আর মাকে একখানা চিঠি দিবার সময় হইয়া উঠিত না? না জানি সেই পুত্রগতপ্রাণা সন্তানবৎসলা জননী কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছেন! ছি ছি! মার কাছে কেমন করিয়া সে মুখ দেখাইবে?

হায়! সে অকৃতজ্ঞ সন্তান মার কথা তো কই একদিনের জন্যও ভাবিয়া দেখে নাই! কে যেন যাদুবিদ্যা বলে এতদিন কি একটা আবরণে তার অন্তরটা ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিয়াছিল! আজ জাহাজে উঠিয়া কোন শুভ-মুহূর্ত্তে কে জানে হঠাৎ সে আবরণটা কোন ঘুর্ণি-বাতাসে উড়াইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তাই ভিতরের জিনিষটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণটা তাহার যেন কেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। মা! মা! তোমার এ অকৃতজ্ঞ নির্ব্বোধ সন্তানকে কি তুমি ক্ষমা করিবে না? যদি সে কাছে দাঁড়াইয়া বলে—মা, আমি এসেছি, আমায় ক্ষমা কর! তবে কি তিনি ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিবেন? তাঁহার স্নেহময় অঙ্কে তুলিয়া লইবেন না? নিশ্চয়ই লইবেন। দশমাস গর্ভভারে জর্জ্জরিতা হইয়া বক্ষ পীযূষে যাহার জীবন-রক্ষা করিয়াছেন, কত ঝঞ্ঝা-ঝড় মাথা পাতিয়া বহিয়া নিজের স্বার্থ বলিদান দিয়া যাহাকে এতবড়টী করিয়াছেন, সে যদি সহস্র অপরাধে অপরাধী হয়, তবুও মার কাছে যে তার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনীয়! তবে কেন তিনি ক্ষমা করিবেন না! এমনই কত কথা, কত চিন্তাস্রোত সুনীলের মনের ভিতর তোল-পাড় হইতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল—মা যদি বাঁচিয়া না থাকেন? দুঃখ-দারিদ্রতায় জর্জ্জরিতা পীড়িতা মাতাকে ফেলিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে, তারপর আর তাঁর কোন খপরই ত লয় নাই। সে যে কতদিন, কতমাস, কটাবৎসরই চলিয়া গেল! হায়! কি নিষ্ঠুরতাই সে করিয়াছে! পুত্রবিরহাতুরা অভাগি মাতা কি আর বাঁচিয়া আছেন! তবে ত এত কষ্ট করিয়া দেশে যাওয়াই তার পণ্ডশ্রম মাত্র! 'মা' বলিয়া আর সে তবে কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে! ভাবিতে ভাবিতে দুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিল। আহা, এত দিন আসিত যদি তাহার এ ভুল ভাঙ্গিয়া দিত! স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া শেষ মার উপরেও যে দারুণ প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে! ছি! ছি! কেন সে এমন কাজ করিয়াছিল! মার কাছে যাইবার জন্য প্রাণটা তার বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। জাহাজটাকে ঠেলিয়া তিন-দিনের পথ যদি একদিনে লইয়া যাইতে পারিত, তবে সে তাহাই করিত। কালাপানির ঢেউ অপেক্ষা তাহার মনের ঢেউগুলা যেন আরও অধিক প্রবলবেগে আছাড়িয়া আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। যথাসময়ে জাহাজ কয়লাঘাটায় আসিয়া উপস্থিত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

বর্ত্তমান বঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আলোচনা।

নিম্নে এই আলোচনা সম্বন্ধে আমরা দুইখানি চিত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; তত্ত্বান্বেষুগণ উভয় চিত্র দেখিয়া আপনাদের মতামত স্থির করিবেন। পরে প্রদত্ত হইলেও আমরা কলিকাতা মহানগরীতে আহুত ২১শে মাঘ, ১৩২৯ এর ভারত-হিন্দু-সভার প্রথম মহাধিবেশনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই মহোদয়ের সম্বোধন হইতে প্রথম চিত্র উদ্ধৃত করিলাম এবং দ্বিতীয় চিত্রখানি ১৩২৯ সালের শুভ বৈশাখে বারানসী-ক্ষেত্রস্থ "বেদোদ্বোধিনী-সভা" হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তোলানাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাশ্রমী ও শ্রীযুক্ত অনন্তদেব ভট্টাচার্য্য তর্করত্ন প্রবর্ত্তিত 'বর্ণাশ্রম' নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রথম—মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন হইতে,—"সম্প্রতি এক মোকদ্দমায় একজন কায়স্থ ধনীর তাঁতিনী গর্ভজাত পুত্রকে আদালত বৈধপুত্র বলিয়া ধনীর বিষয়ের ভাগ দিয়াছেন। ইহাতে সমস্ত কায়স্থ জাতির মনে বিষম ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। ধনে মানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে কায়স্থ জাতি এখন (?) বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মনে এরূপ ত্রাস হওয়া দেশের পক্ষে ভাল নয়। শুনিলাম কায়স্থও শূদ্র, তাঁতিও শূদ্র, সুতরাং শূদ্রে শূদ্রে বিবাহ বৈধ এই বলিয়া আদালত উক্ত রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশীয় আইন অনুসারে দেশীয় রাজার অধীনে দেশীয় বিচারকের দ্বারা কখনও এরূপ বিচার হওয়া সম্ভব নহে। কারণ এখন সকলেই জানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এ চারিবর্ণ অতি প্রাচীন কালে ছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর আছে কিনা সে কথা লইয়া অনেক বিচার হইয়াছে। বাঙ্গালার স্মৃতিকর্ত্তা রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই। মহারাষ্ট্র দেশেও পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং জাতি বা বর্ণ বলিতে গেলে এখন আর মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের চারবর্ণ বলিয়া ধরিলে চলিবে না। এখন নানা বর্ণ হইয়াছে। এই সকল বর্ণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ, এমন কি খাওয়া দাওয়াও চলে না। একথা আমরা সকলেই জানি। এখন যদি আইনের দ্বারা শূদ্র বলিয়া বহুসংখ্যক জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সমাজে বড়ই বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিবে।

"এখন কথা হইতেছে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা যে ভাবে ব্যবস্থা

করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দেশ কাল পাত্র অনুসারে তাঁহাদের বিধিগুলির সমন্বয় করিয়া একটা মত গড়িয়া লইয়াছি। মতের মূল ভিত্তি সেই স্মৃতি। কিন্তু ব্যাখ্যায় এবং দেশকালপাত্রভেদে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হি... সমাজ ও হিন্দু সমাজের নেতৃগণ করিয়া গিয়াছেন এবং এই বিশাল হি... সমাজ তাহাই মানিয়া চলিতেছে। এখন যদি আমরা হঠাৎ ফিরি... দাঁড়াইয়া বলি যে আমরা বর্ত্তমান আচার ব্যবহার চাই না আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের মতেই চলিব তাহা হইলে আমাদের বলিতে হয় যে টীকাকারে... দুই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অপব্যাখ্যা... পরবর্ত্তী নিবন্ধকারেরা প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া যে সকল ব্য... দিয়াছেন তাহা অপব্যবস্থা। আমরা সে কথা বলিতে প্রস্তুত নই... কায়স্থ ধনীর তাঁতিনী-পুত্র বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে না, তাহা... অধিকারী করিয়া আদালত ঘোর অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু আ... আদালত যেরূপে চলিতেছে তাহাতে উত্তরোত্তর এই অবিচারের সংখ্যা বা... বই কমিবে না। ইহার উপায় কি? এক উপায়—প্রধান উপায় যাঁহারা ... সকল বিচার করিয়া আসিতেছিলেন আবার তাঁহাদেরই উপর বিচারের ভা... দেওয়া হউক। তাঁহারা দেশের পূর্ব্বাপর অবস্থা জানিতেন, দেশের tradition জানিতেন, কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে স... পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাই সুবিচার করিতে পারিবেন। আবার তাঁহাদেরই হাতে বিচারের ভার দেওয়া ভিন্ন ইহার আর উপায় নাই। যেমন চলিতেছে তেমন চলিলে হিন্দু সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। হা... স্বপ্নেও হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে না।"

দ্বিতীয়—৺কাশীধামস্থ "বেদোদ্বোধিনী-সভা" হইতে প্রকাশিত 'বর্ণা... নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত :—

(১) **প্রস্তাবনা** হইতে—* * আচারভ্রষ্ট হইলেই বর্ণনাশ ... বর্ণচ্যুতি ঘটে না। সংস্কার অথবা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাচারীর শুদ্ধি ... গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও বর্ণভ্রষ্ট হয়না, পাতিত্যাদি দোষ ঘটে। ...

বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ স্বীকৃত হয় না। এ... ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণের যে কখনও অস্তিত্ব ছিল না, তাহার কোন প্রমা... নাই বলিয়াই ইহা কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না!

...রতীয় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে যে ইতঃপূর্ব্বে কেহ বর্ণচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। এইরূপ বর্ণচ্যুতির কোন সঙ্গত কারণও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং নিঃসংশয়ে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান উচ্চজাতি... ...র মধ্যে এই দুই বর্ণের লোক নিশ্চয়ই আছেন। কেবলমাত্র সংস্কার আচারভ্রষ্টতা নিবন্ধন তাঁহারা শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছেন। পরন্তু তাহা... ...কে যে শূদ্রবর্ণ মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, এই কঠোর বিধান শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। * * * *

বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করায় বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নানাবিধ জাতি দৃষ্ট হইতেছে। জাতি দ্বারা ধর্ম্মনির্ণয় হইতে পারে না! কোন্ জাতি কোন্ বর্ণের অন্তর্গত, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসা দ্বারাই স্থির হইতে পারে। আমাদিগের শাস্ত্রে জাতিগত সংস্কারাদি কর্ম্মের কোন বিধান নাই। সংস্কারাদি কর্ম্ম বর্ণগত বিধি-নিষেধ দ্বারাই অনুষ্ঠেয়। মূল বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিই শাস্ত্রের উপদেশ দেখা যায়। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি জাতি স্বস্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং সমাজ কখনও রক্ষিত হইবে না।

(২) **শাস্ত্রবিচার হইতে**—

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কাহাকে কহে?
বঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আছে কি না?
বঙ্গে যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদিগের
কোন্ জাতি কোন্ বর্ণ?

ইতি প্রশ্নে---* * * *

চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশোবিজ্ঞেয়আর্য্যাবর্ত্তস্তদন্তরঃ॥
(বিষ্ণুসংহিতা ৮৪ অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ব্যবস্থা যে দেশে নাই, সেই দেশ ম্লেচ্ছদেশ, যে দেশে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থা আছে, তাহাকেই আর্য্যাবর্ত্তদেশ বলিয়া জানিবে। আর্য্যাবর্ত্তের সীমা সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

আসমুদ্রাত্তু বে পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাত্।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
(মনুসংহিতা-দ্বিতীয় অধ্যায়)

অর্থাৎ পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, ইহার মধ্যবর্ত্তী দেশকে পণ্ডিতগণ "আর্য্যাবর্ত্ত" কহিয়া থাকেন। * * *

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থএকজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

(মনুসংহিতা-তৃতীয় অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ এক জাতি শূদ্র, ইহা ভিন্ন সংসারে আর বর্ণ নাই। যাঁহারা বলেন—বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য বর্ণ নাই, তাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ—মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, চীনখশ প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশেও ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিল। বিশেষতঃ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের প্রতিই উক্ত হইয়াছে; কোনরূপ জাতির প্রতি উক্ত হয় নাই। * * *

বঙ্গের স্মার্ত্তকুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বঙ্গে যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ ছিল এবং ক্রিয়ালোপহেতু তাহাদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্ব গ্রন্থে অশৌচনির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥

অতএব বিষ্ণুপুরাণং—মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধোমহাপদ্মোনন্দঃ পরশুরামইবাপরোঽখিলক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা ততঃ প্রভৃতি শূদ্রভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয়আসীত্। এবং চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তম্॥"

ইহার মর্ম্মানুবাদ এই যে,—এখনকার ক্ষত্রিয়াদিবর্ণেরও শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে। মনু বলিতেছেন, এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বহুকালযাবৎ ব্রাহ্মণের অদর্শন নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই হেতুই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—মহানন্দী রাজার শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র অতিলুব্ধ মহাপদ্মনন্দনামে পরশুরামের ন্যায় সমস্ত ক্ষত্রিয়ান্তকারী অন্য এক রাজা হইবে। সেই সময় হইতে শূদ্রগণ রাজা হইবে। সেই হেতু মহানন্দী

রাজা পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। বৈশ্যগণেরও ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তদ্রূপ অম্বষ্ঠগণও ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। * *

এখন বুঝিতে হইবে যে, শূদ্রত্ব প্রাপ্তির অর্থ কি? শূদ্রধর্ম্মপ্রাপ্তি কিংবা শূদ্রবর্ণ প্রাপ্তি? ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রবর্ণ প্রাপ্তি হইতে পারে না; সুতরাং শূদ্রধর্ম্মপ্রাপ্তিই সম্ভব। কেননা—ক্রিয়া অর্থে উপনয়নাদি সংস্কার, সেই সংস্কার লোপ হইলে ব্রাত্যাদি দোষই ঘটে, বর্ণান্তর প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। বর্ণান্তরপ্রাপ্তির প্রতি ক্রিয়ালোপ কারণ হয় না, জন্মান্তরই কারণ হয়। যথা—মনু বলিতেছেন—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেত্ প্রজায়তে।
অশ্রেয়াচ্ছ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাত্॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবংতু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥

(মনুসংহিতা ১০ অঃ, ৬৪, ৬৫।)

***অতএব স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, বর্ণান্তরপ্রাপ্তি জন্মান্তর দ্বারাই হয়, আচারানুষ্ঠানাদি দ্বারা হয় না। ইহা দ্বারা ক্ষেত্র অপেক্ষা যে বীজেরই প্রাধান্য, তাহাও সম্যক্ প্রমাণিত হইতেছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বর্ণজাতি-বিবেকপ্রসঙ্গে তদ্রূপই মীমাংসা করিয়াছেন, যথা—

জাত্যুত্কর্ষোযুগে জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্॥

অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি জাতির ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি-প্রাপ্তিরূপ উৎকর্ষ পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে হয়। * * * গৌতমধর্ম্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, বর্ণান্তরগমনমুত্কর্ষাপকর্ষ্যাভ্যাং সপ্তমে পঞ্চমে বাচার্য্যাঃ।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ক্রিয়ালোপ হেতু তত্তদ্বর্ণধর্ম্ম প্রাপ্তিই হয়, বর্ণান্তর প্রাপ্তি হইতে পারে না। * * * এক বর্ণ অন্য বর্ণের আচরণ করিলে সেই আচরণ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়, সেই বর্ণ প্রাপ্ত হয় না। আচরণধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বর্ণান্তরের তুল্য বা অতুল্যও হইতে পারে না। যথা মনু—

অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যং চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সংপ্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥

* * * ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে বর্ণের যে আচরণ বিহিত, সেই আচরণই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য, যে আচরণ নিষিদ্ধ, তাহা করা কর্ত্তব্য নয়; নিষিদ্ধ আচরণ করিতে করিতে সেই নিষিদ্ধাচরণের সহিত তুল্যত্ব ঘটে, অর্থাৎ তত্তদাচারী হয়, তত্তদ্বর্ণপ্রাপ্তি হয় না। সুতরাং যে কর্ম্ম যাহার কর্ত্তব্য, তাহার তাহাই করা উচিত, নিষিদ্ধ কর্ম্ম কখনও করা কর্ত্তব্য নহে !!!

অতএব স্মার্ত্তাচার্য্য রঘুনন্দন যে, তৎকালের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই শূদ্রত্বপ্রাপ্তি অর্থে শূদ্রাচার বা শূদ্রধর্ম্ম প্রাপ্তিই বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্তির এই বাক্যের শূদ্রবর্ণপ্রাপ্তি অর্থ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সেই প্রয়াস সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক। যেহেতু সেইরূপ অর্থ কোন প্রকারেই সমীচীন নহে, বিশেষতঃ সেই অর্থ মন্বর্থের বিপরীত বলিয়া সর্ব্বথা অনুপাদেয়! শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাত্ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥

বঃ কাঃ সঃ সম্পাদক।

"ব্রাহ্মণ-সমাজ" ও পদ্মনাথ

আমরা মাঘ মাসের "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রিকায় দেখিতে পাইলাম, স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মাসিক-কৌস্তুভ "সাহিত্য" পত্রের নাম-কঙ্কাল লইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সাহিত্য" নামে প্রকাশিত পত্রিকার স্কন্ধ হইতে পণ্ডিত পদ্মনাথ "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রের শিখারোহণ করিয়াছেন, শুনিতেছি, আহুত হইয়া। "ব্রাহ্মণ-সমাজে" প্রকাশিত "৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় জানিলাম, "সাহিত্যে" প্রকাশিত তাঁহার এই বিষয় সম্বন্ধীয় বিষোদ্গীরণের পরিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান প্রবন্ধ গৃহীত হইতে পারে। আসামের 'পদ্মনাথে'র পরিচয় ও তাঁহার ব্রাহ্মণ-

গৌরবের বা গোঁড়ামির মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠ! জাতি-কলহ, জাতি-বিদ্বেষ তাঁহাকে মহাপুরুষ-নিন্দায় নিয়োজিত করিয়াছে। তিনি 'অগ্নিহোত্রী' কিনা; তাই বোধ হয় আগুন লইয়া খেলা করিতে বসিয়াছেন! বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বমানব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, জানি না কোন বিধাতার নিদানে, চিরহিংসিত কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! রোগ এইখানেই—ঐ ব্রাহ্মণেতর বর্ণ-বিদ্বেষ! আমরা বুঝিতেছি না, "সাহিত্যে"র কঙ্কালাশ্রয়ী দেবতা-বিশেষকে আমন্ত্রণ করিয়া "ব্রাহ্মণ-সমাজে"র শিরে বসান হইল কেন? ইঁহারও কি "সাহিত্যে"র ন্যায় উচ্চ দশা প্রাপ্ত হইবে? ইংরাজ-রাজ-প্রসাদ মহামহোপাধ্যায় শিরোভূষণযুক্ত ইংরাজী-বিভাগে সংস্কৃত-সাহিত্যের এম-এ উপাধিধারী বলিয়াই কি এই সাদর সম্ভাষণ? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপরাধ তিনি কেন কায়স্থকুল-তিলক নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য করিলেন! নরেন্দ্র-প্রমুখ শিষ্য-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়াই ত তাঁহার অধঃপতন ঘটিল!! পদ্মনাথের এই বিশাল পাণ্ডিত্যের মূল উৎস আমরা ১৩২৭ সালের ফাল্গুনের "সারথি" পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীপঞ্চশিখ' প্রেরিত 'চূড়ামণির পত্রে' (রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি) দেখিতে পাই। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" আছে;—পরমহংস রামকৃষ্ণ পণ্ডিতবর শশধরকে বলেন—"ধর্ম্মপ্রচার-অধিকারের ঢাপ্‌রাস পাইয়াছ কি?" (বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইল) বিংশ-বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে 'কথামৃত' পুস্তকে ও তৎপূর্ব্বে মাসিক-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত 'কথামৃতের' অংশ বিশেষের প্রচারিত এই কথা অকস্মাৎ 'পঞ্চশিখের' শিখা নাড়িয়া দিল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, পত্র লিখিয়া যে কোহিনুর-মূল্য ঐতিহাসিক সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রাত্নতাত্ত্বিক কণ্ডূয়ণ উত্তররূপে প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই "সারথি"র বল্গায় লাগাইয়া দিলেন। দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিতকুলচূড়া শশধর কখন কি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক একজন শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দু 'অবধূত' (শশধরের মাপ-কাঠিতে রামকৃষ্ণের পরিমান) এর কাছে এতটা খাটো হইতে পারেন? ইহা ত সম্ভব নয়; এবং সহ্যই বা হয় কিরূপে? 'পঞ্চশিখে'র পত্রের উত্তরে পণ্ডিতবর শশধর লিখিয়াছিলেন—(শেষাংশে) "তাঁহার (পরমহংসের) যোগজ কোন বিভূতি আমি দেখি নাই, তবে বক্ষাদিতে হস্তামর্ষণের দ্বারা কাহারও কাহারও বেদনাদি অল্পকালের জন্য তিরোহিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা যৌগিক-

শক্তির কার্য্য নহে, নৈয়াসিক শক্তির কার্য্য ; ইহা "বৃহদারণ্যকে"ও বর্ণিত আছে।"

"ইঁহার উপদেশের দ্বারা কলিকাতা অঞ্চলের অনেক লোক উপকৃত হইয়াছিলেন। যাঁহারা পুরাতন পথেই অবস্থিত তাঁহাদের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মের আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এমন কি যাঁহারা সনাতন পথভ্রষ্ট, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন শুনিয়াছিলাম, ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়; ৺ বিজয় গোস্বামী প্রভৃতির নবাবিষ্কৃত মতের পরিবর্ত্তন ইঁহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল (ব্রাহ্ম-সমাজ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ কোমর বাঁধুন—অশিক্ষিত রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মহাজ্ঞানী ও ভক্ত পথ-প্রদর্শকের মত পরিবর্ত্ত করেন!) এ উপকার হিন্দু-সমাজের চির-স্মরণীয়।"

এই উদ্ধৃতাংশের পূর্ব্বেই পণ্ডিতজি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার মহি পরমহংসদেবের শেষ-জীবনে সাক্ষাৎকালে, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "আপনার সহিত আমার পরিচয় হইলে প্রথমভাগে আপনার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিম্নদিকে পরিবর্ত্ত মনে হইতেছে। ইহা সত্য কি না, তাহাই জানিতে বাসনা। নিজে অবস্থা আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন।" (অন্তর্ পণ্ডিতজি ইহা বুঝিতেন যে, পরমহংসদেব আপনার অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বদা বিজ্ঞাত) তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত বলিলেন, "আপনি তো ঠি ধরিয়াছেন, আপনি ইহা কেমন করিয়া বুঝিলেন? আমি ত সর্ব্বদাই আমার অবস্থান্তর অনুভব করিতেছি। ইহার কার আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি?" আমি বলিলাম, "অন্য কার কিছু থাকিলে আমার অবিদিত, আপনি কুসংসর্গের (নরেন্দ্রাদি প্রমুখ শিষ্যগণের) আবর্ত্তে পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আমি প্রধান কার মনে করি।" তিনি বলিলেন, "ইহাও তো আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। আমি ইহা বেশ অনুভব করি এবং এ সংসর্গ ত্যাগেরও চেষ্টা সর্ব্বদাই করি; কিন্তু (গালাগালি দিয়া * * *) উহারা যে আমাকে

ছে না, এখন আমি উহাদের খর্পরের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন এ কাটানোর আর উপায় নাই। কাজেই এবার ভাবেই যাইবে।" ধীমান পাঠক, পণ্ডিতজির এই চিত্র হইতে সদেবের নিম্নাবতরণ লক্ষ্য হয়? না অহেতুক-কৃপাসিন্ধু মহাধর্ম্মচক্র-কারী বেদ-বেদান্তের নববিগ্রহধারী এই লোকোত্তর-পুরুষের জীব-কের আত্ম-সমর্পনের কথাই উদিত হয়? জ্ঞানাভিমানী প্রেমভক্তিহীন মোহিত মানবকে ইহা কি ছলনা নয়? আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি —ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর, যিনি বাগবাজারস্থ বসু বলরামের মন্দিরে ন শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ-কথা শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া ছিলেন—"যাহা কিছু শুনিতেছি, ইহা বেদবাক্য তুল্য। এমন কথা নে কখনও শুনি নাই?" ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর, যিনি মহাভাব-স্থিত পরমহংসদেবের শ্রীচরণদ্বয় নিজ বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন ছিলেন? এই দৃশ্য-দ্রষ্টা ও শ্রোতা এখনও বর্ত্তমান! শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজির ট ঘটনাটী শুনিলে সুখী হইব! সনাতন-ধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-প্রচারক তবর-শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি আমরা অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ রি, কিন্তু ৩৬।৩৭ বৎসরের পূর্ব্বের স্মৃতি অব্যাহত থাকা সকল সময়ে, শেষতঃ বৃদ্ধবয়সে, সম্ভব নহে বলিয়াই অনুমান হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাথের মূল উৎস এইখানে, তাহার উপর তাঁহার জ্ঞাতি-প্রতিহিংসা-রিতার্থতার আবশ্যকতা। কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত পদ্মনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-রিষদে "সমতটের পূর্ব্বে, আসামের পত্র-পত্রিকার বিবরণ, আসামের নানা-া" প্রভৃতি ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া প্রত্নতত্ত্ব ঘাঁটিতেছিলেন, অকস্মাৎ নি সনাতনধর্ম্মের বিজয়-নিশান হস্তে লইয়া 'মিশনারী'র (missionary) ন্য পথে (পদ্মনাথের মতে) আবির্ভূত কেন? কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-লক ঘাঁটিতেছিলেন, সেই ত ভাল ছিল। বিবেকানন্দ-বিদ্বেষ হইতে রামকৃষ্ণ-নিন্দায় যোগদান, এমন কি "বিবেকানন্দ সোসাইটি"র অধিবেশন বিশেষে সভাপতি মহাশয়কে সভাপতিত্ব করিতেও নিষেধ করিতেও ক্ষান্ত হন নাই! বয়স অধিক হইয়াছে, পরকালের পাথেয় সংগ্রহ আবশ্যক। শত শত পদ্মনাথ, শত শত পদ্মনাথ-সাহায্য-দাতা পত্র-পত্রিকা সমবেত হইয়াও সেই জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সনাতন-ধর্ম্মের নবীকৃত সংস্করণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হাস্যাপদ হওয়া ব্যতীত আর

শক্তির কার্য্য নহে, নৈয়াসিক শক্তির কার্য্য ; ইহা "বৃহদারণ্যকে"ও বর্ণিত আছে।"

"ইঁহার উপদেশের দ্বারা কলিকাতা অঞ্চলের অনেক লোক উপকৃত হইয়াছিলেন। যাঁহারা পুরাতন পথেই অবস্থিত তাঁহাদের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মের আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এমন কি যাঁহারা সনাতন পথভ্রষ্ট, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন শুনিয়াছিলাম, ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়; ৺ বিজয় গোস্বামী প্রভৃতির নবাবিষ্কৃত মতের পরিবর্ত্তন ইঁহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল (ব্রাহ্ম-সমাজ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ কোমর বাঁধুন—জীবনে কখনও শুনি নাই ?" ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর, যিনি মহাভাব-অশিক্ষিত রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মহাজ্ঞানী ও ভক্ত পথ-প্রদর্শকের মত পরিবর্ত্তন করেন!) এ উপকার হিন্দু-সমাজের চির-স্মরণীয়।"

এই উদ্ধৃতাংশের পূর্ব্বেই পণ্ডিতজি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত পরমহংসদেবের শেষ-জীবনে সাক্ষাৎকালে, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনার সহিত আমার পরিচয় হইলে প্রথমভাগে আপনার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিম্নদিকে পরিবর্ত্তন মনে হইতেছে। ইহা সত্য কি না, তাহাই জানিতে বাসনা। নিজের অবস্থা আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন।" (অন্তঃ পণ্ডিতজি ইহা বুঝিতেন যে, পরমহংসদেব আপনার অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিজ্ঞাত) তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত বলিলেন, "আপনি তো ঠিক ধরিয়াছেন, আপনি ইহা কেমন করিয়া বুঝিলেন ? আমি ত সর্ব্বদাই আমার অবস্থান্তর অনুভব করিতেছি। ইহার কারণ আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি ?" আমি বলিলাম, "অন্য কারণ কিছু থাকিলে আমার অবিদিত, আপনি কুসংসর্গের (নরেন্দ্রাদি প্রমুখ শিষ্যগণের) আবর্ত্তে পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আমি প্রধান কারণ মনে করি।" তিনি বলিলেন, "ইহাও তো আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। আমি ইহা বেশ অনুভব করি এবং এ সংসর্গ ত্যাগেরও চেষ্টা সর্ব্বদাই করি ; কিন্তু (গালাগালি দিয়া * * *) উহারা যে আমাকে

ছাড়ে না, এখন আমি উহাদের খর্পরের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন এ বন্ধন কাটানোর আর উপায় নাই। কাজেই এবার এভাবেই যাইবে।" ধীমান পাঠক, পণ্ডিতজির এই চিত্র হইতে পরমহংসদেবের নিম্নাবতরণ লক্ষ্য হয় ? না অহেতুক-কৃপাসিন্ধু মহাধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনকারী বেদ-বেদান্তের নববিগ্রহধারী এই লোকোত্তর-পুরুষের জীব-উদ্ধারকর আত্ম-সমর্পনের কথাই উদিত হয় ? জ্ঞানাভিমানী প্রেমভক্তিহীন মায়ামোহিত মানবকে ইহা কি ছলনা নয় ? আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর, যিনি বাগবাজারস্থ বসু বলরামের মন্দিরে কতদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ-কথা শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন—"যাহা কিছু শুনিতেছি, ইহা বেদবাক্য তুল্য। এমন কথা জীবনে কখনও শুনি নাই ?" ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর, যিনি মহাভাব-সমাধিস্থ পরমহংসদেবের শ্রীচরণদ্বয় নিজ বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ? এই দৃশ্য-দ্রষ্টা ও শ্রোতা এখনও বর্ত্তমান ! শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজির কোন্ ঘটনাটী শুনিলে সুখী হইব ! সনাতন-ধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-প্রচারক পণ্ডিতবর-শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রতি আমরা অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করি, কিন্তু ৩৬।৩৭ বৎসরের পূর্ব্বের স্মৃতি অব্যাহত থাকা সকল সময়ে, বিশেষতঃ বৃদ্ধবয়সে, সম্ভব নহে বলিয়াই অনুমান হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদ্মনাথের মূল উৎস এইখানে, তাহার উপর তাঁহার জ্ঞাতি-প্রতিহিংসা-চরিতার্থতার আবশ্যকতা। কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত পদ্মনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে "সমতটের পূর্ব্বে, আসামের পত্র-পত্রিকার বিবরণ, আসামের নানা-কথা" প্রভৃতি ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া প্রত্নতত্ত্ব ঘাঁটিতেছিলেন, অকস্মাৎ তিনি সনাতনধর্ম্মের বিজয়-নিশান হস্তে লইয়া 'মিশনারী'র (missionary) ন্যায় পথে (পদ্মনাথের মতে) আবির্ভূত কেন ? কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-ফলক আঁটিতেছিলেন, সেই ত ভাল ছিল। বিবেকানন্দ-বিদ্বেষ হইতে রামকৃষ্ণ-নিন্দায় যোগদান, এমন কি "বিবেকানন্দ সোসাইটি"র অধিবেশন বিশেষে সভাপতি মহাশয়কে সভাপতিত্ব করিতে নিষেধ করিতেও ক্ষান্ত হন নাই ! বয়স অধিক হইয়াছে, পরকালের পাথেয় সংগ্রহ আবশ্যক। শত শত পদ্মনাথ, শত শত পদ্মনাথ-সাহায্য-দাতা পত্র-পত্রিকা সমবেত হইয়াও সেই জগদম্বা-পরিচালিত মহাপুরুষের ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত সনাতন-ধর্ম্মের নবীকৃত সংস্করণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হাস্যাপদ হওয়া ব্যতীত আর

কি লাভ হইবে? ঈশানের বিষাণ বাজিয়াছে! ন্যাসিশিরোমণি বিবেকানন্দের মেঘমন্দ্রবাণী জগৎ আলোড়িত করিয়াছে! চক্ষুষ্মান চাহিয়া দেখ বিশ্বমানব মহাত্মা গান্ধীর প্রতি! চাহিয়া দেখ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী কি ভাবে উড়াইতেছেন! 'বর্ণাশ্রম,' 'বর্ণাশ্রম', 'পৌরহিত্য' 'গুরুবাদ' বলিয়া চীৎকার করিলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা হয় না। বর্ণাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য—'জগতের লোককে শুদ্ধ করা, পবিত্র করা, আচারবান করা, মনে শত-সহস্র-পাপরাশি পুঞ্জীকৃত করিয়া বাহিরে গঙ্গাজল ছিটাইলে কি হইবে? হিংসা-দ্বেষ-অসূয়া-পরশ্রীকাতরতা-সংকীর্ণতা-অসারগোঁড়ামিত্ব থাকিতে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইবে না। যাহা মুখে বল, যাহার দোহাই দাও, সেই রকম একটা জীবন্ত মানুষ দেখাও বা হও। শ্রদ্ধাবনত আত্মা স্রুক-চন্দন হস্তে পূজার জন্য দণ্ডায়মান। প্রকাশ হও। শক্তি লক্ষিত হইবে, শত শত শির পদে লুণ্ঠিত হইবে। দশকে ও দেশকে শিখাইবার জন্য 'মিশনে'র আবশ্যকতা। সমবেতভাবে, নাম দিয়া বা না দিয়া, যেখানে সেবাকার্য্য আরব্ধ হউক্, সেইখানেই বিশ্বপ্রেমিক, ভারত-প্রেমিক বাঙ্গালী-কুল-শিরোমণি বিবেকানন্দের শ্রীকরচিহ্ন বর্ত্তমান। সুযোগ উপস্থিত, ভাসাইয়া দাও। ৺ যদুনাথ মল্লিকের পক্ষে না হউক্, অন্য অনেকের হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ইংরাজী হাঁসপাতাল নয়, সেবাশ্রম, শিবজ্ঞানে জীবসেবা! "Let the giver kneel down and the receiver stand up and permit", বিবেকানন্দের এই মহতী বাণী গৃহে গৃহে ধ্বনিত হউক্। আমরা পদ্মনাথের জন্মগ্রামে ঐরকম একটী সেবাশ্রম তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিজ কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইতে দেখিলে সুখী হইব। সমাজ উৎসন্ন যায় নাই, নূতন ভাবে নূতন আদর্শে সনাতন-ধর্ম্মের গৌরবপতাকা লইয়া সুপ্রতিষ্ঠ হইতে বসিয়াছে। নদীয়ার প্রেমাবতার একবার ছেঁড়াপুঁথির উপর ঘা দিয়াছিলেন, তাহাতে আযবন-চণ্ডাল উন্নত হইয়াছে। বর্ত্তমানের এ মহাবন্যা জগৎ-প্লাবিনী। সমাহিতভাবে মাত্র লক্ষ্য কর, শান্তি পাইবে। 'চালাকি দ্বারা কোনও মহৎকার্য্য হয় না—প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়'—শ্রীবিবেকানন্দের এই মহতী শিক্ষা আমরা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা।

কায়স্থ-পত্রিকা

২১ বর্ষ] চৈত্র—১৩২৯ [১২শ সংখ্যা

রাজ-শক্তি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বিজ্ঞান ও যোগবল।

মানবসমাজের ভাবী উন্নতির পক্ষে দুইটী উপায় দেখা যায়—বিজ্ঞানবল ও যোগবল। যোগশাস্ত্রে আমরা পাই, যোগসাধনার দ্বারা হস্তী ইত্যাদির ন্যায় বলশালী হওয়া যায়, যথা :—

"বলেষু হস্তীবলাদীনি ॥"

এবং :—

"রূপলাবণ্যবলবজ্র সংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥"

সুন্দর রূপ, শরীরের মাধুর্য্য, অতিশয় বীর্য্য এবং বজ্রের ন্যায় দৃঢ় শরীর পাওয়া যায়। আরও—

"চিত্তস্যপরশরীরাবেশঃ ॥
পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগত জ্ঞানম্ ॥"

—পাতঞ্জলদর্শন।

অতীত অনাগতের জ্ঞানও যোগের দ্বারা লাভ করা যায়। অবশ্য কৈবল্য প্রভৃতি আরও উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয় সমূহ লাভ করা যায়। আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথা বাদ দিয়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যোগের দ্বারা যে যে বিষয় লাভের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিও তাহা অপেক্ষা কম নহে বরং বেশী হইবে। এমনও মনে করা

যাইতে পারে যে, ধর্ম্মগ্রন্থে দেবতাদিগের যে সমস্ত গুণাগুণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও উচ্চ ক্ষমতা লাভ করা যাইতে পারে। দেবতাদিগের বাহুবল সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বর্ত্তমানেই প্রায় সেইরূপ বাহুবল প্রাপ্ত হইয়াছে। মানুষের এই বাহুবল আর পাঁচশত বৎসর পরে কত বাড়িবে তাহা কল্পনা করাও যাইতে পারে না। ইন্দ্রাদি দেবতার অস্ত্রবল, বায়ু প্রভৃতি দেবতার বাহুবল আমরা কল্পনা করিতে পারিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে পুরাণাদি লিখিতে পারিয়াছি। কল্পনা করিতে না পারিলে পুরাণ ইতিহাস লিখিতে পারা যাইত না। কিন্তু আর পাঁচশত বৎসর পরে, কিম্বা সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দিয়া—পাঁচলক্ষ বৎসর পরে—এই বিজ্ঞান মানুষকে কি ক্ষমতাসম্পন্ন করিবে তাহা কল্পনার অতীত বিষয় বটে। সে যাহা হউক্, যোগবল যতই প্রবল হউক্, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎবল যে নিতান্ত কম নহে তাহা একরূপ বলা যাইতে পারে।

যোগসাধনার এবং বিজ্ঞানসাধনার মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে; প্রথমটা নির্জ্জনতাসাপেক্ষ, দ্বিতীয়টা জনতাসাপেক্ষ। প্রথমটা নির্জ্জনে সাধন করিতে হয়, দ্বিতীয়টা জনপদে থাকিয়া সাধনা করিতে হয়। যত অধিক-সংখ্যক লোক সর্ব্বদা পরস্পরের সাহায্য করিতে পারে, ততই বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হয়, অরণ্যে বসিয়া বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার বিশেষ অসুবিধা আছে। মানুষ যদি সমাজস্থ বালকবালিকাগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না করিত, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজে এই উন্নতি আজ হইত না—সমাজ প্রায় প্রাথমিক বর্ব্বরতার অবস্থাতেই থাকিয়া যাইত। একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাল্য-কালই কেবল শিক্ষার উপযোগী জীবনাংশ নহে, মনুষ্যজীবনের সর্ব্বকালেই শিক্ষালাভের আবশ্যকতা এবং সামর্থ্য রহিয়াছে। বিজ্ঞান হইতেছে প্রকৃতির জ্ঞান। এই প্রকৃতি এত বিস্তৃত এবং বিচিত্র যে, একজন লোক আজীবন চেষ্টা করিয়াও তাহার অতি ক্ষুদ্রাংশের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য বহুলোকে বহু-সম্প্রদায়ে একত্র হইয়া প্রকৃতির জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হয়। মানুষ একত্রীভূত হইয়া চেষ্টা করিবার পক্ষে দূরত্ব একটি বিশেষ বাধা। যাহারা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে, তাহাদের প্রত্যেকের বাসস্থানের মধ্যে যদি বহুক্রোশ ব্যবধান থাকে, তবে তাহারা নিয়ত একত্র হইয়া পরস্পরে জ্ঞান বিনিময় করিবার সুযোগ পায় না, এজন্য বিজ্ঞানেরও উন্নতি হয় না। এমন কি এই ভাববিনিময় কার্য্য পুস্তক সংবাদপত্র ইত্যাদির সাহায্যেও যথোচিতরূপে

সম্পন্ন করা যায় না, একই স্থানে সকলপক্ষের উপস্থিতি আবশ্যক হয়। দেখা যায় এইজন্য বড় বড় সহরে, বিশেষতঃ যে সহরের প্রধান কার্য্য হইতেছে জ্ঞানালোচনা, সেই সমস্ত সহরেই বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হয়, দূরনিক্ষিপ্ত পল্লী-সমাজে সেরূপ হয় না—উদাহরণ স্বরূপে কলিকাতা, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতির সহিত যে কোন পল্লীর তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন লোক একত্রীভূত হইতে পারে না, ঘনিষ্ঠরূপে সমাজবদ্ধ হইতে পারে না, দূরত্বের হ্রাস করিতে পারে না; আবার তাহা না পারিলেও বিজ্ঞানের উন্নতি হয় না—এই উভয়বিধ বিষয়ের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের ব্যাপার রহিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্নদেশে জনসংখ্যা একরূপ নহে, কোথাও বিরল, কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট। সমস্তদেশের তালিকা লইলে একটা বিষয় দেখা যায় যে, যে প্রদেশে সভ্যতার অনুন্নত অবস্থা সাধারণতঃ তথায় জনসংখ্যা বিরল এবং যথায় উন্নত অবস্থা, তথায় বেশী। একবর্গমাইল জমির মধ্যে ভারতবাসীর সাধারণ সংখ্যা ধরা যাউক্ দুইশত; হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সাত-আটশত পর্য্যন্ত হইয়াছে; কিন্তু আফ্রিকা কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে এই অধিবাসীর সংখ্যা প্রতিবর্গমাইলে সাত-আটশত নহে, দুইশতও নহে, মাত্র দুই-তিনজনও হইবে কিনা সন্দেহের বিষয়। ইহার কারণ এই হইতেছে যে, বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি প্রতিবর্গমাইলে অতি অল্পসংখ্যক লোকেরই আহার সংস্থান করিতে পারে—কৃষিকার্য্য একটা মস্ত বিজ্ঞান একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানের কৃপা ভিন্ন লোক ঘনসন্নিবিষ্ট হইতে পারে না এবং তাহা না হইলে বিজ্ঞানেরও দ্রুত উন্নতি হয় না। অতএব এইপথে যাঁহারা সমাজগঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে,—সমগ্র মানবসমাজ যাহাতে একত্রীভূত হইতে পারে, ঘনসন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ-দ্বন্দ্বের নিরাকরণ করিয়া প্রকৃতির সহিত সমবেত দ্বন্দ্বের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হয়।

আমরা শারীরিক আর একটা দুঃখের কথা বলিয়াছি—রোগ এবং অপঘাত-জনিত দুঃখ। কিন্তু যেটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুঃখ তাহার কোন কথা বলি নাই—মৃত্যুজনিত দুঃখ শরীরের নহে, মনের। মৃত্যুশয্যায় রোগাংশজনিত যে দুঃখ তাহাই শরীরের।

দুঃখের নাশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিচার করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে :—

১। বিজ্ঞান শারীরদুঃখের নাশের পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে?

২। বিজ্ঞানের সহিত বিলাসিতা বাড়িতেছে, এজন্য শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করিবার অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে; অতএব একদিকে বিজ্ঞান যেমন দুঃখের নাশসাধন করিতেছে, অপরদিকে দুঃখের সৃষ্টি করিতেছে। মোটের উপর বিজ্ঞান দুঃখের নাশ করিতে পারিয়াছে বা পারিবে কি না সন্দেহ করা যাইতে পারে।

৩। অতএব শারীরদুঃখকে সহ্য করিয়া যোগ ইত্যাদির পথে যাইয়া দুঃখনাশের চেষ্টাই উত্তম।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন শারীর দুঃখের কল্পনা করা যায় না, বিজ্ঞান যাহা ভবিষ্যতে নাশ করিতে অসমর্থ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের চেষ্টায় সরলগতিতে শারীর দুঃখের লাঘব হইতেছে এ কথা বলা যায় না সত্য; যে পরিমাণে দুঃখনাশ করিতেছে, শরীর আবার সেই পরিমাণে নূতন নূতন দুঃখে অভিভূত হইবার উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। দুই-এককোশ রাস্তা হাঁটিতে পূর্ব্বে কেহ কখন ক্লেশ বোধ করে নাই, কিন্তু যান-বাহনের প্রাচুর্য্য বর্ত্তমানে অনেকে তাহাতে দুঃখ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান এক-একটা রোগকে আয়ত্তাধীন করিতে না করিতে নূতন নূতন ধরণের রোগ উৎপন্ন হইতেছে। এক মোটের উপর বৈজ্ঞানিকসভ্যজীব অসভ্যাবস্থার লোক হইতে শারীর দুঃখকে বেশী জয় করিয়াছে কি না তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে। আজকালকার লোকে সামান্য একটা ব্রণ কাটিতে বা একটি দাঁত তুলিতে যে যন্ত্রণা বোধ করে, অসভ্যলোক তাহা হইতে মুক্ত। বিজ্ঞান সঙ্গে করিয়া এই সমস্ত শারীরদুঃখের আতিশয্য লইয়া আসিতেছে বলিলেও চলে। এ সমস্ত কথা অত্যন্ত প্রকৃত হইলেও মোটের উপর বিজ্ঞান মানুষের দুঃখ লাঘব করিয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে। আর যদি তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকে, যদি কেহ এরূপ মনে করেন যে, বিজ্ঞানের বহুলচর্চ্চায় মানুষের শরীর কোমল হইয়া পড়িয়াছে, দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে বেশী পরিমাণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞান শরীরকে অসহিষ্ণু করিবার উপদেশ দেয় না। শরীরকে যথেষ্ট সহিষ্ণু করা হউক, তাহাতে যে বিজ্ঞানের কোন আপত্তি নাই তাহা নহে, বরং তৎপক্ষে প্রবৃত্তি দিতেছে; কিন্তু বলিতেছে যে, কেবলমাত্র শরীরকে সহিষ্ণু করিয়া তুলিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না,

সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিকেও মানুষের পরিচর্য্যার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। অথচ বিজ্ঞানকে বাড়াইয়া তুলিলে সহিষ্ণুতার খর্ব্ব হইবে বলিয়া যাহারা মনে করেন, তাহাদিগকে সে ক্ষতিটুকু সহ্য করিতে হইবে, কারণ ইহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এতই মধুর এবং আশাপ্রদ যে, ইহাকে বাদ দিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রস্তুত হওয়া এখন আর চলে না। আর যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা সুরু করিয়া বর্ব্বর জীবনের শারিরীক সহিষ্ণুতা বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ ভাল করে নাই; এখন উপায়? পুনরায় বর্ব্বরতায় ফিরিয়া যাইয়া তাহা লাভ করিবার সুবিধা কি আর আছে? এখন সহিষ্ণুতা বৃদ্ধ করিতে গেলে, শারীর বিজ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করিয়াই তাহা করিতে হইবে। সে উপায়েও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে; সেই "রূপলাবণ্যবলবজ্র-সংহননত্বানি কায়সম্পৎ" লাভ করা যাইতে পারে। এমন কি এ কল্পনা ছাড়াইয়াও যাওয়া যাইতে পারে।

আরও একটা বিশেষ কথা এই হইতেছে যে, হয় বিজ্ঞানকে বহাল রাখিতে হইবে, না হয় পৃথিবীর লোকসংখ্যা কমাইয়া ফেলিতে হইবে। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যদি দেড়শতকোটী লোকের বাস হইয়া থাকে, বিজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন তাহাদের সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। পারিলেও এরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে যে, উদরপূর্ত্তির জন্যই মানুষকে জীবনের সর্ব্বাংশ ব্যয় করিতে হইবে, ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতির অবকাশ থাকিবে না। যদি একথাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত এই দেড়শতকোটী লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং ধর্ম্মচর্চ্চাদির জন্য অবকাশও থাকিতে পারে; কিন্তু তবুও বলিতে হইবে যে, পৃথিবীর এই দেড়শতকোটী লোকসংখ্যাকে বাড়াইয়া তিনশতকোটীতে পরিণত করিলে আর তাহা চলিবে না—তিনহাজার কোটীতে পরিণত করা অন্যায় কার্য্য হইবে। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি অতি মনোরম। বিজ্ঞান বলিতেছে যে, দেড়শতকোটীকে তিনহাজারকোটীতে পরিণত করিলেও আমি গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া দিব, শ্রমেরও লাঘব করিয়া দিব। এরূপ আশা যে প্রদান করিতেছে, তাহাকে পরিত্যাগ করা চলে না; করিলে তাহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের স্বার্থপরতার ভাবমাত্র বলিতে হয়। একশ্রেণীর লোক বলিবেন যে,—যোগবল সংগ্রহ করিয়া মনুষ্যসমাজ বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে; তাহা করিতে যখন বিজ্ঞানের সাহায্যের আবশ্যকতা হয় না,

তখন বিজ্ঞানচর্চ্চার আবশ্যকতাও প্রতিপন্ন হয় না। অবশ্য একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনের বল (Soul force) যোগবল প্রভৃতি একই শ্রেণীর ব্যাপার। যাহারা মনে করেন বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত যোগবল ইত্যাদি লাভ করা যায়,—তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। মানুষের বলের প্রথম সোপান হইতেছে বিজ্ঞান, উচ্চসোপান যোগবল প্রভৃতি হইতে পারে। এই প্রথম সোপানে আরোহণ না করিয়া আরও উর্দ্ধে উঠিবার জন্য, উল্লম্ফনক্রিয়ার সাহায্যে জাতীয় ভবিষ্যৎ-গঠন করিবার পক্ষে যাহারা মন্ত্রণা দেন, তাহারা উত্তম মন্ত্রী নহেন; তাহাদের মন্ত্রণা জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিতে হইবে। আরও একটা কথা বলা আবশ্যক: যোগাদি অতি উৎকৃষ্ট পন্থা হইলেও ইহার ভিত্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। এই বিশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াই ভারতবর্ষীয় হিন্দু আজ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে; পাশ্চাত্যসংঘর্ষের পরেও সেই সমস্ত মামুলী বিশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সমাজগঠন সম্বন্ধে যাঁহারা উপদেশ দেন, তাঁহাদের বিশ্বাসের অব্যয় নাই; কিন্তু জাতীয় ভাগ্যের বিপত্তি আছে।

যুক্তি দ্বিবিধ—গঠনমূলক এবং নিষ্কাসনমূলক (Inductive and deductive)। "যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র বহ্নি", ইহাকে গঠনমূলক যুক্তি বলে, আর "পর্ব্বত বহ্নিমান—ধূমাৎ" ইহাকে নিষ্কাসনমূলক যুক্তি বলে। নিষ্কাসনমূলক যুক্তি গঠনমূলক যুক্তির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ ধূম হইতে বহ্নির অনুমান করিবার পূর্ব্বে "যত্র যত্র বহ্নি তত্র তত্র ধূম" এ বিষয় সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক। এই দুইটী বিষয় পাঠককে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে। বিজ্ঞান যে সমস্ত দুঃখের নাশ করিতে পারে এবং সুখের গঠন করিতে পারে, তাহার গঠনমূলক যুক্তি দেওয়া গেল। এইবার একটা নিষ্কাষণমূলক যুক্তি দেওয়া যাউক্: প্রকৃতি হইতেছে ব্যাপক। আমি হইতেছি এই প্রকৃতির একটা অংশ; ইহার অন্যান্য অংশ আছে, আমার শারিরীক সুখদুঃখ উৎপন্ন করে কে? প্রকৃতির অপরাংশ। অতএব আমার উদ্ধারের উপায় কি? সেই অপরাংশের জ্ঞান—সেই অপরাংশ যে ভাবে চালিত হইতেছে—তাহার রহস্য অবগত হইয়া আমার সৌকর্য্যার্থে তাহাকে নিয়োগ। ইহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে: শৈত্য এবং উষ্ণত্ব উভয়বিধ অবস্থাই প্রকৃতির ভিতর রহিয়াছে; মানুষকে কখন একটা কখন আর একটা কষ্ট দিতেছে।

যেখান শৈত্য কষ্ট দিতেছে—সেখানে উষ্ণতার পথ মুক্ত করিয়া দিলেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হইল। মরুভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে দারুণ তৃষ্ণার উদ্বেগ হইয়াছে; এই উত্তপ্ত মরুভূমির নিম্নেই জল আছে,—উপরিস্থ মৃত্তিকা-রূপ সরাইয়া ফেলিলেই তৃষ্ণারূপ দুঃখের শান্তি হইতে পারে। আবার আরও নীচেতে ভীষণ উত্তাপ সঞ্চিত রহিয়াছে; আবশ্যক হইলে উপরিস্থ বাধা সরাইয়া ফেলিয়া সেই উত্তাপের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন প্রকৃতির অপরাংশ ভিন্ন সুখদুঃখের কারণ নাই—তখন তাহার সম্যকজ্ঞান নিশ্চয়ই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

রাজনৈতিক প্রবন্ধে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আবশ্যকতা এই হইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিরুদ্ধে এবং বৈদিক আধ্যাত্মিক সভ্যতার অনুকূলে সমাজে একটি স্রোত বহিতেছে; ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে রাখিতে হইবে কি না তাহা আমাদের দেশের জন-সাধারণকে বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। আর এই বিজ্ঞানকে যদি রাখিতে হয়, সমাজকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যদি সমবেতশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তবেই এই প্রবন্ধের যুক্তি খাটিবে; আর যদি যোগাদির পথে যাইতে হয়, তাহা হইলে খাটিবে না।

বিবাদের আবশ্যকতা কোথায় ?

এ পর্য্যন্ত আংশিক গঠন ও আংশিক নিষ্কাসনমূলক যুক্তির (Inductive and Deductive reasoning) দ্বারা পাইয়াছি:—(১) রাজশক্তি স্বার্থপর হইলে সমাজের অমঙ্গল হয়। রাজশক্তির স্বার্থপরতা অর্থে সার্ব্বজনীন সমাজের হিতার্থে সমাজের শক্তি প্রয়োগ না করিয়া ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের বিশেষ মঙ্গলার্থে ঐ শক্তির প্রয়োগ। এই বিষয় আমরা রামচন্দ্র ও জয়পালের উদাহরণ রূপ গঠনমূলক যুক্তি দ্বারা স্থাপনা করিয়াছি। ইহার সপক্ষে নিষ্কাসনমূলক যুক্তিও আছে—তাহা দেখান যাইতেছে: রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রপর্য্যন্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটা সমাজ। এই সমাজের সমবেত শক্তি লইয়া ইহার সামর্থ্য। এখন এই সামর্থ্যের অধিকাংশ রাজা বা রাজশক্তি নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিয়া ফেলিলে, অবশিষ্ট সমাজাংশের মঙ্গলার্থে যে শক্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা অল্প হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপে অর্থের অবস্থা ধরা যাউক্; রাজা বা শাসকসম্প্রদায় নিজের স্বার্থের জন্য সমাজের পরিশ্রমের

দ্বারা উৎপন্ন অধিকাংশ অর্থ নিয়োগ করিলে প্রজাসাধারণের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়ে। ইহা যে কতদূর সত্য, এইরূপ অবস্থায় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়ে, নেপালরাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই দেশে একটি পরিবার মাত্র দেশের সমগ্র অর্থ শোষণ করিয়া বসিয়া আছে, প্রজাসাধারণ নিঃস্ব, নির্ধন; এমন কি কোন প্রজা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে—একথা প্রকাশ পাইলে দেশের এই শাসকপরিবার ছলেবলেকৌশলে তাহা অপহরণ করিয়া লয়। অন্যান্য উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—পাঠক আপনা হইতেই যোগাইতে পারিবেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র কথা বাদ দিয়া আর আমরা পাইয়াছি:—(২) আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নিরাস ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমবেত সমাজশক্তির প্রয়োগ মনুষ্যসমাজের মঙ্গলজনক। এই দ্বিতীয় তত্ত্বের মধ্য হইতেই তৃতীয় তত্ত্ব, অর্থাৎ দ্বন্দ্বের আবশ্যকতা কোথায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে: যে স্থলে সমাজের একাংশ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমবেতশক্তি নিয়োগের দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধনে বাধাপ্রদান করিতেছে, সেই অংশের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বের আবশ্যকতা রহিয়াছে। সমাজগঠন-পক্ষে বিবাদের আবশ্যকতা যে আছে—পৃথিবীর ইতিহাসই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সে আবশ্যকতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই ইতিহাস অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আখ্যায়িকা হইত না। Triestche, Nietshe প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয় জার্ম্মান দার্শনিকগণ যুদ্ধবিগ্রহের যে সপক্ষতা করিয়াছেন, ইহা তাহার একটি কারণ। তবে যুদ্ধবিগ্রহের আবশ্যকতা আছে বলিয়া তাহার অযথা বাড়াবাড়ি করিলে সমাজের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ধ্বংসের ব্যাপার উপস্থিত হয়। যে স্থলে কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায় বা কোন জাতি—প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বের দ্বারা নিখিলমানবমণ্ডলীর মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে—তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে হইবে, তাহাকে তাহার অধিকার হইতে চ্যুত করিতে হইবে, আবশ্যক হইলে তাহাকে পৃথিবীর বক্ষ হইতে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে হইবে। মানবমণ্ডলীর মঙ্গলে যাহারা বাধা প্রদান করিয়াছে এবং করিতেছে তৎসম্বন্ধে দুইএকটা উদাহরণ দেওয়া যাউক:—কিছুদিন পূর্ব্বে সর্ব্বদেশেই এরূপ বিশ্বাস ছিল—দেশ কাহার? দেশ রাজার। ক্ষেত কাহার? ক্ষেত রাজার বা ভূস্বামীর। তবে প্রজা যে চাষ করিয়া উপসত্বের একাংশ ভোগ করিতে পায়, তাহা তাহার নিজের অধিকারের মূলে নহে, রাজার অনুগ্রহে। রাজা স্থির করিয়া দিবেন কোন প্রজা উপসত্বের কত অংশ কি অবস্থায় পাইবে—ইহা

করিলে সে অংশও কাড়িয়া লইতে পারিতেন। সমাজের অবস্থানুসারে এ শ্রেণীর রাজশক্তিও যে আবশ্যক তাহা জেঙ্গীসখাঁ প্রভৃতির উদাহরণে দেখান হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহার জন্য অগ্রে ত সমবেত হইতে হইবে; ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কোন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া এক বৃহৎ-সমাজে পরিণত হইতে হইবে। এই সমস্ত প্রবল রাজশক্তি প্রজাপুঞ্জকে জোর করিয়া বৃহৎসমাজে পরিণত করিতে পারিয়াছে বলিয়াই প্রকৃতির বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধের আয়োজন সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য্য বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে রাজশক্তির প্রাবল্য খর্ব্ব করিবার আবশ্যকতা উদ্ভূত হইয়াছে। বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে দেশ এবং যে সমাজ যে পরিমাণে আভ্যন্তরীণ-দ্বন্দ্বের কারণ উন্মূলিত করিয়া সমভাবাপন্ন (Homogenions) হইয়াছে, সেই সমাজে সেই পরিমাণে রাজশক্তির খর্ব্বতা সাধন করা যাইতে পারে; আর যে সমাজে আভ্যন্তরীণ-দ্বন্দ্বের বীজ ছড়ান রহিয়াছে, প্রবল রাজশক্তি তাহাকে গজাইতে দিতেছে না, সে সমাজে এই খর্ব্বতা সাধন করিতে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এইরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া দেশে অরাজকতা স্থাপন করা হয়। তবে যেখানে প্রকৃতিপুঞ্জ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি না করিয়া সহকারিতার পক্ষে উপযোগী হইয়াছে,—সে স্থলে রাজশক্তি যদি অন্যায্য অর্থাদি শোষণ করিতে থাকেন, দ্বন্দ্বের দ্বারা তাহার নিরাকরণ করা যাইতে পারে। ইহা একটা সমাজনৈতিক ধর্ম্ম। দেশে যত স্বর্ণখনি আছে বা থাকা সম্ভব—রাজা তাহা আইন করিয়া একচাটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, সাধারণের তাহাতে অধিকার নাই। ঐ সমস্ত স্বর্ণখনি ঐরূপ অবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য বা নিজের সামর্থ্যের অভাববশতঃ সমাজের মঙ্গলজন্য যে পরিমাণে স্বর্ণোৎপাদনের আবশ্যকতা রহিয়াছে তাহা করিতেছে না, পাছে সোণার দাম কমিয়া যায়, এই ভয়ে অল্পপরিমাণে সোণা বাহির করিয়া বাজারে ছাড়িতেছেন; এরূপ অবস্থায় রাজার এই শক্তি হরণ করিতে হইবে। রাজা না হইয়া যদি সম্প্রদায় বিশেষ হয় তাহাদেরও এ শক্তি হরণ করিতে হইবে। স্বর্ণ-হীরকাদির খনি না হইয়া যদি কয়লা লোহার খনি রাজা বা সম্প্রদায় বিশেষ একায়ত্ত করিয়া রাখে—তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধেও আবশ্যক হইলে দ্বন্দ্ব করিয়া অবৈধ অধিকার হরণ করিতে হইবে। কথা হইতেছে যে, সমাজস্থ কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায়ই নিজের মঙ্গলের জন্য সমাজের অমঙ্গল করিতে পারিবেন

না। তবে সমাজের মঙ্গলে বাধা প্রদান না করিয়া নিজের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অর্থাদি সংগ্রহ করিতে পারেন; তাহার উপর সমাজের কোন দাবী-দাওয়া নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থায় মণিমুক্তা স্বর্ণ-হীরকাদির খনি অপেক্ষা লৌহ প্রভৃতি খনির মূল্য বেশী এবং কেহ যদি তাহাতে একায়ত্ব অধিকার স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে সে সহস্রগুণ বেশী অর্থসংগ্রহ করিতে পারে। প্রকৃতির অঙ্গে যেখানে যে ভাবেই অর্থাদি উৎপন্নের উপযোগিতা রহিয়াছে, তাহাতে কাহাকেও এরূপ একায়ত্ব অধিকার স্থাপন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে সমগ্র-সমাজের অমঙ্গল সাধিত হয়। রাজা এরূপ করিলেই যে তাহার মাথা কাটিতে হইবে, আর শ্রমজীবিসম্প্রদায় অবৈধপরিমাণে নিজেদের স্বার্থ-সাধন করিবার চেষ্টা করিলে যে তাহার সমর্থন করিতে হইবে তাহা নহে, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে—উদাহরণস্বরূপে বর্ত্তমান Fascisti movementএর উল্লেখ করা যাইতে পারে। Bolshevic movement যেমন সমাজের একশ্রেণীর লোকের স্বার্থপরতার উদ্যম, এই Fascisti movement তাহাতে বাধা প্রদান করিবার প্রতিউদ্যম। আমরা যে রাজনীতিতত্ত্ব স্থাপনা করিতে চেষ্টা করিতেছি তাহার তত্ত্ব অনুসারে Fascisti সম্প্রদায়ের এই উদ্যম নীতি সঙ্গত।

Monopoly এবং Vested interest সম্বন্ধে অত্যন্ত সাধারণভাবে বিচার করা গেল; ইহার ভিতরে যথেষ্ট জটিলতা আছে—তাহার বিচার করা গেল না, একথা স্মরণ রাখিতে হবে।

(ক্রমশঃ)

পত্রিকা-সম্পাদক।

নানা কথা।

এক নাস্তিকে আর এক আস্তিকে কথা হইতেছিল:—"God মানিব কেন? তিনি যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি?"

তিনি যে আছেন তাহার প্রমাণের আবশ্যক করে না; তিনি যে নাই, তাহারই প্রমাণ আবশ্যক। একটা ঘট দেখিয়া মনে হয় তাহার কর্ত্তা আছে—কুম্ভকার ভিন্ন ঘট হইতেই পারে না; একটা পট দেখিয়া মনে হয়, তাহার কর্ত্তা আছে, চিত্রকর ভিন্ন পট হইতে পারে না; একটা মঠ দেখিয়া মনে হয়, তাহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা আছে, তদ্ভিন্ন মঠের অস্তিত্বই সম্ভাবিত হয় না। এই ত হইল ন্যায় দর্শন কথিত ঘট-পট-মঠের ব্যাপার; আর এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড দেখিয়া কি মনে করা যাইতে পারে যে, ইহার কর্ত্তা নাই? বিশ্বপরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া কি মনে হয় যে ইহা কাহারও 'লীলা' নহে? অনন্তকৌশলপূর্ণ সৃষ্টিরহস্য দেখিয়া কি মনে হয় যে, ইহা উদ্দেশ্যহীন? অতএব তিনি যে আছেন, ইহার প্রমাণের আবশ্যক হয় না; যিনি বলেন তিনি নাই, প্রমাণ অগ্রে তাঁহাকেই উপস্থিত করিতে হইবে।

ভগবান বিশ্বসৃজন করিয়া ভগবতীকে বলিলেন, "দেখ দেখি কেমন হইল?" ভগবতী বলিলেন, "ভাল হয় নাই—তোমার এ সৃষ্টি যে অনিত্য হইল!" "ঠিক বলিয়াছ। আচ্ছা দেখ, আমি অনিত্যকে নিত্য করিলাম।" ইহা বলিয়া কালের সৃষ্টি করিলেন। অনিত্য হইয়াও কালসহকারে সৃষ্টি নিত্য। এই সৃষ্টির ক্ষুদ্রাংশ তুমি আমি, আমরাও নিত্য। নিত্য আর অনিত্য কালের বিশেষণ মাত্র।

সত্য কাহাকে বলে? "নারায়ণই সত্য।" বাস্তবিকই সত্যনারায়ণ আর সত্যের রূপ একই। প্রাচীর-বেষ্টিত মন্দির মধ্যে অন্ধকারে অবগাহিত হইয়া সত্যনারায়ণ বিরাজ করেন। এই নারায়ণকে দর্শন করিতে গেলে, অগ্রে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করিতে হয়; প্রস্তর-নির্ম্মিত দুর্গস্বরূপ সুদৃঢ় মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখা যায়, কেবলমাত্র স্তূপীকৃত অন্ধকার—উজ্জ্বল প্রদীপের

সাহায্য ভিন্নভগবদ্দর্শন হয় না। সত্যকে দর্শন করিতে গেলেও, এইরূপ ত্রিবিধ বাধা অতিক্রম করিতে হয়—উহা হইতেছে ত্রিবিধ অহঙ্কার।

(১) ব্যক্তিগত সংস্কারমূলক।

(২) জাতিগত সংস্কারমূলক।

(৩) ধর্ম্মগত সংস্কারমূলক। এই ত্রিবিধ সংস্কারের বাধা অতিক্রম করিতে না পারিলে সত্যের স্বরূপ দর্শন করা যায় না।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শন করিতে যাইলে দর্শক প্রথমেই দেখিতে পায়েন যবনিকা। এই যবনিকা উত্তোলন করাইতে না পারিলে সত্যের অভ্যন্তরস্থ অভিনয় নয়নগোচর করিবার সুযোগ হয় না। এই যবনিকাকে ঐ ত্রিবিধ সংস্কারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; ঐ সংস্কার বর্জ্জন করিতে না পারিলেও সত্যের গূঢ় অভিনয় দর্শন করা যায় না। রঙ্গমঞ্চের উদাহরণের স্থলেও কেবলমাত্র যবনিকা অপসারিত হইলেও যেমন অভিনয় দেখা যায় না, বহু উজ্জ্বল বর্ত্তিকার সহায়তা আবশ্যক হয়, রাধাকৃষ্ণরূপ সত্যের যুগলমিলন দেখিতে হইলেও, সেইরূপ ভাস্বর জ্ঞানালোকের আবশ্যক হয়। অন্যথায় অন্ধকার মাত্র দেখিয়াই 'পালা' শেষ করিতে হয়।

সুন্দর কে? Ruskin যে উত্তর দিতেছেন তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উত্তর আর হইতে পারে না—"ভগবানই সুন্দর; প্রকৃতির অঙ্গে যেখানে তাঁহার ছায়া দেখা যাইতেছে সেই সুন্দর।" সুন্দরকে দেখিয়া যদি তুমি ভগবানকে দেখিতে না পাও, তবে তুমি সুন্দরকে দেখিতে শিখ নাই। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আর ভগবৎতত্ত্ব কাছাকাছি বিষয়—প্রথমটা দ্বিতীয়টার সোপান মাত্র।

আর কুৎসিৎ কে? "যেখানে মৃত্যু তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে সেই কুৎসিৎ।"—যথা শুষ্কপত্র, মরানদী, পচা জল। কালবৈ কুৎসিৎ নয়; স্বাস্থ্যহীনতাই কুৎসিৎ।

কেহ বলিবেন, যাহাতে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় অর্থাৎ উপকার হয় তাহাই সুন্দর। Ruskin ইহার জবাব দিতেছেন:—"তাহা হইলে পত্র পুষ্প অপেক্ষা ধান চাল সুন্দর। কুমুদকহ্লার অপেক্ষা তাহার গেঁড় (Tuber)

সুন্দর; রজ্জুহার অপেক্ষা কুণ্ডলীকৃত রজ্জু সুন্দর; অর্দ্ধচন্দ্র অপেক্ষা লাঙ্গলের ফলা সুন্দর!"

আচ্ছা প্রয়োজনীয় যে, সে সুন্দর না হইল, যে সত্য সেই সুন্দর।

"সত্যংশিবং সুন্দরং॥"

ইহারও উত্তর দিতেছেন।—তাহা হইলে মরীচিকা অপেক্ষা মরুভূমির বালুকা সুন্দর। জলাশয়ের অভ্যন্তরে আকাশের যে প্রতিবিম্ব চিত্রিত হয়, তাহা অপেক্ষা তাহার তলস্থ কর্দ্দম সুন্দর। কারণ ইহারাই ত সত্য, মরীচিকা প্রভৃতি ভ্রান্তি মাত্র। রহস্য এই যে, এখানে সৌন্দর্য্য ভ্রান্তিতেই নিহিত। তবে সুন্দর কে?

Benjamin Franklin বলিয়াছেন, কুশিক্ষা অপেক্ষা মূর্খতা ভাল—যেমন বিষাক্ত খাদ্য ভক্ষণ অপেক্ষা উপবাস ভাল।

আমাদের বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা দেখিয়া ইউরোপীয় এক মহাপণ্ডিত পাদরী বলিয়াছেন—"মানুষ হইয়া পুতুলের পূজা কি করিয়া একজন মানুষ করিতে পারে?" উত্তরে তাহাকে বলা যায়—"তাঁহার স্বদেশ-প্রচলিত উদরের পূজা অপেক্ষা পুতুলের পূজা ভাল।"

খাস কলিকাতা হইতে একটি বাবু পাড়াগাঁ কি রকম দেশ তাহা দেখিতে গিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ে রাস্তাঘাটের অভাব। বাবুটির সম্মুখে কূলে কূলে পরিপূর্ণ একটি পানাপুকুর দেখা দিল। সমতলক্ষেত্র মনে করিয়াই পুকুরের উপর দিয়া সবেগে হাঁটিয়া যাইতে চেষ্টা করায় এবং সন্তরণে একান্ত অনভ্যস্ত বিধায় একেবারে পুকুরের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। একজন গ্রাম্যচাষা ইহার কিয়দ্দূরে লাঙ্গল চষিতেছিল, দেখিতে পাইয়া বহুকষ্টে বাবুটিকে ডাঙ্গায় তুলিল। তখন বাবু সুস্থ হইয়া বলিলেন—"ওরে বেটা! আমায় ছুঁড়ি কি করিলি?"

"আমি যে দীনহীন, ভগবানকে কি করিয়া ডাকিব, কি করিয়া পাইব?"

"তুমি দীনহীন? ভগবান যে তোমারই।"

শিষ্য। ভগবানকে পাইবার উপায় ?

গুরু। সাধন।

শিষ্য। সাধনা কাহাকে বলে ?

গুরু। নিজের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর; এ উত্তর আর কেহ দিতে পারে না, ইহার অধিক কোন উপদেশও কেহ দিতে পারে না।

———•———

একদা নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিমণ্ডলী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার পরক্ষণেই এক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, "আমি আপনাদের সহিত বিচার করিব।" ঋষিগণ বলিলেন, "বাপু তুমি কি জাত ?" "শূদ্র।" "বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি তোমার সহিত বিচার হইতে পারে না। তুমি শূদ্র, কি করিয়া তোমার সহিত বিচার হইতে———(তন্মুহূর্ত্তে ব্রহ্মা সৃষ্টিযন্ত্র জোরে চালাইলেন একমুহূর্ত্তের মধ্যে দশহাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।)——পারে আচ্ছা মোক্ষমূলার যখন বেদ সঙ্কলন করিলেন তখন তুমি ত শূদ্র বই নও আইস, বিচার করা যাউক্।"

শ্রী.....

কায়স্থ-পঞ্জি।

সভা-সমিতি।

বিগত ১৫ই পৌষ শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ঢাকাজেলার্গত বাজুসমাজস্থ শিমুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার গুহরায় মহাশয়দিগের শ্রীশ্রীদশভূজা দেবীর বাটীর প্রাঙ্গণে স্থানীয় কায়স্থ মহাশয়দিগের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত আনন্দলোচন গুহরায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী বিশিষ্ট সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

সভারম্ভে জমিদার মহাশয়দিগের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচিত্ত গুহরায় মহাশয় সময়োচিত একটী বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য-বিষয় বিবৃত করেন।

প্রচারক মহাশয় শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলীর সাহায্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করতঃ উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করিয়া সকলের সন্দেহ দূরীভূত করেন। অতঃপর কায়স্থ-মহোদয়গণ অচিরকাল মধ্যেই সংস্কার গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পুরোহিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার উদার মত সভাস্থলে ব্যক্ত করায় সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্যে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ধর রায়বর্ম্মা

কায়স্থোপনয়ন।

বিগত ১১ই শ্রাবণ (১৩২৯) বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত মদনদিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া মদনদিয়া, চাঁদপুর, চকভবানীপুর, শিবরামপুর, জ্ঞানদিয়া প্রভৃতি গ্রামের ৩০ জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

উপবীতীগণের নাম, ধাম ও বয়স—

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নাগ ৫৫, জ্ঞানদিয়া, রজনীকান্ত চন্দ্র ৬৫, ঐ, বিনোদবিহারী দত্ত ৩০, ঐ, রামলাল সরকার ৪০, ঐ, উপেন্দ্রনাথ সরকার ৩৫, ঐ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহরায় ৩৬, মদনদিয়া, যদবচন্দ্র গুহ ৪৫, ঐ, মধুবিহারী ভৌমিক ৪০, ঐ, নগেন্দ্রনাথ দাস ১৭, ঐ, হরেন্দ্রকুমার ভৌমিক ৩৪, চকভবানীপুর, তারিণীচরণ দাস ৫২, ঐ, নৃত্যগোপাল ঘোষ ৩০, ঐ, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাস ৪০, চাঁদপুর, বসন্তকুমার ভৌমিক ৪২, ঐ, হারাণচন্দ্র বিশ্বাস ৫২, ঐ, মহিমচন্দ্র বর্দ্ধন ৬১, ঐ, সন্তোষকুমার বর্দ্ধন ২২, ঐ, রাসবিহারী দাস ৪৫, ঐ, অবিনাশচন্দ্র দাস ৪০, ঐ, বিনোদবিহারী ভৌমিক ১৪, ঐ, শ্রীযুক্ত বনমালী সরকার ৬০, শিবরামপুর, উমাচরণ পাল ৫০, ঐ, রসিকলাল ভৌমিক ৪৫, ঐ, বনমালী চন্দ্র ৩৮, ঐ, ভুবনমোহন কর, ৩৫, ঐ, মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক ১৮, ঐ, সতীশচন্দ্র বসু ১৯, ঐ, মেঘলাল ঘোষ ১৮, ঐ, রমণীমোহন ঘোষ ১৮, ঐ, কামাখ্যাচরণ হাজরা ১৮, ঐ, যতীশচন্দ্র হাজরা ১৫, ঐ, মহেন্দ্রনাথ দাস ৫৫, ঐ, নগেন্দ্রনাথ দাস ২২, ঐ, সতীশচন্দ্র দেব ১৬, ঐ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কর ৬০, ঐ।

শ্রীবিজয়শঙ্কর দত্তবর্ম্মা

শিষ্য। ভগবানকে পাইবার উপায় ?

গুরু। সাধন।

শিষ্য। সাধনা কাহাকে বলে ?

গুরু। নিজের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর ; এ উত্তর আর কেহ দিতে পারে না, ইহার অধিক কোন উপদেশও কেহ দিতে পারে না।

—•—

একদা নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিমণ্ডলী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পূর্ণাহ দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার পরক্ষণেই এক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল এ বলিল, "আমি আপনাদের সহিত বিচার করিব।" ঋষিগণ বলিলেন, "বাপু তুমি কি জাত ?" "শূদ্র।" "বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতে তোমার সহিত বিচার হইতে পারে না। তুমি শূদ্র, কি করিয়া তোমা সহিত বিচার হইতে——(তন্মুহূর্ত্তে ব্রহ্মা সৃষ্টিযন্ত্র জোরে চালাইলে একমুহূর্ত্তের মধ্যে দশহাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।)——পারে আচ্ছা মোক্ষমূলার যখন বেদ সঙ্কলন করিলেন তখন তুমি ত শূদ্র বই না আইস, বিচার করা যাউক।"

শ্রী..........

কায়স্থ-পঞ্জি।

সভা-সমিতি।

বিগত ১৫ই পৌষ শনিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় ঢাকাজেলান্তর্গ বাজুসমাজস্থ শিমুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার গুহরায় মহাশয়দিগের শ্রীশ্রীদশভুজা দেবীর বাটীর প্রাঙ্গণে স্থানীয় কায়স্থ মহাশয়দিগের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত আনন্দ লোচন গুহরায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী বিশিষ্ট সভার অধিবেশন হ সভাস্থলে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

সভারম্ভে জমিদার মহাশয়দিগের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচিত্ত গুহরায় মহা সময়োচিত একটী বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য-বিষয় বিবৃত করেন।

প্রচারক মহাশয় শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলীর সাহায্যে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করতঃ উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করিয়া সকলের সন্দেহ দূরীভূত করেন। অতঃপর কায়স্থ-মহোদয়গণ অচিরকাল মধ্যেই সংস্কার গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পুরোহিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার উদার মত সভাস্থলে ব্যক্ত করায় সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্যে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ধর রায়বর্ম্মা

কায়স্থোপনয়ন।

বিগত ১১ই শ্রাবণ (১৩২৯) বৃহস্পতিবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত মদনদিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহরায় মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া মদনদিয়া, চাঁদপুর, চকভবানীপুর, শিবরামপুর, জ্ঞানদিয়া প্রভৃতি গ্রামের ৩০ জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

উপবীতীগণের নাম, ধাম ও বয়স—

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত নাগ ৫৫, জ্ঞানদিয়া, রজনীকান্ত চন্দ্র ৬৫, ঐ, বিনোদবিহারী দত্ত ৩০, ঐ, রামলাল সরকার ৪০, ঐ, উপেন্দ্রনাথ সরকার ৩৫, ঐ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুহরায় ৩৬, মদনদিয়া, যদবচন্দ্র গুহ ৪৫, ঐ, কৃষ্ণবিহারী ভৌমিক ৪০, ঐ, নগেন্দ্রনাথ দাস ১৭, ঐ, হরেন্দ্রকুমার ভৌমিক ৩৪, চকভবানীপুর, তারিণীচরণ দাস ৫২, ঐ, নৃত্যগোপাল ঘোষ ৩০, ঐ, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাস ৪০, চাঁদপুর, বসন্তকুমার ভৌমিক ৪২, ঐ, হারাণচন্দ্র বিশ্বাস ৫২, ঐ, মহিমচন্দ্র বর্দ্ধন ৬১, ঐ, সন্তোষকুমার বর্দ্ধন ২২, ঐ, রাসবিহারী দাস ৪৫, ঐ, অবিনাশচন্দ্র দাস ৪০, ঐ, বিনোদবিহারী ভৌমিক ১৪, ঐ, শ্রীযুক্ত বনমালী সরকার ৬০, শিবরামপুর, উমাচরণ পাল ৫০, ঐ, রসিকলাল ভৌমিক ৪৫, ঐ, বনমালী চন্দ্র ৩৮, ঐ, ভুবনমোহন কর, ৩৫, ঐ, মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক ১৮, ঐ, সতীশচন্দ্র বসু ১৯, ঐ, মেবলাল ঘোষ ১৮, ঐ, রমণীমোহন ঘোষ ১৮, ঐ, কামাখ্যাচরণ হাজরা ১৮, ঐ, যতীশচন্দ্র হাজরা ১৫, ঐ, মহেন্দ্রনাথ দাস ৫৫, ঐ, নগেন্দ্রনাথ দাস ২২, ঐ, সতীশচন্দ্র দেব ১৬, ঐ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কর ৬০, ঐ।

শ্রীবিজয়শঙ্কর দত্তবর্ম্মা

বিগত ২৯শে ফাল্গুন (১৩২৮) যশোহর জেলান্তর্গত আটকবায়না গ্রামের সরকার মহাশয়দিগের বাটীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে একটী কেন্দ্র হয়। উক্ত কেন্দ্রে আমগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যথাক্রমে তন্ত্রধারক ও আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ৩০ জন কায়স্থ-সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করেন।

উপবীতীগণের নাম, ধাম ও বয়স—

আটকবায়না :—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সরকার ৬০, রমেশচন্দ্র সরকার ২৫, হরিপদ সরকার ১৩, রাসবিহারী সরকার ৬৫, নরেন্দ্রনাথ সরকার ২২, রাইচরণ দত্ত ২৭, গোষ্ঠবিহারী ঘোষ ৫০, ক্ষীরোদবিহারী ঘোষ ২৬, বিনোদবিহারী ঘোষ ২০, কুঞ্জবিহারী ঘোষ ১৮, পুলিনবিহারী ঘোষ ১৩, দিগম্বর হোড় ৭০, প্রমথনাথ হোড় ১২, বেণীমাধব হোড় ৭৫, সুরেন্দ্রনাথ হোড় ৩০, যাদবচন্দ্র হোড় ৪০, হেমন্তকুমার হোড় ২৫, ত্রৈলোক্যনাথ শিকদার ৪০, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৮, পার্ব্বতীচরণ ঘোষ ৫৫, ফুশীলাল ঘোষ ১৪, ক্ষুদিরাম ঘোষ ২৫, কেনারাম বসু ১৮

দীঘলবায়না :—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ ৪৬, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৬, বিজয়গোপাল ঘোষ ২৮, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৫, গুরুদাস ঘোষ ১৮

লাহুড়িয়া :—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকার ১৬, মতিলাল দাস ২৮

শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষবর্ম্মা

সংবাদ আসিয়াছে :—

রাজসাহী কায়স্থ-সমিতির উদ্যোগে বিগত ৮ই মাঘ তত্রত্য ৺হরকুমার সরকার মহাশয়ের বাটীতে উপনয়নকেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ফরিদপুর জেলার বাগমারামর্জ্জৎকোলগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মিত্র মহাশয় এবং রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মজুমদার ও হেমকান্ত সরকার মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রচারক মহাশয় জানাইয়াছেন :—

বিগত ১০ই মাঘ গৌরীপুর (আসাম) রাজধানীতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে দলগোমা সত্রের অধিকারী

ভূকান্ত ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ভূদেবচন্দ্র অধিকারীর যথারীতি চূড়াকরণ ও উপনয়ন সংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা আশা করি, রাজাবাহাদুর অচিরকাল মধ্যে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করাইয়া স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিবেন।

বিগত ১৪ই মাঘ রাজবাড়ীর (ফরিদপুর) অন্তর্গত পারচরবেণীনগর গ্রামে ৺চণ্ডীচরণ দাস মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তন্ত্র-ধারকতায় চরনারায়ণপুর নিবাসী নিম্নলিখিত ৬ জন কায়স্থ-সন্তানের যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে। "লক্ষ্মীকোল রাজবাড়ী মার্য্য-কায়স্থ-সভার" সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহ রায় বর্ম্মা এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামশঙ্কর মজুমদার দেব বর্ম্মা মহাশয় কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সকলের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

উপবীতীগণের নাম :—

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল রায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বহরমপুরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন রাহা মহাশয় নিজ বাসাবাটীতে তদীয় পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্ররঞ্জন, নিখিলেশরঞ্জন, নীহাররঞ্জন রাহা সহ বিগত ১৮ই মাঘ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। বহরমপুরের জমীদার সেন বাবুদিগের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এবং নিমতিতার স্বজাতিহিতপরায়ণ জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুরোহিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে আচার্য্য এবং তন্ত্রধারকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। স্থানীয় গণ্যমান্য বহু কায়স্থ উপনয়ন-সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীবনবিহারী সেন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় সেন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেশচরণ সেন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ব্রজেশচরণ সেন বর্ম্মা জমিদার মহাশয়গণ এবং বহরমপুর কায়স্থ-সভার সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মা সরকার, শ্রীযুক্ত নারায়ণ গুহ বর্ম্মা সরকার, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, শ্রীযুক্ত উমাচরণ

বসু বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রায় বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হেমকুমার মল্লিক (ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমদনগোপাল গুহবর্ম্মা সরকার।

শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দেব বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বিগত ৯ই ফাল্গুন রাজসাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর সবডিভিসনের অধীন রায় আমহাটী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বনয়ারীলাল নন্দী মহাশয়ের পুত্র

১। শ্রীমান্ বীরেন্দ্রলাল নন্দী—২১ বৎসর বারেন্দ্র

২। শ্রীমান্ মুণীন্দ্রলাল নন্দী—১১ " "

চূড়োপনয়ন যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৬ই ফাল্গুন উক্ত গ্রাম নিবাসী স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক দেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মো (১৮ বৎসর—বারেন্দ্র) উপনীত হইয়াছে—আচার্য্য মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সরকার বর্ম্মা মহাশয় জলপাইগুড়ি হইতে জানাইতেছেন :—

গত ১৬ই চৈত্র, শুক্রবার ও ১৯শে চৈত্র, সোমবার জলপাইগুড়ি "গোপাল ভবনে" নিম্নোক্ত স্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণ যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করণান্তর যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :—

	নাম	নিবাস
১।	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি-এল,	বরঙ্গাইল, ঢাকা।
২।	" যুথিমোহন ঘোষ বর্ম্মা	ঐ
৩।	" তেজেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	ঐ
৪।	" ভক্তকুমার ঘোষ বর্ম্মা	ঐ
৫।	" রজনীনাথ বসু বর্ম্মা	দিয়াবাড়ী, ঢাকা।
৬।	" সুরেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা	ঐ
৭।	" মনোরঞ্জন বসু বর্ম্মা	ঐ
৮।	" অজিতকুমার বসু বর্ম্মা	ঐ
৯।	" পবিত্রকুমার বসু বর্ম্মা	ঐ
১০।	" যামিনীকুমার বসু বর্ম্মা	ইদিলপুর।

১১।	" হেমন্তকুমার বসু বর্ম্মা	ঐ
১২।	" অমূল্যচন্দ্র বসু বর্ম্মা	ঐ
১৩।	" তারাপ্রসাদ বিশ্বাস বর্ম্মা বি-এল, উকিল	নবগ্রাম, ঢাকা।
১৪।	" দেবেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস বর্ম্মা	ঐ
১৫।	" রবীন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস বর্ম্মা	ঐ
১৬।	" সন্তোষকুমার গুহমোস্তফী বর্ম্মা	রায়েশবর, ঢাকা।
১৭।	" তারিণীচরণ গুহনিয়োগী বর্ম্মা	ভাদিয়াখোলা, ঢাকা।
১৮।	" সুরেশচন্দ্র গুহনিয়োগী বর্ম্মা	ঐ
১৯।	" নরেশচন্দ্র গুহনিয়োগী বর্ম্মা	ঐ
২০।	" শ্রীনাথ হোড় বর্ম্মা বি-এল, উকিল,	বরঙ্গাইল, ঢাকা।
২১।	" শরচ্চন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা	বানিয়ারা, ঢাকা।
২২।	" অক্ষয়কুমার দাসবর্ম্মা, মোক্তার,	ধুলণ্ডী, ঢাকা।
২৩।	" অবিনাশচন্দ্র দাস বর্ম্মা	নালি, ঢাকা।
২৪।	" যতীন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা	
২৫।	" পার্ব্বতীচরণ দেব সরকার বর্ম্মা	ধুলণ্ডী, ঢাকা।
২৬।	" অন্নদাপ্রসাদ বিশ্বাস বর্ম্মা	
২৭।	" প্রিয়নাথ চৌধুরী বর্ম্মা	

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্ম বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্ম অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ঘোষবর্ম্ম গুণাকর মহাশয়দিগের অধ্যক্ষতায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়দ্বয়ের আচার্য্যত্বে এবং শ্রীযুক্ত বামাচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের পৌরোহিত্যে উপনয়নকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শুভকার্য্যে স্থানীয় উপনীত কায়স্থ-বর্গ এবং নবোপনীত ব্রহ্মচারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজনে এবং গৃহপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহোদয়ের সৌজন্যে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, সত্বর জলপাইগুড়িতে আরও অনেক কায়স্থ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবেন।

সংবাদ।

বিগত ১২ই ফাল্গুন তাড়াস অধিপতি রাজর্ষি ৺বনমালী রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাভূষণ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী

সাগরিকা (রাজোবালা) দেবীর শুভ পরিণয় ঘুঘুডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান বিমলানন্দ রায়ের সহিত কলিকাতা ৪১নং থিয়েটার রোডস্থিত ভবনে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিনাপণে বিবাহ।

৪০, রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন :—

চন্দননগর (বর্ত্তমানে কানপুর) নিবাসী বাবু সিদ্ধেশ্বর বসু একজন বিশিষ্ট কায়স্থবংশ-সম্ভূত ভদ্রলোক। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী (২২শে মাঘ) তারিখে তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ বসুর, কলিকাতা রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীটস্থ বাবু সতীশচন্দ্র দত্তের তৃতীয় কন্যার সহিত শুভ-বিবাহ হইয়াছে। পাত্রটী উচ্চবেতনে গভর্মেণ্ট অফিসে চাকুরী করেন এবং রূপবান্ ও গুণবান্। তিনি পণপ্রথার বিরোধী, সেজন্য কন্যাদায়গ্রস্থ কোন মধ্যবিৎ বা নিস্বঃ ভদ্রলোকের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সিদ্ধেশ্বরবাবুও ত্যাগের জন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এই বিবাহে শাঁখা শাটি ব্যতীত কন্যার পিতাকে এক কপর্দ্দকও দিতে হয় নাই। বরের পিতারা কি এই দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কন্যাদায়গ্রস্থ পিতৃগণকে অযথা পীড়ন করিতে লজ্জিত হইবেন না? এ বিষয়ে বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ।

বিগত ২৪শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার রাজবাড়ীর সবরেজিষ্টর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুমতিবালা দেবীর শুভ-পরিণয় ঢাকা জেলান্তর্গত, তেঘড়িয়া নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমার বসুবর্ম্মার সহিত যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে পাঁচুড়িয়ানিবাসী শ্রীষষ্ঠীকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌরহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৪শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার মাদারীপুর সিরখাঁড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা এবং ঢাকা বজ্রযোগিনী নিবাসী ৺জ্ঞানচন্দ্র গুহ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুরমাবালা দেবীর শুভ-পরিণয় পাবনা জেলান্তর্গত সাগরকান্দী নিবাসী ৺জানকীনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বর্ম্মা ও শ্রীমান্ গজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বর্ম্মার সহিত ফরিদপুর সহরে

যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বরকর্ত্তা শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত বর্ম্মা মহাশয় তদীয় অনুজদ্বয়ের বিবাহে কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীশরদিন্দুকুমার দত্ত

বিগত ২৮শে ফাল্গুন, সোমবার ফরিদপুরজেলান্তর্গত লক্ষ্মীকোলের স্বর্গীয় রাজা সূর্য্যকুমার গুহরায় বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহরায় বর্ম্মার সহিত বহরমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচরণ সেনবর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী শচীদেবীর শুভ-পরিণয় উক্ত জমিদার মহাশয়ের বহরমপুরস্থ ভবনে মহাসমারোহে ক্ষত্রিয়াচারে বিনাপণে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ-বাসরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শশধর স্মৃতিভূষণ, কাশীমবাজারের মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সপুত্র এবং বহরমপুর ও অন্যান্য নানাস্থানের গণ্যমান্য বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীপ্রমথভূষণ দেববর্ম্মা অধিকারী

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।

জনৈক সভ্য জানাইয়াছেন :—

বিগত ১৯শে ফাল্গুন, ১৩২৮ যশোহর জেলান্তর্গত পরমেশ্বরপুর নিবাসী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য শ্রীযুত অমরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। ২৭শে ফাল্গুন, ১৩২৮ তদীয় তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমান্ চিরঞ্জীবকুমার বসু বর্ম্মা কর্ত্তৃক ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে তাঁহার শ্রাদ্ধ নহাটা নিবাসী শ্রীযুত ভবাণীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জেলা দিনাজপুরের অন্তর্গত বলতৈড় শাখা কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন :—গত ১৩ই পৌষ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীনাথ দাস বর্ম্মার মৃত্যু হওয়ায় তাহার শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রচারক মাখনবাবু লিখিয়াছেন :—বিগত ২৬শে ফাল্গুন লক্ষ্মীকোলের বড় রাণী স্বর্গীয়া ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর আদ্যকৃত্য-শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ এবং বঙ্গেশ্বরদী নিবাসী (ফরিদপুর) শ্রীযুক্ত শশধর স্মৃতিভূষণ এবং রাজগুরু মিতরার ভট্টাচার্য্য অর্দ্ধকালীর বংশধর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যপ্রমুখ ৭জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহ রায় বর্ম্মা তদীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন, স্বজাতি সেবা ও কাঙ্গালী-বিদায়ের বিশেষ সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল।

প্রচার কার্য্য।

স্থানীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ধর মহাশয় লিখিয়াছেন :—

১৭ই পৌষ সোমবার, ঢাকা, মাণিকগঞ্জস্থ জাবরা গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের আলয়ে বৈদ্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে কায়স্থ-সভার এক মহাধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহু কায়স্থের সমাগম হইয়াছিল। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয় নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করেন, উপস্থিত ব্যক্তিগণ সংস্কার-গ্রহণ-জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং শেষে স্থির হইল, আগামী ৬ই ফাল্গুন রবিবার অত্র জাবরা গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের ভবনে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় কায়স্থবর্গ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিবেন।

টাকি কায়স্থ-সভা।

১৫ই মাঘ (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) বৈকাল ৫ ঘটিকা।

স্থান—শ্রীযুক্ত বিজয়কালী রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ :—

স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ :—শ্রীযুক্ত শান্তচন্দ্র দেব শর্ম্মা বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত ইন্দীবর শর্ম্ম কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত শচীনাথ দেবশর্ম্মা প্রভৃতি।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে :—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ম্মা সাহিত্য-সাগর ও শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বসু বর্ম্মা।

শ্রীপুর হইতে :—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত সুস্থিরকুমার গুহ সরকার ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুহ সরকার প্রভৃতি।

মোদপুর হইতে :—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ওদেদার, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায়।

ঢাকি হইতে :—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়কালী রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরালাল গুহ সরকার, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

জামালপুরের শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন বসু (পোষ্টমাষ্টার), শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত স্মরজিত দত্ত, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

১। সভাপতি নির্ব্বাচন—

শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ গুহ সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতি পদ গ্রহণ করেন।

২। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শান্তচন্দ্র দেব শর্ম্ম বিদ্যারত্ন মহাশয় সভার মঙ্গলাচরণ করেন।

৩। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় 'কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৪। শ্রীযুক্ত ইন্দীবর শর্ম্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—"কায়স্থ শূদ্র নহে; ব্রাত্য ক্ষত্রিয়; এতকাল পরে কিরূপে উপনয়ন হয়?"

৫। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় 'কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৬। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব সাহিত্যসাগর মহাশয় 'কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এবং পুনঃ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৭। রায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন—"নিষ্ঠাবান হইতে হইবে; নতুবা উপনয়ন গ্রহণ করা না করা তুল্য।" শ্রীযুক্ত স্মরজিত দত্ত কয়েকটী প্রশ্ন করেন।

৮। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিরুদ্ধ-মতের প্রশ্নগুলির মীমাংসা করেন।

৯। অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করেন—"এই সভায় সমবেত কায়স্থগণের অবিলম্বে যজ্ঞোপবীত ও ক্ষত্রিয়োচিত সদাচার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" সভাপতি মহাশয় ও সভাস্থ সকলে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন—"কাহারও এ বিষয়ে অমত নাই।"

১০। অতঃপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সভাপতি

(স্বাক্ষর) শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়চৌধুরী (গুহ)

রাজসাহী কায়স্থ-সমিতি হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বিগত ১৬ই ফাল্গুন, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রধান প্রচারক ও কলিকাতায় কায়স্থ-তত্ত্ব-প্রচার-সমিতির সম্পাদক অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র বর্ম্মা ঘোষ মহাশয় রাজসাহী কায়স্থ-সমিতির আহ্বানে আসিয়া অত্রস্থ কায়স্থ-সমিতির উদ্যোগে আহূত নিম্নলিখিত সভায় কায়স্থ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৭ই ফাল্গুন স্থানীয় ৺হরকুমার সরকার মহাশয়ের বাসায় কায়স্থ-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এই সভায় প্রায় সমস্ত কায়স্থই যোগদান করেন। বক্তা মহাশয় "বর্ণাশ্রমে কায়স্থের স্থান" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১৮ই ফাল্গুন ঐ স্থানে আর এক সভায় সরলবাবু "কায়স্থের উপনয়নের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাস্থ সকলেই ইহাতে উপনয়নের আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন। আগামী ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র উপনয়ন গ্রহণের জন্য দিন স্থির হয়। ঐ দিন স্থানীয় অনেকেই উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবেন।

মহিলা সভা।

১৯শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাসায়, ২০শে শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের বাসায় ও ২১শে ৺হরকুমার সরকার মহাশয়ের বাসায় মহিলা সভার অধিবেশন হয়। "বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনে কায়স্থ-মহিলাগণের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে সরলবাবু যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে সমবেত মহিলাবৃন্দের বহুদিনের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়াছে এবং তাঁহারা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গালার কায়স্থ-জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত এবং উপনয়ন-গ্রহণে কায়স্থগণের জন্মগত অধিকার আছে।

রাজসাহী ধর্ম্মসভা।

এই সভার ৫৪শৎ বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করিবার জন্য সরলবাবুকে নিমন্ত্রণ করা হয়। রাজসাহীর পণ্ডিত প্রধানগণ ও বারাণসীস্থ ভারত-ধর্ম্ম-

মহামণ্ডলের প্রচারক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন ও ধর্ম্ম-সভায় ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতার বিষয়—"বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কি? ঐ ধর্ম্ম বর্ত্তমানে রক্ষিত হইতেছে কি না? ঐ ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া অব্যবহার্য্য জাতির সহিত কোনরূপ সংসর্গ করা যাইতে পারে কি না?"

যশোহরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী ও ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের শ্রীযুক্ত তারানাথ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃদ্বয় "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে অনেক অবান্তর বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কিন্তু প্রশ্নের ২য় ও ৩য় অংশ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। তবে প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, অব্যবহার্য্য জাতি বলিয়া কোন জাতি তাঁহারা দেখিতে পান না। অগ্নিহোত্রী মহাশয় উক্ত বিষয় সম্বন্ধে দুই দিন বক্তৃতা করেন। তিনি, বাঙ্গালাদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য কাহারা তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য পাণ্ডত মহোদয়গণকে আহ্বান করেন; বাঙ্গলা দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠ না থাকায় এ স্থানে ম্লেচ্ছভূমি তুল্য হইতে বসিয়াছে এবং ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উচ্চ জাতীয়গণ যে নিম্ন জাতি-নির্য্যাতন ও নারী-নির্য্যাতন করিয়া হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম কলুষিত করিতেছেন এবং তাঁহাদের এই মহাপাপে যে অন্য জাতির পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহা জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেন। পণ্ডিতমহাশয়গণ বক্তার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া ৩।৪ দিন ধরিয়া অনেক অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া সময় ক্ষেপ করায় সভার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় নাই।

জনসাধারণ সভা।

২৩শে ফাল্গুন হিন্দু জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে পদ্মাতীরে সুবিস্তীর্ণ পাঁচআনির মাঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় অন্যূন সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। "বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা" সম্বন্ধে বক্তা শাস্ত্র-যুক্তি সমন্বিত ও হাস্য-রস-উচ্ছসিত বক্তৃতা করিয়া এই বিপুল জন-সংঘের আনন্দ বিধান করেন।

২৪শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বাসায়, কায়স্থ-সমিতির আর এক অধিবেশন হয়। উপস্থিত অনেক কায়স্থই বক্তার জাতীয়-উন্নতিমূলক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

কায়স্থ-বিবাহে নূতন ধরণের প্রীতি-উপহার।

এইরূপ বংশতালিকা প্রকাশিত করিয়া প্রত্যেক বিবাহ-সভায় বিতরণ করিলে আমাদের সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহের বিশেষ উপকার সাধন হয়। আশা করি বাজে কবিতার ছড়া কাটাকাটি না করিয়া বিবাহ-সভায় এইরূপ প্রীতি-উপহার বিতরণ করিয়া বংশ-ইতিহাস ও সমাজ-ইতিহাস রক্ষা করিবার চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবে। বঃ কাঃ সঃ সম্পাদক

সোনারপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ পুলিনবিহারী গুহ সরকারের (এম্-এস্-সি) সহিত— দশঘরা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল বসুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নিরুপমার শুভ-পরিণয় উপলক্ষে বিতরিত।

হুগলি—জেলাস্থ

দশঘরার বসু-বংশ-তালিকা

(১) দশরথ বসু (ক)	(৭) সোম	(১৩) শ্রীবর
(২) কৃষ্ণ	(৮) বনমালি	(১৪) দেবরাজ
৩) ভবনাথ	(৯) প্রভাকর	(১৫) পরমানন্দ
(৪) হংস	(১০) অনন্ত	(১৬) জনার্দ্দন
(৫) শুক্তি (খ)	(১১) উৎসবকর	(১৭) গোপীকান্ত
(৬) রাম	(১২) বিশ্বেশ্বর	(১৮) রাজীবলোচন (প্রকৃত মুখ্য)

(ক) অনুমান ৩৪৮ বঙ্গাব্দে রাজা আদিশূরের সময়ে যে পাঁচজন কায়স্থ বঙ্গে আইসেন তাঁহাদের মধ্যে দশরথ বসু একজন। কায়স্থ-কারিকা গ্রন্থে লিখিত আছে, এই দশরথ বসু পুরুবংশীয় চেদীশ্বর বসুর জনৈক অধস্তন বংশধর।

(খ) রাজা বল্লাল সেন দশরথ বসুর বংশে শুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার ভিন্ন আরও ৫ জন তদ্বংশজকে প্রাপ্ত হন। এই ৮ জন বসু সন্তানের মধ্যে শুক্তি ও মুক্তিকে দক্ষিণ রাঢ়ার কায়স্থ-সমাজে প্রকৃত মুখ্য কুলীন আখ্যা দিয়া বাগাণ্ডার মাহিনগর সমাজপতি করেন এবং বাকী ৬ জনকে বংশজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

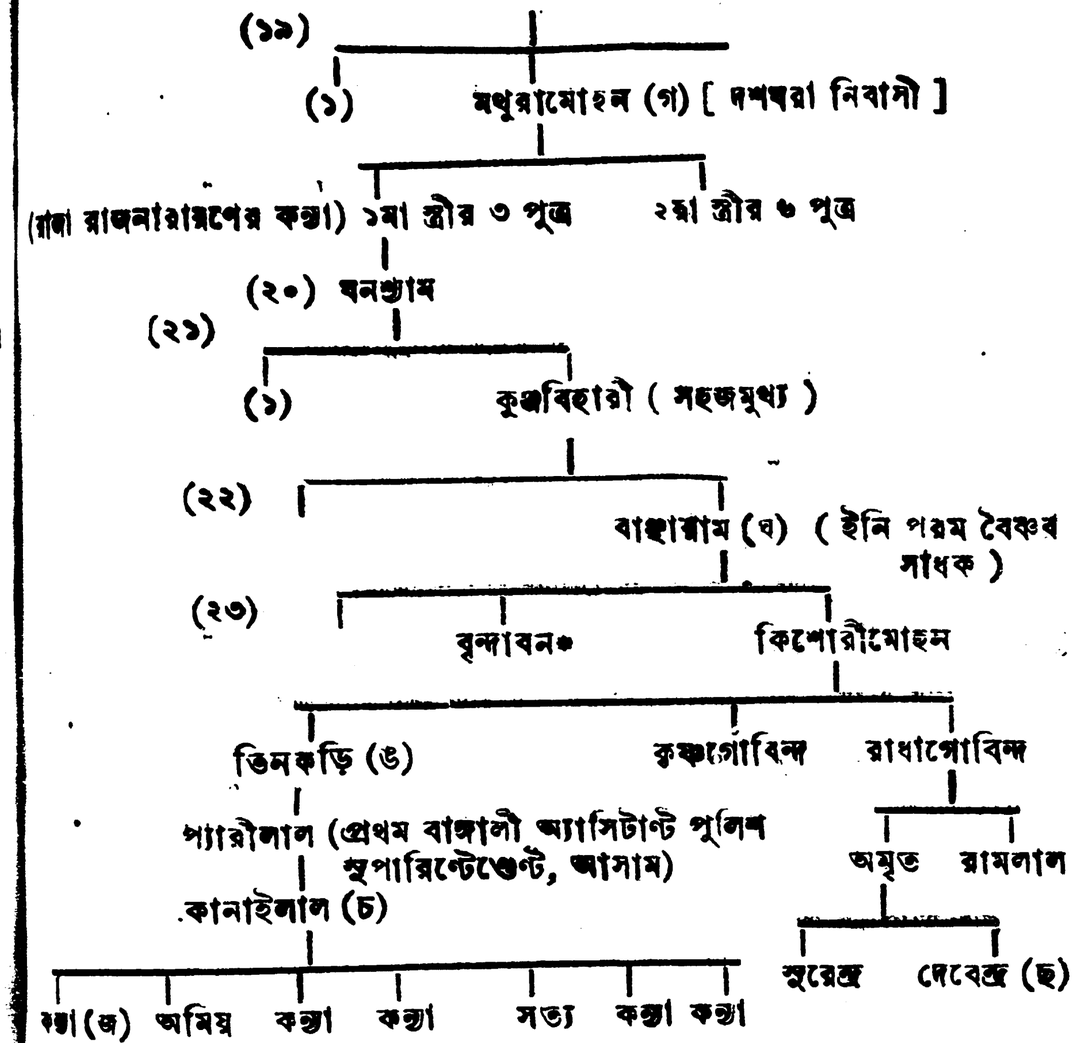

(১৯)
(১) মথুরামোহন (গ) [দশঘরা নিবাসী]
(রাজা রাজনারায়ণের কন্যা) ১মা স্ত্রীর ৩ পুত্র — ২য়া স্ত্রীর ৬ পুত্র
(২০) ঘনশ্যাম
(২১)
(১) কুঞ্জবিহারী (সহজমুখ্য)
(২২)
বাঞ্ছারাম (ঘ) (ইনি পরম বৈষ্ণব সাধক)
(২৩)
বৃন্দাবন* — কিশোরীমোহন
তিনকড়ি (ঙ) — কৃষ্ণগোবিন্দ — রাধাগোবিন্দ
প্যারীলাল (প্রথম বাঙ্গালী অ্যাসিটাণ্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আসাম)
অমৃত — রামলাল
কানাইলাল (চ)
সুরেন্দ্র — দেবেন্দ্র (ছ)
কন্যা (জ) — অমিয় — কন্যা — কন্যা — সত্য — কন্যা — কন্যা

(গ) মুথুরামোহন প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণপুর বা দশঘরার ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাল বংশীয় রাজা রামনারায়ণের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপুরের একাংশ জ্যোৎ 'গোপাল' নামক তালুক প্রাপ্ত হন এবং দশঘরায় বাস করেন। পরে উপযুক্ত কুল-কার্য্য করিয়া সহজ মুখ্যত্ব পদ পান।

(ঘ) বাঞ্ছারাম মহা সাধক ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি শেষ বয়সে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার ইষ্ট-দেবতা শ্রীশ্রী৺গোপাল জীউর মন্দির ও আখ্ড়া স্থাপন করেন।

(ঙ) ইনি জয়ন্তিয়া রাজের দেওয়ান ছিলেন। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কথিত আছে জয়ন্তিয়ার একজন সাধু গণনা করিয়া ইহাঁর মৃত্যুর দিন বলিয়া দেন। তাহা শুনিয়া ইনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় নির্দ্ধারিত দিনে হরিনাম করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

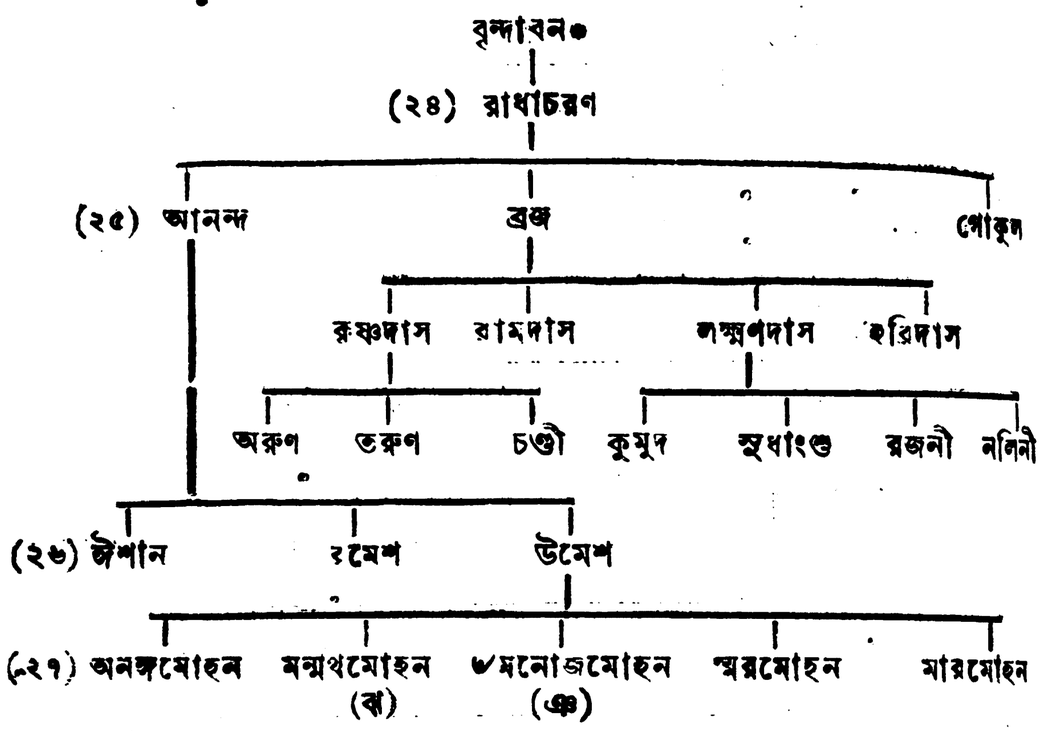

শনিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩২৯। সঙ্কলয়িতা—

শ্রীঅনঙ্গমোহন বসু।

কায়স্থোপনয়ন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় জানাইতেছেন :—

খুলনা, টাউন শ্রীপুর বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। টাউন শ্রীপুরে অদ্যাপি বঙ্গের কায়স্থ মুকুটমণি মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায়ের জ্ঞাতি বংশীয়গণ অধিষ্ঠিত আছেন। বিগত ১৩ই চৈত্র মঙ্গলবার (১৩২৯) স্বজাতি-বৎসল শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্রনাথ গুহ সরকার মহাশয় ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত তাঁহাদের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দণ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গনে বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ব্রহ্ম-গায়ত্রী সহ উপনীত হইয়াছেন। শ্রীপুরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পক্ষে কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচারক

(চ) ইনি রেঙ্গুনের গ্রেহাম কোং ক্যাশিয়ার। (ছ) উকিল। (জ) জামাতা—বাগবাজার-নিবাসী ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের পুত্র শ্রীহরিপদ দত্তের ৪র্থ পুত্র শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত। (ঝ) অধ্যাপক। (ঞ) উকীল (সম্প্রতি পরলোকগত)।

শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়দ্বয় গত মাঘ মাসে কায়স্থ-জাতির বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে আসিয়া জিতেন্দ্রবাবুর বাটীতে একটী কায়স্থ-সভা করিয়া কায়স্থের দ্বিজত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন, সেই সময় হইতেই শ্রীপুরের কায়স্থমহোদয়-গণ উপনয়ন গ্রহণে স্থিরসংকল্প ছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, শ্রীপুর নিবাসী, "কায়স্থ-জাতি-তত্ত্ব" পুস্তিকা প্রণেতা কাব্যপরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত নীলাতি গুহ রায়চৌধুরী মহাশয় সদলে জিতেন্দ্রবাবুদের উপনয়ন যাহাতে না হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনের কৃপায় তাঁহারা শতসহস্র বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া দ্বিজোচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপনয়ন যজ্ঞে গুরুগ্রাম নিবাসী পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্য, কায়স্থ-সভার উপনয়ন কেন্দ্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় হোতা, এবং কলিকাতার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্র্যম্বকেশ্বর শাস্ত্রী সদস্য পদে ব্রতী হইয়া কার্য্য যথাশাস্ত্র নির্ব্বাহ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

নাম	শ্রেণী	বয়স	ধাম
১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা	বঙ্গজ	৫৪	শ্রীপুর
২। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা	„	৫২	„
৩। „ দেবেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা	„	৪২	„
৪। „ রবীন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা	„	৪০	„
৫। „ অশ্বিনীকুমার গুহ বর্ম্মা	„	৫২	„
৬। „ সুধাংশুভূষণ গুহ বর্ম্মা	„	৫২	ঘল্‌বলিয়া
৭। „ সুধীরচন্দ্র গুহ বর্ম্মা	„	৪৫	শ্রীপুর
৮। „ সুস্থিরচন্দ্র গুহ বর্ম্মা	„	২৯	„
৯। „ অনিলচন্দ্র গুহ বর্ম্মা	„	২০	„
১০। „ নিখিলচন্দ্র গুহ বর্ম্মা	„	১৭	„
১১। „ সুশীলচন্দ্র গুহ বর্ম্মা	„	১৮	„

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবুদের বাড়ীতে উপনয়ন কার্য্যে যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের কতিপয় নামধাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্রাহ্মণ—

১।	শ্রীসুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য্য	শুরুগ্রাম
২।	শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
৩।	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীপুর
৪।	শ্রীমতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
৫।	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	ঘলঘলিয়া ইত্যাদি

কায়স্থ—

১।	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর	শ্রীপুর
২।	শ্রীশচন্দ্র ঐ	"
৩।	শ্রীললিতচন্দ্র ঐ	"
৪।	শ্রীবাণীকান্ত গুহ সরকার	"
৫।	শ্রীবিজয়মোহন গুহ সরকার	" প্রভৃতি মহোদয়গণ

টাউন শ্রীপুরের বর্ত্তমান কায়স্থ-সভার সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ গুহ সরকার মহাশয় উক্ত তারিখ উপনয়ন গ্রহণে স্থিরসংকল্প সত্ত্বেও (১৩ই) কোন অনিবার্য্য কারণে শ্রীপুরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উপনয়ন-যজ্ঞের পর দিবস সায়ংকালে তিনি কলিকাতা হইতে শ্রীপুরে আসিয়াই শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং প্রত্যেক উপনীত জ্ঞাতিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জানাইলেন এবং একত্র উপনয়ন লইতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এবং আগামী কোন শুভদিনে তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের সহিত জন্মগত বর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণ করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন।

জলপাইগুড়ি উপনয়ন-সংবাদ।

জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত অনন্তপ্রসাদ বিশ্বাস ও গোপীনাথপুর, ঝিটকা পোঃ ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দেব সরকার মহাশয়দ্বয় যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে হোমযজ্ঞাদি করিয়া উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা মন্ত্রাদি অবগত না থাকায়, শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে এই উপনয়ন কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনন্তবাবুর বয়স ৭৬ বৎসর। নিবারণবাবুর ২৭ বৎসর। ইঁহারা উভয়ে বঙ্গজ কায়স্থ।

বহরমপুর মহিলা-সমিতি।

শ্রীমতী আশালতা দেবী, শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবী বহরমপুর মহিলা-সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। ভুলক্রমে পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হয় নাই। আমরা মহিলা-সমিতির কার্য্যসফলতা প্রার্থনা করি।

ছাত্র প্রচারক।

বহরমপুরের ছাত্র প্রচারকের সংখ্যা আর এক জন বৃদ্ধি পাইল। শ্রীমান্ মদনগোপাল সরকার বর্ম্মা ছাত্র-সমাজে কায়স্থ-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক—আমরা ভগবানের নিকট তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

টাঙ্গাইল সংবাদ।

আথৈজ, টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু জানাইতেছেন :—

গত মাঘ মাসে "বানাইল কায়স্থ-সমিতির" আহ্বানে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার প্রচার পরিষদের প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এখানে আসিয়া কায়স্থ-সমাজে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার-প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৮ই মাঘ আথৈজ গ্রামে গুহ মজুমদার মহাশয়দের বাটীতে প্রথম সভা হয়। এই সভায় নিকটবর্ত্তী ৪।৫টী গ্রামের কায়স্থগণ মিলিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১০ই মাঘ স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণকে এবং প্রায় ১২।১৪টী গ্রামের কায়স্থগণকে আহ্বান করিয়া মৈষামুরা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু মহাশয়ের গৃহে একটী বৃহৎ সভা হয়। কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব ও পূর্ব্ব-গৌরব সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ পরম্পরা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত কায়স্থগণ বিশেষরূপে উদ্বোধিত হন এবং বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বহু তর্ক উত্থাপন করেন। প্রায় এক ঘণ্টা বাদানুবাদের পর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গবেষণা ও যুক্তিপূর্ণ উত্তরে তর্কের সমাধান হয়। অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটীসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কালীনাথ বসু বর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বসু বিদ্যাবিনোদ এই দিনের আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে উপস্থিত প্রায় সমুদায় কায়স্থ সত্বর যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করেন।

বৈশাখ মাস মধ্যে আমাদের ৫।৬টী গ্রামের সকল কায়স্থই যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে। শেষে নিবেদন, আমাদের "বানাইল কায়স্থ-সমিতিকে" "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" শাখা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন।

ময়মনসিংহ মহেরা অন্তর্গত করাইল সেক্রেটরী হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—বিগত ১৯শে চৈত্র সোমবার (নবপ্রতিষ্ঠিত) "করাইল কায়স্থ-সভার" অধিবেশন হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে অনেক কায়স্থ সন্তান এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। 'বানাইল কায়স্থ সভার' অন্যতম সভ্য-মৈশামুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রমাণ ও উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধীয় কয়েকটি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, উপস্থিত কায়স্থ সন্তানগণ সকলেই উপবীত গ্রহণ ও দ্বিজাচার প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রতিজ্ঞা-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। সভায় উপস্থিত কায়স্থ-মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। আগামী বৈশাখ মাসে কোনও একটি শুভদিন দেখিয়া "করাইল কেন্দ্রে" সকলে উপনীত হইবেন। ঐ দিন অন্যূন ১০০ জন কায়স্থ সন্তান যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করা যায়।

বসিরহাট সংবাদ।

গত ১৬ই মাঘ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার বসিরহাট বারলাইব্রেরী গৃহে কায়স্থ-সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, সবডিভিসন্যাল অফিসার প্রমুখ সহরের গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তা কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করেন। তৎপর পরলোকগত প্রসিদ্ধ উকীল বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পূর্ণ করা বৈধ হইয়াছে কি না তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বহু শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করাতে কোন প্রত্যবায়ের কারণ হয় নাই। ভালরূপে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া একটী বৃহৎ সভা আহ্বানের সঙ্কল্প কেহ কেহ জ্ঞাপন করেন এবং বক্তাকে সেই সভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইলে, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

আনন্দ-সংবাদ।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সহকারী-সভাপতি কায়স্থ-কুল-ধুরন্ধর মাননীয় মনীষী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-chancellor পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনিই তৃতীয় কায়স্থ ভাইস্-চ্যানসেলার—প্রথম শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, দ্বিতীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার।

শোক-সংবাদ।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার নব-নির্ব্বাচিত সহকারীসম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব সাহিত্য-সাগর মহাশয় অকস্মাৎ বিগত রবিবার ২৫শে চৈত্র মধ্যাহ্নে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় কবিরাজ স্বজাতিবৎসল কায়স্থ-সভার অন্যতম বান্ধব মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন। পিতার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পিতার বিশিষ্ট পারদর্শিতা নাড়ীজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং অল্পবয়স হইতেই বঙ্গবাণীর সেবা করিতেন। "বাঙ্গালী-পল্টন" প্রভৃতি দুই-একখানি গল্প-পুস্তক ও অন্যান্য প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বর্ষের কার্ত্তিকমাস হইতে সভার সহকারী-সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। বিগত ১৩ই চৈত্র, তিনি শ্রীপুরে গুহ সরকার বংশের উপনয়ন-যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হন এবং ঐখানে 'টাইফয়েড'-ব্যাধি-কবলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী শ্বশুরালয়ে স্থানান্তরিত হন। দুঃখের কথা, তাঁহার মৃতিাবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী অকস্মাৎ গতাসু হন। এই দারুণ শোকে তাঁহার রোগবৃদ্ধি পায় এবং পল্লীগ্রামে চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনান হয়। এখানে আসিয়া দুই দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। আমরা জানি না, তাঁহার শোক-সন্তপ্তা মাতৃদেবীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব! শ্রীভগবান তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ করুন ইহাই প্রার্থনা!

প্রাপ্তিস্বীকার :—"মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনী হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মন মহাশয় প্রেরিত হাতে কাটা সুতার পৈতা পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এ পৈতা অতি উৎকৃষ্ট। পরিশ্রমের তুলনায় মূল্য খুবই সামান্য। যাঁহারা এই পৈতা লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পৈতা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য প্রতি কুড়ি ৸৵০; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনী"।
পোঃ চৌগাছা, জেলা যশোহর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মন্।

বৈশাখ মাস মধ্যে আমাদের ৫।৬টী গ্রামের সকল কায়স্থই যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে। শেষে নিবেদন, আমাদের "বানাইল কায়স্থ-সমিতিকে" "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" শাখা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন।

ময়মনসিংহ মহেরা অন্তর্গত করাইল সেক্রেটরী হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—বিগত ১৯শে চৈত্র সোমবার (নবপ্রতিষ্ঠিত) "করাইল কায়স্থ-সভার" অধিবেশন হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে অনেক কায়স্থ সন্তান এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। 'বানাইল কায়স্থ সভার' অন্যতম সভ্য-মৈশামুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কায়স্থ-জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রমাণ ও উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধীয় কয়েকটি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, উপস্থিত কায়স্থ সন্তানগণ সকলেই উপবীত গ্রহণ ও দ্বিজাচার প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রতিজ্ঞা-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। সভায় উপস্থিত কায়স্থ-মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। আগামী বৈশাখ মাসে কোনও একটি শুভদিন দেখিয়া "করাইল কেন্দ্রে" সকলে উপনীত হইবেন। ঐ দিন অন্যূন ১০০ জন কায়স্থ সন্তান যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করা যায়।

বসিরহাট সংবাদ।

গত ১৬ই মাঘ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার বসিরহাট বারলাইব্রেরী গৃহে কায়স্থ-সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, সবডিভিসন্যাল অফিসার প্রমুখ সহরের গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তা কায়স্থের ক্ষত্রিয়বর্ণতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করেন। তৎপর পরলোকগত প্রসিদ্ধ উকীল বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পূর্ণ করা বৈধ হইয়াছে কি না তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বহু শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করাতে কোন প্রত্যবায়ের কারণ হয় নাই। ভালরূপে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া একটী বৃহৎ সভা আহ্বানের সঙ্কল্প কেহ কেহ জ্ঞাপন করেন এবং বক্তাকে সেই সভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইলে, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

আনন্দ-সংবাদ।

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দক্ষিণরাঢ়ীয় সহকারী-সভাপতি কায়স্থ-কুল-ধুরন্ধর মাননীয় মনীষী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-chancellor পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনিই তৃতীয় কায়স্থ ভাইস্-চ্যানসেলার—প্রথম শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, দ্বিতীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার।

শোক-সংবাদ।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার নব-নির্ব্বাচিত সহকারীসম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব সাহিত্যসাগর মহাশয় অকস্মাৎ বিগত রবিবার ২৫শে চৈত্র মধ্যাহ্নে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় কবিরাজ স্বজাতিবৎসল কায়স্থ-সভার অন্যতম বান্ধব মহেন্দ্রনারায়ণ ভূবসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন। পিতার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পিতার বিশিষ্ট পারদর্শিতা নাড়ীজ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং অল্পবয়স হইতেই বঙ্গবাণীর সেবা করিতেন। "বাঙ্গালী-পল্টন" প্রভৃতি দুই-একখানি গল্প-পুস্তক ও অন্যান্য প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বর্ষের কার্ত্তিকমাস হইতে সভার সহকারী-সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। বিগত ১৩ই চৈত্র, তিনি শ্রীপুরে গুহ সরকার বংশের উপনয়ন-যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হন এবং ঐখানে 'টাইফয়েড'-ব্যাধি-কবলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী শ্বশুরালয়ে স্থানান্তরিত হন। দুঃখের কথা, তাঁহার পীড়িতাবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী অকস্মাৎ গতাসু হন। এই দারুণ শোকে তাঁহার রোগবৃদ্ধি পায় এবং পল্লীগ্রামে চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনান হয়। এখানে আসিয়া দুই দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। আমরা জানি না, তাঁহার শোক-সন্তপ্তা মাতৃদেবীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব! শ্রীভগবান তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ করুন ইহাই প্রার্থনা!

প্রাপ্তিস্বীকার :—"মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনী হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মন মহাশয় প্রেরিত হাতে কাটা সুতার পৈতা পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এ পৈতা অতি উৎকৃষ্ট। পরিশ্রমের তুলনায় মূল্য খুবই সামান্য। যাঁহারা এই পৈতা লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পৈতা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য প্রতি কুড়ি ৸৵০; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনী"।
পোঃ চৌগাছা, জেলা যশোহর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সিংহ বর্ম্মন্।

পুস্তক পরিচয় ও আলোচনা।

১। যজুঃসংস্কার পদ্ধতি (সটীক সানুবাদ) শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, এম-আর-এ-এস্ ও শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা, বেলেঘাটা হইতে শ্রীনৃত্যগোপাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩২৯) মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তকখানি কায়স্থ-সভার পুস্তকালয়ের জন্য আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহোদয় লিখিয়াছেন—"যজুর্ব্বেদীয় কর্ম্মকাণ্ডের পুঁথি বাজারে অনেক থাকিলেও বিশুদ্ধ পুঁথির অভাব চিরকালই আছে। কিন্তু এতদিন পরে শ্রীআশুতোষ তর্কতীর্থ ও শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্নের সম্পাদিত এই 'যজুঃসংস্কার পদ্ধতি' সে অভাব দূর করিবে। * * * * এই যজুঃসংস্কার পদ্ধতি বেদ, গৃহ্যসূত্র ও হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব প্রভৃতি বহুগ্রন্থ এবং কয়েকখানি পশুপতিকৃত সংস্কার-পদ্ধতি দৃষ্টে মুদ্রিত হওয়ায় এই পুস্তকখানি সর্ব্ববিষয়ে বিশুদ্ধ হইয়াছে। অতএব এই পুস্তক দৃষ্টে যে সমস্ত সংস্কারকার্য্য সম্পাদিত হইবে তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইয়া যথাবিহিত ফলপ্রদ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।" ভারতবিদ্যা-সম্রাট্ পণ্ডিতকুল-শিরোমণি তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই পরিচয়ই যথেষ্ট। নানা পুরাতন পুঁথি সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তক সম্পাদিত হওয়ায় ইহার প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতেছি। প্রকাশকের নিকট ৬৯ নং বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে এই পুস্তক পাওয়া যায়।

২। নোয়াখালি, বড়বাজার হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় লিখিত "কারবার"-নামক একখানি ব্যবসায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক আমরা উপহার পাইয়াছি। নানাপ্রকার ব্যবসায় শিক্ষা প্রণালীর কথা এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এ যুগে এইরকম পুস্তকের বহুল প্রচার আবশ্যক। বড় বড় কারবারী লোকেরা তাঁহাদের বহু-শ্রম-অর্জ্জিত এই বিষয়ক অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিলে সমাজে বিশেষ উপকারে আসিবে। কুঞ্জবাবু-বাবুর পুস্তকখানি কারবার শিক্ষা বিষয়ে কতকটা সাহায্য করিবে এরূপ আশা করা যায়। ছাপা ও কাগজ ভাল; মূল্য ৸০। প্রাপ্তিস্থান—নোয়াখালি, বড়বাজার পুস্তক-প্রণেতার নিকট।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার

একবিংশ-বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশন।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ (ইং ২৬শে নভেম্বর, ১৯২২)

রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

স্থান—৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবন

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর (সভাপতি)
" মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর
" মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বর্ম্মা (সহ-সভাপতি)
" রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ
" রায় সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
" নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বার-এট্-ল
" হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম-এ
" জিতেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ
শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি-এল
" হেমেন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ম্মা সাহিত্য-সাগর
" গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার
" কেদারনাথ দেব বর্ম্মা
" রসিকলাল দেব বর্ম্মা
" সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (সাধারণ সভ্য)
" অম্বিকাচরণ সেন (ঐ)
" কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক)

১ম প্রস্তাব—শোক প্রকাশ—কায়স্থ-সভার পরমহিতৈষী-বান্ধব রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যুতে সভাস্থ সকলেই বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিলেন এবং এই শোক প্রকাশের জন্য আগামী ১৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হউক্।

২য় প্রস্তাব—কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক ঐ সঙ্ঘের নূতন সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের নির্ব্বাচন প্রস্তাব অনুমোদন করা হউক্।

৩য় প্রস্তাব—গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা (পোপাড়া) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ (ভাজা) শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঘোষ বর্ম্ম রায় (দিনাজপুর) অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন সম্পাদক মহাশয় তাহা পাঠ করিলেন। আয়-ব্যয় পরীক্ষক মহাশয়ের সময়াভাবে হিসাব পরীক্ষিত না হওয়ায়, স্থির হইল ঐ হিসাব পরের অধিবেশনের জন্য স্থগিদ রাখা হউক্।

৪র্থ প্রস্তাব—কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। সভার ব্যয়-নির্ব্বাহের সম্বন্ধে কর্ম্ম-সম্পাদন-সঙ্ঘের মন্তব্য অনুমোদন করা হউক্।

৫ম প্রস্তাব—ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের বিরুদ্ধে কায়স্থ-সভার মোকদ্দমার বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল এবং বহু আলোচনার পর স্থির হইল, ঐ মোকদ্দমা যে ভাবে চলিতেছে, সেইভাবে চালান হউক্।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—নূতন সভ্য মনোনয়ন

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

সমর্থক—„ কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক).

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র — শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মজুমদার

„ ননীলাল দত্ত, এম্-এস্-সি ; বি-এল — „ উপেন্দ্রনাথ বসু

„ পান্নালাল বসু এম-বি — „ শশাঙ্কশেখর বসু

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

৭ম প্রস্তাব—কলিকাতা ও মফঃস্বলের বাকী চাঁদা আদায় সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে, মফঃস্বলের বাকী চাঁদা আদায়ের জন্য সম্পাদক-মহাশয় তাগিদ পত্র দিবেন এবং কলিকাতার চাঁদা আদায়ের জন্য চাঁদাসংগ্রহকারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রাহাকে মাসিক দশ টাকা বেতন ও সংগৃহীত চাঁদার উপর শতকরা ১৫৲ টাকা ও এককালীন চাঁদার উপর শতকরা ৫৲ টাকা কমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা হউক্।

৮ম প্রস্তাব—সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক সভার আর্থিক অবস্থা বিজ্ঞাপিত হইলে স্থির হইল, তাঁহার মন্তব্যানুযায়ী সভার ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে দৃষ্টি রাখা হউক্।

৯ম প্রস্তাব—বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে নিখিল-ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যবর্গকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হউক্।

১।	শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর,	কলিকাতা।
২।	„ রায় বিনোদবিহারী বসু	ঐ
৩।	„ জিতেন্দ্রনাথ রায়	ঐ
৪।	„ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	ঐ
৫।	„ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ	ঐ
৬।	„ সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	ঐ
৭।	„ গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার	ঐ
৮।	„ কিরণচন্দ্র দত্ত	ঐ
৯।	„ সচ্চিদানন্দ দত্ত	ঐ
১০।	„ নিবারণচন্দ্র দত্ত	ঐ
১১।	„ নীলকমল দাস দেব	কাশী
১২।	„ ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস	ঐ
১৩।	„ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	ঐ
১৪।	„ জিতেন্দ্রনাথ রায়, সবজজ	লক্ষ্ণৌ
১৫।	„ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা	ঐ
১৬।	„ গিরিজাকান্ত বসু বর্ম্মা	ঐ
১৭।	„ অতুলকৃষ্ণ সিংহ	ঐ
১৮।	„ কালিকানন্দ ঘোষ বর্ম্মা	নাগপুর
১৯।	„ ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র বসু	এলাহাবাদ
২০।	„ যোগেশচন্দ্র গুহ	ফরিদপুর
২১।	„ কুমার সৌরেন্দ্রমোহন গুহরায়	লক্ষ্মীকোল, ফরিদপুর
২২।	„ মহেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্ম চৌধুরী	নিমতিতা
২৩।	„ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বর্ম্মরায়	দিনাজপুর
২৪।	„ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়	ঐ
২৫।	„ বিনয়ভূষণ বসু	বালাঘাট
২৬।	„ জিতেন্দ্রমোহন বসু	বস্তি, অযোধ্যা
২৭।	„ রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর	কটক
২৮।	„ ডাঃ ঈশাণতোষ মিত্র বর্ম্মা	দিল্লী
২৯।	„ রায় নগেন্দ্রনাথ দে বাহাদুর	বিলাসপুর
৩০।	„ রাধাবল্লভ মিত্র	ঐ
৩১।	„ এস, সি মিত্র	কানপুর
৩২।	„ শরৎচন্দ্র বসু	রাজপুর, দেরাদুন
৩৩।	„ এন, সি বসু	রায়পুর

বিবিধ—

(ক) শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়ের আবেদন পঠিত হইল এবং বহু আলোচনার পর স্থির হইল, এবারকার মত তাঁহার

কলিকাতায় অবস্থানকালীন খোরাকী দেওয়া হউক্। ভবিষ্যতে কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা সম্পাদকমহাশয় করিবেন। অন্যথায় তাঁহাকে দৈনিক আট আনা হিসাবে খোরাকী দেওয়া হউক্। তাঁহার বিদায়কালীন-পাথেয় সভা দেওয়া সমীচীন মনে করিতেছেন না।

(খ) পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল এবং স্থির হইল, পত্রিকা প্রতি ফর্ম্মায় ১৷৷০ দেড় টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইয়া যাহাতে নিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশিত হয় সে বিষয় সভা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

(গ) পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যারত্ন মহাশয় পদত্যাগ করায় ঐ পদে শ্রীযুক্ত রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হউক্।

(ঘ) সভার সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় পদত্যাগ করায় ঐ পদে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হউক্।

(ঙ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুস্তক ছাপাইবার জন্য সাহায্য-প্রার্থনা-পত্র পঠিত হইল এবং এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ৫৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(চ) জনৈক কন্যাদায়গ্রস্থ কায়স্থ ভদ্রসন্তানের আবেদন-পত্র পঠিত হইল এবং শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর ৫৲ টাকা ও শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ৫৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

(ছ) জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রসন্তানের পিতৃশ্রাদ্ধে সাহায্য-প্রার্থনা-পত্র পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর ১০৲ টাকা, শ্রীযুক্ত কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায়বর্ম্মা বাহাদুর ১০৲ টাকা, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ৫৲ টাকা, শ্রীযুক্ত রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্রবর্ম্মা ৫৲ টাকা, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ২৲ টাকা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ২৲ টাকা সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অতঃপর সভাপতিমহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে রাত্রি ৮½ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমৃতলাল মিত্র
সভাপতি

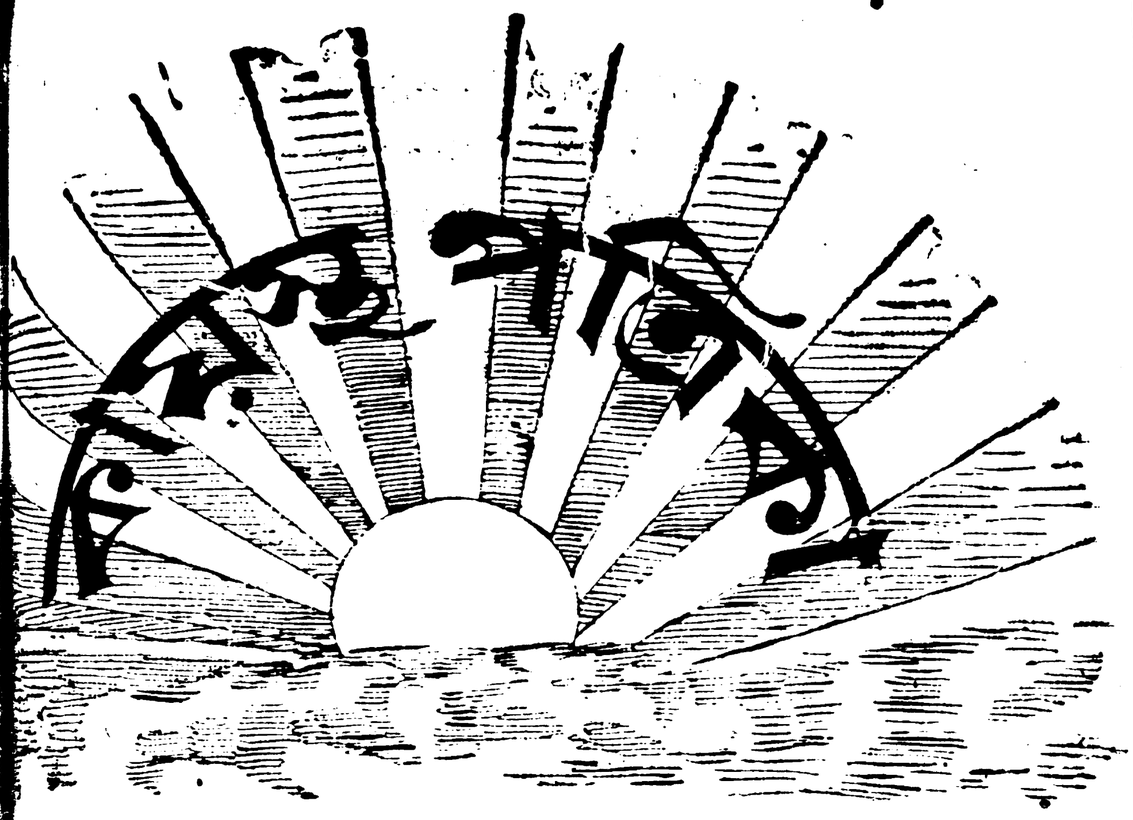

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একমাত্র মুখপত্র

সমাজ, জাতি, ইতিহাস, ধর্ম্ম ও সাহিত্য-বিষয়ক

মাসিক-পত্র

—:*:—

পত্রিকা-সম্পাদক

শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্ম-চৌধুরী

——:*:——

(নবপর্য্যায়—চতুর্দ্দশ খণ্ড)